শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।

শ্রীগুরুকৃপার দান

শ্রীশ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজের
শ্রীমুখনিঃসৃত কীর্ত্তনাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

বরাহনগর
শ্রীল ভাগবতাচার্য্যের শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রমস্থ
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দির হইতে প্রকাশিত

দ্বিতীয় মুদ্রণ

শ্রীচৈতন্যাব্দ — ৫১৭, ১লা বৈশাখ ১৪০৯

প্রকাশক ঃ
পরমারাধ্য শ্রীশ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত
শ্রীশ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ ট্রাস্টের ট্রাষ্টী বোর্ড

শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম
বরাহ্নগর, কলকাতা - ৭০০০৩৫
ফোন ঃ ৫৭৭-০১৩৩

প্রাপ্তিস্থান ঃ
শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম
বরাহ্নগর, কলকাতা ঃ ৭০০ ০৩৫

মুদ্রণে ঃ
শ্রীদ্লাল চন্দ্র মান্না
রামকৃষ্ণ সারদা প্রিন্টিং
১৯ই/এইচ, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৬

ভিক্ষা [illegible] টাকা

150

শ্রীগুরুকৃপার দান দ্বিতীয় খণ্ডের সূচীপত্র

প্রকাশকের নিবেদন

পরম দয়াল প্রভু শ্রীশ্রীনিতাইচাঁদের অপার করুণায় পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব ১০৮ শ্রীশ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত কীর্ত্তনাবলীর মধ্যে নৈমিত্তিক লীলাকীর্ত্তন-গ্রন্থ 'শ্রীগুরুকৃপার দান' দ্বিতীয় খণ্ডটি পুনঃ প্রকাশিত হইল। শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত কীর্ত্তন সমূহ স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত। শ্রীপাদের সমগ্র জীবনের ভজনানুভূতি এই কীর্ত্তন সমূহে প্রকটিত হইয়াছে। তাঁহার অনুভূতি মাখান কীর্ত্তন বলিয়াই ইহা সকলের মনপ্রাণকে মাতাইয়া ভগবদ্ভজনে আধ্যাত্মিক ভাবধারায় উজ্জীবিত করে এবং শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের লীলারস আস্বাদনে প্রলুব্ধ করে। শ্রীপাদের শ্রীমুখনিঃসৃত আঁখর সমন্বিত কীর্ত্তন যাঁহারা শ্রবণ করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট এই বিষয়ে অধিক বর্ণনার প্রয়োজন নাই।

প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থটি সত্ত্বর নিঃশেষিত হওয়ায় বৈষ্ণব-সমাজে ইহার একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হইলেও দীর্ঘদিন যাবৎ নানা কারণে পুনঃ প্রকাশন সম্ভব হয় নাই। পরিশেষে গ্রন্থটি পুনঃ প্রকাশিত হওয়ায় শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ-লীলারস পিপাসু বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। কৃপাময় বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ ইহার মাধ্যমে লীলারস আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইয়া আশীর্ব্বাদ করুন যাহাতে আমরা শ্রীপাদের কৃপালাভে ধন্য হইতে পারি। --অলমিতি

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।

জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

শ্রীগুরু-কৃপার দান

দ্বিতীয় খণ্ড

—ঃ০ঃ—

শ্রীপাট পানিহাটিতে শ্রীশ্রীদাস গোস্বামীর দণ্ডমহোৎসব কীর্ত্তন

(জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী)

(সপরিকর শ্রীশ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন)

শ্রীগুরুপ্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল।

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।

জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

গৌরপ্রেম-বন্যায় ভাসে পানিহাটি গ্রাম।

রাঘব পণ্ডিতের ঘরে নিত্যানন্দ রাম॥

আমার প্রভু নিতাই এসেছে

মধুর নীলাচল হতে—আমার প্রভু নিতাই এসেছে

প্রাণগৌর-আজ্ঞায় নাম-প্রেম বিলাতে—আমার প্রভু নিতাই এসেছে

আমার—নিতাই এল পানিহাটিতে

গৌর-আজ্ঞায় নাম-প্রেম বিলাতে—আমার—নিতাই এল পানিহাটিতে

নিজ প্রিয়গণ সনে—আমার—নিতাই এল পানিহাটিতে

চল যাই দেখিতে

নিতাই এল পানিহাটিতে—চল যাই দেখিতে

(সুরধুনীর তীর হইতে বটবৃক্ষমূলে আসিয়া কীর্ত্তন)

জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বগুরু।

প্রাণভরে জয় দাও ভাই

প্রভু নিতাই প্রাণ জগদ্‌গুরু গৌরহরির—প্রাণভরে জয় দাও ভাই

নিতাই পাগল করা গোরার—প্রাণভরে জয় দাও ভাই

জয় জয় ভক্তজন বাঞ্ছাকল্পতরু ॥

প্রাণভরে জয় দাও ভাই

সাঙ্গোপাঙ্গের জয় দাও ভাই

প্রেমাবতার গৌরহরির—সাঙ্গোপাঙ্গের জয় দাও ভাই

জয় জয় ভক্তজন বাঞ্ছাকল্পতরু ॥
জয় জয় ন্যাসিমণি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত ॥

চাও হে করুণা-নয়নকোণে

প্রেমাবতার গৌর আমার—চাও হে করুণা-নয়নকোণে

করুণা-বারিধি গৌর আমার—চাও হে করুণা-নয়নকোণে

অশান্ত জগতপানে—চাও হে করুণা-নয়নকোণে

জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত ॥
ভক্তগোষ্ঠী সহিতে গৌরাঙ্গ জয় জয়।
জয় জয় শ্রীকরুণাসিন্ধু দয়াময় ॥

আমার—করুণা-বারিধি গোরাশশী

নিভৃত গম্ভীরায় বসি—আমার—করুণা-বারিধি গোরাশশী

হেনমতে মহাপ্রভু চৈতন্য নিতাই।
নীলাচলে বসতি করেন দুই ভাই ॥
একদিন শ্রীগৌরসুন্দর নরহরি।
নিভৃতে বসিলা নিত্যানন্দে সঙ্গে করি ॥
প্রভু বলে শুন নিত্যানন্দ মহামতি।

নিতাইচাঁদের দুটি হাতে ধ'রে

সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ-প্রতি ॥
প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আমি নিজমুখে।
মুর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেমসুখে ॥

একমাত্র সহায় হে

একা তুমি নিতাই আমার---একমাত্র সহায় হে

নাম-প্রেম প্রচারের---একমাত্র সহায় হে

বিশ্বম্ভর নাম ধরেছি

অদ্বৈত-প্রেমহুঙ্কার শুনে---বিশ্বম্ভর নাম ধরেছি

নাম-প্রেমে বিশ্ব ভরব ব'লে—বিশ্বম্ভর নাম ধরেছি

তুমি একমাত্র সহায়

বিশ্বম্ভর নাম পূর্ণ করবার---তুমি একমাত্র সহায়

মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেমসুখে।।
তুমিও থাকিলা যদি মুনিধর্ম্ম ধরি।
আপন উদ্দাম ভাব সব পরিহরি।।
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বল দেখি আর কে বা করিবে উদ্ধার।।
ভক্তিরস দাতা তুমি, তুমি সম্বরিলে।
তবে অবতার বা কি নিমিত্তে করিলে।।

যদি—আপন-ভাব সম্বরিলে

তবে—আমায় কেন আনিলে—যদি—আপন-ভাব সম্বরিলে

তবে—আমায় কেন আনিলে

যদি এম্নি ক'রে বসে থাকবে—তবে—আমায় কেন আনিলে

তবে অবতার বা কি নিমিত্তে করিলে।।
এতেকে আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশে যাও।।
বিরলে নিতাই লইয়া হাতে ধরি বসাইয়া
মধুর কথা কন্ ধীরে ধীরে।

প্রাণের প্রাণ গৌরহরি

মধুর কথা কন্ ধীরে ধীরে।

মুখ বুক ভেসে যায়

গৌরের—বলিতে বলিতে দুটি নয়ন-ধারায়—মুখ বুক ভেসে যায়

ও---নিতাই আমার কথা রাখ

দুটি—হাতে ধ'রে কেঁদে বলছেন প্রভু—ও—নিতাই আমার কথা রাখ

তুমি ত একমাত্র সহায়

জীবেরে সদয় হৈয়া হরিনাম লওয়াও গিয়া
যাও নিতাই সুরধুনী তীরে ॥
প্রভু কহে নিত্যানন্দ সব জীব হইল অন্ধ
কেহ ত না পাইল হরিনাম।
নিতাই— এই নিবেদন তোরে নয়নে দেখিবে যারে
কৃপা করি লওয়াইও নাম ॥
কৃতপাপী দুরাচার নিন্দুক পাষণ্ডী আর
কেহ যেন বঞ্চিত না হয়।

যেন—কাকেও বঞ্চিত ক'র না নিতাই

নিতাইচাঁদের দুটি হাত ধ'রে বলে—যেন—কাকেও বঞ্চিত ক'র না নিতাই

আমার—কলির জীব বড় দুঃখী—যেন—কাকেও বঞ্চিত ক'র না নিতাই

আমার—কলির জীব সদাই দুঃখী—যেন—কাকেও বঞ্চিত ক'র না নিতাই

কৃতপাপী দুরাচার নিন্দুক পাষণ্ডী আর
কেহ যেন বঞ্চিত না হয়।
শমন বলিয়া ভয় জীবে যেন নাহি রয়
সুখে যেন হরিনাম লয় ॥

কারেও বঞ্চিত ক'র না নিতাই

আমার—কলির জীব বড়ই দুঃখী—যেন—কারেও বঞ্চিত ক'র না নিতাই

অবিচারে নাম বিলাও গিয়ে

অদোষ-দরশী হয়ে—অবিচারে নাম বিলাও গিয়ে

কোন নিষেধ বিধি দিও না

নাম গ্রহণ করতে যেন—কোন নিষেধ বিধি দিও না

তাহলে কেউ নাম লবে না

অবিচারে নাম বিলাও গিয়ে

জীব যে দশায় থাকুক না কেন—অবিচারে নাম বিলাও গিয়ে

আপনি বিধি পালন করবে

নামাশ্রয়ে চিত্ত শুদ্ধি হলে---আপনি বিধি পালন করবে

কুমতি তার্কিক জন অধম পড়ুয়াগণ

(তারা) জন্মে জন্মে ভকতি বিমুখ।

তারা—তর্কনিষ্ঠ অভিমানী

অবিদ্যা-মদে অন্ধ—তারা---তর্কনিষ্ঠ অভিমানী

দেখ যেন—তাদের নিতাই বঞ্চিত ক'র না

তারা অভিমানী ব'লে---দেখ যেন—তাদের নিতাই বঞ্চিত ক'র না

সদাই আমার প্রাণ কাঁদিছে

নদীয়া-পড়ুয়াগণের দশা হেরে—সদাই আমার প্রাণ কাঁদিছে

প্রেমধন দান করি বালক বৃদ্ধ পুরুষ নারী

খণ্ডাইও সবাকার দুঃখ॥

জীবের—দরিদ্রতা ঘুচাও গিয়ে

এই জগমাঝে সেই ত দরিদ্র

হউক না কেন—ধনী-মানী-কুলীন-পণ্ডিত---এই জগমাঝে সেই ত দরিদ্র

যার—নাই কৃষ্ণ-প্রেমধন—এই জগমাঝে সেই ত দরিদ্র (মাতন)

জীবের—দরিদ্রতা ঘুচাও গিয়ে

সেধে যেচে নাম-প্রেম দিয়ে—জীবের— দরিদ্রতা ঘুচাও গিয়ে (মাতন)

খণ্ডাইও সবাকার দুঃখ॥

নাম—সংকীর্ত্তন প্রেমরসে ভাসাইয়া সব দেশে

পূর্ণ কর সবাকার আশ।

আমার—বিশ্বম্ভর নাম পূর্ণ কর

যাও যাও নিতাই ত্বরা করি—আমার—বিশ্বম্ভর নাম পূর্ণ কর

নাম-প্রেম দিয়ে বিশ্ব ভর—আমার—বিশ্বম্ভর নাম পূর্ণ কর

গৌরাঙ্গ-আদেশ পাইয়া নিতাই বিদায় হইয়া

আজ—আনন্দ আর ধরে না

স্বভাব-করুণ নিতাইচাঁদের—আজ—আনন্দ আর ধরে না

একে—সহজেই জীবের দুঃখে দুঃখী

তাতে পেয়েছে গৌর-আজ্ঞা—একে—সহজেই জীবের দুঃখে দুঃখী

তাতে পেয়েছে গৌর-আজ্ঞা

অবিচারে নাম-প্রেম বিলাতে—তাতে পেয়েছে গৌর-আজ্ঞা

গৌরাঙ্গ-আদেশ পাইয়া নিতাই বিদায় হইয়া

চলিলেন শ্রীগৌড়মণ্ডলে।

আপনি যেমন সঙ্গী তেমন

গৌর-প্রেমের পাগলা নিতাই—অপনি যেমন সঙ্গী তেমন

গৌর-প্রেমে মত্ত মহাবলী—আপনি যেমন সঙ্গী তেমন

ব্রহ্মাণ্ড তারিতে পারে

প্রতি নিতাই-কিঙ্করে—ব্রহ্মাণ্ড তারিতে পারে

পতিতপাবন নিতাই হৃদে ধ'রে—ব্রহ্মাণ্ড তারিতে পারে

সঙ্গে ভাই অভিরাম গৌরীদাস গুণধাম

কীর্ত্তন-বিহার কুতূহলে॥

রামাই সুন্দরানন্দ বাসু আদি ভক্তবৃন্দ

সতত কীর্ত্তন-রসে ভোলা।

পানিহাটি গ্রামে আসি গঙ্গাতীরে পরকাশি

রাঘব পণ্ডিত সনে মেলা॥

রামদাস গদাধর দাস মহাশয়।

রঘুনাথ বেজ ওঝা ভক্তিরসময়॥

কৃষ্ণদাস পণ্ডিত পরমেশ্বর দাস।

পুরন্দর পণ্ডিতের পরম উল্লাস॥

নিত্যানন্দ স্বরূপের যত আপ্তগণ।

নিত্যানন্দ সঙ্গে সভে করিলা গমন॥

হেলে দুলে যায় পাগলা নিতাই

গজেন্দ্র-গমনে যায় সকরুণ-দিঠে চায়

যায় রে নিতাই মাতা করী

গৌরপ্রেম-মদিরা পান করি—যায় রে নিতাই মাতা করী

যায়--বাহুশুণ্ড দোলাইয়া

নিতাই করী--পাষণ্ড-কদলী দলবে বলে--যায়---বাহুশুণ্ড দোলাইয়া

যে দিকে চায় প্রেমে মাতায়

প্রেমিক নিতাই প্রেমদিঠে---যে দিকে চায় প্রেমে মাতায়

যার পানে চায় প্রেমে মাতায়

স্থাবর জঙ্গম গুল্মলতা—যার পানে চায় প্রেমে মাতায় (মাতন)

পদভরে মহী টলমল রে।

ধরণী আর ধরতে নারে

আমার--নিতাইচাঁদের পদভার---ধরণী আর ধরতে নারে

ধরণীর--আনন্দ আর ধরে নারে

বড় ভাগ্যবতী ধরণী---ধরণীর---আনন্দ আর ধরে নারে

আজ--ধরণীধরে হৃদে ধ'রে---ধরণীর—আনন্দ আর ধরে নারে

ধরণী প্রেমে টলমল করে

গৌর-প্রেমের মূরতি নিতাই হৃদে ধ'রে—ধরণী প্রেমে টলমল করে

গৌর-প্রেমের মূরতি নিতাই

শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের মূরতি রাধা—গৌর-প্রেমের মূরতি নিতাই

সেই—রাইকানু মিলিত গৌর

সেই---গৌর-প্রেমের মূরতি নিতাই---সেই—রাইকানু মিলিত গৌর

পদভরে মহী টলমল রে।

গতিমত্ত সিংহ জিনি কম্পবান্ মেদিনী

সিংহগতি চলে যায় রে

আমার—গৌরপ্রেমের পাগলা নিতাই---সিংহগতি চলে যায় রে

নিতাই আমার—প্রাণগৌর-সিংহ হৃদে ধ'রে---সিংহগতি চলে যায় রে

পাষণ্ডীগণ হেরিয়া বিকল রে।।

তাদের—পাষণ্ড-স্বভাব দূরে গেল রে

আমার—পাষণ্ড-দলন নিতাইকে হেরে—তাদের—পাষণ্ড-স্বভাব দূরে গেল রে

আমার—নিতাইচাঁদকে দেখে বলে

আজ—পাষণ্ডী পাষণ্ড-স্বভাব ভুলে—আমার—নিতাইচাঁদকে দেখে বলে

আমার—নিতাইচাঁদকে দেখে বলে

তাদের—প্রেমনেত্রের বিকাশ হল রে

গৌর-প্রেমের মূরতি নিতাইচাঁদে হেরে---তাদের—প্রেমনেত্রের বিকাশ হ'ল রে

বলে— আওত অবধূত করুণার সিন্ধু রে ।।

ঐযে—হেলে দুলে নেচে আসছে

ঐ পতিতের বন্ধু নিতাই—ঐ যে—হেলে দুলে নেচে আসছে

আমার গৌর-প্রেমের মূরতি—ঐ যে—হেলে দুলে নেচে আসছে

ভাইরে—আর আমাদের ভাবনা কিসের

আমরা—হই না কেন মহাপতিত—ভাইরে—আর আমাদের ভাবনা কিসের

আর পতিতের ভয় কি বল

ঐ যে—পতিতের বন্ধু নিতাই এল—আর পতিতের ভয় কি বল

আমরি কি মধুর মূরতি

নিতাইচাঁদকে দেখে বলে—আমরি কি মধুর মূরতি

পাষণ্ডীগণ প্রেমদৃষ্টি পেয়ে বলে—আমরি কি মধুর মূরতি

একবার চেয়ে দেখ ভাই রে—আমরি কি মধুর মূরতি

দেখরে নয়ন ভরি ঐ নিতাই সুন্দর রে ।

ও যে গৌরাঙ্গ-প্রণয় রসময় পুরন্দর রে ।।

গোরারসে গঠিত ঐ নিতাই-কলেবর রে ।

গোরারস-কমলের মত্ত মধুকর রে ।।

গোরারস-চাঁদের চকোর নিত্যানন্দ রে ।

জীবহৃদি-তম-বিনাশের পূর্ণতম চন্দ্র রে ।।

হৃদি—তম বিনাশের পূর্ণচন্দ্র

কলিহত জীবহৃদি—হৃদি—তম বিনাশের পূর্ণচন্দ্র

মূরতি ধ'রে আসছে—হৃদি—তম বিনাশের পূর্ণচন্দ্র

ঐ জগৎগুরু নিত্যানন্দ—হৃদি—তম বিনাশের পূর্ণচন্দ্র (মাতন)

বলে—আওত অবধূত করুণার সিন্ধুরে ।।

গৌর-প্রেমের মূরতি নিতাই

চলিলেন নিত্যানন্দ গৌড়দেশ প্রতি।
সর্ব্ব পারিষদগণ করিয়া সংহতি॥
পথে চলিতেই নিত্যানন্দ মহাশয়।
সর্ব্ব পারিষদ করিলেন প্রেমময়॥
সবার হইল আত্ম বিস্মৃতি অত্যন্ত।
কার দেহে কত ভাব নাহি হয় অন্ত॥
প্রথমেই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য রামদাস।
তান দেহে হইলেন গোপাল প্রকাশ॥
মধ্যপথে রামদাস ত্রিভঙ্গ হইয়া।
আছিলা প্রহর তিন বাহ্য পাসরিয়া॥
হইলা রাধিকা-ভাব গদাধর দাসে।
দধি কে কিনিবে বলি মহা অট্টহাসে॥

তোমরা কি জান না
নিতাইচাঁদের গূঢ় বিহার

আড়িয়াদহে—নিতাইচাঁদের গূঢ় বিহার
দাস গদাধরের শ্রীপাটে—নিতাইচাঁদের গূঢ় বিহার

গোপীভাবে গদাধর দাস
কুম্ভ কাঁখে ক'রে
বলে দধি কে নিবি গো
সেইকালে আইলা নিতাই
হইলেন আবিষ্ট

দান-লীলাতে—হইলেন আবিষ্ট

বাহু পসারি দান সাধিলেন
গান কৈলেন মাধব ঘোষ

নিতাইচাঁদের দান-লীলা—গান কৈলেন মাধব ঘোষ

দান-লীলা হলে পরে

রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহামতি।
হইলেন মূর্তিমতী যেহেন রেবতী॥
কৃষ্ণদাস পরমেশ্বর দাস দুইজন।
গোপাল-ভাবে হৈ হৈ করে সর্ব্বক্ষণ॥

পুরন্দর পণ্ডিত গাছেতে গিয়া চড়ে।
মুঞি রে অঙ্গদ বলি লাফ দিয়া পড়ে ॥
এইমত নিত্যানন্দ শ্রীঅনন্তধাম।
সভারে দিলেন ভাব পরম উদ্দাম ॥

নিতাই সকল রসের গুরু

যে যাহা চায় তারে তাহা দেয়—নিতাই সকল রসের গুরু

গৌরাঙ্গ-আদেশ পাইয়া নিতাই বিদায় হইয়া
চলিলেন শ্রীগৌড়মণ্ডলে।
নাম— প্রেমদানে আজ্ঞা পাইয়া পরম আনন্দ হইয়া
চলে নিতাই আনন্দ হিল্লোলে ॥
সঙ্গে ভাই অভিরাম গৌরীদাস গুণধাম
সতত কীর্ত্তনরসে ভোলা।

আপনি যেমন সঙ্গী তেমন

গৌরপ্রেমের পাগল নিতাই—আপনি যেমন সঙ্গী তেমন

সতত কীর্ত্তনরসে ভোলা।

কীর্ত্তন-রসে বিভোর হইয়া
গৌর গৌর বলে সদাই
আর ত কিছু বলে না

স্বপ্নেও আমার নিতাইসুন্দর—আর ত কিছু বলে না

বিভোর হয়ে করে গান

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম—বিভোর হয়ে করে গান

সতত কীর্ত্তনরসে ভোলা।
পানিহাটি গ্রামে আসি গঙ্গাতীরে পরকাশী
রাঘব পণ্ডিত সনে মেলা ॥

আনন্দে বিভোর সবে

দণ্ডপথ ছাড়ি সবে ক্রোশ দুই চারি।
যায়েন দক্ষিণ বামে আপনা পাসরি ॥
কতক্ষণে পথ জিজ্ঞাসেন লোক স্থানে।
বল ভাই গঙ্গাতীরে যাইব কেমনে ॥

লোক বলে হায় হায় পথ পাসরিলা।
দুই প্রহরের পথ ফিরিয়া আইলা।।
লোক-বাক্যে ফিরিয়া যায়েন যথাযথ।
পুনঃ পথ ছাড়িয়া যায়েন সেইমত।।
পুনঃ পথ জিজ্ঞাসা করেন লোকস্থানে।
লোক বলে পথ রৈল দশ ক্রোশ বামে।।
পুনঃ হাসি সভেই চলেন পথ যথা।
নিজ দেহ না জানে পথের কা কথা।।
যত দেহধর্ম্ম ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় দুঃখ।
কাহার নাহিক পায় পরানন্দ সুখ।।
পথে যত লীলা করিলেন নিত্যানন্দ।
কে বর্ণিবে কেবা জানে সকলি অনন্ত।।
হেনমতে নিত্যানন্দ শ্রীঅনন্ত ধাম।

আইলা আমার পাগলা নিতাই

এই সুরধুনী-তীরে—আইলা আমার পাগলা নিতাই

হেনমতে নিত্যানন্দ শ্রীঅনন্ত ধাম।
আইলেন গঙ্গাতীরে পানিহাটি গ্রাম।।

নিতাই আইলা পানিহাটিতে

প্রেমোদ্দাম সঙ্গী সাথে—নিতাই আইলা পানিহাটিতে
গৌর-আজ্ঞায় নাম-প্রেম বিলাতে—নিতাই আইলা পানিহাটিতে

নিতাই আইলা পানিহাটিতে
আজ সেই দিন রে

গৌর-আজ্ঞায় নাম-প্রেম প্রচারের—আজ সেই দিন রে

সেই একদিন আর এই একদিন
দেখিতে ত' পেলাম না

প্রকট নিতাইচাঁদরে বিহার—দেখিতে ত' পেলাম না

আইলেন গঙ্গাতীরে পানিহাটি গ্রাম।।
রাঘব পণ্ডিত-গৃহে সর্ব্বাদ্যে আসিয়া।
রহিলেন সকল পার্ষদগণ লইয়া।।
পরম আনন্দ হইলা রাঘব পণ্ডিত।

আজ রাঘবের কি আনন্দ

ঘরে পাইয়া নিত্যানন্দ—আজ রাঘবের কি আনন্দ

শ্রীমকরধ্বজ কর গোষ্ঠীর সহিত।।

হেনমতে নিত্যানন্দ পানিহাটি গ্রামে।

রহিলেন সকল পার্ষদগণ সনে।।

নিতাই আইলা পানিহাটিতে

গৌর-আজ্ঞায় নীলাচল হতে—নিতাই আইলা পানিহাটিতে

গৌর-আজ্ঞায় নাম-প্রেম দিতে—নিতাই আইলা পানিহাটিতে

নিরন্তর পরানন্দে করেন হুঙ্কার।

বিহ্বলতা বিনা দেহে বাহ্য নাহি আর।।

আন নাহি জানে রে

গোরা-রসে ভোরা নিতাই—আন নাহি জানে রে

করে গুণ গান রে

নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—করে গুণ গান রে (মাতন)

বিহ্বলতা বিনা দেহে বাহ্য নাহি আর।।

নৃত্য করিবার ইচ্ছা হইল অন্তরে।

গায়কসকল আসি মিলিলা সত্বরে।।

এই সেই নৃত্য-ভূমি

এই পানিহাটি গ্রাম—এই সেই নৃত্য-ভূমি

এই সেই গঙ্গাতীর—এই সেই নৃত্য-ভূমি

এই সেই বটবৃক্ষরাজ—এই সেই নৃত্য-ভূমি

নাচে নিতাই গুণমণি—এই সেই নৃত্য-ভূমি

নাচে নিতাই গুণমণি

গৌর-প্রেমে মত্ত হয়ে—নাচে নিতাই গুণমণি

নিতাই কাঁদে গৌর ব'লে

এই বটবৃক্ষ-মূলে—নিতাই কাঁদে গৌর ব'লে

(মাতন)

দেখিতে ত পেলাম না

প্রকট নিতাইচাঁদের বিহার—দেখিতে ত পেলাম না

এদিকে দাস রঘুনাথ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোঁসাই

নিতাই আইলা পানিহাটিতে

চারিদিকে পড়ল সাড়া—নিতাই আইলা পানিহাটিতে

রঘুনাথ কাঁদে নিরজনে

কতদিনে দয়া হবে ব'লে—রঘুনাথ কাঁদে নিরজনে

দুইবার ফিরায়ে দিয়েছেন

শান্তিপুর হতে—দুইবার ফিরায়ে দিয়েছেন

স্থির হও রঘুনাথ

স্থির হও রঘুনাথ না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় জীব ভবসিন্ধু-কূল॥
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া॥

কেঁদে কেঁদে ফিরে এসেছে

মনোদুঃখে রঘুনাথ—কেঁদে কেঁদে ফিরে এসেছে

দিবা নিশি কাঁদছেন

নিরজনে গৃহে বসে—দিবা নিশি কাঁদছেন
কত দিনে দয়া হবে ব'লে—দিবা নিশি কাঁদছেন

এমন সময় শুনতে পেলেন

রঘুনাথ—পরস্পর শুনতে পেলেন

নিতাই এসেছেন পানিহাটিতে

গৌর-আজ্ঞায় নাম-প্রেম বিলাতে—নিতাই এসেছেন পানিহাটিতে

তবে রঘুনাথ কিছু বিচার করি মনে।
নিত্যানন্দ গোসাঞি পাশ চলিলা আর দিনে॥
পানিহাটি গ্রামে পাইল প্রভুর দর্শন।
কীর্ত্তনীয়া সেবক সঙ্গে আর বহু জন॥
গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে পিণ্ডার উপরে।

এই পিণ্ডার উপরে

এই গঙ্গাতীরে এই বৃক্ষমূলে—এই পিণ্ডার উপরে

এখনও সাক্ষী দিছে

সেই পানিহাটি গ্রাম—এখনও সাক্ষী দিছে

এই সেই বৃক্ষরাজ—এখনও সাক্ষী দিছে

গঙ্গাতীরে বৃক্ষমুলে পিণ্ডার উপরে।

বসিয়াছেন প্রভু যেন সূর্য্যোদয় ক'রে।।

দেখিতে ত পেলাম না

প্রকট নিতাইচাঁদের বিহার--দেখিতে ত পেলাম না

বসিয়াছেন প্রভু যেন সূর্য্যোদয় ক'রে।।

তলে উপরে বহু ভক্ত হঞাছে বেষ্টিত।

দেখিয়া প্রভুর প্রভাব রঘুনাথ বিস্মিত।।

দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা কত দূরে।

স্বাভাবিক দৈন্য-বলে

আপনায় অযোগ্য মেনে—স্বাভাবিক দৈন্য-বলে

দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা কত দূরে।

সেবক কহে রঘুনাথ দণ্ডবৎ করে।।

ঐ যে অদূরে রঘুনাথ

প্রভু তোমায় দণ্ডবৎ করে—ঐ যে অদূরে রঘুনাথ

শুনি প্রভু কহে চোরা দিলি দরশন।

কেন চোরা সম্বোধন করলেন

আমার নিতাইচাঁদ তাঁরে—কেন চোরা সম্বোধন করলেন

কেন রঘুনাথে চোর বললেন

কেন তাঁর কি চুরি করেছে

দেখা ত' হয় নাই

কেমন ক'রে চুরি করল

এ ত ভিতরের কথা

চুরি করতে গিয়েছিল

তাঁর সর্ব্বস্ব-ধন—চুরি করতে গিয়েছিল

যাঁর ধন তাঁরে না জানায়ে—চুরি করতে গিয়েছিল

তারেই ত' চোর বলে

যার ধন তারে না ব'লে নিলে—তারেই ত' চোর বলে

তাই—করলেন চোর সম্বোধন

আমার নিতাইচাঁদ—তাই—করলেন চোর সম্বোধন

ভোগ করিতে গিয়েছিল

নিতাইচাঁদের বিনা আনুগত্যে—ভোগ করিতে গিয়েছিল

ফিরায়ে দিয়েছিলেন

তাই—প্রভু তাঁরে দুইবার—ফিরায়ে দিয়েছিলেন

জগতেরে দেখাইলেন

আমায় ত কেউ পায় না

যত হউক বড় অধিকারী—আমায় ত কেউ পায় না

নিতাইয়ের আনুগত্য বিনা—আমায় ত কেউ পায় না

তাই প্রভু জানাইলেন

শুনি প্রভু কহে চোরা দিলি দরশন।
আয় আয় চোরা তোরে করিব দণ্ডন।।
প্রভু বোলায় তিঁহ নিকটে না করে গমন।
আকর্ষিয়া তাঁর মাথে ধরিল চরণ।।

মাথে দিলা শ্রীচরণে

রঘুনাথে নিত্যদাস জেনে—মাথে দিলা শ্রীচরণে

ব্যাকুল হয়ে কাঁদে রে

শ্রীরঘুনাথ দাস—ব্যাকুল হয়ে কাঁদে রে

নিতাইচাঁদের চরণ ধ'রে—ব্যাকুল হয়ে কাঁদে রে

বলে—আমি কি গৌরাঙ্গ পাব

বল বল প্রভু নিতাই—বলে—আমি কি গৌরাঙ্গ পাব

কে পেয়েছে গৌর-ধনে

কোন্ কালে কোন্ গুণে—কে পেয়েছে গৌর-ধনে

প্রভু নিতাই তোমার কৃপা বিনে—কে পেয়েছে গৌর-ধনে

ব্যাকুল হয়ে রঘুনাথ কাঁদে

আসি এই বৃক্ষমূলে—ব্যাকুল হয়ে রঘুনাথ কাঁদে

প'ড়ে নিতাই-পদতলে—ব্যাকুল হয়ে রঘুনাথ কাঁদে (মাতন)

ব্যাকুল হয়ে রঘুনাথ কাঁদে

বল বল প্রভু নিতাই

আমি কি গৌরাঙ্গ পাব—বল বল প্রভু নিতাই

ব্যাকুল হয়ে রঘুনাথ কাঁদে

এই বৃক্ষতলে এই গঙ্গাকূলে—ব্যাকুল হয়ে রঘুনাথ কাঁদে

প'ড়ে—নিতাইচাঁদের পদতলে—ব্যাকুল হয়ে রঘুনাথ কাঁদে (মাতন)

কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময়।
রঘুনাথে কহে কিছু হইয়া সদয়।।
নিকটে না আইস চোরা ভাগ দূরে দূরে।
আজি লাগি পাইয়াছি দণ্ডিব তোমারে।।

আজ তোমায় দণ্ড করব

আমার ধন—আমায় না ব'লে ভোগ করতে চাও—আজ তোমায় দণ্ড করব

আজ তোমায় দণ্ড করব

দধি চিড়া ভাল মতে খাওয়াও মোর গণে।

এই কৃপা-দণ্ড কৈল

সেইদিন হতে প্রচার হল

শ্রীমালসা ভোগের প্রথা—সেইদিন হতে প্রচার হল

দধি চিড়া মহোৎসব—সেইদিন হতে প্রচার হল

ভোজন করাও আমার গণে

শুনিয়া আনন্দ হৈল রঘুনাথের মনে।।
সেইক্ষণে নিজ লোক পাঠাইলা গ্রামে।
ভক্ষ্য দ্রব্য লোক সব গ্রাম হইতে আনে।।
চিড়া দধি দুগ্ধ সন্দেশ আর চিনি কলা।
আনি আনি প্রভু আগে সকল ধরিলা।।
মহোৎসব নাম শুনি ব্রাহ্মণ সজ্জন।
আসিতে লাগিল লোক অসংখ্য গণন।।
আর গ্রামান্তর হৈতে সামগ্রী আইল।
শত দুই চারি হোলনা তাঁহা মাগাইল।।

বড় বড় মৃৎকুণ্ডিকা আনাইল পাঁচ সাতে।
এক বিপ্র প্রভু লাগি ভিজাইল তাহাতে ॥
এক ঠাঁঞি তপ্ত দুগ্ধে চিড়া ভিজাইয়া।
অর্দ্ধেক ছানিল দধি চিনি কলা দিয়া ॥
অর্দ্ধেক ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধেতে ছানিল।
চাঁপাকলা চিনি ঘৃত কর্পূর তাতে দিল ॥
ধুতি পরি প্রভু যদি পিণ্ডাতে বসিল।
সাত কুণ্ডি বিপ্র তাঁর অগ্রেতে ধরিল ॥

ব্যাকুল হয়ে ডাকে রে

গৌর-প্রেমের পাগলা নিতাই—ব্যাকুল হয়ে ডাকে রে

বলে—একবার এস হে

হা প্রাণ বিশ্বম্ভর—বলে—একবার এস হে

অঙ্গীকার কর হে

তোমার--রঘুনাথের কৃপা-দণ্ড—অঙ্গীকার কর হে

সাত কুণ্ডি বিপ্র তাঁর অগ্রেতে ধরিল ॥
চবুতরা উপরে যত প্রভুর নিজগণ।
বড় বড় লোক বসিলা মণ্ডলী বন্ধন ॥
রামদাস সুন্দরানন্দ দাস গদাধর।
মুরারি কমলাকর সদাশিব পুরন্দর ॥
ধনঞ্জয় জগদীশ পরমেশ্বর দাস।
মহেশ গৌরীদাস হোড় কৃষ্ণদাস ॥
উদ্ধারণ আদি যত আর নিজ জন।

ভ্রমর কি থাকে দূরে

কমল ফুটিলে পরে—ভ্রমর কি থাকে দূরে

এসেছেন সব ভক্তগণ

নিতাইচাঁদের প্রকাশেতে—এসেছেন সব ভক্তগণ

উপরে বসিলা সব কে করে গণন ॥
শুনি পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য যত বিপ্র আইলা।
মান্য করি প্রভু সবারে উপরে বসাইলা ॥

দুই দুই মৃৎকুণ্ডিকা সবার আগে দিল।
একে দুগ্ধ চিড়া আরে দধি চিড়া কৈল।।
আর যত লোক সব চৌতারা-তলানে।
মণ্ডলীবন্ধে বসিলা তার নাহিক গণনে।।
এক এক জনে দুই দুই হোলনা দেওয়াইল।
দুগ্ধচিড়া দধিচিড়া দুই ভিজাইল।।
কোন কোন বিপ্র উপরে স্থান না পাইয়া।
দুই হোলনায় চিড়া ভিজায় গঙ্গাতীরে গিয়া।।
তীরে স্থান না পাইয়া আর কত জন।
জলে নামি চিড়াদধি করয়ে ভক্ষণ।।
কেহ উপরে কেহ তলে কেহ গঙ্গাতীরে।
বিশ জন তিন ঠাঞি পরিবেশন করে।।
হেন কালে আইলা তাঁহা রাঘব পণ্ডিত।
হাসিতে লাগিল দেখি হইয়া বিস্মিত।।
নিস্‌কড়ি নানামত প্রসাদ আনিল।
প্রভুরে আগে দিয়া ভক্তগণে বাঁটি দিল।।
প্রভুরে কহে তোমা লাগি ভোগ লাগাইল।
তুমি ইহা উৎসব কর ঘরে প্রসাদ রহিল।।
প্রভু কহে এ দ্রব্য দিনে করিয়ে ভোজন।
রাত্রে তোমার ঘরে প্রসাদ করিব ভক্ষণ।।
গোপজাতি আমি বহু গোপগণ সঙ্গে।
বড় সুখ পাই আমি পুলিন-ভোজন রঙ্গে।।
রাঘবে বসায়ে দুই কুণ্ডি দেয়াইল।
রাঘব দ্বিবিধ চিড়া তাতে ভিজাইল।।
সকল লোকের চিড়া পূর্ণ যবে হৈল।
ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুরে আনিল।।

একবার এস হে

এস আমার প্রাণ গৌর—একবার এস হে
তোমার—রঘুনাথের দণ্ডমহোৎসবে—একবার এস হে

একবার এস হে

ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুরে আনিল॥
মহাপ্রভু আইলা দেখি নিতাই উঠিলা।

আর কি প্রভু রইতে পারে
নিতাই ডেকেছ তাঁকে—আর কি প্রভু রইতে পারে

তাঁরে লঞা সবার চিড়া দেখিতে লাগিলা॥
সকল কুণ্ডি হোলনার চিড়া এক এক গ্রাস।
মহাপ্রভুর মুখে দেয় করি পরিহাস॥
হাসি মহাপ্রভু আর এক গ্রাস লঞা।

একলা খেতে ভাল লাগে না
বলে—খাও আমার নিতাই সোনা—একলা খেতে ভাল লাগে না

তাঁর মুখে দিয়া খাওয়ান হাসিয়া হাসিয়া॥
এইমত নিতাই বেড়ায় সকল মণ্ডলে।

এই তরুতলে এই পিণ্ডার উপরে
এই গঙ্গাতীরে—এই তরুতলে এই পিণ্ডার উপরে

এইমত নিতাই বেড়ায় সকল মণ্ডলে।
দাণ্ডাইয়া রঙ্গ দেখে বৈষ্ণব সকলে॥
কি করিয়া বেড়ায় ইঁহ কেহ নাহি জানে।

কেউ ত জানতে পারে না
কি করিয়া বেড়ায় নিতাই—কেউ ত জানতে পারে না

কি করিয়া বেড়ায় ইঁহ কেহ নাহি জানে।
মহাপ্রভুর দর্শন পায় কোন ভাগ্যবানে॥

যারে দেখা দেয় কৃপা ক'রে
সেই তাঁরে দেখতে পারে—যারে দেখা দেয় কৃপা ক'রে

মহাপ্রভুর দর্শন পায় কোন ভাগ্যবানে॥
তবে আসি নিত্যানন্দ আসনে বসিলা।
চারি কুণ্ডি আরোয়া চিড়া ডাহিনে রাখিলা॥
আসন দিয়া মহাপ্রভু তাঁহা বসাইলা।

আইস আইস বস ব'লে
ও আমার প্রাণ গৌর—আইস আইস বস ব'লে

আসন দিয়া মহাপ্রভু তাঁহা বসাইলা।
দুই ভাই তবে চিড়া খাইতে লাগিলা॥
দেখি নিত্যানন্দ প্রভু আনন্দিত হৈলা।
কত কত ভাবাবেশ প্রকাশ করিলা॥
আজ্ঞা দিলা হরি বলি করহ ভোজন।
হরি হরি ধ্বনি উঠি ভরিল ভুবন॥
হরি হরি বলি বৈষ্ণব করয়ে ভোজন।
পুলিন-ভোজন সবার হইল স্মরণ॥
নিত্যানন্দ প্রভু মহা কৃপালু উদার।
রঘুনাথের ভাগ্যে এত কৈল অঙ্গীকার॥
নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা জানিবে কোন্ জন।
মহাপ্রভু আনি করায় পুলিন-ভোজন॥
শ্রীরামদাসাদি গোপ প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
গঙ্গাতীরে যমুনা-পুলিন জ্ঞান কৈলা॥
মহোৎসব শুনি পশারি নানা গ্রাম হৈতে।
চিড়া দধি সন্দেশ কলা আনিল বেচিতে॥
যত দ্রব্য লঞা আইসে সব মূল্যে লয়।
তারি দ্রব্য মূল্য দিয়া তাহারে খাওয়ায়॥
কৌতুক দেখিতে আইল যত যত জন।
সেই চিড়া দধি কলা করিল ভক্ষণ॥
ভোজন করি নিত্যানন্দ আচমন কৈল।
চারি কুণ্ডির অবশেষ রঘুনাথে দিল॥
আর তিন কুণ্ডিকায় যেবা অবশেষ ছিল।
গ্রাস গ্রাস করি বিপ্র সব ভক্তে দিল॥
চন্দন আনিয়া প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লেপিল।
পুষ্পমালা বিপ্র আনি প্রভু গলে দিল॥
সেবকে তাম্বুল লঞা করিল অর্পণ।
হাসিয়া হাসিয়া প্রভু করয়ে চর্ব্বণ॥
মাল্য চন্দন তাম্বুল শেষ যে আছিল।
শ্রীহস্তে প্রভু তাহা সবারে বাঁটি দিল॥

আনন্দিত রঘুনাথ প্রভুর শেষ পাঞা।
আপনার গণ সহিত খাইল বাঁটিয়া॥
এই ত' কহিল নিত্যানন্দের বিহার।
চিড়া দধি মহোৎসব খ্যাত নাম যার॥
প্রভু বিশ্রাম কৈল যদি দিন শেষ হইল।
রাঘব-মন্দিরে তবে কীর্ত্তন আরম্ভিল॥
ভক্তগণে নাচাইয়া নিত্যানন্দ রায়।
শেষে নৃত্য করে প্রেমে জগৎ ভাসায়॥
মহাপ্রভু তাঁর নৃত্য করেন দর্শন।
সবে নিত্যানন্দ দেখে না দেখে অন্য জন॥
নিত্যানন্দের নৃত্য যেন তাঁহারই নর্ত্তন।
উপমা দিবারে নাহি এ তিন ভুবন॥
নৃত্যের মাধুরী কেবা পারে বর্ণিবারে।
মহাপ্রভু আইসে যাঁর নৃত্য দেখিবারে॥
নৃত্য করি প্রভু যবে বিশ্রাম করিলা।
ভোজনের লাগি পণ্ডিত নিবেদন কৈলা॥
ভোজনে বসিলা প্রভু নিজগণ লঞা।
মহাপ্রভুর আসন ডাহিনে পাতিয়া॥
মহাপ্রভু আসি সেই আসনে বসিলা।
দেখি রাঘবের মনে আনন্দ বাড়িলা॥
দুই ভাই আগে প্রসাদ আনিয়া ধরিলা।
সকল বৈষ্ণবে শেষে পরিবেশন কৈলা॥
নানা প্রকার পায়স পিঠা দিব্য শাল্যন্ন।
অমৃত নিন্দয়ে ঐছে বিবিধ ব্যঞ্জন॥
রাঘবের ঠাকুরের প্রসাদ অমৃতের সার।
মহাপ্রভু যাহা খাইতে আইসে বার বার॥
পাক করি রাঘব যবে ভোগ লাগায়।
মহাপ্রভু লাগি ভোগ পৃথক বাড়য়॥
প্রতিদিন মহাপ্রভু করেন ভোজন।
মধ্যে মধ্যে প্রভু তাঁরে দেন দরশন॥

দুই ভাইকে রাঘব আনি পরিবেশে।
যত্ন করি খাওয়ায় না রহে অবশেষে।।
কত উপহার আনে হেন নাহি জানি।
রাঘবের গৃহে রান্ধে রাধা ঠাকুরাণী।।
দুর্ব্বাসার ঠাঁই তিঁহ পাইয়াছেন বরে।
অমৃত হৈতে তাঁর পাক অধিক মধুরে।।
সুগন্ধি সুন্দর প্রসাদ মাধুর্য্যের সার।
দুই ভাই খাঞা পাইল সন্তোষ অপার।।
ভোজনে বসিতে রঘুনাথে কহে সর্ব্বজন।
পণ্ডিত কহে ইঁহ পাছে করিবেন ভোজন।।
ভক্তগণ আকণ্ঠ ভরি করিল ভোজন।
হরিধ্বনি করি উঠি কৈল আচমন।।
ভোজন করি দুই ভাই কৈল আচমন।
রাঘব আনি পরাইল মাল্য চন্দন।।
বিড়া খাওয়াইয়া কৈল চরণ বন্দন।
ভক্তগণে দিল বিড়া মাল্য চন্দন।।
রাঘবের মহাকৃপা রঘুনাথের উপরে।
দুই ভাইয়ের অবশিষ্ট পাত্র দিল তাঁরে।।
কহিল চৈতন্য প্রভু করিয়াছেন ভোজন।
তাঁর শেষ পাইলে তোমার খণ্ডিল বন্ধন।।
ভক্তচিত্তে ভক্তগৃহে প্রভুর সদা অবস্থান।
কভু গুপ্ত কভু ব্যক্ত স্বতন্ত্র ভগবান।।
সর্ব্বত্র ব্যাপক প্রভু সর্ব্বত্র সদা বাস।
ইহাতে সংশয় যার সেই যায় নাশ।।
প্রভাতে নিত্যানন্দ গঙ্গাস্নান করিয়া।
সেই বৃক্ষমূলে বসিলা নিজগণ লঞা।।
রঘুনাথ আসি কৈল চরণ বন্দন।
রাঘব পণ্ডিত দ্বারা কিছু কৈল নিবেদন।।

আমি কি গৌরাঙ্গ পাব

নিতাই-চরণ ধরি কাঁদি রঘুনাথ বলেন—আমি কি গৌরাঙ্গ পাব

বল বল প্রভু নিতাই—আমি কি গৌরাঙ্গ পাব

নিতাইচাঁদের— পদ ধরি রঘুনাথ কাঁদে

এই বটবৃক্ষ-মূলে—নিতাইচাঁদের— পদ ধরি রঘুনাথ কাঁদে

আমি কি গৌরাঙ্গ পাব

আমি অস্পৃশ্য বিষয়-সেবি—আমি কি গৌরাঙ্গ পাব

গৌর পাবার কোন আশা নাই

একমাত্র তোমার ভরসা নিতাই—নৈলে—গৌর পাবার কোন আশা নাই

অধম পামর মুই হীন জীবাধম।
মোর ইচ্ছা হয় পাঙ চৈতন্যচরণ॥
বামন হইয়া চন্দ্র ধরিবারে চায়।
অনেক যত্ন কৈনু তাতে কভু সিদ্ধ নয়॥
যতবার পালাই আমি গৃহাদি ছাড়িয়া।
পিতামাতা দুইজনে রাখেন বান্ধিয়া॥
তোমার কৃপা বিনা কেহ চৈতন্য না পায়।
তুমি কৃপা কৈলে তাঁরে অধমেও পায়॥
অযোগ্য মুই নিবেদন করিতে করি ভয়।
মোরে চৈতন্য দাও গোসাঞি হইয়া সদয়॥
মোর মাথে পদ ধরি করহ প্রসাদ।
নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্য পাঙ কর আশীর্ব্বাদ॥
শুনি হাসি কহে প্রভু সব ভক্তগণে।
ইহার বিষয় সুখ ইন্দ্রসুখ সমে॥
চৈতন্য-কৃপাতে সেই নাহি ভায় মনে।
সবে আশীর্ব্বাদ কর পায় চৈতন্যচরণে॥

ইঙ্গিত ক'রে এই জানাইলেন

ভক্তগণ-কৃপা হইতে পরাণ গৌরাঙ্গ পাইতে
এইমাত্র কৈল উপায়॥

তবে রঘুনাথে প্রভু নিকটে বোলাইলা।

আইস আইস আইস ব'লে

প্রেমদিঠে চেয়ে অমিয়া মাখান বোলে—আইস আইস আইস ব'লে

কৃষ্ণ-পাদপদ্ম গন্ধ যেই জন পায়।
ব্রহ্মলোক আদি সুখ তারে নাহি ভায়।।
তবে রঘুনাথে প্রভু নিকটে বোলাইলা।
তাঁর মাথে পদ ধরি কহিতে লাগিলা।।
তুমি করাইলে এই পুলিন ভোজন ।
তোমায় কৃপা করি গৌর কৈল আগমন।।
কৃপা করি কৈল চিড়া দুগ্ধ ভোজন।
নৃত্য দেখি রাত্রে কৈল প্রসাদ ভক্ষণ।।
তোমা উদ্ধারিতে গৌর আইল আপনে।
ছুটিল তোমার যত বিঘ্নাদি বন্ধনে।।
স্বরূপের স্থানে তোমা করিবে সমর্পণে।
অন্তরঙ্গ ভৃত্য করি রাখিবে চরণে।।
নিশ্চিন্ত হইয়া যাও আপন ভবন।
অচিরে নির্বিঘ্নে পাবে চৈতন্য-চরণ।।
সব ভক্তগণে তাঁরে আশীর্ব্বাদ করাইল।
তাঁ-সবার চরণ রঘুনাথ বন্দিল।।

আজ সেই লীলার দিন

রঘুনাথের দণ্ডমহোৎসব—আজ সেই লীলার দিন

এই সেই লীলা-ভূমি

ত্রিকাল সত্য তোমার লীলা

হা নিতাই প্রভু নিতাই—ত্রিকাল সত্য তোমার লীলা

এসেছি সব ভাই ভাই মিলে

আজ সেই আশায় বুক বেঁধে—এসেছি সব ভাই ভাই মিলে

এই তোমার লীলার স্থলে

আজ তোমার আগমনের দিনে—এই তোমার লীলার স্থলে

এসেছি সব ভাই ভাই মিলে

একবার দেখা দিবে কি

এই সেই বট-বৃক্ষ রাজ—এই সেই নৃত্যভূমি
নাচে নিতাই গুণমণি—এই সেই নৃত্যভূমি
নাচে নিতাই গুণমণি—
গৌর-প্রেমে মত্ত হয়ে—নাচে নিতাই গুণমণি

এই সেই নৃত্যভূমি
নিতাই কেঁদে গৌর বলে
এই বটবৃক্ষ-মূলে—নিতাই কেঁদে গৌর বলে (মাতন)

সুকৃতি মাধব ঘোষ কীর্ত্তনে তৎপর।
হেন কীর্ত্তনীয়া নাহি পৃথিবী ভিতর।।
যাহারে কহেন বৃন্দাবনের গায়ন।
নিত্যানন্দ স্বরূপের মহা প্রিয়তম।।
মাধব গোবিন্দ বাসুদেব তিন ভাই।
গাহিতে লাগিলা নাচে ঈশ্বর-নিতাই।।
হেন সে নাচেন অবধূত মহাবল।
পদভরে পৃথিবী করয়ে টলমল।।

আনন্দ আর ধরে না
ভাগ্যবতী ধরণীর—আনন্দ আর ধরে না
ধরণীধরে হৃদে ধ'রে—আনন্দ আর ধরে না

নিরবধি হরি বলি করেন হুঙ্কার।
আছাড় দেখিতে লোকে লাগে চমৎকার।।
যাহারে করেন দৃষ্টি নাচিতে নাচিতে ।
সেই প্রেমে ঢলিয়া পড়েন পৃথিবীতে।।

যেদিকে চায় প্রেমে মাতায়
প্রেমিক নিতাই প্রেম-দিঠে—যেদিকে চায় প্রেমে মাতায়
স্থাবর-জঙ্গম-গুল্ম-লতা—যেদিকে চায় প্রেমে মাতায়

পরিপূর্ণ প্রেমরসময় নিত্যানন্দ।
সংসার তারিতে করিলেন শুভারম্ভ।।
যতেক আছয়ে প্রেমভক্তির বিকার।
সব প্রকাশিয়া নৃত্য করেন অপার।।

এই পানিহাটি গ্রাম

প্রথম প্রেম প্রচারের স্থান—এই পানিহাটি গ্রাম

কথোক্ষণে বসিলেন খট্টার উপরে।
আজ্ঞা হইল অভিষেক করিবার তরে।।
রাঘব পণ্ডিত আদি পারিষদগণে।
অভিষেক করিতে লাগিলা সেইক্ষণে।।
সহস্র সহস্র ঘট আনি গঙ্গাজল।
নানা গন্ধে সুবাসিত করিয়া সকল।।
সন্তোষে সভেই দেয় মস্তকোপরি।
চতুর্দ্দিগে সভেই বলেন হরি হরি।।
সভেই পড়েন অভিষেক মন্ত্রগীত।
পরানন্দে সভেই হইয়া আনন্দিত।।
অভিষেক করাইয়া নূতন বসন।
পরাইয়া লেপিলেন শ্রীঅঙ্গে চন্দন।।
দিব্য দিব্য বনমালা তুলসী সহিতে।
পীন বক্ষ পূর্ণ করিলেন নানামতে।।
তবে দিব্য খট্টা সভে করিয়া ভূষিত।
সম্মুখে আনিয়া করিলেন উপনীত।।
খট্টায় বসিয়া মহাপ্রভু নিত্যানন্দ।
ছত্র ধরিলেন শিরে শ্রীরাঘবানন্দ।।
জয়ধ্বনি করিতে লাগিলা ভক্তগণ।
চতুর্দ্দিগে হইল মহা আনন্দ ক্রন্দন।।
ত্রাহি ত্রাহি সভেই বলেন বাহু তুলি।
কারও বাহ্য নাহি সভে মহাকুতূহলী।।
স্বানুভবানন্দে প্রভু নিত্যানন্দ রায়।
প্রেমদৃষ্টি বৃষ্টি করি সর্ব্বদিগে চায়।।

যেদিকে চায় প্রেমে মাতায়

আমার প্রভু নিত্যানন্দ রায়—যেদিকে চায় প্রেমে মাতায়

আজ্ঞা করিলেন শুন রাঘব পণ্ডিত।
কদম্বের মালা গাঁথি আনহ ত্বরিত।।

বড় প্রীতি আমার কদম্বপুষ্প প্রতি।
কদম্বের বনে নিত্য আমার বসতি।।
করযোড় করিয়া রাঘবানন্দ কহে।
কদম্ব-পুষ্পের যোগ এ সময়ে নহে।।
প্রভু বলে বাড়ী গিয়া চাহ ভাল মনে।
কদাচিত ফুটিয়া বা থাকে কোন স্থানে।।
বাড়ীর ভিতরে গিয়া চাহেন রাঘব।
বিস্মিত হইয়া দেখে মহা-অনুভব।।
জাম্বীরের বৃক্ষে সব কদম্বের ফুল।
ফুটিয়া আছয়ে অতি পরম অতুল।।
কি অপূর্ব্ব বর্ণ সে বা কি অপূর্ব্ব গন্ধ।
সে পুষ্প দেখিলে ক্ষয় যায় সর্ব্ব বন্ধ।।
দেখিয়া কদম্ব-পুষ্প রাঘব পণ্ডিত।
বাহ্য দূরে গেল হৈল মহা আনন্দিত।।

না হবে বা কেন রে
চিন্তামণি ভূমি রে
সকলই দিতে পারে

এই ভূমির তরু গুল্ম—সকলই দিতে পারে
গৌর-গোবিন্দের সেবার তরে—সকলই দিতে পারে

সকলই ফুল ফল ধরে

গৌরগোবিন্দ-ইচ্ছা পূরণ করে—সকলই ফুল ফল ধরে
এই ভূমির তরু লতা—সকলই ফুল ফল ধরে
নিতাই-গৌরাঙ্গের সেবার তরে—সকলই ফুল ফল ধরে (মাতন)

আপনা সম্বরি মালা গাঁথিয়া সত্বরে।
আনিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর গোচরে।।
কদম্বের মালা দেখি নিত্যানন্দ রায়।
পরম সন্তোষে মালা দিলেন গলায়।।
কদম্ব-মালার গন্ধে সকল বৈষ্ণব।
বিহ্বল হইলা দেখি মহা-অনুভব।।

আর মহা আশ্চর্য্য হইল কথোক্ষণে।
অপূর্ব্ব দনার গন্ধ পায় সর্ব্ব জনে॥
দমনক-পুষ্পের সুগন্ধে মন হরে।
দশদিগ্ ব্যাপ্ত হইল সকল মন্দিরে॥
হাসি নিত্যানন্দ বলে আরে ভাই-সব।
বল দেখি কি গন্ধের পাও অনুভব॥
করযোড় করি সবে লাগিলা কহিতে।
অপূর্ব্ব দনার গন্ধ পাই চারিদিকে॥

সকলেই পাই মোরা

অপূর্ব্ব দনার গন্ধ—সকলেই পাই মোরা

সভার বচন শুনি নিত্যানন্দ রায়।
কহিতে লাগিলা গোপ্য পরম কৃপায়॥
প্রভু বলে শুন সবে পরম রহস্য।
তোমরা সকলে ইহা জানিবে অবশ্য॥
চৈতন্য গোঁসাই আজি শুনিতে কীর্ত্তন।
নীলাচল হৈতে করিলেন আগমন॥
সর্ব্বাঙ্গে পরিয়া দিব্য দমনক মালা।
এক বৃক্ষ অবলম্ব করিয়া রহিলা॥
সেই শ্রীঅঙ্গের দিব্য দমনক গন্ধে।
চতুর্দ্দিকে পূর্ণ হই আছয়ে আনন্দে॥
তোমা সভার নৃত্য কীর্ত্তন দেখিতে।
আপনে আইসে প্রভু নীলাচল হইতে॥

অপরূপ রহস্য ভাই

আমার—নিগূঢ় গৌরাঙ্গ-লীলার—-অপরূপ রহস্য ভাই

গৌর—আগমন কারণ কহিলেন নিতাই

আপনা গোপন করি—-গৌর—আগমন কারণ কহিলেন নিতাই

এসেছিলেন প্রাণের নিতাই

এই দিনে এইখানে—এসেছিলেন প্রাণের নিতাই

এসেছিলেন গৌরসুন্দর

তাঁর নর্ত্তন দেখিবার লাগি—এসেছিলেন গৌরসুন্দর

শ্রীমুখে বলেছেন গৌরহরি

মধুর নীলাচলে বসি—শ্রীমুখে বলেছেন গৌরহরি

ব্যাকুল হয়ে বলে রে

আমি তোমাদের ছাড়া থাকি না—ব্যাকুল হয়ে বলে রে

শ্রীশচীমাতার রন্ধনে শ্রীবাস অঙ্গনে।

শ্রীরাঘব-ভবনে আর নিত্যানন্দ-নর্ত্তনে ।।

এই চারি ঠাঁই আমি থাকি সর্ব্বথা

আমি থাকি সর্ব্বদা

নিতাই-নর্ত্তনে রাঘব-ভবনে—আমি থাকি সর্ব্বদা

এখানে আমি থাকি সর্ব্বদা

কিন্তু—নিতাই আত্ম-গোপন করলেন

নিজ-গণের কাছে—কিন্তু—নিতাই আত্ম-গোপন করলেন

নিজ-গণের মহিমা বাড়াইতে—কিন্তু—নিতাই আত্ম-গোপন করলেন

এই ত বটে গুপ্ত কথা

এই ত বটে গুপ্ত স্থান

এসেছেন প্রাণগৌর

তাই নিতাই-নর্ত্তনে—এসেছেন প্রাণগৌর

আশা ত মিটে নাই

দেখিতে ত পায় নাই

নিতাই-নর্ত্তন তাঁর নর্ত্তন

কখনও ত দেখে নাই

নিতাই-নর্ত্তনে কত মাধুরী—কখনও ত দেখে নাই

তাই দেখতে এসেছে

নিতাই-নর্ত্তনে আপন নটন—তাই দেখতে এসেছে

ভোগ করতে এসেছে

নিতাই-নর্ত্তনে আপন নটন-মাধুরী—ভোগ করতে এসেছে

নিতাই-নটন দেখে আপন নর্ত্তন—ভোগ করতে এসেছে

আবরণ দিয়ে বললেন নিতাই

আপনার গোপ্য কথা---আবরণ দিয়ে বললেন নিতাই

সেই লীলা অনুভব কর ভাই

আজ সেই লীলার দিন---সেই লীলা অনুভব কর ভাই

এই সেই লীলার স্থান---সেই লীলা অনুভব কর ভাই

শ্রীগুরুদেবের কৃপায়---সেই লীলা অনুভব কর ভাই

যদি মিলেছ সব ভাই ভাই---সেই লীলা অনুভব কর ভাই

এই সেই লীলা-ভূমি

নাচে নিতাই গুণমণি---এই সেই লীলা-ভূমি

নাচে আমার নিতাইসুন্দর

তোমা সভার নৃত্য কীর্ত্তন দেখিতে।
আপনে আইসে প্রভু নীলাচলে হইতে ॥

প্রাণ খুলে বল ভাই

প্রাণ----গৌর আইলা নীলাচল হইতে

নিতাই-নটন দেখিতে--- প্রাণ---গৌর আইলা নীলাচল হইতে

এইদিনে এইখানে---প্রাণ---গৌর আইলা নীলাচল হইতে

নিতাই-চাঁদের নটন দেখিতে---প্রাণ----গৌর আইলা নীলাচল হইতে

গৌর আইলা পানিহাটিতে

নিতাই-নর্ত্তনে---আপন নর্ত্তন ভোগ করিতে---গৌর আইলা পানিহাটিতে

পানিহাটিতে আইলা গৌর

এইদিনে এইখানে---পানিহাটিতে আইলা গৌর

নিতাই-নর্ত্তন দেখিতে---পানিহাটিতে আইলা গৌর

এতেকে তোমরা সর্ব্ব কার্য্য পরিহরি।
নিরবধি 'কৃষ্ণ' গাও আপনা পাশরি ॥

অনুভব কর ভাই রে

ইঙ্গিত ক'রে বলছে নিতাই

কোন কৃষ্ণ গাহিতে---ইঙ্গিত ক'রে বলছে নিতাই

মন দিয়ে শুন ভাই

নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র-যশে।
সভার শরীর পূর্ণ হউ প্রেমরসে।।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

প্রাণভরে বল ভাই—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

আন কথা বলবে কেনে

গৌরপ্রেমের পাগলা নিতাই—আন কথা বলবে কেনে

প্রাণভরে গাও সবে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম—প্রাণভরে গাও সবে

এত বলি হরি বলি করয়ে হুঙ্কার।
সর্ব্বদিগে কৃষ্ণপ্রেম করিলা বিস্তার।।

আমার নিতাই যেদিকে চায়

আচণ্ডালে প্রেমে মাতায়—আমার নিতাই যেদিকে চায়

নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রেমদৃষ্টিপাতে।

সবাই হইল আত্মহারা

সবাই প্রেমে মাতল

নিতাই আমার একবার চাইতে—সবাই প্রেমে মাতল

সভার হইল আত্মবিস্মৃতি দেহেতে।।
শুন শুন আরে ভাই নিত্যানন্দ-শক্তি।
যেরূপে দিলেন সর্ব্ব জগতেরে ভক্তি।।
যে ভক্তি গোপিকাগণের কহে ভাগবতে।
নিত্যানন্দ হইতে তাহা পাইল জগতে।।
নিত্যানন্দ বসিয়া আছেন সিংহাসনে।
সম্মুখে করয়ে নৃত্য পারিষদগণে।।
কেহ গিয়া বৃক্ষের উপর ডালে চড়ে।
পাতে পাতে বেড়ায় তথাপি নাহি পড়ে।।
কেহ কেহ প্রেমসুখে হুঙ্কার করিয়া।
বৃক্ষের উপরে থাকি পড়ে লাফ দিয়া।।
কেহ বা হুঙ্কার করি বৃক্ষমূল ধরি।
উপাড়িয়া ফেলে বৃক্ষ বলি হরিহরি।।

কেহ বা গুবাক্ বনে যায় রড় দিয়া।
গাছ পাঁচ সাত গুয়া একত্র করিয়া॥
হেন সে দেহেতে জন্মিয়াছে প্রেমবল।
তৃণপ্রায় উপাড়িয়া ফেলায় সকল॥
অশ্রু কম্প স্তম্ভ ঘর্ম্ম পুলক হুঙ্কার।
স্বরভঙ্গ বৈবর্ণ্য গর্জ্জন সিংহসার॥
শ্রীআনন্দ মূর্চ্ছা আদি যত প্রেমভাব।
ভাগবতে কহে যত কৃষ্ণ-অনুরাগ॥
সভার শরীরে পূর্ণ হইল সকল।
হেন নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রেমবল॥
যেদিগে দেখেন নিত্যানন্দ মহাশয়।
সেইদিগে মহা-প্রেমভক্তি বৃষ্টি হয়॥
যাঁহারে চাহেন সেই প্রেমে মূর্চ্ছা পায়।
বস্ত্র না সম্বরে ভূমে পড়ি গড়ি যায়॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে ধরিবারে যায়।
হাসে নিত্যানন্দ প্রভু বসিয়া খট্টায়॥
যত পারষিদ নিত্যানন্দের প্রধান।
সভারে হইল সর্ব্বশক্তি-অধিষ্ঠান॥
সর্ব্বজ্ঞতা বাক্যসিদ্ধ হইল সভার।
সভেই হইলেন যেন কন্দর্প আকার॥
সভে যারে পরশ করেন হস্ত দিয়া।
সেই হয় বিহ্বল সকল পাসরিয়া॥
এইমত পানিহাটি গ্রামে তিন মাস।
করে নিত্যানন্দ প্রভু ভক্তির বিলাস॥

প্রভু নিতাইচাঁদের লীলা

এই পানিহাটি গ্রামে—প্রভু নিতাইচাঁদের লীলা

পানিহাটি আইলা নিতাইসুন্দর

চারিদিকে পড়িল সাড়া—পানিহাটি আইলা নিতাইসুন্দর

তিন মাস কারও বাহ্য নাহিক শরীরে।
দেহধর্ম্ম তিলার্দ্ধেক কাহারও না স্ফুরে॥

তিন মাস কেহ নাহি করিল আহার।
সভে প্রেমসুখে নৃত্য বই নাহি আর॥
পানিহাটি গ্রামে যত হৈল প্রেমসুখ।
চারিবেদে বর্ণিবেন সেসব কৌতুক॥
একদণ্ডে নিত্যানন্দ করিলেন যত।
তাহা বর্ণিবার শক্তি আছে কার কত॥
ক্ষণে ক্ষণে আপনে করেন নৃত্যরঙ্গ।
চতুর্দ্দিগে লই সব পারিষদ সঙ্গ॥
কখন বা আপনে বসিয়া বীরাসনে।
নাচায়েন সকল সেবক জনে জনে॥
এক সেবকের নৃত্যে হেন রঙ্গ হয়।
চতুর্দ্দিগে দেখি যেন প্রেম-বন্যাময়॥
মহাঝড়ে পড়ে যেন কদলক বন।
এইমত প্রেমসুখে পড়ে সর্ব্বজন॥
আপনি যেহেন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ।
সেইমত করিলেন সর্ব্ব ভক্তবৃন্দ॥
নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সঙ্কীর্ত্তন।
করায়েন করেন লইয়া সর্ব্বগণ॥
হেন সে লাগিলা প্রেম প্রকাশ করিতে।
সেই হয় বিহ্বল যে আইসে দেখিতে॥
যে সেবক যখন যে ইচ্ছা করে মনে।
সেই আসি উপসন্ন হয় সেইক্ষণে॥
এইমত পরানন্দ প্রেমসুখ-রসে।
ক্ষণ হেন কেহ না জানিল তিন মাসে॥
তবে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ কথোদিনে।
অলঙ্কার পরিতে হইল ইচ্ছা মনে॥
ইচ্ছামাত্র সর্ব্ব অলঙ্কার সেইক্ষণে।
উপসন্ন আসিয়া হৈল বিদ্যমানে॥
সুবর্ণ রজত মরকত মনোহর।
নানাবিধ বহুমূল্য কতেক প্রস্তর॥

মণি সুপ্রবাল পট্টবাস মুক্তাহার।
সুকৃতি সকলে দিয়া করে নমস্কার॥
কথো বা নির্ম্মিত কথো করিয়া নির্ম্মাণ।
পরিলেন অলঙ্কার যেন ইচ্ছা তান॥
দুই হস্তে সুবর্ণের অঙ্গদ বলয়।
পুষ্ট করি পরিলেন আত্ম-ইচ্ছাময়॥
সুবর্ণমুদ্রিকা রত্নে করিয়া খিচন।
দশ শ্রীঅঙ্গুলে শোভা করে বিভূষণ॥
কণ্ঠে শোভা করে বহুবিধ দিব্যহার।
মণি মুক্তা প্রবালাদি যত সর্ব্বসার॥
রুদ্রাক্ষ বিরাল-অক্ষ সুবর্ণ রজতে।
বান্ধিয়া ধরিলা কণ্ঠে মহেশের প্রীতে॥
মুক্তা-কসা-সুবর্ণ করিয়া সুরচন।
দুই শ্রুতি মূলে শোভে পরম শোভন॥
পাদপদ্মে রজত-নূপুর বিলক্ষণ।
তদুপরি মল্ল শোভে জগতমোহন॥
শুক্ল-পট্ট-নীল-পীত বহুবিধ বাস।
অপূর্ব্ব শোভয়ে পরিধানের বিলাস॥
মালতী মল্লিকা যূথি চম্পকের মালা।
শ্রীবক্ষে করয়ে দোল আন্দোলন-খেলা॥
গোরোচনা সহিত চন্দন দিব্যগন্ধে।
বিচিত্র করিয়া লেপিয়াছেন শ্রীঅঙ্গে॥
শ্রীমস্তকে শোভিত বিবিধ পট্টবাস।
তদুপরি নানাবর্ণ মাল্যের বিলাস॥
প্রসন্ন শ্রীমুখ কোটি শশধর জিনি।
হাসিয়া করেন নিরবধি হরিধ্বনি॥
যেদিগে চাহেন দুই কমল-নয়নে।
সেইদিগ প্রেমরসে ভাসে সেইক্ষণে॥
রজতের প্রায় লৌহদণ্ড সুশোভন।
দুই দিগে করি তথি সুবর্ণ বন্ধন॥

মণি সুপ্রবাল পট্টবাস মুক্তাহার।
সুকৃতি সকলে দিয়া করে নমস্কার॥
কথো বা নির্ম্মিত কথো করিয়া নির্ম্মাণ।
পরিলেন অলঙ্কার যেন ইচ্ছা তান॥
দুই হস্তে সুবর্ণের অঙ্গদ বলয়।
পুষ্ট করি পরিলেন আত্ম-ইচ্ছাময়॥
সুবর্ণমুদ্রিকা রত্নে করিয়া খিচন।
দশ শ্রীঅঙ্গুলে শোভা করে বিভূষণ॥
কণ্ঠে শোভা করে বহুবিধ দিব্যহার।
মণি মুক্তা প্রবালাদি যত সর্ব্বসার॥
রুদ্রাক্ষ বিরাল-অক্ষ সুবর্ণ রজতে।
বান্ধিয়া ধরিলা কণ্ঠে মহেশের প্রীতে॥
মুক্তা-কসা-সুবর্ণ করিয়া সুরচন।
দুই শ্রুতি মূলে শোভে পরম শোভন॥
পাদপদ্মে রজত-নূপুর বিলক্ষণ।
তদুপরি মল্ল শোভে জগতমোহন॥
শুক্ল-পট্ট-নীল-পীত বহুবিধ বাস।
অপূর্ব্ব শোভয়ে পরিধানের বিলাস॥
মালতী মল্লিকা যূথি চম্পকের মালা।
শ্রীবক্ষে করয়ে দোল আন্দোলন-খেলা॥
গোরোচনা সহিত চন্দন দিব্যগন্ধে।
বিচিত্র করিয়া লেপিয়াছেন শ্রীঅঙ্গে॥
শ্রীমস্তকে শোভিত বিবিধ পট্টবাস।
তদুপরি নানাবর্ণ মাল্যের বিলাস॥
প্রসন্ন শ্রীমুখ কোটি শশধর জিনি।
হাসিয়া করেন নিরবধি হরিধ্বনি॥
যেদিগে চাহেন দুই কমল-নয়নে।
সেইদিগ প্রেমরসে ভাসে সেইক্ষণে॥
রজতের প্রায় লৌহদণ্ড সুশোভন।
দুই দিগে করি তথি সুবর্ণ বন্ধন॥

নিরবধি সেই লৌহদণ্ড শোভে করে।
মুষল ধরিলা যেন প্রভু হলধরে॥
পারিষদণ্ড সব ধরিলেন অলঙ্কার।
অঙ্গদ বলয় মল্ল নূপুর সু-হার॥
শিঙ্গা বেত্র বংশী ছাঁদা ডোরি গুঞ্জামালা।
সভে ধরিলেন গোপালের অংশ-কলা॥
এইমত নিত্যানন্দ স্বানুভাব রঙ্গে।
বিহরেণ সকল পার্ষদ করি সঙ্গে॥
তবে প্রভু সকল পার্ষদগণ মেলি।
ভক্ত-গৃহে গৃহে করে পর্য্যটন-কেলি॥
জাহ্নবীর দুই কূলে যত আছে গ্রাম।
সর্ব্বত্র ফিরেন নিত্যানন্দ জ্যোতির্ধাম॥
দরশন মাত্র সর্ব্ব জীব মুগ্ধ হয়।
নাম তনু দুই নিত্যানন্দ রসময়॥
পাষণ্ডীও দেখিলেই মাত্র করে স্তুতি।
সর্ব্বস্ব দিবারে সেইক্ষণে লয় মতি॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের শরীর মধুর।
সভারেই কৃপাদৃষ্টি করেন প্রচুর॥
কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্য্যটনে।
ক্ষণেক না যায় ব্যর্থ সঙ্কীর্ত্তন বিনে॥
যেখানে করেন নৃত্য কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
তথায় বিহ্বল হয় শত শত জন॥
গৃহস্থের শিশু সব কিছুই না জানে।
তাহারাও মহা মহা বৃক্ষ ধরি টানে॥
হুঙ্কার করিয়া বৃক্ষ ফেলে উপাড়িয়া।
মুঞি রে গোপাল বলি বেড়ায় ধাইয়া॥
হেন সে সামর্থ্য এক শিশুর শরীরে।
শতজনে মিলিয়াও ধরিতে না পারে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ বলি।
সিংহনাদ করে শিশু হই কুতুহলী॥

এইমত নিত্যানন্দ বালকজীবন।
বিহ্বল করিতে লাগিলেন শিশুগণ॥
মাসেকেও এক শিশু না করে আহার।
দেখিতে লোকের চিত্তে লাগে চমৎকার॥
হইলেন বিহ্বল সকল ভক্তবৃন্দ।
সভার রক্ষক হইলেন নিত্যানন্দ॥
পুত্রপ্রায় করি প্রভু সভারে ধরিয়া।
করায়েন ভোজন আপনে হস্ত দিয়া॥
কারেও বা বান্ধিয়া রাখেন নিজ পাশে।
মারেন বান্ধেন তভু অট্টঅট্ট হাসে॥

একবার দেখা দাও

হা নিতাই প্রভু নিতাই—একবার দেখা দাও

নিশ্চয় এসেছ তুমি

তোমার ত্রিকালসত্য-লীলায়—নিশ্চয় এসেছ তুমি
তোমার ত্রিকালসত্য-লীলায়—এই পানিহাটিতে—নিশ্চয় এসেছ তুমি

নৈলে—এসেছে কার আকর্ষণে

সহস্র সহস্র নরনারী—নৈলে—এসেছে কার আকর্ষণে
কেউ ত নিমন্ত্রণ করে নাই—নৈলে—এসেছে কার আকর্ষণে

এসেছে শত শত কুলনারী

গৃহকর্ম্ম কুল লাজ পরিহরি—এসেছে শত শত কুলনারী
দেহ গেহ পাসরি—এসেছে শত শত কুলনারী

দেহ স্বভাব ভুলিল কেমনে

বিনা তোমার আকর্ষণে—দেহ স্বভাব ভুলিল কেমনে

নিশ্চয় এসেছ তুমি

তখন জনম হয় নাই মোদের

যখন প্রকটলীলায় বিহরিলে—তখন জনম হয় নাই মোদের

দেখিতে ত পাই নাই

প্রেমপুরুযোত্তম-লীলা—দেখিতে ত পাই নাই

প্রেমপুরুষোত্তম-লীলা—

গঙ্গাতীরে এই বৃক্ষমূলে—প্রেমপুরুষোত্তম-লীলা

দেখিতে ত পাই নাই

একবার দেখা দাও

ও পতিতের বন্ধু নিতাই—একবার দেখা দাও

নিশ্চয় এসেছ তুমি

তোমার ত্রিকালসত্য-লীলায়—নিশ্চয় এসেছ তুমি

তুমি ত সকলি জান

জন্মেছিলাম সেইখানে

তোমার নাম গুণ নাই যেখানে—জন্মেছিলাম সেইখানে

নিজগুণে এনেছ টেনে

বহির্মুখ-দেশ হতে—নিজগুণে এনেছ টেনে

নিতাই এসেছে পানিহাটিতে

আজ তাঁর আসবার দিন

প্রাণগৌর এসেছে

নিতাই-নটন দেখিতে—প্রাণগৌর এসেছে

দেখিতে ত পাই নাই

নিতাইচাঁদের বিহার—দেখিতে ত পাই নাই

অদ্যাপিও সাক্ষী দিচ্ছে

এই লীলা-দর্শক তরুবর—অদ্যাপিও সাক্ষী দিচ্ছে

এই তরুতলে নিতাই নাচে

গৌরহরি ভজ ব'লে—এই তরুতলে নিতাই নাচে

আজ কত শত নরনারী

সবাই—পাগল হয়ে এসেছে

গৃহকর্ম্ম পরিহরি—সবাই—পাগল হয়ে এসেছে

এসেছে আমার প্রভু নিতাই

পানিহাটিতে প্রেম বিলাতে—এসেছে আমার প্রভু নিতাই

সেই অবধি খুঁজে বেড়াইছি

যেদিন হতে তোমার নাম শুনেছি—সেই অবধি খুঁজে বেড়াইছি

আর—কারে বা সুধাব

কেবা মোদের দেখাইবে—আর—কারে বা সুধাব

বল বল ওগো সুরধুনী।

ব'লে দে ব'লে দে

ভাগ্যবতী সুরধুনী—ব'লে দে ব'লে দে
গৌর-গরবিণী সুরধুনী—ব'লে দে ব'লে দে

তুমি ত সবই দেখেছ
শুনেছি শ্রীগুরুমুখে

ব্রজরাজ নন্দের কুমার।
আস্বাদিতে প্রেম শ্রীরাধার॥
শ্রীরাধাভাব কান্তি অঙ্গীকরি।
অবতরী শ্রীনবদ্বীপ পুরী॥
নিজ পারিষদগণ সঙ্গে।
বিহরিল সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে॥

সে ত—তোমারি তীরে গো

গৌর-গরবিণী সুরধুনী—সে ত—তোমারি তীরে গো

এখনও দেখছ

তখন ত দেখেছ—এখনও দেখছ
গৌরের ত্রিকালসত্য-লীলা—এখনও দেখছ

বল বল ওগো সুরধুনী।
কোথা বিহরে নিতাই গুণমণি॥

কোথা বিহরে নিতাই গুণমণি

অভিন্ন চৈতন্য-তনু নিতাই—কোথা বিহরে নিতাই গুণমণি

ভাগ্যবতী সুরধুনী
প্রভু নিতাই কোথা বিহরিছে
তখন জনম হয় নাই

যখন প্রকট-বিহার হ'ল—তখন জনম হয় নাই

দেখতে ত পাই নাই নিতাই

যে অবতারে গৌর কৈলা আকর্ষণ—দেখতে ত পাই নাই নিতাই

শ্রীগুরুমুখে শুনে

গৌরের ত্রিকালসত্য-লীলা—শ্রীগুরুমুখে শুনে

তাই—আশা ক'রে এসেছি

এইযে তোমায় খুঁজে এলাম

কত না কাঁদলাম

বীর হাম্বিরের গৃহে গিয়ে—কত না কাঁদলাম

কোথায় আছ শ্রীনিবাস বলে—কত না কাঁদলাম

ব্যাকুল হ'য়ে ডাকলাম

কোথায় আছ শ্রীনিবাস ব'লে—ব্যাকুল হ'য়ে ডাকলাম

দাও তোমার ব্যাকুলতা

পাগল হ'য়ে খুঁজে বেড়াই

এসেছি বড় আশা ক'রে

ব্যাকুলতা পাবার লাগি—এসেছি বড় আশা ক'রে

তোমার—অহৈতুকী কৃপা সঙরি—এসেছি বড় আশা ক'রে

একবার দেখা দাও

হা নিতাই প্রভু নিতাই—একবার দেখা দাও

অনুভব করাও প্রাণে প্রাণে

এই ত' তোমার লীলার স্থান—অনুভব করাও প্রাণে প্রাণে

গৌর-আবির্ভাব তোমার নটনে—অনুভব করাও প্রাণে প্রাণে

কোথায় আছ রঘুনাথ

নিতাইচাঁদের পদ ধরি—কোথায় আছ রঘুনাথ

নিতাইচাঁদের পদ ধরি—

সেই—পতিতাশ্রয় চরণ দুখানি—নিতাইচাঁদের পদ ধরি

কোথায় আছ রঘুনাথ

বড় আশা ক'রে এসেছি

নিতাই-বিহার দেখব ব'লে—বড় আশা ক'রে এসেছি

প্রাণগৌর-আজ্ঞায় নাম-প্রেম বিলালে

ব'লে দে সুরধুনী

তোমার তীরে প্রকট-বিহার—ব'লে দে সুরধুনী

কীর্ত্তন-নটনরঙ্গ

আমার—প্রভু নিতাই প্রাণ গৌরাঙ্গের—কীর্ত্তন-নটনরঙ্গ

ভাগ্যবতী তোমার তীরে

কীর্ত্তন-নটনরঙ্গ

একবার দেখাও গো

ভাগ্যবতী সুরধুনী—একবার দেখাও গো

একবার ব'লে দাও

ব'লে দাও ব'লে দাও

গৌর-গরবিণী সুরধুনী—ব'লে দাও ব'লে দাও

প্রাণে প্রাণে ব'লে দে

কোথা গেলে দেখতে পাব—প্রাণে প্রাণে ব'লে দে

কোথা গেলে তাঁর দেখা পাব

গৌরপ্রেমের মূরতি নিতাই—কোথা গেলে তাঁর দেখা পাব

যদি বা না দেখতে দিলে

আমাদের অধিকার নাই ব'লে—যদি বা না দেখতে দিলে

ভয় নাই আমরা লয়ে যাব না

তোমার নিতাই তোমার থাকবে—ভয় নাই আমরা ল'য়ে যাব না

একবার দেখব

গৌরপ্রেমের মূরতিখানি—একবার দেখব

কোথা গেলে দেখতে পাব

প্রভু নিতাই কোথা বিহরিছে

নিজ পরিকরগণ সঙ্গে—প্রভু নিতাই কোথা বিহরিছে

একবার ব'লে দাও

প্রাণে প্রাণে ব'লে দাও

কথা ত কৈলে না

ওগো ও সুরধুনী—কথা ত কৈলে না

প্রাণে প্রাণে জানালে না

কতই না সুধাইলাম—প্রাণে প্রাণে জানালে না

বল বল ওগো তরুবর।
কোথা বিহরিছে নিতাইসুন্দর ॥

তুমিও লীলার সাক্ষী আছ
তোমারি তলে গো

প্রেমে মাতা মূরতিখানি—তোমারি তলে গো

তুমি ত দেখেছ

ভাগ্যবান তরুবর—তুমি ত দেখেছ
আজও দেখছ—তুমি ত দেখেছ
আজও দেখছ—
ত্রিকালসত্য-লীলায়—আজও দেখছ

তুমি ত দেখেছ
দয়া ক'রে বলে দাও

কোথা গেলে নিতাই পাব—দয়া ক'রে বলে দাও

একবার কি দেখাবে না

নাহি কোন সুকৃতি ভাগ্যহীন মোরা—একবার কি দেখাবে না
আমাদের অযোগ্যতা জেনে—একবার কি দেখাবে না

কথা যে কৈছ না

নিতাই সন্ধান ব'লে দিলে না—কথা যে কৈছ না

আর কার কাছে যাব

কেবা—নিতাই সন্ধান ব'লে দিবে—আর কার কাছে যাব

আর কারে বা সুধাব
বল বল ওগো পানিহাটিবাসী
তোমরা ভাগ্যবান ভাগ্যবতী

এই পানিহাটিতে পেয়েছ বসতি—তোমরা ভাগ্যবান ভাগ্যবতী

কোথা বা বিহরিছে

গৌরপ্রেমের পাগলা নিতাই—কোথা বা বিহরিছে

দয়া ক'রে ব'লে দাও

যদিও আমাদের অধিকার নাই—দয়া ক'রে ব'লে দাও

ভয় নাই আমরা লয়ে যাব না

তোমাদের নিতাই তোমাদের থাকবে—ভয় নাই আমরা লয়ে যাব না

নিতাই নিয়ে আমরা কিবা করব

কি দিয়ে তারে বেঁধে রাখব

দুর্ব্বাসনার কিঙ্কর মোরা—কি দিয়ে তারে বেঁধে রাখব
কপটতার মূরতি মোরা—কি দিয়ে তারে বেঁধে রাখব
অভিমানের খনি মোরা—কি দিয়ে তারে বেঁধে রাখব
ভালবাসিতে জানি না মোরা—কি দিয়ে তারে বেঁধে রাখব

সেই একদিন আর এই একদিন

কিছুই দেখতে পেলাম না

এই সেই বিহার-ভূমি

এই সেই গঙ্গাতীর—এই সেই বিহার-ভূমি

এই সেই পানিহাটি গ্রাম

এই সেই তরুবর

তার লীলার সাক্ষী দিতেছে—এই সেই তরুবর

সকল সুখে বঞ্চিত মোরা

তখন জনম হল না

যখন হইল প্রকট বিহার—তখন জনম হল না

দেখিতে ত পাই নাই

এই পানিহাটি গঙ্গাতীরে কেলি—দেখিতে ত পাই নাই
গমনে নটন বচনে গান—দেখিতে ত পাই নাই

শুনেছি শ্রীগুরুমুখে

ত্রিকালসত্য গৌরলীলা—শুনেছি শ্রীগুরুমুখে

তাই আমরা ছুটে আসি

আজ হতেছে সেই লীলা

নয়নভ'রে দেখব মোরা

দেখিতে ত পাই নাই

নিরাশ-প্রাণে ফিরে যাই—দেখিতে ত পাই নাই

কেঁদে কেঁদে ফিরে যাই

এই—ভাগ্যবতী সুরধুনীর তীর হতে—কেঁদে কেঁদে ফিরে যাই

একবার কি দেখাবে না

কথা যে কৈছ না

কোন সাড়া পেলাম না—কথা যে কৈছ না

কেঁদে কেঁদে কতবার ফিরে গেছি

এই—লীলার সাক্ষী তরুতল হ'তে—কেঁদে কেঁদে কতবার ফিরে গেছি

একবার দেখব

গৌর-প্রেমের মূরতিখানি—একবার দেখব

গৌর-প্রেমের মূরতি নিতাই—একবার দেখব

যার নামে ঘরের বাহির করেছে—সেই মূরতি—একবার দেখব (মাতন)

সেই—গৌর-প্রেমের মূরতি নিতাই

একবার দেখব

হৃদিপটে এঁকে নিব

গৌর-প্রেমের মূরতিখানি—হৃদিপটে এঁকে নিব

একবার দেখাও গো

ওগো পানিহাটিবাসী—একবার দেখাও গো

কথা যে কৈলে না

তবে কি নিতাই দেখাবে না—কথা যে কৈলে না

বল বল পানিহাটিবাসী

ব'লে দাও ব'লে দাও

তোমাদের হাতে ধরি পায়ে পড়ি—ব'লে দাও ব'লে দাও

কোথায় আমার নিতাইসুন্দর

প্রেমময় কলেবর—কোথায় আমার নিতাইসুন্দর

ত্রিকালসত্য গৌরগণ তোমরা

পানিহাটি গ্রামবাসী—ত্রিকালসত্য গৌরগণ তোমরা

দয়া ক'রে ব'লে দাও
যদি সন্ধান না ব'লে দিবে
তোমাদের নামেতে কলঙ্ক হবে
ত্রিকালসত্য গৌরগণ তোমরা—তোমাদের নামেতে কলঙ্ক হবে
আমি জানি তোমাদের স্বভাব
শ্রীগুরুমুখে শুনেছি
একা ভোগ করতে পার না
পাঁচে মিলে ভোগ কর—একা ভোগ করতে পার না
কে যেন বলছে প্রাণে প্রাণে
নিতাই আছে রাঘব-ভবনে—কে যেন বলছে প্রাণে প্রাণে
ওগো আমার দরদী
ওগো তুমি কোথায় গো
নিতাই গৌর সন্ধান দিলে—ওগো তুমি কোথায় গো
নিতাই গৌর নাম শুনালে
আপনার গরজে এসে—নিতাই গৌর নাম শুনালে
আপন গরজে বলেছিলে
নিতাই গৌর নাম শুনালে—আপন গরজে বলেছিলে
ওগো তুমি কোথায় গো
নিতাইগৌর-প্রেমের পাগল—ওগো তুমি কোথায় গো
ওগো তুমি কোথায় গো
লুকাইয়ে খেলছ
নিতাইচাঁদের সঙ্গে এসেছ
মধুর নীলাচল হতে—নিতাইচাঁদের সঙ্গে এসেছ
ওগো তুমি কোথায় গো
কৃপা ক'রে ব'লে দাও
কোথা গেলে নিতাই দেখতে পাব
কে যেন বলছে প্রাণে প্রাণে

যাও তোমরা সবে মিলে রাঘবের ঘরে।

সেথা নিতাই বিহরিছে দেখবে নয়নভরে॥

চল যাই সবে মিলে রাঘব-মন্দিরে।

সেখানে আছে নিতাইসুন্দর দেখব প্রাণভরে॥

চল যাই রাঘবের ঘরে

দেখতে পাব নিতাইসুন্দরে—চল যাই রাঘবের ঘরে

চল রাঘবের বাড়ী যাই

দেখতে পাব প্রাণের নিতাই—চল রাঘবের বাড়ী যাই

(কল্পবৃক্ষের নিকট কীর্ত্তন করিয়া নিম্নোক্ত ধূয়া গাহিতে গাহিতে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের বাড়ীর মাধবীকুঞ্জের তলে আসিয়া কীর্ত্তন)

চল যাই সবে মিলে রাঘবের ঘরে।

প্রভু নিতাই বিহরিছে দেখব নয়নভরে॥

এই কি রাঘব পণ্ডিতের বাড়ী

ব্যাকুল হয়ে ছুটছে

কতশত নরনারী—পাগল হয়ে ছুটছে

হা নিতাই প্রাণ নিতাই ব'লে—পাগল হয়ে ছুটছে

এই কি রাঘব পণ্ডিতের ভবন

ছুটছে সব নরনারীগণ—এই কি রাঘব পণ্ডিতের ভবন

রাঘব পণ্ডিত কোথা তুমি

এই ত তোমার বসতি ভূমি—রাঘব পণ্ডিত কোথা তুমি

নিতাই এসেছে তোমার ভবনে—রাঘব পণ্ডিত কোথা তুমি

কোথায় আছ রাঘব পণ্ডিত

পরস্পর এলাম শুনে

নিতাই এসেছে তোমার ভবনে—পরস্পর এলাম শুনে

কোথা লুকায়ে বসে আছ

এই ত মাধবী-কুঞ্জ—কোথা লুকায়ে বসে আছ

তোমার প্রাণের নিতাই লয়ে—কোথা লুকায়ে বসে আছ (মাতন)

বল বল মাধবী লতা

নিতাই লয়ে রাঘব পণ্ডিত কোথায়—বল বল মাধবী লতা
আমার নিতাইসুন্দর আছে কোথা—বল বল মাধবী লতা (মাতন)

কোথা লুকায়ে রেখেছ

বল বল মাধবী লতা—কোথা লুকায়ে রেখেছ
বল বল রাঘব পণ্ডিত—কোথা লুকায়ে রেখেছ

একবার দেখাও গো

নিতাই-প্রিয় রাঘব পণ্ডিত—একবার দেখাও গো

পানিহাটি-গ্রামে কত খুঁজলাম
তোমাদের সন্ধান না পাইয়া
নিতাই এসেছেন তোমার এখানে
বড় আশা ক'রে ভাই ভাই মিলে
এলাম মোরা তোমার এখানে
একবার দেখাও হে

রাঘব তোমার প্রাণের নিতাই—একবার দেখাও হে

নিতাই দেখব ব'লে এলাম পানিহাটি গ্রামে।
খুঁজিয়া খুঁজিয়া তার না পাইনু সন্ধানে॥

একবার দেখাও হে

গৌরপ্রেমের মূরতি নিতাই—একবার দেখাও হে

ভয় নাই আমরা লয়ে যাব না

তোমার নিতাই তোমার থাকবে—ভয় নাই আমরা লয়ে যাব না

একবার দেখব

গৌরপ্রেমের মূরতিখানি—একবার দেখব
অধিকার নাই আমাদের তবু—একবার দেখব

এ কি—অহৈতুকী কৃপার স্বভাব

অধিকার নাই তবু দেখবার সাধ—এ কি—অহৈতুকী কৃপার স্বভাব

একবার দেখাও হে

তোমার প্রেমে বাঁধা নিতাইসুন্দর—একবার দেখাও হে

তুমি ত নিত্যানন্দ-দাস

কিন্তু—এ কি তোমার কৃপণ-স্বভাব—তুমি ত নিত্যানন্দ-দাস

এমন সুন্দর নিতাই পেয়ে

জগজন-লোচন-আনন্দ—এমন সুন্দর নিতাই পেয়ে

রেখেছ কেন লুকায়ে

এই মাধবীলতা-কুঞ্জে—রেখেছ কেন লুকায়ে

একা ভোগ করবার তরে—রেখেছ কেন লুকায়ে

নামেতো কলঙ্ক রটিল

নিতাইগৌরাঙ্গ-দাসের—নামেতো কলঙ্ক রটিল

ঘুচাও নামের কালিমা ঘুচাও

গৌরদাসের স্বভাব দেখাও—ঘুচাও নামের কালিমা ঘুচাও

এসেছে কত আশা ক'রে

সহস্র সহস্র নরনারী—এসেছে কত আশা ক'রে

দেখিতে প্রাণ নিতাইসুন্দরে—এসেছে কত আশা ক'রে (মাতন)

তুমি না রেখেছ লুকাইয়ে

এ কি কৃপণ-স্বভাব তোমার—তুমি না রেখেছ লুকাইয়ে

দেখাও নিতাই-দাসের উদারতা

দেখাইয়ে প্রেম-বিতরণ-ধাতা—দেখাও নিতাই-দাসের উদারতা (মাতন)

একবার দেখাও হে

ভয় নাই আমরা লয়ে যাব না

তোমার নিতাই তোমারই থাকবে—ভয় নাই আমরা লয়ে যাব না

নিতাই নিয়ে কিবা করব

দুর্ব্বাসনার কিঙ্কর মোরা—নিতাই নিয়ে কিবা করব

কপটতার মূরতি মোরা—নিতাই নিয়ে কিবা করব

অভিমানের খনি মোরা—নিতাই নিয়ে কিবা করব

ভালবাসিতে জানি না মোরা—নিতাই নিয়ে কিবা করব

কি দিয়ে তারে বেঁধে রাখব

ভালবাসিতে জানি না মোরা—কি দিয়ে তারে বেঁধে রাখব

শুধু—একবার দেখব

গৌরপ্রেমের মূরতিখানি—শুধু—একবার দেখব

তার চরণে পড়ে সুধাব

নিতাই আমি ঘোর নারকী

তাই উদ্ধারিতে নার কি—নিতাই আমি ঘোর নারকী (মাতন)

না না আমরা উদ্ধার চাই না

বল বল প্রভু নিতাই

সে-দিনের আর কদিন বাকী—বল বল প্রভু নিতাই

কতদিনে সত্য হবে

গৌরের মুখের বাণী—কতদিনে সত্য হবে

এই— পৃথিবীর মধ্যে আছে যত দেশ গ্রাম রে।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম রে॥

সে-দিনের আর কদিন বাকী

হা নিতাই প্রভু নিতাই—সে-দিনের আর কদিন বাকী

এলে তুমি পানিহাটিতে

প্রাণ-গৌরাঙ্গের আজ্ঞা পেয়ে—এলে তুমি পানিহাটিতে

তোমার—হাতে ধ'রে ব'লে দিয়েছেন

আমার প্রাণ গৌরহরি—তোমার—হাতে ধ'রে ব'লে দিয়েছেন

নাম-প্রেমে বিশ্ব ভরতে—তোমার—হাতে ধ'রে ব'লে দিয়েছেন

আমরা কি দেখতে পাব না

সবাই ভজবে গৌরাঙ্গ-সোনা—আমরা কি দেখতে পাব না

আর কিছু চাই না

যেখানে যাব শুনতে পাব

প্রাণ-নিতাইগৌরাঙ্গ-কথা—যেখানে যাব শুনতে পাব

পূরাও মোদের এই বাসনা

ঘরে ঘরে শুনব গৌর-প্রেমের কান্না—পূরাও মোদের এই বাসনা

সব হবে একাকার

গৌরপ্রেমে বাঁধা পড়বে—সব হবে একাকার

পরস্পর করবে কোলাকুলি

সবে আত্মপর ভুলে গিয়ে—পরস্পর করবে কোলাকুলি

আত্মপর ভুলে যাবে

সবাই গৌর বলবে—আত্মপর ভুলে যাবে

হা জগৎগুরু নিতাই

আমরা কি দেখতে পাব না

সবাই ভজবে তোমার গৌর-সোনা—আমরা কি দেখতে পাব না

কৈ তা হ'ল কৈ

দেশ-বিদেশে ঘুরে দেখলাম

শ্রীগুরুরূপে—তোমার আজ্ঞা শিরে ধ'রে—দেশ-বিদেশে ঘুরে দেখলাম

এখনও যে অনেক বাকী

তোমার গৌর-নাম কেউ বলতে চায় না

তাই এলাম এখানে

তোমার প্রথম প্রচার-স্থানে—তাই এলাম এখানে

চাই না তোমার গৌর চাই না

গৌর পাবার আমাদের অধিকার নাই

কোন্ গুণে গৌরাঙ্গ পাব

রঘুনাথের সাধ্যনিধি—কোন্ গুণে গৌরাঙ্গ পাব

রূপ-সনাতনের সাধনের ধন—কোন্ গুণে গৌরাঙ্গ পাব

ঘরে ঘরে সবাই ঝুরবে

আত্মপর ভুলে গিয়ে—ঘরে ঘরে সবাই ঝুরবে

অনুরাগে সবাই বলবে

জগবাসী নরনারী—অনুরাগে সবাই বলবে

গৌর-প্রেমবন্ধনে বাঁধা প'ড়ে—অনুরাগে সবাই বলবে

সবাই ত বাঁধা পড়বে

গৌর-সম্বন্ধের বন্ধনে—সবাই ত বাঁধা পড়বে

পরস্পর গলা ধ'রে

গৌর-সম্বন্ধের বন্ধনে—পরস্পর গলা ধ'রে

ও—দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে গোরারূপ না হেরিলে

কোথায় আমার নিতাই-সোনা

জগতে এ স্বরূপ কি দেখাবে না—কোথায় আমার নিতাই-সোনা

যেখানে যাব দেখতে পাব

ঘরে ঘরে সবাই ঝুরছে

গৌর—সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধা প'ড়ে—ঘরে ঘরে সবাই ঝুরছে

দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে গোরারূপ না হেরিলে

মরমে মরিয়া যেন থাকি।

সাধ হয় নিরন্তর হেমকান্তি কলেবর

সতত হিয়ার মাঝে রাখি॥

সকলের হৃদে জাগবে

জগবাসী নর-নারীর—সকলের হৃদে জাগবে

জগৎগুরু নিতাই তুমি জাগালে—সকলের হৃদে জাগবে

জগবাসীর হৃদে কি জাগাবে না

কনক-রুচির গৌর—জগবাসীর হৃদে কি জাগাবে না

সৰ্ব্বচিত্তৈক চৌর—জগবাসীর হৃদে কি জাগাবে না

প্রকৃতি মধুর দেহ—জগবাসীর হৃদে কি জাগাবে না

পূর্ণ লাবণ্য গেহ—জগবাসীর হৃদে কি জাগাবে না

হা নিতাই প্রভু নিতাই

সে চিত্র কি দেখাবে না

গুণনিধি নিতাই সোনা—সে চিত্র কি দেখাবে না

ঘরে ঘরে সবাই ঝুরবে

ম্লেচ্ছ যবনাদি নর-নারী—ঘরে ঘরে সবাই ঝুরবে

তিলেক না দেখি তায় পাঁজর ধসিয়া যায়

ধৈরয ধরিতে নাহি পারি।

ধৈরয ধরিতে নাহি পারি

এক পলক—প্রাণগৌর না হেরি—ধৈরয ধরিতে নাহি পারি

অনুরাগের ডুরি দিয়া অন্তরে কি করে সিয়া

না জানি তার কতই ধার ধারী ॥

অনুরাগে সবাই বলবে

জগবাসী নরনারী—অনুরাগে সবাই বলবে

সুরধুনী তীরে গিয়া কুল দিব ভাসাইয়া

ছারকুলে তিলাঞ্জলি দিব

গৌর হে যা কর ব'লে—ছারকুলে তিলাঞ্জলি দিব

ছারকুল বামপদে ঠেলে—ছারকুলে তিলাঞ্জলি দিব

সুরধুনী তীরে গিয়া কুল দিব ভাসাইয়া

অনল জ্বালিয়া দিব লাজে।

গৌরাঙ্গ সম্মুখে করি হেরিব নয়নভরি

দিন যায় মিছামিছি কাজে ॥

তবে ঘুচবে মনের ব্যথা

নিতাই প্রেম-বিতরণধাতা—তবে ঘুচবে মনের ব্যথা

ঘরে ঘরে শুনব অনুরাগের কথা—তবে ঘুচবে মনের ব্যথা

রাঘব পণ্ডিত কোথা তুমি

এই ত তোমার বসতি ভূমি—রাঘব পণ্ডিত কোথা তুমি

কোথা লুকায়ে বসে আছ

এই ত মাধবী কুঞ্জ—কোথা লুকায়ে বসে আছ

তোমার প্রাণের নিতাই লয়ে—কোথা লুকায়ে বসে আছ

এসেছি মোরা কত আশা ক'রে

আগমন দিন জেনে—এসেছি মোরা কত আশা ক'রে

কোন কথা কৈলে না

ভাগ্যবতী সুরধুনী—কোন কথা কৈলে না

সুধাইলাম তরুবরে

ব'লে দাও মোদের দয়া ক'রে—সুধাইলাম তরুবরে
পাগলা নিতাই কোথা বিহরে—সুধাইলাম তরুবরে

সুধাইলাম জনে জনে

পানিহাটিবাসীগণে—সুধাইলাম জনে জনে

কেউ ত সন্ধান দিলে না

আমাদের ব্যাকুলতা দেখে—কেউ ত সন্ধান দিলে না

কে যেন বলল প্রাণে প্রাণে
নিতাই আছে রাঘব-ভবনে

দেখবে যদি যাও সেখানে—নিতাই আছে রাঘব-ভবনে

তাই আশা ক'রে এসেছি

রাঘব পণ্ডিত তোমার ঘরে—তাই আশা ক'রে এসেছি

কোথা লুকায়ে রেখেছ

অতিগূঢ় নিতাই-ধনে—কোথা লুকায়ে রেখেছ

খুঁজে খুঁজে হলাম সারা
দেখিতে ত পেলাম না
সেদিনের আর কদিন বাকী
এই মাত্র মনে জাগে

যেখানে যাব শুনতে পাব—এই মাত্র মনে জাগে

ঘরে ঘরে সবাই ঝুরছে

ম্লেচ্ছ যবনাদি নর-নারী—ঘরে ঘরে সবাই ঝুরছে
হা গৌর প্রাণ গৌর ব'লে—ঘরে ঘরে সবাই ঝুরছে

এই বাসনা পূরাও নিতাই

একবার দেখে মরে যাই—এই বাসনা পূরাও নিতাই

কুড়ায়ে লয়ে দাও আমাদের

জগতের দুর্দ্দৈবরাশি—কুড়ায়ে লয়ে দাও আমাদের

আমরা এবার থাকি বঞ্চিত

জগজীবের দুর্দ্দৈব লয়ে—আমরা এবার থাকি বঞ্চিত

গৌরপ্রেমে জগৎ মাতাও
যেখানে যাব দেখতে পাব
ঘরে ঘরে সবাই ঝুরছে
(মাতন)
সোনার গৌর প্রভু ব'লে—ঘরে ঘরে সবাই ঝুরছে
রাঘব পণ্ডিত একবার দেখাও
তোমার প্রাণের নিতাইসুন্দর—রাঘব পণ্ডিত একবার দেখাও
রাঘবের প্রাণ নিতাই
(মাতন)
একবার দেখা দাও—রাঘবের প্রাণ নিতাই
কত আশা মনে জাগছে
কোথা আছ রাঘব পণ্ডিত—কত আশা মনে জাগছে
প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠছে
লীলার কথা মনে হলে—প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠছে
পূরাও মোদের এই বাসনা
ঘরে ঘরে শুনব গৌর-প্রেমের কান্না—পূরাও মোদের এই বাসনা
তবে ঘুচবে মনের ব্যথা
একটি কথা সুধাব
তাই কি তুমি এসেছ
পানিহাটিতে রাঘবের ঘরে—তাই কি তুমি এসেছ
রথযাত্রা আগত প্রায়
প্রাণ-গৌরাঙ্গের আজ্ঞা আছে
প্রভু সীতানাথের প্রতি—প্রাণ-গৌরাঙ্গের আজ্ঞা আছে
প্রতিবর্ষে নীলাচলে যেতে—প্রাণ-গৌরাঙ্গের আজ্ঞা আছে
প্রতিবর্ষে নীলাচলে যেতে
গৌড়দেশের ভক্ত ল'য়ে—প্রতিবর্ষে নীলাচলে যেতে
প্রাণ-গৌরাঙ্গের আজ্ঞা আছে
এই ত সেই যাবার সময়
এসেছেন শান্তিপুর-নাথ
গৌড়দেশের ভক্ত লয়ে—এসেছেন শান্তিপুর-নাথ
তুমিও ত যাবে রাঘব
প্রভুর প্রিয় ঝালি লয়ে—তুমিও ত যাবে রাঘব

যাবার অধিকার হয় না

গৌরগণের আনুগত্য বিনে—যাবার অধিকার হয় না

আমাদের কি লয়ে যাবে

ঝালি লয়ে যাব মোরা

দেখতে পাব প্রাণ-গোরা—ঝালি লয়ে যাব মোরা (মাতন)

যাবেন সকলে নীলাচলে

শ্রীগৌরাঙ্গে মিলিবারে—যাবেন সকলে নীলাচলে

তাই—লয়ে যেতে কি এসেছে

রথাগ্রে বিহার দেখাতে—তাই—লয়ে যেতে কি এসেছে

একবার দেখা দাও

কোথায় আছ রাঘব পণ্ডিত—একবার দেখা দাও

কোথায় আছ প্রাণ নিতাই—একবার দেখা দাও

(শ্রীরাঘব পণ্ডিতের ঠাকুর-মন্দিরের সম্মুখে কীর্ত্তন)

কে যেন বলল প্রাণে প্রাণে

নিতাই বিহরে রাঘব-ভবনে

অপরূপ দেখলাম এসে রাঘব-ভবনে।
নিতাই-রাধা বিহরিছে গোরা-শ্যামের বামে।।
অপরূপ দেখলাম এসে রাঘবের ঘরে।
রাধাশ্যাম রূপ ধ'রে নিতাই গৌরাঙ্গ বিহরে।।

নিতাইসুন্দর বিহরিছে

গোপনে রাঘবের ঘরে—নিতাইসুন্দর বিহরিছে

অতিগূঢ় নিত্যানন্দ

অভিন্ন চৈতন্যতনু—অতিগূঢ় নিত্যানন্দ

রাই-কানু মিলিত গৌর

সেই—গৌরের অভিন্ন তনু নিতাই

নিতাই রাইকানু মিলিত

বিহরিছে গোপনে

নিতাইগৌর বিহরে রাঘবের ঘরে

রাধাশ্যাম রূপ ধ'রে—নিতাইগৌর বিহরে রাঘবের ঘরে

নিতাই রাধা গৌর শ্যাম

রাঘবের ঘরে বিহরে—নিতাই রাধা গৌর শ্যাম

হরে কৃষ্ণ হরে রাম—নিতাই রাধা গৌর শ্যাম

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

গৌরহরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।
শ্রীগুরুপ্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল॥

——০——

শ্রীশচীমাতার আজ্ঞা লইয়া গৌড়দেশীয় ভক্তগণের শ্রীনীলাচল যাত্রা কীর্ত্তন

শ্রীগুরুপ্রেমানন্দে নিতাই-গৌরহরিবোল।

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

পরমকরুণ শ্রীগুরুদেব

নিতাইগৌর প্রেমের পাগল—হা—পরমকরুণ শ্রীগুরুদেব

হা-পরমকরুণ শ্রীগুরুদেব

আমরা—কিছুই ত জানতাম না

সংসার-অন্ধকূপে পড়েছিলাম—আমরা—কিছুই ত জানতাম না

কে আমি আমার কি কর্ত্তব্য—আমরা—কিছুই ত জানতাম না

কে নিতাই-গৌর তার কিবা লীলা—আমরা—কিছুই ত জানতাম না

তুমি—নিজগুণে জানাইলে

সংসার-কূপ হতে টেনে তুলে—তুমি—নিজগুণে জানাইলে

কৃপা ক'রে কেশে ধ'রে—তুমি—নিজগুণে জানাইলে

কৃপা ক'রে কেশে ধ'রে

সংসার-কূপ হতে টেনে তুলে—কৃপা ক'রে কেশে ধ'রে

তুমি—নিজগুণে জানাইলে

সঙ্গে ক'রে লয়ে গেলে

যেখানে যেকালে যে লীলা হয়—সঙ্গে ক'রে লয়ে গেলে

নিতাইগৌর-লীলা জানাইলে—সঙ্গে ক'রে লয়ে গেলে

নিতাইগৌর-লীলা জানাইলে

ভাবাবেশে কীর্ত্তন-রঙ্গে—নিতাইগৌর-লীলা জানাইলে

আজ—লুকাইয়ে করছ খেলা

প্রাণের—নিতাইগৌর সঙ্গে লয়ে—আজ—লুকাইয়ে করছ খেলা
হা পরমকরুণ শ্রীগুরুদেব—আজ—লুকাইয়ে করছ খেলা (মাতন)

সেই লীলা আগত-প্রায়

মধুর শ্রীরথযাত্রা—সেই লীলা আগত-প্রায়

চলিলেন সব গৌরাঙ্গগণ

মধুর শ্রীনীলাচলে—চলিলেন সব গৌরাঙ্গগণ
নিতাই-অদ্বৈত সনে—চলিলেন সব গৌরাঙ্গগণ

আজ্ঞা আছে প্রাণ-গৌরাঙ্গের

শ্রীশান্তিপুর-নাথের প্রতি—আজ্ঞা আছে প্রাণ-গৌরাঙ্গের
প্রতিবর্ষে নীলাচলে আসিতে—আজ্ঞা আছে প্রাণ-গৌরাঙ্গের
প্রতিবর্ষে নীলাচলে আসিতে—
গৌড়দেশের ভক্ত-সাথে—প্রতিবর্ষে নীলাচলে আসিতে

আজ্ঞা আছে প্রাণ-গৌরাঙ্গের
তাই—চলিলেন সব গৌরাঙ্গগণ

শচীমাতার আজ্ঞা লইয়া সকল ভকত ধাইয়া

বলে—দাও মা আমাদের বিদায় দাও

আমরা—প্রাণগৌর দেখতে যাব—বলে—দাও মা আমাদের বিদায় দাও
তোমার—পদধূলি শিরে দিয়ে—বলে—দাও মা আমাদের বিদায় দাও

যাব মধুর নীলাচলে

দেখিতে তোমার প্রাণ-দুলালে—যাব মধুর নীলাচলে (মাতন)

শচীমাতার আজ্ঞা লইয়া সকল ভকত ধাইয়া
চলিলেন নীলাচল-পুরে।
শ্রীনিবাস হরিদাস অদ্বৈত আচার্য্য পাশ
আসি—মিলিলা সকল সহচরে॥

চল শান্তিপুর-নাথ

আমরা—প্রাণগৌর দেখতে যাব—চল শান্তিপুর-নাথ

আমরা প্রাণগৌর দেখতে যাব—

মধুর শ্রীনীলাচলে—আমরা প্রাণগৌর দেখতে যাব

চল শান্তিপুর-নাথ

চলিলেন সেন শিবানন্দ

ঘাটি সমাধান করবে ব'লে—চলিলেন সেন শিবানন্দ

আপ্তবর্গ সঙ্গে লয়ে—চলিলেন সেন শিবানন্দ

তিনি পুত্র সঙ্গে লয়ে—চলিলেন সেন শিবানন্দ

চলিলেন বসু রামানন্দ

কুলীন গ্রামবাসী সঙ্গে লয়ে—চলিলেন বসু রামানন্দ

প্রভুর আদিষ্ট পট্টডুরি লয়ে—চলিলেন বসু রামানন্দ

চলিলেন শ্রীরাঘব পণ্ডিত

প্রভুর সেব্য দ্রব্য লয়ে—চলিলেন শ্রীরাঘব পণ্ডিত

পানিহাটিবাসী সঙ্গে লয়ে—চলিলেন শ্রীরাঘব পণ্ডিত

দময়ন্তী দত্ত দ্রব্যে ঝালি সাজায়ে—চলিলেন শ্রীরাঘব পণ্ডিত

প্রাণগৌর ব'লে কাঁদতে কাঁদতে—চলিলেন শ্রীরাঘব পণ্ডিত

চলিলেন মুরারি মুকুন্দ

নবদ্বীপবাসী সাথে—চলিলেন মুরারি মুকুন্দ

আসি—মিলিলা সকল সহচরে ॥

নিতাই অদ্বৈত সঙ্গে মিলিলা কৌতুক রঙ্গে

আমার—নিতাইচাঁদের প্রতি আছে মানা

প্রতিবর্ষে নীলাচলে আসিতে—আমার—নিতাইচাঁদের প্রতি আছে মানা

আমার—পাগলা নিতাই মানা মানে না

গৌর না দেখিলে রইতে পারে না—আমার—পাগলা নিতাই মানা মানে না

নিতাই অদ্বৈত সঙ্গে মিলিলা কৌতুক রঙ্গে

নীলাচল-পথে চলি যায় ।

চলিলেন—গৌরপ্রেমের পাগলের দল

গৌর লীলা-গুণ গাইতে গাইতে—চলিলেন—গৌরপ্রেমের পাগলের দল

হা গৌর প্রাণ গৌর ব'লে—চলিলেন—গৌরপ্রেমের পাগলের দল (মাতন)

চলিলেন—গৌরাঙ্গগণ নদনদী

মিলিতে গৌরপ্রেম-সিন্ধু সনে—চলিলেন—গৌরাঙ্গগণ নদনদী

নীলাচল-পথে চলি যায়।

অতি উৎকণ্ঠিত মনে হেরিতে গৌরাঙ্গ-ধনে

অনুরাগে আকুল-হিয়ায়।।

আহার নাই নিদ্রা নাই

হা গৌর ব'লে কাঁদে সদাই—আহার নাই নিদ্রা নাই (মাতন)

পথে দেবালয়গণ করি কত দরশন

করযোড়ে প্রার্থনা করে

পথ দেবালয় হেরে—করযোড়ে প্রার্থনা করে

এই—কৃপা কর দেব-দেবীগণ

যেন—দেখিতে পাই প্রাণ শচীনন্দন—এই—কৃপা কর দেব-দেবীগণ (মাতন)

পথে দেবালয়গণ করি কত দরশন

আসি—উতরিলা আঠার নালাতে।

সকল ভকত সাথে নাচি গাই মন-সাধে

যায় সবে গৌরাঙ্গ দেখিতে।।

কীর্ত্তনের মহারোল ঘন ঘন হরিবোল

অদ্বৈত নিতাই মাঝে নাচে।

শুনি নীলাচলবাসী পরম আনন্দে ভাসি

দেখিবারে ধায় আগে পাছে।।

পরস্পর বলে নীলাচলবাসী

বলে—একি অপরূপ নামের ধ্বনি

আঠার নালার পথে শুনি—বলে—একি অপরূপ নামের ধ্বনি

এমন—নামের ধ্বনি কভু না শুনি

এ যে—প্রাণ ধ'রে করে টানাটানি—এমন—নামের ধ্বনি কভু না শুনি (মাতন)

শুনিয়া গৌরাঙ্গ হরি স্বরূপাদি সঙ্গে করি

আগুসরি যায় মিলিবারে।

চমকি বলে গোরারায়

বলে—শুন স্বরূপ রামরায়

অপরূপ—নামের ধ্বনি শুনা যায়

আঠার নালার পথে—অপরূপ—নামের ধ্বনি শুনা যায়

এমন—নামের ধ্বনি কভু না শুনি

এমন—নাম আর কেবা করবে

আমার—গৌড়দেশের ভক্ত বিনে—এমন—নাম আর কেবা করবে

আগুসরি যায় মিলিবারে।

অপরূপ সে মিলন রঙ্গ

প্রাণগৌর সনে গৌরগণের—অপরূপ সে মিলন রঙ্গ

হবে মধুর নীলাচলে—অপরূপ সে মিলন রঙ্গ

কেবা—সঙ্গে ক'রে লয়ে যাবে

সে মিলন রঙ্গ দেখাইতে—কেবা—সঙ্গে ক'রে লয়ে যাবে

তেমনি ক'রে লয়ে যাবে না

হা—পরমকরুণ শ্রীগুরুদেব—তেমনি ক'রে লয়ে যাবে না

সব অপরাধ ক্ষমা ক'রে—তেমনি ক'রে লয়ে যাবে না

যদি ত্রিকালসত্য লীলা হয়

নিশ্চয়ই যাবে তুমি

তেমনি ক'রে লয়ে যেও

মধুর শ্রীনীলাচলে—তেমনি ক'রে লয়ে যেও

প্রাণে প্রাণে ভোগ করাইও

একবার দেখা দিও

শ্রীজগন্নাথের রথের আগে—একবার দেখা দিও

তোমার সঙ্গে দেখব মোরা

কিশোরী ভাবিত গোরা—তোমার সঙ্গে দেখব মোরা (মাতন)

হৃদিপটে এঁকে নিব

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিহার—হৃদিপটে এঁকে নিব

পাগল হয়ে কেঁদে বেড়াব

ভাই ভাই ভাই মিলে—পাগল হয়ে কেঁদে বেড়াব
হা গুরু গৌরাঙ্গ ব'লে—পাগল হয়ে কেঁদে বেড়াব

যারে দেখব তারে বলব

ম্লেচ্ছ যবনাদি নরনারী—যারে দেখব তাঁরে বলব
তোমার কৃপাদত্ত নামাবলি—যারে দেখব তারে বলব

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।
নিতাই-গৌরহরিবোল, হরিবোল, হরিবোল হরিবোল।
শ্রীগুরুপ্রেমানন্দে নিতাই-গৌরহরিবোল।।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

ভক্তসম্মিলন-লীলা কীর্ত্তন

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

(এই নাম গাহিতে গাহিতে শ্রীধাম পুরী স্টেশন হইতে শ্রীঝাঁজপিটা মঠে আগমন ও শ্রীশ্রীবড়বাবাজী মহারাজের সম্মুখে কীর্ত্তন)

শ্রীগুরুপ্রেমানন্দে নিতাই গৌরহরিবোল।

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

হা—পরমকরুণ শ্রীগুরুদেব

নিতাইগৌর প্রেমের পাগল—হা—পরমকরুণ শ্রীগুরুদেব

আমরা—কিছুই ত জানতাম না

কে আমি আমাদের কি কর্ত্তব্য—আমরা—কিছুই ত জানতাম না

মধুর গৌরাঙ্গ-লীলা—আমরা—কিছুই ত জানতাম না

তুমি—নিজগুণে জানাইলে

সংসার কূপ হতে টেনে তুলে—তুমি—নিজগুণে জানাইলে

সংসার কূপ হতে টেনে তুলে—

কৃপা ক'রে কেশে ধরে—সংসার কূপ হতে টেনে তুলে

তুমি—নিজগুণে জানাইলে

সঙ্গে ক'রে লয়ে এলে

এই—রথযাত্রায় শ্রীনীলাচলে—সঙ্গে ক'রে লয়ে এলে

তোমার—প্রাণগৌর-লীলা জানাইলে

ভাবাবেশে কীর্ত্তন-রঙ্গে—তোমার—প্রাণগৌর-লীলা জানাইলে

তোমার—প্রাণগৌর-লীলা ভোগ করালে

দেখাব ব'লে বলেছিল

ভাবাবেশে ইঙ্গিত ক'রে—দেখাব ব'লে বলেছিলে

কিন্তু—ফাঁকি দিয়ে লুকাইলে

লুকাইয়ে করছ খেলা

এই মধুর নীলাচলে—লুকাইয়ে করছ খেলা
তোমার প্রাণগৌর লয়ে—লুকাইয়ে করছ খেলা
ত্রিকালসত্য-লীলায়—লুকাইয়ে করছ খেলা

সেই লীলা দেখব ব'লে

এলাম আমরা ভাই ভাই মিলে

তোমারই কৃপা-ইঙ্গিতে—এলাম আমরা ভাই ভাই মিলে
প্রাণগৌর-লীলা দেখব ব'লে—এলাম আমরা ভাই ভাই মিলে
নিতাইগণের আনুগত্যে—এলাম আমরা ভাই ভাই মিলে
প্রাণগৌর-লীলা ভোগ করব ব'লে—এলাম আমরা ভাই ভাই মিলে

আজ—তেমনি ক'রে এস প্রভু

এস প্রাণের রাধারমণ

নিতাইগৌর-প্রেমের পাগল—এস প্রাণের রাধারমণ

তেমনি ক'রে কোলে লও

প্রেমবাহু পসারিয়ে—তেমনি ক'রে কোলে লও
প্রেমদিঠে চেয়ে আয় আয় ব'লে—তেমনি ক'রে কোলে লও
তোমার আশ্রিত জনে—তেমনি ক'রে কোলে লও

কর আদর সম্ভাষণ

এসেছেন তোমার নিতাইগণ—কর আদর সম্ভাষণ
এসেছেন তোমার নিতাইগণ—
ব্রজ-গৌড়মণ্ডল হতে— এসেছেন তোমার নিতাইগণ

তুমি—কর আদর সম্ভাষণ

আমরা তো জানি না—তুমি—কর আদর সম্ভাষণ
এসেছে বালক-বালিকাগণ—তুমি—কর আদর সম্ভাষণ
হেসে হেসে তাদের পানে চেয়ে—তুমি—কর আদর সম্ভাষণ

সঙ্গে ক'রে লয়ে চল

এস আমার পাগলা প্রভু—সঙ্গে ক'রে লয়ে চল
এস প্রাণের রাধারমণ—সঙ্গে ক'রে লয়ে চল
প্রাণ-গৌরলীলা ভোগ করাতে—সঙ্গে ক'রে লয়ে চল

প্রাণে প্রাণে ভোগ করাও

শকতি সঞ্চার ক'রে—প্রাণে প্রাণে ভোগ করাও
ভক্তসঙ্গে মিলন রঙ্গ—প্রাণে প্রাণে ভোগ করাও
ভক্তসঙ্গে মিলন রঙ্গ—
প্রাণের প্রাণ শ্রীগৌরাঙ্গের—ভক্তসঙ্গে মিলন রঙ্গ

প্রাণে প্রাণে ভোগ করাও

সঙ্গে ক'রে লয়ে চল

যাই আমরা সবাই মিলে—সঙ্গে ক'রে লয়ে চল

তেমনি ক'রে চল প্রভু

সম্মিলন-লীলা গাইতে গাইতে—তেমনি ক'রে চল প্রভু
তোমার—পিছে পিছে যাব মোরা—তেমনি ক'রে চল প্রভু

তেমনি ক'রে নেচে চল

নিতাইগৌর-প্রেমাবেশে—তেমনি ক'রে নেচে চল

অনেক দিন দেখি নাই

সেই—ভাবাবিষ্ট মূরতিখানি—অনেক দিন দেখি নাই

তেমনি ক'রে চল হে

পাগলা প্রভু রাধারমণ—তেমনি ক'রে চল হে

আমরা—যাই সবে তোমায় ঘিরে

নিতাইগৌর-গুণ গাইতে গাইতে—আমরা—যাই সবে তোমায় ঘিরে

(শ্রীঝাঁজপিটা মঠ হইতে বহির্গত হইয়া শ্রীসিংহদ্বারে আগমন ও ভক্তসম্মিলন-লীলা কীর্ত্তন)

মধুর গৌরাঙ্গ-লীলা

শ্রীরথযাত্রায় এই নীলাচলে—মধুর গৌরাঙ্গ-লীলা

ত্রিকালসত্য প্রাণ গৌরলীলা

ভাগ্যবান জনে দেখছে—ত্রিকালসত্য প্রাণ গৌরলীলা

ভাগ্যবান জনে দেখছে—

শ্রীগুরুকৃপায়—যার প্রেমনেত্রের বিকাশ হয়েছে—সেই—ভাগ্যবান জনে দেখছে

আজ্ঞা আছে প্রাণ গৌরাঙ্গের

শ্রীশান্তিপুর-নাথের প্রতি—আজ্ঞা আছে প্রাণ গৌরাঙ্গের

রথযাত্রায়—প্রতিবর্ষে নীলাচলে আসিতে—আজ্ঞা আছে প্রাণ গৌরাঙ্গের

প্রতিবর্ষে নীলাচলে আসিতে—

গৌড়দেশের ভক্ত সাথে—প্রতিবর্ষে নীলাচলে আসিতে

আজ্ঞা আছে প্রাণ গৌরাঙ্গের

শচীমাতার আজ্ঞা লইয়া সকল ভকত ধাইয়া

বলে—দাও মা আমাদের বিদায় দাও মা

আমরা—প্রাণগৌর দেখতে যাব—দাও মা আমাদের বিদায় দাও মা

তোমার—পদধূলি শিরে দিয়ে—দাও মা আমাদের বিদায় দাও মা

প্রাণগৌর দেখতে যাব

এই রথযাত্রায় নীলাচলে—প্রাণগৌর দেখতে যাব

যাব আমরা নীলাচলে

দেখতে তোমার প্রাণদুলালে—যাব আমরা নীলাচলে

দাও মা আমাদের বিদায় দাও মা

শচীমাতার আজ্ঞা লইয়া সকল ভকত ধাইয়া

চলিলেন নীলাচল-পুরে।

শ্রীনিবাস হরিদাস অদ্বৈত আচার্য্য পাশ

আসি—মিলিল সকল সহচরে ।।

বলে—চল শান্তিপুরনাথ

আমরা—প্রাণগৌর দেখতে যাব—চল শান্তিপুরনাথ

মধুর শ্রীনিলাচলে—প্রাণগৌর দেখতে যাব—চল শান্তিপুরনাথ

মিলিল সকল সহচরে ।।

চলিলেন সেন শিবানন্দ

নিজ—আপ্তবর্গ সঙ্গে লয়ে—চলিলেন সেন শিবানন্দ
ঘাঁটি সমাধান করবে ব'লে—চলিলেন সেন শিবানন্দ
তিনপুত্র সঙ্গে লয়ে—চলিলেন সেন শিবানন্দ

চলিলেন বসু রামানন্দ

কুলীন-গ্রামবাসী সঙ্গে লয়ে—চলিলেন বসু রামানন্দ
প্রভুর আদিষ্ট পট্টডুরি লয়ে—চলিলেন বসু রামানন্দ

চলিলেন রাঘব পণ্ডিত

প্রভুর সেব্য দ্রব্যে ঝালি সাজায়ে—চলিলেন রাঘব পণ্ডিত
পানিহাটিবাসী সঙ্গে লয়ে—চলিলেন রাঘব পণ্ডিত
প্রাণগৌর ব'লে কাঁদতে কাঁদতে—চলিলেন রাঘব পণ্ডিত

শ্রীনিবাস হরিদাস অদ্বৈত আচার্য্য পাশ
মিলিলা সকল সহচরে ॥
নিতাই অদ্বৈত সঙ্গে মিলিলা কৌতুক-রঙ্গে
নীলাচল-পথে চলি যায়।

চলিল—গৌরপ্রেমের পাগলের দল

হা গৌর ব'লে কাঁদতে কাঁদতে—চলিল—গৌরপ্রেমের পাগলের দল
গৌরলীলা-গুণ গাইতে গাইতে—চলিল—গৌরপ্রেমের পাগলের দল

চলিল—গৌরাঙ্গগণ নদনদী

গৌর-সিন্ধুতে মিলবে ব'লে—চলিল—গৌরাঙ্গগণ নদনদী

হেলে দুলে যায় রে

গৌর-সিন্ধুতে ভেটিতে—হেলে দুলে যায় রে
গৌর-সিন্ধুতে ভেটিতে যায়—গৌরাঙ্গগণ নদনদী

নীলাচল-পথে চলি যায়।
অতি উৎকণ্ঠিত মনে হেরিতে গৌরাঙ্গ-ধনে
অনুরাগে আকুল-হিয়ায় ॥

আহার নাই নিদ্রা নাই

অতি উৎকণ্ঠিত মনে—আহার নাই নিদ্রা নাই

হা নবদ্বীপ সুধাকর ব'লে—আহার নাই নিদ্রা নাই
নয়ন জলে ভাসে সদাই—আহার নাই নিদ্রা নাই

অনুরাগে আকুল-হিয়ায় ॥

পথে দেবালয়গণ করি কত দরশন

করযোড়ে প্রার্থনা করে
পথে দেখে যে দেবতারে—তারে—করযোড়ে প্রার্থনা করে
যেন আমরা দেখতে পাই—করযোড়ে প্রার্থনা করে
অতি উৎকুণ্ঠিত মনে—করযোড়ে প্রার্থনা করে

এই—কৃপা কর দেব-দেবীগণ
যেন—দেখতে পাই প্রাণ-শচীনন্দন—এই—কৃপা কর দেব-দেবীগণ

ওগো তোমরা—কৃপা কর সবাই মিলে
দেখতে যাব প্রাণ-শচীদুলালে—কৃপা কর সবাই মিলে (মাতন)

পথে দেবালয়গণ করি কত দরশন

আসি—উতরিলা আঠার নালাতে।

সকল ভকত সাথে নাচি গাই মন-সাধে

যায় সবে গৌরাঙ্গ দেখিতে ॥

কীর্ত্তনের মহারোল ঘন ঘন হরিবোল

ঘন ঘন হরিবোল
আঠার নালার পথে—ঘন ঘন হরিবোল

সবার—আনন্দের আর সীমা নাই রে
দূর হতে শ্রীমন্দির দেখে—সবার—আনন্দের আর সীমা নাই রে

আর কি প্রভু রইতে পারে
প্রাণে প্রাণে পড়েছে টান—আর কি প্রভু রইতে পারে
প্রাণে প্রাণে পড়েছে টান—
আসিছেন—সীতানাথ অবধূত সঙ্গে ক'রে—প্রাণে প্রাণে পড়েছে টান

আর কি প্রভু রইতে পারে

কীর্ত্তনের মহারোল ঘন ঘন হরিবোল

অদ্বৈত নিতাই মাঝে নাচে।

শুনি নীলাচলবাসী পরম আনন্দে ভাসি

দেখিবারে ধায় আগে পাছে।।

পরস্পর বলে নীলাচলবাসী

বলে—একি অপরূপ নামের ধ্বনি

আঠার নালার পথে শুনি—একি অপরূপ নামের ধ্বনি

এমন—নামের ধ্বনি কভু না শুনি

এ যে—প্রাণে ধ'রে করে টানাটানি—এমন—নামের ধ্বনি কভু না শুনি (মাতন)

দেখিবারে ধায় আগে পাছে।।

প্রভু—বসেছিলেন গম্ভীরাতে

স্বরূপ-রামরায় সাথে—প্রভু—বসেছিলেন গম্ভীরাতে

নামের ধ্বনি পশিল শ্রবণে

শুনিয়া গৌরাঙ্গ-হরি স্বরূপ-আদি সঙ্গ করি

আগুসরি যায় মিলিবারে।

চমকি বলে গোরারায়

বলে—শুন স্বরূপ রামরায়

অপরূপ—নামের ধ্বনি শুনা যায়

আঠার নালার পথে—অপরূপ—নামের ধ্বনি শুনা যায়

ঐ—ধ্বনি যে চঞ্চল করিল আমায়

ঐ নামের ধ্বনি শুনা যায়—ঐ—ধ্বনি যে চঞ্চল করিল আমায় (মাতন)

বুঝি—আসিছেন শান্তিপুর নাথ

আমার—গৌড়দেশের ভক্ত লয়ে—বুঝি—আসিছেন শান্তিপুর নাথ

নইলে এমন—নামের ধ্বনি কেবা করে

আমার—গৌড়দেশের ভক্ত বিনে—এমন—নামের ধ্বনি কেবা করে (মাতন)

শুনিয়া গৌরাঙ্গ-হরি স্বরূপ-আদি সঙ্গে করি

আগুসরি যায় মিলিবারে।

আমার—গৌর-রাজ্যের বিপরীত রীতি

জগজনে এই ত জানে

নদ নদী ধায় সিন্ধুপানে—জগজনে এই ত জানে

নদ নদী ধায় সিন্ধুপানে

মিলিবারে সিন্ধু সনে—নদ নদী ধায় সিন্ধুপানে

আজ—সিন্ধু ধাইছে ব্যাকুল-প্রাণে

মিলিবারে নদ নদী সনে—আজ—সিন্ধু ধাইছে ব্যাকুল-প্রাণে (মাতন)

গৌর-রাজ্যের বিপরীত রীতি

সিন্ধু ধাইছে উজানপানে

মিলিবারে নদ নদী সনে—সিন্ধু ধাইছে উজানপানে (মাতন)

আগুসরি যায় মিলিবারে।

শুনিয়া গৌরাঙ্গ-হরি স্বরূপাদি সঙ্গে করি

পথে আসি দিলা দরশন।

মিলিল সবার সঙ্গে আনন্দে কৌতুক-রঙ্গে

প্রেমদাসের আনন্দিত মন॥

(এই সময়ে শ্রীগম্ভীরার মহান্ত মহারাজ আসিয়া সিংহদ্বারে সকলকে মালা চন্দন পরাইলেন)

মধুর গৌরাঙ্গ-লীলা

শ্রীরথযাত্রায় নীলাচলে—মধুর গৌরাঙ্গ-লীলা

ভক্তসম্মিলন-লীলা

আঠার নালার পথে—ভক্তসম্মিলন-লীলা

অপরূপ সে মিলন-রঙ্গ

যে দেখেছে সেই ত জানে—অপরূপ সে মিলন-রঙ্গ

আঠার নালার পথে—অপরূপ সে মিলন-রঙ্গ

কারও পদ চলে না

দূরে পরস্পর হেরি—কারও পদ চলে না

কারও মুখে না সরে রা

কারও পদ চলে না—কারও মুখে না সরে রা

না চলে পা না সরে রা

(মাতন)

সবারই নয়নে ধারা—না চলে পা না সরে রা

অপরূপ সে মিলন-রঙ্গ

কেউ ত কিছু বলতে নারে

দূর হতে পরস্পরে হেরে—কেউ ত কিছু বলতে নারে

সবার—প্রেমে কণ্ঠ রোধ হল—কেউ ত কিছু বলতে নারে

একবার ভাই কর রে স্মরণ

সেই আশায় এসেছি মোরা

দেখব ব'লে সেই লীলা—সেই আশায় এসেছি মোরা

তাই ভাই ভাই মিলে—সেই আশায় এসেছি মোরা

অদ্বৈত নিতাই সনে প্রভুর মিলন রে।

প্রেমভরে গর গর গৌরাঙ্গের মন রে॥

নিতাই সীতানাথে পেয়ে

প্রাণ-গৌরাঙ্গের দুই বাহু—নিতাই সীতানাথে পেয়ে

দু'বাহুতে দু'জনায় ধরে

নিতাই সীতানাথে পেয়ে—দু'বাহুতে দু'জনায় ধরে

দুইজনে কৈল আলিঙ্গন

দু'বাহুতে দু'জনায় ধ'রে—দুইজনে কৈল আলিঙ্গন

না জানি কি শোভা হইল

শ্রীচৈতন্য-কল্পতরুর—না জানি কি শোভা হইল

আজ হলেন সুশোভিত

প্রধান দুই স্কন্ধ পেয়ে—আজ হলেন সুশোভিত

যত ভক্তগণ শাখা পত্র পল্লব—শ্রীচৈতন্য-কল্পতরু—আজ হলেন সুশোভিত

প্রেমভরে গর গর গৌরাঙ্গের মন রে॥

নিতাই অদ্বৈত প্রভু করি নিজ কোলে।

ভাসিল সকল অঙ্গ নয়নেরি জলে॥

শ্রীবাসেরে কোলে করি কাঁদেন গৌরাঙ্গ।

কত দুঃখ দিয়েছি ব'লে

শ্রীবাসের কোলে করি কাঁদেন গৌরাঙ্গ।
প্রেমজলে ভাসি গেল শ্রীবাসের অঙ্গ।।

আজ সেই কাঁদবার দিন

গৌরলীলা সঙরিয়ে—আজ সেই কাঁদবার দিন

আজ করিছেন পুষ্প বরিষণ

অন্তরীক্ষে দেবগণ—আজ করিছেন পুষ্প বরিষণ (মাতন)

অপরূপ প্রেমসিন্ধু গৌরসিন্ধু সনে।
অদ্বৈতাদি মহানদীর হইল মিলনে।।
উথলিল প্রেমসিন্ধু উপজিল ঢেউ।
ডুবিল নীলাচলবাসী স্থির নহে কেউ।।

প্রেম-পাথারে সাঁতারে

ভাগ্যবান নীলাচলবাসী—প্রেম-পাথারে সাঁতারে
অন্তরীক্ষে দেবগণ—প্রেম-পাথারে সাঁতারে
দেখি—ভক্ত সনে প্রাণ গৌরাঙ্গের মিলন—প্রেম-পাতারে সাঁতারে

আয় ভাই আমরা সবাই কাঁদি

আজ সেই কাঁদবার দিন—আয় ভাই আমরা সবাই কাঁদি
মিলন রঙ্গ সঙরিয়ে—আয় ভাই আমরা সবাই কাঁদি (মাতন)

আজ সেই মিলনের দিন

এসেছেন প্রাণ গৌরাঙ্গ

করিতে মিলন রঙ্গ—এসেছেন প্রাণ গৌরাঙ্গ
ত্রিকালসত্য লীলায়—এসেছেন প্রাণ গৌরাঙ্গ

বাসু বসু রামানন্দ মুকুন্দ মুরারি।
একে একে মিলিলা সকল সহচরী।।
মুকুন্দ মুরারি হরিদাস দামোদর।
একে একে মিলিলা সকল সহচর।।
অপরূপ প্রেমসিন্ধু গৌরসিন্ধু সনে।
অদ্বৈতাদি মহানদীর হইল মিলনে।।
মুকুন্দ মাধব আদি যত নদী নালা।

একেএকে সবে আসি গৌরসিন্ধুতে মিলিলা।।
পাইয়া নদীর সঙ্গ সিন্ধু উথলিল।
আনন্দ তুফান তায় আসিয়া মিলিল।।
উপজিল প্রেমবন্যা ডুবিল নীলাচল।
স্থির নহে কেউ সবে হইলা পাগল।।

একবার দেখাও গো

ভাগ্যবান নীলাচলবাসী—একবার দেখাও গো

(গম্ভীর হইতে আগত সংকীর্ত্তন দেখিয়া উক্তি)

তোমরা কি গো গম্ভীরাবাসী

তোমরা হও গম্ভীরাবাসী

অনুমানে হেন মনে বাসি—তোমরা হও গম্ভীরাবাসী

দয়া ক'রে বলে দাও

কোথা প্রাণের গোরাশশী—দয়া ক'রে বলে দাও
ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি—দয়া ক'রে বলে দাও
আমরা—প্রাণগৌর দেখতে এলাম—দয়া ক'রে বলে দাও
প্রাণগৌর দেখতে এলাম—
গৌড়দেশ হতে মোরা—প্রাণগৌর দেখতে এলাম

দয়া ক'রে বলে দাও

কোথা প্রাণের গোরাশশী—দয়া ক'রে বলে দাও

সঙ্গে ক'রে লয়ে চল

ওগো তোমাদের পায়ে ধরি—সঙ্গে ক'রে লয়ে চল

প্রাণগৌর দেখতে এলাম

সঙ্গে ক'রে লয়ে চল—প্রাণগৌর দেখতে এলাম

লয়ে চল গম্ভীরাবাসী

দেখব প্রাণের গোরাশশী—লয়ে চল গম্ভীরাবাসী (মাতন)
ওগো নীলাচলবাসী—দেখব প্রাণের গোরাশশী (মাতন)

(সিংহদ্বার হইতে গম্ভীরায় গমন ও কীর্ত্তন)

এই ত কাশীমিশ্রাবাস

প্রাণগৌর এখানে করেন বাস---এই ত কাশীমিশ্রাবাস

এই ত নিভৃত গম্ভীরা

এখানে থাকেন প্রাণগোরা---এই ত নিভৃত গম্ভীরা

এখানে---থাকেন রস আলাপনে

স্বরূপ রামানন্দ সনে---এখানে---থাকেন রস আলাপনে

থাকেন এই গম্ভীরায়

চিতচোরা প্রাণগোরা---থাকেন এই গম্ভীরায়

বড়---আশা ক'রে এসেছি মোরা

শ্রীগৌড়মণ্ডল হতে---বড়---আশা ক'রে এসেছি মোরা
দেখিতে আমাদের প্রাণগোরা---বড়---আশা ক'রে এসেছি মোরা
দেখিতে---চিতচোরা প্রাণগোরা---বড়---আশা ক'রে এসেছি মোরা (মাতন)

একবার দেখা দাও

হা গৌর প্রাণ গৌর---একবার দেখা দাও

একবার দাঁড়াও, দাঁড়াও রসের বদন হেরি হে

ওহে---সীতানাথের আনা নিধি দাঁড়াও
ওহে---নদীয়া বিনোদিয়া দাঁড়াও
ওহে---প্রাণ শচী দুলালিয়া দাঁড়াও
ওহে---শ্রীবাস অঙ্গনের নাটুয়া দাঁড়াও
ওহে---গদাধরের প্রাণ বঁধুয়া দাঁড়াও
ওহে---নদীয়া নাগরী মোহনিয়া দাঁড়াও
ওহে---নরহরির চিতচোর দাঁড়াও
ওহে---রসময় গৌর কিশোর দাঁড়াও
ওহে---নবদ্বীপ সুধাকর দাঁড়াও
ওহে---শ্রীসনাতনের গতি দাঁড়াও
ওহে---শ্রীরূপ হৃৎকেতন দাঁড়াও
ওহে---দাস রঘুনাথের সাধনের ধন দাঁড়াও

ওহে—লোকনাথের হৃদবিহারী দাঁড়াও
ওহে—শ্রীগোপালভট্টের পরাণ দাঁড়াও
ওহে—মুকুন্দ মন উন্মাদন দাঁড়াও
ওহে—বসু রামানন্দের পরাণ দাঁড়াও
ওহে—জগদানন্দের প্রিয় দাঁড়াও
ওহে—বাসুদেব দত্তের জীবন দাঁড়াও
ওহে—শিবানন্দের হৃদয়ানন্দ দাঁড়াও
ওহে—রাঘব পণ্ডিতের পরাণ দাঁড়াও
ওহে—চন্দ্রশেখরের মন মুগ্ধকারী দাঁড়াও
ওহে—হরিদাসের চিত্ত বিনোদন দাঁড়াও
ওহে—তপন মিশ্রের বাঞ্ছা পূর্ণকারী দাঁড়াও
ওহে—প্রকাশানন্দের নয়নান্দ দাঁড়াও
ওহে—সার্ব্বভৌমের চৈতন্যদাতা দাঁড়াও
ওহে—প্রতাপরুদ্রের ত্রাণকারী দাঁড়াও
ওহে—গজপতি উদ্ধারণ দাঁড়াও
এস প্রাণের শচীনন্দন—গজপতি উদ্ধারণ (মাতন)
ওহে—অমোঘের প্রাণদাতা দাঁড়াও
ওহে—স্বরূপের সরবস দাঁড়াও
ওহে—রামরায়ের চিতচোরা দাঁড়াও
ওহে—গম্ভীরার গুপ্তনিধি দাঁড়াও
এই গম্ভীরার গুপ্তনিধি—দাঁড়াও রসের বদন হেরি (মাতন)
ওহে—নিতাই পাগল করা গোরা দাঁড়াও
নিতাই পাগল করা গোরা—দাঁড়াও রসের বদন হেরি (মাতন)
যদি—এনেছ টেনে নিজগুণে
ব্রজ-গৌড় মণ্ডল হতে—যদি—এনেছ টেনে নিজগুণে
তবে—একবার দেখা দাও
হা গৌর প্রাণ গৌর—একবার দেখা দাও
যদি—এনেছ টেনে নিজগুণে—একবার দেখা দাও

চিতচোরা প্রাণ গৌর—একবার দেখা দাও

কেন দেখা দিবে না

এনেছ টেনে নিজগুণে—কেন দেখা দিবে না

হা পরমকরুণ শ্রীগুরুদেব

দেখিতে ত পাই নাই মোরা

দেখিবার নেত্র নাই মোদের—দেখিতে ত পাই নাই মোরা

যদি—এনেছ টেনে নিজগুণে

প্রেমনেত্রের বিকাশ কর

দেখিবার নেত্র নাই মোদের—প্রেমনেত্রের বিকাশ কর

চিতচোরা প্রাণগোরা—প্রেমনেত্রের বিকাশ কর (মাতন)

আমাদের একবার দেখাও হে

কোথা বিহরিছ প্রাণ গৌর লয়ে—আমাদের—একবার দেখাও হে

কোথায় আছ কাশীমিশ্র

তোমার—গৃহবাসী গোরাশশী লয়ে—কোথায় আছ কাশীমিশ্র

আমাদের—একবার দেখাও হে

এই গম্ভীরার গোরাশশী—আমাদের—একবার দেখাও হে

বড় আশা ক'রে এসেছি মোরা—আমাদের—একবার দেখাও হে

ভয় নাই আমরা লয়ে যাব না

তোমার গৌর তোমারই থাকবে—ভয় নাই আমরা লয়ে যাব না

আমরা—কেমন ক'রে লয়ে যাব

আমরা—কি দিয়ে তারে বেঁধে রাখব

কপটতার মূরতি মোরা—আমরা—কি দিয়ে তারে বেঁধে রাখব

দুর্ব্বাসনার কিঙ্কর মোরা—আমরা—কি দিয়ে তারে বেঁধে রাখব

ভালবাসিতে জানি না মোরা—আমরা—কি দিয়ে তারে বেঁধে রাখব

তাই এসেছে আমাদের ছেড়ে

ভালবাসিতে পারি নাই ব'লে—তাই এসেছে আমাদের ছেড়ে (মাতন)

একবার দেখাও হে
কেবল একবার দেখব

চিতচোরা মূরতিখানি—কেবল একবার দেখব

অনুভব করব

হৃদিপটে এঁকে নিব—অনুভব করব

পরীক্ষা করব
মূরতি কত শকতি ধরে

যার—নামে প্রাণ উন্মাদন করে—তার—মূরতি কত শকতি ধরে
যার—নামে ঘরের বাহির করে—তার—মূরতি কত শকতি ধরে (মাতন)

একবার দেখব
তাই এসেছি এই নীলাচলে

গৌরলীলা দেখব ব'লে—তাই এসেছি এই নীলাচলে

হৃদিপটে এঁকে নিব

চিতচোরা মূরতিখানি—হৃদিপটে এঁকে নিব

একবার দেখাও হে

মহারাস-বিলাসের পরিণতি—একবার দেখাও হে
বিলাস-বিবর্ত্ত মূরতি—একবার দেখাও হে
রাই কানু একাকৃতি—একবার দেখাও হে

পাগল হয়ে বেড়াব

একবার দেখব—পাগল হয়ে বেড়াব (মাতন)

সবাই মিলে ভোগ করুক

গৌরলীলা হৃদে ধরুক—সবাই মিলে ভোগ করুক

সবার গৌরাঙ্গ ভোগ দেখে

পাগল হয়ে বেড়াই মোরা—সবার গৌরাঙ্গ ভোগ দেখে

বিশ্ব পরিপূর্ণ করি

প্রাণ বিশ্বম্ভর লয়ে—বিশ্ব পরিপূর্ণ করি (মাতন)

একবার দেখা দাও

হা গৌর প্রাণ গৌর—একবার দেখা দাও

এনেছ যদি কৃপা ক'রে

প্রাণে প্রাণে ভোগ করাও

ত্রিকালসত্য লীলা—প্রাণে প্রাণে ভোগ করাও

সমবেত নরনারীর—প্রাণে প্রাণে ভোগ করাও

সবাই তোমার গুণে ঝুরুক

তোমার—মধুর লীলা ভোগ করি—সবাই তোমার গুণে ঝুরুক

নীলাচলে উঠুক রোল

গৌরহরি হরিবোল—নীলাচলে উঠুক রোল (মাতন)

গৌরহরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

শ্রীগুরুপ্রেমানন্দে নিতাই-গৌরহরিবোল।

—o—

শ্রীরাঘবের ঝালিসমর্পণ-লীলা কীর্ত্তন

শ্রীগুরুপ্রেমানন্দে নিতাই-গৌরহরিবোল

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম ।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ।।

পরমকরুণ শ্রীগুরুদেব

প্রাণের ঠাকুর রাধারমণ — পরমকরুণ শ্রীগুরুদেব

নিতাইগৌর প্রেমের পাগল—পরমকরুণ শ্রীগুরুদেব

আমরা—কিছুই ত জানতাম না

কোথা নীলাচল কে জগন্নাথ—কিছুই ত জানতাম না

নীলাচলে গৌরের কিবা লীলা—কিছুই ত জানতাম না

কৃপা ক'রে টেনে আনিলে

সংসার-কূপ হতে তুলে এনে—কৃপা ক'রে টেনে আনিলে

কেশে ধরে নিজগুণে—কৃপা ক'রে টেনে আনিলে

গৌরলীলা জানাইলে

ভাববেশে কীর্ত্তনরঙ্গে—গৌরলীলা জানাইলে

দেখাব ব'লে বলেছিলে

ফাঁকি দিয়ে লুকাইলে—দেখাব ব'লে বলেছিলে

লুকাইয়ে করছ খেলা

এই মধুর শ্রীনীলাচলে— লুকাইয়ে করছ খেলা

প্রিয়গণ সঙ্গে নিয়ে —লুকাইয়ে করছ খেলা

ত্রিকালসত্য গৌরলীলায়—লুকাইয়ে করছ খেলা

সেই লীলা দেখব ব'লে

এলাম আমরা ভাই ভাই মিলে

তোমারই কৃপা ইঙ্গিতে—এলাম আমরা ভাই ভাই মিলে

প্রাণগৌর-লীলা দেখব ব'লে—এলাম আমরা ভাই ভাই মিলে

আজ হবে শ্রীরাঘবের ঝালি-সমর্পণ।
হেন দিনে কোথা প্রভু শ্রীরাধারমণ।।

আজ—কার সঙ্গে যাব মোরা

প্রাণগৌর গুণ গাইতে গাইতে—আজ—কার সঙ্গে যাব মোরা
হেলে দুলে প্রেমতরঙ্গে—আজ—কার সঙ্গে যাব মোরা
ভাই ভাই ভাই মিলে—আজ—কার সঙ্গে যাব মোরা
রাঘবের—অনুরাগের কথা কইতে কইতে—আজ—কার সঙ্গে যাব মোরা

আজ—তেমনি ক'রে এস প্রভু

ওহে--- নিতাইগৌর প্রেমের পাগল---আজ---তেমনি ক'রে এস প্রভু
তোমার প্রিয়গণ সঙ্গে লয়ে---আজ---তেমনি ক'রে এস প্রভু
বাহু পসারিয়ে শকতি সঞ্চারিয়ে---আজ---তেমনি ক'রে এস প্রভু

আজ—শকতি সঞ্চার কর

বাহু পসারিয়ে হিয়ায় ধরে—আজ—শকতি সঞ্চার কর

তেমনি ক'রে—কর মোদের শকতি সঞ্চার

হৃদয়ে—গৌরলীলা স্ফূর্ত্তি হোক সবার—তেমনি ক'রে—কর মোদের শকতি সঞ্চার

ভাবাবেশে গাও তুমি

সঙ্গে সঙ্গে গাই মোরা—ভাবাবেশে গাও তুমি
তোমার আনুগত্যে গাই মোরা—ভাবাবেশে গাও তুমি
প্রাণভ'রে গাই মোরা—ভাবাবেশে গাও তুমি

প্রাণভরে গাই মোরা

তোমার আলিঙ্গনে লীলাস্ফূর্ত্তিতে —প্রাণভরে গাই মোরা
তোমার বদন হেরে লীলাস্ফূর্ত্তিতে— প্রাণভরে গাই মোরা

দময়ন্তীর দত্ত দ্রব্যে ঝালি সাজাইয়া।
নীলাচলে আইলা রাঘব কাঁদিয়া কাঁদিয়া।।

যায় রাঘব কেঁদে কেঁদে

দময়ন্তীর—দত্ত দ্রব্যের ঝালি মাথে—যায় রাঘব কেঁদে কেঁদে

ঝালি মাথে নীলাচল পথে—যায় রাঘব কেঁদে কেঁদে

রাঘব ভাসে নয়ন-জলে

হা—প্রাণ শচীদুলাল বলে—রাঘব ভাসে নয়ন-জলে (মাতন)

(মঠ হইতে পদ-যাত্রা)

যায় রাঘব কেঁদে কেঁদে

ঝালি মাথে নীলাচল পথে—যায় রাঘব কেঁদে কেঁদে

ঝালি মাথে নীলাচল পথে—হা গৌর বলে রাঘব কাঁদে (মাতন)

রাঘব যায় নীলাচলে পথে

গৌর বলে কাঁদতে কাঁদতে—রাঘব—যায় নীলাচল পথে (মাতন)

(সিংহদ্বারে উপস্থিত)

আসি রাঘব সিংহদ্বারে

প্রণমিয়া শ্রীমন্দিরে—আসি রাঘব সিংহদ্বারে

যারে দেখে সুধায় তারে

আসি রাঘব সিংহদ্বারে—যারে দেখে সুধায় তারে

সিংহদ্বারে আসি রাঘব কাঁদে উভরায়।
নীলাচলবাসী দেখি কাতরে সুধায়॥

যারে দেখে সুধায় তারে

বয়ান ভাসে নয়ান-নীরে—যারে দেখে সুধায় তারে

করজোড়ে আসি কাতরে—যারে দেখে সুধায় তারে

দময়ন্তী—দত্ত দ্রব্য ঝালি মাথায় ক'রে—যারে দেখে সুধায় তারে

বলে—দয়া ক'রে বলে দাও

কোন্ পথে যাব গো—বলে—দয়া ক'রে বলে দাও

কোন্ পথে যাব গো

জনে জনে রাঘব সুধায়—কোন্ পথে যাব গো

বলে দাও নীলাচলবাসী—কোন্ পথে যাব গো

কাশীমিশ্রালয়ে আমি—কোন্ পথে যাব গো

আমি—যাব কাশীমিশ্রের ঘরে

বলে দাও গো দয়া ক'রে—আমি—যাব কাশীমিশ্রের ঘরে

দেখিব সে প্রাণ গোরারে—যাব কাশীমিশ্রের ঘরে (মাতন)

(কাশীমিশ্রালয়াভিমুখে গমন)

বলে দাও গো দয়া ক'রে

কোন্ পথে —কোথা গেলে তার দেখা পাব—বলে দাও গো দয়া ক'রে

কোন্ পথে গেলে দেখা পাব

বলে দাও গো নীলাচলবাসী—কোন্ পথে গেলে দেখা পাব

যার—রসে তনু ঢর ঢর, গৌর কিশোর বর

নাম যার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

আমরা—কোন্ পথে গেলে তার দেখা পাব

গৌরবরণ নবীন সন্নাসী—কোন্ পথে গেলে তার দেখা পাব

নবীন সন্ন্যাসী কিশোর বয়স—কোন্ পথে গেলে তার দেখা পাব

যার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম—কোন্ পথে গেলে তার দেখা পাব

যার—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম

আমার—শচীসুত গুণধাম—যার—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম

যাব কাশীমিশ্রের বাড়ী

দেখব প্রাণের গৌরহরি—যাব কাশীমিশ্রের বাড়ী

দেখব আমার প্রাণগোরা

নিভৃত গম্ভীরা ঘরে—দেখব আমার প্রাণগোরা

(শ্রীকাশীমিশ্রের দ্বারে উপস্থিত)

রাঘব সুধায় করজোড়ে

আসি কাশীমিশ্রের দ্বারে—রাঘব সুধায় করজোড়ে

যারে কাছে দেখে তারে—রাঘব সুধায় করজোড়ে

এই কি কাশীমিশ্রের বাড়ী

করযোড়ে রাঘব সুধায়—এই কি কাশীমিশ্রের বাড়ী

তোমরা বলে দাও প্রতিবাসী—এই কি কাশীমিশ্রের বাড়ী

পাগল হয়ে ছুটছে সব নর নারী—এই কি কাশীমিশ্রের বাড়ী

তোমরা—বলে দাও প্রতিবাসী

ঐ যে—ছুটছে সব নর নারী—তোমরা বলে দাও প্রতিবাসী
ঐ যে—ছুটছে সব নরনারী—
এখানে কি বসতি করেন গৌরহরি—ঐ যে ছুটছে সব নরনারী

কেঁদে কেঁদে যায় দলে দলে

বলে—কোথা প্রাণ গৌরহরি—কেঁদে কেঁদে যায় দলে দলে
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলে—কেঁদে কেঁদে যায় দলে দলে

গৌর দেখা দাও ব'লে

কেঁদে কেঁদে যায় দলে দলে—গৌর দেখা দাও ব'লে

এই কি কাশীমিশ্রের বাড়ী
দয়া করে লয়ে চল

কোথা আছ—কাশীমিশ্রালয়বাসী—দয়া করে লয়ে চল

আমাদের—লয়ে চল ত্বরা করি

আমরা—দেখব প্রাণের গৌরহরি—আমাদের—লয়ে চল ত্বরা করি

বল বল—কোথা প্রাণ গোরাশশী

তোমরা কি গম্ভীরাবাসী—বল বল—কোথা প্রাণ গোরাশশী
তোমরা কি—কাশীমিশ্রালয়বাসী—বল বল—কোথা প্রাণ গোরাশশী

একবার দেখব মোরা

জগবাসীর প্রাণগোরা—একবার দেখব মোরা
নদেবাসীর প্রাণগোরা—একবার দেখব মোরা

লয়ে চল কাশীমিশ্রালয়বাসী
লয়ে চল সঙ্গে করে

গৌর দেখব নয়নভরে—লয়ে চল সঙ্গে করে (মাতন)

(ভিতরে প্রবেশ)

(শ্রীগম্ভীরার দ্বারে আসিয়া কীর্ত্তন)

ব্যাকুল হয়ে কাঁদে রে

আসি রাঘব গম্ভীরার দ্বারে—ব্যাকুল হয়ে কাঁদে রে
কোথা প্রাণ বিশ্বম্ভর ব'লে—ব্যাকুল হয়ে কাঁদে রে

বলে—কোথা প্রাণ বিশ্বম্ভর গোরা নটরায়।
আমরা—গৌড় হইতে আসিয়াছি দেখিতে তোমায়॥

এই—গম্ভীরার দ্বারে রাঘব ডাকে

কোথা প্রাণ বিশ্বম্ভর ব'লে—এই—গম্ভীরার দ্বারে রাঘব ডাকে

দু'নয়নে বহে ধারা

বলে—কোথা আছ প্রাণগোরা—দু'নয়নে বহে ধারা

বলে—কোথা আছ বিশ্বম্ভর

এই ত গম্ভীরা ঘর—বলে—কোথা আছ বিশ্বম্ভর (মাতন)

কোথা প্রাণ বিশ্বম্ভর গোরা নটরায়।
গৌড় হইতে আসিয়াছি দেখিতে তোমায়॥

আমরা এলাম সবাই মিলে

প্রাণগৌর তোমায় দেখব ব'লে—আমরা এলাম সবাই মিলে

প্রাণগৌর তোমায় দেখব ব'লে

গৌড় হইতে আসিয়াছি দেখিতে তোমায়॥

বহুদিন তো দেখি নাই

হরিবোলা রসের বদন— বহুদিন তো দেখি নাই

দাঁড়াও রসের বদন হেরি

চাঁদ বিনে চকোর উপবাসী আছে—দাঁড়াও রসের বদন হেরি

চকোর আঁখি উপবাসী আছে

চাঁদবদন না হেরিয়ে—চকোর আঁখি উপবাসী আছে

বহু দিন দেখি নাই ও চাঁদবদন।
বারেক করুণা করি, দেহ দরশন॥

একবার দেখা দাও

যদি—নিজগুণে এনেছ টেনে—একবার দেখা দাও

যদি—নিজগুণে এনেছ টেনে—

ব্রজ গৌড় মণ্ডল হতে—যদি—নিজগুণে এনেছ টেনে (মাতন)

আসি নাই আমরা আপন মনে

বলাৎকারে এনেছ টেনে—আসি নাই আমরা আপন মনে

যদি—এনেছ টেনে বলাৎকারে—একবার—দেখা দাও দয়া ক'রে (মাতন)

বারেক করুণা করি দেহ দরশন।।

সবাই ত এসেছে

তোমার কৃপা আকর্ষণে—সবাই ত এসেছে

শ্রীগৌড়মণ্ডল হতে—সবাই ত এসেছে

তোমার—অনুগত সব দাস দাসী

যাঁদের—পরায়েছ প্রেমের ফাঁসী—তোমার—অনুগত সব দাস দাসী

সবাই ত এসেছে

শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ দুই অগ্রগণ্য।

তারা আগে আগে এসেছে

তাঁদের আনুগত্যে আমরা এসেছি—তারা আগে আগে এসেছে

শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ দুই অগ্রগণ্য।

আচার্য্যরত্ন আচার্য্যনিধি শ্রীবাসাদি ধন্য।।

বাসুদেব দত্ত মুরারি গুপ্ত গঙ্গাদাস।

শ্রীমান সেন শ্রীমান পণ্ডিত অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস।।

মুরারি পণ্ডিত গরুড় পণ্ডিত বুদ্ধিমন্ত খাঁন।।

সবাই ত এসেছে

প্রাণগৌর তোমায় দেখবে ব'লে—সবাই ত এসেছে

তোমার চাঁদমুখ দেখবে ব'লে—সবাই ত এসেছে

ঐ রসের বদন দেখবে ব'লে—সবাই ত এসেছে

হাসিমাখা হরিবোলা, রসের বদন দেখবে ব'লে—সবাই ত এসেছে

সবাই ত এসেছে

মুরারি পণ্ডিত গরুড় পণ্ডিত বুদ্ধিমন্ত খাঁন।

সঞ্জয় পুরুষোত্তম পণ্ডিত ভগবান।।

শুক্লাম্বর শিবানন্দ আর যত জন।

সবাই আইলা নাম কে করে গণন।।

কুলীনগ্রামী খণ্ডবাসী বসু রামানন্দ।

পট্টডুরি লয়ে এসেছে

বসু রামানন্দ—পট্টডুরি লয়ে এসেছে

এসেছেন ঠাকুর নরহরি

খণ্ডবাসী সঙ্গে লয়ে—এসেছেন ঠাকুর নরহরি

তারা ত আন জানে না

প্রাণগৌর তোমা বিনে—তারা ত আন জানে না

কুলীন গ্রামী খণ্ডবাসী বসু রামানন্দ।
আইলা দেখিতে সবে তুয়া মুখচন্দ্র।।

একবার দেখা দাও

সবাই ত এসেছে

এসেছে দত্ত উদ্ধারণ—সবাই ত এসেছে

সপ্তগ্রামবাসী সঙ্গে লয়ে—এসেছে দত্ত উদ্ধারণ—সবাই ত এসেছে

এসেছে কালিদাস ঝড়ু ঠাকুর—সবাই ত এসেছে

আইলা দেখিতে সবে তুয়া মুখচন্দ্র।।
দময়ন্তী-দত্ত দ্রব্য যতনে লইয়া।

যতন ক'রে দিয়াছেন

বাৎসল্যবতী দময়ন্তী—যতন করে দিয়াছেন

সম্বৎসর ভোগ করবে বলে—যতন করে দিয়াছেন

দিয়াছেন নানা উপহার

বাৎসল্য-প্রেমে হয়ে বিভোর—দিয়াছেন নানা উপহার

দময়ন্তী দত্ত দ্রব্য যতনে লইয়া।
আইলাম নীলাচলে ঝালি সাজাইয়া।।
তোমা না দেখিয়ে সবে বিষাদে মগন।
একবার দেখা দাও শ্রীশচীনন্দন।।

একবার দেখা দাও

শচীদুলাল প্রাণগৌর—একবার দেখা দাও

নিজগণের সাধ মিটাও—একবার দেখা দাও

এত বলি রাঘব পণ্ডিত

এই গম্ভীরার দ্বারেতে আসি—এত বলি রাঘব পণ্ডিত

বলে—ধর ধর লও হে গোবিন্দ

বলে—ধর ধর লও হে গোবিন্দ রেখো যতন ক'রে।
মনোভাব বুঝি তুমি দিও গৌরাঙ্গে রে॥
দময়ন্তী দেবী সাক্ষাৎ বাৎসল্যের মূর্ত্তি।
দিয়াছেন গৌরাঙ্গে করি কত আর্ত্তি॥

দিয়াছেন কত দ্রব্য

বাৎসল্যমাখা দ্রব্য যত—দিয়াছেন কত দ্রব্য

বাৎসল্যমাখা দ্রব্য যত

দিয়াছেন দেবী দময়ন্তী—বাৎসল্যমাখা দ্রব্য যত

ধর ধর লও হে গোবিন্দ

এই গম্ভীরার দ্বারে রাঘব বলে—ধর ধর লও হে গোবিন্দ

অপরূপ ভক্ষ্যদ্রব্য প্রভুর যোগ্যভোগ।
বৎসরেক প্রভু যেন করেন উপভোগ॥

ধর ধর লও হে গোবিন্দ

তুমি—সময় জেনে যোগাইও—ধর ধর লও হে গোবিন্দ
দময়ন্তীর দত্ত ভোগ্য দ্রব্য সকল—ধর ধর লও হে গোবিন্দ
এই গম্ভীরার দ্বারে রাঘব বলে—ধর ধর লও হে গোবিন্দ

আম্রকাসুন্দি, ঝাল কাসুন্দি, আদা কাসুন্দি আর।
নেবু আদা আম্রকলি বিবিধ প্রকার॥

ধর ধর লও হে গোবিন্দ

সময় জেনে যোগাইও

সেবা পেয়েছ কাছে থাক—সময় জেনে যোগাইও

ধর ধর লও হে গোবিন্দ

আমসি আম্রখণ্ড আর তৈলাম্র আমতা।
চূর্ণ করি দিয়াছেন পুরাণ শুকুতা॥

বাৎসল্যবতী দময়ন্তী

প্রাণ গৌরাঙ্গে রতি অতি—বাৎসল্যবতী দময়ন্তী

চূর্ণ করি দিয়াছেন পুরাণ শুকুতা॥

পেটে আম হবে ব'লে

বাৎসল্যভাবে দিয়াছেন---পেটে আম হবে ব'লে

বাৎসল্যভাবে দিয়াছেন

আমদোষ নাশিবে ব'লে—বাৎসল্যভাবে দিয়াছেন

চূর্ণ করি দিয়াছেন পুরাণ শুকুতা॥
শুকুতা বলি অবজ্ঞা না করিহ চিতে।
শুকুতায় যে প্রীতি প্রভুর নহে পঞ্চামৃতে॥
ধনিয়া মহুরী তণ্ডুল চূর্ণ করিয়া ।
লাড়ু বাঁধি দিয়াছেন চিনি পাক দিয়া॥
শুঁটিখণ্ড লাড়ু হয় আম-পিত্ত হর।
পৃথক পৃথক বাঁধা আছে কুথলি ভিতর॥

ধর ধর লও হে গোবিন্দ

সময় জেনে যোগাইও—ধর ধর লও হে গোবিন্দ

সময় জেনে যোগাইও

শারিরীক অবস্থা বুঝি—সময় জেনে যোগাইও

ধর ধর লও হে গোবিন্দ

কোলিশুঁটি কোলিচূর্ণ কোলিখণ্ড আর।
কত নাম লব যত প্রকার আচার॥
নারিকেলখণ্ড আর লাড়ু গঙ্গাজল।
চিরস্থায়ী খণ্ড বিকার দিয়াছেন সকল॥

ধর ধর লও হে গোবিন্দ

এই গম্ভীরার দ্বারে রাঘব বলে—ধর ধর লও হে গোবিন্দ

শালিকাচুটি ধান্যের আতপ চিঁড়া করি।
দিয়াছেন বড় বড় কুথলিতে ভরি॥
কতক চিঁড়া হুড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনি পাকে লাড়ু কৈল কর্পূরাদি দিয়া॥
শালিতণ্ডুল-ভাজা চূর্ণ করিয়া।
ঘৃতসিক্তে লাড়ু কৈল চিনি পাক দিয়া॥
কর্পূর মরিচ এলাচ লবঙ্গ রসবাস।
চূর্ণ করি লাড়ু কৈল পরম সুবাস॥

ধর ধর লও হে গোবিন্দ

এই গম্ভীরার দ্বারে রাঘব বলে—ধর ধর লও হে গোবিন্দ

কভু নাহি জানি নাম এ জন্মে যাহার।
ঐছে নানা দ্রব্য দিল সহস্র প্রকার॥

ধর ধর লও হে গোবিন্দ

গঙ্গা মৃত্তিকা আনি বস্ত্রেতে ছানিয়া।
পাপড়ী করিয়া দিল গন্ধ দ্রব্য দিয়া॥
কহিতে না পারি নাম কতেক প্রকার।
দিয়াছেন দময়ন্তী প্রীতি-উপহার॥

ধর ধর লও হে গোবিন্দ

দময়ন্তীর প্রীতির দ্রব্য ধর লও হে গোবিন্দ

মাথায় ক'রে এনেছি আমি

মাথায় ক'রে আমি ধন্য

প্রভুর সেবার দ্রব্য—মাথায় ক'রে আমি ধন্য

দিয়াছেন দময়ন্তী প্রীতি-উপহার॥
যতন করিয়া সব করাইও ভোজন।
যেমতে পায়েন প্রীতি শ্রীশচীনন্দন॥

ধর ধর লও হে গোবিন্দ

দময়ন্তী-দত্ত দ্রব্য সঁপিনু তোমারে।
অবসর জানি দিও প্রাণ-বিশ্বম্ভরে॥

তোমার ভাগ্যের সীমা নাই

সদাই প্রভুর কাছে থাক—তোমার ভাগ্যের সীমা নাই

প্রভুর,—কাছে থাক সেবা কর—তোমার ভাগ্যের সীমা নাই

আমার ভাগ্যে হল না

প্রভুর,—সঙ্গে থাক্‌ব সেবা কর্‌ব—আমার ভাগ্যে হল না

হেন মতে রাঘব পণ্ডিত ঝালি সমর্পিল।
ভোজন-গৃহের কোণে গোবিন্দ রাখিল॥

ঝালি,—সমর্পিলেন রাঘব পণ্ডিত

ত্রিকালসত্য-লীলায়—ঝালি—সমর্পিলেন রাঘব পণ্ডিত

রাখিলেন গোবিন্দদাস

গৌরের---সেবার জন্য যতন করে---রাখিলেন গোবিন্দদাস

ভোজন-গৃহের কোণে--রাখিলেন গোবিন্দদাস

ভাগ্যবান্ জনে দেখিলেন

ত্রিকালসত্য গৌরলীলা --ভাগ্যবান জনে দেখিলেন

(শ্রীশ্রীশ্রীধরের ঝালি)

রাঘবের,---ঝালি সমর্পণ শেষ হলে

দাঁড়ায়ে ছিলেন একপাশে

অতিদৈন্যে শ্রীধর পণ্ডিত---দাঁড়ায়ে ছিলেন এক পাশে

থোড়,—মোচার ঝালি মাথায় লয়ে—দাঁড়ায়ে ছিলেন এক পাশে

স্বভাবে দীনভাবে---দাঁড়ায়ে ছিলেন এক পাশে

মনে মনে গণছিলেন

কেমন ক'রে দিব আমি

এই সামান্য থোড় মোচা---কেমন ক'রে দিব আমি

এনেছেন রাঘব পণ্ডিত

কত সুখাদ্য সুস্বাদ্য দ্রব্য—এনেছেন রাঘব পণ্ডিত

দেবী দময়ন্তীর দত্ত দ্রব্য—এনেছেন রাঘব পণ্ডিত

নানাবিধ উপহার —এনেছেন রাঘব পণ্ডিত

এনেছেন রাঘব পণ্ডিত

কেমন ক'রে দিব আমি

এই সামান্য থোড় মোচা—তার আগে---কেমন ক'রে দিব আমি

তাই,—দাঁড়িয়েছিলেন এক পাশে

ব্যাকুল হয়ে ডাক্‌ছেন

শ্রীধর পণ্ডিত আপন স্বভাবে—ব্যাকুল হয়ে ডাক্‌ছেন

কোথা বা আছ হে

ঝালি মাথে শ্রীধর কাঁদে—কোথা বা আছ হে

কোথায় আছ নিমাই পণ্ডিত

আপন স্বভাবে শ্রীধর ডাকেন—কোথায় আছ নিমাই পণ্ডিত

আর কেন যাওনা তুমি

নদীয়ার বাজারে—আর কেন যাওনা তুমি
আমি নিতুই চাই পথ পানে,—আর কেন যাওনা তুমি

আমি—নিতুই চাই পথ পানে

থোড়—মোচা লয়ে বাজারে ব'সে—আমি—নিতুই চায় পথ পানে

কতক্ষণে আসবে ব'লে—আমি— নিতুই চায় পথ পানে

কতক্ষণে আসবে বলে—

চিতচোর শচীনন্দন—কতক্ষণে আসবে বলে

আমি—নিতুই চায় পথ পানে

কতক্ষনে আসবে বলে

তাই, চেয়ে থাকি পথপানে

তুমি, হাত হতে নিবে কাড়ি

থোড় মোচা জোর করি—তুমি,—হাত হতে নিবে কাড়ি

থোড়—মোচা লয়ে বাজারে বসি

দেখতে পাই না গোরাশশী—থোড় মোচা লয়ে বাজারে বসি

তাই—চেয়ে থাকি পথ পানে

সুধালাম নদীয়াবাসিরে

বহুদিন না দেখ্‌তে পেয়ে—সুধালাম নদীয়াবাসিরে

গৌর কেন আসে না বাজারে—সুধালাম নদীয়াবাসিরে

তারা সবাই ব'লে দিলে

তুমি এসেছ নীলাচলে—তারা সবাই ব'লে দিলে

তাই আমি এসেছি

সবাই আস্‌ছেন তাঁদের সঙ্গে—তাই আম এসেছি

থোড়া মোচা মাথায় লয়ে—তাই আমি এসেছি

আর কি নদে যাবে না

প্রাণ-শচীদুলালিয়া—আর কি নদে যাবে না

তেমনি ক'রে কেড়ে নিবে না

আমার—হাত হতে থোড় মোচা—তেমনি ক'রে কেড়ে নিবে না

তেমনি ক'রে নাচবে না

আমার—হাত হতে কেড়ে লয়ে—তেমনি ক'রে নাচবে না

আমার হাত হতে— থোড় মোচা কেড়ে লয়ে—তেমনি ক'রে নাচবে না (মাতন)

আর কি নদে যাবে না

এলাম নীলাচলপুরে

বহুদিন পথ দেখে—এলাম নীলাচলপুরে

থোড়—মোচার ঝালি মাথায় করে—এলাম নীলাচলপুরে

তেমনি ক'রে কেড়ে নাও

কোথা প্রাণ শচীদুলাল—তেমনি ক'রে কেড়ে নাও

হাসিমুখে আমার পানে চেয়ে—তেমনি ক'রে কেড়ে নাও

না না কেড়ে নিতে হবে না

বুঝি— তাই এসেছ নদে ছেড়ে

ইচ্ছা করে দিই নাই বলে—বুঝি—তাই এসেছ নদে ছেড়ে

না না আর কেড়ে নিতে হবে না

নিতুই নিতুই যোগাইব

আমি থাক্‌লাম এই নীলাচলে—নিতুই নিতুই যোগাইব

আমি—নিতুই দিব থোড় মোচা

এই কাশীমিশ্রের ঘরে—আমি—নিতুই দিব থোড় মোচা

আর—কেড়ে নিতে হবে না—আমি—নিতুই দিব থোড় মোচা

প্রাণ গৌর তোমার সেবার লাগি

নিতুই দিব থোড় মোচা— প্রাণ গৌর তোমার সেবার লাগি

আজ একবার দেখা দাও

কোথা প্রাণ শচীনন্দন

একবার দেখা দাও—কোথা প্রাণ শচীনন্দন (মাতন)

আজ সেই লীলার দিন

এই সে গম্ভীরার দ্বার

আজ একবার দেখা দাও

ত্রিকালসত্য লীলায়—আজ একবার দেখা দাও

কোথা গৌর প্রাণগৌর—আজ একবার দেখা দাও

এইরূপে—ঝালি সমর্পিলেন শ্রীধর পণ্ডিত

ত্রিকাল সত্য লীলায়—ঝালি—সমর্পিলেন শ্রীধর পণ্ডিত

ত্রিকাল সত্য গৌরলীলা

আজও হতেছেন সেই লীলা

সবাই এসেছেন নীলাচলে

শ্রীগৌড়মণ্ডল বাসী—সবাই এসেছেন নীলাচলে

এসেছেন রাঘব পণ্ডিত

দময়ন্তী দত্ত ঝালি লয়ে—এসেছেন রাঘব পণ্ডিত

এসেছেন শ্রীধর পণ্ডিত

থোড় মোচার ঝালি মাথায় লয়ে—এসেছেন শ্রীধর পণ্ডিত

করেছেন ঝালি সমর্পণ

অঙ্গীকার করেছেন প্রভু—করেছেন ঝালি সমর্পণ

অঙ্গীকার করেছেন প্রভু

দময়ন্তী দত্ত প্রীতির উপহার—অঙ্গীকার করেছেন প্রভু

তোমাদের প্রীতি উপহার—অঙ্গীকার করেছেন প্রভু

আমাদের—একবার দেখা দাও

শ্রীরাঘবের ঝালির প্রীতে—একবার দেখা দাও

শ্রীধরের ঝালির প্রীতে—একবার দেখা দাও

বড় আশা ক'রে এসেছি মোরা—একবার দেখা দাও

হা গৌর প্রাণ গৌর—একবার দেখা দাও

একবার দাঁড়াও, দাঁড়াও রসের বদন হেরি হে

তোমার—গৃহবাসী গোরাশশী—একবার দেখাও হে

কোথা আছ কাশীমিশ্র—একবার দেখাও হে

কোথা আছ গোবিন্দদাস—একবার দেখাও হে

দেখ্‌ব মোরা গোরাশশী

শচীমায়ের পোষা পাখী—দেখ্‌ব মোরা গোরাশশী

ভয় নাই আমরা লয়ে যাব না

তোমাদের পাখী তোমাদের থাকবে—ভয় নাই আমরা লয়ে যাব না

আমরা—শুধু একবার দেখ্‌ব

ঐ চিতচোরা মূরতিখানি—শুধু একবার দেখ্‌ব

তোমাদের গৌর তোমাদের থাকবে—শুধু একবার দেখ্‌ব

ভয় নাই আমরা লয়ে যাব না

কি দিয়ে তাঁরে বেঁধে রাখব—ভয় নাই আমরা লয়ে যাব না

তাই এসেছে পালাইয়ে

ভালবাসিতে পারি নাই বলে—তাই এসেছে পালাইয়ে

শুধু একবার দেখ্‌ব

তাতেও সুখী মোরা

গৌর—এখানে থেকে সুখ পায়—তাতেও সুখী মোরা

আমাদের আর কিবা আছে

ঐ রসের বদন বিনা—আমাদের আর কিবা আছে

শুধু একবার দেখ্‌ব

ঐ হরিবোলা রসের বদন—শুধু একবার দেখ্‌ব

একবার দেখাও হে

নিত্যলীলায় কাছে থাক

তুমি ত এখানে আছ—নিত্যলীলায় কাছে থাক

ফাঁকি দিয়ে লুকাইলে

প্রকটলীলা দেখাবে ব'লে—ফাঁকি দিয়ে লুকাইলে

প্রকটলীলা দেখাবে ব'লে—

নিতাই গৌর প্রেমের পাগল—প্রকটলীলা দেখাবে ব'লে

ফাঁকি দিয়ে লুকাইলে

যদি—কৃপাকর্ষণে এনেছ টেনে

আমরা তো আসি নাই—কৃপাকর্ষণে এনেছে টেনে

আমরা ত আসি নাই—

অহৈতুকী কৃপা-স্বভাবে,—নিজগুণে এনেছ টেনে—আমরা তো আসি নাই

একবার দেখাও হে

পরমকরুণ শ্রীগুরুদেব—একবার দেখাও হে

পরমকরুণ শ্রীগুরুদেব

কণক রুচির গৌর

সর্ব্বচিত্তৈক চৌর

প্রকৃতি মধুর দেহ

পূর্ণ লাবণ্য গেহ

সৌন্দর্য্যের সার মাধুর্য্যের পার

মহাভাবের আধার—সৌন্দর্য্যের সার মাধুর্য্যের পার

একবার দেখাও হে

তোমার—গৃহবাসী গোরাশশী—একবার দেখাও হে

কই কথা তো কহিছ না

তবে কি গৌর দেখাবে না

হায়—আর কার কাছে যাব

কে প্রাণ গৌর দেখাইবে—আর কার কাছে যাব

তোমরা—সবাই তো এসেছ

শ্রীগৌড়মণ্ডল হতে— তোমরা—সবাই তো এসেছ

প্রভু নিতাই অদ্বৈত সাথে—শ্রীগৌড়মণ্ডল হতে

সবাই তো এসেছ

বিহরিছ প্রাণ গৌর সনে

এই কাশীমিশ্রালয়ে—বিহরিছ প্রাণ গৌর সনে

আমাদের—একবার দেখাও হে

কোথায় আছ প্রভু নিতাই—একবার দেখাও হে

কোথায় আছ সীতানাথ—একবার দেখাও হে

কোথায় আছ ঠাকুর নরহরি—একবার দেখাও হে

সে চিতচোরা মুরতি খানি—একবার দেখাও হে

কৈ— কেউ তো কথা কইলে না

প্রাণ গৌর দেখালে না—কৈ— কেউ তো কথা কইলে না

তবে আর কারে সুধাব

আমরা একবার দেখব

হৃদি পটে এঁকে লব

ভকত-বাৎসল্য লীলা—হৃদি পটে এঁকে লব

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বিহার—হৃদি পটে এঁকে লব

বসে বসে কাঁদব

হা গৌর প্রাণ গৌর বলে—বসে বসে কাঁদব

একবার দেখা দাও

চিতচোরা চুড়ামণি—একবার দেখা দাও

তোমা ধনে হৃদে ধরে

যাক সব ঘরে ফিরে—তোমা ধনে হৃদে ধরে

তোমা লয়ে করুক সংসার

মায়াবন্ধন ঘুচুক সবার—তোমা লয়ে করুক সংসার

ঘরে ঘরে সবাই ঝুরুক

হা গৌর প্রাণ গৌর ব'লে—ঘরে ঘরে সবাই ঝুরুক

জগবাসী নর নারী—ঘরে ঘরে সবাই ঝুরুক

গরব করে সবাই বলুক

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শচীসুত গুণধাম।
এই ধ্যান, এই জপ, এই লব নাম॥

প্রাণ ভরে গান করুক

ভাই ভাই ভাই মিলে—প্রাণ ভরে গান করুক

জয় প্রাণ শচীসুত

রাঘব শ্রীধরের সেবার বাধ্য—জয় প্রাণ শচীসুত

কাল একবার দেখা দিও

এই নিবেদন শ্রীচরণে—কাল একবার দেখা দিও

গুণ্ডিচা মার্জ্জন কালে—কাল একবার দেখা দিও

দেখব তোমার মার্জ্জন রঙ্গ

শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে—দেখব তোমার মার্জ্জন রঙ্গ

প্রাণে প্রাণে বলি গোরা গোরা—দেখব তোমার মার্জ্জন লীলা (মাতন)

নয়নভরে দেখব মোরা

তোমার গুণ্ডিচা মার্জ্জন লীলা—নয়নভরে দেখব মোরা

যাও নগরে নগরে

বল গিয়ে নর নারীকে —যাও নগরে নগরে

কাল হবে গুণ্ডিচা মার্জ্জন

তোমরা—যেও নীলাচল বাসী—কাল হবে গুণ্ডিচা মার্জ্জন (মাতন)

বল সবে গৌরহরি

গৌর-আজ্ঞা শিরে ধরি—বল সবে গৌরহরি (মাতন)

যেও নীলাচল বাসী

দেখব সবে গোরাশশী—যেও নীলাচলবাসী (মাতন)

গৌরহরিবোল হরিবোল হরিবোল হরিবোল।।

শ্রীগুরু প্রেমানন্দে নিতাইগৌর হরিবোল।।

মুখে হরি হরিধ্বনি

সবার মুখে হরিধ্বনি

সবার করে সম্মার্জ্জনী—সবার মুখে হরিধ্বনি (মাতন)

গৌরহরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।।

(শ্রীগুণ্ডিচা মার্জ্জন করিয়া শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নে যাত্রা)

শ্রীগুণ্ডিচা মার্জ্জন করি শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।

রাধাভাবে ভোরা গোরা

ভাবোন্মাদে ভোরা গোরা

পারিষদ সহচরী সঙ্গে—ভাবোন্মাদে ভোরা গোরা

গুণ্ডিচা মার্জ্জন আবেশে—ভাবোন্মাদে ভোরা গোরা

শ্রীগুণ্ডিচা মার্জ্জন করি শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।

নিকুঞ্জসজ্জা আবেশে

পরাণবধুঁ আসবে ব'লে—নিকুঞ্জসজ্জা আবেশে

পরাণবধুঁ আসবে ব'লে—

কাল নিশি পরভাতে—পরাণ বধুঁ আসবে ব'লে

নিকুঞ্জসজ্জা আবেশে

শ্রীগুণ্ডিচা মার্জ্জন করি শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।

নিজ—পারিষদ সঙ্গে রঙ্গে ইন্দ্রদ্যুম্নে যায়।।

ইন্দ্রদ্যুম্নে যায় গৌরহরি

গুণ্ডিচা মার্জ্জন করি,—ইন্দ্রদ্যুম্নে যায় গৌরহরি (মাতন)

(ইন্দ্রদ্যুম্নে গমন)

ইন্দ্রদ্যুম্নে যায় রে

গুণ্ডিচা মার্জ্জন করি—ইন্দ্রদ্যুম্নে যায় রে

গুণ্ডিচা মার্জ্জন করি—

কিশোরী ভাবাবেশে—গুণ্ডিচা মার্জ্জন করি

ইন্দ্রদ্যুম্নে যায় রে

মত্ত গোরা ভাবোল্লাসে

কিশোরী আবেশে—মত্ত গোরা ভাবোল্লাসে

পরাণ বঁধু আসবে ব'লে—মত্ত গোরা ভাবোল্লাসে

কুঞ্জসজ্জা আবেশে—মত্ত গোরা ভাবোল্লাসে

ইন্দ্রদ্যুম্নে যায় গৌরকিশোরী

লয়ে নিজগণ-সহচরী---ইন্দ্রদ্যুম্নে যায় গৌরকিশোরী
গুণ্ডিচা মার্জ্জন করি---ইন্দ্রদ্যুম্নে যায় গৌরকিশোরী

হেলে দুলে যায় রে

গৌরাঙ্গকিশোরী আমার---হেলে দুলে যায় রে

মাঝে নেচে যায় গৌরকিশোরী

লয়ে পারিষদ গোপনারী---মাঝে নেচে যায় গৌরকিশোরী (মাতন)
যেন---গোপীমণ্ডলী ঘেরা ভানুদুলারী---মাঝে নেচে যায় গৌরকিশোরী

আমরি কি শোভা মরি মরি

ব্রজমাঝে---নেচে যেছে গৌরকিশোরী---আমরি কি শোভা মরি মরি
যেন —গোপীমণ্ডলী মাঝে ভানুদুলারী---আমরি কি শোভা মরি মরি

হেলে দুলে যায় রে

স্বরূপ—রামরায়ের কাঁধে হাত দিয়ে---হেলে দুলে যায় রে
রাধাভাবে ভোরা প্রাণগোরা---হেলে দুলে যায় রে
বঁধুর—আগমন কথা কইতে কইতে---হেলে দুলে যায় রে
শোভার বালাই লয়ে মরে যাই---হেলে দুলে যায় রে

ইন্দ্রদ্যুম্ন তীরে আসি শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
যমুনার কাল জল হেরি একদিঠে চায়।।

একদিঠে চায় রে

রাধাভাবে ভোরা প্রাণগোরা---একদিঠে চায় রে
ইন্দ্রদ্যুম্নের কাল জল পানে---একদিঠে চায় রে

ইন্দ্রদ্যুম্ন হেরি গোরা শ্রীযমুনা উদ্দীপনে।
আনন্দে জলকেলি করে নিজগণ সনে।।
ইন্দ্রদ্যুম্ন নীরে গোরা পারিষদ সঙ্গে।
মধুর জলকেলি করে প্রেমতরঙ্গে।।

গোরা জলকেলি করে

ইন্দ্রদ্যুম্নের নীল নীরে---গোরা জলকেলি করে (মাতন)

শ্রীশ্রীগুণ্ডিচামার্জ্জন-লীলা কীর্ত্তন

শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাইগৌরহরিবোল।।
ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।

আজুরে শ্রীজগন্নাথের গুণ্ডিচামার্জ্জন।

চলিলেন প্রাণ শচীনন্দন

ত্রিকালসত্য লীলায় নিজগণ সনে—চলিলেন প্রাণ শচীনন্দন

রাধাভাবে ভোরা প্রাণগোরা

করিবেন আজ গুণ্ডিচা মার্জ্জন

কুঞ্জশয্যা আবেশেতে—করিবেন আজ গুণ্ডিচা মার্জ্জন

কুঞ্জশয্যা আবেশেতে—

পরাণবঁধু আসবে ব'লে—কুঞ্জশয্যা আবেশেতে

করিবেন গোরা গুণ্ডিচা মার্জ্জন

আজুরে শ্রীজগন্নাথের গুণ্ডিচামার্জ্জন।

হায়রে—**হেনদিন কোথা প্রভু শ্রীরাধারমণ।।**

আজ—কার সঙ্গে যাব মোরা

ভাই ভাই ভাই মিলে—আজ—কার সঙ্গে যাব মোরা

গুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জনে—আজ—কার সঙ্গে যাব মোরা

প্রাণগৌর লীলা গাইতে গাইতে—আজ—কার সঙ্গে যাব মোরা

গুণ্ডিচা মার্জ্জন লীলা গাইতে গাইতে—আজ—কার সঙ্গে যাব মোরা

প্রাণগৌর লীলা গাইতে গাইতে—

মধুর নীলাচল পথে—প্রাণগৌর লীলা গাইতে গাইতে

আজ—কার সঙ্গে যাব মোরা

হেলে দুলে প্রেমতরঙ্গে—আজ—কার সঙ্গে যাব মোরা

মধুর কীর্ত্তন নটন রঙ্গে—আজ—কার সঙ্গে যাব মোরা

কার সঙ্গে যাব মোরা

কেবা ভোগ করাইবে

ভাবাবেশে কীর্ত্তনরঙ্গে—কেবা ভোগ করাইবে
গুণ্ডিচা মার্জ্জন লীলা—কেবা ভোগ করাইবে

একবার এস হে

ও—পাগলা প্রভু রাধারমণ—একবার এস হে
ও—নিতাই গৌর প্রেমের পাগল—একবার এস হে

তেমনি ক'রে এস হে

তোমার—প্রিয়গণ সঙ্গে লয়ে—তেমনি ক'রে এস হে
আজ—নিতাই গৌর প্রেমাবেশে—তেমনি ক'রে এস হে
ভাবাবেশে—গৌরলীলা গাইতে গাইতে— তেমনি ক'রে এস হে

আজ—ক'র সঙ্গে যাব মোরা

প্রাণগৌর লীলা ভোগ করিতে—আজ—কার সঙ্গে যাব মোরা

আজ—তেমনি ক'রে চল প্রভু

নিতাইগৌর প্রেমের পাগল—আজ—তেমনি ক'রে চল প্রভু
হেলে দুলে প্রেমতরঙ্গে—আজ—তেমনি ক'রে চল প্রভু
মধুর কীর্ত্তন নটন রঙ্গে—আজ—তেমনি ক'রে চল প্রভু
প্রাণগৌর-লীলা গাইতে গাইতে—আজ—তেমনি ক'রে চল প্রভু
তোমার—প্রিয়গণ সঙ্গে লয়ে—আজ—তেমনি ক'রে চল প্রভু
গৌরাঙ্গের—ভাবোল্লাস-লীলা গাইতে গাইতে—আজ—তেমনি ক'রে চল প্রভু
প্রাণগৌরাঙ্গ কিশোরীর—মধুর—ভাবোল্লাস লীলা গাইতে গাইতে

আজ—তেমনি ক'রে চল প্রভু

তোমার সঙ্গে যাব মোরা—আজ—তেমনি ক'রে চল প্রভু

আজ তোমার সঙ্গে যাব মোরা

গৌরাঙ্গের—ভাবোল্লাস লীলা গাইতে গাইতে—আজ—তোমার সঙ্গে যাব মোরা

হেলে দুলে প্রেমতরঙ্গে—আজ—তোমার সঙ্গে যাব মোরা
মধুর কীর্ত্তন নটন রঙ্গে—আজ—তোমার সঙ্গে যাব মোরা
মধুর—ভাবোল্লাস-লীলা গাইতে গাইতে—আজ—তোমার সঙ্গে যাব মোরা

ভাবাবেশে গাইবে তুমি

তোমার সঙ্গে গাইব মোরা—ভাবাবেশে গাইবে তুমি

ভাবাবেশে গাও তুমি

তোমার আনুগত্যে গাইব মোরা—ভাবাবেশে গাও তুমি

এস আমার পাগলা প্রভু

ভাবাবেশে—গৌরলীলা গাইতে গাইতে—এস আমার পাগলা প্রভু

ভাবাবেশে গান কর

গুন্ডিচা মার্জ্জন-লীলা—ভাবাবেশে গান কর

ভাবাবেশে গাও গৌরলীলা

তোমার সঙ্গে সঙ্গে গাইব মোরা—ভাবাবেশে গাও গৌরলীলা

নিশি শেষে উঠি আমার শ্রীশচীনন্দন।

রাধাভাবে ভোরা গোরা

বিরহে আকুল সদা—রাধাভাবে ভোরা গোরা

রাধিকা ভাবিত মতি

ভাবনিধি গৌরাঙ্গ আমার—রাধিকা-ভাবিত মতি

নিশিশেষে উঠি আমার শ্রীশচীনন্দন।
স্বরূপ রামানন্দে বলেন মধুর বচন॥

বলে—ও ললিতে ও বিশাখে

গৌরাঙ্গ কিশোরী বলে—ও ললিতে ও বিশাখে

বলে—শুন শুন প্রাণসখি

বলে দোঁহার করে ধরি—শুন শুন প্রাণসখি
স্বরূপ—রামরায়ের গলাধরি বলে—শুন শুন প্রাণসখি

আজ—নিশিশেষে দেখেছি সুস্বপন

কিশোরী ভাবিত মতি গৌর বলে—আজ—নিশিশেষে দেখেছি সুস্বপন

ব্রজে আসবে ব্রজের জীবন—নিশিশেষে দেখেছি সুস্বপন
এবে দেখি তার অনুকূল লক্ষণ—আজ—নিশিশেষে দেখেছি সুস্বপন

ব্রজে আসবে ব্রজের জীবন

কাল নিশি পরভাতে—ব্রজে আসবে ব্রজের জীবন (মাতন)

আমার—পরাণ বঁধু আসবে ব্রজে

কাল নিশি পরভাতে—আমার পরাণ বঁধু আসবে ব্রজে

আসবে আমার পরাণ বঁধু

নিশি পরভাত হলে—আসবে আমার পরাণ বঁধু
বহুদিন পরে ব্রজে—আসবে আমার পরাণ বঁধু

চল কুঞ্জ সাজাই গিয়া

আসবে আমার প্রাণ বঁধুয়া—চল কুঞ্জ সাজাই গিয়া (মাতন)

(ঝাঁজপিঠা মঠ হইতে যাত্রা)

চল কুঞ্জ সাজাই গিয়া

আসবে অমার প্রাণ বঁধুয়া—চল কুঞ্জ সাজাই গিয়া
প্রিয়নর্ম্ম-সখী সাথে—চল কুঞ্জ সাজাই গিয়া

এত বলি গৌরকিশোরী
সজ্জা সম্ভার সঙ্গে লয়ে
মৃৎকুম্ভ কাঁখে করি
সম্মাজ্জনী করে ধরি
বলে—চল প্রাণ সহচরি

মার্জ্জন সম্ভার করেতে ধরি—বলে—চল প্রাণ সহচরী
কুঞ্জসজ্জা-সম্ভার সঙ্গে করি—বলে—চল প্রাণ সহচরী
কুঞ্জসজ্জা সম্মার্জ্জনে—বলে—চল প্রাণ সহচরী

চল কুঞ্জ সাজাই গিয়া

আসবে আমার প্রাণ বঁধুয়া—চল কুঞ্জ সাজাই গিয়া (মাতন)

(পথে যাইতে যাইতে)

নেচে যায় প্রাণ গৌরহরি

স্বরূপ—রামরায়ের করে ধরি—নেচে যায় প্রাণ গৌরহরি (মাতন)

হেলে দুলে যায় গৌর কিশোরী

সঙ্গে নিতাই অনঙ্গমঞ্জুরী—হেলে দুলে যায় গৌর কিশোরী
দক্ষিণে মধুমতী নরহরি—হেলে দুলে যায় গৌর কিশোরী
পারিষদ সহচরী ঘেরি—হেলে দুলে যায় গৌর কিশোরী
নিতাই—গদাধর নরহরির হাত ধরি—হেলে দুলে যায় গৌর কিশোরী
বিংশতিভাব ভূষণ পরি—হেলে দুলে যায় গৌর কিশোরী
সঙ্গে লয়ে মনোবৃত্তি সহচরী—হেলে দুলে যায় গৌর কিশোরী
নীলাচল ব্রজের পথ আলো করি—হেলে দুলে যায় গৌর কিশোরী
এই—নীলাচল ব্রজের পথে—হেলে দুলে যায় গৌর কিশোরী
নিকুঞ্জসেবা-সম্ভার সঙ্গে করি—হেলে দুলে যায় গৌর কিশোরী
আজ—প্রেমময় বাদর করি—হেলে দুলে যায় গৌর কিশোরী
আজ—নিতাই অনঙ্গের গলা ধরি—হেলে দুলে যায় গৌর কিশোরী
বিংশতি ভাব-হিল্লোলে—হেলে দুলে যায় গৌর কিশোরী
ঘিরে পারিষদ সহচরী—হেলে দুলে যায় গৌর কিশোরী
বিলাসকুঞ্জ সাজাইতে—হেলে দুলে যায় গৌর কিশোরী

যায় নীলাচল ব্রজের পথে

নিকুঞ্জসজ্জা মনোরথে—যায় নীলাচল ব্রজের পথে
রঙ্গিণী সঙ্গিনী সাথে—যায় নীলাচল ব্রজের পথে
পারিষদ সহচরী সাথে—যায় নীলাচল ব্রজের পথে

চল কুঞ্জ সাজাই গিয়া

ওগো প্রাণ সহচরী—চল কুঞ্জ সাজাই গিয়া
আসবে আমার প্রাণবঁধুয়া—চল কুঞ্জ সাজাই গিয়া

হেলে দুলে যায় গৌর রাধা

বলে,—পূরবে আমার মন সাধা—হেলে দুলে যায় গৌর রাধা
পূরাতে অপূর্ণ সাধা—হেলে দুলে যায় গৌর রাধা

যায়—গৌর কিশোরী হেলে দুলে

নিকুঞ্জ সাজাবে বলে—যায়—গৌর কিশোরী হেলে দুলে

বলে—আজ কুঞ্জ সাজাব

কাল পরাণ বঁধু পাব—বলে—আজ কুঞ্জ সাজাব

যায়—গৌর কিশোরী হেলে দুলে

বিংশতি ভাব-হিল্লোলে—যায়—গৌর কিশোরী হেলে দুলে

মনে মনে এই গণে

পুরবে আমার মনসাধা—মনে মনে এই গণে

আজ—আসবে ব্রজের মন্মথ

পূরীবে আমার মনোরথ—আজ—আসবে ব্রজের মন্মথ

চলে যেতে নেচে যেছে

গমন-নটন-লীলা

কিশোরী-ভাবিত মতি গৌরাঙ্গের—গমন-নটন-লীলা

চলে যেতে নেচে যেছে

নাটুয়া-মূরতি নটন-গতি—চলে যেতে নেচে যেছে
বিংশতি ভাব-হিল্লোলে—চলে যেতে নেচে যেছে

ভাবাবেশে হল নটিনী

নটিনীর শিরোমণি—ভাবাবেশে হল নটিনী

চলে যেতে নেচে যেছে

প্রাণ-গৌরাঙ্গের—গমনই নটন বচনই গান—চলে যেতে নেচে যেছে
নটিনী-মূরতি গৌর আমার—চলে যেতে নেচে যেছে

ও—গমন নটন লীলা বচন সঙ্গীত কলা

সঙ্গীতেতে কথা কইছে

কোকিলা কলভাষিণী—সঙ্গীতেতে কথা কইছে
কোকিলা কলভাষিণী—
নটিনীর শিরোমণি—কোকিলা কলভাষিণী

(মাতন)

সঙ্গীতেতে কথা কইছে

যেন—কতশত কোকিল কুহরিছে

পঞ্চমরাগজিনি যেন—কতশত কোকিল কুহরিছে

না না তা'তে তুলনা হয় না
যেন—অমিয়া সিন্ধু উথলিছে
জগৎ—অমৃতময় করবে ব'লে—যেন—অমিয়া সিন্ধু উথলিছে (মাতন)

ও—মধুর চাহনি আকর্ষণ।

আজ—তারই আঁখি মন হরিছে
একবার—হরি বোলে যার পানে চাইছে—আজ—তারই আঁখি মন হরিছে
তার স্বভাব জাগায়ে দিছে
একবার যার পানে চাইছে—তার স্বভাব জাগায়ে দিছে
স্বভাব জাগায়ে দিছে
বরজ গোপিকার—স্বভাব জাগায়ে দিচ্ছে
সবারে কৈল গোপনারী
নীলাচলে যত নরনারী—সবারে কৈল গোপনারী (মাতন)
গোরা চাহনি কিবা মধুর
জাগল স্বভাব বরজ-বধূর—গোরা চাহনি কিবা মধুর (মাতন)
হেলে দুলে যায় গৌরকিশোরী
নীলাচল ব্রজের পথে—হেলে দুলে যায় গৌরকিশোরী
কুঞ্জসজ্জা মনোরথে—হেলে দুলে যায় গৌরকিশোরী
যায়—গৌরকিশোরী হেলে দুলে
কর দিয়ে নিতাই অনঙ্গের গলে—যায়—গৌরকিশোরী হেলে দুলে
আমার—পরাণ বঁধু আসবে ব'লে—যায়—গৌরকিশোরী হেলে দুলে
পরাণ বঁধু আসবে ব'লে—
আজ নিশি গেলে কাল সকালে—পরাণ বঁধু আসবে ব'লে
যায়—গৌরকিশোরী হেলে দুলে
আবেশে বলে গৌরকিশোরী
স্বরূপের কর ধরি—আবেশে বলে গৌরকিশোরী
বলে—চল প্রাণসহচরী
কেমনেতে ধৈর্য্য ধরি
কাল আসবে বংশীধারী—আজ—কেমনেতে ধৈর্য্য ধরি

তখন—হাসি হাসি মিলল আসি

সীতানাথ পৌর্ণমাসী—তখন—হাসি হাসি মিলল আসি

সীতানাথ পৌর্ণমাসী—

যা হতে এইসব খেলা—সেই—সীতানাথ পৌর্ণমাসী

হাসি হাসি মিলল আসি

বলে—কোথা যাও দিবাভাগে

পৌর্ণমাসী—করে ধরে বলে ও কিশোরী—কোথা যাও দিবাভাগে

রঙ্গিণী সঙ্গিনী সাথে—কোথা যাও দিবাভাগে

সখী সঙ্গে অনুরাগে—কোথা যাও দিবাভাগে

বলে—কোথা যাও সঙ্গিনী সাথে

মনোরথে ব্রজের পথে—কোথা যাও সঙ্গিনী সাথে

আবেশে বলে গৌরকিশোরী

বলে—শুনগো মা পৌর্ণমাসী

দুঃখের নিশি পোহাল আসি

আজ নিশি শেষে দেখেছি স্বপন

কাল—আসবে প্রাণের বংশীবদন—আজ—নিশি শেষে দেখেছি স্বপন

ব্রজে আসবে ব্রজের জীবন—আজ—নিশি শেষে দেখেছি স্বপন

ব্রজে আসবে কালশশী

আজ—পোহাইলে দুঃখের নিশি—ব্রজে আসবে কালশশী

তাই চলেছি দিবাভাগে

কুঞ্জসজ্জা মনসাধে—তাই চলেছি দিবাভাগে

সখীসঙ্গে অনুরাগে—তাই চলেছি দিবাভাগে

তাই—দিবাভাগে ব্রজের পথে

কুঞ্জসজ্জা মনসাধে—তাই—দিবাভাগে ব্রজের পথে

আজ কুঞ্জ সাজাব

কাল পরাণ বঁধু পাব—আজ কুঞ্জ সাজাব

(মাতন)

যায়—গৌরকিশোরী হেলে দুলে

নিকুঞ্জ সাজাবে ব'লে—যায় গৌরকিশোরী হেলে দুলে

পৌর্ণমাসী সুখে ভাসে

গৌরকিশোরীর কথা শুনে—পৌর্ণমাসী সুখে ভাসে
মৃদু মন্দ মন্দ হাসে—পৌর্ণমাসী সুখে ভাসে

আবার দেখ্‌ব কুঞ্জবনে

রাইকানু একাসনে—আবার দেখ্‌ব কুঞ্জবনে

যায়—গৌরকিশোরী হেলে দুলে

নিকুঞ্জ সাজাব ব'লে—যায়—গৌরকিশোরী হেলে দুলে
পারিষদ সব সহচরী মিলে—যায়—গৌরকিশোরী হেলে দুলে
নিকুঞ্জ সাজাব ব'লে—যায়—গৌরকিশোরী হেলে দুলে (মাতন)

আজ—কুঞ্জ সাজাব নবসাজে

হেরিতে—ব্রজনব-যুবরাজে—আজ—কুঞ্জ সাজাব নবসাজে
সহচরী চলগো সবে—আজ—কুঞ্জ সাজাব নবসাজে

আজ—কুঞ্জ সাজাব মনের মত

কাল—আসবে ব্রজের মনমথ—আজ—কুঞ্জ সাজাব মনের মত (মাতন)

আজ কুঞ্জ সাজাব সুখে

কাল প্রভাতে পাব প্রাণবঁধুকে—আজ কুঞ্জ সাজাব সুখে (মাতন)
ভাবোন্মাদে ভোরা গোরা বলে—আজ কুঞ্জ সাজাব সুখে

(শ্রীশ্রীগুণ্ডিচাদ্বারে আগমন)

আসিয়া গুণ্ডিচার দ্বারে

রাধাভাবে ভোরা গোরা—আসিয়া গুণ্ডিচার দ্বারে
ভাবোল্লাসে ভোরা গোরা—আসিয়া গুণ্ডিচার দ্বারে

স্বরূপ—রামরায়ের করে ধরে বলে
বলে—ও ললিতে ও বিশাখে
ডাক ত্বরা বৃন্দাদেবীকে
আবেশে বলেন গৌরকিশোরী

যেন—সম্মুখে বৃন্দাদেবী হেরি—আবেশে বলেন গৌরকিশোরী

শুন ওগো বনদেবী

আজ—নিশিশেষে দেখেছি সুস্বপন

ব্রজে আসবে ব্রজের জীবন—আজ—নিশিশেষে দেখেছি সুস্বপন

ব্রজে আসবে ব্রজের জীবন

কাল নিশি পরভাতে—ব্রজে আসবে ব্রজের জীবন

সবাই কুঞ্জ সাজাও গিয়া

যাও যাও ত্বরা করি—সবাই কুঞ্জ সাজাও গিয়া

আসবে আমার প্রাণবঁধুয়া—সবাই কুঞ্জ সাজাও গিয়া (মাতন)

কর মঙ্গল আচরণ

ব্রজে আসবে ব্রজের জীবন—কর মঙ্গল আচরণ (মাতন)

পূর্ণঘট কর স্থাপন

নিকুঞ্জের প্রতিদ্বারে—পূর্ণঘট কর স্থাপন

কর কদলী আরোপণ

পূর্ণঘট কর স্থাপন—কর কদলী আরোপণ

বাঁধ—আম্রপল্লব সারি সারি

সাজাও সবে কুঞ্জ ভরি—বাঁধ—আম্রপল্লব সারি সারি

সাজাও সবে কুঞ্জপথ

আসবে ব্রজের মনমথ—সাজাও সবে কুঞ্জপথ (মাতন)

ও ললিতে ও বিশাখে—সাজাও সবে কুঞ্জপথ

সুগন্ধি সুকোমল ফুলে—সাজাও সবে কুঞ্জপথ

যেন—চলে যেতে লাগে না পায়ে

সুকোমল পুষ্প দাও বিছায়ে—যেন—চলে যেতে লাগে না পায়ে

পুষ্প চয়ন কর গিয়া

কুঞ্জবনের বনে বনে—পুষ্প চয়ন কর গিয়া

সবে বৃন্তচ্যুত করি

সুগন্ধি সুকোমল পুষ্প—সবে বৃন্তচ্যুত করি

সাজাও সবে কুঞ্জপথ

যেন—লাগে না আমার বঁধুর পদে—সাজাও সবে কুঞ্জপথ

যেন—লাগে না আমার বঁধুর পদে—

যখন আসবে কুঞ্জপথে—যেন—লাগে না আমার বঁধুর পদে (মাতন)

সাজাও সবে নিকুঞ্জ

সাজাও নিভৃত নিকুঞ্জ

মনসাধে সবাই মিলে—সাজাও নিভৃত নিকুঞ্জ

সাজাও সবে ত্বরা করি

কুঞ্জে আসবে কুঞ্জবিহারী—সাজাও সবে ত্বরা করি (মাতন)

পরাণবঁধু আসবে ব্রজে

আজ নিশি পরভাতে—পরাণবঁধু আসবে ব্রজে (মাতন)

ব্রজের জীবন ব্রজে আসবে

দুঃখের নিশি পোহাইবে—ব্রজের জীবন ব্রজে আসবে

সুখের প্রভাত উদয় হবে

ব্রজের জীবন ব্রজে আসবে—সুখের প্রভাত উদয় হবে (মাতন)

আসবে ব্রজের মনমথ

পূরাইতে গোপীর মনোরথ—আসবে ব্রজের মনমথ (মাতন)

চল কুঞ্জ সাজাই গিয়া

আসবে আমার প্রাণবঁধুয়া—চল কুঞ্জ সাজাই গিয়া (মাতন)

(শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরে প্রবেশ)

চল কুঞ্জ সাজাই গিয়া

আসবে আমার প্রাণবঁধুয়া—চল কুঞ্জ সাজাই গিয়া

কুঞ্জ সাজাই মনোরথে

কাল পাব প্রাণনাথে—কুঞ্জ সাজাই মনোরথে (মাতন)

আজ কুঞ্জ সাজাব সুখে

কাল পরাণ বঁধু ধরব বুকে—আজ কুঞ্জ সাজাব সুখে (মাতন)

কাল—ব্রজবাসী জীবন পাবে

ব্রজে আসবে ব্রজের জীবন—কাল—ব্রজবাসী জীবন পাবে (মাতন)

নীলাচল ব্রজের পথে

কাল পাব প্রাণনাথে—নীলাচলা ব্রজের পথে (মাতন)

জুড়াবে গোপীর মনজ্বালা

হেরি—কেলিকদম্বমূলে কালা—জুড়াবে গোপীর মনজ্বালা

আজ কুঞ্জ সাজাব গিয়া

কাল পরাণ বঁধু পাব—আজ কুঞ্জ সাজাব গিয়া

এত বলি গৌরকিশোরী

স্বরূপ রামরায়ের করে ধরি

বলে—ও ললিতে ও বিশাখে

কুঞ্জশয্যা কর সবে

নিজ নিজ গণ লয়ে—কুঞ্জশয্যা কর সবে

চল সাজাই নিকুঞ্জ

সাজাই সবে মনসাধে

মৃৎকুম্ভ লয়ে কাঁখে

সম্মার্জ্জনী ধরি করে—মৃৎকুম্ভ লয়ে কাঁখে

আবেশে বলে শচীনন্দন

কর হে গুণ্ডিচা মার্জ্জন

গুণ্ডিচা মার্জ্জন কর

(শ্রীগুণ্ডিচা মার্জ্জন আরম্ভ)

গৌরাঙ্গ-আদেশ পাইয়া যত পরিকর।

গুণ্ডিচা মার্জ্জন করে আনন্দ অন্তর ॥

গুণ্ডিচা মার্জ্জন করে

গৌরাঙ্গকিশোরী আমার—গুণ্ডিচা মার্জ্জন করে

গুণ্ডিচা—মার্জ্জন করে গৌরকিশোরী

সঙ্গে লয়ে পারিষদ সহচরী—গুণ্ডিচা—মার্জ্জন করে গৌরকিশোরী

সবাই—গুণ্ডিচা মার্জ্জন করে

সবাই—হরি বলি করে মার্জ্জন

গৌরপ্রেম সরোবর কি অপরূপ মনোহর ॥ ধ্রু ॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রেমবিকারের বারি উঠ্‌তেছে ঢেউ নিরন্তর।
তাতে অদ্বৈত মকর, খেলছে নিরন্তর
তা' দেখে কামকুম্ভীরিণী হতেছে অন্তর
নিত্যানন্দ প্রেম বাতাসেতে, উঠ্‌তেছে ঢেউ অনিবার।
শ্রীবাসাদি গদাধর, ঠাকুর ঠাকুর নরহরি আর
বাসুদেব মুকুন্দদত্ত স্বরূপদামোদর
তারা সবে হংস হয়ে সেই সরোবরে দেয় সাঁতার।
যত নদেনাগরী তারা যায় সারি সারি,
কার হাতে স্বর্ণ ঝারি, কক্ষে গাগরী,
তারা—সরোবরে জলে আনতে গিয়ে ফিরে আসতে নারে আর।
সেই সরোবরেতে কি শোভা হয় তাতে
নীলকমল ঢাকা আছে, রাই স্বর্ণপদ্মেতে।
মধুপানে মত্ত নবীন, মাধাই না পায় কিছু তার।

—o—

ইন্দ্রদ্যুম্ননীরে গোরা পারিষদ সঙ্গে।
মধুর জলকেলি করে প্রেমতরঙ্গে॥

(আইটোটায় গমন)

ইন্দ্রদ্যুম্নে জলকেলি করি গোরারায়।
নিজগণ সঙ্গে লয়ে আইটোটায় যায় ॥

আইটোটায় যায় গৌরহরি

ইন্দ্রদ্যুম্নে স্নান করি—আইটোটায় যায় গৌরহরি (মাতন)

আইটোটায় আসি আমার শ্রীশচীনন্দন।
নিজগণ লইয়া করেন প্রসাদ ভোজন।।

বসাইলা সরি সারি

নিজগণে গৌরহরি—বসাইলা সারি সারি
মহাপ্রসাদ ভোজনরঙ্গে—বসাইলা সারি সারি

মাঝে বসিলেন গৌরহরি

চারিদিকে পারিষদ ঘেরি—মাঝে বসিলেন গৌরহরি

মহাপ্রসাদ করেন ভোজন

নিজগণ সনে শচীনন্দন---মহাপ্রসাদ করেন ভোজন

স্বরূপ গোঁসাই করেন পরিবেশন—মহাপ্রসাদ করেন ভোজন

হরি বলি শ্রীশচীনন্দন—মহাপ্রসাদ করেন ভোজন

আনন্দের পাথার বয়ে যায়

নীলাচলে আইটোটায়—আনন্দের পাথার বয়ে যায়

এই আইটোটার উপবনে—আনন্দের পাথার বয়ে যায়

মহাপ্রসাদ ভোজন-লীলায়—আনন্দের পাথার বয়ে যায় (মাতন)

গৌরহরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল ।।
শ্রীগুরুপ্রেমানন্দে নিতাইগৌরহরিবোল

শ্রীগুণ্ডিচা মার্জ্জন-লীলা সম্পূর্ণ।

—o—

শ্রীশ্রীরথযাত্রা কীর্ত্তন

শ্রীগুরুপ্রেমানন্দে নিতাইগৌর হরিবোল।
ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।

আজুরে শ্রীজগন্নাথের শ্রীগুণ্ডিচা গমন।
হায়রে—হেন দিনে কোথা প্রভু শ্রীরাধারমণ।।

আজ—কার সঙ্গে যাব মোরা

প্রাণগৌরলীলা গাইতে গাইতে—আজ—কার সঙ্গে যাব মোরা

প্রাণগৌরলীলা গাইতে গাইতে—

শ্রীজগন্নাথের রথের সম্মুখে—প্রাণগৌরলীলা গাইতে গাইতে

আজ—কার সঙ্গে যাব মোরা

কীর্ত্তন-নটন-রঙ্গে—কার সঙ্গে যাব মোরা

গৌরের—ভাবোল্লাস-লীলা গাইতে গাইতে—কার সঙ্গে যাব মোরা

আজ—একবার এস হে

নিতাই গৌর প্রেমের পাগল—একবার এস হে

নিতাই গৌর প্রেমাবেশে—একবার এস হে

তোমার—নিজগণ সঙ্গে লয়ে—একবার এস হে

ভাবাবেশে কীর্ত্তন-নটন-রঙ্গে—একবার এস হে

পাগল প্রভু রাধারমণ—একবার এস হে

তেমনি ক'রে এস হে

নিজগণ সঙ্গে লয়ে—তেমনি ক'রে এস হে

নিজগণ সঙ্গে ল'য়ে—

নবদ্বীপ গোবিন্দ গোকুল চৈতন্য—নিজগণ সঙ্গে ল'য়ে

তেমনি ক'রে এস হে

তেমনি ক'রে চল প্রভু

প্রাণগৌর-লীলা গাইতে গাইতে—তেমনি ক'রে চল প্রভু

তোমার—প্রিয়গণ সঙ্গে কীর্ত্তনরঙ্গে—তেমনি ক'রে চল প্রভু

ভাবাবেশে—গৌরলীলা গাইতে গাইতে—তেমনি ক'রে চল প্রভু

ভাবাবেশে—কীর্ত্তন-নটন-রঙ্গে—তেমনি ক'রে চল প্রভু

ভাবাবেশে—কীর্ত্তন-নটন-রঙ্গে—

বাহু দুলাইয়া পদে পদ ছান্দিয়া—ভাবাবেশে—কীর্ত্তন-নটন-রঙ্গে

তেমনি ক'রে চল প্রভু

তোমার আনুগত্যে যাই মোরা—তেমনি ক'রে চল প্রভু

তোমার আনুগত্যে যাই মোরা—

গৌরলীলা গাইতে গাইতে—তোমার আনুগত্যে যাই মোরা

তেমনি ক'রে চল প্রভু

তেমনি ক'রে গাও তুমি

তোমার আনুগত্যে গাইব মোরা—তেমনি ক'রে গাও তুমি

তোমার পিছে পিছে গাইব মোরা—তেমনি ক'রে গাও তুমি

চল প্রাণের রাধারমণ

ভাবাবেশে—গৌরমুখোদ্‌গীর্ণ-কথা কইতে কইতে—চল প্রাণের রাধারমণ

তোমার—পিছে পিছে যাই মোরা

ভাবাবেশে গাইবে তুমি

মহাভাবনিধি হৃদে ধরে—ভাবাবেশে গাইবে তুমি

তোমার আনুগত্যে গাইব মোরা—ভাবাবেশে গাইবে তুমি

কিশোরী আবেশে আমার শ্রীশচীনন্দন।

স্বরূপ রামানন্দে বলে মধুর বচন॥

বলে—ও ললিতে ও বিশাখে

স্বরূপ রামরায়ের কর ধরি বলে—ও ললিতে ও বিশাখে

চল সখি ত্বরা করি

আজ—ব্রজে বিজয়ী শ্যামনাগর—চল সখি ত্বরা করি

ব্রজে বিজয়ী শ্যামনাগর

বহুদিন পরে আজ—ব্রজে বিজয়ী শ্যামনাগর

(শ্রীশ্রীজপিটা মঠ হইতে যাত্রা)

চল যাই দেখি গিয়া

ও ললিতে ও বিশাখে—চল যাই দেখি গিয়া

ব্রজবিজয়ী শ্যামনাগর—চল যাই দেখি গিয়া (মাতন)

(রথের সম্মুখে কীর্ত্তন।)

আবেশে বলে গোরারায়

স্বরূপ রামরায়ের করে ধরি—আবেশে বলে গোরারায়

বলে দেখ দেখ প্রাণসখি

হেলে দুলে আসছে

আমাদের প্রাণ রাধারমণ—হেলে দুলে আসছে

রথোপরি বংশীধারী—হেলে দুলে আসছে

নব অনুরাগ হিল্লোলে—হেলে দুলে আসছে

আজ—নবরসের হিল্লোলে—হেলে দুলে আসছে

গোপীর—মনোরথ পূরাবে ব'লে—হেলে দুলে আসছে

রসময় শ্যামনাগর—হেলে দুলে আসছে

রথে চড়ে আসছে

রাধারমণ বংশীধারী—রথে চড়ে আসছে

গোপীর মনোরথ পূরাইতে—রথে চড়ে আসছে

আসিছে—রথে চড়ে হেলে দুলে

গোপীর মনোরথ পূরাবে ব'লে—আসিছে—রথে চড়ে হেলে দুলে (মাতন)

আসছে ব্রজের মনমথ

পূরাইতে গোপীর মনোরথ—আস্‌ছে ব্রজের মনমথ (মাতন)

তখন—আবেশে রামরায় বলে

ভাবনিধি গোরার মরম জেনে—তখন—আবেশে রামরায় বলে

আবেশে রামরায় করে গানে

ভাবনিধি গোরার মরম জেনে—আবেশে রামরায় করে গানে

আমাদের—**শ্রীরাধারমণ** **রমণীমনমোহন**

শ্রী—বৃন্দাবন বনদেবা।

ঐ---আসছে প্রাণের রাধারমণ

শ্রীবৃন্দাবিপিন বিহারী---ঐ,—আসছে প্রাণের রাধারমণ

রসময় বংশীধারী—ঐ---আসছে প্রাণের রাধারমণ

শ্রী—বৃন্দাবন বনদেবা।

অভিনব রাস **রসিকবর নাগর**

ব্রজ—নাগরীগণ কৃত সেবা॥

নিতুই নিতুই নব নব

আমাদের প্রাণ রাধারমণ—নিতুই নিতুই নব নব

নব নব বিভ্রমশালী

বৃন্দা---বিপিনবিহারী বনমালি—নব নব বিভ্রমশালী

বরজ—যুবতীকুলে দিতে কালী---নব নব বিভ্রমশালী (মাতন)

অভিনব রাস **রসিকবর নাগর**

ব্রজ—নাগরীগণ কৃত সেবা॥

ঐ—হেলে দুলে আসছে

সেই প্রাণের রাধারমণ---ঐ,—হেলে দুলে আসছে

ঐ—রথে চড়ে আসছে

আসছে ব্রজের মনমথ

ব্রজগোপীর—পূরাইতে মনোরথ---আসছে ব্রজের মনমথ (মাতন)

ব্রজ—নাগরীগণ কৃত সেবা॥

নিশিদিশি সেব্যমান

ব্রজনাগরীগণ কৃত-নিশিদিশি সেব্যমান

গোপাল চূড়ামণি

গোপস্ত্রী পরিবেষ্টিত---গোপাল চূড়ামণি

ব্রজ—নাগরীগণ কৃত সেবা॥

ব্রজপতি দম্পতি **হৃদয় আনন্দন**

মা যশোদার নীলমণি

আবেশে রামরায় বলে—মা যশোদার নীলমণি

দণ্ডে দশবার খায় নবনী

বিশুদ্ধ বাৎসল্য প্রেমার বশে—দণ্ডে দশবার খায় নবনী

এসোগো মা যশোদে

এস লয়ে ক্ষীর নবনী

তোমার নীলমণি এল ব্রজে—এস লয়ে ক্ষীর নবনী

তোমার—এল প্রাণের নীলমণি—এস লয়ে ক্ষীর নবনী (মাতন)

দেখে যা মা ও যশোদে

তোর নীলমণি ব্রজে এল---দেখে যা মা ও যাশোদে

ত্বরা করি আয় মা যশোদে

তোর—নীলমণিকে ননী দিতে—ত্বরা করি আয় মা যশোদে (মাতন)

ব্রজপতি দম্পিতি হৃদয়-আনন্দন

নন্দন নবঘন শ্যাম।

মা যশোদার নীলমণি

ঐযে—হেলে দুলে আসছে—মা যশোদার নীলমণি (মাতন)

নন্দহৃদি আনন্দদ

শ্যাম নবজলদ—নন্দহৃদি আনন্দদ

ত্বরায় এস নন্দরায়

আবেশে বলে রামরায়—ত্বরায় এস নন্দরায়

ব্রজে এল শ্যামরায়—ত্বরায় এস নন্দরায়

নয়নাভিরাম

বরজবাসীগণ—নয়নাভিরাম

নবঘনশ্যাম—নয়নাভিরাম

ব্রজাকাশে উদয় হল

ব্রজের—ভাগ্যবশে শ্যামজলদ—ব্রজাকাশে উদয় হল

ভাসাবে ডুবাবে ব'লে—ব্রজাকাশে উদয় হল।

ভাসাবে ডুবাবে ব'লে—

লীলামৃত বরিষণে—ভাবাবে ডুবাবে ব'লে (মাতন)

ব্রজাকাশে উদয় হল

শ্যামজলদ উদয় হল

নবজীবন দিবে ব'লে—শ্যামজলদ উদয় হল

নবজীবন দিবে ব'লে—

বিরহে মৃতপ্রায় ব্রজজনে—নবজীবন দিবে ব'লে

লীলামৃত সিঞ্চিত ক'রে—নবজীবন দিবে ব'লে

শ্যামজলদ উদয় হল

ভাসাবে ডুবাবে ব'লে—শ্যামজলদ উদয় হল (মাতন)

দেখ্ সখী ব্রজাকাশে—শ্যামজলদ উদয় হল

ব্রজ—ভাসাবে ডুবাবে ব'লে—শ্যামজলদ উদয় হল

ব্রজজনে—নবজীবন দিবে ব'লে—শ্যামজলদ উদয় হল (মাতন)

নবজীবন দিবে ব্রজজনে

লীলামৃত বরিষণে—নবজীবন দিবে ব্রজজনে (মাতন)

নন্দন নবঘনশ্যাম।

নন্দীশ্বরপুর পুরট পটাম্বর

ঐ—আসছে ব্রজের কালশশী

নন্দীশ্বর পুরবাসী—ঐ—আসছে ব্রজের কালশশী

গোপীর—বিরহ-তামস-বিনাশী—আসছে ব্রজের কালশশী

পীতাম্বরধর

শ্যামসুন্দর—পীতাম্বরধর

যাইগো শোভার বালাই যাই

ঐ হেলে দুলে আসছে—যাইগো শোভার বালাই যাই

শ্যাম অঙ্গে পীতাম্বর—যাইগো শোভার বালাই যাই

যাই গো শোভার বালাই যাই

যেন—থিরবিজুরি জড়িত নবঘনে

শ্যাম অঙ্গে পীতাম্বর—যেন—থিরবিজুরি জড়িত নবঘনে

নন্দীশ্বর পুর, পুরট পটাম্বর

রামানুজ গুণধাম ।।

বলরামের ছোটভাই

ঐযে রথে চড়ে আসছে—বলরামের ছোটভাই

আসছে ব্রজের কানাই—বলরামের ছোটভাই

আদর ক'রে সদাই ডাকে

কা-কা-কানাইয়া—আদর ক'রে সদাই ডাকে

কা-কা-কানাইয়া—

আরে আরে মেরা ভেইয়া—কা-কা-কানাইয়া (মাতন)

আদর ক'রে সদাই ডাকে

রামানুজ গুণধাম ।।

হেলে দুলে আসছে

লীলামৃতে ডুবাবে ব'লে—হেলে দুলে আসছে

মনোরথ পূরাইবে ব'লে—হেলে দুলে আসছে

রামানুজ গুণধাম ।।

শ্রীদাম সুদাম সুবল সখা সুন্দর

কোথা আছ শ্রীদামসখা

আসছে তোমার প্রাণসখা—কোথা আছ শ্রীদামসখা

শ্যাম ত্রিভঙ্গ-বাঁকা—কোথা আছ শ্রীদামসখা

হেলে দুলে আসছে

দেখ্ সখী চেয়ে দেখ—হেলে দুলে আসছে

শ্রীদামের উচ্ছিষ্টভোজী—হেলে দুলে আসছে

শ্রীদামের উচ্ছিষ্টভোজী

বিশুদ্ধ সখ্য প্রেমার বশে—শ্রীদামের উচ্ছিষ্টভোজী

খেতে খেতে বেঁধে রাখে

বনফল মিঠলাগলে—খেতে খেতে বেঁধে রাখে

বলে---আর ত খাওয়া হল না

এযে বড় মিঠলাগল---বলে---আর ত খাওয়া হল না

আধ থাক ভাই কানাইকে দিব---বলে---আর ত খাওয়া হল না

ধড়ার---অঞ্চলে বেঁধে রাখে

কত যতন ক'রে ধড়ার---অঞ্চলে বেঁধে রাখে

ছুটে এসে তুলে দেয়

বামকরে গলা জড়ায়ে ধ'রে---চাঁদমুখে তুলে দেয়

বলে---ধর ধর খাও কানাই

বড় মিঠ ফল ভাই---খারে আমার প্রাণকানাই

মিঠ লেগেছে তাই খেতে পারি নাই---খারে আমার প্রাণকানাই

শ্রীদামের উচ্ছিষ্টভোজী

ঐ রথে চড়ে আসছে

আবেশে রামরায় বলে

কোথায় আছ শ্রীদাম সখা

ঐ---এল তোমার প্রাণসখা---কোথায় আছ শ্রীদাম সখা

(মাতন)

আবেশে রামরায় বলে

ঐ রথে চড়ে আসছে

শ্রীদাম সুদাম সুবল সখা সুন্দর

সুবল সখা কোথা তুমি

ব্রজে এল শ্যাম গুণমণি---সুবল সখা কোথা তুমি

সুবলের মরম সখা

শ্যাম ত্রিভঙ্গ-বাঁকা---সুবলের মরম সখা

আমাদের---রাইবিরহে প্রাণরাখা---সুবলের মরম সখা

(মাতন)

ব্রজরাখালের পরাণ

কালিয়দমন শ্যাম---ব্রজরাখালের পরাণ

(মাতন)

ঐ রথে চড়ে আসছে

কালিয়দমন শ্যাম---ঐ রথে চড়ে আসছে

শ্রীদাম সুদাম সুবল সখা সুন্দর

চন্দ্রক-চারু-অবতংস।

ঐ—বিনোদ বিনোদ বিনোদ দোলে

আবেশে রামরায় বলে—ঐ—বিনোদ বিনোদ বিনোদ দোলে

দেখ সখি চেয়ে দেখ—ঐ—বিনোদ বিনোদ বিনোদ দোলে

বিনোদিয়ার বিনোদ-চূড়া—ঐ—বিনোদ বিনোদ বিনোদ দোলে

ঐ—বিনোদ-বায়ে বিনোদ-বরিহা—ঐ—বিনোদ বিনোদ বিনোদ দোলে

মূরছি পড়ে ভূমিতলে

ঐ—চূড়ার দোলন দেখে মদন—মূরছি পড়ে ভূমিতলে

ঐ—মকর কুণ্ডল দোলে

যুগলকর্ণে—ঐ—মকর কুণ্ডল দোলে

কুণ্ডল দোলে গো

মকরাকৃতি—কুণ্ডল দোলে গো

মুখ ব্যাদন ক'রে দোলে

ঐ—মকরাকৃতি কুণ্ডল—মুখ ব্যাদন ক'রে দোলে

মনোমীন গিলিবে ব'লে —মুখ ব্যাদন ক'রে দোলে

মনোমীন গিলিবে ব'লে—

বরজ ললনার—মনোমীন গিলিবে ব'লে (মাতন)

মুখ ব্যাদন ক'রে দোলে

গোবিন্দের কানের মকর কুণ্ডল—মুখ ব্যাদন ক'রে দোলে

আস্ত আস্ত মানুষ গিলে

কাঁচা পাকা বাছে না—আস্ত আস্ত মানুষ গিলে

শিখি—চন্দ্রক-চারু-অবতংস।

গোবর্দ্ধন ধর ধরণী সুধাকর

আসছে ব্রজের গিরিধারী

গিরিধারী নাম সার্থক করতে—আসছে ব্রজের গিরিধারী

ধরতে গোপীর বিরহ-গিরি—আসছে ব্রজের গিরিধারী (মাতন)

বামকরে গিরিধরা

ব্রজবাসী রক্ষা করা—বামকরে গিরিধরা

বরজ সুধাকর

লীলামৃত রসপূর—বরজ সুধাকর

তাপ বিমোচন

নন্দকুল চন্দ্রমা—তাপ বিমোচন
ব্রজতরুণী লোচন—তাপ বিমোচন

(মাতন)
ব্রজাকাশে উদয় হল

বরজ সুধাকর—ব্রজাকাশে উদয় হল
সুধা পিয়াইবে ব'লে—ব্রজাকাশে উদয় হল
সুধা পিয়াইবে ব'লে—
উপবাসী গোপীর আঁখিচকোরে—সুধা পিয়াইবে ব'লে

ব্রজাকাশে উদয় হল

দেখ্ সখি চেয়ে দেখ্—ব্রজাকাশে উদয় হল

ব্রজের চাঁদ উদয় হল

দুঃখনিশা পোহাইল—ব্রজের চাঁদ উদয় হল
পিয়াস মিটাবে ব'লে—ব্রজের চাঁদ উদয় হল
পিয়াস মিটাবে ব'লে—
ব্রজগোপী চকোরিণীর—পিয়াস মিটাবে ব'লে
প্রেমসুধা বরিষণে—পিয়াস মিটাবে ব'লে
লীলামৃত বরিষণে—পিয়াস মিটাবে ব'লে

শ্যামজলদ উদয় হল

দেখ্ সখি ব্রজাকাশে—শ্যামজলদ উদয় হল
বিরহ অগ্নি নিভাবে ব'লে—শ্যামজলদ উদয় হ'ল
বিরহ অগ্নি নিভাবে ব'লে—
লীলামৃত বরিষণে—বিরহ অগ্নি নিভাবে ব'লে

শ্যামজলদ উদয় হল

পিয়াস মিটাবে ব'লে—শ্যামজলদ উদয় হল

পিয়াস মিটাবে ব'লে—
ব্রজগোপী চকোরিণীর—পিয়াস মিটাবে ব'লে
প্রেমসুধা বরিষণে—পিয়াস মিটাবে ব'লে

শ্যামজলদ উদয় হল
সিঞ্চে চৌদ্দ ভুবনে

লীলামৃত বরিষণে—সিঞ্চে চৌদ্দ ভুবনে

ব্রজের চাঁদ উদয় হল
বরজ সুধাকর

ব্রজাকাশে শোভা পায়—বরজ সুধাকর
লীলামৃত রসপূর—বরজ সুধাকর

পিয়াইবে ব্রজজনে

লীলামৃত বরিষণে—পিয়াইবে ব্রজজনে (মাতন)

গোবর্দ্ধনধর ধরণী সুধাকর
মুখরিত মোহন বংশ॥

ঐযে—আসছে প্রাণের রাধারমণ

আবেশে রামরায় বলে—ঐযে—আসছে প্রাণের রাধারমণ

মৃত ব্রজ পাইল প্রাণে

ঐযে শ্যামের বাঁশী বাজে—মৃত ব্রজ পাইল প্রাণে
মোহন মুরলী-গানে—মৃত ব্রজ পাইল প্রাণে

বেণুবাদনপর

নবকৈশোর নটবর—বেণুবাদনপর
গোপবেশ বেণুকর—বেণুবাদনপর
গোপবেশ বেণুকর—
নবকৈশোর নটবর—গোপবেশ বেণুকর (মাতন)

বেণুবাদনপর
সেই তো আসছে

যে বেণু বাজাইত—সেই তো আসছে
রথোপরি হেলে দুলে—সেই তো আসছে

যে বেণু বাজাইত

ধীরসমীরে যমুনাতীরে—যে—বেণু বাজাইত
বংশীবটতটে—যে—বেণু বাজাইত
বংশীবটতটে—
ধীরসমীরে যমুনা নিকটে—বংশীবটতটে

যে—বেণু বাজাইত

ললিত-ত্রিভঙ্গঠামে—যে—বেণু বাজাইত
ললিত-ত্রিভঙ্গঠামে—
বংশীবট হেলনে—ললিত-ত্রিভঙ্গঠামে

যে—বেণু বাজাইত
বেণু বাজায় গো

মধুর পঞ্চম তানে—বেণু বাজায় গো
ললিত-ত্রিভঙ্গঠামে—বেণু বাজায় গো

চৌদ্দ ভুবন আকর্ষিত

প্রাণবঁধুর বেণুরবে—চৌদ্দ ভুবন আকর্ষিত
সেই মধুর বেণুরবে—চৌদ্দ ভুবন আকর্ষিত

প্রাণপনে প্রাণ টানে

সেই মধুর বেণুরবে—প্রাণ পনে প্রাণ টানে

জগবাসীর প্রাণ টানে

বেণুর ধ্বনি পশি শ্রবণে—জগবাসীর প্রাণ টানে
ধ্বনি পশিয়া মরমস্থানে—জগবাসীর প্রাণ টানে
যমুনা পুলিন পানে—জগবাসীর প্রাণ টানে

লক্ষ্মীদেবীর প্রাণ টানে
যোগী যোগ ভুলে গো

মুনিজনার ধ্যান টলে—যোগী যোগ ভুলে গো
মোহন মুরলী গানে—যোগী যোগ ভুলে গো

হয়—সচল অচল অচল সচল

মুখোদ্গীর্ণ বেণুরবে—হয়—সচল অচল অচল সচল

পবনের গতি রোধ হয়
গিরিরাজ চলে গো

পবনের গতি স্থির হয়—গিরিরাজ চলে গো

হয়—সচল অচল অচল সচল

তরল কঠিন কঠিন তরল—হয়—সচল অচল অচল সচল

যমুনার জল কঠিন হয়

মোহন বেণুগানে—যমুনার জল কঠিন হয়

পাষাণ গলিয়া যায়

যমুনার জল ঘন হয়—পাষাণ গলিয়া যায়
মোহন মুরলী রবে—পাষাণ গলিয়া যায় (মাতন)

বিপরীত ধর্ম্ম ধরে

মোহন মুরলী স্বরে—বিপরীত ধর্ম্ম ধরে

হয়—তরুলতা পুলকিত

মুরলীর গানে—হয়—তরুলতা পুলকিত

হয়—পুষ্পিত ফলিত

নব নব ফুল ফলে—হয়—পুষ্পিত ফলিত

হয়—শুষ্কতরু মুঞ্জরিত

মুরলীর গানে—হয়—শুষ্কতরু মুঞ্জরিত

যমুনা উজান চলে

মোহন মুরলী রোলে—যমুনা উজান চলে
উত্তাল তরঙ্গ ছলে—নেচে নেচে উজান চলে (মাতন)

মকর মীন নাচে গো

যমুনার জলে হেলে দুলে—মকর মীন নাচে গো (মাতন)
যমুনার জলে হেলে দুলে—
মোহন মুরলী রোলে—যমুনার জলে হেলে দুলে (মাতন)

মকর মীন নাচে গো
ত্যজি নিজ কুলে গো

ধায়---কাননে ব্রজকামিনী---ত্যজি নিজ কুলে গো
ধায়---কাননে ব্রজকামিনী---
প্রাণবল্লভ কৃষ্ণ ব'লে---ধায় কাননে ব্রজকামিনী

(মাতন)

ত্যজি নিজ কুলে গো

আসছে প্রাণের রাধারমণ

ব্রজগোপীর মনোহরণ---আসছে প্রাণের রাধারমণ

মুখরিত মোহন বংশ ॥

সেই ত আসছে

কালিয় দমন গমন জিতি কুঞ্জর

সার্থক করতে আসছে

কালিয় দমন নাম---সার্থক করতে আসছে
কাম কালিয় দমন ক'রে---কালিয়া দমন নাম

সার্থক করতে আসছে

নিশিদিশি জ্বলছে

ফণীর দংশনে---নিশিদিশি জ্বলছে
বিরহ ফণীর দংশনে---নিশিদিশি জ্বলছে

দমন করতে আসছে

আজ ব্রজে কালিয় দমন---দমন করতে আসছে
ব্রজ গোপীর বিরহ-ফণী---দমন করতে আসছে

কালিয় দমন গমন জিতি কুঞ্জর

কুঞ্জরচিত রতিরঙ্গ ॥

আবার খেলা খেলবে

নিকুঞ্জবিহারী এল---আবার খেলা খেলবে

আবার সুখে বিহরিবে

আমাদের কিশোরী সনে---আবার সুখে বিহরিবে

(মাতন)

আসছে প্রাণের রাধারমণ

সাক্ষাৎ মন্মথ মনমথ

ব্রজগোপীর প্রাণনাথ---সাক্ষাৎ মন্মথ মনমথ

মনমথের মন মথে

চড়ি গোপীর মনোরথে—মনমথের মন মথে

আবেশে রামরায় বলে
ঐ—আসছে ব্রজের মনমথ

গোপীর মনোরথ পূরাইতে —ঐ—আসছে ব্রজের মনমথ

কুঞ্জরচিত রতিরঙ্গ।

অপ্রাকৃত নবীন মদন

আমদের প্রাণ রাধারমণ—অপ্রাকৃত নবীন মদন

নাম ধরে মদনমোহন

কন্দর্প দর্পহারী—নাম ধরে মদনমোহন
রাস রসবিহারী—নাম ধরে মদনমোহন

কেলিরস বিনোদিয়া

নাগর রসিয়া—কেলিরস বিনোদিয়া

কেলিরস তৎপর

রাস রসিকবর—কেলিরস তৎপর

কেলিরস ভূপতি
(মাতন)

শৃঙ্গার রসময় মূরতি—কেলিরস ভূপতি
হেলে দুলে আসছে —কেলিরস ভূপতি

আবেশে রামরায় বলে
ঐ—রথে চড়ে আসছে
বালাই লয়ে মরে যাই

কিবা রথের মাধুরী—বালাই লয়ে মরে যাই

শুনি রামরায়ের বাণী
(মাতন)

শ্রীগৌরাঙ্গগুণমণি—শুনি রামারায়ের বাণী

রামারায়ের কথা শুনে
ভাবাবেশে গৌর নাচে
কিশোরী আবেশে ভোরা

ভাবনিধি গৌরাঙ্গ আমার—কিশোরী আবেশে ভোরা

গৌর নাচে রাধাভাবে

(মাতন)

শ্রীজগন্নাথের রথের আগে—গৌর নাচে রাধাভাবে

নীলাচলে জগন্নাথ রায়।

আনন্দের আর সীমা নাই

রথযাত্রায় নীলাচলে—আনন্দের আর সীমা নাই

আমরি—**নীলাচলে জগন্নাথ রায়।**

গুণ্ডিচা মন্দিরে চলি যায়॥

অপরূপ রথের সাজনী।

তাহে চড়ি যায় যদুমণি॥

দেখিয়া আমার গৌরহরি।

এই—রথের আগে দাঁড়াইয়া

কিশোরীভাবে ভোরা গোরা—এই—রথের আগে দাঁড়াইয়া

দেখিয়া আমার গৌরহরি।

নিজগণ লইয়া এক করি॥

আমার—গৌরাঙ্গ কিশোরী

রথে দেখি প্রাণ বংশীধারী—আমার—গৌরাঙ্গ কিশোরী

লয়ে পরিকর সব সহচরী—আমার—গৌরাঙ্গ কিশোরী

মাল্য চন্দন সবে দিয়া।

উল্লাসে সাজল সবে

সাজল সবে নবোল্লাসে

দেখি গৌরের কিশোরী আবেশে—সাজল সবে নবোল্লাসে

মনোমত ভাবোল্লাসে—সাজল সবে নবোল্লাসে

সাজল—গৌরগণ সব গোপনারী

মাল্য চন্দন পরি—সাজল—গৌরগণ সব গোপনারী

মাল্য চন্দন সবে দিয়া।

জগন্নাথ নিকটে যাইয়া॥

পরিকর ঘেরা গৌরহরি

যেন—সহচরী মাঝে রাইকিশোরী—পরিকর ঘেরা গৌরহরি

যেন—সহচরী মাঝে ভানুদুলারী—পরিকর ঘেরা গৌরহরি

করে লীলা গৌরহরি

জগন্নাথ নিকটে যাইয়া ॥

রথ বেড়ি সাত সম্প্রদায় ।

কীর্ত্তন করয়ে গোরারায় ॥

হল পৃথক পৃথক মণ্ডলী

শ্রীজগন্নাথের রথ ঘেরি—হ'ল পৃথক পৃথক মণ্ডলী

করল—বরজ আলি মণ্ডলী ঘেরি—হল পৃথক পৃথক মণ্ডলী

সবারি মাঝে ভানুদুলারী—হল পৃথক পৃথক মণ্ডলী

রথ বেড়ি সাত সম্প্রদায় ।

সবাই আনন্দে নাচে গায়

রথ বেড়ি সাত সম্প্রদায়—সবাই আনন্দে নাচে গায় (মাতন)

নেচে নেচে নেচে যায়

ভাবাবশে গোরারায়—নেচে নেচে নেচে যায়

গৌরাঙ্গ কিশোরী আমার—নেচে নেচে নেচে যায়

প্রেমদিঠে জগন্নাথ বদন চায়—নেচে নেচে নেচে যায়

রথ বেড়ি সাত সম্প্রদায় ।

যেন—সাত রথিয়া সাত সম্প্রদায়

ললিতা যুথ আছে সেবায়—যেন—সাত রথিয়া সাত সম্প্রদায় (মাতন)

কীর্ত্তন করয়ে গোরারায় ॥

ভাব অনুকূল গান গায়

যত পরিকর মেলি—ভাব অনুকূল গান গায়

ভাবনিধি গোরারায়—ভাব অনুকূল গান গায় (মাতন)

ভাবনিধি গোরারায়—

যত পরিকর মেলি—ভাবনিধি গোরারায়

ভাব অনুকূল গান গায়

ভাবনিধির বদন চেয়ে—ভাব অনুকূল গান গায়

আবেশে বলে গোরারায়

ঐ জগন্নাথের বদন চেয়ে—আবেশে বলে গোরারায়
স্বরূপ—রামরায়ের করে ধরি—আবেশে বলে গোরারায়

শুন শুন প্রাণসখী

আমি সেই ত পরাণনাথ পাইনু।
যার লাগি মদন-দহনে দহি গেনু॥

আমার—এই ত সেই পরাণ বঁধু

যার লাগি সদা ঝুরে মরি—এই ত সেই পরাণ বঁধু

এত বলি—গৌর নাচে হেলে দুলে

জগন্নাথের রথের আগে—গৌর নাচে হেলে দুলে

গৌর কিশোরী নাচে হেলে দুলে

পরাণনাথ পাইনু ব'লে—গৌর কিশোরী নাচে হেলে দুলে (মাতন)

আজানুলম্বিত বাহু তুলি।
ঘন ঘন হরি হরি বলি॥

নাচে গৌরাঙ্গ কিশোরী

জগন্নাথের রথের আগে—নাচে গৌরাঙ্গ কিশোরী
শ্রীজগন্নাথের বদন চেয়ে—নাচে গৌরাঙ্গ কিশোরী

ঘন ঘন হরি হরি বলি॥
গগন ভেদিল সেই ধ্বনি।
অন্য আর কিছুই না শুনি॥

গগন ভেদি উঠিল রোল

কেবল—হরি হরি হরিবোল—গগন ভেদি উঠিল রোল (মাতন)

আনন্দের পাথার বয়ে যায়

রথযাত্রায় এই নীলাচলে—আনন্দের পাথার বয়ে যায়

কীর্ত্তনে বিহরে গোরারায়
কীর্ত্তন করয়ে গোরারায়

আজানুলম্বিত বাহু তুলি।
ঘন ঘন হরি হরি বলি॥

জগন্নাথের— বদন চেয়ে বলে হরি

রাধাভাবে ভোরা গৌরহরি— বদন চেয়ে বলে হরি
অঙ্গ পুলকে ভোরা নয়নে বারি— বদন চেয়ে বলে হরি

আজানুলম্বিত বাহু তুলি।
ঘন ঘন হরি হরি বলি॥

যেন—আনন্দ উল্লাস ধ্বনি

মুখে হরিবোল ধ্বনি শুনি—আনন্দ উল্লাস ধ্বনি
গৌরহরির মুখে হরিবোল ধ্বনি—আনন্দ উল্লাস ধ্বনি
পরাণনাথ পাইনু ব'লে—আনন্দ উল্লাস ধ্বনি

ঘন উঠে হরিহরি বুলি
প্রকট হইল ভাবাবলী

আমার—শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি অঙ্গে—প্রকট হইল ভাবাবলী
মুখে হরিবোল বুলি—প্রকট হইল ভাবাবলী (মাতন)

হরিবোল হরিবোল

উল্লাসে গৌরহরি বলে—হরিবোল হরিবোল
যা শুনে সবে হইল পাগল—হরিবোল হরিবোল

গগন ভেদিল সেই ধ্বনি
হ'ল—চৌদ্দ ভুবন আকর্ষিত

গৌর—মুখোদ্গীর্ণ নামের রোলে—হ'ল—চৌদ্দ ভুবন আকর্ষিত

উঠিল রোল ব্রহ্মাণ্ড ভেদি
প্রাণপণে প্রাণ টানিল

নামের ধ্বনি পশিয়া কানে—প্রাণপণে প্রাণ টানিল
পশিয়া মরম স্থানে—প্রাণপণে প্রাণ টানিল

গৌর মুখোদ্গীর্ণ নামের ধ্বনি

পশিয়া মরম স্থানে—গৌর মুখোদ্গীর্ণ নামের ধ্বনি

প্রাণপণে প্রাণ টানিল
জগবাসীর প্রাণ টানিল

শ্রীনীলাচল পানে—জগবাসীর প্রাণ টানিল

ঘন ঘন হরি হরি ধ্বনি।
অন্য আর কিছুই না শুনি।।

গগন ভেদি উঠিল রোল

হরি হরি হরিবোল—গগন ভেদি উঠিল রোল (মাতন)

সকলি হইল নামময়

গৌর মুখোদ্গীর্ণ নাম—সকলি হইল নামময়
অন্যকথা কেহ না কয়—সকলি হইল নামময়

নিতাই অদ্বৈত হরিদাস।
নাচে বক্রেশ্বর শ্রীনিবাস।।

সবারি মুখে মৃদু হাস
সে হাসি নয় প্রেমোচ্ছাস

পরাণ-গৌরাঙ্গগণের—সে হাসি নয় প্রেমোচ্ছাস

সবারি মুখে মৃদু হাস

দেখি গোরার ভাবোল্লাস—সবারি মুখে মৃদু হাস (মাতন)

আছে নিতাই কাছে কাছে

ভাবাবেশে গৌর নাচে—আছে নিতাই কাছে কাছে

দু'দিকে দু'জন আছে

হরিদাস আছে পাছে—দু'দিকে দু'জন আছে
ভাবাবেশে গৌর নাচে—দু'দিকে দু'জন আছে

দু'দিকে দু'জন আছে

প্রভু নিতাই আর সীতানাথ—দু'দিকে দু'জন আছে
আজানুলম্বিত বাহু পসারি—দু'দিকে দু'জন আছে

বাহু পসারি আগুলিছে

প্রাণ গৌর ঢলে পড়ে পাছে—তাই—বাহু পসারি আগুলিছে (মাতন)

ভাব অনুকূল গান করে

সবে নিযুক্ত নিজ সেবায়

মুকুন্দ স্বরূপ রামরায়—সবে নিযুক্ত নিজ সেবায়

ভাব অনুকূল রসগায়—সবে নিযুক্ত নিজ সেবায়

ভাব বুঝি করে রস গান

হেরি—ভাবনিধির চাঁদবয়ান—ভাব বুঝি করে রস গান

মুকুন্দ স্বরূপ রামরায়।

মন বুঝি উচ্চৈঃস্বরে গায়।।

যাতে—সুখ পায় গোরা গুণমণি

নব কোকিলা জিনি কণ্ঠ শুনি'—যাতে—সুখ পায় গোরা গুণমণি

সবাই—কোকিলা-কল ভাষিণী

আমার—গৌরগণ সব ব্রজরমণী—সবাই—কোকিলা-কল ভাষিণী (মাতন)

মন বুঝি উচ্চৈঃস্বরে গায়।।

গায়—গোবিন্দ মাধব বাসুঘোষ।

যার গানে অধিক সন্তোষ।।

বসু রামানন্দ নরহরি।

গদাধর পণ্ডিতাদি করি।।

তাঁরা—আস্বাদিছে নব মাধুরী

দেখে—কিশোর হয়েছে কিশোরী—তাঁরা—অস্বাদিছে নব মাধুরী

কিশোর হয়েছে কিশোরী—

আজ—জগন্নাথের বদন হেরি—কিশোর হয়েছে কিশোরী

তাই—অস্বাদিছে নব মাধুরী

বসু রামানন্দ নরহরি।

আস্বাদিছে নরহরি

নাগর নাগরী হয়ে যে মাধুরী—আস্বাদিছে নরহরি

কিশোরীর প্রেম-মাধুরী—আস্বাদিছে নরহরি

বলছে—মধুমতী নরহরি

গদাধর কিশোরীর চিবুক ধরি—বলছে—মধুমতী নরহরি

হরিদাস আছে পাছে

নিতাই নাচে কাছে কাছে

হেমদণ্ড বাহু পসারিয়া—নিতাই নাচে কাছে কাছে

প্রাণগৌর ঢলে পড়ে পাছে—তাই নিতাই নাচে কাছে কাছে (মাতন)

আজ—সীতানাথ হরি বলে

গৌরাঙ্গবদন হেরে—আজ সীতনাথ হরি বলে

নিতাই অদ্বৈত হরিদাস।

নাচে বক্রেশ্বর শ্রীনিবাস।।

অনিমিখে বদন চেয়ে

রাধাভাবে ভোরা প্রাণগৌরাঙ্গের—অনিমিখে বদন চেয়ে

নাচে বক্রেশ্বর শ্রীনিবাস।

মুকুন্দ স্বরূপ রামরায়।।

গৌর—বদন পানে চেয়ে আছে

অনিমিখে প্রাণ গৌরাঙ্গের—বদন পানে চেয়ে আছে

ভাব জেনে গান করবে বলে—বদন পানে চেয়ে আছে

ভাব জেনে গান করবে বলে—

ভাবনিধি প্রাণগৌরাঙ্গের—ভাব জেনে গান করবে বলে

মুখেতে ভাবের বিকাশ হলে—ভাব জেনে গান করবে বলে

বদন পানে চেয়ে আছে

মুকুন্দ স্বরূপ রামরায়।

মন বুঝি উচ্চৈঃস্বরে গায়।।

ভাব অনুকূল গান করে

ভাবনিধির ভাব পুষ্টির লাগি—ভাব অনুকূল গান করে

মন বুঝি উচ্চৈঃস্বরে—ভাব অনুকূল গান করে

ভাবনিধির মরম জেনে—ভাব অনুকূল গান করে

ভাবনিধির মরম জেনে—

চেয়ে রসের বদন পানে—ভাবনিধির মরম জেনে

তোর,—মাধুরীর বালাই লয়ে মরি

ওগো প্রাণ রাইকিশোরী—তোর—মাধুরীর বালাই লয়ে মরি

বলে—কি মাধুরী মরি মরি

বলিহারি যাই রাইকিশোরী—বলে—কি মাধুরী মরি মরি

বলিহারি যাই কিশোরী—

নাগরে কৈলি নাগরী—বলিহারি যাই রাইকিশোরী

বলে—কি মাধুরী মরি মরি

বঁধুকে বরণ ধরাইলি—বলে—কি মাধুরী মরি মরি

বসু রামানন্দ নরহরি।

গদাধর-পণ্ডিতাদি করি।।

আস্বাদিছেন গদাধর

কাছে থেকে বদন চেয়ে—আস্বাদিছেন গদাধর

বলে—কি শোভা হয়েছে মরি মরি

গৌর পানে চেয়ে বলে—কি শোভা হয়েছে মরি মরি

পরাণ—বঁধু আমার বরণ ধরি—কি শোভা হয়েছে মরি মরি

গদাধর-পণ্ডিতাদি করি।।

দ্বিজ হরিদাস বিষ্ণুদাস।

যা সবার গানেতে উল্লাস।।

এই মত কীর্ত্তন নর্ত্তনে।

কতদূর করিলা গমনে।।

এ সবার পদরেণু আশ।

নিরখয়ে বৈষ্ণবের দাস।।

গৌর নাচে হেলে দুলে

শ্রীজগন্নাথের রথের আগে—গৌর নাচে হেলে দুলে

পরাণ বঁধু পাইনু ব'লে—গৌর নাচে হেলে দুলে

আজ—জগন্নাথ ধেয়ে চলে

গৌরমাধুরী আস্বাদিবে ব'লে—আজ—জগন্নাথ ধেয়ে চলে

কখনও ত দেখে নাই

আপন স্বরূপে কি মাধুরী---কখনও ত দেখে নাই

আস্বাদে নাই নিজ মাধুরী

তা হতে অধিক মাধুরী

রাই সঙ্গে জড়াজড়ি---তা হতে অধিক মাধুরী

জগন্নাথ হল মুগ্ধ

রাই জড়িত স্বরূপ দেখে—জগন্নাথ হল মুগ্ধ

আজ—পাগল হয়ে ছুটে রে

সেই—নব মাধুরী ভোগ করিতে—পাগল হয়ে ছুটে রে

গৌর নাচে প্রেমভরে

আপনি নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল।

আগে নাচাইয়া নিজজনে

আজ—সবাকারে নাচাইয়া

ভাবনিধি প্রাণগৌর আমার---আজ---সবাকারে নাচাইয়া

সাত সম্প্রদায় করি—আজ—সবাকারে নাচাইয়া

নিজগণে নাচাইয়া

আপনি নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল।

এযে বড় বিরোধ কথা

আপনি না নাচিলে কি নাচান যায়—এযে বড় বিরোধ কথা

তবে—কেমন ক'রে নাচাইল

আপনি নাচিল না—তবে---কেমন ক'রে নাচাইল

প্রতি- প্রাণে নেচেছে গোরা

ভিতরে ভিতরে নেচেছে গোরা—প্রতি প্রাণে নেচেছে গোরা

তাঁরা সবাই নেচেছে

নাটুয়া গৌর হৃ'দে ধ'রে তাঁরা—সবাই নেচেছে

আবার গৌরের—বাহিরে নাচিতে সাধ হয়েছে

ভিতরে নাচি নাচাইয়া—বাহিরে নাচিতে সাধ হয়েছে

জগৎ নাচাবে ব'লে—আবার গৌরের—বাহিরে নাচিতে সাধ হয়েছে

আপনি নাচিতে যাবে প্রভুর মন হৈল।

গৌর আমার—**সাত সম্প্রদায় সব একত্র করিল।।**

মনসাধে নাচবে ব'লে

সব পরিকর মিলি—মনসাধে নাচবে ব'লে

নাচবে ব'লে সবার সাথে

একত্র কৈল সম্প্রদায় সাতে—নাচবে ব'লে সবার সাথে

উদ্দীপ্ত নৃত্যে প্রভু ছাড়িয়া হুঙ্কার।

চক্রভ্রমি ভ্রমে যেন আলাত আকার।।

আবেশে নাচে গোরারায়

এক করি সাত সম্প্রদায়—আবেশে নাচে গোরারায়

জগন্নাথের বদন চেয়ে—আবেশে নাচে গোরারায়

হুঙ্কার গর্জ্জন করি—আবেশে নাচে গোরারায়

আলাত চক্রের প্রায়—আবেশে নাচে গোরারায়

উথলিছে আনন্দ পাথার

বহুদিন পরে বঁধুর বদন হেরে—উথলিছে আনন্দ পাথার

চক্রভ্রমি ভ্রমে যেন আলাত আকার।।

নৃত্যে যাঁহা যাঁহা পড়ে প্রভুর পদতল।

সসাগরা শৈল মহী করে টলমল।।

ধরণী প্রেমে টলমল করে

শ্রীগৌরাঙ্গ পদভারে—ধরণী প্রেমে টলমল করে

ধরণী—টলমল হয় প্রেমার ভরে

প্রাণগৌরাঙ্গ হৃদে ধরে—ধরণী—টলমল হয় প্রেমার ভরে (মাতন)

মহাভাবনিধি হৃদে ধরে—ধরণী—টলমল হয় প্রেমার ভরে

বিবর্ত্ত বিলাস-রঙ্গ হৃদে ধরে—ধরণী—টলমল হয় প্রেমার ভরে

আজ—আনন্দ আর ধরে না রে

ভাগ্যবতী নীলাচল ভূমির—আজ—অনন্দ আর ধরে না রে

জড়াজড়ি-মূরতি হৃদে ধরে—আজ—আনন্দ আর ধরে না রে

ধরণী প্রেমার ভরে টলমল হয়।

যাঁহা পদ পড়ে ধরু পঙ্কজ হিয়ায়॥

আপনি ফুটে উঠে কমল

যাঁহা পড়ে গোরা পদতল—আপনি ফুটে উঠে কমল

ধরণী গৌর সেবা করিছে

আপনাকে কঠিন জানি—ধরণী গৌর সেবা করিছে

কমল হয়ে কোমল হিয়ায় ধরিছে—ধরণী গৌর সেবা করিছে (মাতন)

ধরণী—হৃদয়-কমল বিছায়ে দেয়

গৌরপদ-কমল ধরবে ব'লে—ধরণী—হৃদয়-কমল বিছায়ে দেয়

আজি—জগত হইল প্রেমময়

প্রেমাবতার নিতাই গৌরের কৃপায়—আজি—জগত হইল প্রেমময়

জগভরি সব কৈল আলী

ওযে—নাগরীর নাগরালী—জগভরি সব কৈল আলী

শৈল মহী আদি করি—জগভরি সব কৈল আলী

গোপীভাবে বিভাবিত হল

স্বরূপ জাগান স্বরূপের বলে—গোপীভাবে বিভাবিত হল

মহাপ্রেমে মত্ত কৈল

হেমদণ্ড বাহু তুলে—মহাপ্রেমে মত্ত কৈল

নাগরের পদতালে—মহাপ্রেমে মত্ত কৈল

কত রূপে করিছে দান

কীর্ত্তন-নটন-রঙ্গে—কত রূপে করিছে দান

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রেমে ভাসে

কীর্ত্তন-নটন-রঙ্গে—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রেমে ভাসে

নৃত্যে যাঁহা যাঁহা পড়ে পহুঁর পদতল।

সসাগরা শৈলমহী করে টলমল॥

শৈলমহী টলমল করে

মহাভাবনিধির পদভারে—শৈলমহী টলমল করে

স্তম্ভ স্বেদ পুলকাশ্রু কম্প বৈবর্ণ্য।
নানা ভাববিকার তাহে গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য ॥

গৌর অঙ্গে হল প্রকট

মহাভাবাবলীত যত—গৌর- অঙ্গ হল প্রকট

স্বর্ণবর্ণ হল বিবর্ণ

শ্রীজগন্নাথের বদন চেয়ে—স্বর্ণবর্ণ হল বিবর্ণ

গৌর অঙ্গে হল বিকাশ

কিশোরী-ভাবেতে ভোরা—গৌর অঙ্গে হল বিকাশ
নানা ভাবাবলী—গৌর অঙ্গে হ'ল বিকাশ
শ্রীজগন্নাথের বদন চেয়ে—গৌর অঙ্গে হল বিকাশ
সঞ্চারিভাব সব—গৌর অঙ্গে হল বিকাশ

গৌর নাচে প্রেমভরে

মহাভাবাবলী ভুষণ পরে—গৌর নাচে প্রেমভরে

মনসাধে সেবা করে

সাত্ত্বিক বিকার যত—মনসাধে সেবা করে
বিবর্ত্তে বিলাসময় অঙ্গে—মনসাধে সেবা করে

কখনও ত পায় নাই

স্বভাবেতে পেয়েছে—কখনও ত পায় নাই
বিপরীত স্বরূপেতে—কখনও ত পায় নাই

তাই,—মনসাধে সেবা করে
গৌর নাচে প্রেমভরে

দেখিয়া প্রভুর নৃত্য জগন্নাথ হাসে।

জগন্নাথের আনন্দিত মন

দেখি গোরার কীর্ত্তন-নটন—জগন্নাথের আনন্দিত মন

কখনও ত দেখে নাই

এই নব নটনমাধুরী—কখনও ত দেখে নাই
জড়াজড়ি নটনমাধুরী—কখনও ত দেখে নাই

মনে মনে গণে রে

এ কি অপরূপ প্রকাশ—মনে মনে গণে রে

একে ত যুগল

তাতে আবার বিপরীত

শুধু বিবর্ত্ত নয়

বিবর্ত্তে বিলাস রঙ্গময়—শুধু বিবর্ত্ত নয়

দেখিয়া প্রভুর নৃত্য জগন্নাথ হাসে।

সে আনন্দে ভাসি যায় যদুনাথ দাসে।।

গৌর নাচে প্রেমভরে

অপরূপ রথ-আগে

নাচে গোরারায় সবে মিলি গায়

কত শত মহাভাগে।।

যেমন নাচে তেমনি গায়

ভাবাবেশে গোরারায়—যেমন নাচে তেমনি গায়

পরিকরগণ ভাব অনুকুল—যেমন নাচে তেমনি গায়

ভাব হৃদয়ে ক'রে উদয়—যেমন নাচে তেমনি গায়

ভাবনিধির নটন হেরে—যেমন নাচে তেমনি গায়

নাচে গোরারায় সবে মিলি গায়

কতশত মহাভাগে।।

গান করে অনুরাগে

যত—ভাগ্যবান গৌরাঙ্গগণ—গান করে অনুরাগে

প্রেমদিঠে চেয়ে গোরার দিকে—গান করে অনুরাগে (মাতন)

নাচে গোরারায় সবেমিলি গায়

কতশত মহাভাগে।।

ভাবেতে অবশ কি রাতি দিবস

ভাবে মত্ত গোরাশশী

নাহি জানে দিবা নিশি—ভাবে মত্ত গোরাশশী

আবেশে কিছু না জানে।

নাহি জানে দিবা কি রাতি

ভাবনিধি গৌরাঙ্গ আমার—নাহি জানে দিবা কি রাতি
কিবা রাতি কিবা দিন—নাহি জানে দিবা কি রাতি
ভাবে ভোরা প্রাণগোরা—নাহি জানে দিবা কি রাতি
মহা—ভাব-স্বরূপিণীর ভাবে মাতি—নাহি জানে দিবা কি রাতি
প্রাণগোরা মহাভাবে মাতি—নাহি জানে দিবা কি রাতি (মাতন)

ভাবেতে অবশ কি রাতি দিবস
আবেশে কিছু না জানে।
জগন্নাথ-মুখ হেরি' মহাসুখ
নাচে গর গর মনে।।

আবেশে স্বরূপ রামরায় গায়

ভাব জেনে অনুকূল পদ—আবেশে স্বরূপ রামরায় গায়

এই ভাব গোরার মনে

আমার পরাণ বঁধু পেলাম—এই ভাব গোরার মনে

ভাব জেনে স্বরূপ করে গানে

চেয়ে—ভাবনিধির বদন পানে—ভাব জেনে স্বরূপ করে গানে

সেই ত পরাণনাথ পাইলাম

যার লাগি জ্বলিলাম—সেই ত পরাণনাথ পাইলাম (মাতন)

জগন্নাথ মুখ, হেরি মহাসুখ
নাচে গর গর মনে।।

বলে— পাইনু বংশীবদনে

রাধাভাবে গোরার এইভাব মনে—বলে— পাইনু বংশীবদনে
রথে জগন্নাথ হেরি—বলে— পাইনু বংশীবদনে

খোল করতাল কীর্ত্তন রসাল
ঘন ঘন হরিবোল।

ঘন ঘন হরিবোল

সবাই মিলে উচ্চৈঃ স্বরে বলে—ঘন ঘন হরিবোল
রথের আগে উচ্চরোল—ঘন ঘন হরিবোল
গগনভেদি উঠিল রোল—ঘন ঘন হরিবোল (মাতন)

গগনভেদি উঠিল রোল

গৌরমুখোদ্গীর্ণ হরিবোল---গগনভেদি উঠিল রোল (মাতন)

জয় জয় ধ্বনি সুর নর মুনি

গগনে উঠিল রোল—॥

যাই গো মোরা বলিহারি

প্রেমাবতার গৌরহরি—যাই গো মোরা বলিহারি

স্বরগে বলে সুর নর নারী---যাই গো মোরা বলিহারি

আ' মরি মরি কি মাধুরী

একে রাইকানু জড়াজড়ি—আ' মরি মরি কি মাধুরী

আজ,---নীলাচলে এ কি হেরি

পথের মাঝে সেই রঙ্গ

যা নিভৃত নিকুঞ্জে ছিল—পথের মাঝে সেই রঙ্গ

নীলাচল পথে হল প্রকট

যা নিকুঞ্জে ছিল গুপ্ত—নীলাচল পথে হল প্রকট

না হবে বা কেন রে

এ যে অতিগূঢ় নীলাচল---না হবে বা কেন রে

গুপত কুঞ্জের গুপত কুঞ্জ

মধুর শ্রীবৃন্দাবনের---গুপত কুঞ্জের গুপত কুঞ্জ

নবদ্বীপরূপে প্রকট

নিভৃত কুঞ্জের নিভৃত কুঞ্জ—নবদ্বীপরূপে প্রকট

তার আবার নিভৃত উদ্যান

ধরে নীলাচল নাম—তার আবার নিভৃত উদ্যান

হেথায় নিতুই আছে বেকত

বিবর্ত্তে বিলাসরঙ্গ—হেথায় নিতুই আছে বেকত (মাতন)

না হবে বা কেন রে

নীলাচলের এত মাধুরী—না হবে বা কেন রে

জয় জয় ধ্বনি সুর নর মুনি
গগনে উঠিল রোল।।
নীলাচলবাসী আর নানাদেশী

যারা এসেছে নীলাচলে

গৌর জগন্নাথের আকর্ষণে—যারা এসেছে নীলাচলে
জগন্নাথ দরশনে—যারা এসেছে নীলাচলে

নীলাচলবাসী আর নানাদেশী

আর ত কেউ নাই বিদেশী

নীলাচলে এসেছে যদি—আর ত কেউ নাই বিদেশী
সকলে যে রাধাদাসী—আর ত কেউ নাই বিদেশী (মাতন)

নৈলে বা আসবে কেন

যদি রাধাদাসী না হবে—নৈলে বা আসবে কেন

নীলাচলে আসবে কেন

বিবর্ত্তে বিলাস রঙ্গভূমি—নীলাচলে আসবে কেন

নীলাচলবাসী আর নানাদেশী
সবার উথলে হিয়া।

সবার আনন্দিত মন

দেখি গোরার প্রেম-সঙ্কীর্ত্তন—সবার আনন্দিত মন

আ মরি মরি কি কীর্ত্তন নটন

দেখি নাই শুনি নাই কখন—আ মরি মরি কি কীর্ত্তন নটন

তা হতেও দেখে অধিক মাধুরী

ব্রজনিকুঞ্জে যা দেখেছিল—তা হতেও দেখে অধিক মাধুরী

সেখানে দুজনে স্বভাবে ছিল

এ যে দুজনার স্বভাব হারাইল—সেখানে দুজনে স্বভাবে ছিল

এখানে যে বিপরীত রীতি

নাগরী নাগর নাগর নাগরী—এখানে যে বিপরীত রীতি

আশমিটান লীলাভূমি

এই মধুর লীলাচল—আশমিটান লীলাভূমি

প্রাণরাধা রাধারমণের—আশমিটান লীলাভূমি
বাঞ্ছা পূর্ত্তি গোরার—আশমিটান লীলাভূমি

নিত্য মিলনে নিত্য বিরহ
নিভৃতে—রাই ঢাকা আছে কানাই
বুকে ধরে আছে কিশোরী
তবু বলে কোথা বংশীধারী

প্রেমের পাথারে সবাই সাঁতারে

প্রেমপাথারে সবাই সাঁতারে

ভাবনিধি গৌরাঙ্গ হেরে—প্রেমপাথারে সবাই সাঁতারে

প্রেমের পাথারে সবাই সাঁতারে

কেবল—দুঃখী যদু অভাগিয়া।।

কেবল—দুঃখী যদু অভাগিয়া

গৌরলীলা না দেখিয়া—কেবল—দুঃখী যদু অভাগিয়া (মাতন)

সবাই মিলে কৃপা কর গো

রথযাত্রায় নীলাচলবাসী—সবাই মিলে কৃপা কর গো
এই লীলা পাথারে ডুবে থাকি—সবাই মিলে কৃপা কর গো

এই কৃপা কর সবে

ডুবে থাকি গৌরপ্রেম পাথারে—এই কৃপা কর সবে (মাতন)

লীলাকারী জগন্নাথ।

চলিতে চলিতে যেয়ে অর্দ্ধপথে

রথ থামে অকস্মাৎ।।

আর ত রথ চলে না রে

রথী যে অচল হল—আর ত চলে না রে
স্বরূপে অচল ভাবেতে অচল—আর ত রথ চলে না রে

জগন্নাথ বিমোহিত

হেরি—ভাবে ভোরা শচীসুত—জগন্নাথ বিমোহিত

কেন জগন্নাথ বিমোহিত

সত্য ত দুই এক বটে— তবে—কেন জগন্নাথ বিমোহিত

বাসুদেব ঘোষ কহে জোড়করি হাত রে ।
যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ রে।

তবে কেন মুগ্ধ হয়

যদি তিন এক তনু হয়—তবে কেন মুগ্ধ হয়

কোন মহামাধুরী আছে নিশ্চয়

গৌরাঙ্গ স্বরূপেতে—কোন মহামাধুরী আছে নিশ্চয়

নৈলে কেন মুগ্ধ হয়

অনুভব কর ভাই

মিলেছি অনুকূল ঠাঁই—অনুভব কর ভাই
শ্রীগুরুচরণ ধরি হিয়ায়—অনুভব কর ভাই

আজ জগন্নাথ বিমোহিত

কখনও ত দেখে নাই

জগন্নাথ নন্দনন্দন—কখনও ত দেখে নাই
কত মধুর নিজমাধুরী—কখনও ত দেখে নাই

আপনার অনুভব নাই

আপনার মাধুরী—আপনার অনুভব নাই

নিজ প্রতিবিম্ব দে'খে

একদিন নিকুঞ্জেতে দর্পণে—নিজ প্রতিবিম্ব দে'খে

শ্যাম বলে—এ কে বটে

তখন কেউ ইঙ্গিতে বলিলেন

মাধুর্য্যামৃতসার—তখন কেউ ইঙ্গিতে বলিলেন

আমারই মূরতি বটে

শ্যাম বলে—আমি কি এত সুন্দর

আমাকে আমি আস্বাদিব

যার—আপন মাধুরীর অনুভব নাই

কেমন ক'রে তার অনুভব হবে

শ্রীরাধা বামে দাঁড়ালে তার কি মাধুরী—কেমন ক'রে তার অনুভব হবে

কেন বা সে মুগ্ধ হবে

আপন স্বরূপে মুগ্ধ যে—কেন বা সে মুগ্ধ হবে

রাধাসঙ্গে আপনার মিলিত দেখে—কেন বা সে মুগ্ধ হবে

গৌর দেখে তাই মুগ্ধ

এই ত গৌরলীলার পূর্ব্ব সূত্র

সেই হতে উঠল লালসা

অনেক চেষ্টা করিলেন

নিজ মাধুরী আস্বাদিতে—অনেক চেষ্টা করিলেন

আপন কক্ষায় থেকে—অনেক চেষ্টা করিলেন

অনুসন্ধানে মনে করলেন

আমার অধিকার নাই

আমার মাধুরী ভোগে—আমার অধিকার নাই

অনুগত হতে হবে

বিভাবিত হতে হবে

মহাভাব স্বরূপিণীর ভাবে—বিভাবিত হতে হবে

সেই সাধ মিটাইতে

এসেছে গৌরাঙ্গ রূপে

রাধাভাব কান্তি লয়ে—এসেছে গৌরাঙ্গ রূপে

ধরেছে নাম শচীসুত

সদা রাধাভাবে বিভাবিত—ধরেছে নাম শচীসুত

অধিক মাধুরীর বিকাশ

গৌরাঙ্গ স্বরূপে—অধিক মাধুরীর বিকাশ

তা ত কখনও দেখে নাই

জগন্নাথ বংশীবদন—তা ত কখনও দেখে নাই

ভাবে দেখা যুগল মূরতি

সে ত সহজ ভাবাপন্ন

গৌরাঙ্গ দেখিতে মিলিত মূরতি

দেখিতে রাইকানু একাকৃতি
কিন্তু বিপরীত ভাবে অবস্থিতি
এ ত কখনও দেখে নাই
আজ—সেই মাধুরী দেখে মুগ্ধ

আপনার গৌরাঙ্গ স্বরূপে—আজ—সেই মাধুরী দেখে মুগ্ধ

আজ—দেখিছে সেই যুগল নটন

হেরি প্রাণ শচীনন্দন—আজ—দেখিছে সেই যুগল নটন

জগন্নাথ মুগ্ধ হৈল

যা দেখে নাই তাই দেখে—জগন্নাথ মুগ্ধ হৈল

আপনি অচল হল
জগন্নাথ ডুবে গেল

গৌরস্বরূপে যুগল মাধুরী হেরে—জগন্নাথ ডুবে গেল
মাধুর্য্যামৃত পারাবারে—জগন্নাথ ডুবে গেল
আপন গৌরলীলারহস্যে—জগন্নাথ ডুবে গেল

রথী যে অচল হ'ল

আমরি এ কি মাধুরী ব'লে—রথী যে অচল হল
রথ কেমন ক'রে চলবে বল—রথী যে অচল হল

আজ জগন্নাথ আত্মহারা

দেখি—ভাবোল্লাসে ভোরা গোরা—আজ জগন্নাথ আত্মহারা

আজ জগন্নাথ বিমোহিত

দেখি—রাই কানু একীভূত—আজ জগন্নাথ বিমোহিত

আজ মুগ্ধ জগন্নাথ

দেখি—নিজ স্বরূপ রাধা সাথ—আজ মুগ্ধ জগন্নাথ

তাইতে জগন্নাথ মুগ্ধ

জগন্নাথ একলা গৌর যুগল—তাইতে জগন্নাথ মুগ্ধ

অপরূপ ভোগ রে

নীলাচলে রথের আগে—আপরূপ ভোগ রে

শ্রীগুরুদেব—কৃপা ক'রে জানাইলেন

সচল অচলের খেলা—শ্রীগুরুদেব—কৃপা ক'রে জানাইলেন

দু'জনে দু'জনায় ভোগ করে

রাধাভাবে গোরা দেখে জগন্নাথে বংশীধারী।
গৌরাঙ্গে জগন্নাথ হেরে যুগলমাধুরী॥

আস্বাদিছে স্বমাধুরী

দুই স্বরূপে বংশীধারী—আস্বাদিছে স্বমাধুরী

দুই স্বরূপেই বংশীধারী

জগন্নাথ আর গৌরহরি—দুই স্বরূপেই বংশীধারী

আস্বাদিছে আপন মাধুরী

রাধাভাবে ভোরা হরি—আস্বাদিছে আপন মাধুরী
জগন্নাথদেবের বদন হেরি—আস্বাদিছে আপন মাধুরী
শ্রীগৌরাঙ্গ রূপ ধরি—আস্বাদিছে আপন মাধুরী

জগন্নাথ বংশীধারী

আস্বাদিছে যুগল মাধুরী—জগন্নাথ বংশীধারী
আস্বাদিছে যুগল মাধুরী—
গোরারসের বদন হেরি—আস্বাদিছে যুগল মাধুরী

এসেছে জগন্নাথ রূপ ধরি

শ্রীনন্দনন্দন বংশীধারী—এসেছে জগন্নাথ রূপ ধরি
আস্বাদিতে গৌর যুগল মাধুরী—এসেছে জগন্নাথ রূপ ধরি

শ্যাম প্রকট জগন্নাথ রূপে

আস্বাদিতে গৌর স্বরূপে—শ্যাম প্রকট জগন্নাথ রূপে

তখন যান নেচে নেচে

ভাবাবেশে কীর্ত্তন রঙ্গে—তখন যান নেচে নেচে
জগন্নাথরূপে যখন ভোগ—তখন যান নেচে নেচে

আগে দাঁড়ায়ে নাচে গোরা

যুগল মাধুরী বিকাশ ক'রে—আগে দাঁড়ায়ে নাচে গোরা

নেচে নেচে আগে চলে

জগন্নাথের রথের আগে—নেচে নেচে আগে চলে

রাই কানু মিলিত স্বরূপে—নেচে নেচে আগে চলে

রথের আগে গৌর নেচে যায়

যুগল মাধুরী বিকাশ ক'রে—রথের আগে গৌর নেচে যায়

দেখি মুগ্ধ জগন্নাথ শ্যামরায়—রাথের আগে গৌর নেচে যায়

আজ—ধীরে ধীরে যায় রে

দেখতে দেখতে জগন্নাথ—আজ—ধীরে ধীরে যায় রে

দেখতে দেখতে জগন্নাথ—

রাধাসঙ্গে মিলিত আপন মাধুরী—দেখতে দেখতে জগন্নাথ

আজ—ধীরে ধীরে যায় রে

জগন্নাথ বিমোহিত

শুধু মুগ্ধ হওয়া নয় গো

কিছু পরে হইলা ক্ষুব্ধ

বলে—আমার ভোগ ত হ'ল না

প্রাণভ'রে এস্বরূপ—কই—আমার ভোগ ত হল না

দেখলাম ক্ষণিকের তরে

জড়াজড়ি নটন মাধুরী—দেখলাম ক্ষণিকের তরে

এখনি ত চলে যাবে

আমার নয়নের আড়াল হবে—এখনি ত চলে যাবে

আর ত দেখতে পাব না

রথযাত্রা শেষ হলে—আর ত দেখতে পাব না

ক্ষুব্ধ হৈয়া হৈল লুব্ধ

সাধ হল জগন্নাথের চিতে

গৌর স্বরূপ নিরন্তর ভোগ করিতে—সাধ হল জগন্নাথের চিতে

কেমন ক'রে ভোগ করিব

গৌর স্বরূপ নিরন্তর—কেমন ক'রে ভোগ করিব

লুব্ধ হয়ে মনে গণে

আমার সাধ মিটবে কেমনে—লুব্ধ হয়ে মনে গণে

কোথা গেলে পূর্ণ হবে

আমার এ বাসনা—কোথা গেলে পূর্ণ হবে

নিরন্তর ভোগ করিব

আমার এই অপরূপ রূপ—নিরন্তর ভোগ করিব
নিশি দিশি সঙ্গে থাকব—নিরন্তর ভোগ করিব

লুব্ধ হয়ে মনে গণে
তখন—পরিকরে দৃষ্টি পড়িল

প্রাণ গৌরাঙ্গের—পরিকরে দৃষ্টি পড়িল

জগন্নাথ মনে গণে

তবে সাধ পূর্ণ হবে

(মাতন)

গৌর পরিকর হব যবে—তবে সাধ পূর্ণ হবে

অশেষ বিশেষে ভোগ করিতাম

যদি গৌর পরিকর হতাম—অশেষ বিশেষে ভোগ করিতাম
মুগ্ধ ক্ষুব্ধ লুব্ধ মনে—অশেষ বিশেষে ভোগ করিতাম

গৌর পরিকরত্বে জগন্নাথ লুব্ধ
রসরাজ্যের এই ত খেলা
দিন দিন বাড়ছে

অবধি ত পাচ্ছে না—দিন দিন বাড়ছে

সুরাসুরনরে টানিল রথরে
তবু না চলয়ে রথ।

কেমন ক'রে রথ চলবে

রথী যে অচল হয়েছে—কেমন ক'রে রথ চলবে
রথী যে অচল হয়েছে—
আপনা হারায়ে গেছে—রথী যে অচল হয়েছে

কেমন করে রথ চলবে

পড়িছা পূজারী বেত্র হস্তে করি
গালি পাড়ে কত মত ॥

স্বভাবেতে গালি পাড়ে

তারা সবাই ব্রজপরিকর—স্বভাবেতে গালি পাড়ে

'তারা সবাই ব্রজপরিকর'—

তারা যে সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধা— তারা সবাই ব্রজপরিকর

স্বভাবেতে গালি পাড়ে

রাজার আদেশে জোড়ে দুই পাশে
শত শত করিবর।
টানে রথ বলে তথাপি না চলে
একপদ রথিবর ॥

কেমনে রথ চলবে বল

রথী যে ভাবে অচল হল—কেমনে রথ চলবে বল

কেমন ক'রে রথ চলিবে

রথীকে না চালালে—কেমন ক'রে রথ চলিবে

কার শকতি রথ নাড়ে

যারে—দেখে মুগ্ধ সে না নাড়ালে—কার শকতি রথ নাড়ে

যার ভাবে রথী বিকল—সে বল না কেড়ে নিলে—কার শকতি রথ নাড়ে

কেমন ক'রে রথ চলিবে

সেই ত চালাতে পারে

যে অচল করেছে তারে—সেই ত চালাতে পারে

আর তারে কে চালাবে

গৌর না চালালে পরে—আর তারে কে চালাবে

তবে গোরারায় রথ পাছে যায়,

রথ যে চালাবে ব'লে

অচলকে সচল ক'রে—রথ যে চালাবে ব'লে

রথীকে সচল ক'রে—রথ যে চালাবে ব'লে

তবে গোরারায় রথপাছে যায়
শিরেতে ঠেলিছে রথ।

চল চল করি ত্বরা

প্রাণে প্রাণে বলে প্রাণগোরা—চল চল করি ত্বরা
পরাণ বঁধু আমার এই নিকুঞ্জমাঝে—চল চল করি ত্বরা

মনে মনে গৌরকিশোরী বলে
পথে এসে কেন দাঁড়ায়ে রইলে

চল বঁধু ফিরে চল—পথে এসে কেন দাঁড়ায়ে রইলে
ব্রজ-নিকুঞ্জে ফিরে চল—পথে এসে কেন দাঁড়ায়ে রইলে

আর বিলম্ব সয় না রে

প্রাণগৌরাঙ্গ কিশোরীর—আর বিলম্ব সয় না রে
কতক্ষণে পুরে যাবে—আর বিলম্ব সয় না রে

তাইতে আজ রথ ঠেলে

শীঘ্র ব্রজে যাবে ব'লে—তাইতে আজ রথ ঠেলে

বায়ুর বেগেতে নিমেষের মাঝেতে
চলিল যোজন শত ॥

গৌরকিশোরী রথ ঠেলে

বায়ুবেগে রথ চলে—গৌরকিশোরী রথ ঠেলে

জগন্নাথের আছে কিবা বল

তা গিরি ধরাতে জানা গেছে—জগন্নাথের আছে কিবা বল

গিরি পড় পড় হল

একবার নয়নকোনে হেরে—গিয়ে পড় পড় হল

গিরি হল পড় পড়

নাচে কর থর থর—গিরি হল পড় পড়
কিশোরীর বদন হেরে—গিরি হল পড় পড়

শ্যামসুন্দরের আছে কি বল

শ্রীরাধাবল কেবল সম্বল—শ্যামসুন্দরের আছে কি বল

তাইতে রথ চলিল

গৌরকিশোরীর পরশ পেল—তাইতে রথ চলিল

জয় গৌর বলি দুই বাহু তুলি

করে রোল যাত্রীগণ।

বলে,—জয় জয় গৌরহরি

অচলে সচলকারী—বলে—জয় জয় গৌরহরি (মাতন)

বলিহারি যাই গৌরাঙ্গের বল

অচলে করিল সচল—বলিহারি যাই গৌরাঙ্গের বল (মাতন)

দুঁহার প্রভাব করি অনুভব

যদুর বিস্মিত মন।।

দোঁহে দোঁহায় ভোগ করে

গৌরহরি ভোগ করে

রাধাভাবে কৃষ্ণমাধুরী—গৌরহরি ভোগ করে

জগন্নাথ ভোগ করে

একাধারে যুগলমাধুরী—জগন্নাথ ভোগ করে

অপরূপ খেলা ভাই রে

জগন্নাথের রথের আগে—অপরূপ খেলা ভাই রে

দোঁহে লাগে হুড়াহুড়ি

অচল সচল—দোঁহে লাগে হুড়াহুড়ি

চৌদিকে মহান্ত মেলি করয়ে কীর্ত্তন কেলি

আনন্দের পাথার বয়ে যায় রে

রথযাত্রায় নীলাচলে—আনন্দের পাথার বয়ে যায় রে

বয়ে যায় রে প্রেমের পাথার

নীলাচলে ব্রজমাধুরীর—বয়ে যায় রে প্রেমের পাথার

চৌদিকে মহান্ত মেলি করয়ে কীর্ত্তন কেলি

আমরি—**সাত সম্প্রদায় গায় গীত রে।**

ভাবনিধির ভাব জেনে

অনিমেষে চেয়ে বদন পানে—ভাবনিধির ভাব জেনে

গান করে গৌরাঙ্গগণ

আজ—সাত সম্প্রদায় গায় গীত রে।

গৌরভাবের অনুকূলে

প্রেমস্বরে গান করে সকলে—গৌরভাবের অনুকূলে

ভাবনিধির ভাব অনুকূলে

গান করে গৌরগণ সকলে—ভাবনিধির ভাব অনুকূলে (মাতন)

যতেক মহান্ত মেলি করয়ে কীর্ত্তন কেলি

সাত সম্প্রদায় গায় গীত রে।

এই রথের আগে দাঁড়াইয়ে

প্রাণ গৌরাঙ্গের বদন চেয়ে—এই রথের আগে দাঁড়াইয়ে

সাত সম্প্রদায় গায় গীত রে।

বাজে চতুর্দ্দশ খোল গগনে উঠিল রোল

দেখি জগন্নাথ আনন্দিত রে॥

দেখি জগন্নাথ বিমোহিত

গৌরাঙ্গ কীর্ত্তনরঙ্গ—দেখি জগন্নাথ বিমোহিত

জগন্নাথ আনন্দে বিভোর

কীর্ত্তন নটন দেখে—জগন্নাথ আনন্দে বিভোর (মাতন)

কখনও ত দেখে নাই

কীর্ত্তন নটন রঙ্গ—কখনও ত দেখে নাই

কীর্ত্তন নটন রঙ্গ—

বিবর্ত্তে বিলাসরঙ্গে—কীর্ত্তন নটন রঙ্গে

কখনও ত দেখে নাই

জগন্নাথ আজ আনন্দিত

দেখি ভাবে ভোরা শচীসুত—জগন্নাথ আজ আনন্দিত (মাতন)

জগন্নাথ আজ আনন্দিত

দেখি গৌরকে ভাবে অলঙ্কৃত—জগন্নাথ আজ আনন্দিত

দেখি কিশোরীভাবে অলঙ্কৃত—জগন্নাথ আজ আনন্দিত

দেখি শচীসুত ভাবভূষিত—জগন্নাথ আজ আনন্দিত (মাতন)

উনমত নিত্যানন্দ আচার্য্য অদ্বৈত চন্দ্র

আনন্দ আর ধরে না রে

আজ প্রভু নিতাইচাঁদের---আনন্দ আর ধরে না রে
আজ প্রভু সীতানাথের---আনন্দ আর ধরে না রে
ভাবনিধির ভাববিকার হেরে---আনন্দ আর ধরে না রে

উনমত নিত্যানন্দ আচার্য্য অদ্বৈত চন্দ্র
পণ্ডিত শ্রীবাস হরিদাস রে।
এ সবারে সঙ্গে করি মাঝে নাচে গৌরহরি
ভকতমণ্ডলী চারিপাশ রে।।

পারিষদ তারা ঘিরে

শ্রীগৌরাঙ্গ শশধরে---পারিষদ তারা ঘিরে
নবদ্বীপ সুধাকরে---পারিষদ তারা ঘিরে

ভুবনমঙ্গল গৌর নাচে

হরি হরি বোল ব'লে---ভুবনমঙ্গল গৌর নাচে

হরি হরি বোল বলে পদভরে মহী টলে
নয়নে বহয়ে অশ্রুধার রে।

আনন্দ আর ধরে না রে

ভাগ্যবতী ধরণীর---আনন্দ আর ধরে না রে
ভাবনিধি হৃদে ধ'রে---আনন্দ আর ধরে না রে

ধরণী আনন্দে টলমল করে

ভাবনিধি হৃদে ধ'রে---ধরণী আনন্দে টলমল করে

হরি হরি বোল বলে পদভরে মহী টলে
নয়নে বহয়ে অশ্রুধার রে।
প্রেমের তরঙ্গ রঙ্গ সুমেরু জিনিয়া অঙ্গ

প্রেমতরঙ্গের রঙ্গভূমি

প্রাণ গৌরাঙ্গের অঙ্গখানি---প্রেমতরঙ্গের রঙ্গভূমি

তাহে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার রে।।

ভাবভূষণে বিভূষিত

মহাভাবনিধি শচীসুত---ভাবভূষণে বিভূষিত

আজ সাজল গৌরকিশোরী

বংশীধারীর বদন হেরি—আজ সাজল গৌরকিশোরী

মহাভাবাবলী ভূষণেতে—আজ সাজল গৌরকিশোরী

ভাবাবেশে গোরারায় নাচিতে নাচিতে যায়

পারণনাথ পাইনু বলে

ধরি স্বরূপ রামরায়ের গলে—পারণনাথ পাইনু বলে

গৌর নাচে রাধাভাবে

জগন্নাথের রথের আগে—গৌর নাচে রাধাভাবে

ভাবাবেশে গোরারায় নাচিতে নাচিতে যায়

গমন নটন লীলা

ভাবনিধি প্রাণগৌরাঙ্গের—গমন নটন লীলা

চলে যেতে নেচে যায়

নাটুয়া মূরতি নটনগতি—চলে যেতে নেচে যায়

ভাবহিল্লোলে হেলে দুলে—চলে যেতে নেচে যায়

বিংশতি—ভাবহিল্লোলে হেলে দুলে—চলে যেতে নেচে যায়

নটিনীর শিরোমণি সাজে—চলে যেতে নেচে যায়

ভাবাবেশে—নটিনীর শিরোমণি সাজে—চলে যেতে নেচে যায়

যেন—সঙ্গীতেতে কথা কহিছে

গমন-নটন-লীলা বচন-সঙ্গীত-কলা

চলে যেতে নেচে যায়

ভাবাবেশে গোরা রায় নাচিতে নাচিতে যায়,

ধীরে ধীরে চলে জগন্নাথ রে।

আর—জগন্নাথের রথ চলে না

জগন্নাথ অচল রথও অচল—আর—জগন্নাথের রথ চলে না

জগন্নাথ চলে ধীরি ধীরি

গৌরাঙ্গ নটন মাধুরী হেরি—জগন্নাথ চলে ধীরি ধীরি

জগন্নাথ ধীরে চলে

গৌরমাধুরী পিয়ে পিয়ে—জগন্নাথ ধীরে চলে

গৌরমাধুরী ভোগে ভোরা হয়ে—জগন্নাথ ধীরে চলে
গৌরমাধুরী ভোগে ভারী হয়ে—জগন্নাথ ধীরে চলে

ভাবেতে অবশ অঙ্গ

জগন্নাথ বংশীধারীর—ভাবেতে অবশ অঙ্গ
হেরি—রাইকানু মিলিত গৌরাঙ্গ—ভাবেতে অবশ অঙ্গ

তাই—ধীরে ধীরে চলে জগন্নাথ রে।

জগন্নাথ বিমোহিত

দেখি—ভাবে ভোরা শচীসুত—জগন্নাথ বিমোহিত

অনুভব কর ভাই রে

মিলেছে অনুকূল ঠাঁই—অনুভব কর ভাই রে

মিলেছ সবে ভাই ভাই

ভোগের অনুকূল মিলেছে ঠাঁই—মিলেছ সবে ভাই ভাই

অনুভব কর রে

শ্রীগুরুচরণ হৃদে ধরে—অনুভব কর রে

গৌরলীলা স্মরণ কর

শ্রীগুরুচরণ হৃদে ধরে—গৌরলীলা স্মরণ কর (মাতন)

অনুভব কর ভাই রে

শ্রীগুরুগৌরলীলা-রহস্য—অনুভব কর ভাই রে

জগন্নাথ বিমোহিত

দেখি—গৌর অঙ্গে ভাবের বিকাশ—জগন্নাথ বিমোহিত

কখনও দেখে নাই

কতমধুর নিজ মাধুরী—কখনও দেখে নাই
জগন্নাথ নন্দনন্দন—কখনও দেখে নাই

আপনার মাধুরী আপনার অনুভব নাই
তাইতে—আর ত রথ চলে না রে

আজ জগন্নাথ হইল মুগ্ধ—তাইতে—আর ত রথ চলে না রে

অপরূপ রথের বিহার

কেন রথ চলে না রে

কেন মুগ্ধ জগন্নাথ

সত্য ত দুই এক বটে—তবে—কেন মুগ্ধ জগন্নাথ

সত্যই মুগ্ধ বংশীধারী

আপনার মূরতি হেরি—সত্যই মুগ্ধ বংশীধারী

তা হতে বিকাশ অধিক মাধুরী

গৌরাঙ্গ স্বরূপ হেরি—তা হতে বিকাশ অধিক মাধুরী

গৌর স্বরূপে যুগল মাধুরী

জগন্নাথ বংশীধারী—গৌর স্বরূপে যুগল মাধুরী (মাতন)

কখনও ত দেখে নাই

রাধা সঙ্গে তার কি মাধুরী—কখনও ত দেখে নাই

তাই মুগ্ধ জগন্নাথ

দেখি—নিজ স্বরূপ রাধা সাথ—তাই মুগ্ধ জগন্নাথ

অপরূপ ভোগ রে

এই—রথযাত্রায় প্রাণ গৌরাঙ্গের—অপরূপ ভোগ রে

শ্রীগুরুদেব—কৃপা ক'রে জানাইলেন

রাধাভাবে গোরা দেখে জগন্নাথে বংশীধারী।
গৌরাঙ্গে জগন্নাথ হেরে যুগল-মাধুরী॥

আর রথ চলে না রে

আস্বাদিছে স্বমাধুরী

দুই স্বরূপে বংশীধারী—আস্বাদিছে স্বমাধুরী

দুই স্বরূপই বংশীধারী

জগন্নাথ আর গৌরহরি—দুই স্বরূপই বংশীধারী

আস্বাদিছে আপন মাধুরী

রাধাভাবে ভোরা গোরা—আস্বাদিছে আপন মাধুরী

নন্দনন্দন ভোগ করিছে

রাধাভাবে ভোরা গোরা—নন্দনন্দন ভোগ করিছে

তখন যান নেচে নেচে

জগন্নাথরূপে যখন ভোগ—তখন যান নেচে নেচে

আগে দাঁড়ায়ে নাচে গোরা

যুগল মাধুরী বিকাশ ক'রে---আগে দাঁড়ায়ে নাচে গোরা

ধীরে ধীরে চলে জগন্নাথ রে ।।

ভাবেতে অবশ অঙ্গ

জগন্নাথ বংশীধারী---ভাবেতে অবশ অঙ্গ

হেরি---রাই কানু মিলিত গৌরাঙ্গ—ভাবেতে অবশ অঙ্গ (মাতন)

আজ—**ধীরে ধীরে চলে জগন্নাথ রে ।**

আপনি কেমন কখনো দেখে নাই

আনন্দ বিস্ময় মন—আপনি কেমন কখনো দেখে নাই

জগন্নাথ নন্দনন্দন---আপনি কেমন কখনো দেখে নাই

আপনার মাধুরী আপনার অনুভব নাই

ভাবে দেখা যুগল মূরতি

দেখিত মিলিত মূরতি

সহজ ভাবাপন্ন নয়

গৌরাঙ্গ দেখিতে যুগল মূরতি

জগন্নাথ বিবশ চিতে

দেখিতে রাই কানু একাকৃতি

বিপরীত ভাবে উপস্থিতি

রাধাভাবে ভোরা নন্দনন্দন

চাহি জগন্নাথ বিমোহিত

দেখি---রাই কানুএকীভূত---চাহি জগন্নাথ বিমোহিত (মাতন)

অনুভব নাই নন্দনন্দনের

সহজেই আপন মাধুরী—অনুভব নাই নন্দনন্দনের

দর্পণে আপন মাধুরী দেখি

আপন-বিম্ব দেখি আপনি মুগ্ধ

তাহে---রাধাসঙ্গে অধিক মাধুরী

সে ত কখনো দেখে নাই---তাহে---রাধাসঙ্গে অধিক মাধুরী

রাধাসঙ্গে অধিক মাধুরী

আজ---সেই মাধুরী দেখে মুগ্ধ

আপনার গৌরাঙ্গ-স্বরূপের---আজ---সেই মাধুরী দেখে মুগ্ধ

তাই---**ধীরে ধীরে চলে জগন্নাথ রে।**

আজ---চলিল না অমনি রহিল

গৌর হেরি জগন্নাথ---আজ---চলিল না অমনি রহিল

রথ---চলিল না মনে করো না

আপনি হল অচল

কেমন ক'রে চলবে রথ---আপনি হল অচল

জগন্নাথ ডুবে গেল

আপন গৌরলীলারহস্যে---জগন্নাথ ডুবে গেল (মাতন)

ধীরে ধীরে চলে জগন্নাথ রে।

আজ আর রথ চলিল না রে

আজ---রথের রথী অচল হল---আজ আর রথ চলিল না রে

রথের রথী হল অচল

ভাবনিধি গৌরাঙ্গ হেরে---রথের রথী হল অচল

আ'মরি এ কি মাধুরী বলে---রথের রথী হল অচল

জগন্নাথে করিল মুগ্ধ

এই রহস্য ভোগ করাবার লাগি---জগন্নাথে করিল মুগ্ধ

বুঝি জগন্নাথ হল লুব্ধ

লীলারহস্য ভোগ করবে বলে---বুঝি জগন্নাথ হল লুব্ধ

আজ জগন্নাথ আত্মহারা

দেখি---ভাবোল্লাসে ভোরা গোরা---আজ জগন্নাথ আত্মহারা (মাতন)

ধীরে ধীরে চলে জগন্নাথ রে।

আনন্দ বিস্ময় মন দেখি প্রেম-সঙ্কীর্ত্তন
নিজ পরিকরগণ সাথ রে ।।

জগন্নাথ বিমোহিত

ভাবাবেশে---গৌরাঙ্গের সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গ দেখে----জগন্নাথ বিমোহিত
নিজ পরিকর সনে---জগন্নাথ বিমোহিত

একলা জগন্নাথ নয় রে
পরিকরও মুগ্ধ হল

গৌরাঙ্গ নটন দেখে---পরিকরও মুগ্ধ হল

পরিকরও লুব্ধ হল

গৌরাঙ্গ মাধুরী ভোগের লাগি---পরিকরও লুব্ধ হল

লোভনীয় লীলা ভাই রে

সপরিকর---জগন্নাথ বংশীধারীর---লোভনীয় লীলা ভাই রে
গৌরাঙ্গের কীর্ত্তনরঙ্গ---লোভনীয় লীলা ভাই রে

সপরিকর---জগন্নাথের চিতচোরা

মহাভাবনিধি প্রাণগোরা---সপরিকর---জগন্নাথের চিতচোরা

লুব্ধকারী লীলা ভাই রে

নিজ পরিকর জগন্নাথের---লুব্ধকারী লীলা ভাই রে

গৌরের---কীর্ত্তন নটনরঙ্গ দেখে

আনন্দ বিস্ময় মন দেখি প্রেম-সঙ্কীর্ত্তন
নিজ-পরিকরগণ-সাথ রে ।।

আরও---মুগ্ধ হবার কারণ আছে

জগন্নাথ বংশীধারীর---আরও---মুগ্ধ হবার কারণ আছে

এখানে আবার---মদনমোহনের নিত্যত্ব
মদনমোহন---গৌরাঙ্গস্বরূপে হয়েছে নিত্য প্রকট

হয়ে---রাধা সঙ্গে সদা মিলিত---মদনমোহন---গৌরাঙ্গস্বরূপে হয়েছে নিত্য প্রকট

তখনই ত মদনমোহন

রাধাসঙ্গে যখনই মিলন---তখনই ত মদনমোহন

সে ত বটে শুধুই মদন

রাধা ছাড়া যতক্ষণ---সে ত বটে শুধুই মদন

ব্রজে তার নাই নিত্যত্ব

কখনও মিলন কখনও ভঙ্গ---ব্রজে তার নাই নিত্যত্ব

নাই মদনমোহনের নিত্যত্ব
মদনমোহনের নিত্যত্ব

গৌরাঙ্গস্বরূপে---মদনমোহনের নিত্যত্ব
রাধাসঙ্গে সদা মিলিত---মদনমোহনের নিত্যত্ব

গৌর নিত্য মদনমোহন

মদনমোহনের মনোমোহন---গৌর নিত্য মদনমোহন

তাই---সপরিকরে জগন্নাথ লুব্ধ

গৌরস্বরূপ ভোগের লাগি---তাই---সপরিকরে জগন্নাথ লুব্ধ

কখনও ত দেখে নাই

মদনমোহন নাম ধরেছে---কিন্তু---কখনও ত দেখে নাই
মদনমোহনের কি মাধুরী---কখনও ত দেখে নাই

মদনমোহন গৌর দেখে
জগন্নাথ হৈল মুগ্ধ
আরও মুগ্ধের কারণ আছে
শ্রীগুরুকৃপায় এই মনে হতেছে
বিহরিলে ব্রজপুরে

রাসরঙ্গে শ্যামনাগর---বিহরিলে ব্রজপুরে

সে রাসে কে হৈল মুগ্ধ
জন কতক গোপী বৈ ত নয়
এখানে অপরূপ রসের খেলা

সঙ্কীর্ত্তনরঙ্গে গোরার---এখানে অপরূপ রসের খেলা

সবার স্বভাব জেগে উঠল
সেই তত্ত্ব প্রকট হল

গোরার---সঙ্কীর্ত্তনরঙ্গে আজ---সেই তত্ত্ব প্রকট হল

একা পুরুষ কৃষ্ণ আর সব নারী

সেই তত্ত্ব প্রকট হলো

সবাই হলো গোপনারী

(মাতন)

গোরার—সঙ্কীর্ত্তনরঙ্গ হেরি—সবাই হৈল গোপনারী

এখানে—নাগরালীর পূর্ণত্ব

সঙ্কীর্ত্তনরঙ্গে গোরার—এখানে—নাগরালীর পূর্ণত্ব

জগন্নাথ হল মুগ্ধ—দেখি—নাগরালীর পূর্ণত্ব

সবাই প্রাণবল্লভ বলে

গৌরাঙ্গে প্রাণবঁধু বলে

নারনারী সবাই মিলে—গৌরাঙ্গে প্রাণবঁধু বলে

এখানে আবার—মদনমোহনের নিত্যত্ব

তাই—জগন্নাথ হল মুগ্ধ—হেরি—মদনমোহনের নিত্যত্ব

জগন্নাথ হৈল মুগ্ধ

গোরার—সঙ্কীর্ত্তনরাস দেখে—জগন্নাথ হৈল মুগ্ধ

গোরার—সঙ্কীর্ত্তনরাস দেখে—

গোপীভাব প্রকট করা—গোরার—সঙ্কীর্ত্তনরাস দেখে

আনন্দ বিস্ময় মন দেখি প্রেম সঙ্কীর্ত্তন

নিজ পরিকরগণ সাথ রে।।

আর ত রথ চলে না রে

আদেশিলেন নিজগণে

দেখি রাজা প্রতাপরুদ্র—আদেশিলেন নিজগণে

রাজার আদেশে জোড়ে দুই পাশে

শত শত করিবর।

টানে রথ বলে তথাপি না চলে

একপদ রথবর।।

সেই ত চালাতে পারে

যে অচল করেছে তারে—সেই ত চালাতে পারে

জগন্নাথও হলেন অচল

গৌরাঙ্গস্বরূপ হেরে—জগন্নাথও হলেন অচল

মহাভাবেতে হলেন অচল

আর তারে কে চালাবে

গৌর না চালালে পরে—আর তারে কে চালাবে

তবে গৌররায় রথ পাছে যায়

শিরেতে ঠেলিছে রথ।

বায়ুর বেগেতে নিমেষ মাঝেতে

চলিল যোজন শত।।

জগন্নাথের আছে কি বা বল

তা—গিরিধরাতে জানা গেছে—জগন্নাথের আছে কি বা বল

গিরি পড় পড় হল

একবার নয়নকোণে হেরে—গিরি পড় পড় হল

গিরি হল পড় পড়

নাচে কর থরথর—গিরি হল পড় পড়

কিশোরীর বদন হেরে—গিরি হল পড় পড়

শ্যামসুন্দরের আছে কি বল

শ্রীরাধাবল কেবল সম্বল—শ্যামসুন্দরের আছে কি বল

তাই ত রথ চলিল

গৌরকিশোরীর পরশ পেয়ে—তাই ত রথ চলিল

আরও গূঢ় রহস্য আছে

শ্রীগুরুকৃপায় মনে হতেছে—আরও গূঢ় রহস্য আছে

রথে জগন্নাথ হেরে

কিশোরী ভাবিত-তি গোরা—রথ জগন্নাথ হেরে

এই ত মনে ভোগ করে

পেলাম নববৃন্দাবনে

প্রভাস মিলনে—পেলাম নববৃন্দাবনে

পেলাম বটে বংশীধারী

আশা ত মিট্‌ল না

ব্রজনিকুঞ্জে না পাইয়ে—আশা ত মিট্‌ল না

তাইতে আজ রথ ঠেলে

আর বিলম্ব সয়না ব'লে---তাইতে আজ রথ ঠেলে
শীঘ ব্রজে যাবে ব'লে---তাই তে আজ রথ ঠেলে

দূরে গেল দুঃখ শোক প্রেমায় ভাসিল লোক
স্থাবর জঙ্গম পশু পাখী।

সবাই প্রেমে উনমত

হেরি---বিবর্ত্তমূরতি শচীসুত---সবাই প্রেমে উনমত

আশমিটান লীলাভূমি

এই মধুর নীলাচল—আশমিটান লীলাভূমি
ব্রজ-নব-যুবক—যুবতীর---আশমিটান লীলাভূমি
প্রাণরাধা-রাধারমণের—আশমিটান লীলাভূমি
তিনবাঞ্ছাপূর্ত্তি মূর্ত্তি গোরার—আশমিটান লীলাভূমি

নিত্য মিলনে নিত্য বিরহ

নিভৃত গম্ভীরা ঘরে—নিত্য মিলনে নিত্য বিরহ

রাইঢাকা আছে কানাই

তবু করে হা রাই হা রাই---রাই ঢাকা আছে কানাই

বুকে ধরে আছে কিশোরী

তবু বলে কোথা বংশীধারী---বুকে ধরে আছে কিশোরী

নিগূঢ় গৌরাঙ্গলীলা

মধুর শ্রীনীলাচলে—নিগূঢ় গৌরাঙ্গলীলা

দূরে গেল দুঃখ শোক প্রেমায় ভাসিল লোক
স্থাবর জঙ্গম পশু পাখী।
সে প্রেমবিলাস ধাম যদু কহে অনুপাম
যে দেখিল সেই তার সাখী।।

সবার স্বরূপ জেগে উঠ্‌ল

স্থাবর জঙ্গম পশু পাখীর---সবার স্বরূপ জেগে উঠ্‌ল
বহ্য আবরণ ঘুচে গেল---সবার স্বরূপ জেগে উঠ্‌ল

সবাই হ'ল গোপনারী

হেরি—রথের আগে গৌরহরি—সবাই হ'ল গোপনারী

আজ সবাই হইল সুখী

ঐ সচল অচলের খেলা দেখি—আজ সবাই হইল সুখী
যুগলের প্রেমের খেলা দেখি—আজ সবাই হইল সুখী
সচল অচল মূরতি দেখি—আজ সবাই হইল সুখী

আমরি কি প্রেমের খেলা

নীলাচলবাসী আত্মহারা—আমরি কি প্রেমের খেলা
নীলাচলবাসী আত্মহারা—
দেখি সচল অচল চিতচোরা—নীলাচলবাসী আত্মহারা

আমরি কি প্রেমের খেলা
সবাই প্রেমে উনমত

হেরি বিবর্ত্তমূরতি শচীসুত—সবাই প্রেমে উনমত

আমরি কি প্রেমের খেলা
সচল দেখি অচল মুগ্ধ
এ খেলা ত আর কোথাও নাই

এ—মধুর নীলাচল বিনে ভাই—এ খেলা ত আর কোথাও নাই

আজ সবাই হল সুখী

স্থাবর জঙ্গম পশু পাখী—আজ সবাই হল সুখী

আমরি—প্রেমসুখে হইল সুখী
পরিণতি উপভোগ ক'রে

মহারাস-বিলাসের—পরিণতি উপভোগ ক'রে

প্রেমসুখে হইল সুখী
সে সুখ ত কোথাও মিলে না

যতই সাধন করুক না কেন—সে সুখ ত কোথাও মিলে না

এ ভোগ তো কোথাও মিলে না

মধুর নীলাচলে না আসিলে—এ ভোগ তো কোথাও মিলে না

নীলাচলে না আসিলে---
স্বরূপের গণে গণ্য হয়ে---নীলাচলে না আসিলে (মাতন)

এ ভোগ ত কোথাও মিলে না

সে সৌভাগ্য কোথাও মিলে না

বসতি না হইলে---সে সৌভাগ্য কোথাও মিলে না
বসতি না হইলে---
গম্ভীরা-নিকুঞ্জ মাঝে---বসতি না করিলে

এ সুখ তো কোথাও মিলে না

নীলাচলে না আসিলে---এ সুখ ত কোথাও মিলে না

সবাই সেই সুখে সুখী

করুণাবারিধি গৌর কৃপায়---সবাই সেই সুখে সুখী

সে প্রেম বিলাস ধাম যদু কহে অনুপাম
যে দেখিল সেই তার সাথী।।

যে দেখেছে সেই ত জানে

সে সুখ বিলাস ধাম---যে দেখেছে সেই ত জানে
প্রকটলীলায় এই নীলাচলে---যে দেখেছে সেই ত জানে
প্রকটলীলায় এই নীলাচলে---
জগন্নাথের রথের আগে---প্রকটলীলায় এই নীলাচলে

যে দেখেছে সেই ত জানে

তারই ত অনুভব আছে

যে দেখেছে গৌরাঙ্গ বিলাস-মাধুরী---তারই ত অনুভব আছে

মধুর গৌরাঙ্গ লীলা

এই রথযাত্রায় শ্রীনীলাচলে---মধুর গৌরাঙ্গ লীলা
এই জগন্নাথের রথের আগে---মধুর গৌরাঙ্গ লীলা

নাচে শচীনন্দন দেখে রূপ সনতন

নাচে শচীনন্দন

শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত মন---নাচে শচীনন্দন
এই জগন্নাথের রথের আগে---নাচে শচীনন্দন

নাচে—রসের গোরা হেলে দুলে

পারণ নাথ পাইনু বলে—নাচে—রসের গোরা হেলে দুলে

গৌর নাচে রাধাভাবে

এই জগন্নাথের রথের আগে—গৌর নাচে রাধাভাবে (মাতন)

তাই—দেখে রূপ সনাতন

শ্রীরাধাপ্রেমের কত বল—তাই—দেখে রূপ সনাতন

শ্রীরাধাপ্রেমের কত বল—

নাগরে নাগরী কৈল—শ্রীরাধাপ্রেমের কত বল (মাতন)

তাই—দেখে রূপ সনাতন

জগন্নাথে রথের আগে—দেখে রূপ সনাতন

মহারসবিলাসের পরিণতি—দেখে রূপ সনাতন

মূরতিমন্ত প্রেমবৈচিত্ত্য—দেখে রূপ সনাতন

নিত্য মিলনে নিত্য বিরহ—দেখে রূপ সনাতন

মিলনে দুই রসের খেলা

মিলনে—মিলা অমিলা রসের খেলা

আজ নিত্য মিলনে দেখে—মিলা অমিলা রসের খেলা (মাতন)

তাই—দেখে রূপ সনাতন

বিলাসবিবর্ত্ত মূরতি—তাই—দেখে রূপ সনাতন

রাই কানু রাই—দেখে রূপ সনাতন

মুগ্ধ রূপ সনাতন চিত

দেখি—মূরতিমন্ত প্রেমবৈচিত্ত্য—মুগ্ধ রূপ সনাতন চিত (মাতন)

দেখে রূপ সনাতন

নাচে শচীনন্দন—তাই—দেখে রূপ সনাতন

আজ—আনন্দের আর সীমানাই রে

অনুভব প্রকট হ'ল দেখি—আজ আনন্দের আর সীমানাই রে

অনুভব প্রকট হ'ল দেখি—

মহারাসবিলাসের পরিণতি—অনুভব প্রকট হ'ল দেখি

আনন্দের আর সীমা নাই রে

রথের আগে গৌর দে'খে আনন্দের আর সীমা নাই রে (মাতন)

নাচে শচীনন্দন, দেখে রূপ সনাতন,

গান করে স্বরূপ দামোদর।

ভাবনিধির ভাব জে'নে

ভাব অনুকূল রস করে গানে ভাবনিধির ভাব জে'নে

চেয়ে---ভাবনিধির বদন পানে-- ভাবনিধির ভাব জে'নে

গান করে স্বরূপ দামোদর।

গায় রায় রামানন্দ, মুকুন্দ মাধবানন্দ,

বাসুঘোষ গোবিন্দ শঙ্কর॥

আজ---আনন্দেতে গান করে

গোরা রসের বদন হে'রে---আজ---আনন্দেতে গান করে

প্রভুর দক্ষিণ পাশে, নাচে নরহরি দাসে;

বামে নাচে প্রিয় গদাধর।

নাচে---দুইজনে দুইপাশে

নরহরি গদাধর---নাচে---দুইজনে দুইপাশে

নাচে গোরা ভাববেশে

নাচে---দুইজনে দুইপাশে---নাচে গোরা ভাবাবেশে (মাতন)

নাচে--নরহরি হেলে দুলে

রাই জয় জয় রাধে ব'লে---নাচে---নরহরি হেলে দুলে

নাচে---নরহরি মধুমতী

মনে আনন্দ অতি---নাচে---নরহরি মধুমতী

দেখি বিপরীত রীতি---নাচে---নরহরি মধুমতী

নাগর নাগরীয়া লীলা দেখি---নাচে---নরহরি মধুমতী

আনন্দেতে নৃত্য করে

দেখি অপরূপ বিলাসরঙ্গ---আনন্দেতে নৃত্য করে

নাচে—নরহরি হেলে দুলে

রাই জয় জয় রাধে ব'লে—নাচে—নরহরি হেলে দুলে

নরহরি নাচে মধুমতী আবেশে

গৌরাঙ্গ কিশোরী পাশে—নরহরি নাচে মধুমতী আবেশে

আপনার মনোল্লাসে—নরহরি নচে মধুমতী আবেশে

মধুমতী নাচে মহোল্লাসে

দেখি অপরূপ বিলাসে—মধুমতী নাচে মহোল্লাসে

নরহরির মনে নাহি আন

গৌরমাধুর্য্যামৃত ক'রে পান—নরহরির মনে নাহি আন

অনুগত মণ্ডলী করে গান

ঠাকুর শ্রীনরহরির—অনুগত—মণ্ডলী করে গান

উচ্চৈঃস্বরে করে গান

নরহরির বদন চেয়ে—উচ্চৈঃস্বরে করে গান

গায় সবে প্রাণভরি

গৌরাঙ্গ লীলা মাধুরী—গায় সবে প্রাণভরি

বামে নাচে প্রিয় গদাধর।

আনন্দে গদাধর নাচে

নাগর নাগরী হয়েছে দে'খে—আনন্দে গদাধর নাচে

গদাধরের আনন্দ অন্তর

দেখি প্রভুর ভাবান্তর—গদাধরের আনন্দ অন্তর

দেখি—আপনার ভাবে বিভাবিত নাগর—গাদধরের আনন্দ অন্তর

ও,—বামে নাচে প্রিয় গদাধর।

নাচিতে নাচিতে প্রভু, আউলাইয়া পড়ে কভু,

এলাইয়া পড়িল গো

গৌরাঙ্গ কিশোরী—এলাইয়া পড়িল গো

পেলাম ব'লে প্রাণবঁধুয়া—এলাইয়া পড়িল গো

নাচিতে নাচিতে প্রভু, আউলাইয়া পড়ে কভু,

আবেশে ধরয়ে দোঁহার কর॥

কি যেন কি বলবে বলে

প্রাণের কথা---বলবে ব'লে মনে ক'রে---কি যেন কি বলবে ব'লে

নিত্যানন্দমুখ হেরি, বলে পহুঁ হরি হরি,

ও ত হরি বলা নয়

প্রভু করে হায় হায়---ও ত' হরি বলা নয়

মুখে কিছু বলে না

প্রভু কবেল হায় হায় করে---মুখে কিছু বলে না

কি অভাবে করে হায় হায়

ভাবাবেশে গোরা রায়---কি অভাবে করে হায় হায়

ভাব ত কিছু বুঝা না যায়

এখনি পায় এখনি হারায়---ভাব ত কিছু বুঝা না যায়

এই ত আনন্দে নাচিতে ছিল

জগন্নাথের বদন চেয়ে---এই ত আনন্দে নাচিতে ছিল

পরাণবঁধু পেলাম ব'লে---এই ত আনন্দে নাচিতে ছিল

পেলাম ব'লে এলাইয়া পড়ে

আমার পরাণবঁধুকে আমি---পেলাম ব'লে এলাইয়া পড়ে

পরক্ষণেই হায় হায় করে

পেলাম ব'লে এলায়ে পড়ে---পরক্ষণেই হায় হায় করে (মাতন)

পেয়েও আশা মিটে না রে

পাবার আশা পায় না তাই---পেয়েও আশা মিটে না রে

পেয়েও গোরা হায় হায় করে

আবার কেন হায় হায় করে

বুঝি আশা মিটে নাই

পুনঃ প্রভু করে হায় হায়

নিতাইচাঁদের বদন চেয়ে---পুনঃ প্রভু করে হায় হায়

পেয়ে করে হায় হায়

কি জানি কি পেয়েছে আর কিবা চায়---পেয়ে করে হায় হায়

ভাব ত কিছু বুঝা না যায়

এইপায় এই করে হায় হায়---ভাব ত কিছু বুঝা না যায়

আবার বুঝি অভাব জেগেছে

এখনও বাসনা পূরণ হয় নাই---আবার বুঝি অভাব জেগেছে

জগন্নাথের---ঐশ্বর্য্যময় রূপ দে'খে---আবার বুঝি অভাব জেগেছে

আবার কেন হায় হায় করে

নিতাই চাঁদের বদন চেয়ে---আবার কেন হায় হায় করে

আবার কেন হায় হায় করে

নিত্যানন্দ মুখ হেরি, বলে প্রভু হরি হরি,

হা কৃষ্ণ কৃষ্ণ ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ।

সঙরি শ্রীবৃন্দাবনে, প্রাণ করে উচাটন,

সেই ভাবে ভোরা গোরা

রথে জগন্নাথ দেখি---সেই ভাবে ভোরা গোরা

পেয়েছে নব বৃন্দাবনে

পারিষদ গোপী সনে গৌরাকিশোরী---যেন---পেয়েছে নব বৃন্দাবনে

আপনার প্রাণধনে---যেন---পেয়েছে নববৃন্দাবনে

প্রভাস মিলনে---যেন---পেয়েছে নব বৃন্দাবনে

পেয়েও আ া মিট্‌ছে না

বলে—সেই তুমি সেই অমি সে নব সঙ্গম

তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন।।

পেয়েও আশা মিট্‌ল না

পরাম---বঁধূ তোমায় পেলাম বটে---পেয়েও আশা মিটল না

তবে দাসীর বাসনা পূরে

যদি---উদয়করাও ব্রজপুরে---তবে দাসীর বাসনা পূরে

যদি---উদয়করাও ব্রজপুরে---

ব্রজের জীবন কৃপা ক'রে---যদি---উদয় করাও ব্রজপুরে

ব্রজের জীবন ব্রজাকাশে---যদি করাও ব্রজপুরে

তবে দাসীর বাসনা পুরে

কৃপা করি করাও উদয়

ব্রজের জীবন ব্রজাকাশে---কৃপা করি করাও উদয়

তবে সাদ পূর্ণ হয়---কৃপা করি করাও উদয়

সঙরি শ্রীবৃন্দাবন, প্রাণ করে উচাটন

আবেশে ধরয়ে রায়ের করে।

ওগো প্রাণ বিশাখিকে

ওগো প্রাণ সহচরী

রামরায়ের করে ধরে বলে---ওগো প্রাণ সহচরী

বলে---ওগো ওগো মরম সই

মনের কথা তোরে কই---বলে---ওগো ওগো মরম সই

প্রাণবঁধুকে পেলাম বটে

কিন্তু---পেয়েও আশা মিটল না

তবে আমার আশা মিটবে

বঁধুকে---ব্রজ নিকুঞ্জে পাব যবে---তবে আমার আশা মিটবে

আবেশে বলে গৌরকিশোরী

তোর- -করে ধরি মিনতি করি---আবেশে বলে গৌরকিশোরী

মিলায়ে দে গো ত্বরাকরি---আবেশে বলে গৌরকিশোরী

মিলায়ে দে গো ত্বরাকরি

ব্রজ-নিকুঞ্জে বংশীধারী---মিলায়ে দে গো ত্বরাকরি

হোক আনন্দময় ব্রজপুরী---মিলায়ে দে গো ত্বরাকরি

তোর---করে ধরি মিনতি করি

ল'য়ে চল বংশীধারী

হোক আনন্দময় ব্রজপুরী---ল'য়ে চল বংশীধারী

(মাতন)

সঙরি শ্রীবৃন্দাবন, প্রাণ করে উচাটন,

আবেশে ধরয়ে রায়ের করে॥

শ্রীনিবাস হরিদাস, নাচে গায় প্রেমোল্লাস

প্রভুর সাত্ত্বিক ভাবাবেশ।

হই রস প্রেমধন, পাওল জগজন,

গোবিন্দ মাগয়ে এক লেশ॥

গোরা নাচে অনুরাগে

জগন্নাথের রথের আগে---গোরা নাচে অনুরাগে

গৌরা নাচে নীলাচলে

হরিবোল হরিবোল হরিবোল ব'লে---গৌর নাচে নীলাচলে

(শ্রীগুণ্ডিচার দ্বারে রথারূঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেখিয়া।)

কিশোরী ভাবেতে ভোরা

পরাণ গৌরাঙ্গ আমার---কিশোরী ভাবেতে ভোরা

ভাবোল্লাসে মত্ত হ'য়ে

নিজগণ সঙ্গে ল'য়ে---ভাবোল্লাসে মত্ত হ'য়ে

নাচিতে নাচিতে যায়

ভাবোল্লাসে গোরারায়---নাচিতে নাচিতে যায়

উপনীত গুণ্ডিচাদ্বারে

প্রেমস্বরে বলে গোরা

গুণ্ডিচাদ্বারে জগন্নাথ পেয়ে---প্রেমস্বরে বলে গোরা

জগন্নাথের বদন চেয়ে---প্রেমস্বরে বলে গোরা

ব্রজে কৃষ্ণ পেলাম মে'নে---প্রেমস্বরে বলে গোরা

বহুদিন পরে, বঁধুয়া আইলে,

দেখা না হইত পরাণ গেলে।

বেঁচে আছি তাই দেখতে পেলাম

তোমার অদর্শনে বিরহেতে---বেঁচে আছি তাই দেখতে পেলাম

আসবে আসবে এই আশায়---বেঁচে আছি তাই দেখতে পেলাম

ঐ অলকাআবৃত বদন---বেঁচে আছি তাই দেখতে পেলাম

ঐ মুরলী-রঞ্জিত বদন---বেঁচে আছি তাই দেখতে পেলাম

হাসিয়া বাঁশিয়া বদন---বেঁচে আছি তাই দেখতে পেলাম

নীলাচলে না আসিলে—

স্বরূপের গণে গণ্য হ'য়ে—নীলাচলে না আসিলে (মাতন)

এ ভোগ তো কোথাও মিলে না

সে সৌভাগ্য কোথাও মিলে না

বসতি না হইলে—সে সৌভাগ্য কোথাও মিলে না

বসতি না হইলে—

গম্ভীরা নিকুঞ্জ মাঝে—বসতি না করিলে

এ সুখ তো কোথাও মিলে না

নীলাচলে না আসিলে—এ সুখ তো কোথাও মিলে না

দেখা না হইত পরাণ গেলে॥

দুঃখিনীর দিন দুঃখেতে গেল।

তোমার কোন দোষ নাই বঁধু

সকলই আমার করমের দোষ—তোমার কোন দোষ নাই বঁধু

মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল॥

পরাণ বঁধু তুমি ভাল ত ছিলে

যা ছিল তা হ'ল কপালে—পরাণ বঁধু তুমি ভাল ত ছিলে (মাতন)

সে সব দুঃখ কিছু না গণি।

তোমারই কুশলে কুশল মানি॥

বঁধু—তোমার সুখেই আমার সুখ হে

আমার দুঃখ আমি গণি না—বঁধু—তোমার সুখেই আমার সুখ হে

আপন দুঃখে মানি না দুঃখ—বঁধু—তোমার সুখেই আমার সুখ হে

সে সব দুঃখ কিছু না গণি।

তোমারই কুশলে কুশল মানি॥

এত যে সহিল অবলা ব'লে।

ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ'লে॥

অবলা বলে এতই সহিল

ফাটিয়া যাইত হইলে শৈল—অবলা ব'লে এতই সহিল (মাতন)

প্রাণ গৌরাঙ্গ কিশোরী বলে

জগন্নাথের বদন হেরি---প্রাণ গৌরাঙ্গ কিশোরী বলে

অবলা ব'লে সহিল এত

শৈল হ'লে ফেটে যেত---অবলা ব'লে সহিল এত

ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ'লে।।

যা হবার তা হ'য়ে গেল

সকল দুঃখ দূরে গেল

পরাণ বঁধু ঘরে এল---সকল দুঃখ দূরে গেল (মাতন)

এখন---কারো ভয় করি না আমি

এখন,—গগনে উদয় করুক চন্দ্র।

গগন চাঁদ উদয় হও রে

তোমার---যত কলা থাকে বিকাশ ক'রে---গগণ চাঁদ উদয় হও রে

বড়ই দুঃখ দিয়েছ মোরে

পূর্ণিমাতে উদয় হ'য়ে---বড়ই দুঃখ দিয়েছ মোরে

গগন চাঁদ উদয় হও রে

আর ত আমি ভয় করি না

গোকুল চাঁদ পেয়েছি ঘরে---আর ত আমি ভয় করি না

গগনে উদয় করুক চন্দ।

মলয় পবন বহুক মন্দ।।

বড় দুঃখ দিয়েছ মোরে

মৃদু মন্দ প্রবাহিত হ'য়ে---বড় দুঃখ দিয়েছ মোরে

মদন মোহন ছিল না ঘরে---বড় দুঃখ দিয়েছ মোরে (মাতন)

আর ত আমি ভয় করি না

মলয় পবন মন্দ বও রে

আমার---মদন মোহন এল ঘরে---মলয় পবন মন্দ বও রে

কোকিলা করুক পঞ্চম গান।

গাও গাও কোকিলা গাও রে

মধুর পঞ্চম স্বরে—গাও গাও কোকিলা গাও রে

বড়ই তাপ দিয়েছ মোরে

সদাই কুহু কুহু ক'রে—বড়ই তাপ দিয়েছ মোরে
পঞ্চম তানে কুহু স্বরে—বড়ই তাপ দিয়েছ মোরে
পরাণ বঁধু ছিল না ঘরে—বড়ই তাপ দিয়েছ মোরে

আর ডরি না তোমার কুহু স্বরে

এখন—মদনমোহন পেয়েছি ঘরে—আর ডরি না তোমার কুহু স্বরে

কোকিলা করুক পঞ্চম গান।
ভ্রমরা সদাই ধরুক তান॥

আর ত' আমি ভয় করি না

মদনমোহন পেয়েছি ঘরে—আর ত' আমি ভয় করি না
মদনমোহন পেয়েছি ঘরে—মদন দরপ দমন হিয়া—মদনমোহন পেয়েছি ঘরে
আর ত' আমি ভয় করি না

কোকিলা করুক পঞ্চম গান।
ভ্রমরা সদাই ধরুক তান॥
বাশুলি আদেশে কহে চণ্ডীদাসে।
দুঃখ দূরে গেল সুখ বিলাসে॥

সকল দুঃখ দূরে গেল

আমার—ব্রজের জীবন ব্রজে এল—সকল দুঃখ দূর গেল (মাতন)

ভাবাবেশে বলে গৌর কিশোরী

রামরায়ের করে ধরি—ভাবাবেশে বলে গৌর কিশোরী
এই গুণ্ডিচার দ্বারে—ভাবাবেশে বলে গৌর কিশোরী
জগন্নাথের রথের আগে—ভাবাবেশে বলে গৌর কিশোরী

ও,—কি কহব রে সখী আনন্দ ওর।

স্বরূপ—রামরায়ের করে ধ'রে বলে

গৌরাঙ্গ কিশারী আমার—স্বরূপ—রামরায়ের করে ধ'রে বলে
জগন্নাথের আগে দাঁড়াইয়া—স্বরূপ—রামরায়ের করে ধ'রে বলে

কি কহব রে সখী আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥

প্রাণবঁধু আইল ঘরে

আজ বহুদিন পরে—প্রাণবঁধু আইল ঘরে

কি কব আনন্দ ওর

মাধব মন্দিরে মোর—কি কব আনন্দ ওর

সখী তোরে মিনতি করি

স্বরূপ—রামরায়ের করে ধ'রে বলে—সখী তোরে মিনতি করি

কেউ কিছু বলিস না

আমার পরাণ বঁধুকে তোরা—কেউ কিছু বলিস না
বিদেশে গিয়েছিল ব'লে যেন —কেউ কিছু বলিস না

চেয়ে দেখ বঁধুর মুখপানে

ভয়ে হয়েছে জড় সড়

তোরা কেউ কিছু বলিস ব'লে—ভয়ে হয়েছে জড় সড়

বঁধুর কোন দোষ নাই

সকলই আমার করম দোষ—বঁধুর কোন দোষ নাই (মাতন)

সবাই তোষ মধুর সম্ভাষণে

আমার পরাণ বঁধুর সনে—সবাই তোষ মধুর সম্ভাষণে

চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥
পাপ সুধাকর যত দুঃখ দিল।
পিয়া মুখ দরশনে তত সুখ ভেল॥

সকল দুঃখ দূরে গেল

বৃন্দাবন চাঁদের বদন হে'রে—সকল দুঃখ দূরে গেল

আঁচল ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তবু হাম পিয়া দূরদেশে না পাঠাই॥

আর দূরদেশে পাঠাব না

কেহ আনি মহানিধি দিলেও---আর দূরদেশে পাঠাব না
পরাণে পরাণ বেঁধে রাখব---আর দূরদেশে পাঠাব না

শীতের ওড়োনী পিয়া গিরীষের বা।

প্রাণ সই সই রে

তোরা---মরমি তাই মরম কই---প্রাণ সই সই রে

শুন শুন মরম সই

গৌরাঙ্গ কিশোরী বলে---শুন শুন মরম সই
স্বরূপ---রামরায়ের গলা ধরি বলে---শুন শুন পরম সই
মরম কথা তোমারে কই---শুন শুন মরম সই

শীতের ওড়োনী পিয়া গিরীষের বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না॥

পরান---বঁধু বিনে আর কেবা আছে

সুখ দিতে রাধার বল---পরাণ---বঁধু বিনে আর কেবা আছে

কতগুণের বঁধু আমার

শীতে উষ্ণ নিদাঘে শীতল

আমার পরাণ বঁধুর অঙ্গ---শীতে উষ্ণ নিদাঘে শীতল

আর আমার কেবা অছে

আমার বলতে ব্রজমাঝে---আর আমার কেবা আছে
আমার শ্যাম বঁধু বিনে---আর অমার কেবা আছে

পোহাইল দুঃখের নিশি

ঐ হিয়ায় ধ'রে কালশশী---পোহাইল দুঃখের নিশি

ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
সুজনক দুঃখ দিন দুইচারি॥

গৌরাঙ্গ কিশোরী বলে

দুঃখ কেবল সুখের লাগি

সে দুঃখ ত' দুঃখ নয়---দুঃখ কেবল সুখের লাগি
এ দুঃখ সুখ বাড়ায়---দুঃখ কেবল সুখের লাগি

ও ললিতে ও বিশাখে

সবে কর মঙ্গল আচরণ

ব্রজ মঙ্গল ব্রজে এল---সবে কর মঙ্গল আচরণ

দাঁড়াও সবে সারি সারি

নিজ নিজ যুথ সঙ্গে করি---দাঁড়াও সবে সারি সারি
নিকুঞ্জের পথে পথে---দাঁড়াও সবে সারি সারি
কুঞ্জে আইল কুঞ্জ বিহারী---দাঁড়াও সবে সারি সারি

(মাতন)

মধুর গৌরাঙ্গ লীলা

এই রথযাত্রায় নীলাচলে---মধুর গৌরাঙ্গ লীলা

প্রাণ গৌরলীলা করালেন কীর্ত্তন

পরম করুণ শ্রীগুরুদেব--প্রাণ গৌরালীলা করালেন কীর্ত্তন
নিজ পারিষদ প্রেরণাতে---প্রাণ গৌরলীলা করালেন কীর্ত্তন
আজ---প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠছে

এসেছেন সব গৌরাঙ্গগণ

এসেছেন শান্তিপুরনাথ

পরাণ গৌরাঙ্গ আজ্ঞায়---এসেছেন শান্তিপুরনাথ
গৌড়দেশের ভক্ত ল'য়ে---এসেছেন শান্তিপুরনাথ
এই---রথযাত্রায় নীলাচলে---এসেছেন শান্তিপুরনাথ

সবাই ত মিলেছেন

পরাণ গৌরাঙ্গ সনে---সবাই ত মিলেছেন

এসেছেন শ্রীবাসপণ্ডিত

মালিনীদেবী সঙ্গে ল'য়ে---এসেছেন শ্রীবাসপণ্ডিত

এসেছেন সেন শিবানন্দ

নিজ---পরিজন সঙ্গে ল'য়ে---এসেছেন সেন শিবানন্দ

এসেছেন বসু রামানন্দ

কুলীনগ্রামবাসী সঙ্গে ল'য়ে---এসেছেন বসু রামানন্দ
প্রভুর---আদিষ্ট পট্টডুরি লয়ে---এসেছেন বসু রামানন্দ

এসেছেন মুরারী মুকুন্দ

এসেছেন ঠাকুর নরহরি

খণ্ডবাসিগণে সঙ্গে করি---এসেছেন ঠাকুর নরহরি
প্রাণ গৌরাঙ্গ দে'খব ব'লে---এসেছেন ঠাকুর নরহরি

এসেছেন ঠাকুর উদ্ধারণ

সপ্তগ্রামবাসী সঙ্গে ল'য়ে---এসেছেন ঠাকুর উদ্ধারণ

এসেছেন,---ঝড়ঠাকুর কালিদাস

এসেছেন,---অভিরাম আর পরমেশ্বর দাস

এসেছেন---সুন্দরানন্দঠাকুর গৌরীদাস

সবাই ত এসেছেন

সঙ্গে নদীয়াবাসী---সবাই ত এসেছেন

এসেছেন শ্রীধর পণ্ডিত

থোড়---মোচার ঝালি মাথায় ল'য়ে---এসেছেন শ্রীধর পণ্ডিত

এসেছেন রাঘব পণ্ডিত

দমবন্তী দত্ত ঝালি সাজায়ে---এসেছেন রাঘব পণ্ডিত

করেছেন ঝালি সমর্পণ

গৌর সেবার লাগি গোবিন্দের করে---করেছেন ঝালি সমর্পণ

ক'রেছেন গুণ্ডিচা মার্জ্জন

প্রাণ গৌর ল'য়ে সবাই মিলে---ক'রেছেন গুণ্ডিচা মার্জ্জন

এসেছি বড় আশা ক'রে

তখন জনম হয় নাই মোদের

যখন হ'ল প্রকট বিহার---তখন জনম হয় নাই মোদের

দেখিতে তো পাই নাই মোরা

স্থাবর জঙ্গম---প্রেমো মত্তকারী লীলা---দেখিতে তো পাই নাই মোরা
প্রাণ গৌরাঙ্গের---পাষাণ গলান লীলা---দেখিতে তো পাই নাই মোরা

নিশিদিশি জ্বলছে হিয়া

সেই---লীলা অদর্শন শেল---নিশিদিশি জ্বলছে হিয়া

দগ্ধ প্রাণ জুড়া'ব ব'লে

শ্রীগুরুদেবের কৃপা প্রেরণায়---দগ্ধপ্রাণ জুড়াব বলে

এসেছি আমরা ভাই ভাই মিলে

শ্রীগুরুদেবের কৃপা প্রেরণায় এসেছি আমরা ভাই ভাই মিলে

বড় সাধ দে'খব ব'লে

শ্রীরথযাত্রায় মধুর বিহার---বড় সাধ দে'খব ব'লে

দেখিতে তো পেলাম না

ঝালি সমর্পণ লীলায় ক'ই---দেখিতে তো পেলাম না

তা'র দেখা ত পেলাম না

ঝালি সমর্পণ হ'ল বটে---তার দেখা ত পেলাম না

গৌর দেখতে পেলাম না

কেঁদে কেঁদে ফিরে এলাম---গৌর দেখতে পেলাম না

আবার মনে আশা জাগল

নিশি পরভাত হ'লে---আবার মনে আশা জাগল

আজ গৌর দেখতে পাব

শ্রীগুণ্ডিচা মার্জ্জন লীলায়---আজ গৌর দেখতে পাব (মাতন)

দেখিতে তো পেলাম না

গুণ্ডিচা মার্জ্জনা হ'ল বটে---দেখিতে তো পেলাম না

অনুভব হ'ল বটে

শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব---অনুভব হ'ল বটে
ভাবোন্মত্ত দশা দেখে---অনুভব হ'ল বটে
ভাবোন্মত্ত দশা দেখে---
সমবেত নরনারীর---ভাবোন্মত্ত দশা দে'খে

অনুভব হল বটে

এসেছেন প্রাণ গৌর---অনুভব হ'ল বটে

দেখিতে তো পেলাম না

সেই---হরিবোলা রসের বদন---দেখিতে তো পেলাম না
হতাশ হয়ে ফিরে এলাম---দেখিতে তো পেলাম না

আবার মনে আশা জাগল

আজ নিশি পরভাতে---আবার মনে আশা জাগল

আজ মোরা দেখতে পাব

জগন্নাথের রথের আগে-- প্রাণগৌর দেখতে পাব
যাই আমরা ভাই ভাই মিলে---প্রাণগৌর দেখতে পাব
যাই আমরা ভাই ভাই মিলে---
গৌরলীলা গান করিতে করিতে---যাই আমরা ভাই ভাই মিলে

প্রাণগৌর দেখতে পাব

উপনীত হ'লাম গুণ্ডিচার আগে

কই---দেখিতে তো পেলাম না

গৌরলীলা গান করিলাম---কই---দেখিতে তো পেলাম না

একবার দেখাও হে

ও জগন্নাথ বংশীধারী---একবার দেখাও হে

যদি এনেছ কৃপা করি

ওহে জগন্নাথ বংশীধারী---যদি এনেছ কৃপা করি

দেখাও তোমার গৌরাঙ্গ মাধুরী

ওহে জগন্নাথ বংশীধারী---দেখাও তোমার গৌরাঙ্গ মাধুরী

ওগো ভাগ্যবান নীলাচলবাসী

গৌরাঙ্গের গণ তোমরা

একবার দেখাও গো

ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি---একবার দেখাও গো
চিতচোরা প্রাণগৌরাঙ্গ---একবার দেখাও গো

গুণ্ডিচা মার্জ্জন শেষ হ'ল

প্রাণ গৌর দেখতে পেলাম না

কেঁদে কেঁদে ফিরে গেলাম---প্রাণ গৌর দেখতে পেলাম না

আবার আশা বুকে জাগল

আজ নিশি পরভাতে---আবার আশা বুকে জাগল

আজ নিশ্চয় দেখতে পাব

এই জগন্নাথের রথের আগে---আজ নিশ্চয় দেখতে পাব
চিতচোরা প্রাণগোরা---আজ নিশ্চয় দেখতে পাব
কিশোরীভাবিত মতি---আজ নিশ্চয় দেখতে পাব

হায় রে,—নীলাচলে যব মধুনাথ।
দেখিবে আপনে জগন্নাথ॥
রামরায় স্বরূপ লইয়া।
নিজভাব কহে উঘাড়িয়া॥

হায় রে,—মোর কি হইব হেন দিনে।
সে লীলা কি দেখিব নয়নে॥

বলে---দেখ দেখ প্রাণ সহচরী

রামরায়ের করে ধরি বলে---দেখ দেখ প্রাণ সহচরী

এই সেই প্রাণের বংশীধারী

জগন্নাথে দেখায়ে ব'লে---এই সেই প্রাণের বংশীধারী
যার লাগি আমি ঝুরে মরি---এই সেই প্রাণের বংশীধারী

মোর কি হইবে হেন দিনে।
সে কথা কি শুনিব শ্রবনে॥

হায়---আমি কি শুনতে পাব

সে হৃৎকর্ণ রসায়ণ কথা---আমি কি শুনতে পাব
সে হৃৎকর্ণ রসায়ণ কথা---আমি কি শুনতে পাব

পুন কিয়ে জগন্নাথদেবে।
গুণ্ডিচামন্দিরে চলি যাবে॥
প্রভু মোর সাত সম্প্রদায়।
করিব কীর্ত্তন উভরায়॥
মহানৃত্য কীর্ত্তন-বিলাস।
সাত ঠাঁই হইবে প্রকাশ॥
মোর কি এমন দশা হব।
সে লীলা কি নয়নে হেরিব॥

প্রাণ ভরে দেখব মোরা

রথের আগে নাচবে গোরা---প্রাণ ভরে দেখব মোরা

এই আশায় বুক বেঁধে

এলাম আমরা ভাই ভাই মিলে

পাগলা প্রভু! তোমায় হৃদে ধরে---এলাম আমরা ভাই ভাই মিলে

আজ একবার দেখা দাও

প্রাণগৌর লয়ে কোথা বিহরিছ---আজ একবার দেখা দাও

আমরা কিছুই তো জানতাম না

কে গৌর, তার কিবা লীলা---আমরা কিছুই তো জানতাম না

নিজগুণে জানাইলে

সঙ্গে ক'রে লয়ে এসে---নিজগুণে জানাইলে

প্রাণ গৌরলীলা ভোগ করালে

ভাবাবেশে কীর্ত্তন নটন রঙ্গে---প্রাণ গৌরলীলা ভোগ করালে

দেখাব বলে বলেছিলে

ফাঁকি দিয়ে লুকাইলে---দেখাব বলে বলেছিলে

লুকাইয়ে ক'রছ খেলা

শ্রীরথযাত্রায় এই নীলাচলে---লুকাইয়ে করছ খেলা
পরাণ নিতাই গৌরাঙ্গ লয়ে---লুকাইয়ে করছ খেলা

আমরা এসেছি তোমারই আকর্ষণে

আজ একবার দেখা দাও

যদি নিজগুণে এনেছ টেনে---একবার দেখা দাও
নিতাই গৌর প্রেমের পাগল---একবার দেখা দাও

বহুদিন তো দেখিনাই

একবার দেখাও হে

পরম করুণ শ্রীগুরুদেব---একবার দেখাও হে

জগন্নাথের রথের অগে---একবার দেখাও হে

জগন্নাথের রথের আগে---

এই গুণ্ডিচার দ্বারে---জগন্নাথের রথের আগে

একবার দেখাও হে

সেই গৌর দেখাও হে

ভাবোল্লাসে ভোরা গোরা---সেই গৌর দেখাও হে

কোথায় আমার পাগলাপ্রভু

কোথা গৌর লয়ে করছ খেলা

জগন্নাথের আগে আগে—কোথা গৌর লয়ে করছ খেলা

জগন্নাথের আগে আগে---

কীর্ত্তন নটন রঙ্গে---জগন্নাথের আগে আগে

কোথা গৌর লয়ে করছ খেলা

একবার দেখা দাও

কৃপা ক'রে এনেছ যদি---একবার দেখা দাও

রথের আগে গৌর লয়ে---একবার দেখা দাও (মাতন)

একবার দেখাও গো

পরমকরুণ শ্রীগুরুদেব---একবার দেখাও গো

জগন্নাথের রথের আগে---একবার দেখাও গো

জগন্নাথের রথের আগে---

এই গুণ্ডিচা দ্বারে---জগন্নাথের রথের আগে

সেই গৌর দেখাও হে

ভাবোল্লাসে ভোরা গৌর—সেই গৌর দেখাও হে

প্রাণগৌর দেখাও হে

পরমকরুণ শ্রীগুরুদেব--- প্রাণগৌর দেখাও হে

দেখা দাও প্রাণগৌর সঙ্গে

সব পরিকর লয়ে---দেখা দাও প্রাণগৌর সঙ্গে

দেখাও মোদের প্রাণগৌরাঙ্গে

নিতাই অদ্বৈত সঙ্গে---দেখাও মোদের প্রাণগৌরাঙ্গে

কীর্ত্তন নটনরঙ্গে---দেখাও মোদের প্রাণগৌরাঙ্গে

একবার দেখাও হে

ওহে গৌরপ্রিয় পরিকর---একবার দেখাও হে

কোথা বা আছ হে

গৌর লয়ে এই রথের আগে---কোথা বা আছ হে

একবার দেখাও গো

ভয় নাই আমরা লয়ে যাব না

তোমাদের গৌর তোমাদের থাকবে---ভয় নাই আমরা লয়ে যাব না

গৌর লয়ে কিবা করবো

দুর্বাসনার কিঙ্কর মোরা---গৌর লয়ে কিবা করবো
কপটতার মূরতি মোরা---গৌর লয়ে কিবা করবো
অভিমানের খনি মোরা---গৌর লয়ে কিবা করবো
ভালবাসতে জানি না---গৌর লয়ে কিবা করবো

কোন গুণে গৌরাঙ্গ পাব

সনাতনের সাধনের ধন---কোন গুণে গৌরাঙ্গ পাব

গৌরপাবার অধিকার নাই

একবার দেখব

চিতচোরা মূরতিখানি---একবার দেখব

পরীক্ষা করবো

একবার দেখবো---পরীক্ষা করবো

মূরতি কত শকতি ধরে

যার, নামে ঘরের বাহির করে---সেই,--মূরতি কত শকতি ধরে (মাতন)

কেউ যে কথা কইলে না

তবে কি গৌর দেখাবে না---কেউ যে কথা কইলে না

কার কাছে যাব রে

কেবা গৌর দেখাবে---কার কাছে যাব রে

বল বল ও বলদেব

দয়া ক'রে বলে দাও

কোথা বা নাচছেন

রাধাভাবদ্যুতি গোরা---কোথা বা নাচছেন
শচীদুলাল প্রাণ গোরা---কোথা বা নাচছেন

বলে দাও সুভদ্রাদেবী

কোথা গেলে গৌর পাব —বলে দাও সুভদ্রা দেবী

বল বল জগন্নাথ

তোমার---গৌরমূরতি কোথায় আছে---বল বল জগন্নাথ
যা দেখে মুগ্ধ তুমি---সেই মুরতি কোথায় আছে

একবার দেখাও হে

সেই---চিতচোরা মুরতি খানি---একবার দেখাও হে
চিতচোর গৌর কিশোর---একবার দেখাও হে

তুমিও কথা কইলে না

তবে,—আর কার কাছে যাব রে

কে এমন বান্ধব আছে

প্রাণগৌর দেখাইবে—কে এমন বান্ধব আছে

আমার বলতে আর কে আছে

পরমকরুণ শ্রীগুরুদেব

কিছুই ত জানতাম না

কোথা নীলাচল কেবা জগন্নাথ---কিছুই ত জানতাম না

কৃপা করে আনিলেন

রথযাত্রায় সঙ্গে করে---কৃপা করে আনিলেন

গৌরলীলা জানাইলেন

ভাবাবেশে কীর্ত্তনরঙ্গে---গৌরলীলা জানাইলেন

দেখাবে বলে বলেছিলে

ফাঁকি দিয়ে লুকাইলে---দেখাবে বলে বলেছিলে

লুকাইয়ে করছ খেলা

শ্রীরথযাত্রায় এই নীলাচলে—লুকাইয়ে করছ খেলা
পরাণ—নিতাই গৌরাঙ্গ লয়ে—লুকাইয়ে করছ খেলা

গৌর লয়ে করছ খেলা

এনেছ কৃপা অকর্ষণে

তোমার দাস দাসীগণে---এনেছ কৃপা আকর্ষণে
রথযাত্রায় নীলাচলে---এনেছ কৃপা আকর্ষণে

আজ একবার দেখা দাও

পরম করুণ শ্রীগুরুদেব---আজ একবার দেখা দাও
যদি---নিজগুণে এনেছ টেনে---আজ একবার দেখা দাও
নিতাই গৌর প্রেমে পাগল---আজ একবার দেখা দাও

দেখা দাও গুণ্ডিচা দ্বারে

জগন্নাথের রথের আগে---দেখা দাও এই গুণ্ডিচা দ্বারে
সপরিকর গৌর লয়ে---দেখা দাও গুণ্ডিচা দ্বারে

হৃদিপটে এঁকে লব

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ বিহার---হৃদিপটে এঁকে লব

প্রাণে প্রাণে স্ফুরণ করাও

ভাবোল্লাসে মিলনরঙ্গ---প্রাণে প্রাণে স্ফুরণ করাও

প্রাণে প্রাণে অনুভব করাও

ভাবোল্লাসে মিলনরঙ্গ---প্রাণে প্রাণে অনুভব করাও

ভাবোল্লাসে মিলনরঙ্গ

জগন্নাথ নন্দনন্দন সনে---ভাবোল্লাসে মিলনরঙ্গ

প্রাণে প্রাণে ভোগ করাও

গৌর কিশোরীর মিলনরঙ্গ---প্রাণে প্রাণে ভোগ করাও
গৌর কিশোরীর মিলনরঙ্গ---
জগন্নাথ নন্দনন্দন সনে---গৌর কিশোরীর মিলনরঙ্গ (মাতন)

প্রাণে প্রাণে ভোগ করাও

প্রাণে প্রাণে গাই মোরা

ভাই ভাই ভাই মিলে---প্রাণে প্রাণ গাই মোরা

পাগল হয়ে বেড়াব

ভাই ভাই ভাই মিলে---পাগল হয়ে বেড়াব
নীলাচলের পথে পথে---পাগল হয়ে বেড়াব

প্রাণ ভরে বলবো

গৌরাঙ্গ রাধা জগন্নাথ নন্দনন্দন।
গুণ্ডিচা-নিকুঞ্জবনে দোঁহাকার হল মিলন॥ (মাতন)

গৌরকিশোরীর মিলনরঙ্গ

জগন্নাথ নন্দনন্দন সঙ্গে---গৌরকিশোরীর মিলনরঙ্গ (মাতন)

গুণ্ডিচা-নিকুঞ্জবনে দোঁহাকার হল মিলন॥

আবেশে বলে সব

চলগো দিদি ঘরে যাই

যা জানে তা করুক রাই---চল গো দিদি ঘরে যাই
যা জানে তা করুক রাই
আপন পরাণ বঁধু লয়ে---যা জানে তা করুক রাই (মাতন)

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥
গৌরহরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল॥
শ্রীগুরুপ্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল॥

শ্রীশ্রীরথযাত্রা কীর্ত্তন সম্পূর্ণ।

(শ্রীশ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরে)

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আক্ষেপানুরাগ কীর্ত্তন

শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল।
ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

মধুর গৌরাঙ্গ লীলা

এই মধুর নীলাচলে—মধুর গৌরাঙ্গ লীলা

ভাবনিধি গৌরাঙ্গ আমার

কিশোরী-ভাবিত-মতি—ভাবনিধি গৌরাঙ্গ-আমার

এই গুণ্ডিচায় জগন্নাথ পেয়ে

আক্ষেপ অনুরাগে ভোরা

গুণ্ডিচায় জগন্নাথ পেয়ে—আক্ষেপ অনুরাগে ভোরা

করিছেন আক্ষেপ উক্তি

এই জগমোহনে দাঁড়াইয়ে—করিছেন আক্ষেপ উক্তি

দেখি গোরা নীলাচলনাথে।

আমার—গৌরাঙ্গ কিশোরী

আক্ষেপ অনুরাগে ভোরা—আমার—গৌরাঙ্গ কিশোরী

দেখি গোরা নীলাচলনাথে।
নিজ-পারিষদগণ সাথে॥
বিভোর হইয়া গোপীভাবে।
কহে কিছু করিয়া আক্ষেপে॥

আমার গৌরাঙ্গ কিশোরী

গুণ্ডিচায় জগন্নাথ হেরি—আমার—গৌরাঙ্গ কিশোরী

আক্ষেপ অনুরাগে ভোরা

জগন্নাথের বদন হেরি—আক্ষেপ অনুরাগে ভোরা

বলে,—আমি তোমা না দেখিলে মরি।

ওহে আমার পরাণ বঁধু

তোমার অদর্শনে প্রাণে মরি—ওহে আমার পরান বঁধু

আমি তোমা না দেখিলে মরি।
উলটিয়া না চাহ তুমি ফিরি।।

তুমি ফিরেও তো চাও না

আমি তোমায় না দেখিলে মরি---তুমি ফিরেও তো চাও না

কেন এমন বা হলে হে

আমার তেমন বঁধু—কেন এমন বা হলে হে

করিলে পিরীতিময় ফাঁদ।

প্রথম মিলন কালে

আকাশের চাঁদ হাতে দিলে---প্রথম মিলন কালে

সরলা অবলা পেয়ে হে

আকাশের চাঁদ হাতে দিলে—সরলা অবলা পেয়ে হে

করিলে পিরীতিময় ফাঁদ।
হাতে দিলা আকাশেরই চাঁদ॥

আকাশের চাঁদ হাতে দিলে

কিশোরী আমি তোমারই ব'লে---আকাশের চাঁদ হাতে দিলে
কিশোরী আমি তোমারই ব'লে—,
আমি আর কারো নই—কিশোরী আমি তোমারই ব'লে

আকাশের চাঁদ হাতে দিলে

হাতে দিলা আকাশেরই চাঁদ॥
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ।
কহে গোরা হইয়া আবেশ॥

এখন---খুঁজেও দেখা পাই না হে

তখন---আমায় খুঁজে বেড়াইতে তুমি---এখন—খুঁজেও দেখা পাই না হে

কেন এমন বা হলে হে

আমার তেমন বঁধু---কেন এমন বা হলে হে

তোমায়---খুঁজেও দেখা পাই না হে

তখন তুমি---খুঁজে খুঁজে বেড়াতে---আমায়---খুঁজে দেখা পাই না হে

তখন তুমি বনে বনে ফিরিতে

আমার দর্শন লাগি---তখন তুমি বনে বনে ফিরিতে

বনে বনে ফুল তুলিতে

আমার কেশের বেশের লাগি---বনে বনে ফুল তুলিতে

অনুকূল পথে দাঁড়াইতে

পরশিত বায়ু পরশের লাগি---অনুকূল পথে দাঁড়াইতে

তুমি---পিছিলা ঘাটে নাহিতে হে

আমি---যদি নাহিতাম আগিলা ঘাটে---তুমি---পিছিলা ঘাটে নাহিতে হে
পরশিত বারি পরশের লাগি---তুমি---পিছিলা ঘাটে নাহিতে হে

এক রজকে দিতে হে

বসনে বসন মিলিবে ব'লে---এক রজকে দিতে হে

কেন এমন বা হলে হে

আমার---তেমন বঁধু---কেন এমন বা হ'লে হে

এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ।
কহে গোরা হইয়া আবেশ॥

মুখ বুক ভেসে যায়

বলিতে বলিতে নয়ন ধারায়---মুখ বুক ভেসে যায়
বঁধু কেন এমন হলে ব'লে---মুখ বুক ভেসে যায়

বলে---বঁধু কেন এমন হলে

গৌর ভাসে নয়ন জলে---বলে---বঁধু কেন এমন হলে (মাতন)

কেন এমন বা হ'লে হে

আমার---তেমন বঁধু---কেন এমন বা হলে হে

কেবা বাদ সাধ্‌লে

আমি---কার কিবা করেছিলাম---কেবা বাদ সাধ্‌লে

আমার---বঁধুকে পর করে দিলে---কেবা বাদ সাধ্‌লে

কহে গোরা হইয়া আবেশ ॥

ছল ছল অরুণ নয়ান।

সরস-বিরস বয়ান ॥

নয়ন ধারায় ভেসে যায়

গৌরাঙ্গ কিশোরী আমার—নয়ন ধারায় ভেসে যায়

এই জগমোহনে দাঁড়াইয়ে—নয়ন ধারায় ভেসে যায়

বঁধু কেন এমন হলে বলে—নয়ন ধারায় ভেসে যায় (মাতন)

ছল ছল অরুণ নয়ান।

সরস-বিরস বয়ান ॥

অপরূপ গৌরাঙ্গ-বিলাস ॥

এই জগন্নাথের আগে

এই গুণ্ডিচা মন্দিরে—এই জগন্নাথের আগে

অপরূপ গৌরাঙ্গ-বিলাস।

কহে কিছু নরহরি দাস ॥

আক্ষেপ অনুরাগে ভোরা

ভাবনিধি গৌরাঙ্গ আমার—আক্ষেপ অনুরাগে ভোরা

এই জগন্নাথের বদন হেরে—আক্ষেপ অনুরাগে ভোরা

বলে,—**কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।**

অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥

বঁধু—তুমি বড় ভাল জান হে

সরলা অবলা বধিতে—বঁধু—তুমি বড় ভাল জান হে

অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥

রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।

বঁধু—তুমি আমার হবে বলে

রাতি দিবস, দিবস রাতি কৈনু—বঁধু—তুমি আমার হবে ব'লে

রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু! তোমার পিরীতি॥
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর॥

বঁধু তোমায় পাব বলে

ঘর বন, বন ঘর কৈনু---বঁধু তোমায় পাব বলে
ঘর বন, বন ঘর কৈনু---
পর আপন, আপন পর কৈনু---ঘর বন, বন ঘর কৈনু

বঁধু তোমায় পাব বলে,

পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর॥
এখন,---**তুমি যদি বঁধু মোরে নিদারুণ হও।**

তেমার লাগি বন ঘর করেছি

পর আপন, আপন পর করেছি---তোমার লাগি বন ঘর করেছি

তুমি যদি বঁধু মোরা নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাড়াইয়া রও॥

এ প্রাণ আর রাখিব না হে

বঁধু, তুমি যদি নিদারুণ হলে---এ প্রাণ আর রাখিব না হে

মরিব তোমার আগে দাড়াইয়া রও॥
বাশুলি আদেশে দ্বিজ-চণ্ডীদাসে কয়।
পরের লাগিয়া কি আপন পর হয়॥

আক্ষেপ-অনুরাগে ভোরা

গৌরাঙ্গ-কিশোরী আমার---আক্ষেপ-অনুরাগে ভোরা

এইরূপে করিছেন আক্ষেপ-উক্তি

জগন্নাথের আগে দাঁড়ায়ে---এইরূপে করিছেন আক্ষেপ-উক্তি

বলে,---তোমারে বুঝাই বঁধু তোমারে বুঝাই।
ডাকিয়া সুধায় মোরে হেন জন নাই॥
অনুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে।

পরাণ বঁধু তুমি তো সকলি জান

আমি---কেমন ঘরে বাস করি---পরাণ বঁধু তুমি তো সকলি জান

অনুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে।

নিশ্চয় জানিনু মুই ভুখিমু গরলে।

বঁধু---তুমি যদি চেয়ে দেখিলে না।

তোমা লাগি সহি গুরু-গঞ্জনা---বঁধু---তুমি যদি চেয়ে দেখিলে না

এ ছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ।

বঁধু---তুমি যদি বিমুখ হ'লে

সব ছেড়ে তোমার শরণ নিলাম---বঁধু---তুমি যদি বিমুখ হ'লে

এ ছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ।

মোর আগে দাঁড়াও বঁধু দেখি চাঁদমুখ।

তোমার মুখ দেখি প্রাণ ত্যজিব

এ পরাণ আর না রাখিব---তোমার মুখ দেখি প্রাণ ত্যজিব

ও মুখের লাগি সবই গেছে---তোমার মুখ দেখি প্রাণ ত্যজিব

মোর আগে দাঁড়াও বঁধু দেখি চাঁদমুখ।।

খাইতে সোয়াস্তি নাই নাহি টুটে ভুখ্।

কে মোর ব্যথিত আছে কারে কব দুঃখ।।

আমার দুঃখের কথা কারে বলিব

কে আমার ব্যথিত আছে---আমার দুঃখের কথা কারে বলিব

চণ্ডীদাস কহে রাই ইহা না জুয়ায়।

পরের লাগি কেবা প্রাণ ছাড়িবারে চায়।

এইরূপে করিছেন আক্ষেপ-উক্তি

গৌরাঙ্গ-কিশোরী আমার---এইরূপে করিছেন আক্ষেপ উক্তি

এই গুণ্ডিচায় জগন্নাথের আগে---এইরূপে করিছেন আক্ষেপ-উক্তি

এই সেই গুণ্ডিচা-মন্দির

এই সেই জগন্নাথ---এই সেই গুণ্ডিচা-মন্দির

কোথায় আমার প্রাণগোরা

আক্ষেপ অনুরাগে ভোরা---কোথায় আমার প্রাণগোরা (মাতন)

আজ একবার দেখা দাও

হা গৌর প্রাণ গৌর----আজ একবার দেখা দাও

বড় আশা করে এসেছি মোরা----আজ একবার দেখা দাও

বড় আশা করে এসেছি মোরা----

শ্রীগৌড়মণ্ডল হতে---বড় আশা করে এসেছি মোরা

আজ একবার দেখা দাও

বড় সাধ দেখব বলে

শ্রীগুরু-মুখে শুনে অবধি---বড় সাধ দেখব বলে

একবার দেখা দাও

একবার দেখাও হে

কোথা স্বরূপ রামরায়

প্রাণগৌর লয়ে আছ কোথায়---কোথা স্বরূপ রামরায়

একবার দেখাও হে

ভয় নাই আমরা লয়ে যাব না

তোমাদের গৌর তোমাদেরই থাকবে---ভয় নাই আমরা লয়ে যাব না

আমরা একবার দেখব

চিতচোরা মূরতিখানি---আমরা একবার দেখ্‌ব

কৈ---কেউ তো কথা কহিলে না

তবে কি গৌর দেখাবে না---কৈ---কেউ তো কথা কহিলে না

আর কার কাছে যাব রে

কে---গৌর সন্ধান বলে দিবে---আর কার কাছে যাব রে

কোথায় আছ আমার প্রভু নিতাই

কোথায় আছ শান্তিপুরনাথ---কোথায় আছ আমার প্রভু নিতাই

প্রাণগৌর লয়ে কোথায় আছ---কোথায় আছ আমার প্রভু নিতাই

একবার দেখা দাও

প্রাণগৌর লয়ে দেখা দাও

কোথায় আমার প্রভুনিতাই---প্রাণগৌর লয়ে দেখা দাও (মাতন)

কৈ---কেউ তো কথা কহিলে না

আর---কার কাছে যাব রে

কেবা গৌর দেখাইবে---আর---কার কাছে যাব রে

বল বল নীলাচলনাথ

তোমার---সেই মূরতি কোথায় আছে---বল বল নীলাচলনাথ

সেই মূরতি কোথায় আছে---

শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত---সেই মূরতি কোথায় আছে

বল বল নীলাচলনাথ

কৈ---কথা তো কহিছ না

তবে কি গৌর দেখাবে না---কৈ---কথা তো কহিছ না

আর---কার কাছে যাব রে

আমার বলিতে আর কে আছে

আমাদের এই জগমাঝে---আমার বলিতে আর কে আছে

হা---পরম করুণ শ্রীগুরুদেব

কোথা প্রাণের রাধারমণ

নিতাই গৌর প্রেমের পাগল---কোথা প্রাণের রাধারমণ

আমরা---কিছুই তো জান্‌তাম না

কে গৌর তার কিবা লীলা---আমরা---কিছুই তো জানতাম না

কৃপা করে জানাইলে

সংসার কূপ হতে টেনে তুলে---কৃপা করে জানাইলে

প্রাণগৌর লীলা জানাইলে

ভাবাবেশে কীর্ত্তন রঙ্গে---প্রাণগৌর লীলা জানাইলে

এই মধুর নীলাচলে এনে---গৌরলীলা ভোগ করালে

দেখাব বলে বলেছিলে

ফাঁকি দিয়ে লুকাইলে---দেখাব ব'লে ব'লেছিলে

লুকাইয়ে করছ খেলা

তোমার প্রাণগৌর লয়ে---লুকাইয়ে করছ খেলা

এই মধুর নীলাচলে---লুকাইয়ে করছ খেলা

একবার দেখা দাও

প্রাণগৌর লয়ে দেখা দাও

পাগলা প্রভু রাধারমণ---প্রাণগৌর লয়ে দেখা দাও। (মাতন)

হৃদি পটে এঁকে লব

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ বিহার---হৃদি পটে এঁকে লব

পাগল হয়ে বেড়াইব

ভাই ভাই এক প্রাণে---পাগল হয়ে বেড়াইব

পাগলা প্রভু তোমায় হৃদে ধরে---পাগল হয়ে বেড়াইব

দেশ বিদেশে বেড়াইব

যারে দেখব তারে বলব

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।

জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।

গৌরহরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

বোল হরিবোল, গৌরহরিবোল।।

শ্রীগুরুপ্রেমানন্দে নিতাইগৌরহরিবোল।

ইতি শ্রীশ্রীআক্ষেপানুরাগ কীর্ত্তন সমাপ্ত।

---০---

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।

জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।

শ্রীশ্রীজগন্নাথের শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদ-পদ্মের নিকট কীর্ত্তন

(১)

শ্রীগুরুপ্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল।।

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।

জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম।

এই ধ্যান, এই জপ এই লব নাম।।

আমার শচীসুত গুণধাম

প্রাণভরে গাও ভাইরে---আমার শচীসুত গুণধাম

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য---আমার শচীসুত গুণধাম

হলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

অদ্বয় ব্রহ্ম শ্রীনন্দনন্দন---হলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

হল---শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্য নাম

কলিতে গৌরাঙ্গ নাম

রাম শ্যাম গৌরাঙ্গ নাম

মর্য্যাদা, লীলা, প্রেম পুরুষোত্তম---রাম শ্যাম গৌরাঙ্গ নাম

মর্য্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র

লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র

প্রেম পুরুষোত্তম শ্রীগৌরাঙ্গ---লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র

এই কলিতে গৌরাঙ্গ নাম

ত্রেতায় রাম দ্বাপরে শ্যাম---এই কলিতে গৌরাঙ্গ নাম

(মাতন)

হলেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য

বড় অপরূপ রহস্য ভাইরে

নিগূঢ় গৌরাঙ্গ লীলার---বড় অপরূপ রহস্য ভাইরে

চিরকাল প্রতিজ্ঞা ছিল

অনাদির আদি শ্রীগোবিন্দের---চিরকাল প্রতিজ্ঞা ছিল

আমি তারে তৈছে ভজব

যে আমারে যৈছে ভজবে---আমি তারে তৈছে ভজব

ভজনের প্রতিদান দিব

যে আমায় যেমন করে ভজবে---আমি তার---ভজনের প্রতিদান দিব

কিন্তু---সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হল

ব্রজগোপিকার ভজনে---সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হল

প্রতিদান দিতে নারিল

ব্রজগোপিকার ভজনের---প্রতিদান দিতে নারিল

বলতে হল না পারয়েহহম্

ঋণী হয় ভাগবতে কয়

হইল ইচ্ছার উদগম

বলে---কে আমায় মুগ্ধ করে

আমি তো ভুবন মোহন---বলে---কে আমায় মুগ্ধ করে

আমি উহায় আস্বাদিব

কৈছন রাধাপ্রেমা, কৈছন মধুরিমা,
কৈছন সুখে তিঁহ ভোর রে ।।

শ্রীরাধিকার প্রেম কেমন

সেই প্রেমের মাধুরী কেমন

সেই প্রেমে কিবা সুখ

এ তিন বাঞ্ছিত ধন, ব্রজে নহিল পূরণ,
কি করিবে না পাইয়া ওর রে ।।

কিছুতেই আস্বাদিতে নারিল

কতই না চেষ্টা করিল---কিছুতেই আস্বাদিতে নারিল

তখন,—ভাবিয়া দেখিল মনে, শ্রীরাধার স্বরূপ বিনে,
এ বাসনা পুর্ণ কভু নয় রে ॥

আমা হতে হবে না

এই—আশ্রয় জাতীয় সুখাস্বাদন---আমা হতে হবে না

আমায়---বিভাবিত হতে হবে

আশ্রয়জাতীয় ভাবে---আমায়---বিভাবিত হতে হবে
মহাভাব স্বরূপিনীর ভাবে---বিভাহিত হ'তে হবে

তাই,—রাধাভাব কান্তি ধরি রাধাপ্রেম গুরু করি,
নদীয়াতে করল উদয় রে ॥

হলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি

রাধাভাব কান্তি হরি—হলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি (মাতন)

হল—শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্য নাম

দিতে—রাধাপ্রেমের প্রতিদান---হল—শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্য নাম (মাতন)

বলরাম নিত্যানন্দ

বিলাসের তনু—বলরাম নিত্যানন্দ

এই কলিতে নিত্যানন্দ নাম

ত্রেতায় লক্ষ্মণ, দ্বাপরে বলরাম---এই কলিতে নিত্যানন্দ নাম

মহাবিষ্ণু শ্রীঅদ্বৈত

পরতত্ত্ব নির্দ্দেশক স্বরূপ—মহাবিষ্ণু শ্রীঅদ্বৈত

সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ

অভিন্নব্রজ নবদ্বীপে---সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ
প্রচারিতে নিজ নাম ধর্ম—সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ
প্রচারিতে নিজ নাম ধর্ম—
আস্বাদিতে রাধাপ্রেম ধর্ম---প্রচারিতে নিজ নাম ধর্ম

নবদ্বীপে অবতীর্ণ

ব্রজ গোপ গোপী সনে---নবদ্বীপে অবতীর্ণ
প্রচারিতে নিজ নামমহিমা---শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ
প্রচারিতে নিজ নামমহিমা—

আস্বাদিতে নিজ মাধুর্য্য সীমা---প্রচারিতে নিজ নামমহিমা

শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ

করিলেন নামপ্রেমের প্রচার

নিত্যানন্দ হরিদাস দ্বারে---করিলেন নামপ্রেমের প্রচার

নাম প্রেম প্রচার কালে

করিলেন কাজী দলন

করি নগর সংকীর্ত্তন---করিলেন কাজী দলন

জগাই মাধাই করিলেন উদ্ধার

জগাই মাধাইকে করিলেন নিজজন

তাদের দুর্বৃত্ততা ঘুচাইয়ে---জগাই মাধাইকে করিলেন নিজজন

জগাই মাধাই উদ্ধার হল

অমনি প্রাণ কেঁদে উঠল

প্রেমাবতার গৌরহরির---অমনি প্রাণ কেঁদে উঠল

চলিলেন প্রভু নদীয়া ছাড়ি

সাজিলেন সন্ন্যাসী

কলিহত জীবের লাগি---সাজিলেন সন্ন্যাসী

হলেন নীলাচলবাসী

কাশীমিশ্রালয়ে বসতি

রাধাভাবে বিভাবিত দিবারাতি---কাশীমিশ্রালয়ে বসতি

নিগূঢ় গৌরাঙ্গলীলা

এই মধুর নীলাচলে---নিগূঢ় গৌরাঙ্গলীলা

চার ব্রহ্মের বিহার ভূমি

মধুর নীলাচল মানি---চার ব্রহ্মের বিহার ভূমি (মাতন)

অচল ব্রহ্ম জগন্নাথ

সচল ব্রহ্ম গৌরহরি

দুই স্বরূপের দুই দান

কলি জীবের দুঃখ ঘুচাবার লাগি---দুই স্বরূপের দুই দান

অচল দেন অধরামৃত

সচল দেন নাম প্রেমামৃত---অচল দেন অধরামৃত (মাতন)

অপরূপ রহস্য ভাইরে

মধুর শ্রীনীলাচলে---অপরূপ রহস্য ভাইরে

গৌর আমার নিগম নিগূঢ়

তার সম্বন্ধ তত্ত্ব সকলি নিগূঢ়---গৌর আমার নিগম নিগূঢ়

গৌর আমার নিগম নিগূঢ়

তার বিহার ভূমি নিগম নিগূঢ়

ব্রজের নিভৃত কুঞ্জের নিভৃত কুঞ্জ

যেখানে গৌর স্বরূপ প্রকট---ব্রজের নিভৃত কুঞ্জের নিভৃত কুঞ্জ

যেখানে গৌর স্বরূপ প্রকট---

মহারাস বিলাসের পরিণতিতে---যেখানে গৌর স্বরূপ প্রকট

আমি তুমি ভুলে গিয়ে---যেখানে গৌর স্বরূপ প্রকট

সেই নিভৃত কুঞ্জের নিভৃত কুঞ্জ

নবদ্বীপ রূপে বেকত---সেই নিভৃত কুঞ্জের নিভৃত কুঞ্জ

সেই নদীয়ার নিভৃত উদ্যান

ধ'রে নীলাচল নাম---সেই নদীয়ার নিভৃত উদ্যান

সেই উদ্যানের ঘর চোর

সে যে নিভৃত গম্ভীরা---সেই উদ্যানের ঘর চোরা

সেই চোরা কুটীর গম্ভীরাতে

অমূল্য রতন প্রাণগৌর থাকেন---সেই চোরা কুটীর গম্ভীরাতে

মধুর গৌরাঙ্গ বিহার

মধুর শ্রীনীলাচলে---মধুর গৌরাঙ্গ বিহার

জাগিয়া রজনী পোহায়

গম্ভীরা ভিতরে প্রাণ গোরারায়----জাগিয়া রজনী পোহায়

কাঁদিয়া রজনী পোহায়

রাধাভাবে প্রাণ গোরারায়----কাঁদিয়া রজনী পোহায়

স্বরূপ রামরায়ের কণ্ঠ ধরি---কাঁদিয়া রজনী পোহায় (মাতন)

গৌরকিশোরী ভাসে নয়নজলে

বঁধু কই এল না এল না বলে---গৌরকিশোরী ভাসে নয়নজলে (মাতন)

ভোগ করে দিবানিশি

রাধাভাবে মত্ত গোরাশশী---ভোগ করে দিবানিশি

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীত গোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, প্রভু মোর রাত্রিদিনে,
গায় শুনে পরম আনন্দ।।

হা কৃষ্ণ বলে কাঁদে সদা

আপনি হইয়া রাধা---হা কৃষ্ণ বলে কাঁদে সদা (মাতন)

কি বলিব লীলার কথা

একদিন শয়ন মন্দিরে গোরারায়।
শ্রীকৃষ্ণের বিরহ ভরে, মন্দিরে রহিতে নারে,
বাহিরে যাইতে মন ধায়।

সেই দশা হল রে

ভাব নিধি প্রাণ গৌরাঙ্গের---সেই দশা হ'ল রে

শ্রীকৃষ্ণের বিরহে রাধা, যেন উৎকণ্ঠিতা সদা,
শ্রীকৃষ্ণ বেণু শুনি বনে যান।
সেই মত আচম্বিতে, বংশী পাইয়া শুনিতে,
সে হেতু বাহিরে যেতে চান।।
তিন দ্বার আছে রুদ্ধ, তিন ভিত্তি উচ্চ উর্দ্ধ,
তাহা লঙ্ঘে আবেশের বলে।
তেলেঙ্গা গাভীর মাঝে, দেখি গোরা রসরাজে,
পড়ি আছে শ্বাস নাহি চলে।।

সবাই ব্যাকুলিত চিত

গম্ভীরায় নাই শচীসূত---সবাই ব্যাকুলিত চিত

স্বরূপাদি ইতি উতি চায়

প্রভু আমাদের গেল কোথায়---স্বরূপাদি ইতি উতি চায়

ভাব বোঝা নাহি যায়, প্রভু দেখি কূর্ম্মপ্রায়,
অঙ্গ সব সঙ্কুঞ্চিত অঙ্গে।
অন্বেষিয়া ভক্তগণ দীপ জ্বালি দরশন,
করে কূর্ম্মাকৃতি শ্রীগৌরাঙ্গে।।

অপরূপ গৌরাঙ্গলীলা

মধুর শ্রীনীলাচলে---অপরূপ গৌরাঙ্গলীলা

এসেছেন গৌরাঙ্গরূপ ধ'রে

অনাদির আদি শ্রীগোবিন্দ---এসেছেন গৌরাঙ্গরূপ ধ'রে

রাধাভাব কান্তি করি অঙ্গীকারে---এসেছেন গৌরাঙ্গরূপ ধ'রে

একদিন আমার গৌরহরি

করিছেন জগন্নাথ দর্শন

গরুড় স্তম্ভের পার্শ্বে দাঁড়ায়ে---করিছেন জগন্নাথ দর্শন

গৌর সুন্দর নটরাজ।

শ্রীল জগন্নাথ আগে, বাড়াইয়া অনুরাগে,

নাচে পরি ভাব-রত্ন-সাজ।।

বৈবর্ণ স্তব্ধতা আর, গদগদ বাক্যোচ্চার,

হাস্য নৃত্য সব প্রেম-ধর্ম্ম।

গৌরের শ্রীঅঙ্গে হ'ল বেকত

সাত্ত্বিক বিকার যত---গৌরের শীঅঙ্গে হ'ল বেকত

বিরাম নাই বিরাম নাই

অবিরল নয়ন ধারার---বিরাম নাই বিরাম নাই

যেন পিচকারী জলযন্ত্র ধারা

এক এক ধারায় শত শত ধারা---যেন পিকচারী জল যন্ত্রধারা

ভাসিল রে মুখমণ্ডল

অবিরাম নয়ন ধারায়---ভাসিল রে মুখমণ্ডল

পড়িল হৃদ কমলে

মুখ কমল ভাসাইয়ে---পড়িল হৃদ কমলে

হৃদি কমল ভাসাইয়ে---পড়িল চরণ কমলে

চরণ কমল পাখালিয়ে---নিম্নখাল পূর্ণ কৈল

গরুড় স্তম্ভের পার্শ্বদেশের---নিম্নখাল পূর্ণ হ'ল

পাষাণ গলিয়া গেল

সেই গৌরের পদ পরশে---পাষাণ গলিয়া গেল (মাতন)

পাষাণ গলানো গোরা

প্রাণ ভরে বল ভাই তোরা---পাষাণ গলানো গোরা (মাতন)

পাষাণ গলানো গোরা

প্রভু নিতাই পাগল করা---পাষাণ গলানো গোরা (মাতন)

এখনও তার নিদর্শন আছে

এই পাষাণে শ্রীপদচিহ্ন---এখনও তার নিদর্শন আছে

আজও লীলার সাক্ষী আছে

লীলায় শিলা গলেছে---আজও লীলার সাক্ষী আছে

হায়,---কিছুই দেখিতে পেলাম না

সেই পাষাণ গলানো লীলা---হায়,---কিছুই দেখিতে পেলাম না

প্রাণ গৌরাঙ্গের কীর্ত্তন নটন লীলা---হায়---কিছুই দেখিতে পেলাম না

কীর্ত্তন নটন লীলা---

শ্রীজগন্নাথের রথের আগে---কীর্ত্তন নটন লীলা

কিছুই দেখিতে পেলাম না

সচল অচলের খেলা---কিছুই দেখিতে পেলাম না

সচল অচলের খেলা

দুজনে দুজনায় ভোগ করে

সচল আর অচল---দুজনে দুজনায় ভোগ করে

গৌর নাচে রাধাভাবে

পরাণনাথ পাইনু বলে---গৌর নাচে রাধাভাবে (মাতন)

আস্বাদে যুগল মাধুরী

জগন্নাথ হেরি গৌরহরি---আস্বাদে যুগল মাধুরী

জগন্নাথের আগে গৌর নেচে যায়

দেখি মুগ্ধ জগন্নাথ শ্যামরায়---জগন্নাথের আগে গৌর নেচে যায়

কখনও তো দেখে নাই

জগন্নাথ বংশীধারী---কখনও তো দেখে নাই

রাধা সঙ্গে মিলিলে কি মাধুরী---কখনও তো দেখে নাই

জগন্নাথ ভাবে অচল হল

হায়---দেখিতে তো পেলাম না

সচল অচলের খেলা---হায়---দেখিতে তো পেলাম না

নিশিদিশি জ্বলছে হিয়া

সেই লীলা অদর্শন শেল---নিশিদিশি জ্বলছে হিয়া

দগ্ধ হিয়া জুড়াব বলে

এলাম আমরা ভাই ভাই মিলে

ত্রিকাল সত্য লীলায় দেখব বলে---আমরা ভাই ভাই মিলে

বড় সাধ ছিল মনে

গৌর দেখব নয়নভরে

ভক্ত সম্মিলন দিনে---গৌর দেখব নয়নভরে

ঝালি সমর্পন দিনে---গৌর দেখব নয়নভরে

গুণ্ডিচা মার্জ্জন দিনে---গৌর দেখব নয়নভরে

শ্রীজগন্নাথের রথের আগে--গৌর দেখব নয়নভরে

গৌর নাচে রথের আগে

পারণনাথ পাইনু বলে---গৌর নাচে রথের আগে (মাতন)

বড় সাধ ছিল মনে

গৌর দেখব নয়নভ'রে

পাগলা প্রভুর আনুগত্যে---গৌর দেখব নয়নভরে

কিন্তু---রথযাত্রা শেষ হল

দর্শন আশা না মিটিল---কিন্তু---রথযাত্রা শেষ হল

আজ--- প্রাণে বড় আশা জেগেছে

এই জগন্নাথের মন্দিরে এসে---আজ---প্রাণে বড় আশা জেগেছে

একবার দেখাও হে

ওহে ও শ্রীজগন্নাথ---একবার দেখাও হে

তোমার সেই---চিতচুরি করা মূরতিখানি---একবার দেখাও হে

তোমার সেই---চিত চুরিকরা মূরতিখানি---

যা দে'খে রথে মুগ্ধ হয়েছিল---তোমার সেই---চিত চুরিকরা মূরতিখানি

একবার দেখাও হে

বড় আশা করে এসেছি মোরা---দেখাও হে

শ্রীগৌড়মণ্ডল হতে---বড় আশা করে এসেছি মোরা---একবার দেখাও হে

বলিলে তুমি বলতে পার

আমাকে দেখে কি সাধ মিটে না---বলিলে তুমি বলতে পার

আমি যে---নবকৈশোর নটবর

গোপবেশ রেনুকর---আমি যে---নবকৈশোর নটবর (মাতন)

তা তুমি কি জান না

আমরা যে সব নদীয়াবাসী

তোমার---গৌরস্বরূপ ভালবাসি---আমরা যে সব নদীয়াবাসী

একবার দেখাও হে

ওহে ও জগন্নাথ---একবার দেখাও হে

সেই চিতচোরা মুরতিখানি---একবার দেখাও হে

চিতচোরা মুরতিখানি---একবার দেখাও হে (মাতন)

হা পরমকরুণ শ্রীগুরুদেব

কিছুই তো জানতাম না

সংসার অন্ধকূপে পড়েছিলাম---কিছুই তো জানতাম না

কোথা নীলাচল কে জগন্নাথ---কিছুই তো জানতামনা

এই---নীলাচলে গৌরের কিবা লীলা---কিছুই তো জানতাম না

সঙ্গে করে নিয়ে এলে

সংসার কূপ হতে তুলে---সঙ্গে করে নিয়ে এলে

এই---রথযাত্রায় এই নীলাচলে---সঙ্গে করে নিয়ে এলে

আজ লুকাইয়ে করিছ লেখা

প্রাণের নিতাই গৌর ল'য়ে---আজ লুকাইয়ে করিছ খেলা

যদি---কৃপা ক'রে এনেছ টেনে

আমাদের অধিকার নাই নিজগুণে---যদি---কৃপা করে এনেছ টেনে

আজ একবার দেখা দাও

যার নাম শুনায়ে ঘরের বাহির করেছ---আজ একবার দেখা দাও

আজ---গৌর সনে দেখা দাও

এই জগন্নাথের জগমোহনে---আজ---গৌর সনে দেখা দাও

হা---পরমকরুণ শ্রীগুরুদেব---আজ---গৌর সনে দেখা দাও (মাতন)

হৃদি পটে এঁকে লব

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ বিহার---হৃদি পটে এঁকে লব

পাগল হয়ে কেঁদে বেড়াব

ভাই ভাই ভাই মিলে---দেশ বিদেশে কেঁদে বেড়াব

যারে দেখব তারে বলব

ম্লেচ্ছ যবনাদি নরনারী---যারে দেখব তারে বলব

তোমার---কৃপাদত্ত নামাবলী---যারে দেখব তারে বলব

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।

জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥ (মাতন)

নিতাই গৌর রাধে শ্যাম--- জগন্নাথ বলরাম (মাতন)

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।

জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

গৌরহরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের নিকট কীর্ত্তন সমাপ্ত।

নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথের শ্রীমন্দিরে
শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণের নিকট কীর্ত্তন

(২)

শ্রীগুরুপ্রেমানন্দে নিতাই গৌরহরি বোল।

ভজ নিতাই, গৌর রাধে শ্যাম।

জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।

জপ---হরে কৃষ্ণ হরে রাম

এই ত কলিযুগের মহামন্ত্র---জপ---হরে কৃষ্ণ হরে রাম

এই ত পরিত্রাণের মূলমন্ত্র---জপ---হরে কৃষ্ণ হরে রাম

কলিযুগোচিত এই নাম ধর্ম

ও যে বেদের নিগূঢ় মর্ম---কলিযুগোচিত এই নাম ধর্ম

কলিযুগোচিত এই নাম ধর্ম

চারিবেদ চৌদ্দ শাস্ত্র, আঠার পুরাণ তন্ত্র,

গীতা আদি করিয়া মন্থন।

এই---হরে কৃষ্ণ নামের প্রকাশ

জপ---হরে কৃষ্ণ হরে রাম

এ নাম-অখিল রসের ধাম---জপ---হরে কৃষ্ণ হরে রাম

অভেদ নাম নামী

নামচিন্তামনি কৃষ্ণ---অভেদ নাম নামী

নামচিন্তামণি কৃষ্ণ---

চৈতন্য রসবিগ্রহ---নামচিন্তামণি কৃষ্ণ

অভেদ নাম নামী

জপ---হরে কৃষ্ণ হরে রাম

এ নাম—অখিল রসের ধাম—জপ---হরে কৃষ্ণ হরে রাম

নাম বই আর সাধন নাই রে

অদ্বয় ব্রহ্ম নন্দনন্দন পেতে---এই—নাম বই আর সাধন নাই রে

অনাদির আদি শ্রীগোবিন্দ পেতে—এই—নাম বই আর সাধন নাই রে
সচ্চিদানন্দঘন মূরতি দেখতে—এই—নাম বই আর সাধন নাই রে
সচ্চিদানন্দঘন মূরতি দেখতে—
নিত্য নবকৈশোর নটবর—সচ্চিদানন্দঘন মূরতি দেখতে
গোপবেশ বেণুকর—সচ্চিদানন্দঘন মূরতি দেখতে
এই—নাম বই আর সাধন নাই রে

পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি ক'রতে—এই—নাম বই আর সাধন নাই রে
আ'মরি—সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধতে—এই—নাম বই আর সাধন নাই রে
সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধতে—
অনাদির আদি শ্রীগোবিন্দে—সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধতে
ব্রজবাসিগণের মত—সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধতে
পুত্র সখা প্রাণপতি—এই—সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধতে
এই—নাম বই আর সাধন নাই রে

কৃষ্ণ বশ ক'রে অধীন করতে—এই—নাম বই আর সাধন নাই রে
অপরূপ নাম সঙ্কীর্ত্তনের মহিমা

খাইতে শুইতে নাম যথ তথা লয় রে।
কাল দেশ নিয়ম নাই সর্ব্ব সিদ্ধি হয় রে।।

পূরে ভাই মনস্কাম

হেলায় শ্রদ্ধায় নিলে নাম—পূরে ভাই মনস্কাম

অপরূপ নাম সঙ্কীর্ত্তনের মহিমা

নাম-সঙ্কীর্ত্তন হইতে পাপ সংসার নাশন রে।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদগম্ রে।।
কৃষ্ণ- প্রমোদগম্ প্রেমামৃত আস্বাদন রে।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন রে।।

অপরূপ নাম সঙ্কীর্ত্তনের মহিমা

পাপ হরে আর তাপ হরে

মধুর—হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে—পাপ হরে আর তাপ হরে

পাপ তাপ সব পলায় দূরে

যদি কেউ---নাম বলব মনে করে---আগে তার---পাপ তাপ সব পলায় দূরে

সূর্য্যোদয়ের পূর্বে অন্ধকার রাশির মত---আগে তার---পাপ তাপ সব পলায় দূরে

পাপ হরে আর তাপ হরে

চিত্তদর্পণ মার্জ্জন করে

মধুর---হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে---চিত্তদর্পন মার্জ্জন করে

অনাদিকালের---দুর্বাসনা মালিন্য ক্ষালন ক'রে---চিত্তদর্পন মার্জ্জন করে

অজ্ঞানতা যায় রে দূরে

ভক্তি মুক্তি বাসনারূপ---অজ্ঞানতা যায় রে দূরে.

তার---দুয়ারে গড়াগড়ি যায় রে

চতুর্ব্বিধা মুক্তি অষ্টসিদ্ধি---তার---দূয়ারে গড়াগড়ি যায় রে

আমায় গ্রহণ কর কর বলে---তার---দুয়ারে গড়াগড়ি যায় রে

ফিরেও তো চায় না রে

নামরসে যে মজেছে---সে---ফিরেও তো চায় না রে

কোন বা ফিরে চাইবে বল

কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দ সিন্ধু রে।

কোটী কোটী,—**ব্রহ্মানন্দ তার আগে নহে এক বিন্দু রে ॥**

তারাই ত আদি ব্রহ্মজ্ঞানী

ব্রহ্মার---মানসপুত্র সনক সনাতন আদি---তারাই ত আদি ব্রহ্মজ্ঞানী

তাদের ব্রহ্মজ্ঞান ছুটে গেল রে

শ্রীকৃষ্ণের---পদস্থিত চন্দন তুলসীর গন্ধে---তাদের ব্রহ্মজ্ঞান ছুটে গেল রে

দাস হ'তে বাসনা হ'ল

তাদের---ব্রহ্মজ্ঞান ছুটে গেল---দাস হ'তে বাসনা হ'ল

অজ্ঞানতা, যায় রে দূরে

ভব মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণ করে

ত্রিতাপ জ্বালা যায় রে দূরে

মধুর---হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে---ত্রিতাপ জ্বালা যায় রে দূরে

আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক---ত্রিতাপ জ্বালা যায় রে দূরে

সর্ব অমঙ্গল হরে

ভুবনমঙ্গল নাম গানে---সর্ব অমঙ্গল হরে

সকল মঙ্গল উদয় করে

কৃষ্ণ প্রাপ্তির অনুকূল---সকল মঙ্গল উদয় করে

শ্রীকৃষ্ণপদে উন্মুখ করে

যত---বহির্মুখ চিত্তবৃত্তি---শ্রীকৃষ্ণপদে উন্মুখ করে

প্রাকৃত---ভোগ বাসনা হতে তুলে লয়ে---শ্রীকৃষ্ণপদে উন্মুখ করে

শ্রীকৃষ্ণ অনুশীলন করায়

কায় মন বাক্য দ্বারায় শ্রীকৃষ্ণ অনুশীলন করায়

সর্ব সাধন শকতি দিয়ে---শ্রীকৃষ্ণ অনুশীলন করায়

সর্ব সাধন শকতি দিয়ে---

হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন---সর্ব সাধন শকতি দিয়ে (মাতন)

শ্রীকৃষ্ণ অনুশীলন করায়

সর্বাত্মাকে স্নিগ্ধ করে

প্রেমামৃত সিঞ্চন ক'রে---সর্বাত্মাকে স্নিগ্ধ করে

ভাবভূষণে ভূষিত করে

হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে---ভাবভূষণে ভূষিত করে

কম্পঅশ্রু পুলকাদি---নানা---ভাবভূষণে ভূষিত করে

গোপীভাবামৃতে লুব্ধ করে

ভাবভূষণে ভূষিত করে---গোপীভাবামৃতে লুব্ধ করে

রাধাদাসী অভিমান দেয় রে

প্রাকৃত---দেহাভিমান যায় রে দূরে

দারুণ---সংসার বন্ধনের একমাত্র কারণ---প্রাকৃত---দেহাভিমান যায় রে দূরে

এই---দেহাভিমান যায় রে দূরে

রাধাদাসী অভিমান দেয় রে

প্রাকৃত দেহাভিমান ঘুচাইয়ে---রাধাদাসী অভিমান দেয় রে

রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি করায়

(মাতন)

ব্রজে গোপীদেহ দিয়ে---রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি করায়

হলেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য

হল---শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্য নাম

কলিতে গৌরাঙ্গ নাম

(মাতন)

ত্রেতায় রাম দ্বাপরে শ্যাম---কলিতে গৌরাঙ্গ নাম

হলেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য

অপরূপ রহস্য ভাই রে

নিগূঢ় গৌরাঙ্গ লীলার---অপরূপ রহস্য ভাই রে

চিরকাল প্রতিজ্ঞা ছিল

অনাদির আদি শ্রীগোবিন্দের চিরকাল প্রতিজ্ঞা ছিল

আমি তারে তৈছে ভজব

যে আমারে যৈছে ভজবে---আমি তারে তৈছে ভজব

ভজনের প্রতিদান দিব

যে আমায় যেমন ক'রে ভজবে---আমি তার---ভজনের প্রতিদান দিব

সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল

ব্রজগোপীকার ভজনে---সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল

প্রতিদান দিতে নারিল

ব্রজগোপীকার ভজনের---প্রতিদান দিতে নারিল

বলতে হল ন পারয়েহহম

ঋণী হয় ভাগবতে কয়

হইল ইচ্ছার উদ্গম

কৈছন রাধাপ্রেমা, কৈছন মধুরিমা
কৈছন সুখে তিঁহ ভোর রে।
এ তিন বাঞ্ছিত ধন, ব্রজে না হৈল পূরণ,
কি করিব না পাইয়া ওর রে॥

শ্রীরাধিকার প্রেম কেমন
সে প্রেমের মাধুরী কেমন
সেই প্রেমে কিবা সুখ

এ তিন বাঞ্ছিত ধন, ব্রজে না হৈল পূরণ,
কি করিবে না পাইয়া ওর রে।।
তাই,—**ভাবিয়া দেখিল মনে, শ্রীরাধার স্বরূপ বিনে,**
এ বাসনা পূর্ণ কভু নয় রে।

আমা হতে হবে না

এ তিন বাঞ্ছিত পূরণ---আমা হতে হবে না
আমি তো লীলার বিষয় বটি---আমা হতে হবে না
আশ্রয় জাতীয় সুখাস্বাদন---আমা হতে হবে না

আমায়---বিভাবিত হতে হবে

আশ্রয় জাতীয় ভাবে---আমায়---বিভাবিত হতে হবে
মহাভাব স্বরূপিণীর ভাবে---আমায়---বিভাবিত হতে হবে

তাই,---**রাধাভাব কান্তি ধরি, রাধেপ্রেম গুরু করি,**
নদীয়াতে করল উদয় রে।।

হ'লেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি

রাধাভাব কান্তি হরি---হ'লেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি (মাতন)

শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্য নাম

দিতে---রাধাপ্রেমের প্রতিদান---শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্য নাম (মাতন)

হলেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য
বলরাম নিত্যানন্দ

বিলাসের তনু---বলরাম নিত্যানন্দ

কলিতে নিত্যানন্দ নাম

ত্রেতায় লক্ষ্মণ দ্বাপরে বলরাম---কলিতে নিত্যানন্দ নাম (মাতন)

বলরাম নিত্যানন্দ
সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ

অভিন্নব্রজ শ্রীনবদ্বীপে---সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ

ব্রজগোপ গোপী সনে---নবদ্বীপে অবতীর্ণ
প্রচারিতে এই নাম ধর্ম---নবদ্বীপে অবতীর্ণ
প্রচারিতে এই নাম ধর্ম---
আস্বাদিতে রাধাপ্রেমমর্ম---প্রচারিতে এই নাম ধর্ম

শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ

প্রচারিতে নিজ নাম মহিমা---শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ
প্রচারিতে নিজ নাম মহিমা---
আস্বাদিতে নিজ মাধুর্য্য সীমা---প্রচারিতে নিজ নাম মহিমা

শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ

করুণাসিন্ধু অবতার রে।

শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ আমার---করুনাধসিন্ধু অবতার

নিজগুণে গাঁথি, নাম চিন্তামণি,
জগজনে পরাওল হার রে॥

যারে তারে পরাইল

নাম চিন্তামণির মালা গেঁথে---যারে তারে পরাইল
গিয়ে---আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে---যারে তারে পরাইল
গিয়ে---আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে---
দন্তেতৃণ গলবাসে করজোড়ে---গিয়ে---আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে

যারে তারে পরাওল

নিজ---নাম চিন্তামণির মালা গেঁথে---যারে তারে পরাওল

ডাকে---আয় কলিহতজীব
পেয়েছ সাধের মানব জনম

চৌরাশীলক্ষযোনি ক'রে ভ্রমণ---পেয়েছ সাধের মানব জনম

এ ত---ভোগবিলাসের জনম নয় রে
এ ত---রিপুসেবার জনম নয় রে

শৃগাল কুক্কুরের মত---এ ত---রিপুসেবার জনম নয় রে

এ যে---শ্রীহরিভজনের জনম

সুদুর্লভ মানব জনম---এ যে---শ্রীহরিভজনের জনম

দেবতারাও বাঞ্ছা করে

ভজন যোগ্য এই মানবদেহ—দেবতারাও বাঞ্ছা করে

কেন—এমন জনম হেলায় হারাও

ধর নামের মালা পর

ত্রিতাপ হর—ধর নামের মালা পর

নামের মালা কণ্ঠে পর

পর হরি নামের মালা

আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে গিয়ে বলে—পর হরি নামের মালা
এবার—গোবিন্দ গৌরাঙ্গ হয়ে বলে—পর হরি নামের মালা
বলে—ও কলিহতজীব—পর হরি নামের মালা
দূরে যাবে ত্রিতাপজ্বালা—পর হরি নামের মালা
যাবে জ্বালা পাবে নন্দলালা—পর হরি নামের মালা
হয়ে ব্রজবালা পাবে নন্দলালা—পর হরি নামের মালা (মাতন)

আ'মরি কি করুণা রে

করুণার বালাই লয়ে মরে যাই—আ'মরি কি করুণা রে

আপনি যেচে বলে দিচ্ছে

কলিজীবের দ্বারে দ্বারে—আপনি যেচে বলে দিচ্ছে
আপনার প্রাপ্তির উপায়—আপনি যেচে বলে দিচ্ছে

আপনি যেচে বলে দিচ্ছে

নিজগুণে গাঁথি, নাম-চিন্তামণি,
জগজনে পরাওল হার রে॥
কলিতিমিরাকুল, অখিল লোক দেখি,
বদন-চাঁদ পরকাশ রে।

বদনচাঁদের প্রকাশ করলেন

কলিতিমিরে জগৎ আচ্ছন্ন দেখি—বদনচাঁদের প্রকাশ করলেন
কলিঘোর—অমানিশা বিনাশিতে—বদনচাঁদের প্রকাশ করলেন

লোচনে প্রেম, সুধারস বরিষণে,
জগজনতাপ বিনাশে রে॥

সকল তাপ দূর করিলেন

কলিহত পতিত জীবের---সকল তাপ দূর করিলেন
নিজ নামে কেঁদে কাঁদাইয়ে---সকল তাপ দূর করিলেন
হরিবোলে কেঁদে কাঁদাইয়ে---সকল তাপ দূর করিলেন
হরিবোলে কেঁদে কাঁদাইয়ে---
গোবিন্দ গৌরাঙ্গ হয়ে---হরিবোলে কেঁদে কাঁদাইয়ে (মাতন)

সকল তাপ দূর করিলেন
আপনার নামে আপনি কাঁদে

আপনি কি মধুর তাই---আপনার নামে আপনি কাঁদে

এবার মনে সাধ উঠেছে

রসময় শ্রীগৌরাঙ্গের---এবার মনে সাধ উঠেছে

এবার আমি আস্বাদিব

আমি কত মধুর তাই---এবার আমি আস্বাদিব
আমার---নাম রূপ গুণ লীলা---এবার অমি আস্বাদিব

আপনার নামে আপনি কাঁদে

নামের মাধুরী আস্বাদিতে---আপনার নামে আপনি কাঁদে (মাতন)

সকল তাপ দূর করিলেন

হরিবোলে কেঁদে কাঁদাইয়ে---সকল তাপ দূর করিলেন
গবাসী নরনারীর---সকল তাপ দূর করিলেন

নরনারীর কিবা কথা
বনের পশু কেঁদে লুটায়

মধুর গৌরাঙ্গলীলায়---বনের পশু কেঁদে.লুটায়

সিংহ ব্যাঘ্র কেঁদে লুটায়

নিজহিংসা স্বভাব ভুলি---সিংহ ব্যাঘ্র কেঁদে লুটায়
ঝারিখণ্ডপথে গৌর যায়---সিংহ ব্যাঘ্র কেঁদে লুটায় (মাতন)

কেন কাঁদে সিংহ ব্যাঘ্র
আমার মনে এই ত জাগে

শ্রীগুরুদেবের প্রেরণায়---আমার মনে এই ত জাগে

স্বরূপ জাগান লীলা

নিগূঢ় গৌরাঙ্গলীলা—স্বরূপ জাগান লীলা

জাগাইতে এসেছে

জীবের---নিত্য রাধাদাসী স্বরূপ---জাগাইতে এসেছে
গৌরাঙ্গরূপ ধরে---জাগাইতে এসেছে

স্বরূপ জেগে উঠেছে

ভাবনিধি গৌরাঙ্গ হেরে---স্বরপ জেগে উঠেছে
নিত্য রাধাদাসী---স্বরূপ জেগে উঠেছে

চিনতে পেরেছে

এই রাধারমণ বলে---চিনতে পেরেছে

ঢাকা গেছে কালবরণ

এই ত প্রাণের রাধারমণ---ঢাকা গেছে কালবরণ
সাক্ষী দিচ্ছে বাঁকা নয়ন---ঢাকা গেছে কালবরণ
রাই অঙ্গ ছটা লেগে---ঢাকা গেছে কাল বরণ

কেন দেখি দণ্ডধারী

এ কি অপরূপ হেরি---কেন দে'খি দণ্ডধারী

রাই প্রেমে ঋণী হয়েছে

পড়েছে মনে পড়েছে---রাইপ্রেমে ঋণী হয়েছে

তাই হয়েছে দণ্ডধারী

প্রেম ঋণ সুধবে বলে---তাই হয়েছে দণ্ডধারী
দেখে যা লো ও কিশোরী---তাই হয়েছে দণ্ডধারী
দেখে যা লো ও কিশোরী
তোর---বঁধু হয়েছে দণ্ডধারী—দেখে যা লো ও কিশোরী
তোর—ঋণের দায়ে দণ্ডধারী---দেখে যা লো ও কিশোরী (মাতন)

তাই হয়েছে দণ্ড ধারী
ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদছে তারা
বলে চল প্রাণের রাধারমণ

যার ধন তারে দিই---বলে---চল প্রাণের রাধারমণ

তার ঠাঁই মেগে লব

চল প্রাণের রাধারমণ--তার ঠাঁই মেগে লব

জগজন-তাপ বিনাশ রে ।।

কি বলব করুণার কথা

আমার প্রাণ গৌরহরির---কি বলব করুণার কথা

ভকত কলপতরু, অন্তরে অন্তরু,

রোপলি ঠামহি ঠাম রে।

স্থানে স্থানে রোপণ করলেন

নিজভক্ত কল্পতরু---স্থানে স্থানে রোপণ করলেন

ভক্তগণের জন্ম দিলেন

যত বহির্মুখ দেখে নিজ---ভক্তগণের জন্ম দিলেন

ভকত-কলপতরু, অন্তরে অন্তরু,

রোপলি ঠামহি ঠাম রে।

তছু পদতল, অবলম্বনে পন্থিক,

পূরণ নিজ নিজ কাম রে।।

ছায়ায় বসে জুড়াইল

ভক্ত কল্পতরুর---ছায়ায় বসে জুড়াইল

ত্রিতাপে তাপিত জীব তার---ছায়ায় বসে জুড়াইল

দারুণ---সংসার তাপে শ্রান্ত পথিক---তার---ছায়ায় বসে জুড়াইল

শ্রীগুরু-কল্পতরুর---ছায়ায় বসে জুড়াইল

শ্রীগুরু কল্পতরুর---

ভক্তরূপী---শ্রীগুরু কল্পতরুর

ছায়ায় বসে জুড়াইল

তাপ জুড়াবার আর উপায় নাই

শ্রীগুরু পদাশ্রয় বিনে ভাই---তাপ জুড়াবার আর উপায় নাই (মাতন)

মহৎ কৃপা বিনে কোন কার্য্যসিদ্ধি নয় রে।

কৃষ্ণ-কৃপা দূরে রহু সংসার না যায় ক্ষয় রে।।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব রে।

গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ রে।।

দুইরূপে করেন কৃপা

অন্তর্য্যামী আর ভক্তশ্রেষ্ঠ---দুইরূপে করেন কৃপা

অন্তর্য্যামীরূপে করেন প্রেরণা

গুরুরূপে জানান উপাসনা—অন্তর্য্যামীরূপে করেন প্রেরণা (মাতন)

পূরল নিজ নিজ কাম রে ।।

কি বলব করুণার কথা

আমার প্রাণ গৌরহরির---কি বলব করুণার কথা

ভাব-গজেন্দ্রে, চঢ়াওল অকিঞ্চনে,
ঐছন পহুঁক বিলাস রে।

কলিহত জীবে দিল

যা চতুর্দ্দশভুবনে অভাব---তাই—কলিহত জীবে দিল
যা গোলোকে গোপনে ছিল---তাই—কলিহত জীবে দিল
যা ব্রহ্মাদিরও সুদুর্ল্লভ---কলিহত জীবে দিল
পঞ্চমপুরষার্থ প্রেমা---কলিহত জীবে দিল
যা—আপনাকে বশ ক'রে অধীন করা---কলিহত জীবে দিল

যারে তারে যেচে দিল

গিয়ে---আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে—যারে তারে যেচে দিল

বলে---ধর কলিজীব প্রেম নাও রে
আমি---বাঁধা পড়তে এসেছি রে

প্রেমবন্ধনে বাঁধ মোরে---বাঁধা পড়তে এসেছি রে

আমরি কি আত্মদান
আমরি কি আত্মদান

প্রেমবন্ধনে বাঁধ মোরে---আমরি কি আত্মদান

শুনেছ কি কোন কালেতে

কত কত অবতার হয়েছে---শুনেছ কি কোন কালেতে
সেধে যেচে প্রেম দিতে---শুনেছ কি কোন কালেতে
সেধে যেচে আপনা দিতে---শুনেছ কি কোন কালেতে
সেধে যেচে বাঁধা পড়তে---শুনেছ কি কোন কালেতে

আমরি কি আত্মদান---শুনেছ কি কোন-কালেতে

যাইরে দানের বলিহারি

প্রেমাবতার গৌরহরির---যাইরে দানের বলিহারি (মাতন)

ঐছন প্রভুক বিলাস রে।

কি বলব করুণার কথা

আমার প্রাণ গৌরহরির---কি বলব করুণার কথা

যে---বিষয়বিষ পীতেছিল

তারে---নাম অমিয়া পিয়াইল

বিষয---বিষভাণ্ড কেড়ে লয়ে---তারে---নাম আমিয়া পিয়াইল

তারে---বাহু পসারিয়া হিয়ায় ধরিয়া---নাম অমিয়া পিয়াইল

নিজ সেবাই লুব্ধ কৈল

নিজ---নাম অমিয়া পিয়াইয়া---তারে---নিজ সেবাই লুব্ধ কৈল

দিল নিজ সেবা অধিকার

মায়ার---লাথি খাওয়া স্বভাব যায়---তারে,---দিল নিজ সেবা অধিকার

কি বলব করুণার কথা

সে বলে আমি রাধাদাসী

যার---গলায় ছিল মায়ার ফাঁসি---সে বলে আমি রাধাদাসী (মাতন)

প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্ছে

প্রাণ গৌরলীলা সঙরি---প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠছে

সাজিলেন সন্যাসী

গৌবিন্দ গৌরাঙ্গ হয়ে---সাজিলেন সন্যাসী

হয়ে---তিনবাঞ্ছাপূর্ত্তি অভিলাষী---সাজিলেন সন্যাসী

হলেন এই নীলাচলবাসী

কাশীমিশ্রাবাসে বসতি---হলেন এই নীলাচলবাসী

কাশীমিশ্রাবাসে বসতি---

অন্তরঙ্গ ভক্ত সংহতি---কাশীমিশ্রাবাসে বসতি

হলেন এই নীলাচলবাসী

বিভাবিত দিবারাতি

ব্রজের অপূর্ণ সাধ পূরাইতে---বিভাবিত দিবারাতি
মহাভাব স্বরূপিণীর ভাবে---বিভাবিত দিবারাতি

জাগিয়া রজনী পোহায়

গম্ভীরা ভিতরে গোরারায়---জাগিয়া রজনী পোহায়
স্বরূপ রামরায়ের কণ্ঠ ধরি---জাগিয়া রজনী পোহায়

কাঁদিয়া রজনী পোহায়

সখী---কৃষ্ণ এল না এল না বলে---কাঁদিয়া রজনী পোহায়

কাঁদিয়া রজনী পোহায়
কিছুই দেখতে পেলাম না রে

প্রেমপুরুষোত্তম লীলা---কিছুই দেখতে পেলাম না রে
স্থাবর জঙ্গম---প্রেমোন্মত্তকারী লীলা---কিছুই দেখতে পেলাম না রে
পাষাণ গলান লীলা---কিছুই দেখতে পেলাম না রে
পাষাণ গলান লীলা---
চিতচোর প্রাণ গৌরাঙ্গের---পাষাণ গলান লীলা

এই ত তার নিদর্শন
প্রত্যক্ষ দেখ ভাই
সেই লীলার সাক্ষী দিছে

পাষাণেতে পদচিহ্ন---সেই লীলার সাক্ষী দিছে

গৌরসুন্দর নটরাজ।
শ্রীল জগন্নাথ আগে বাড়াইয়া অনুরাগে,
নাচে পরি ভাবরত্ন-সাজ॥

ভাবভূষণে বিভূষিত

ভাবনিধি শচীসুত---ভাবভূষণে বিভূষিত

একদিন আমার গৌরহরি
করিছেন জগন্নাথ দরশন

গরুড়স্তম্ভের পার্শ্বে দাঁড়াইয়ে---করিছেন জগন্নাথ দরশন

রাধিকা ভাবিত মতি

ভাবনিধি গৌরাঙ্গ আমার---রাধিকা ভাবিত মতি

জগন্নাথের বদন চেয়ে

রাধিকা ভাবিত মতি

বৈবর্ণ স্তব্ধতা আর গদ গদ বাক্যোচ্চার,

স্বর্ণ বর্ণ হ'ল বিবর্ণ

জগন্নাথের বদন চেয়ে---স্বর্ণ বর্ণ হ'ল বিবর্ণ

জ জ জ জ গ গ করে

জগন্নাথ বলতে নারে---জ জ জ জ গ গ করে

কম্প অশ্রু পুলক সঘর্ম্ম।
এই সপ্ত সাত্ত্বিকভাব, আর দুই অনুভাব,
হাস্য নৃত্য সব প্রেমধর্ম্ম॥

গৌর অঙ্গে হল বেকত

সাত্ত্বিক বিকার যত---গৌর অঙ্গে হল বেকত

বিরাম নাই বিরাম নাই

অবিরল নয়ন ধারার---বিরাম নাই বিরাম নাই
শ্রাবণ মেঘের ধারার---বিরাম নাই বিরাম নাই

ভাসিল রে মুখ কমল

অবিরল নয়ন ধারায়---ভাসিল রে মুখ কমল
মুখকমল ভাসাইয়ে---পড়িল হৃদ্ কমলে
হৃদ কমল ভাসাইয়ে--- পড়িল চরণ কমলে
চরণ কমল পাখালিয়ে---নিম্নখাল পূর্ণ হইল
গরুড়স্তম্ভের পার্শ্ব দেশের---নিম্নখাল পূর্ণ হইল
প্রাণ গৌরাঙ্গের নয়ন ধারায়---নিম্নখাল পূর্ণ হইল

পাষাণ গলিয়া গেল

সেই গৌরের পদপরশে---পাষাণ গলিয়া গেল

পাষাণ গলান গোরা

প্রাণভরে বল ভাই তোরা---পাষাণ গলান গোরা (মাতন)

কিছুই দেখতে পেলাম না রে

প্রাণ গৌরাঙ্গের মধুর লীলা---কিছুই দেখতে পেলাম না রে

কীর্ত্তন নটন লীলা---দেখিত ত পেলাম না রে

তখন জনম হল না রে---দেখিতে ত পেলাম না রে

তখন জনম হল না রে---

যখন হল প্রকট বিহার---তখন জনম হল না রে

যখন হল প্রকট বিহার---

এই মধুর নীলাচলে---যখন হ'ল প্রকট বিহার

তখন জনম হল না রে

কিছুই দেখতে পেলাম না

কীর্ত্তন নটন লীলা---কিছুই দেখতে পেলাম না

নিশি দিশি জ্বলছে হিয়া

লীলা অদর্শন শেল---নিশি দিশি জ্বলছে হিয়া

বড় সাধে এলাম নীলাচলে

শ্রীগুরুদেবের মুখের কথা সঙরি---বড় সাধে এলাম লীলাচলে

শ্রীমুখে বলেছেন শ্রীগুরুদেব

অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায় রে।

আজও হতেছে সেই লীলা

শ্রীগুরুদেব বলেন---আজও হতেছে সেই লীলা

এলাম আমরা নীলাচলে

বড় আশায় বুক বেঁধে---এলাম আমরা নীলাচলে

ভাই ভাই ভাই মিলে---এলাম আমার নীলাচলে

বড় সাধ দেখব বলে

এই রথযাত্রায় গৌরাঙ্গ বিহার---বড় সাধ দেখব বলে

বড় সাধ মনে মনে

নীলাচলে যব মঝুনাথ।

দেখিব আপনি জগন্নাথ।।

রামরায় স্বরূপ লইয়া।

আমার গৌরাঙ্গ-কিশোরী---**রামারায় স্বরূপ লইয়া।**

নিজভাব কহে উঘাড়িয়া।।

শুন শুন প্রাণ সহচরী

স্বরূপ রামরায়ের করে ধরি বলে---শুন শুন প্রাণ সহচরী

জগন্নাথের রথের আগে দাঁড়ায়ে বলে---শুন শুন প্রাণ সহচরী

এই সেই প্রাণের বংশীধারী

জগন্নাথে দেখায়ে বলে---এই সেই প্রাণের বংশীধারী

যার লাগি ঝুরে মরি---এই সেই প্রাণের বংশীধারী (মাতন)

নিজভাব কহে উঘাড়িয়া॥

আর,---**মোর কি হইবে হেন দিনে।**

সে কথা কি শুনিব শ্রবণে॥

হায়,---**প্রভু মোর সাত সম্প্রদায়।**

হেরিব কীর্ত্তন উভরায়॥

মহানৃত্য-কীর্ত্তন-বিলাস।

সাত ঠাঁই হইবে প্রকাশ॥

হায়,---**মোর কি এমন দশা হব।**

সে লীলা কি নয়নে হেরিব॥

বড় সাধ লয়ে এলাম নীলাচলে

ভাই ভাই ভাই মিলে---বড় সাধ লয়ে এলাম নীলাচলে

নাচে শচীনন্দন দেখে রূপসনাতন,

দেখে রূপসনাতন

জগন্নাথের রথের আগে---দেখে রূপসনাতন

জগন্নাথের রথের আগে---

গৌর নাচে রাধাভাবে---জগন্নাথের রথের আগে

তাই---দেখে রূপসনাতন

নাচে শচীনন্দন---তাই---দেখে রূপসনাতন

রাধাপ্রেমের কত বল---তাই---দেখে-রূপসনাতন

রাধাপ্রেমের কত বল---

রমন রমনী হৈল---রাধাপ্রেমের কত বল

নাগরে নাগরী কৈল---রাধাপ্রেমের কত বল (মাতন)

দেখে রূপসনাতন

গান করে স্বরূপ—দামোদর

ভাব অনুকূল করে গানে

হেরে---ভাবের বিকাশ বদনপানে---ভাব অনুকূল করে গানে
ভাবনিধির মন জেনে---ভাব অনুকূল করে গানে
ভাবনিধির মনোবৃত্তি জেনে---ভাব অনুকূল করে গানে
চেয়ে---ভাবের বিকাশ বদনপানে---ভাব অনুকূল করে গানে
সুখ দিতে গৌরাঙ্গধনে---ভাব অনুকূল করে গানে (মাতন)

গায় রায় রামানন্দ, মুকুন্দ মাধবানন্দ,
বাসুঘোষ গোবিন্দ শঙ্কর ।।
প্রভুর দক্ষিণ পাশে, নাচে নরহরিদাসে,
বামে নাচে প্রিয় গদাধর ।
নাচিতে নাচিতে প্রভু, আউলাইয়া পড়ে কভু,
আবেশে ধরয়ে দোঁহার কর ।।
নিত্যানন্দ মুখ হেরি, বলে প্রভু হরি হরি,
হা—কৃষ্ণ কৃষ্ণ ডাকে উচ্চৈঃ স্বরে

এই ভাব গৌরাঙ্গমনে
এই ভাব ভাবনিধির মনে
পেয়েছি নব বৃন্দাবনে

রথে জগন্নাথ হেরি মানে---যেন---পেয়েছি নব বৃন্দাবনে

তাই করে আক্ষেপ উক্তি

সেই তুমি সেই আমি সে নব-সঙ্গম হে।
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন হে।।

করে ধরে বলে গোরা

আবেশে ধরয়ে রায়ের করে—করে ধরে বলে গোরা
রাধিকা ভাবিত গোরা---রায়ের---হাতে ধরে বলে গোরা

শুন শুন ও বিশাখে
বলে কয়ে লয়ে চল

প্রাণবঁধুকে বৃন্দাবনে---বলে কয়ে লয়ে চল (মাতন)

বড় সাধে এলাম নীলাচলে

সেই গৌর দেখব বলে---বড় সাধে এলাম নীলাচলে
সেই গৌর দেখব বলে---
জগন্নাথের রথের আগে---সেই গৌর দেখব বলে (মাতন)

বড় সাধে এলাম নীলাচলে
দেখিতে ত পেলাম না

রথযাত্রা শেষ হল---দেখিতে ত পেলাম না
রথযাত্রা শেষ হল---
প্রাণ গৌর দেখতে পেলাম না---রথযাত্রা শেষ হল (মাতন)

দুঃখের কথা কারে বা বলব
গেলাম কাশীমিশ্র ঘরে

মনোবেদনা হৃদে ধরে---গেলাম কাশীমিশ্র ঘরে
মনে মনে এই ভাব লয়ে---গেলাম কাশীমিশ্র ঘরে

সবাই ত এসেছেন

ত্রিকালসত্য লীলায়---সবাই ত এসেছেন
পরাণ গৌরঙ্গগণ---সবাই ত এসেছেন

এসেছেন সব নদীয়াবাসী

শ্রীশচীমাতার আজ্ঞা লয়ে---এসেছেন সব নদীয়াবাসী
শ্রীসীতানাথের সনে---এসেছেন সব নদীয়াবাসী

এসেছেন বসু রামানন্দ

কূলীন গ্রামী সঙ্গে লয়ে---এসেছেন বসু রামানন্দ

এসেছেন সেন শিবানন্দ

নিজগণ সঙ্গে লয়ে---এসেছেন সেন শিবানন্দ

এসেছেন ঠাকুর নরহরি

খণ্ডবাসী সঙ্গে করি---এসেছেন ঠাকুর নরহরি

এসেছেন রাঘব পণ্ডিত

দময়ন্তী দত্ত ঝালি লয়ে---এসেছেন রাঘব পণ্ডিত

সবাই আছেন গৌরের কাছে
তাদের কাছে গেলে সন্ধান পাব
সবাই মিলে গেলাম

এই মনে সাধ করি---সবাই মিলে গেলাম

কোথা বা আছ হে

কোথা শান্তিপুরনাথ---কোথা বা আছ হে

প্রাণ গৌর লয়ে কোথা আছ
কোথা আছ রাঘব পণ্ডিত

কোথা আছ সেন শিবানন্দ---কোথা আছ রাঘব পণ্ডিত

প্রাণ---গৌর লয়ে কোথা আছ

এই কাশীমিশ্রালয়ে---প্রাণ---গৌর লয়ে কোথা আছ

কোথা আছ পণ্ডিত বক্রেশ্বর

কোথা আছ কাশীমিশ্র---কোথা আছ পণ্ডিত বক্রেশ্বর

কেউ ত সাড়া দিলে না

কত না ডাকলাম---কেউ ত সাড়া দিলে না

কত ব্যাকুল হয়ে ডাকলাম

এলাম গম্ভীরা দ্বারে---কত ব্যাকুল হয়ে ডাকলাম
কোথা স্বরূপ রামারায় বলে---কত ব্যাকুল হয়ে ডাকলাম
কোথা স্বরূপ রামারয় বলে---
গৌর লয়ে আছ কোথায়---কোথা স্বরূপ রামারায় বলে (মাতন)

কেউ ত দিলে না সাড়া

দেখালে না প্রাণ গৌর---কেউ ত দিলে না সাড়া
হতাশ হয়ে ফিরে এলাম---কেউ ত দিলে না সাড়া

এসেছি বড় আশা করে

নীলাচলনাথ তোমার কাছে---এসেছি বড় আশা করে
একবার দেখাও হে---এসেছি বড় আশা করে

একবার দেখাও হে

ও নীলাচলনাথ---একবার দেখাও হে

চিতচোরা সেই গৌরমূরতি—একবার দেখাও হে
আমাদের,—চিতচোরা তোমার গৌর-মূরতি—একবার দেখাও হে
সেই গৌর-মূরতি—একবার দেখাও হে
'সেই গৌর মূরতি'—
যে মূরতি দেখে তুমিও মুগ্ধ—সেই গৌর-মূরতি
একবার দেখাও হে
রথে চল্‌তে চল্‌তে হ'য়েছিলে অচল—একবার দেখাও হে
দেখাও সেই গৌর-মূরতি
যে মূরতি দেখে তুমিও মুগ্ধ—দেখাও সেই গৌর -মূরতি
রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত—দেখাও সেই গৌর-মূরতি
আমরা যে নদীয়াবাসী
গৌররূপ যে ভালবাসি—আমরা যে নদীয়াবাসী (মাতন)
একবার দেখা দাও।
ওহে নীলাচলনাথ—একবার দেখা দাও
ওহে বলরাম নিত্যানন্দ—একবার দেখা দাও
চিতচোরা গৌর ল'য়ে—একবার দেখা দাও
এই জগমোহনে—একবার দেখা দাও
এই গরুড়স্তম্ভের পার্শ্বদেশে—একবার দেখা দাও
মধুর-নটন-রঙ্গে—একবার দেখা দাও
(মাতন)
কেউ যে কথা কইছ না
তবে কি গৌর দেখাবে না—কেউ যে কথা কইছ না
কেবা গৌর দেখাবে
কার কাছে যাব রে—কেবা গৌর দেখাবে
কে এমন বান্ধব আছে—কেবা গৌর দেখাবে
আমাদের এই জগমাঝে—আমার বল্‌তে আর কে আছে
সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী—আমার বল্‌তে আর কে আছে
কোথায় আছ,—পরম-করুণ শ্রীগুরুদেব

কিছুই ত' জানতাম না

কেবা জগন্নাথ কোথা নীলাচল—কিছুই ত' জান্‌তাম না

কৃপা ক'রে সঙ্গে আন্‌লেন

এই রথযাত্রা-কালে-কৃপা ক'রে সঙ্গে আন্‌লেন
দারুণ,—সংসার -কূপ হ'তে তুলে ল'য়ে—কৃপা ক'রে সঙ্গে আন্‌লেন
গৌর-লীলা জানাইলেন—কৃপা ক'রে সঙ্গে আন্‌লেন
'গৌরীলীলা জানাইলেন'—
এই রথযাত্রায়—গৌর-লীলা জানাইলেন
ভাবাবেশে কীর্ত্তন-রঙ্গে—গৌর-লীলা জানাইলেন

ফাঁকি দিয়ে লুকাইলে

দেখাবে ব'লে বলেছিলে—ফাঁকি দিয়ে লুকাইলে

একবার দেখা দাও

লুকাইয়ে কর্‌ছ খেলা—একবার দেখা দাও
এনেছ যদি কৃপা ক'রে—একবার দেখা দাও
কীর্ত্তন-নটন-রঙ্গে—একবার দেখা দাও
'কর্ত্তীন-নটন-রঙ্গে'—
দেখা দাও প্রাণগৌর-সঙ্গে-কীর্ত্তন-নটন-রঙ্গে (মাতন)

হৃদিপটে এঁকে ল'ব

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিহার হৃদিপটে এঁকে ল'ব

পাগল হ'য়ে বেড়াব

ভাই ভাই ভাই মিলে—পাগল হ'য়ে বেড়াব
গৌরপ্রেমের পাগল হ'য়ে—দেশ বিদেশে বেড়াব

যারে দেখ্‌ব তারে বল্‌ব

"একবার—"গৌরহরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।।'
"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাইগৌরহরিবোল।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণের নিকট কীর্ত্তন সম্পূর্ণ।

—০—

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।

জপ হরেকৃষ্ণ হরে রাম।।

শ্রীশ্রীটোটা-গোপীনাথের শ্রীমন্দিরে কীর্ত্তন

"শ্রীগুরুপ্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল।"

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।

জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম"।।

ভজ, —নিতাই গৌর রাধে শ্যাম

শ্রীঅদ্বৈত-প্রেম-ধাম—ভজ, —নিতাই গৌর রাধে শ্যাম

গদাই-শ্রীবাস-প্রাণারাম—ভজ, —নিতাই গৌর রাধে শ্যাম

জপ, —হরে কৃষ্ণ হরে রাম

ভজ, —নিতাই গৌর রাধে শ্যাম—জপ, —হরে কৃষ্ণ হরে রাম

"জয় জয় শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ গৌরচন্দ্র।"

প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

ভাইরে আমার,—প্রেমাবতার গৌরহরির—প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

নীলাচলবিহারী গৌরহরির—প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

পরতত্ত্বসীমা গৌরহরির—প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

"জয় জয় শ্রীসেবাবিগ্রহ নিত্যানন্দ।।'

জগৎসেব্য আমার গৌরচন্দ্র

তার,—সেবাবিগ্রহ নিত্যানন্দ—জগৎসেব্য আমার গৌরচন্দ্র

নিত্যানন্দরূপে বিহরে

গৌরসেবা মূরতি ধ'রে—নিত্যানন্দরূপে বিহরে

প্রাণবিশ্বম্ভরের সেবা করে

শ্রীনিত্যানন্দ ব্যাপকরূপে—প্রাণবিশ্বম্ভরের সেবা করে

অনন্ত-সেবক-রূপ—প্রাণবিশ্বম্ভরের সেবা করে
ভাব-অনুকূলরূপ ধ'রে—প্রাণবিশ্বম্ভরের সেবা করে

জয় জয় নিত্যানন্দ-দেহ

গৌর-সেবা-বিগ্রহ—জয় জয় নিত্যানন্দ-দেহ

(মাতন)

"জয় জয় অদ্বৈত-শ্রীবাস-প্রিয়ধাম।
জয় গদাধর-শ্রীজগদানন্দ-প্রাণ।।"

সে যে,—শ্রীঅদ্বৈত-শ্রীবাস-প্রিয়ধাম
ভাইরে যাঁর গৌরচন্দ্র-নাম—শ্রীঅদ্বৈত-শ্রীবাস-প্রিয়ধাম
গদাধর-পণ্ডিতের প্রাণ—শ্রীঅদ্বৈত-শ্রীবাস-প্রিয়ধাম

"জয় শ্রীপরমানন্দ-পুরীর জীবন।
জয় দামোদর-স্বরূপের প্রাণধন।।
জয় বক্রেশ্বর-পণ্ডিতের প্রিয়কারী।
জয় পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি-মনোহারী।।
জয় জয় দ্বারপাল-গোবিন্দের নাথ।
জীব প্রতি কর' প্রভু! শুভ দৃষ্টিপাত।"

জীবে কর শুভদৃষ্টি।

প্রেমাবতার গৌরহরি—জীবে করে শুভদৃষ্টি
করি' তোমার প্রেমবৃষ্টি—জীবে কর শুভদৃষ্টি

একবার—চাও হে কৃপা-নয়ন-কোণে

ও প্রেমাবতার গৌরহরি—একবার, —চাও হে কৃপা-নয়ন-কোণে
ওহে প্রাণ বিশ্বম্ভর-একবার,—চাও হে কৃপা-নয়ন-কোণে
অনন্ত-জগৎ-পানে—একবার,—চাও হে কৃপা-নয়ন-কোণে
এই ত্রিতাপদগ্ধ-জগৎ-পানে—একবার,—চাও হে কৃপা নয়ন-কোণে

গৌর হে,—**"জীব প্রতি কর প্রভু! শুভদৃষ্টিপাত।।**
হেনমতে নিত্যানন্দ নবদ্বীপপুরে।
বিহরেন প্রেমভক্তি-আনন্দ-সাগরে।।
নিরবধি ভক্ত-সঙ্গে করেন কীর্ত্তন
কৃষ্ণ-নৃত্য-গীত হইল সবার ভজন।।"

একবার কৃষ্ণ বল ভাই
নিতাই ইঙ্গিত কর্‌ছেন

পানিহাটী গ্রামে নিজগণে—নিতাই ইঙ্গিত কর্‌ছেন

গৌর আইলা নীলাচল হ'তে

তোমাদের কীর্ত্তন শুনিতে—গৌর আইলা নীলাচল হ'তে

নিরন্তর কৃষ্ণ-কীর্ত্তন কর
কোন্ কৃষ্ণ জানাইছেন

নিরন্তর কৃষ্ণ-কীর্ত্তন কর ব'লে—কোন্ কৃষ্ণ জানাইছেন

তারপর আবার বল্লেন
নিরন্তর মাতো সবে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ব'লে—নিরন্তর মাতো সবে

ইঙ্গিতে বলিলেন নিতাই
নিরন্তর কর গান

চৈতন্যকৃষ্ণের নাম—নিরন্তর কর গান

নিতাই কেমন ক'রে বলে আন
তা'রই ত উদগার হয়।

প্রাণে প্রাণে যা ভোগ হয়—তা'রই ত উদগার হয়

গৌরহরি করেন বিহার

শ্রীনিত্যানন্দ হৃ'দে—গৌরহরি করেন বিহার

কেমনে আন ব'ল্‌বে তার রসনা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিনা—কেমনে আন ব'ল্‌বে তার রসনা

নিতাই যারে দেখে তারে বলে

একবার গৌরহরিবোল—নিতাই যারে দেখে তারে বলে

গৌর—**"কৃষ্ণ-নৃত্য-গীত হইল সবার ভজন।।**
গোপ-শিশুগণ-সঙ্গে প্রতি ঘরে ঘরে।
যেন ক্রীড়া করিলেন গোকুল-নগরে।।
সেই-মত গোকুলের আনন্দ প্রকাশি'।
কীর্ত্তন করেন নিত্যানন্দ সুবিলাসী।।"

বিহরে নিত্যানন্দ সুবিলাসী

হৃ'দে ধরি' গৌরাঙ্গ-বিলাসী—বিহরে নিত্যানন্দ সুবিলাসী

"ইচ্ছাময় নিত্যানন্দ চন্দ্র ভগবান্।

গৌরচন্দ্র দেখিতে হইল ইচ্ছা তান্।।"

যদিও,—নিতাইচাঁদে আছে মানা

প্রতিবৎসর নীলাচলে আস্‌তে'—যদিও,—নিতাইচাঁদে আছে মানা

'প্রতিবৎসর নীলাচলে আস্‌তে'—

গৌড়ের প্রচার-কার্য্য ছেড়ে—প্রতিবৎসর নীলাচলে আস্‌তে

নিতাইচাঁদে আছে মানা

গৌড়ের প্রচার-কার্য্য ছেড়ে'—

প্রাণের প্রাণ গৌরহরির—গৌড়ের প্রচার-কার্য্য ছেড়ে

নিতাইচাঁদে আছে মানা

নিতাই মানা মানে না

স্বাভাবিক প্রেমের স্বভাবে—নিতাই মানা মানে না

গৌর না দেখিলে রহিতে পারে না—তাই নিতাই মানা মানে না

"আই-স্থানে করিলেন সন্তোষে বিদায়।"

দে মা আমায় বিদায় দে

তোর পদধূলি শিরে দিয়া—দে মা আমায় বিদায় দে

আমি, —যাব মধুর-নীলাচলে

দেখতে তোর প্রাণ-দুলালে—আমি,—যাব মধুর-নীলাচলে

ধনী হ'য়ে তোর পদধূলে—আমি,—যাব মধুর -নীলাচলে

বিদায় দে 'মা' কুতূহলে

"নীলাচলে চলেলিন চৈতন্য-ইচ্ছায়।।"

গৌরহরির মানা নয়

বুকে যে উৎকণ্ঠা বাড়ায় —গৌরহরির মানা নয়

সে এক পা চলিতে নারে

গৌর যার হৃ'দে আছে—সে এক-পা চলিতে নারে

গৌর-ইচ্ছা না হইলে—সে এক-পা চলিতে নারে

তাইতে প্রভু মানা করে

প্রাণধ'রে সদাই টানে—তাইতে প্রভু মানা করে

"নীলাচলে চলিলেন চৈতন্য-ইচ্ছায়।"

চলিল গৌর-প্রেমের পাগল

মুখে গৌর-গৌর নয়নে জল—চলিল গৌর-প্রেমের পাগল

নীলাচলে যায় হেলে দুলে

প্রাণ গৌর দেখব বলে—নীলাচলে যায় হেলে দুলে

"পরমবিহ্বল পারিষদগণ-সঙ্গে।"

আপনি যেমন সঙ্গী তেমন

ওগো—আমার প্রভু নিত্যানন্দ—আপনি যেমন সঙ্গী তেমন

ব্রহ্মাণ্ড তারিতে পারে

প্রতি নিতাই-কিঙ্করে—ব্রহ্মাণ্ড তারিতে পারে

প্রাণ-নিতাই হৃ'দে ধ'রে—ব্রহ্মাণ্ড তারিতে পারে

'আইলেন শ্রীচৈতন্য-নাম-গুণ-রঙ্গে।।"

আমার, —নিতাই -মুখে নাহি অন্য

বিনা নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—নিতাই-মুখে নাহি অন্য

নিতাই আমার আন জানে না

কায়-মন-বাক্যে গৌর বিনা—নিতাই আমার আন জানে না

প্রাণারাম গৌরাঙ্গ-নাম বিনা—নিতাই আমার আন জানে না

স্বপনেও না জানে অন্য

গৌরাঙ্গ-বিলাসী নিতাই—স্বপনেও না জানে অন্য

গৌর-প্রেমের পাগল নিত্যানন্দ—স্বপনেও না জানে অন্য

বিনা প্রাণ-শ্রীচৈতন্য—স্বপনেও না জানে অন্য

"আইলেন শ্রীচৈতন্য-নাম-গুণ-রঙ্গে।

হুঁঙ্কার, গর্জ্জন, নৃত্য, আনন্দ-ক্রন্দন।।"

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমের বিকার

আমার,—নিতাইচাঁদের অলঙ্কার—শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমের বিকার

"হুঙ্কার, গর্জ্জন, নৃত্য, আনন্দ-ক্রন্দন।
নিরবধি করে সব পারিষদ-গণ।।"

আপনি পাগল সব সঙ্গী পাগল

পেয়ে গৌর-প্রেম-বল—আপনি পাগল সব সঙ্গী পাগল
গৌর-গৌর বলে কেবল—আপনি পাগল সব সঙ্গী পাগল
(মাতন)

"এইমত সর্ব্বপথ প্রেমানন্দ-রসে।

আইলেন নীলাচলে কথোক-দিবসে।।
কমল-পুরেতে আসি' প্রাসাদ দেখিয়া
পড়িলেন নিত্যানন্দ মূর্চ্ছিত হইয়া।।"

নিতাইচাঁদের দু'নয়নে ধারা

দূর হ'তে দেখি' শ্রীমন্দিরের ধ্বজা—নিতাইচাঁদের দু'নয়নে ধারা

গৌর দেখ্‌তে পাব আবার

মনে গণে নিতাই আমার—গৌর দেখ্‌তে পাব আবার
ঐ যে মন্দির দেখা যায়—গৌর দেখ্‌তে পাব আবার

হইলা নিতাই মূরছিত

বলি',—হা প্রাণ-শচীসুত—হইলা নিতাই মূরছিত

বলে,—গৌর তুমি আছ কোথায়

ঐ ত মন্দির দেখা যায়—গৌর তুমি আছ কোথায়

"নিরবধি নয়নে বহয়ে প্রেম-ধার।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' বলি' করেন হুঙ্কার।।
আসিয়া রহিলা এক পুষ্পের উদ্যানে।"

লুকিয়ে থাকা স্বভাব তার

লীলার প্রথম হ'তে দেখা যায়—লুকিয়ে থাকা স্বভাব তার

নদীয়ায় আসি' ছিলেন গোপনে

গৌর-সঙ্গে প্রথম-মিলনে—নদীয়ায় আসি' ছিলেন গোপনে
নন্দন-আচার্য্যের ভবনে—নদীয়ায় আসি' ছিলেন গোপনে
প্রাণ-গৌরাঙ্গের ইচ্ছাক্রমে—নদীয়ায় আসি' ছিলেন গোপনে

গৌর রাখিতে চান গোপনে

নিজ-সেব্য নিতাই-ধনে—গৌর রাখিতে চান গোপনে

"কে বুঝে তাঁহার ইচ্ছা শ্রীচৈতন্য বিনে।।"

তাদের রহস্য কেবা জানে

পরস্পর তা'রা বিনে—তাদের রহস্য কেবা জানে

দোঁহে জানে দোঁহার মর্ম্ম

নিতাই চৈতন্য অভিন্ন—দোঁহে জানে দোঁহার মর্ম্ম
বিহার লাগি হয় ভিন্ন—নিতাই চৈতন্য অভিন্ন

"নিত্যানন্দ-বিজয় জানিঞা গৌরচন্দ্র।"

কি হ'বে থা'ক্‌লে গোপনে

প্রীতি টানতে লা'গ্‌ল নিজ-স্থানে—কি হ'বে থাক্‌লে গোপনে

গৌরহরি জান্‌লেন তাহা

টান পড়্‌ল প্রাণে প্রাণে—গৌরহরি জান্‌লেন তাহা
নিতাই আসিয়াছে নীলাচল-ধামে—গৌরহরি জান্‌লেন তাহা

নিতাই আসিয়া রয়েছে গোপনে

গৌরহরি মনে গণে—নিতাই আসিয়া রয়েছে গোপনে
আমি খোঁজ লব এই তার মনে—নিতাই আসিয়া রয়েছে গোপনে

"একেশ্বর আইলেন ছাড়ি ভক্তবৃন্দ।।"

একেশ্বর আইলা গৌরচন্দ্র

মিলিতে তা'র অতিগূঢ়-নিত্যানন্দ—একেশ্বর আইলা গৌরচন্দ্র

অনুভব কর ভাই রে

শ্রীগুরুচরণ হৃ'দে ধ'রে—অনুভব কর ভাই রে

এঁদের গোপনে মিলন স্মঙরিয়ে—অনুভব কর ভাই রে

তা'রা কা'রা বটে দুইজন

নিতাই গৌরাঙ্গ-ধন—তা'রা কা'রা বটে দুইজন

এঁদের কেন হয় গুপতে মিলন—তা'রা কা'রা বটে দুইজন।

দ্বিতীয় না থাকে সেইখানে

যখনি এঁরা মিলে দুইজনে—দ্বিতীয় না থাকে সেইখানে

কি রহস্য কেবা জানে—দ্বিতীয় না থাকে সেইখানে

দু'জনে মিলে একা একা

সে মিলন কেউ পায় না দেখা—দু'জনে মিলে একা একা

গৌর আমার আইলেন একা

নিতাই-সনে ক'র্‌তে দেখা—গৌর আমার আইলেন একা

"ধ্যানানন্দে যেখানে আছেন নিত্যানন্দ।
সেই-স্থানে বিজয় হইলা গৌরচন্দ্র।।"

ও তো গৌর এল না।

টেনে আন্‌ল নিতাই সোণা—ও ত গৌর এল না

নিতাইয়ের নাম বুঝি তাই সঙ্কর্ষণ

প্রাণ ধ'রে করে আকর্ষণ—নিতাইয়ের নাম বুঝি তাই সঙ্কর্ষণ

"প্রভু আসি' দেখে নিত্যানন্দ ধ্যানপর
প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল বহুতর।।"

বড় ভোগী গৌর আমার

ভোগ করিতে এসেছে

অশেষ-বিশেষ আপনাকে—ভোগ করিতে এসেছে

ভোগ করে প্রাণ গৌরহরি

নিত্যানন্দ-পরিক্রমা করি'—ভোগ করে প্রাণ গৌরহরি

নিজ-পরিক্রমার কি মাধুরী—ভোগ করে প্রাণ গৌরহরি

নিত্যানন্দ ধ্যানপর

হৃ'দে ধরি' প্রাণ-বিশ্বম্ভর—নিত্যানন্দ ধ্যান-পর

নিতাই -হৃ'দে আছে নিজে

তাই তারে পরিক্রমা করে

নিজ-পরিক্রমার মাধুরী ভোগের তরে—তাই তারে পরিক্রমা করে

এ-সুযোগ কখনও পাবে না

আপনি আপনায় ক'র্‌তে পরিক্রমা—এ-সুযোগ কখনও পাবে না

আজ,—আপনি করে আপনার পরিক্রমা

নিতাই-চাঁদের বুকে আছে গৌর সোণা—আজ,—আপনি করে—

আপনার পরিক্রমা

ভোগের স্বরূপ গৌর বটে

আজ,—আপনি করে আপনার পরিক্রমা—ভোগের স্বরূপ গৌর বটে

অশেষ-বিশেষ নিজ-মাধুরী—ভোগের স্বরূপ গৌর বটে

আজ দেখে নিজ-মাধুরী

নিত্যানন্দ ঘিরি ঘিরি—আজ দেখে নিজ-মাধুরী

"শ্লোকবন্দে নিত্যানন্দ-মহিমা বর্ণিয়া।'

সেব্য বিনে কেবা জানে

কেমন সুখ হয় সেবকের গুণ-গানে—সেব্য বিনে কেবা জানে

আজ জানাইছেন জগজনে

স্তুতি-ছলে নিতাই-ধনে—আজ জানাইছেন জগজনে

বড় আনন্দ গৌরাঙ্গ মনে—আজ জানাইছেন জগজনে

"প্রদক্ষিণ করে প্রভু প্রেম-পূর্ণ হৈয়া।।

শ্রীমুখের শ্লোক শুন নিত্যানন্দ-স্তুতি।

যে শ্লোক পড়িলে হয় নিত্যানন্দে রতি।"

শ্রীমুখে বলেন গৌরহরি

নিতাইচাঁদের মহিমা—শ্রীমুখে বলেন গৌরহরি

"মদিরা-যবনী যদি ধরে নিত্যানন্দ।

তথাপি 'ব্রহ্মার বন্দ্য' বলে গৌরচন্দ্র।।"

যদি, মদিরা-যবনী নিতাই ধরে

ব্রহ্মা তারে বন্দনা করে—যদি, —মদিরা-যবনী নিতাই ধরে।

নিতাই তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য

যদিও, —যবনী-মদিরার হয় সঙ্গ—নিতাই তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য

নিত্যানন্দ-শক্তি নষ্ট না হয়

শ্রীমুখে বলেন গোরারায়—নিত্যানন্দ-শক্তি নষ্ট না হয়

নিতাই-শক্তির হানি নাই কোন-কালে

যবনী-মদিরা পরশ হ'লে—নিতাই-শক্তির হানি নাই কোন-কালে

এই শ্লোকের দুই-মর্ম্ম

একদিকে নিতাই স্বরূপ বর্ণন

আর একদিকে ভবিষ্যৎ কথন—একদিকে নিতাই-স্বরূপ বর্ণন

ভবিষ্যৎ ইঙ্গিত ক'র্ছেন

একদিকে নিতাই-তত্ত্ব বল্ছেন—আর দিকে,—ভবিষ্যৎ ইঙ্গিত ক'র্ছেন

যদি নিতাই এ আবরণ পড়ে

কালে কালে এই প্রচারে—যদি নিতাইএ আবরণ পড়ে

শক্তি হানি নাহি হবে

নিতাই-স্বরূপে আবরণ ব'লে—শক্তি হানি নাহি হবে

সাবধান করাইছেন

প্রভু এই শ্লোক-দ্বারে—সাবধান করাইছেন

নিতাই-বন্দনা-ছলে জগজনে—সাবধান করাইছেন

যেন অবজ্ঞা ক'রো না মনে

যদি এত-আবরণ পড়ে

নিত্যানন্দ-স্বরূপেতে—যদি এত-আবরণ পড়ে

নিতাই আবরণেই থাক্‌বে

সহজে ধরা নাহি দিবে—নিতাই আবরণেই থাক্‌বে

প্রচারিতে প্রাণ-গৌরধনে

নিজে থাকি আবরণে—প্রচারিতে প্রাণ-গৌরধনে

"এই শ্লোক পড়ি প্রভু প্রেম-বৃষ্টি করি'।
নিত্যানন্দ-প্রদক্ষিণ করে গৌরহরি।।"

যেন প্রাণে প্রাণে বল্‌ছেন
এ সুযোগ আর ছাড়্‌ব না
এমন দিন আর হ'বে না—এ সুযোগ আর ছাড়্‌ব না

"নিত্যানন্দ-স্বরূপো জানি সেইক্ষণে।"

নিতাই জানিলেন অন্তরে
প্রাণগৌর পরিক্রমা করে তা'রে—নিতাই জানিলেন অন্তরে

"উঠিলেন 'হরি' বলি পরম-সম্ভ্রমে।।"

এসেছে আমার প্রাণের ঠাকুর
প্রাণে প্রাণে জান্‌লেন নিতাই—এসেছে আমার প্রাণের ঠাকুর (মাতন)
দেখি ধ্যানফল সম্মুখেতে

" দেখি' নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্রের বদন।
কি আনন্দ হৈল, তাহা না যায় বর্ণন।।"

আনে জান্‌বে কেমনে
কি আনন্দ হইল নিতাই এর মনে
আনন্দ-ঘন গৌর দর্শনে—কি আনন্দ হইল নিতাই এর মনে
আনে জান্‌বে কেমনে
আনন্দই ভাল জানে—আনে জান্‌বে কেমনে
ভোগী জানে আর ভোগ জানে—আনে জান্‌বে কেমনে
সেই ত' জানিতে পারে
যে নিত্যানন্দ হৃ'দে ধরে—সেই ত' জানিতে পারে

"হরি বলি' সিংহনাদ লাগিলা করিতে।"

ও ত হরি বলা নয়
নিতাই বল্‌ছেন এই হরি হয়—ও ত হরি বলা নয়
অবশ্য করিবে চুরি
এই চিতচোর গৌরহরি—অবশ্য করিবে চুরি
তাইতে নিতাইএর প্রেমানন্দ
ধরা পড়েছে চিতচোর নয়নানন্দ—তাইতে নিতাইএর প্রেমানন্দ

" প্রেমানন্দে আছাড় পড়েন পৃথিবীতে।।"

ও তো আছাড় পড়া নয়

নীলাচল-ভূমির সৌভাগ্য বাড়ায়—ও তো আছাড় পড়া নয়

আনন্দ আর ধরেনা

ভাগ্যবতী নীলাচল-ভূমির—আনন্দ আর ধরে না

গৌর-প্রেমের মূরতি হৃ'দে ধ'রে—আনন্দ আর ধরে না

"দুইজনে প্রদক্ষিণ করেন দুঁহারে।
দুঁহে দণ্ডবৎ হই পড়েন দুঁহারে।।"

দুই-জনেই প্রদক্ষিণ করে

দোঁহে দণ্ডবৎ করে—দুই জনেই প্রদক্ষিণ করে

কে কার উপাস্য কেবা জানে

যে হৃ'দে ধরে সেই ত জানে—কে কার উপাস্য কেবা জানে

দুই-জনেই মহামত্ত

পরস্পর হৃ'দে ধ'রে—দুই-জনেই মহামত্ত

গৌরাঙ্গ-হৃ'দে নিতাই

নিতাই-হৃ'দে গৌরাঙ্গ—গৌরাঙ্গ-হৃ'দে নিতাই

পরস্পর হৃ'দে ধ'রে

দু'জনাই মহামত্ত—পরস্পর হৃ'দে ধ'রে

দোঁহে দোঁহায় ভোগ করে

ভোগী ভোগ পরস্পর—দোঁহে দোঁহায় ভোগ করে

"ক্ষণে দুই-প্রভু করে প্রেম-আলিঙ্গন।"

এ'ত নয় আলিঙ্গন

মহাভাব প্রেম রসের মিলন—এ'ত নয় আলিঙ্গন

"ক্ষণে গলা ধরি' করে আনন্দ-ক্রন্দন।।"

দোঁহে ভাসে নয়ন-জলে

পরস্পর গলা ধ'রে —দোঁহে ভাসে নয়ন-জলে

যদিও অভিন্ন তনু হয়

তবু মিলনে মহাসুখ পায়—যদিও অভিন্ন তনু হয়

তার লাগি' হয় ছাড়াছাড়ি

আস্বাদিতে বিরহ-মাধুরী—তার লাগি হয় ছাড়াছাড়ি

"পরানন্দে গড়াগড়ি যায় দুইজন।"

আজ,—নীলাচলের সৌভাগ্য বাড়ায়

দোঁহে গড়াগড়ি যায়—আজ,—নীলাচলের সৌভাগ্য বাড়ায়

ভাগ্যবতী নীলাচল-ভূমি

হৃদয়ে ধরেছ তুমি—ভাগ্যবতী নীলাচল-ভূমি

ধ'রে,—নিতাই-গৌর-জড়িত মূরতি-খানি—ভাগ্যবতী নীলাচল-ভূমি

তোমায় যাই বলিহারি

ও,—ভাগ্যবতী নীলাচল-ভূমি—তোমায় যাই বলিহারি

বুকে ধরেছ নিতাই-গৌর-জড়াজড়ি—তোমায় যাই বলিহারি

তোমার বুকে বিহরে আজ

মহাভাব-রসরাজ—তোমার বুকে বিহরে আজ

"মহামত্ত-সিংহ-জিনি দুহাঁর গর্জ্জন।।
কি অদ্ভুত প্রীতি সে করেন দুই- জনে।
পূর্ব্বে যেন শুনিএাছি শ্রীরাম-লক্ষণে।।"

কেবল আস্বাদনের লাগি' রে,

নব-নব-মিলন কেবল-কেবল আস্বাদনের লাগি' রে

'দুইজনে শ্লোক পঢ়ি বর্ণেন দুঁহারে।"

জগতে জানাবার তরে

নিজ-নিজ-মহিমা— জগতে জানাবার তরে

"দুঁহারেই দুঁহে জোড়হস্তে নমস্করে।।
অশ্রু, কম্প, হাস্য, মূর্চ্ছা, পুলক, বৈবর্ণ্য।
কৃষ্ণভক্তি-বিকারের যত আছে মর্ম্ম।।
ইহা বই দুই-শ্রীবিগ্রহে আর নাঞি।"

দোঁহার শ্রী অঙ্গ ভাব-ভূষণে বিভূষিত

গৌরের যত নিতাইএর তত—দোঁহার শ্রীঅঙ্গ ভাব-ভূষণে বিভূষিত

"সব করে করায়েন চৈতন্য-গোসাঞি।।
কি অদ্ভুত প্রেমভক্তি হইল প্রকাশ।
নয়ন ভরিয়া দেখে যে একান্তদাস।।
তবে কথোক্ষণে প্রভু জোড়হস্ত করি'।
নিত্যানন্দ-প্রতি স্তুতি করে গৌরহরি।।

না জানি সে কত সুধা

মুখে নিতাই-গুণ-গাথা—না জানি সে কত সুধা (মাতন)

"নিত্যানন্দ-প্রতি স্তুতি করে গৌরহরি।।'

জগতে জানায় রে

নিত্যানন্দ-স্তুতি -ছলে—জগতে জানায় রে
তাঁর অতিগূঢ় নিত্যানন্দ—জগতে জানায় রে

প্রাণে প্রাণে ধর ভাই

শ্রীগুরু-চরণ হৃ'দে ধ'রে—প্রাণে প্রাণে ধর ভাই
অপরূপ-রহস্য-কথা— প্রাণে প্রাণে ধর ভাই

শ্রীমুখে বল্‌ছেন গৌরহরি

"নাম রূপে তুমি নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমন্ত।'

গৌর বলেন শ্রীবদনে

চেয়ে নিতাইচাঁদের পানে—গৌর বলেন শ্রীবদনে

"নাম রূপে তুমি নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমন্ত।"

আপন কথা বল্‌ছেন

ইঙ্গিতেতে গৌরহরি—আপন কথা বল্‌ছেন

আমার নামের রূপ মানি

তোমার রূপ আমার রূপ মানি—আমার নামের রূপ মানি

"শ্রীবৈষ্ণবধাম—তুমি ঈশ্বর অনন্ত।।
যত কিছু তোমার শ্রীঅঙ্গে অলঙ্কার।
সত্য সত্য সত্য ভক্তিযোগ-অবতার।।"

ভক্তিযোগ অবতীর্ণ

তোমার পরশে নিজেরে করিতে ধন্য—ভক্তিযোগ অবতীর্ণ

"স্বর্ণ-মুক্তা- রূপা-কসা-রুদ্রাক্ষাদি-রূপে।
নববিধা-ভক্তি ধরি আছ নিজসুখে।।"

তোমার শ্রী অঙ্গে মূর্ত্তিমান্
ভক্তি বল্‌তে যার নাম—তোমার শ্রীঅঙ্গে মূর্ত্তিমান্

তোমার অঙ্গে সেবা করে
অলঙ্কার-রূপ ধ'রে —তোমার অঙ্গে সেবা করে

ভক্তিযোগ অবতার
তোমার শ্রীঅঙ্গে অলঙ্কার—ভক্তিযোগ অবতার

"নীচজাতি পতিত অধম যত জন।
তোমা হৈতে সভার হইল বিমোচন।।"

নিতাই তোমার অবতার
উদ্ধারিতে পতিত-সবার—নিতাই তোমার অবতার

পতিতের বন্ধু তুমি
ওহে নিতাই গুণমণি—পতিতের বন্ধু তুমি

এমন কার প্রাণ কাঁদে
ওহে নিতাই তুমি বিনে—এমন কার প্রাণ কাঁদে
পতিত -দুর্গতি দে'খে—এমন কার প্রাণ কাঁদে

তোমা হ'তে রক্ষা হ'ল
আমার প্রতিজ্ঞা—তোমা হ'তে রক্ষা হ'ল

"যে ভক্তি দিয়াছ তুমি বণিক্-সভারে।
তাহা বাঞ্ছে সুর-সিদ্ধ-মুনি-যোগেশ্বরে।।
'স্বতন্ত্র' করিয়া বেদে যে কৃষ্ণেরে কহে।
'হেন কৃষ্ণ পার' তুমি করিতে বিক্রয়ে।।"

তোমার হাতে বেচা কেনা
কৃষ্ণ পরতত্ত্ব-সীমা—তোমার হাতে বেচা কেনা
ব্রজের সেই কালসোণা—তোমার হাতে বেচা কেনা

"তোমার মহিমা জানিবার শক্তি কার।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণরস-অবতার।।"

জানাইছেন নিজগুণে

অতিগূঢ় নিতাই-ধনে—জানাইছেন নিজগুণে

কেমনে বা জান্‌বে আনে

যদি গৌর না জানায় নিজগুণে—কেমনে বা জান্‌বে আনে

আজ,—জানাইছেন নিজ-জনে

গৌরহরি নিজ-নিতাই-ধনে—আজ,—জানাইছেন নিজ-জনে

নিত্যানন্দ-স্তুতি-ছলে—আজ,—জানাইছেন নিজ-জনে

তুমি বট নিত্যানন্দ

কৃষ্ণরস মূর্ত্তিমন্ত—তুমি বট নিত্যানন্দ

বিহরিছে মূরতি ধ'রে

কৃষ্ণরস যারে বলে—বিহরিছে মূরতি ধ'রে

ওহে নিতাই তোমারূপে—বিহরিছে মূরতি ধ'রে

আবরণ দিয়ে বল্‌ছেন

এ-যে অতি গোপনকারী লীলা—আবরণ দিয়ে বল্‌ছেন

আপন স্বরূপের রহস্য কথা—আবরণ দিয়ে বল্‌ছেন

তুমি আমার রসের অবতার

ওহে ও নিতাই আমার—তুমি আমার রসের অবতার

তুমি আমার রস মূর্ত্তিমন্ত

ওহে ও নিত্যানন্দ—তুমি আমার রস মূর্ত্তিমন্ত

"বাহ্য নাহি জান তুমি সংকীর্ত্তন-সুখে।
অহর্নিশ কৃষ্ণগুণ তোমার শ্রীমুখে।।
কৃষ্ণচন্দ্র তোমার হৃদয়ে নিরন্তর।
তোমার বিগ্রহ কৃষ্ণ-বিলাসের ঘর।।

আপনি ত বল্‌বে না।

আপনার মহিমা—আপনি ত বল্‌বে না

ইঙ্গিতেতে বল্‌ছেন প্রভু

আমার ক্রীড়ার বসতি-ভূমি—ইঙ্গিতেতে বল্‌ছেন প্রভু

আমার ক্রীড়ার বসতি-ভূমি

নিতাই তোমার স্বরূপখানি—আমার ক্রীড়ার বসতি-ভূমি

আজ, —জানাইছেন নিজগুণে

ভাগ্যবান্ কলিজীবে—আজ,—জানাইছেন নিজগুণে

নিতাই মহিমা বর্ণন-ছলে—আজ জানাইছেন নিজগুণে

প্রাণ-নিত্যানন্দ-কলেবর

আমার গূঢ়-বিলাসের ঘর—প্রাণ-নিত্যানন্দ-কলেবর

"অতএব তোমারে যে জনে প্রীতি করে।
সত্যসত্য প্রভুকৃষ্ণ না ছাড়েন তাঁরে।।"

ইঙ্গিতে বল্‌লেন গৌরহরি

সেইত প্রীতি করে আমারে

নিতাই তোমারে যে প্রীতি করে—সেইত প্রীতি করে আমারে

আমি বাঁধা-তা'রি প্রেম-ডোরে

তোমারে যে প্রীতি করে—আমি বাঁধা তা'রি প্রেম-ডোরে

আমার হাতে সে পড়েছে

যে তোমারে প্রীতি করেছে—আমার হাতে সে পড়েছে

"তবে কথোক্ষণে নিত্যানন্দ মহাশয়।
বলিতে লাগিলা অতি করিয়া বিনয়।।
প্রভু হই তুমি যে আমারে কর স্তুতি
এ তোমার বাৎসল্য ভক্তের প্রতি অতি।।
প্রদক্ষিণ কর, কিবা কর নমস্কার।
কিবা মার, কিবা রাখ, যে ইচ্ছা তোমার।।

আমি যে একান্ত তোমার

মার রাখ যে ইচ্ছা তোমার—আমি যে একান্ত তোমার

যাতে সুখ পাবে কর তাই

আমি কেবল তোমার সুখ চাই—যাতে সুখ পাবে কর তাই

"কোন বা বক্তব্য প্রভু! আছে তোমা-স্থানে।
কিবা নাহি দেখ তুমি দিব্য-দরশনে।।
মন প্রাণ সভার ঈশ্বর প্রভু! তুমি।
তুমি যে করাও সেইরূপ করি আমি।।"

আমি তোমার খেলার পুতুল
যেমন নাচাও তেমনি নাচি

তোমার কৌতুকে হয়ে রাজি—যেমন নাচাও তেমনি নাচি
কেবল তোমার প্রীতির লাগি'—যেমন নাচাও তেমনি নাচি

নাচি তোমার কৌতুকে

যখন নাচাও যেমনরূপে—নাচি তোমার কৌতুকে

"আপনেই মোরে তুমি দণ্ড ধরাইলা।
আপনেই ঘুচাইয়া এরূপ করিলা।।
তাড়া, খাড়ু, বেত্র, বংশী, শিঙ্গা, ছান্দডোরি।
ইহা সে ধরিয়ে আমি মুনি-ধর্ম্ম ছাড়ি।।
আচার্য্যাদি তোমার যতেক প্রিয়গণ।
সভারেই দিলা তপ—ভক্তি আচরণ।।
মুনি-ধর্ম্ম ছাড়াইয়া কি কৈলে আমারে।
ব্যবহারি-জন দেখি সভে হাস্য করে।।"

শুন হে মরম -কালা

ওহে প্রাণের দেবতা—শুন হে মরম-কালা

আমায় এ-কি কর্‌লে

সবাই আমায় পাগল বলে—আমায় এ-কি কর্‌লে

আমায় পাগল ব'লে নিন্দা করে

অলঙ্কার পরি ব'লে—আমায় পাগল ব'লে নিন্দা করে

কেবা জানে মরম তা'র

আমি কেন পরি অলঙ্কার—কেবা জানে মরম তা'র
প্রাণ-গৌর তোমা বিনে আর—কেবা জানে মরম তা'র

তুমি, —সকলি জান তবু বলি

শুন হে মরমী—তুমি,—সকলি জান তবু বলি

সাধে কি অলঙ্কার পরি

তোমারই অলঙ্কার পরি—সাধে কি অলঙ্কার পরি

সেবা করাই স্বভাব আমার

নিরন্তর অশেষ-বিশেষে—সেবা করাই স্বভাব আমার

তুমি কর না সেবা অঙ্গীকার

ন্যাসিবেশ ধ'রে এবার—তুমি কর না সেবা অঙ্গীকার

ভাল ত' লাগে না

তুমি ভূষণ পর না—ভাল ত' লাগে না

সেবা ছাড়া রইতে নারি

তাই মনে মনে ভাবি—সেবা ছাড়া রইতে নারি

এ-দেহ ত আমার নয়

এ ত' তোমারীই হয়—এ-দেহ ত আমার নয়

কেউ তো মানা কর্‌বে না

এ দেহ সাজাই যদি—কেউ তো মানা কর্‌বে না

তাই আমি সাজাই তোমারে

আমার এ-দেহ সাজায়ে—তাই আমি সাজাই তোমারে

তোমার যত অলঙ্কারে—তাই আমি সাজাই তোমারে

নিতাই আমার অলঙ্কার পরে

গৌরাঙ্গ-সাজাই মনে ক'রে—নিতাই আমার অলঙ্কার পরে

'ব্যবহারি-জন দেখি' সভে হাস্য করে।।
তোমার নর্ত্তক আমি নাচাও যেরূপে।
সেইরূপে নাচি আমি তোমার কৌতুকে।।
কি নিগ্রহ অনুগ্রহ তুমি সে প্রমাণ।
বৃক্ষদ্বারে কর প্রভু তোমারই সে নাম।।
প্রভু বোলে 'তোমার যে দেহে অলঙ্কার।'
নববিধা-ভক্তি বই কিছু নহে আর।।"

নববিধা-ভক্তির আধার

তোমার অঙ্গের অলঙ্কার—নববিধা-ভক্তির আধার

"শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি নমস্কার।
এই সে তোমার সর্ব্বকাল অলঙ্কার।।
নাগ-বিভূষণ যেমন ধরেন শঙ্করে।
তাহা নাহি সর্ব্বজনে বুঝিবারে পারে।।
পরমার্থে মহাদেব—অনন্ত-জীবন।
নাগ-ছলে অনন্ত ধরেন সর্ব্বক্ষণ।।"

নাগ-ছলে দেহে ধরে

অনন্তদেব ছাড়া রইতে নারে—নাগ-ছলে দেহে ধরে

"না বুঝিয়া নিন্দে' তান চরিত্র অগাধ।
যতেক নিন্দয়ে তার হয় কার্য্য-বাধ।।
মুঞিঁ ত তোমার অঙ্গে ভক্তিরস বিনে।
অন্য নাহি দেখো কাঁহো কায়-বাক্য-মনে।।
নন্দগোষ্ঠে বসি তুমি বৃন্দাবন-সুখে।
ধরিয়াছ অলঙ্কার আপন কৌতুকে।।
ইহা দেখি যে-সুকৃতি চিত্তে পায় সুখ।
সে অবশ্য দেখিবেক কৃষ্ণের শ্রীমুখ।।"

আচরি বলেন শচীসূত

সে দেখিবে আমর মুখ

যে তোমাতে পায় সুখ—সে দেখিবে আমর মুখ

"বেত্র, বংশী, শিঙ্গা, গুঞ্জাহার, মাল্য, গন্ধ।
সর্ব্বকাল এইরূপ তোমার শ্রীঅঙ্গ।।
যতেক বালক দেখি তোমার সংহতি।
শ্রীদাম-সুদাম-প্রায় লয় মোর মতি।।
বৃন্দাবন ক্রীড়ার যতেক শিশুগণ।
সকল তোমার সঙ্গে—লয় মোর মন।।"

তোমার সঙ্গে বিহরে

তোমার অঙ্গ যত মূর্ত্তি ধ'রে—তোমার সঙ্গে বিহরে

সেই ভাব সেই কান্তি সেই সর্ব্বশক্তি
সর্ব্বদেহে দেখি সেই নন্দ গোষ্ঠ-ভক্তি।।
এতেকে যে তোমারে, তোমার সেবকেরে।
প্রীতি করে, সত্যসত্য সে করে আমারে।"

আমি বাঁধা তা'রি প্রেম-পাশে

তোমারে যে ভালবাসে-আমি বাঁধা তা'রি প্রেম-পাশে
তোমার দাসে যে ভালবাসে—আমি বাঁধা তা'রি প্রেম-পাশে (মাতন)

"স্বানুভাবানন্দে দুই মুকুন্দ অনন্ত।
কিরূপে কহেন কথা কে জানয়ে অন্ত।।
কথোক্ষণে দুই-প্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
বসিলেন নিভৃতে পুষ্পের বনে গিয়া।।
ঈশ্বরে পরমেশ্বরে হইল কি কথা।
বেদে সে ইহার তত্ত্ব জানেন সর্ব্বথা।।
নিত্যানন্দে চৈতন্যে যখনে দেখা হয়।
প্রায় আর কেহ নাহি থাকে সে সময়।।
কি করেন আনন্দবিগ্রহ দুইজনে
চৈতন্য-ইচ্ছায় কেহো না থাকে তখনে।।"

মিলে সদা নিরজনে

অতিগূঢ় দুইজনে—মিলে সদা নিরজনে

প্রাণে প্রাণে অনুভব কর ভাইরে

কি সম্বন্ধ নিতাই গৌরাঙ্গ ধ'রে—প্রাণে প্রাণে অনুভব কর ভাইরে

মিলন হ'লে কোন দুইজনে

আর কেউ থাকে না সেখানে—মিলন হলে কোন দুইজনে

কেউ সেখানে রইতে নারে

ভোগ্য ভোক্তা মিললে পরে—কেউ সেখানে রইতে নারে

"নিত্যানন্দ-স্বরূপো প্রভুর ইচ্ছা জানি।
একান্তে সে আসিয়া দেখেন ন্যাসিমণি।।
আপনারে যেন প্রভু না করেন ব্যক্ত।
এইমত লুকায়েন নিত্যানন্দ-তত্ত্ব।।

সুকোমল দুর্ব্বিজ্ঞেয় ঈশ্বর-হৃদয়।
বেদে শাস্ত্রে ব্রহ্মা শিব সব এই কয়।।
না জানি না বুঝি মাত্র সবে গায়ে গাথা।
লক্ষ্মীরো এই সে বাক্য, অন্যের কি কথা।।
এই মত ভাবরঙ্গে চৈতন্য গোসাঞি।
এক কথা না কহেন একজন-ঠাঞি।।
হেন সে তাঁহার রঙ্গ,—সভেই মানেন।
'আমার অধিক প্রীত কারো না বাসেন।।
আমারে সে কহেন সকল গোপ্য-কথা।
মুনিধর্ম্ম করি কৃষ্ণ ভজিব সর্ব্বথা।।
বেত্র, বংশী, বর্হা, গুঞ্জামালা, ছাঁদডোরি।।
ইহা ধরিলেন কেনে মুনিধর্ম্ম ছাড়ি।।
কেহো বোলে, মুনিধর্ম্ম যতেক প্রকার।
বৃন্দাবনে গোপক্রীড়া—অধিক সভার।।
গোপ গোপী-ভক্তি—সর্ব্ব-তপস্যার ফল।
যাহা বাঞ্ছে ব্রহ্মা-আদি ঈশ্বর-সকল।
অতি কৃপাপাত্র সে গোকুল-ভক্তি পায়।
যে ভক্তি বন্দেন প্রভু শ্রীউদ্ধবরায়।।
এইমত যে বৈষ্ণব করেন বিচার।
সর্ব্বত্রেই গৌরচন্দ্র করেন স্বীকার।।
অন্যোহন্যে বাজায়েন আনন্দ ইচ্ছায়।
হেন রঙ্গী মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গরায়।।
কৃষ্ণের কৃপায় সভে আনন্দে বিহ্বল।
কখনো কখনো বাজে আনন্দ-কন্দল।।
ইহাতে যে এক ঈশ্বরের পক্ষ হৈয়া।
আর ঈশ্বরের নিন্দে সে-ই অভাগিয়া।।
ঈশ্বরের অভিন্ন —সকল ভক্তগণ।
দেহের যেহেন বাহু অঙ্গুলি চরণ।।
তথাপিহ সর্ব্ব-বৈষ্ণবের এই কথা।
সভার ঈশ্বর-কৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্বথা।।

নিয়ন্তা পালক স্রষ্টা অবিজ্ঞাততত্ত্ব।
সভে মেলি এইমাত্র গায়েন মহত্ত্ব।।
আবির্ভাব হৈতেছেন যে সব শরীরে।
তাঁ' সভার অনুগ্রহে ভক্তি-ফল ধরে।।
সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বশক্তি দিয়াও আপনে।
অপরাধে শাস্তিও করেন ভাল-মনে।।
ইতিমধ্যে সকলে বিশেষ দুই প্রতি।
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতেরে না ছাড়েন স্তুতি।।
কোটি অলৌকিক যদি এ'দুই করেন।
তথাপিহ গৌরচন্দ্র কিছু না বোলেন।।
এইমত কথোক্ষণ পরানন্দ করি।
অবধূতচন্দ্র-সঙ্গে গৌরাঙ্গ শ্রহরি।।
তবে নিত্যানন্দ-স্থানে করিয়া বিদায়।
বাসায় আইলা প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গরায়
নিত্যানন্দস্বরূপো পরম-হর্ষ-মনে।
আনন্দে চলিলা জগন্নাথ-দরশনে।।"

আগে দেখি গৌর প্রাণনাথ

পিছে দেখে জগন্নাথ—আগে দেখি গৌর প্রাণনাথ।

"নিত্যানন্দ-চৈতন্যে যে হৈল দরশন।
ইহার শ্রবণে সর্ব্ব-বন্ধ-বিমোচন।।
জগন্নাথ দেখি মাত্র নিত্যানন্দরায়।
আনন্দে বিহ্বল হই গড়াগড়ি যায়।।
আছাড় পড়েন প্রভু প্রস্তর-উপরে।
শতজনে ধরিলেও ধরিতে না পারে।।"

তারে কে ধরিতে পারে

বিশ্বোদরে যেজন ধরে—তারে কে ধরিতে পারে

"জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা সুদর্শন।
সভা' দেখি নিত্যানন্দ করেন ক্রন্দন।।
সভার গলার মালা ব্রাহ্মণে আনিঞা
পুনঃপুনঃ দেন সভে প্রভাব জানিঞা

নিত্যানন্দ দেখি যত জগন্নাথদাস।
সভার জন্মিল অতি-পরম-উল্লাস।।
যে জন না চিনে, সে জিজ্ঞাসে কারো ঠাঁই।
সভে কহে এই কৃষ্ণচৈতন্যের ভাই।।"

এই অবধূত গোসাঞি

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভাই—এই অবধূত গোসাঞি
ইহার যে নাম নিতাই—এই অবধূত গোসাঞি

শ্রীচৈতন্য ভাই না হ'লে

এত প্রেম-বিকার কারে মিলে—শ্রীচৈতন্য ভাই না হ'লে

"নিত্যানন্দস্বরূপো সভারে করি কোলে।"

আনন্দ আর ধরে না

আপনার পরিচয় শুনে—আনন্দ আর ধরে না

"নিত্যানন্দস্বরূপো সভারে করি কোলে।
সিঞ্চিলা সভার অঙ্গ প্রেমানন্দ-জলে।।
তবে জগন্নাথ হেরি হর্ষ সর্ব্ব-গণে।
আনন্দে চলিলা গদাধর-দরশনে।।

আইলা নিতাই এইখানে

গদাধরের দরশনে—আইলা নিতাই এইখানে

"নিত্যানন্দ-গদাধরে যে প্রীতি অন্তরে।
ইহা কহিবারে শক্তি ঈশ্বরে সে ধরে।।"

প্রাণের প্রাণ গৌর জানে

যে প্রীতি নিতাই গদাই দুইজনে—প্রাণের প্রাণ গৌর জানে
গৌর বিনে আনে নাহি জানে—প্রাণের প্রাণ গৌর জানে

না হবে বা কেন রে

নিতাই-গদাধরে গাঢ় প্রীতি—না হবে বা কেন রে

নিতাই অনঙ্গ -মঞ্জরী

গদাধর রাই-কিশোরী—নিতাই অনঙ্গ-মঞ্জরী

"গদাধর -ভবনে মোহন গোপীনাথ।
আছেন, যেহেন নন্দকুমার সাক্ষাত।।"

হয় নন্দকুমার সাক্ষাৎ

বিগ্রহরূপ ধরি'—হয় নন্দকুমার সাক্ষাৎ

গদাধর -ভবনে গোপীনাথ—হয় নন্দকুমার সাক্ষাৎ

কেন কোলে কর্‌বে তবে

যদি সাক্ষাৎ নন্দকুমার না হবে—কেন কোলে কর্‌বে তবে

আমার গৌরাঙ্গ-কিশোরী—কেন কোলে কর্‌বে তবে

এ মোহন-গোপীনাথে—কেন কোলে কর্‌বে তবে

গৌর-রাধার মন মজ্‌বে কেনে

শ্রীনন্দনন্দন বিনে—গৌর-রাধার মন মজ্‌বে কেনে

"আপনে চৈতন্য তানে করিয়াছেন কোলে।"

আমার প্রাণনাথ বলে

রাধাভাবে হয়ে বিহ্বলে—আমার প্রাণনাথ ব'লে

"আপনে চৈতন্য তানে করিয়াছেন কোলে।
অতিপাষণ্ডীও সে বিগ্রহ দেখি, ভুলে।।
দেখি শ্রীমুরলীমুখ অঙ্গের ভঙ্গিমা।
নিত্যানন্দ-আনন্দ-অশ্রুর নাহি সীমা।।"

নিতাইচাঁদের নয়ন ঝুরে

গোপীনাথের বদন হে'রে—নিতাইচাঁদের নয়ন ঝুরে

আনন্দ-অশ্রু উথলি পড়ে—নিতাইচাঁদের নয়ন ঝুরে

"নিত্যানন্দ-বিজয় জানিঞা গদাধর।"

প্রাণে প্রাণে পড়্‌ল টান

"নিত্যানন্দ-বিজয় জানিঞা গদাধর।
ভাগবত-পাঠ ছাড়ি আইলা সত্বর।।"

গদাধর ছিলেন গোপনে

শ্রীভাগবত-পঠনে—গদাধর ছিলেন গোপনে

পণ্ডিত-গোসাঞিও আইলা সেইক্ষণে

প্রাণে প্রাণে জানি নিতাই-আগমনে—পণ্ডিত-গোসাঞিও আইলা সেইক্ষণে

"দুঁহে মাত্র দেখিয়া দুঁহার শ্রীবদন।
গলা ধরি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন।।

দোঁহে ভাসে নয়ন-নীরে

এই গোপীনাথের আগে—দোঁহে ভাসে নয়ন-নীরে
নিতাই গদাই গলা ধ'রে —দোঁহে ভাসে নয়ন-নীরে (মাতন)

মিলন-রঙ্গ দেখে মনে হয়

গদাধর নিত্যানন্দ—মিলন-রঙ্গ দেখে মনে হয়

যেন মিলেছে বহুদিন-পরে

সহোদরা দুইজনে—যেন মিলেছে বহুদিন-পরে

শ্রীগুরু-প্রেরণায় এই বলে মন

শ্রীরাধা অনঙ্গ মিলন—শ্রীগুরু-প্রেরণায় এই বলে মন

আইলা গদা -রাধা ত্বরা-করি

অনঙ্গ-মঞ্জরী আইলা জানি—আইলা গদা-রাধা ত্বরা -করি
'অনঙ্গ-মঞ্জরী আইলা জানি'—
প্রাণের কনিষ্ঠা ভগিনী—অনঙ্গ-মঞ্জরী আইলা জানি

আইলা গদা-রাধা ত্বরা করি
দোঁহে দোহায় নিল কোলে

ভাসিয়া নয়ন-জলে—দোঁহে দোহায় নিল কোলে

"অন্যোহন্যে দুই প্রভু করে নমস্কার।"

এ বাহিরের ব্যবহার

কেবল লোকশিক্ষার লাগি—এ বাহিরের ব্যবহার

"অন্যেহন্যে দুঁহে কহে মহিমা দুঁহার।।"

নৈলে কেমন ক'রে জানিত

নিতাই-গদাই-রহস্য জগৎ—নৈলে কেমন ক'রে জানিত
মহিমা বর্ণন-ছলে দোঁহে না বলিত—নৈলে কেমন ক'রে জানিত

"কেহা বোলে, আজি হইল লোচন নির্ম্মল।
কেহো বোলে, আজি হইল জনম সফল।।

বাহ্যজ্ঞান নাহি দুই-প্রভুর শরীরে।
দুই-প্রভু ভাসে ভক্তি-আনন্দ-সাগরে।।"

আনন্দের পাথার বয়ে যায়
নিতাই গদাই মিলনে—আনন্দের পাথার বয়ে যায়

"হেন সে হইল প্রেমভক্তির প্রকাশ।
দেখি চতুর্দ্দিগে পড়ি কান্দে সর্ব্বদাস।।"

সবাই ভাসে নয়ন-নীরে
নিতাই-গদাই-প্রীতি হেরে—সবাই ভাসে নয়ন-নীরে

গৌরগণের আনন্দ মন
দেখি গদাই-নিতাই-মিলন—গৌরগণের আনন্দ মন

"কি অদ্ভুত প্রীতি নিত্যানন্দ-গদাধরে।
একের অপ্রিয় আরে সম্ভাষা না করে।।
গদাধরদেবের সংকল্প এইরূপ।
নিত্যানন্দ -নিন্দকের না দেখেন মুখ।।"

গদাধর দেখেন না তার মুখ
যে জন নিত্যানন্দ-বিমুখ—গদাধর দেখেন না তার মুখ

"নিত্যানন্দস্বরূপেরে প্রীতি যার নাঞি।
দেখাও না দেন তারে পণ্ডিত-গোসাঞি।।"

তারে দেখা না দেন পণ্ডিতগোসাঞি
নিতাইএ যার প্রীতি নাই—তারে দেখা না দেন পণ্ডিতগোসাঞি

পণ্ডিতগোসাঞি দেখা দেন না তারে
নিতাইচাঁদে যে প্রীতি না করে—পণ্ডিত-গোসাঞি দেখা দেন না তারে

কারেও কি গদাই-রাধা মিলে
নিতাই-অনঙ্গে প্রীতি না হ'লে—কারেও কি গদাই-রাধা মিলে

তাই বলেছেন ঠাকুর নরোত্তম
রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
নিতাই-কৃপা বিনে ভাই—রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই

"তবে দুই প্রভু স্থির হই একস্থানে।
বসিলেন চৈতন্যমঙ্গল-সংকীর্ত্তনে।।"

গৌর-গুণ কীর্ত্তন করে

নিতাই গদাই গলা ধ'রে —গৌর-গুণ কীর্ত্তন করে

পারেন না ত বলিতে

পণ্ডিত-গোসাঞি প্রাণেশ্বরে—পারেন না ত বলিতে
গৌর-গুণ গৌর-সম্মুখে—পারেন না ত বলিতে
প্রভু ব্যথা পান পাছে—পারেন না ত বলিতে

আজ সে সুযোগ পেয়েছে গদাই

নিতাইচাঁদে পেয়ে একঠাঁই —আজ সে সুযোগ পেয়েছে গদাই

প্রাণভ'রে গৌর-গুণ গায়

নিরজনে বসে এই টোটায়—প্রাণভ'রে গৌর-গুণ গায়
দুইজনে নিতাই-গদাই—প্রাণভ'রে গৌর-গুণ গায়

মেতে গৌর-গুণ-গানে।

এই কালে এই উদ্যানে—মেতে গৌর-গুণ-গানে
নিতাই-গদাই দুইজনে—মেতে গৌর-গুণ গানে

না জানি সে কি অমিয়া

নিতাই-গদাই-মুখে গৌরকথা—না জানি সে কি অমিয়া

গৌরাঙ্গ বলিতে নারে

গো গো গো করে—গৌরাঙ্গ বলিতে নারে

"তবে গদাধরদেব নিত্যানন্দ-প্রতি।
নিমন্ত্রণ করিলেন, আজি ভিক্ষা ইথি।।"

প্রাণে প্রাণে ডাকে রে

নিতাইকে নিমন্ত্রণ ক'রে—প্রাণে প্রাণে ডাকে রে
গদাধর প্রাণ-গৌরাঙ্গে—প্রাণে প্রাণে ডাকে রে

একবার আস্‌বে কি

তোমার নিতাই এসেছে—একবার আস্‌বে কি
'তোমার নিতাই এসেছে'—
তারে নিমন্ত্রণ করেছি—তোমার নিতাই এসেছে

'তারে নিমন্ত্রণ করেছি'—
গোপীনাথের প্রসাদ পেতে—তারে নিমন্ত্রণ করেছি

তোমার নিতাই এসেছে

নিতাই তো খাবে না

তোমার অধরামৃত বিনা—নিতাই ত খাবে না

নিতাই কর্‌বে না ভোজনে

গৌর তোমার সঙ্গ বিনে—নিতাই কর্‌বে না ভোজনে

একবার এস নিতাই-প্রীতে

গোপীনাথের প্রসাদ পেতে—একবার এস নিতাই-প্রীতে

ডাক্‌তে ভয় পাই প্রকাশ্যেতে

বহুলোক সংঘট্ট হয় পাছে—ডাক্‌তে ভয় পাই প্রকাশ্যেতে

সবাই আস্‌বে তোমার সাথে

বাহ্যে ডাক্‌লে প্রকাশ ক'রে—সবাই আস্‌বে তোমার সাথে

প্রাণে আশ মিটে না তাতে

সেবা ক'রে সুখ পাই না

একা না পেলে আশ মিটে না—সেবা ক'রে সুখ পাই না

মনে বড় হয়েছে আশা

নিরজনে কর্‌ব সেবা—মনে বড় হয়েছে আশা

একা একা এস হে

সেবা কর্‌ব আশা-মিটায়ে—একা একা এসে হে

তোমায়,—একলা পেতে সাধ আমাদের

তাইতো ভিতরে ডাকি বাহিরে ছেড়ে—তোমায়,—একলা পেতে সাধ আমাদের

"নিত্যানন্দ গদাধর ভিক্ষার কারণে।"

স্বাভাবিক প্রীতির স্বভাবে

নিতাই আমার গদাধরে—স্বাভাবিক প্রীতির স্বভাবে

"একমান চাউল আনিঞাছেন যতনে।।"

মনের কথা কিন্তু আছে গোপনে

চাউল আনেন নাই গদাধরের জন্য—মনের কথা কিন্তু আছে গোপনে

নিতাই তণ্ডুল এনেছে যতন ক'রে

প্রাণগৌরঙ্গে খাওয়াবার তরে—নিতাই তণ্ডুল এনেছে যতন ক'রে

দিলেন গদাধরের করে

প্রাণগৌরাঙ্গের ভোগের তরে—দিলেন গদাধরের করে

সবাই ত দেন গৌরঙ্গেরে

গৌরসেবার দ্রব্য এনে—সবাই ত দেন গৌরাঙ্গেরে
গৌরগণ গৌড়দেশ হ'তে —সবাই ত দেন গৌরাঙ্গেরে

নিতাই দিলেন গদাধরের করে

গৌর-সেবার দ্রব্য এনে—নিতাই দিলেন গদাধর-করে

অনুভব কর ভাইরে

কি অদ্ভুত রহস্য এতে—অনুভব কর ভাইরে

নিতাই জানে প্রাণে প্রাণে
গৌর বড় ভালবাসে

গদাধরের হাতে খেতে—গৌর বড় ভালবাসে

গৌরহরির চির প্রিয়

গদাধরের রন্ধন-করা দ্রব্য—গৌরহরির চির প্রিয়

গৌরহরি আস্‌বে আপনে

গদাধরের রন্ধন-আকর্ষণে—গৌরহরি আস্‌বে আপনে
বড় সুখ পায় তার রন্ধনে—গৌরহরি আস্‌বে আপনে

গদাধর-রন্ধন আন্‌বে তারে

নিতাই ভাল জানে অন্তরে—গদাধর-রন্ধন আন্‌বে তারে
বাঁধি তারে প্রেমডোরে—গদাধর-রন্ধন আন্‌বে তারে

চাউল দিলেন নিতাই এই অনুভবে

গদাই কে দিলে গৌর খাবে—চাউল দিলেন নিতাই এই অনুভবে

"অতি সূক্ষ্ম-শুক্ল দেবযোগ্য সর্ব্বমতে।;
গোপীনাথ-লাগি আনিঞাছেন গৌড় হৈতে।।"

এ কিন্তু নয় মনের কথা

গোপীনাথে দেওয়া মাত্র ছলা—এ কিন্তু নয় মনের কথা

আনিঞাছে তণ্ডুল গৌরের তরে

গোপীনাথের ভোগে তাই দিয়েছে

গোপীনাথ সেবায় গদাধর আছে—গোপীনাথের ভোগে তাই দিয়েছে

গৌর নিশ্চয় কর্‌বে গ্রহণ

গোপীনাথ-প্রসাদ গদাধর-রন্ধন—গৌর নিশ্চয় কর্‌বে গ্রহণ

তাই দিয়েছে গোপীনাথের ভোগে

গদাধর খাওয়াইবেন গৌরাঙ্গেরে—তাই দিয়েছে গোপীনাথের ভোগে

গদাধর টোটাগোপীনাথে আছে—তাই দিয়েছে গোপীনাথের ভোগে

"আর একখানি বস্ত্র—রঙ্গিম সুন্দর।

নিতাই আমার—**দুই আনি দিলা গদাধরের গোচর।।"**

'গদাধর এ তণ্ডুল,

মধুর-স্বরে নিতাই বলে

প্রেমে অঙ্গ করে টলমল—মধুর-স্বরে নিতাই বলে

প্রেমভাবে নিতাই বলে

"গদাধর এ তণ্ডুল করিয়া রন্ধন।

শ্রীগোপীনাথেরে দিয়া করিবা ভোজন।।"

নিতাই কহে ভাব করি গোপনে

নিতাইচাঁদের আছে মনে

গদাধর খাওয়াবে গৌরাঙ্গধনে —নিতাইচাঁদের আছে মনে

মনে মনে গণে রে

দয়া ক'রে এস হে

ওহে আমার প্রাণ গৌর—দয়া ক'রে এস হে

তোমার গদাধরের প্রীতে—দয়া ক'রে এস হে

"তণ্ডুল দেখিয়া হাসে পণ্ডিতগোসাঞি।
নয়নে ত এমত তণ্ডুল দেখি নাঞি।
এ তণ্ডুল গোসাঞি! কি বৈকুণ্ঠে থাকিয়া।
আনিঞা আছেন গোপীনাথের লাগিয়া।।
লক্ষ্মীমাত্র এ তণ্ডুল করেন রন্ধন।
কৃষ্ণ সে ইহার ভোক্তা, তবে ভক্তগণ।।"

গদাধরের পড়েছে মনে

নিতাই-দত্ত-তণ্ডুল দরশনে—গদাধরের পড়েছে মনে
সেই হরিবোলা রসের বদনে— গদাধরের পড়েছে মনে

সাধ জেগে উঠেছে প্রাণে

গৌরকে খাওয়াবার তরে—সাধ জেগে উঠেছে প্রাণে

প্রাণে প্রাণে বলছেন
তবে ত বাঞ্ছা পূর্ণ হয়

যদি গৌরহরি আসে আমার আলয়—তবে ত বাঞ্ছা পূর্ণ হয়

তবে আমার রন্ধন সফল হবে

প্রাণে প্রাণে গদাধর বলে—তবে আমার রন্ধন সফল হবে
গৌর-সেবায় লাগে যবে—তবে আমার রন্ধন সফল হবে

"আনন্দে তণ্ডুল প্রশংসেন গদাধর।
বস্ত্র লই গেলা গোপীনাথের গোচর।।

কত আদরের ধন রে

আমার নিতাইচাঁদের বস্ত্র—কত আদরের ধন রে

এ যে বীপরিত রীতি রে

দিব্যবস্ত্র দান করে—এ যে বীপরিত রীতি রে

"দিব্য-রঙ্গ-বস্ত্র গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে।
দিলেন দেখিয়া শোভা ভাসেন আনন্দে।।"

গদাধর,—বস্ত্রহাতে মনে মনে বল্‌ছেন
গোপীনাথ কর অঙ্গীকার

অনঙ্গের প্রীতি-উপহার—গোপীনাথ কর অঙ্গীকার

গোপীনাথের আনন্দ মন

পেয়ে নিতাইচাঁদের দত্ত-বসন—গোপীনাথের আনন্দ মন

সাজ্‌বে বল কার সাজে

নিতাই ত তার সাজ বটে—সাজ্‌বে বল কার সাজে

চিরকাল নিতাই সাজায় তারে

সেবা-বিগ্রহ নিত্যানন্দ—চিরকাল নিতাই সাজায় তারে

আনন্দ আর ধরে না রে

নিতাই-দত্ত-বসন পেয়ে—আনন্দ আর ধরে নারে

গদাধর আনন্দে ভাসে

দেখি,—নিতাই-দত্ত-বসন গোপীনাথ-অঙ্গে—গদাধর আনন্দে ভাসে

"তবে রন্ধনের কার্য্য করিতে লাগিলা।"

মনে মনে ভোগ করে

গোপীনাথে বস্ত্র পরানো—মনে মনে ভোগ করে

নিত্যই তার রন্ধনের কার্য

মধুর-শ্রীব্রজলীলায়—নিত্যই তার রন্ধনের কার্য্য
শ্রীনন্দালয়ে গিয়ে—নিত্যই তার রন্ধনের কার্য্য
শ্যামবঁধু সুখ পাবে ব'লে—নিত্যই তার রন্ধনের কার্য্য

আজ সেই স্বভাবে রন্ধন করে

"তবে রন্ধনের কার্য্য করিতে লাগিলা।
আপনে টোটায় শাক তুলিতে লাগিলা।।"

মনে মনে বলে রে

একবার আস্‌বে কি

হা গৌর প্রাণ গৌর—একবার আস্‌বে কি
নিতাইচাঁদের ভোজন-কালে—একবার আস্‌বে কি (মাতন)

গদাধর ভাসে নয়ন-জলে

টোটায় গিয়ে শাক্ তোলে—গদাধর ভাসে নয়ন-জলে
গৌর-সেবা কি হবে ব'লে—গদাধর ভাসে নয়ন -জলে

"কেহো বোনে নাহি দৈবে হইয়াছে শাক।"

আপনি হইয়াছে প্রকাশ

লীলা-শক্তির প্রেরণায়—আপনি হইয়াছে প্রকাশ

গৌর-সেবা কর্‌বে বো'লে—আপনি হইয়াছে প্রকাশ

"তাহা তুলি আনিঞা করিলা এক পাক।।

তেঁতুলি বৃক্ষের যত পত্র সুকোমল

তাহা আনি বাটি তথি দিলা লোণ জল।।

তার এক ব্যঞ্জন করিলা অম্ল নাম।

রন্ধন করিয়া গদাধর ভাগ্যবান্‌।।

নয়ন -ধারা বহে অবিরল

ভোগের আয়োজন করে গদাধর—নয়ন -ধারা বহে অবিরল

প্রাণে প্রাণে অনুভব কর ভাইরে

প্রাণ-গৌরাঙ্গ-প্রীতি —প্রাণে প্রাণে অনুভব কর ভাইরে

প্রেম -সিন্ধু অবতার

প্রেমের ঠাকুর গৌর আমার—প্রেম-সিন্ধু অবতার

উপচারের বাধ্য নয়

প্রেমভুখা গোরা রসময়—উপচারের বাধ্য নয়

"গোপীনাথ-অগ্রে নিঞা ভোগ লাগাইলা।"

প্রাণে প্রাণে ডাকে রে

গদা-রাধা ভোগ লাগিয়ে—প্রাণে প্রাণে ডাকে রে

একবার এস হে

আমার গৌরাঙ্গ-গোপীনাথ—একবার এস হে

তোমার নিত্যানন্দের প্রীতে —একবার এস হে

বড় সাধে করেছি রন্ধন

এস প্রাণ-শচীনন্দন্‌—বড় সাধে করেছি রন্ধন

টোটায় কাঁদে গদাধর

এস প্রাণগৌর সুন্দর—টোটায় কাঁদে গদাধর

শুধু গদাধরের ডাক নয়

প্রাণে প্রাণে টানে রে

পরাণ-গৌরাঙ্গ-ধনে—প্রাণে প্রাণে টানে রে

একা নয় বুঝি দুইজনে—প্রাণে প্রাণে টানে রে

নিতাই -গদাই দুইজনে—প্রাণে প্রাণে টানে রে

দু'জনারই প্রাণ কাঁদ্ছে

গৌর একবার এস ব'লে—দু'জনারই প্রাণ কাঁদ্ছে

দু'জনেই গৌরগত প্রাণ

গৌর বিনে জানে না আন—দু'জনেই গৌরগত প্রাণ

জানে না তারা গৌর বিনে

শয়নে স্বপনে জাগরণে—জানে না তারা গৌর বিনে

তাই,—ডাকে তারা প্রাণে প্রাণে

গদাই ডাকে এই ব'লে

একবার এসে হে

হা নিতাই এর প্রাণ গৌরহরি—একবার এস হে

নিতাইচাঁদের প্রীতির টানে—একবার এস হে

এস গোপীনাথ-অঙ্গনে

একা একা নিরজনে—এস গোপীনাথ-অঙ্গনে

এসে কর অঙ্গীকার

তোমার অবধূতের উপচার—এসে কর অঙ্গীকার

নিতাই ডাকে এই ব'লে

আমি এনেছি কত সাধ ক'রে

প্রাণগৌর তোমার সেবার তরে—আমি এনেছি কত সাধ ক'রে

গৌড় হ'তে মাথায় ক'রে—আমি এনেছি কত সাধ ক'রে

সুগন্ধি-সূক্ষ্ম -তণ্ডুল—আমি এনেছি কত সাধ ক'রে

দিয়েছি গদাধরের ক'রে

তার রন্ধনে তোমার প্রীতি জেনে—দিয়েছি গদাধরের ক'রে

একবার আস্‌বে কি

গদাধরের রন্ধন প্রীতে—একবার আস্‌বে কি

দুইজনে ডাকে প্রাণে প্রাণে

বাহিরের ভাব করি গোপন—দুইজনে ডাকে প্রাণে প্রাণে

এ যে গোপনে গোপনে মেলা

গুপত-গৌরাঙ্গ-লীলা—এ যে গোপনে গোপনে মেলা

"গোপীনাথ-অগ্রে নিয়া ভোগ লাগাইলা
হেন-কালে গৌরচন্দ্র আসিয়া মিলিলা।।"

আর কি গৌর রইতে পারে

প্রাণের নিতাই-গদাই ডাকে তারে—আর কি গৌর রইতে পারে

গৌর বাঁধা যাদের প্রেমডোরে—আর কি গৌর রইতে পারে।

ডাকে তারে সেই অনঙ্গ-রাধা

যাদের হাতে তার বেচা-কেনা—ডাকে তারে সেই অনঙ্গ-রাধা

আর কি, —রইতে পারে গৌর কালসোণা—ডাকে তারে সেই অনঙ্গ-রাধা

প্রাণে প্রাণে ডাক্‌ছে তারে

গদাই-নিতাই অনুরাগ-ভরে—প্রাণে প্রাণে ডাক্‌ছে তারে

কেমনে ধৈর্য্য ধর্‌বে প্রাণে

পড়েছে দুই-আকর্ষণে—কেমনে ধৈর্য্য ধর্‌বে প্রাণে

গদাধর-নিত্যানন্দ-প্রেমে—কেমনে ধৈর্য্য ধর্‌বে প্রাণে

আইলা প্রাণের গৌরহরি

নিতাই-গদাই-ডাকে বাঁধা পড়ি—আইলা প্রাণের গৌরহরি

প্রাণ-গৌর এল সেই টানে টানে

প্রাণে প্রাণে ডেকেছে দুইজনে—প্রাণ-গৌর এল সেই টানে টানে

টোটার দ্বারদেশে গোরারায়

গদাধর গোপীনাথে ভোগ লাগায়—টোটার দ্বারদেশে গোরারায়

গৌর উপনীত সেইকালে

নিতাই-গদাই-এর প্রেমের বলে—গৌর উপনীত সেই কালে

"গদাধর ও গদাধর"

এই টোটার দ্বারে প্রাণগৌর ডাকে

প্রেম-বন্ধনে বেঁধে এনেছে তাকে—এই টোটার দ্বারে প্রাণগৌর ডাকে

প্রাণে প্রাণে গুপ্ত-ডাকে—এই টোটার দ্বারে প্রাণ গৌর ডাকে

এই টোটার দ্বারে প্রাণগৌর ডাকে

গুপ্ত-ডাকে গোপনে এসে—এই টোটার দ্বারে প্রাণগৌর ডাকে

অমিয়া-মাখান-ব'লে—এই টোটার দ্বারে প্রাণগৌর ডাকে

"গদাধর ও গদাধর' ব'লে—এই টোটার দ্বারে প্রাণগৌর ডাকে

যেন,—চাঁদ ফেটে অমিয়া ঝরে

গৌর আমার, —'ও গদাধর' ব'লে ডাকে—যেন, —চাঁদ ফেটে অমিয়া ঝরে

গৌর আমার,—'ও গদাধর' ব'লে ডাকে

এই টোটার দ্বারে প্রেমস্বরে—গৌর আমার,—'ও গদাধর' ব'লে ডাকে

যেন, —অমিয়ার প্রস্রবণ

গৌরমুখে 'ও গদাধর' বচন—যেন,—অমিয়ার প্রস্রবণ

কি মাধুর্য্য পদাবলী

গৌর-মুখে 'ও গদাধর' বুলি—কি মাধুর্য্য পদাবলী

যেন,—অমিয়া-সিন্ধু উঠ্‌ল উথলি

কি অমৃতময় বুলি—যেন,—অমিয়া-সিন্ধু উঠ্‌ল উথলি

যেন,—গৌরপ্রেমসিন্ধু উথলিল

আমার নিতাই-তরঙ্গ-আঘাতে—যেন, —গৌরপ্রেমসিন্ধু উথলিল

'ও আমার নিতাই-তরঙ্গ-আঘাতে'—

প্রাণে প্রাণে প্রাণভরা ডাকে—আমার নিতাই-তরঙ্গ -আঘাতে

যেন, —গৌরপ্রেমসিন্ধু উথলিল

'প্রাণে প্রাণে প্রাণ-ভরা ডাকে'—

একবার,—এস প্রাণ গৌর ব'লে—প্রাণে প্রাণে প্রাণ-ভরা ডাকে

গদাধর-অনুরাগ-বাতাঘাতে— প্রাণে প্রাণে প্রাণ-ভরা ডাকে

'গৌর -মুখে গদাধর বুলি নিকসিল

অমিয়া-সিন্ধু উথলিল মানি

গৌরমুখে নিকসিল ' ও গদাধর' বাণী—অমিয়া-সিন্ধু উথলিল মানি

কি প্রীতি -মাখান ডাক্ রে

প্রেমের ধারা বয়ে যায় রে—কি প্রীতি-মাখান ডাক রে

'প্রেমের ধারা বয়ে যায় রে'—

আজ,—প্রীতির অভিনব-অনুরাগে—প্রেমের ধারা বয়ে যায় রে

কি প্রীতি-মাখান ডাক রে

যেন,—ব্রজের অপূর্ণ-সাধ মিটাইছে

'রাধা রাধা' ব'লে আশ না মিটেছে—যেন, —ব্রজের অপূর্ণ-সাধ মিটাইছে

তাই,—'গদাধর ঔ গদাধর' ব'লে ডেকে—ব্রজের অপূর্ণ সাধ মিটাইছে

কি মাধুর্য্যামৃত ধাম

গৌর-মুখে 'ও গদাধর' নাম—কি মাধুর্য্যামৃত ধাম

আজ সেই দিন রে

এই সেই গোপানাথের ভবন—আজ সেই দিন রে

নিশ্চয় ডাকিতেছে গোরা

ত্রিকাল-সত্য-লীলায় আজ—নিশ্চয় ডাকিতেছে গোরা

কেউ কি শুন্‌তে পেতেছ তোমারা

"প্রসন্ন শ্রীমুখে 'হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি।
বিজয় হইলা গৌরচন্দ্র কুতুহলী।।
গদাধর! গদাধর! ডাকে গৌরচন্দ্র।"

আর কি গদাই রইতে পারে

গৌর ডাকে টোটার দ্বারে—আর কি গদাই রইতে পারে

'গৌর ডাকে টোটার দ্বারে'—

'ও গদাধর' ব'লে মধুর-স্বরে—গৌর ডাকে টোটার দ্বারে

'ও গদাধর' ব'লে মধুর-স্বরে,—

সে এসে ডাক্‌ছে তারে—'ও গদাধর' ব'লে মধু-স্বরে

প্রাণের প্রাণ ডাক্‌ছে তারে—'ও গদাধর' ব'লে মধুর-স্বরে
প্রাণনাথ ডাক্‌ছে তারে—'ও গদাধর ব'লে' মধুর-স্বরে
প্রাণেশ্বর ডাক্‌ছে তারে—ও গদাধর ব'লে মধুর-স্বরে

গৌর ডাকে টোটার দ্বারে

'ও গদাধর' ব'লে কত আদর ক'রে —গৌর ডাকে টোটার দ্বারে

গদাধর আইলা ব্যাকুল-প্রাণে

এই টোটার দ্বারে এই দ্বার-পানে—গদাধর আইলা ব্যাকুল-প্রাণে
গৌরমুখে আপন নাম শুনে—গদাধর আঁইলা ব্যাকুল- প্রাণে
আমার,—প্রাণগৌর এসেছে জেনে—গদাধর আইলা ব্যাকুল প্রাণে

আনন্দ আর ধরে না মনে

পেয়ে বঁধুরে আপন ভবনে—আনন্দ আর ধরে না মনে

'সম্ভ্রমে বন্দেন গদাধর পদদ্বন্দ্ব।।"

ধারা বহে দু'নয়নে

বাসনা পূরণ হল ব'লে—ধারা বহে দু'নয়নে

আনন্দ আর ধরে না রে

"হাসিয়া বোলেন প্রভু কেন গদাধর
আমি কি না হই নিমন্ত্রণের ভিতর?"

আ'মরি কি প্রীতির ভাষা

অভিমান-গর্ব্ব-মাখান—আ'মরি কি প্রীতির ভাষা
যুগল-উজ্জ্বল-রসে রসা—আ'মরি কি প্রীতির ভাষা
মাধুর্য্যামৃত-রসে রসা— —আ'মরি কি প্রীতির ভাষা

আ'মরি কি মধুর ভাষণ

বাণীর ভাণ্ডারে নাইক এমন—আ'মরি কি মধুর ভাষণ
শুনে জুড়ায় কর্ণ-মন—আ'মরি কি মধুর ভাষণ

আমি কি তোমাদের কেউ নই

করেছ, —চুপি চুপি ভোগের আয়োজন

গোপনে পেয়ে নিতাই-ধন—করেছ, —চুপি চুপি ভোগের আয়োজন।

এ কি খেলা কর গোপনে

আমায় না জানায়ে দুইজনে—এ কি খেলা কর গোপনে

আমি কি তোমাদের কেউ নই

এ কি প্রীতি-ব্যবহার—আমি কি তোমাদের কেউ নই

বয়ে গেল প্রেমের পাথার

টোটাগোপীনাথের দ্বারে—বয়ে গেল প্রেমের পাথার

আ'মরি কি ভাষা রে

এ'ত ভাষা নয় শুদ্ধ প্রেম—আ'মরি কি ভাষা রে

না জানি সে কতই সুধা

আ'মরি কি প্রেমের ভাষা—না জানি সে কতই সুধা

"আমি ত তোমরা দুই হৈতে ভিন্ন নাহি।'

ইঙ্গিতে বলেন শচীসুত

নিতাই-গদাই আমার অভিন্ন তত্ত্ব —ইঙ্গিতে বলেন শচীসুত

আমার যে আমিত্ব

তোমা দু'জনায় ল'য়ে—আমার যে আমিত্ব

সেবাসুখে সদা রই

আমি তোমা-দু'জনার—সেবা-সুখে সদা রই

"আমি ত তোমরা দুই হৈতে ভিন্ন নাহি।
না দিলেও তোমরা, বলেতে আমি খাই।।"

না দিলেও আছে অধিকার

তোমাদের দ্রব্যে আমার—না দিলেও আছে অধিকার

জোর করে খাবার—না দিলেও আছে অধিকার

প্রীতি আমারে ভোগ করায়

জোর ক'রে টেনে নিয়ে— প্রীতি আমারে ভোগ করায়

তাই খাই জোর ক'রে

আমার ভাগ আছে ব'লে—তাই খাই জোর ক'রে

একে,—"নিত্যানন্দ-দ্রব্য, তাতে,—গোপীনাথের প্রসাদ।"

আমার অধিকার আছে

সহজে নিতাই-দ্রব্যে—আমার অধিকার আছে

নিতাই কখনও খায় না

ভালদ্রব্য পেলে না দিয়ে আমায়—নিতাই কখনও খায় না

একে,—"নিত্যানন্দ-দ্রব্য, তাতে,—গোপীনাথের প্রসাদ।
তোমার রন্ধন, মোর ইথে আছে ভাগ॥"

চিরকাল এই সত্য

তোমার রন্ধন আমার ভোগ্য—চিরকাল এই সত্য

চিরকাল খাওয়া স্বভাব

তোমার রন্ধনের দ্রব্য আমার—চিরকাল খাওয়া স্বভাব

আমি,—নিশ্চয় ভাগ পেতে পারি

এই তিন সম্বন্ধে—আমি,—নিশ্চয় ভাগ পেতে পারি

তাই,—এসেছি তোমরা না ডাকিলে

আমার,—অবশ্য ভাগ আছে ব'লে—তাই,—এসেছি তোমরা না ডাকিলে

আমার,—ভাগ আছে এসেছি তাই

তোমরা দু'জনে ডাক নাই—আমার,—ভাগ আছে এসেছি তাই

প্রীতি টেনে এনেছে আমারে

দায়ভাগ-সূত্রে—প্রীতি টেনে এনেছে আমারে

তিন-সত্ত্বে আমার দাবী আছে

কেন তবে লুকালে আমাকে—তিন-সত্ত্বে আমার দাবী আছে

আ'মরি কি প্রেমের ভাষা

গদাধর-গৌরাঙ্গের—আ'মরি কি প্রেমের ভাষা

অমিয়ার বর্ষণ রে

গৌর-মুখে প্রীতির বচন—অমিয়ার বর্ষণ রে

জয় জয় গৌরহরি

প্রেম-পুরুষোত্তম-লীলাকারী—জয় জয় গৌরহরি (মাতন)

"কৃপা-বাক্য শুনি নিত্যানন্দ গদাধর।
মগ্ন হইলেন সুখ-সাগর-ভিতর॥"

আনন্দ আর ধরে না

পূর্ণ হ'ল মনের বাসনা—আনন্দ আর ধরে না

মন-সাধ পূর্ণ হ'ল

নিত্যানন্দ-গদাধরের—মন-সাধ পূর্ণ হ'ল
প্রাণে প্রাণে যা চেয়েছিল—মন-সাধ পূর্ণ হ'ল

আনন্দ আর ধরে না মনে

পেয়ে,—প্রাণে প্রাণে প্রাণ-ধনে—আনন্দ আর ধরে না মনে

ধারা বহে দু'নয়নে

সেবার শ্রম সফল হ'ল জেনে—ধারা বহে দু'নয়নে

"সন্তোষে প্রসাদ আনি দেব-গদাধর
থুইলেন গৌরচন্দ্র-প্রভুর গোচর।।"

আপনি আস্বাদ করে

এ যে আস্বাদনের লীলা রে—আপনি আস্বাদ করে
আপন-অধরামৃত—আপনি আস্বাদ করে

সর্ব্ব টোটা ব্যাপিলেক অন্নের সুগন্ধে।
ভক্তি করি প্রভু পুনঃপুনঃ অন্ন বন্দে।।"

প্রসাদ বন্দনা করে

গৌরহরি আনন্দ-ভরে—প্রসাদ বন্দনা করে

"প্রভু বোলে তিনভাগ সমান করিয়া।
অন্ন লই তিনে ভুঞ্জি একত্র বসিয়া।।

যদি সুযোগ হয়েছে

আজ বহুদিন পরে—যদি সুযোগ হয়েছে
না জানি কোন্ শুভযোগে—যদি সুযোগ হয়েছে

সুযোগ হয়েছে সংঘটন

নিরজনে তিনজনার মিলন—সুযোগ হয়েছে সংঘটন

"অন্ন লই তিনে ভুঞ্জি একত্র বসিয়া।।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের তণ্ডুলের প্রীতে।
বসিলেন মহাপ্রভু ভোজন করিতে।।"

প্রেমের পাথার বয়ে যায়

গৌরাঙ্গ-ভোজন-লীলায়—প্রেমের পাথার বয়ে যায়

"দুই প্রভু ভোজন করেন দুই পাশে।
সন্তোষে ঈশ্বর অন্ন-ব্যঞ্জন প্রশংসে।।
প্রভু বোলে এ অন্নের গন্ধেও সর্ব্বথা।
কৃষ্ণ-ভক্তি হয়, ইথে নাহিক অন্যথা।।"

প্রেমস্বরে প্রাণগৌর বলে

"গদাধর! কি তোমার মনোহর পাক।
আমি ত এমত কভু নাহি খাই শাক।।
গদাধর! কি তোমার বিচিত্র রন্ধন।
তেঁতুলি-পাতের কর, এমত ব্যঞ্জন।।
বুঝিলাঙ—'বৈকুণ্ঠে রন্ধন কর তুমি।
তবে আর আপনারে লুকাও বা কেনি।।
এইমত মহানন্দে হাস্য-পরিহাসে।
ভোজন করেন তিন-প্রভু প্রেমরসে।।"

বালাই ল'য়ে মরে যাই

তিন-জনের প্রেমালাপের—বালাই ল'য়ে মরে যাই

"এ-তিন-জনার প্রীতি এ-তিনে সে জানে।
গৌরচন্দ্র ঝাট না কহেন কারো স্থানে।।"

সেই সে জানিতে পারে

এ-তিনে,—জানায় যারে দয়া ক'রে—সেই সে জানিতে পারে

"কতোক্ষণে প্রভু-সব করিয়া ভোজন।
চলিলেন, পত্র লুট কৈল ভক্তগণ।।"

আসিয়াছেন ভক্তগণ

মহাপ্রভুর ভোজনান্তে—আসিয়াছেন ভক্তগণ

ক্রমে ক্রমে সংবাদ পেয়ে—আসিয়াছেন ভক্তগণ

"চলিলেন, পত্র লুট কৈল ভক্তগণ।।
এ আনন্দ-ভোজন যে পঢ়ে যেবা শুনে।
কৃষ্ণ-ভক্তি কৃষ্ণ পায় সেই সব জনে।।

গদাধর শুভদৃষ্টি করেন যাহারে।
সেই সে জানয়ে নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে।।"

কেউ,—চিন্তে নারে নিতাই-ধনে

গদাধরের কৃপা বিনে—কেউ,—চিন্তে নারে নিতাই-ধনে

কেমন ক'রে চিন্‌বে বল

অন্তরঙ্গ-স্বরূপে—কেমন ক'রে চিন্‌বে বল

গদাধরের কৃপা না হ'লে—কেমন ক'রে চিন্‌বে বল

"নিত্যানন্দ-স্বরূপো যাহারে প্রীত-মনে।
লওয়ায়েন গদাধর জানে সে-ই জনে।।"

সেইত গদাই চিন্‌তে পারে

নিত্যানন্দ-কৃপা যারে—সেইত গদাই চিন্‌তে পারে

"হেন মতে নিত্যানন্দ-প্রভু নীলাচলে।
রহিলেন গৌরচন্দ্র-সঙ্গে কুতুহলে।।
তিনজন একত্র থাকেন নিরন্তর।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নিত্যানন্দ, গদাধর।।
জগন্নাথো একত্র দেখেন তিনজনে।
আনন্দে বিহ্বল সবে মাত্র সঙ্কীর্ত্তনে।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান।"

আজ সেই দিন রে

ত্রিকাল-সত্য গৌর-লীলায়—আজ সেই দিন রে

এই সেই মধুর নীলাচল
এই সেই মধুর টোটা

মধুর শ্রীনীলাচলে—এই সেই মধুর টোটা
মোহন শ্রীগোপীনাথের—এই সেই মধুর টোটা

এই সেই গোপীনাথের অঙ্গন

গদাধরের বসতি-স্থান—এই সেই গোপীনাথের অঙ্গন

এই সেই লীলাভূমি

এই সেই লীলাকাল—এই সেই লীলাভূমি

এসেছেন আমার প্রভু নিতাই

ত্রিকাল-সত্য-লীলায় গৌর দেখ্‌তে—এসেছেন আমার প্রভু নিতাই

আনিয়াছেন নিতাই আমার

একমান চাউল আর রঙ্গিন-বস্ত্র

দিয়াছেন পণ্ডিত-গোস্বামিকে

নিতাইচাঁদ প্রীতি ক'রে—দিয়াছেন পণ্ডিত-গোস্বামিকে

গদাধর রন্ধন করেছেন প্রীতে

নিতাইচাঁদের প্রীতি জেনে—গদাধর রন্ধন করেছেন প্রীতে

করেছেন এক ব্যঞ্জন

টোটা হ'তে শাক তুলে—করেছেন এক ব্যঞ্জন

আর এক ব্যঞ্জন করেছেন

সুকোমল আমলী তুলি—আর এক ব্যঞ্জন করেছেন

করেছেন গোপীনাথে ভোগ অর্পণ

এই যে পেতেছি তার নিদর্শন

টোটা আমোদ করেছে

গদাধর-রান্নার সৌগন্ধে—টোটা আমোদ করেছে

ত্রিকাল-সত্য-লীলায়—টোটা আমোদ করেছে

প্রাণে প্রাণে ডেকেছেন

ভোগের আয়োজন হ'তেই—প্রাণে প্রাণে ডেকেছেন

নিতাই-গদাই দুইজনে—প্রাণে প্রাণে ডেকেছেন

এস প্রাণগৌর নিরজনে

এস গোপীনাথ-অঙ্গণে—এস প্রাণগৌর নিরজনে

এসেছেন প্রভু দু'জনার ডাকে

নিতাই-গদাই-এর প্রেম-আকর্ষণে—এসেছেন প্রভু দু'জনার ডাকে

ডেকেছেন এই টোটার দ্বারে

ভোগ অর্পণ হ'লে—ডেকেছেন এই টোটার দ্বারে

প্রাণগৌর 'ও গদাধর' ব'লে—ডেকেছেন এই টোটার দ্বারে

বলেছেন কত প্রীতির ভাষা

কেন কেন গদাধর

গোপনে করেছ ভোগের আয়োজন

আমি কি তোমাদের কেউ নই

বড় সাধে এসেছি মোরা

শ্রীগুরু-কৃপা-আকর্ষণে—বড় সাধে এসেছি মোরা

আজ,—সেই উৎসবের দিন জেনে—বড় সাধে এসেছি মোরা

শুনিব শ্রবণে

শ্রুতি-রসায়ন-রাগ—শুনিব শ্রবণে

গৌর-মুখে গদাধর ডাক—শুনিব শ্রবণে

এসেছেন ডেকেছেন

তার শ্রীমুখের ডাক শুনে

আগুসরি গিয়াছেন

পণ্ডিত-গোসাঞি আনন্দেতে—আগুসরি গিয়াছেন

বসায়েছেন যতন ক'রে

অভ্যর্থনা ক'রে এনে—বসায়েছেন যতন ক'রে

ভোজন লাগি আসন দিয়ে—বসায়েছেন যতন ক'রে

এই গোপীনাথের জগমোহনে—বসায়েছেন যতন ক'রে

বসেছেন তিনজনে

নিতাই গৌরাঙ্গ গদাই—বসেছেন তিনজনে

প্রসাদ ভোজনে—বসেছেন তিনজনে

আনন্দে করেছেন ভোজন

গদাধর-রন্ধন-মহিমা করি বর্ণন—আনন্দে করেছেন ভোজন

ভোজন সারি করেছেন আচমন

পত্র লুট করেছেন ভক্তগণ

আমরা কি পাব না

সেই ভোজন রঙ্গ দেখ্‌তে—আমরা কি পাব না

এক কণিকা কি পাব না

হা প্রাণ-গৌরাঙ্গগণ—এক কণিকা কি পাব না
নিতাই-গৌর-গদাই-এর অধরামৃতের—এক কণিকা কি পাব না

দাও মোদের ফেলালব

জগদ্‌-গুরু নিত্যানন্দ—দাও মোদের ফেলালব

এক কণিকা কি দিবে না

ও মোহন-গোপীনাথ—এক কণিকা কি দিবে না
ও মোহন-গোপীনাথ অধরামৃতের—এক কণিকা কি দিবে না

কণিকায়ও কি বঞ্চিত কর্‌বে

গৌরকে ত রেখেছ লুকায়ে—কণিকায়ও কি বঞ্চিত কর্‌বে

লুকায়ে রেখেছ

চিতচোর প্রাণগৌর—লুকায়ে রেখেছ

খুঁজে খুঁজে হলাম সারা

গৌর দেখব ব'লে নীলাচলে এসে—খুঁজে খুঁজে হলাম সারা
ভাই ভাই ভাই মিলে—খুঁজে খুঁজে হলাম সারা

কত না খুঁজেছি

ভক্ত-সম্মিলন-দিনে—কত না খুঁজেছি
ঝালি সমর্পণ কালে—কত না খুঁজেছি
গুণ্ডিচা মার্জ্জন কালে—কত না খুঁজেছি
জগন্নাথের রথের আগে—কত না খুঁজেছি

গৌর দেখ্‌তে পেলাম না
কে যেন বলিলেন প্রাণে
যাও গোপীনাথ-ভবনে
গোপীনাথ লুকায়ে রেখেছে

বড় ভাল লেগেছে তাই—গোপীনাথ লুকায়ে রেখেছে

অনুভব কর ভাই
গোপীনাথের গৌর-লুকান—অনুভব কর ভাই
চিতচোরা মূরতি বটে
প্রাণগৌর-স্বরূপ তার—চিতচোরা মূরতি বটে
আপনি মুগ্ধ হয়েছে
ভাবিনী-ভাবিত আপন-স্বরূপ দে'খে—আপনি মুগ্ধ হয়েছে
নাগরালী ভুলে গেছে
গৌরাঙ্গ-স্বরূপ দে'খে—নাগরালী ভুলে গেছে
বিভাবিত হয়েছে
গোপীনাথ নাগরী-ভাবে—বিভাবিত হয়েছে
গোপীনাথ আলী হয়েছে
গৌর-নাগর বুকে ধরেছে—গোপীনাথ আলী হয়েছে
এমনি গৌরের নাগরালী
নাগরে করিল আলী—এমনি গৌরের নাগরালী
এ যে নাগরীর নাগরালী—এমনি গৌরের নাগরালী
রাধা-অঙ্গে মিলিত নিজ-মূরতি
দেখি' মহা-অনুরাগে মাতি—রাধা-অঙ্গে মিলিত নিজ-মূরতি
গোপীনাথ লুকায়ে রেখেছে
গৌরাঙ্গ-ধনে অন্তরে—গোপীনাথ লুকায়ে রেখেছে
এই বার্ত্তা পেয়েছি প্রাণে প্রাণে
শুনেছিও লোক-মুখে
তুমি রেখেছ গৌর-লুকায়ে—শুনেছিও লোকমুখে
আজ,—তাই এসেছি তোমার দ্বারে
একবার দেখাও হে
তোমার চিতচোরা-মূরতি গৌরহরি—একবার দেখাও হে
লুকায়ে রাখ্তে পার নাই তুমি
তোমার উরুদেশে রয়েছে প্রকাশ
প্রাণ-গৌরাঙ্গের রূপের ছটা—তোমার উরুদেশে রয়েছে প্রকাশ

উরুতে তার চিহ্ন আছে

গৌর তুমি রেখেছ লুকায়ে—উরুতে তার চিহ্ন আছে
তোমার ভারি-ভুরি ধরা পড়েছে—উরুতে তার চিহ্ন আছে

একবার দেখাও হে

তোমার নিগূঢ়-স্বরূপের ভোজন-রঙ্গ

অভিন্ন-তনু নিতাই-সঙ্গে—তোমার নিগূঢ়-স্বরূপের ভোজন-রঙ্গ

বল্‌লে তুমি বল্‌তে পার

ভাল কি লাগছে না

আমার কি স্বরূপ দে'খে—ভাল কি লাগ্‌ছে না
নিত্য-নব-কিশোর নটবর—ভাল কি লাগ্‌ছে না
গোপবেশ বেণুকর—ভাল কি লাগ্‌ছে না

তুমি কি তা জান না

আমরা যে সব নদীয়াবাসী

তোমার গৌররূপ যে ভালবাসি—আমরা যে সব নদীয়াবাসী

ভাল লাগে না ছাড়াছাড়ি

নিরন্তর,—দেখ্‌তে সাধ জড়াজড়ি—ভাল লাগে না ছাড়াছাড়ি

একবার দেখাও হে

পণ্ডিত-গোসাঞি কোথা তুমি

এই তো তোমার বসতি-ভূমি—পণ্ডিত-গোসাঞি কোথা তুমি

একবার দেখা দাও

এই গোপীনাথের জগমোহনে—একবার দেখা দাও
নিতাই-গৌর-সনে ভোজন-রঙ্গে—একবার দেখা দাও

তুমি ত এইখানে আছ

তুমি আর কোথা যাবে

গোপীনাথ এখানে আছে—তুমি আর কোথা যাবে

তোমাকেই ত দিয়েছেন

এই গোপীনাথের সেবা—তোমাকেই ত দিয়েছেন

নিশ্চয় এখানে আছ
একবার দেখা দাও

কোথা আছ প্রভু নিতাই—একবার দেখা দাও
নিতাই-গৌরাঙ্গ-গদাই—একবার দেখা দাও

প্রকাশ্যেতে দেখা দিছ

তিন-কুটীরীতে—প্রকাশ্যেতে দেখা দিছ
শ্রীবিগ্রহ-রূপেতে—প্রকাশ্যেতে দেখা দিছ

সবাই ত দেখ্‌ছে

শ্রীবিগ্রহ-রূপেতে—সবাই ত দেখ্‌ছে

একবার সাক্ষাৎ দেখা দাও
কেউ যে কথা কইছ না

গোপনে সবাই বিরাজিছ—কেউ যে কথা কইছ না

তবে কি দেখা দিবে না
আর কার কাছে যাব
আর আমার কেবা আছে

আমার বল্‌তে জগমাঝে—আর আমার কেবা আছে

কার প্রাণ কেঁদে উঠে

আমাদের মুখ মলিন দে'খে—কার প্রাণ কেঁদে উঠে

ওগো তুমি কোথায় গো
ওগো আমার ব্যথার ব্যথী

পরম-করুণ শ্রীগুরুদেব—ওগো আমার ব্যথার ব্যথী
নিতাই-গৌর-প্রেমের পাগল—ওগো আমার ব্যথার ব্যথী

লুকায়ে কর্‌ছ খেলা

দেখাবে ব'লে টেনে এনে—লুকায়ে কর্‌ছ খেলা

তুমি ত তাদের সঙ্গে আছ

ত্রিকাল-সত্য-লীলায়—তুমি ত তাদের সঙ্গে আছ

একবার দেখাও গো

এই গোপীনাথের অঙ্গনে—একবার দেখাও গো

গুপত-ভোজন-রঙ্গ—একবার দেখাও গো

নিতাই-গৌরাঙ্গ-গদাই—একবার দেখাও গো

নিতাই-গৌর -গদাই -বিহার দেখে

তোমার কৃপা ইঙ্গিতে—নিতাই-গৌর-গদাই-বিহার-দেখে

প্রাণ-ভ'রে গাই মোরা

ভাই ভাই এক-প্রাণে—প্রাণ-ভ'রে গাই মোরা

নিতাই-গৌরাঙ্গ-গদাই

অনঙ্গ-কানাই-রাই—নিতাই-গৌরাঙ্গ-গদাই

নিতাই অনঙ্গ গৌর কানাই

গদাধর কিশোরী রাই—নিতাই অনঙ্গ গৌর কানাই

গৌরাঙ্গ গোপীনাথ

নিতাই-গদাই-প্রাণনাথ—গৌরাঙ্গ গোপীনাথ

গোপীনাথের চিতচোরা

নিতাই-রমণ গোরা—গোপীনাথের চিতচোরা

গোপীনাথ হৃদয়ে বিলাসী গোরা

নিতাই-গদাই-চিতচোরা—গোপীনাথ হৃদয়ে বিলাসী গোরা

নিতাই-গদাই-গৌর-মিলন হ'ল

গৌরহরি হরিবোল—নিতাই-গৌর-গদাই-মিলন হ'ল (মাতন)

গৌরহরিবোল হরিবোল হরিবোল হরিবোল।। (মাতন)

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌরহরিবোল।।

—০—

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

শ্রীশ্রীআলালনাথের শ্রীমন্দিরে কীর্ত্তন

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল।"

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।"

মধুর গৌরাঙ্গ-লীলা

মধুর শ্রীনীলাচলে—মধুর গৌরাঙ্গ-লীলা
পাষাণ-গলান-লীলা—মধুর গৌরাঙ্গ-লীলা

পাষাণ-গলান-লীলা

নীলাচলে প্রাণগৌরাঙ্গের—পাষাণ গলান-লীলা
আলালনাথের শ্রীমন্দিরে—পাষাণ-গলান-লীলা

ভাবনিধি গৌরাঙ্গ আমার

রাধিকা-ভাবিত-মতি—ভাবনিধি গৌরাঙ্গ আমার

নীলাচলে সদাই বসতি

অন্তরঙ্গ-ভক্ত-সংহতি—নীলাচলে সদাই বসতি

"শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর রে।
নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণবিরহে বিভোর রে।।"

স্নান-যাত্রার পরদিনে

রাধিকা-ভাবিত-মতি গৌর আমার—স্নান-যাত্রার পরদিনে
রাধা-ভাবে ভোরা গোরা আমার—স্নান-যাত্রার পরদিনে

জগন্নাথের অদর্শনে

জগন্নাথে কৃষ্ণ মানে—জগন্নাথের অদর্শনে

এসেছিলেন এই আলালনাথে

বিরহ-বিধুরা কিশোরী গোরা—এসেছিলেন এই আলালনাথে

করেছিলেন দণ্ডবৎ

এই প্রস্তর-খণ্ডের উপরি—করেছিলেন দণ্ডবৎ

পাষাণ গলিয়া গিয়াছিল

গৌর-হিয়ার বিরহ-তাপে—পাষাণ গলিয়া গিয়াছিল

পড়েছিল সর্ব্বাঙ্গ-চিহ্ন

বিরহ-অনলে গলে—পড়েছিল সর্ব্বাঙ্গ-চিহ্ন

এই সেই সর্ব্বাঙ্গ-চিহ্ন

পাষাণ গলিয়া গিয়া—এই সেই সর্ব্বাঙ্গ-চিহ্ন (মাতন)

পাষাণ-গলান গোরা

প্রাণভ'রে বল ভাই তোরা—পাষাণ-গলান গোরা (মাতন)

ভাই ভাই মিলে এলাম নীলাচলে

এই রথযাত্রা-কালে—ভাই ভাই মিলে এলাম নীলাচলে

দেখিতে তো পাই নাই মোরা

শ্রীনীলাচলে প্রকট-বিহার—দেখিতে তো পাই নাই মোরা
স্থাবর-জঙ্গম,—প্রেমোন্মত্তকারী লীলা—দেখিতে তো পাই নাই মোরা
প্রাণ গৌরাঙ্গের,—কীর্ত্তন-নটন-লীলা—দেখিতে তো পাই নাই মোরা
প্রাণগৌরাঙ্গের,—পাষাণ-গলান-লীলা—দেখিতে তো পাই নাই মোরা

নিশিদিশি জ্বলছে হিয়া

সেই,—লীলা-অদর্শন-শেল—নিশিদিশি জ্বলছে হিয়া

এলাম আমরা বুক বেঁধে

দগ্ধ-হৃদয় জুড়াব ব'লে—এলাম আমরা বুক বেঁধে
শ্রীগুরু-মুখে কথা সঙরি—এলাম আমরা বুক বেঁধে

শ্রীগুরুমুখে শুনেছি মোরা

'অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায় রে।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় রে''।।

আজও হতেছে সেই লীলা

মধুর শ্রীনীলাচলে—আজও হতেছে সেই লীলা

তাই,—এলাম আমরা ভাই ভাই মিলে

শ্রীগুরুদেবের,—সেই কথা হৃদে ধ'রে—তাই,—এলাম আমরা ভাই ভাই মিলে

শ্রীরথযাত্রায় নীলাচলে—তাই,—এলাম আমরা ভাই ভাই মিলে

বড় সাধ দেখ্‌ব ব'লে

রথের আগে মধুর বিহার—বড় সাধ দেখ্‌ব ব'লে

"নীলাচলে যব মঝুনাথ।।'
দেখিব আপনি জগন্নাথ।।
রামরায় স্বরূপ লইয়া।
নিজভাব কহে উঘারিয়া।।
মোর কি হইবে হেন দিনে।
সে কথা কি শুনিব শ্রবণে।।
পুনঃ কিয়ে জগন্নাথ দেবে।
গুণ্ডিচা-মন্দিরে চলি যাবে।।
প্রভু মোর সাত সম্প্রদায়।
করিবে কীর্ত্তন উভরায়।।
মহানৃত্য-কীর্ত্তন-বিলাস।
সাত ঠাঁই হইবে প্রকাশ।।
ভাইরে,—মোর কি এমন দশা হবে।
সে লীলা কি নয়নে হেরিব।।"

"নাচে শচীনন্দন, দেখে রূপ সনাতন,"

সাধ ছিল দেখ্‌ব ব'লে

জগন্নাথের রথের আগে—সাধ ছিল দেখ্‌ব ব'লে

গৌর-নটন দেখ্‌ব ব'লে—সাধ ছিল দেখ্‌ব ব'লে

"নাচে শচীনন্দন, দেখে রূপ সনাতন,
গান করে স্বরূপ দামোদর।
গায় রায় রামানন্দ, মুকুন্দ মাধবানন্দ,
বাসুঘোষ গোবিন্দ শঙ্কর।।
প্রভুর দক্ষিণ-পাশে, নাচে নরহরি দাসে,
বামে নাচে প্রিয় গদাধর
নাচিতে নাচিতে প্রভু, আউলাইয়া পড়ে কভু,
আবেশে ধরয়ে দোঁহার কর।।

নিত্যানন্দ-মুখ হেরি, বলে প্রভু হরি হরি,

কৃষ্ণ কৃষ্ণ ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।

সঙরি শ্রীবৃন্দাবন, প্রাণ করে উচাটন,

আবেশে ধরয়ে রায়ের করে।।"

বড় সাধ দেখ্‌ব ব'লে

শ্রীগৌরাঙ্গের,—রথের আগে মধুর বিহার—বড় সাধ দেখ্‌ব ব'লে

দেখিতে তো পেলাম না

ভাই ভাই মিলে কত খুঁজ্‌লাম—দেখিতে তো পেলাম না

রথের আগে সেই মূরতি— দেখিতে তো পেলাম না

তার দেখা তো পেলাম না

রথযাত্রা শেষ হোলো—তার দেখা তো পেলাম না

তাই,—এসেছি বড় আশা ক'রে

প্রভু,—আলালনাথ তোমার দ্বারে—তাই,—এসেছি বড় আশা ক'রে

একবার দেখাও হে

সেই,—পাষাণ-গলান-মূরতি—একবার দেখাও হে

'সেই,—পাষাণ গলান-মূরতি' —

সেই,—রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত—সেই,—পাষাণ-গলান মূরতি

একবার দেখাও হে

তোমায়,—করজোড়ে মিনতি করি—একবার দেখাও হে

সেই,—রাধাভাবে ভোরা গোরা—একবার দেখাও হে

প্রভু,—আলালনাথ বল বল

প্রাণগৌর কোথা গেল—প্রভু,—আলালনাথ বল বল

প্রাণগৌর কোথা গেল

এই পাষাণ গলাইয়া— প্রাণগৌর কোথা গেল

প্রভু,—আলালনাথ বল বল—প্রাণগৌর কোথা গেল (মাতন)

ভাগ্যবান্ পাষাণ তুমি

আমি,—অনুভবে পাই নাই

তুমি,—ভাগ্যবান্ কি ভাগ্যবতী—আমি,—অনুভবে পাই নাই

তুমি,—এসেছিলে পাষাণ-রূপে

হৃ'দে,—ধরিতে গোরা -রসভূপে—তুমি,—এসেছিলে পাষাণ-রূপে (মাতন)

আর হৃদয়ে কেবা ধরে

গৌরাঙ্গ-রসভূপে—আর হৃদয়ে কেবা ধরে

বিলাসের তনু বিনা—আর হৃদয়ে কেবা ধরে

আর কার অধিকার

প্রাণগৌর হৃ'দে ধরিবার—আর কার অধিকার

তাই,—মনে অনুমান করি

তুমি বিলাসের মূরতি—প্রভু নিত্যানন্দ আমার (মাতন)

আমার নিতাই গুণমণি

গৌরলীলা হবে জানি—আমার নিতাই গুণমণি

এসেছিলেন পাষাণ-রূপে

হৃ'দে,—ধরিতে গোরা-রসভূপে—এসেছিলেন পাষাণ- রূপে

নৈলে,—আর কেবা ধর্‌বে

গৌরের,—দারুণ-বিরহ-তাপ—নৈলে,—আর কেবা ধর্‌বে

তাই,—ধরেছ গোরা-রসভূপে

তুমি এসে পাষাণ-রূপে—তাই,—ধরেছ গোরা-রসভূপে

দেখিতে তো পাষাণ বটে

অতি-সুকোমল তুমি—দেখিতে তো পাষাণ বটে

অতি-সুকোমল তুমি

গৌরাঙ্গ-বিলাসের ভূমি—অতি-সুকোমল তুমি

তোমার,—কোমল-হৃদয় গলে গিয়াছে

তাইতে ধরেছ চিহ্ন—তোমার,—কোমল হৃদয় গলে গিয়াছে (মাতন)

প্রকাশ হয়েছ পাষাণ-রূপে

গৌরের,—বিরহ-তাপের বল দেখাতে—প্রকাশ হয়েছ পাষাণ-রূপে

দেখ,—বিরহ-তাপের কত বল

পাষাণ গলিয়া গেল—দেখ,—বিরহ-তাপের কত বল (মাতন)

পরম-করুণ শ্রীগুরুদেব

কিছুই তো জান্‌তাম না

কেবা গৌর তাঁর কিবা লীলা—কিছুই তো জান্‌তাম না।

'কেবা গৌর তাঁর কিবা লীলা'—

কোথা বা নীলাচল—কেবা গৌর তাঁর কিবা লীলা

কিছুই তো জান্‌তাম না

সঙ্গে ক'রে লয়ে এলে

এই রথযাত্রা-কালে—সঙ্গে ক'রে লয়ে এলে

গৌর-লীলা জানাইলে

সঙ্গে ক'রে লয়ে এলে—গৌর-লীলা জানাইলে

কৃপা ক'রে ইঙ্গিত কর্‌লে

নীলাচলে গূঢ়-বিহার—কৃপা ক'রে ইঙ্গিত কর্‌লে

আলালনাথের গূঢ়-বিহার—কৃপা ক'রে ইঙ্গিত কর্‌লে

'আলালনাথের গূঢ়-বিহার'—

বিরহ-আবেশে গোরার—আলালনাথের গূঢ়-বিহার

নিতাই-বুকে গোরার শয়ন—আলালনাথের গূঢ়-বিহার (মাতন)

কৃপা ক'রে জানাইলে

একবার দেখাও হে

যদি এনেছ কৃপা ক'রে—তবে,—একবার দেখাও হে

নিতাই-বুকে গোরার শয়ন—একবার দেখাও হে

দেখাও যুগল-মাধুরী

নিতাই গৌর জড়াজড়ি—দেখাও যুগল-মাধুরী

'নিতাই গৌর জড়াজড়ি'—

আলালনাথের শ্রীমন্দিরে—নিতাই গৌর জড়াজড়ি

অনুভব করাও হে

বিলাস-বিবর্ত্ত-বিলাসরঙ্গ—অনুভব করাও হে

নিতাই-বুকে গোরার শয়ন—অনুভব করাও হে
'নিতাই-বুকে গোরার শয়ন'—
বিলাস-বিবর্ত্ত-বিলাসরঙ্গ—নিতাই-বুকে গোরার শয়ন (মাতন)

একবার দেখাও হে

পরম-করুণ শ্রীগুরুদেব—একবার দেখাও হে

দেখাও যুগল-মাধুরী

নিতাই গৌর জড়াজড়ি—দেখাও যুগল-মাধুরী

হৃদি-পটে এঁকে নেবো

এই যুগল-মাধুরী—হৃদি-পটে এঁকে নেবো
এই নিতাই গৌর জড়াজড়ি—হৃদি-পটে এঁকে নেবো
তোমার কৃপা সঞ্চরিয়ে—হৃদি-পটে এঁকে নেবো

পাগল হয়ে বেড়াব

ভাই ভাই ভাই মিলে—পাগল হয়ে বেড়াব
হা নিতাই গৌরাঙ্গ ব'লে—পাগল হয়ে বেড়াব

যারে দেখবো তারে বোল্‌বো

"ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।"

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল।।

—o—

শ্রীশ্রীগুরু-পূর্ণিমা কীর্ত্তন
(শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর ব্যাসপূজা)

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল।।"

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।"

"জয় জয় সর্ব্ব-প্রাণনাথ বিশ্বম্ভর।"

প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

প্রাণের প্রাণ গৌরহরির—প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

"জয় নিত্যানন্দ-গদাধরের ঈশ্বর।।
জয় জয় অদ্বৈতাদি-ভক্তের অধীন।
ভক্তিদান দেহ প্রভু উদ্ধারহ দীন।।"

উদ্ধার করহ দীনে

প্রাণ-বিশ্বম্ভর নিজগুণে—উদ্ধার করহ দীনে
দীন-বৎসল গৌরহরি—উদ্ধার করহ দীনে
প্রাণের প্রাণ গৌরহরি—উদ্ধার করহ দীনে
অবিচারে,—নিজ-প্রেম-ভক্তি-দানে—উদ্ধার করহ দীনে
অযোগ্যতা জানি মনে—উদ্ধার করহ দীনে

একবার,—চাও হে করুণা-নয়নে
একবার,—চাও হে করুণা-নয়ন-কোণে

কলিহত-জীবের পানে—একবার,—চাও হে করুণা-নয়ন-কোণে

"ভক্তিদান দেহ প্রভু উদ্ধারহ দীন।।
এই-রূপে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ভক্তিসুখে ভাসে লই সর্ব্ব-অনুচর।।
প্রভু-সঙ্গে মিলিলা সকল ভক্তগণ।
মহানন্দে অহর্নিশি করয়ে কীর্ত্তণ।।

মিলিলা সকলভক্ত বই নিত্যানন্দ।
ভাই না দেখিয়া বড় দুঃখী গৌরচন্দ্র।।
নিরন্তর নিত্যানন্দ স্মরে বিশ্বম্ভর।
জানিলেন নিত্যানন্দ-অন্তর ঈশ্বর।।
প্রসঙ্গে শুনহ নিত্যানন্দের আখ্যান।
সূত্ররূপে জন্ম কর্ম্ম কিছু কহি তান।।
রাঢ়-মাঝে একচাকা নামে আছে গ্রাম।
যঁহি জন্মিলেন নিত্যানন্দ ভগবান্।।
মৌড়েশ্বর নামে দেব আছে কতদূরে।
যাঁরে পূজিয়াছে নিত্যানন্দ-হলধরে।।
সেই -গ্রামে বৈসে বিপ্র হাড়াই-পণ্ডিত।
মহা-বিরক্তের প্রায় দয়ালু চরিত।।
তাঁর পত্নী পদ্মাবতী-নাম পতিব্রতা।
পরম-বৈষ্ণবী-শক্তি সেই জগন্মাতা।।
পরম-উদার দুই ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী।
তাঁর ঘরে নিত্যানন্দ জন্মিলেন আপনি।।
সকল পুত্রের জ্যেষ্ঠ নিত্যানন্দরায়।
সর্ব্ব সুলক্ষণ দেখি নয়ন জুড়ায়।।
তান বাল্য-লীলা আদিখণ্ডে সে বিস্তার।
এথায় কহিলে হয় গ্রন্থ বহুতর।।
এই মত কথো দিন নিত্যানন্দরায়।
হাড়ো-পণ্ডিতের ঘরে আছেন লীলায়।।
গৃহ ছাড়িবারে প্রভু করিলেন মন।
না ছাড়ে জননী-তাত দুঃখের কারণ।।
তিলমাত্র নিত্যানন্দ না দেখিলে মাতা।
যুগপ্রায় হেন বাসে ততোহধিক পিতা।।
তিলমাত্র নিত্যানন্দ-পুত্রেরে ছাড়িয়া।
কোথাও ও হাড়াই-ওঝা না যায় চলিয়া।।
কিবা কৃষিকর্ম্মে, কিবা যজমান-ঘরে
কিবা হাটে কিবা ঘাটে যত কর্ম্ম করে।।

পাছে যদি নিত্যানন্দচন্দ্র চলি যায়।
তিলার্দ্ধে শতেকবার উলটিয়া চায়।।
ধরিয়া ধরিয়া পুনঃ আলিঙ্গন করে।
ননীর পুতলি যেন মিলায় শরীরে।।
এইমত পুত্রসঙ্গে বুলে সর্ব্বঠাই।
প্রাণ হইলা নিত্যানন্দ শরীর হাড়াই।।
অন্তর্য্যামী নিত্যানন্দ ইহা সব জানে।
পিতৃসুখ-ধর্ম্ম পালি আছে পিতা-সনে।।
দৈবে একদিন এক সন্ন্যাসী সুন্দর।
আইলেন নিত্যানন্দ-জনকের ঘর।।
নিত্যানন্দ-পিতা তানে ভিক্ষা করাইয়া।
রাখিলেন পরম-আনন্দ-যুক্ত হৈয়া।।
সর্ব্বরাত্রি নিত্যানন্দ-পিতা তাঁর সঙ্গে।
আছিলেন কৃষ্ণ-কথা-কথন-প্রসঙ্গে।।
গন্তুকাম সন্ন্যাসী হইলা উষা-কালে।
নিত্যানন্দ-পিতা-প্রতি ন্যাসিবর বোলে।।
সন্ন্যাসী বোলে এক ভিক্ষা আছয়ে আমার।
নিত্যানন্দ-পিতা বোলে, যে ইচ্ছা তোমার'।।
ন্যাসী বোলে করিবাঙ তীর্থ পর্য্যটন।
সংহতি আমার ভাল নাহিক ব্রাহ্মণ।।
এই যে সকল-জ্যেষ্ঠ-নন্দন তোমার।
কথোদিন লাগি দেহ সংহতি আমার।।
প্রাণ-অতিরিক্ত আমি দেখিব উহানে।
সর্ব্বতীর্থ দেখিবেন বিবিধ-বিধানে।।
শুনিয়া ন্যাসীর বাক্য শুদ্ধ-বিপ্রবর।
মনে মনে চিন্তে বড় হইয়া কাতর।।
প্রাণ ভিক্ষা করিলেন আমার সন্ন্যাসী।
না দিলেও 'সর্ব্বনাশ হয়' হেন বাসি।।
ভিক্ষুকের পূর্ব্বে মহাপুরুষ-সকল।
প্রাণ দান দিয়াছেন করিয়া মঙ্গল।।

রামচন্দ্র পুত্র দশরথের জীবন।
পূর্ব্বে বিশ্বামিত্র তানে করিলা যাচন।।
যদ্যপিহ রাম বিনে রাজা নাহি জীয়ে।
তথাপি দিলেন—এই পুরাণেতে কহে।।
সেই ত বৃত্তান্ত আজি হইল আমারে।
"এ ধর্ম্ম-সঙ্কটে কৃষ্ণ! রক্ষা কর মোরে।।"
দৈবে সেই বস্তু, কেনে নহিব সেমতি
অন্যথা লক্ষ্মণ কেনে গৃহেতে উৎপতি।।
চিন্তিয়া ব্রাহ্মণ গেলা ব্রাহ্মণীর স্থানে।
আনুপূর্ব্ব কহিলেন সব বিবরণে।।
শুনিয়া বলিলা পতিব্রতা জগন্মাতা।
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু! সেই মোর কথা।।
আইলা সন্ন্যাসি-স্থানে নিত্যানন্দ-পিতা।
ন্যাসীরে দিলেন পুত্র নোঙাইয়া মাথা।।
নিত্যানন্দ লই চলিলেন ন্যাসিবর।
হেনমতে নিত্যানন্দ ছাড়িলেন ঘর।।
নিত্যানন্দ গেলে মাত্র হাড়াই-পণ্ডিত!
ভুমিতে পড়িলা বিপ্র হইয়া মূর্চ্ছিত।।
যে বিলাপ ক্রন্দন কহিব কোনজনে।
বিদরে পাষাণ-কাষ্ঠ তাহার শ্রবণে।।
ভক্তি-রসে জড় প্রায় হইলা বিহ্বল।
লোকে বোলে 'হাড়ো-ওঝা' হইলা পাগল।।
তিনমাস না করিলা অন্নের গ্রহণ।
চৈতন্য প্রভাবে সবে রহিল জীবন।।
প্রভু কেনে ছাড়ে যার হেন অনুরাগ?
বিষ্ণু-বৈষ্ণবের এই অচিন্ত প্রভাব।।
স্বামিহীন দেবহূতি-জননী ছাড়িয়া।
চলিলা কপিল প্রভু নিরপেক্ষ হইয়া।।
ব্যাস হেন বৈষ্ণব জনক ছাড়ি শুক।
চলিলা উলটি নাহি চাহিলেন মুখ।।

শচী-হেন জননী ছাড়িয়া একাকিনী।
চলিলেন নিরপেক্ষ হই ন্যাসিমণি।।
পরমার্থে এই-ত্যাগ ত্যাগ কভু নহে।
এ-সকল কথা বুঝে কোন মহাশয়ে।।
এ-সকল লীলা জীব-উদ্ধার-কারণে।
মহাকাষ্ঠ দ্রবে যেন ইহার শ্রবণে।।
যেন পিতা হারাইয়া শ্রীরঘুনন্দনে
নির্ভয়ে শুনিলে তাহা কাঁদয়ে যবনে।।
হেনমতে গৃহ ছাড়ি নিত্যানন্দ-রায়।
স্বানুভাবানন্দে তীর্থ ভ্রমিঞে বেড়ায়।।
গয়া, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, দ্বারাবতী।
নরনারায়ণাশ্রম গেলা মহামতি।।
বৌদ্ধাশ্রম দিয়া গেলা ব্যাসের আলয়।
রঙ্গনাথ, সেতুবন্ধ, গেলেন মলয়।।
তবে অনন্তের পুর গেলা মহাশয়।
ভ্রমেন নির্জ্জন-বনে পরম-নির্ভয়।।
গোমতী, গণ্ডকী, গেলা সরযু, কাবেরী।
অযোধ্যা, দণ্ডকবন, বুলেন বিহরি।।
ত্রিমল্ল, বেঙ্কটনাথ, সপ্ত গোদাবরী।
মহেশ্বর-স্থান গেলা কন্যকা-নগরী।।
বেরা, মাহিষ্মতী, মনুতীর্থ, হরিদ্বার।
যঁহি পূর্ব্বে অবতার হইল গঙ্গার।।
এইমত যত তীর্থ নিত্যানন্দ-রায়।
সব দেখি পুন আইলেন মথুরায়।।”

প্রভু নিতাই আইলা ব্রজে

সর্ব্বতীর্থ ভ্রমণ ক'রে—প্রভু নিতাই আইলা ব্রজে
'সর্ব্বতীর্থ ভ্রমণ ক' রে'—
যত কৃষ্ণের বিহার ভূমি—সর্ব্বতীর্থ ভ্রমণ ক' রে
প্রাণের,— ভাই কৃষ্ণ খুঁজে খুঁজে—সর্ব্বতীর্থ ভ্রমণক করে'

প্রভু নিতাই আইলা ব্রজে

"সব দেখি পুন আইলেন মথুরায়।।
চিনিতে না পারে কেহো অনন্তের ধাম।
হুঁঙ্কার করয়ে দেখি পূর্ব্ব-জন্ম-স্থান।।
নিরবধি বাল্যভাব, আন নাহি স্ফুরে।
ধূলাখেলা খেলে বৃন্দাবনের ভিতরে।।
আহারের চেষ্টা নাহি করয়ে কোথায়।
বাল্যভাবে বৃন্দাবনে গড়াগড়ি যায়।।
কেহো নাহি বুঝে তান চরিত্র উদার।
কৃষ্ণরস বিনে আর না করে আহার
কদাচিত কোনো দিনে করে দুগ্ধ-পান।
সেহো যদি অযাচিত কেহো করে দান।।
এইমতে বৃন্দাবনে বৈসে নিত্যানন্দ।
নবদ্বীপে প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র।।
নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তন—পরম আনন্দ।
দুঃখ পায় প্রভু না দেখিয়া নিত্যানন্দ।।
নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর প্রকাশ।
যে অবধি লাগি করে বৃন্দাবনে বাস।।
জানিঞা আইলা ঝাট নবদ্বীপ-পুরে
আসিয়া রহিলা নন্দন-আচার্য্যের ঘরে।।
নন্দন-আচার্য্য মহাভাগবতোত্তম।
দেখি মহা তেজোরাশি যেন সূর্য্য-সম।।
মহা-অবধূত-বেশ প্রকাণ্ড শরীর।
নিরবধি গতি-স্থান দেখি মহা-ধীর।।
অহর্নিশি বদনে বোলয়ে কৃষ্ণনাম।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় চৈতন্যের ধাম।।
নিজানন্দে ক্ষণে ক্ষণে করয়ে হুঙ্কার।
মহামত্ত যেন বলরাম-অবতার।।
কোটিচন্দ্র জিনিঞা বদন মনোহর।
জগত-জীবন হাস সুরঙ্গ অধর।।
মুকুতা জিনিঞা শ্রীদশনের জ্যোতি।

আয়ত অরুণ দুই লোচন-সুভাঁতি।।
আজানু-লম্বিত ভুজ, সুপীবর-বক্ষ।
চলিতে কমলবত পদযুগ দক্ষ।।
পরম-কৃপায়ে করে সভারে সম্ভাষ।
শুনিলে শ্রীমুখ-বাক্য কর্ম্ম-বন্ধ-নাশ।।
আইলা নদীয়াপুরে নিত্যানন্দ-রায়।
সকল-ভুবনে জয়জয়ধ্বনি গায়।।
সে মহিমা বোলে হেন কে আছে প্রচণ্ড।
যে প্রভু ভাঙ্গিলা গৌরসুন্দরের দণ্ড।।
বণিক্ অধম মূর্খ যে করিলা পার।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয় নাম লৈলে যাঁর।।
পাইয়া নন্দনাচার্য্য হয়ষিত হৈয়া।
রাখিলেন নিজগৃহে ভিক্ষা-করাইয়া।।
নবদ্বীপে নিত্যানন্দ-চন্দ্র-আগমন।
ইহা যেই শুনে তারে মিলে প্রেমধন।।
নিত্যানন্দ-আগমন জানি বিশ্বম্ভর।
অনন্ত-হরিষ প্রভু হইলা অন্তর।।
পূর্ব্ব ব্যপদেশে সর্ব্ব-বৈষ্ণবের স্থানে।
ব্যঞ্জিয়া আছেন, কেহ মর্ম্ম নাহি জানে।।
আরে ভাই দিন দুইতিনের ভিতরে।
কোন মহাপুরুষ এক আসিব এথারে'।।
দৈবে সেইদিন বিষ্ণু পূজি গৌরচন্দ্র।
সত্বরে মিলিলা যথা বৈষ্ণবের বৃন্দ।
সভাকার স্থানে প্রভু কহয়ে আপনে।
'আজি আমি অপরূপ দেখিলুঁ স্বপনে।।
তালধ্বজ এক রথ—সংসারের সার।
আসিয়া রহিলা রথ—আমার দুয়ার।।
তার পাছে দেখি এক প্রকাণ্ড-শরীর।
মহা এক স্তম্ভ কান্ধে, গতি নহে স্থির।।
বেত্র-বান্ধা এক কাণা-কুম্ভ বাম-হাথে।

নীলবস্ত্র-পরিধান, নীলবস্ত্র মাথে।।
বাম-শ্রুতিমূলে এক কুণ্ডল বিচিত্র।
হলধর হেন তান বুঝিয়ে চরিত্র।।
এই বাড়ী নিমাই পণ্ডিতের হয়ে হয়ে।
দশবার বিশবার এই কথা কহে।।
মহা-অবধূত-বেশ পরম প্রচণ্ড।
আর কভু নাহি দেখি এমন উদ্দণ্ড।।
দেখিয়া সম্ভ্রম বড় পাইলাঙ আমি।।
জিজ্ঞাসিল আমি, কোন্ মহাজন তুমি?'।।
হাসিয়া আমারে বোলে এই ভাই হয়ে।
তোমার আমার কালি হৈব পরিচয়ে।।
হরিষ বাঢ়িল শুনি তাহার বচন।
আপনারে বাসোঁ মুঞিঙ যেন সেই সম।।
কহিতে প্রভুর বাহ্য সব গেল দূর।
হলধর-ভাবে প্রভু গর্জ্জয়ে প্রচুর।।
'মদ আন মদ আন' বলি প্রভু ডাকে।
হুঙ্কার শুনিতে যেন দুই কর্ণ ফাটে।।
শ্রীবাসপণ্ডিত বোলে শুনহ গোসাঞিঙ।
যে মদিরা চাহ তুমি, সে তোমার ঠাঞিঙ।।
তুমি যারে বিলাও, সে-ই সে তারে পায়।
কম্পিত সকল-গণ, দূরে রহি চায়।।
মনে মনে চিন্তে সব বৈষ্ণবের গণ।
'অবশ্য ইহার কিছু আছয়ে কারণ।।
আর্যা তর্জ্জা পঢ়ে প্রভু অরুণ-নয়ন।
হাসিয়া দোলায় অঙ্গ—যেন সঙ্কর্ষণ।।
ক্ষণেকে হইলা প্রভু স্বভাব-চরিত্র।
স্বপ্ন-অর্থ সভারে বাখানে রামমিত্র।।
হেন বুঝি মোর চিত্তে লয় এই কথা।
কোন মহাপুরুষেক আসিয়াছে এথা।।
পূর্ব্বে মুঞিঙ বলিয়াছোঁ তোমা সভার স্থানে।

কোন মহাজন-সনে হৈব দরশনে।।
চল হরিদাস চল শ্রীবাস-পণ্ডিত।
চাহ গিয়া দেখি কে আইলা কোন্ ভিত'।।
দুই মহাভাগবত প্রভুর আদেশে।
সর্ব্ব-নবদ্বীপ চাহি বুলয়ে হরিষে।।
চাহিতে চাহিতে কথা কহে দুই-জন।
'এ বুঝি আইলা কিবা প্রভু সঙ্কর্ষণ'।।
আনন্দে বিহ্বল দুঁহে চাহিয়া বেড়ায়।
তিলার্দ্ধেকো উদ্দেশ কোথাও নাহি পায়।।
সকল নদীয়া তিন-প্রহর চাহিয়া।
আইলা প্রভুর স্থানে কাহোঁ না দেখিয়া।।
নিবেদিল আসি দোঁহে প্রভুর চরণে।
'উপাধিক কোথাও নহিল দরশনে।।
কি বৈষ্ণব, কি সন্ন্যাসী, কি গৃহস্থ স্থল।
পাষণ্ডীর ঘর-আদি দেখিল সকল।।
চাহিলাঙ সর্ব্ব-নবদ্বীপ যার নাম।
সবে না চাহিল প্রভু, গিয়া আর গ্রাম।।
দোঁহার বচন শুনি হাসে গৌরচন্দ্র।
ছলে বুঝায়েন 'বড়গূঢ় নিত্যানন্দ'।।"

সেই'ত দেখ্‌তে পাবে তারে

প্রাণ-গৌর দেখাবে যারে—সেই'ত দেখ্‌তে পাবে তারে

"এই অবতারে কেহো গৌরচন্দ্র গায়।
নিত্যানন্দ নাম শুনি উঠিয়া পলায়।।
পূজয়ে গোবিন্দ যেন না মানে শঙ্কর।
এই পাকে অনেক যাইব যম-ঘর।।
বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।
চৈতন্য দেখায়ে যারে, সে দেখিতে পারে।
না বুঝি যে নিন্দে, তান চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি হয় তার বাধ।।
সর্ব্বথা শ্রীবাস আদি তাঁর তত্ত্ব জানে।

না হইল দেখা কোন কৌতুক-কারণে।।
ক্ষণেকে ঠাকুর বোলে ঈষত হাসিয়া।
'আইস আমার সঙ্গে সভে দেখি গিয়া'।।
উল্লাসে প্রভুর সঙ্গে সর্ব্ব-ভক্তগণ।
'জয় কৃষ্ণ' বলি সভে করিলা গমন।।
সভা লই প্রভু নন্দন-আচার্য্যের ঘরে।
জানিঞা উঠিলা গিয়া শ্রীগৌরসুন্দরে।।"

গৌরসুন্দর জানে প্রাণে প্রাণে

নিতাই আছে কোন্ খানে—গৌরসুন্দর জানে প্রাণে প্রাণে
নিতাই সদাই তাঁরে টানে-গৌরসুন্দর জানে প্রাণে প্রাণে

"বসিয়া আছয়ে এক পুরুষ-রতন।
সভে দেখিলেন যেন কোটি-সূর্য-সম।।
অলক্ষিত-আবেশ—বুঝন নাহি যায়।
ধ্যান-সুখে পরিপূর্ণ, হাসয়ে সদায়।।
মহাভক্তিযোগ প্রভু বুঝিয়া তাঁহার
গণ-সহ বিশ্বম্ভর হৈলা নমস্কার।।"

কখনও তো দেখে নাই

ভক্তিযোগ মূর্ত্তিমন্ত—কখনও তো দেখে নাই

তাই বুঝি নমস্কার করে

"সম্ভ্রমে রহিলা সর্ব্ব-গণ দাঁড়াইয়া।
কেহো কিছু না বোলয়ে রহিল চাহিয়া।।
সম্মুখে রহিলা মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
চিনিলেন নিত্যানন্দ প্রাণের ঈশ্বর।।
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি যেন মদন-সমান।
দিব্য গন্ধ-মাল্য দিব্য বাস পরিধান।।
কি হয় কনক-জ্যোতি সে দেহের আগে।
সে বদন দেখিতে চাঁদের সাধ লাগে।।
সে দন্ত দেখিতে কোথা মুকুতার নাম।
সে কেশ-বন্ধান দেখি না রহে গেয়ান।।
দেখিতে আয়ত দুই অরুণ-নয়ান।

আর কি 'কমল আছে' হেন হয় জ্ঞান।।
সে আজানু দুই ভুজ, হৃদয় সুপীন।
তাহে শোভে শুভ্র যজ্ঞসূত্র অতি-ক্ষীণ।।
ললাটে বিচিত্র উৰ্দ্ধ-তিলক সুন্দর।
আভরণ বিনে সর্ব্ব-অঙ্গ মনোহর।।
কিবা হয় কোটি-মণি সে নখ চাহিতে।
সে হাস দেখিতে কিবা করিব অমৃতে।।
নিত্যানন্দ সম্মুখে রহিলা বিশ্বম্ভর।
চিনিলেন নিত্যানন্দ আপন-ঈশ্বর।।
হরিষে স্তম্ভিত হৈলা নিত্যানন্দ-রায়।
একদৃষ্ট হই বিশ্বম্ভর-রূপ চা'য়।।"

না চলে নয়ন-তারা

দু'নয়নে বহে ধারা—না চলে নয়ন-তারা।

"রসনায় লেহে যেন, দরশনে পান।
ভুজে যেন আলিঙ্গন, নাসিকায় ঘ্রাণ।।
এইমত নিত্যানন্দ হইলা স্তম্ভিত।
না বোলে না করে কিছু, সভেই বিস্মিত।।
বুঝিলেন সর্ব্বপ্রাণ-নাথ গৌর-রায়।
নিত্যানন্দে জানাইতে সৃজিলা উপায়।।
ইঙ্গিতে শ্রীবাস-প্রতি বোলেন ঠাকুরে।
এক ভাগবতের বচন পঢ়িবারে।।
প্রভুর ইঙ্গিত বুঝি শ্রীবাস-পণ্ডিত।
কৃষ্ণ-ধ্যান এক শ্লোক পঢ়িলা ত্বরিত।।
শুনিমাত্র নিত্যানন্দ শ্লোক-উচ্চারণ।
পড়িলা মূৰ্চ্ছিত হৈয়া—নাহিক চেতন।।
আনন্দে মূৰ্চ্ছিত হৈলা নিত্যানন্দ-রায়
'পঢ় পঢ়' শ্রীবাসেরে গৌরাঙ্গ শিখায়।।
শ্লোকশুনি কথোক্ষণে হইলা চেতন।
তবে প্রভু লাগিলেন করিতে ক্রন্দন।।

পুনঃ পুনঃ শ্লোক শুনি বাড়য়ে উন্মাদ।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে হেন শুনি সিংহনাদ।।
অলক্ষিতে অন্তরীক্ষে পড়য়ে আছাড়।
সভে মনে বাসে, কিবা চূর্ণ হৈল হাড়।।
অন্যের কি দায়, বৈষ্ণবের লাগে ভয়।
'রক্ষ কৃষ্ণ! রক্ষ কৃষ্ণ'! সভেই স্মরয়।।
গড়াগড়ি যায় প্রভু পৃথিবীর তলে।"

আজ সে বিহরে ধরণী-বুকে

যে স্বরূপ ধরে ধরণীরে—আজ সে বিহরে ধরণী-বুকে

"কলেবর পূর্ণ হৈল নয়নের জলে।।
বিশ্বম্ভর-মুখ চাহি ছাড়ে ঘনশ্বাস।
অন্তরে আনন্দ—ক্ষণেক্ষণে মহাহাস।।
ক্ষণে নৃত্য, ক্ষণে গড়ি, ক্ষণে বাহু-তল।
ক্ষণে জোড়েজোড়ে লাফ দেই দেখি ভাল।।
দেখিয়া অদ্ভুত কৃষ্ণ-উন্মাদ আনন্দ।
সকল-বৈষ্ণব-সঙ্গে কান্দে গৌরচন্দ্র।।"

প্রেম বটে ত আপনার

কিন্তু—কখনও দেখে নাই বিকার তার—প্রম বটে ত আপনার

পুনঃ পুনঃ বাঢ়ে সুখ অতি অনিবার।
ধরেন সভেই—কেহো নারে ধরিবার।।
ধরিতে নারিলা যদি বৈষ্ণব-সকলে।
বিশ্বম্ভর লইলেন আপনার কোল।।"

সেই-নিত্যানন্দে কেবা ধরে

যে জন ধরে বিশ্বম্ভরে—সেই-নিত্যানন্দে কেবা ধরে

বিনা প্রাণ-বিশ্বম্ভর—সেই-নিত্যানন্দে কেবা ধরে

"বিশ্বম্ভর কোলে মাত্র গেলা নিত্যানন্দ।
সমর্পিয়া প্রাণ তানে হইলা নিস্পন্দ।।
যার প্রাণ, তানে নিত্যানন্দ সমর্পিয়া।"

নিত্যানন্দ হইলা আশ্বস্ত

পাইয়া প্রাণ-গৌরচন্দ্র—নিত্যানন্দ হইলা আশ্বস্ত

"আছেন প্রভুর কোলে অচেষ্ট হইয়া।।
ভাসে নিত্যানন্দ চৈতন্যের প্রেমজলে।
শক্তিতে লক্ষ্মণ যেহেন রাম-কোলে।।
প্রেমভক্তি-বাণে মূর্চ্ছা গেলা নিত্যানন্দ।
নিত্যানন্দ কোলে করি কান্দে গৌরচন্দ্র।।
কিআনন্দ-বিরহ হইল সর্ব্বগণে।
পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি শ্রীরাম-লক্ষ্মণে।।
গৌরচন্দ্রে নিত্যানন্দে স্নেহের যে সীমা।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ বই নাহিক উপমা।।
বাহ্য পাইলেন নিত্যানন্দ কথোক্ষণে।
হরি ধ্বনি জয় ধ্বনি করে সর্ব্বগণে।।
নিত্যানন্দ 'কোলে' করি আছে বিশ্বম্ভর।
বিপরীত দেখি মনে হাসে গদাধর।।"

এ-যে আশ-মিটান লীলা রে

রাধার ছিল মনের ব্যথা

শুনিয়া বিবর্ত্ত-কথা—রাধার ছিল মনের ব্যথা
'শুনিয়া বিবর্ত্ত-কথা'—
সখীগণের মুখে—শুনিয়া বিবর্ত্ত-কথা

রাধার ছিল মনের ব্যথা

আমি কি দেখ্‌তে পাব

এই বিবর্ত্ত-বিলাস-রঙ্গ—আমি কি দেখ্‌তে পাব

আজ,—গদাধরের মনে আনন্দ

দেখিয়া সে বিবর্ত্ত-রঙ্গ—আজ,—গদাধরের মনে আনন্দ

গদাধর হাসে মনে মনে বলে

যে সর্ব্ব-প্রকারে ধরে

সেই আজ বুকের উপর—যে সর্ব্ব-প্রকারে ধরে

বিপরীত গতি রে

বিলাস-বিবর্ত্ত-লীলায়—বিপরীত গতি রে
বিলাসী-বুকে বিলাস বিহরে—বিপরীত গতি রে

বুঝি,—তাই নিল নিজ-কোলে

সদাই তারে করেছে কোলে—বুঝি,—তাই নিল নিজ-কোলে

"যে অনন্ত নিরবধি ধরে বিশ্বম্ভর।
আজি তাঁর গর্ব্ব চূর্ণ কোলের ভিতর।।
নিত্যানন্দ-প্রভাবের জ্ঞাতা গদাধর।
নিত্যানন্দ জ্ঞাতা গদাধরের অন্তর।।
নিত্যানন্দ দেখিয়া সকল ভক্তগণ।
নিত্যানন্দময় হৈল সভাকার মন।।
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র দোঁহে দোঁহা দেখি।
কেহো কিছু না বোলে, ঝরয়ে মাত্র আঁখি।।"

নব-অনুরাগের এই ত ধারা

দোঁহে হৈলা,—থকিত পারা ঠউর হারা—নব-অনুরাগের এই ত ধারা
না সরে রা নয়নে ধারা—নব-অনুরাগের এই ত ধারা

এ যে,—পহিলহি রাগ রে

রাসরসের পরিণতির—এ যে,—পহিলহি রাগ রে
বিলাস-বিবর্ত্ত-বিলাস-রঙ্গের—এ যে,—পহিলহি রাগ রে

দিনে দিনে বাড়্‌বে

অবধি ত কেউ না পাবে—দিনে দিনে বাড়্‌বে

"দোঁহে দোঁহা দেখি বড় বিবশ হইলা।
দোঁহার নয়ন-জলে পৃথিবী ভাসিলা।।
বিশ্বম্ভর বোলে শুভ দিবস আমার।
দেখিলাম ভক্তিযোগ চারি-বেদ-সার।।"

দেখিলাম তোমায় নিত্যানন্দ

চারি-বেদ-সার ভক্তি মুর্ত্তিমন্ত—দেখিলাম তোমায় নিত্যানন্দ

তাই,—তোমার নাম নিত্যানন্দ

তোমাতে আশ্রয়ের নিত্যত্ব—তাই,—তোমার নাম নিত্যানন্দ

"এ কম্প, এ অশ্রু, এই গর্জ্জন হুঙ্কার।
এহ কি ঈশ্বর-শক্তি বই হয় আর।।
সকৃৎ এ ভক্তিযোগ নয়নে দেখিলে।
তাহারেও কৃষ্ণ না ছাড়েন কোনো-কালে।।
বুঝিলাম ঈশ্বরের তুমি পূর্ণ-শক্তি।"

আবেশে বলেন গৌরহরি

আপন-নিতাই-রহস্য-কথা—আবেশে বলেন গৌরহরি

ইঙ্গিতেতে বল্‌ছেন প্রভু

এ যে,— আত্মগোপনকারী লীলা—ইঙ্গিতেতে বল্‌ছেন প্রভু
নিতাই,—তুমি আমার পূর্ণশক্তি—ইঙ্গিতেতে বল্‌ছেন প্রভু

কিবা বুঝ্‌লে বল ভাই

পূর্ণ-শক্তি বল্‌তে—কিবা বুঝ্‌লে বল ভাই

"বুঝিলাম ঈশ্বরের তুমি পূর্ণ-শক্তি।
তোমা ভজিলে সে জীব পায় কৃষ্ণ-ভক্তি।।
তুমি কর চতুর্দ্দশ-ভুবন পবিত্র।
অচিন্ত্য, অগম্য, গূঢ় তোমার চরিত্র।।
'তোমা' লখিবেক হেন আছে কোন জন।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণপ্রেমভক্তি-ধন।।"

কৃষ্ণপ্রেমভক্তির মূরতি

সত্য সত্য নিতাই তুমি—কৃষ্ণপ্রেমভক্তির মূরতি

"তিলার্দ্ধ তোমার সঙ্গ যে জনার হয়ে।
কোটিপাপ থাকিলেও তার মন্দ নহে।।
বুঝিলাঙ—কৃষ্ণ মোর করিব উদ্ধারে।
'তোমা' হেন সঙ্গ আনি দিলেন আমারে।।
মহাভাগ্য দেখিলাম তোমার চরণ।
তোমা ভজিলে সে পাই কৃষ্ণপ্রেম-ধন।।
আবিষ্ট হইয়া প্রভু গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
নিত্যানন্দে স্তুতি করে, নাহি অবসর।।
নিত্যানন্দ-চৈতন্যের অনেক আলাপ।
সব কথা ঠারেঠোরে নাহিক প্রকাশ।।

প্রভু বোলে, জিজ্ঞাসা করিতে বাসি ভয়।
কোন্ দিগ হৈতে শুভ করিলা বিজয়।।
'এই প্রভু অবতীর্ণ' জানিলেন মর্ম্ম।
করযোড়ে করি বোলে হই বড় নম্র।।
প্রভুস্তুতি করে, শুনি লজ্জিত হইয়া।
ব্যপদেশে সর্ব্বকথা কহেন ভাঙ্গিয়া।।
নিত্যানন্দ বোলে 'তীর্থ করিল অনেক।
দেখিল কৃষ্ণের স্থান যতেক যতেক।।
স্থান মাত্র দেখি, কৃষ্ণ দেখিতে না পাই।
জিজ্ঞাসা করিল তবে ভাল লোক ঠাঁই।।
সিংহাসন-সব কেনে দেখি আচ্ছাদিত।
কই ভাই সব! কৃষ্ণ গেলা কোন্ ভিত।।
তারা বোলে—কৃষ্ণ গিয়াছেন গৌড়দেশে।
গয়াকরি গিয়াছেন কথোক দিবসে।।
নদীয়ায় শুনি বড় হরি-সঙ্কীর্ত্তন।
কেহো বলে তথায় জন্মিলা নারায়ণ।।
পতিতের ত্রাণ বড় শুনি নদীয়ায়।
শুনিয়া আইলুঁ মুঞি পাতকী এথায়।।'
প্রভু বোলে 'আমরা সকলে ভাগ্যবান্।
তুমি-হেন ভক্তের হইল উপস্থান।।
আজি কৃতকৃত্য হেন মানিল আমরা।
দেখিল যে তোমার আনন্দ-বারি-ধারা।।'
হাসিয়া মুরারি বোলে 'তোমরা তোমরা'।
উহা ত না বুঝি কিছু আমরা-সভারা।।
শ্রীবাস বোলেন 'উহা আমরা কি বুঝি।
মাধব-শঙ্কর যেন দোঁহে দোঁহা পূজি'।।
গদাধর বোলে ভাল বলিলা পণ্ডিত।
সেই বুঝি যেন 'রাম-লক্ষ্মণ-চরিত'।।
কেহো বোলে 'দুইজন যেন দুই কাম'।
কেহো বোলে 'দুইজন কৃষ্ণ-বলরাম'।।

কেহো বোলে, আমি কিছু বিশেষ না জানি।
কৃষ্ণকোলে যেন 'শেষ' আইলা আপনি'।।
কেহো বোলে 'দুই সখা যেন কৃষ্ণার্জ্জুন'।
সেইমত দেখিলাম স্নেহ পরিপূর্ণ'।।
কেহো বোলে 'দুইজনে বড় পরিচয়।
কিছু না বুঝিয়ে সব ঠারে কথা কয়'।।
এইমত হরিযে সকল-ভক্ত-গণ।
নিত্যানন্দ-দরশনে কহেন কথন।।
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র দোঁহে দরশন।
ইহার শ্রবণে হয় বন্ধ বিমোচন।।
"সখী, সখা, ভাই, ছত্র, শয়ন, বাহন।
নিত্যানন্দ বই অন্য নহে কোনজন।।
নানারূপে সেবে প্রভু আপন ইচ্ছায়।
যারে দেন অধিকার, সেইজন পায়।।
আদি দেব মহাযোগী ঈশ্বর-বৈষ্ণব।
মহিমার অন্ত ইহা নাহি জানে সব।।
"না জানিঞা নিন্দে' তাঁর চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি হয় তার বাধ।।
চৈতন্যের প্রিয়-দেহ নিত্যানন্দ-রাম।
হউ মোর প্রাণনাথ এই মনস্কাম।।
তাহান প্রসাদে হৈল চৈতন্যেতে রতি।
তাহান আজ্ঞায়ে লিখি চৈতন্যের স্তুতি।।
'রঘুনাথ' 'যদুনাথ' যেন নামভেদ।
এইমত ভেদ 'নিত্যানন্দ' 'বলদেব'।।
সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই-চান্দেরে।
যে বা গায় এই কথা হইয়া তৎপর।
গোষ্ঠী সহ বরদাতা তারে বিশ্বম্ভর।।
জগতে দুর্ল্লভ বড় বিশ্বম্বর-নাম।
সেই প্রভু চৈতন্য সভার ধন-প্রাণ।।

হেনমতে নিত্যানন্দ-সঙ্গে কুতুহলে।
কৃষ্ণ-কথা-রসে সভে হইলা বিহ্বলে।।"

বহুদিন পরে এসেছেন নিতাই

কতদিন বৃন্দাবনে থাকি—বহুদিন পরে এসেছেন নিতাই

উৎকণ্ঠা রয়েছেন নিতাই

হইল মধুর মিলন

মধুর শ্রীনবদ্বীপে—হইল মধুর মিলন
প্রভু-নিতাই প্রাণ-গৌরাঙ্গের—হইল মধুর মিলন
'প্রভু-নিতাই প্রাণ-গৌরাঙ্গের'—
নন্দনাচার্য্যের ঘরে—প্রভু-নিতাই প্রাণ-গৌরাঙ্গের

হইল মধুর মিলন

দোঁহে চিনিলেন দোঁহারে

দোঁহে দোঁহার গলা ধরে—দোঁহে চিনিলেন দোঁহারে

"সভে মহাভাগবত পরম উদার।
কৃষ্ণ-রসে মত্ত সভে করেন হুঙ্কার।"

সভে-মহাশক্তিধর

পরাণ-গৌরাঙ্গ-কিঙ্কর—সভে মহাশক্তিধর

"হাসে প্রভু নিত্যানন্দ চারিদিগে দেখি।"

নিতাই-মত্ততা যায় বেড়ে

গৌর গৌরগণ হেরে-নিতাই-মত্ততা যায় বেড়ে
মাতাল দে'খে মাতাল মাতে—নিতাই-মত্ততা যায় বেড়ে (মাতন)

"বহয়ে আনন্দ-ধারা সভাকার আঁখি।।"

সভারি নয়নে ধারা

দেখি নিতাইচাঁদের ধারা—সভারি নয়নে ধারা
'দেখি নিতাইচাঁদের ধারা'
গৌরপ্রেমে মাতোয়ারা—দেখি নিতাইচাঁদের ধারা

আঁখি-ধারা পড়ছে ঝরি

প্রেম-মদিরা পান করি—আঁখি-ধারা পড়ছে ঝরি (মাতন)

"দেখিয়া আনন্দ মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
নিত্যানন্দ-প্রতি কিছু বলিলা উত্তর।
শুন শুন নিত্যানন্দ শ্রীপাদ গোসাঞি।
ব্যাসপূজা তোমার হইব কোন্ ঠাঞি।।
কালি হৈব পৌর্ণমাসী—ব্যাসের পূজন।
আপনে বুঝিয়া বোল, যারে লয় মন।।
নিত্যানন্দ জানিলেন-প্রভুর ইঙ্গিত।
হাতে ধরি আনিলেন শ্রীবাস-পণ্ডিত।।
হাসি বোলে নিত্যানন্দ "শুন বিশ্বম্ভর।
ব্যাসপূজা এই মোর বামনের ঘর।।"

পূজিব ব্যাসদেবে রে
নিতাই আনন্দে বলে—পূজিব ব্যাসদেবে রে
এই বামুনের ঘরে—পূজিব ব্যাসদেবে রে

"শ্রীবাসের প্রতি বোলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বড় ভার লাগিল যে তোমার উপর।।
পণ্ডিত বোলেন 'প্রভু' কিছু নহে ভার।
তোমাদের প্রসাদে সব ঘরেই আমার।
বস্ত্র, মুদ্‌গ, যজ্ঞসূত্র, ঘৃত, গুয়া, পান।
বিধিযোগ্য যত সজ্জ—সব বিদ্যমান।।
পদ্ধতি- পুস্তক মাত্র মাগিয়া আনিব।
কালি মহাভাগ্যে ব্যাস- পূজন দেখিব।।"

শ্রীবাস মনে মনে গণে
না জানি কোন্ খেলা খেলে
ব্যাস-পূজার ছল ক'রে—না জানি কোন্ খেলা খেলে
দেখিয়াছে ব্যাস-পূজন
জনমিয়া অনেক বার—দেখিয়াছি ব্যাস-পূজন
কাল,—প্রাণ-ভ'রে দেখ্‌বো
ব্যাস-পূজা, অভিনব—কাল,—প্রাণ-ভ'রে দেখবো
দেখিয়া জুড়াব হিয়া
নিতাইচাঁদের ব্যাস-পূজা—দেখিয়া জুড়াব হিয়া (মাতন)

"প্রীত হৈলা মহাপ্রভু শ্রীবাসের বোলে।
হরি হরি ধ্বনি কৈলা বৈষ্ণব-সকলে।।"

আনন্দে বলে হরি হরি

সভার মনেতে আনন্দ ভারি—আনন্দে বলে হরি হরি

বলে,—কাল দেখ্‌ব নয়ন-ভরি

ব্যাস-পূজা দেখাবেন গৌরহরি—বলে,—কাল দেখ্‌ব নয়ন-ভরি

ব্যাস-পূজা কর্‌বে নিতাই

নয়ন-ভ'রে দেখব সভাই—ব্যাস-পূজা-কর্‌বে নিতাই (মাতন)

"বিশ্বম্ভর বোলে "শুন শ্রীপাদ গোসাঞি।
'শুভকর' সভে পণ্ডিতের ঘর যাই।।
আনন্দিত নিত্যানন্দ প্রভুর বচনে।
সেই ক্ষণে আজ্ঞা লই করিলা গমনে।।
সর্ব্ব-গণে চলিলা ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
রাম-কৃষ্ণ বেঢ়ি যেন গোকুল-কিঙ্কর।।"

নিতাই-গৌর ঘিরে সব-পরিকর

যেন,—রামকৃষ্ণ বেঢ়ি গোকুলকিঙ্কর—নিতাই-গৌর ঘিরে সব-পরিকর

"প্রবিষ্ট হৈলা মাত্র শ্রীবাসমন্দিরে।
বড় কৃষ্ণানন্দ হৈল সভার শরীরে।।
কপাট পড়িল তবে প্রভুর আজ্ঞায়।"

নিতাই পেয়ে তাই ত গোপন

নিতাই বড় গূঢ়-রতন—নিতাই পেয়ে তাই ত গোপন

"আপ্তগণ বিনে আর যাইতে না পায়।।
কীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা করিলা ঠাকুর।
উঠিল কীর্ত্তনধ্বনি, বাহ্য গেল দূর।"
"ব্যাস-পূজা —অধিবাস উল্লাস কীর্ত্তন।
দুই প্রভু নাচে, বেঢ়ি গায় ভক্তগণ।।
চির-দিবসের প্রেমে চৈতন্য-নিতাই
দোঁহে দোঁহা ধ্যান করি নাচে একঠাঁই।।

হুঙ্কার করয়ে কেহো কেহো বা গর্জ্জন
কেহো মূর্চ্ছা যায়, কেহো করয়ে ক্রন্দন।।
কম্প, স্বেদ, পুলকাশ্রু, আনন্দ-মূর্চ্ছিত।
ঈশ্বরের বিকার—কহিতে জানি কত।।
স্বানুভাবানন্দে নাচে প্রভু দুই জন।
ক্ষণে কোলাকুলি করি করয়ে ক্রন্দন।।"

ভাসে দোঁহ নয়নজলে

দোঁহে দোহায় কোলে ক'রে—ভাসে দোঁহে নয়নজলে (মাতন)

"দোঁহার চরণ দোঁহে ধরিবারে চাহে।"

ইঙ্গিতে জানাইছেন রহস্য

আমা দোঁহার এই তত্ত্ব—ইঙ্গিতে জানাইছেন রহস্য

"পরম-চতুর দোঁহে কেহো নাহি পায়ে।।
পরম-আনন্দে দোঁহে গড়াগড়ি যায়।"

ভাগ্যবতী নদীয়াভুমি

এ ভাগ্য পায় নাই ব্রজভূমি—ভাগ্যবতী নদীয়া ভূমি
ধরে,—নিতাইগৌরগুণমণি—ভাগ্যবতী নদীয়াভূমি

ধরণীর সুসম্পদ

নিতাইগৌরাঙ্গ-পদ—ধরণীর সুসম্পদ

"আপনা না জানে দোঁহে আপন-লীলায়।।
বাহ্য দূর হইল, বসন নাহি পরে।
ধরয়ে বৈষ্ণবগণ, ধরিতে না পারে।।
যে ধরয়ে ত্রিভুবন কে ধরিব তারে।
মহামত্ত দুই প্রভু কীর্ত্তনে বিহরে।।
বোল বোল' বলি ডাকে শ্রীগৌরসুন্দর।।
সিঞ্চিত আনন্দ-জলে সর্ব্ব-কলেবর।।
চিরদিনে নিত্যানন্দ পাই অভিলাষে।।'

সর্ব্বতীর্থে করেছে ভ্রমণ

দেখিবারে নয়নরঞ্জন—**সর্ব্বতীর্থে করেছে ভ্রমণ**

কোথাও না পেয়ে সন্ধান

সর্ব্বত্র আচ্ছাদিত সিংহাসন—কোথাও না পেয়ে সন্ধান

বড়-ক্লেশ পেয়েছে মনে

খুঁজে খুঁজে দেখা না পেয়ে—বড় ক্লেশ পেয়েছে মনে

প্রিয়-সঙ্গ হারাইয়া—বড় ক্লেশ পেয়েছে মনে

পাইয়া সর্ব্বস্বধনে

আজ বহু অন্বেষণে—পাইয়া সর্ব্বস্বধনে

ভ্রমি ভ্রমি পেয়েছেন এবার

সর্ব্বস্বধন তাঁর—ভ্রমি ভ্রমি পেয়েছেন এবার

সর্ব্ব-তীর্থ পর্য্যটন করি'

তবে পেয়েছেন গৌরহরি—সর্ব্ব-তীর্থ পর্য্যটন করি' (মাতন)

"বাহ্য নাহি আনন্দ-সাগর-মাঝে ভাসে।।"

খেলে গৌর সিন্ধুকূলে

নিতাই-তরঙ্গে হেলে দুলে—খেলে গৌর সিন্ধুকূলে

"বিশ্বম্ভর নৃত্য করে অতি-মনোহর
নিজ-শির লাগে গিয়া চরণ-উপর।।
টলমল ভূমি নিত্যানন্দ-পদতালে।
ভূমিকম্প-হেন মানে বৈষ্ণব সকলে।।"

আনন্দ আর ধরে না

ভাগ্যবতী ধরণীর—আনন্দ আর ধরে না

ধরণী প্রেমে টলমল করে

প্রেমের মূরতি দোঁহায় হৃ'দে ধ'রে—ধরণী প্রেমে টলমল করে

"এইমত আনন্দে নাচেন দুই নাথ।
সে উল্লাস কহিবারে শক্তি আছে কাত।।
নিত্যানন্দ প্রকাশিতে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বলরাম ভাবে উঠে খট্টার উপর।।
মহামত্ত হৈলা প্রভু বলরাম-ভাবে।
'মদ আন, মদ আন' বলি ' ঘন ডাকে।।

নিত্যানন্দ-প্রতি বোলে শ্রীগৌরসুন্দর।
'ঝাট দেহ' মোরে 'হল মুষল সত্বর।''
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা প্রভু-নিত্যানন্দ।
করে দিলা, কর পাতি লৈলা গৌরচন্দ্র।।
কর দেখে কেহো আর কিছুই না দেখে।
কেহো বা দেখিল 'হল মূষল' প্রত্যক্ষে।।
যারে কৃপা করে সেই ঠাকুরে, সে জানে
দেখিলেও শক্তি নাহি কহিতে কথনে।।
এ-বড় নিগূঢ়-কথা কেহো মাত্র জানে।
নিত্যানন্দ ব্যক্ত সেই-সব-জন-স্থানে।।''

সেই, —নিতাই-রহস্য জান্‌তে পায়

গৌর-চরণ যে ধরে হিয়ায়—সেই,—নিতাই-রহস্য জান্‌তে পায়

''নিত্যানন্দ-স্থানে হল-মুষল লইয়া।
'বারুণী বারুণী' প্রভু ডাকে মত্ত হৈয়া।।
কারো বুদ্ধি নাহি স্ফুরে, না বুঝে উপায়।
অন্যোহন্যে সভার বদন সভে চায়।।
যুগতি করিয়া সভে মনেতে ভাবিয়া।
ঘট-ভরি গঙ্গাজল সভে দিল লৈয়া।।
সর্ব্ব-জন দেই জল, প্রভু করে পান।
সত্য যেন কাদম্বরী পীয়ে হেন ভান।।
চতুর্দ্দিগে রামস্তুতি পঢ়ে ভক্তগণ।
'নাঢ়া নাঢ়া' নাঢ়া' প্রভু বোলে অনুক্ষণ।।
সঘনে ঢুলায়ে শির 'নাঢ়া নাঢ়া' বোলে
'নাঢ়ার সন্দর্ভ কেহো না বুঝে সকলে।।
সভে বলিলেন 'প্রভু! নাঢ়া' বোল কারে।
প্রভু বোলে 'আইলুঁ মুঞি' যাহার হুঙ্কারে।।''

'নাঢ়া' বলিলাম তায়

যে,—আমা আনিতে কৈল হুঙ্কার —'নাঢ়া' বলিলাম তায়

''অদ্বৈত-আচার্য্য' বলি কথা কহ যার।
সেই 'নাঢ়া' লাগি মোর এই অবতার।।''

গৌরহরি বলে 'বার বার'

নাঢ়া-লাগি মোর অবতার—গৌরহরি বলে 'বার বার'

আমার,—গোলকের আসন নড়ে

অদ্বৈতের প্রেমহুঙ্কারে—আমার, —গোলকের আসন নড়ে

"মোহরে আনিলা নাঢ়া বৈকুণ্ঠ-থাকিয়া।
নিশ্চিন্তে রহিল গিয়া হরিদাস লৈয়া।।
সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে মোহর অবতার।
ঘরে ঘরে, করিমু কীর্ত্তন-পরচার।।
বিদ্যা, ধন, কুল, জ্ঞান, তপস্যার মদে।
মোর ভক্ত-স্থানে যার আছে অপরাধে।।
সে অধম-সভারে না দিমু প্রেমযোগ।
নগরিয়া-প্রতি দিমু ব্রহ্মাদির ভোগ।।
শুনিয়া আনন্দে ভাসে সব-ভক্তগণ।
ক্ষণেকে সুস্থির হৈলা শ্রীশচীনন্দন।।
'কি চাঞ্চল্য করিলাঙ?' প্রভু জিজ্ঞাসয়ে।
ভক্তসব বোলে 'কিছু উপাধিক নহে'।।
সভারে করেন প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন।
অপরাধ মোর না লইবা সর্ব্ব-ক্ষণ।।
হাসে সর্ব্বভক্তগণ প্রভুর কথায়।
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু গড়াগড়ি যায়।।"

নিতাই আমার মহাসুখী

গৌরাঙ্গ- প্রকাশ দেখি'—নিতাই আমার মহাসুখী

এই ভাব নিতাইচাঁদের মনে

সবাই ভজুক গৌরধনে—এই ভাব নিতাইচাঁদের মনে

নিতাইচাঁদের বড় উল্লাস

দেখিয়া গৌরাঙ্গ-প্রকাশ—নিতাইচাঁদের বড় উল্লাস

"সম্বরণ নহে নিত্যানন্দের আবেশ।
প্রেমরসে বিহ্বল হইলা প্রভু শেষ"।।
ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কাঁদে, ক্ষণে দিগম্বর।
বাল্যভাবে পূর্ণ হইল সর্ব্ব-কলেবর।।

কোথা বা থাকিল দণ্ড, কোথা কমণ্ডুল।
কোথা বা বসন গেল, নাহি আদি মূল।।
চঞ্চল হইলা নিত্যানন্দ মহাধীর।
আপনে ধরিয়া প্রভু করিলেন স্থির।।"

তারে,—আর কে রাখিবে ধ'রে

যে আপনি ধরণী ধরে,—তারে,—আর কে রাখিবে ধ'রে
বিনা প্রভু বিশ্বম্ভরে—তারে,—আর কে রাখিবে ধ'রে

"চৈতন্যের বচন-অঙ্কুশ সবে মানে।
নিত্যানন্দ মত্ত-সিংহ আর নাহি জানে।।
"স্থির হও,কালি পূজিবারে চাহ ব্যাস'।
স্থির করাইয়া প্রভু গেলা নিজ-বাস।।
ভক্তগণ চলিলেন আপনার ঘরে।
নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাস-মন্দিরে।।
কথো রাত্রে নিত্যানন্দ হুঙ্কার করিয়া।
নিজ দণ্ড-কমণ্ডলু ফেলিলা ভাঙ্গিয়া।।"

সূচনা হ'ল রে

এই ত দণ্ডভঙ্গ-লীলার—সূচনা হল' রে

"কেবুঝয়ে ঈশ্বরের চরিত্র অখণ্ড।
কেনে ভাঙ্গিলেন নিজ কমণ্ডলু দণ্ড।।"

এই অনুভব হয়

পরম-করুণ শ্রীগুরু-কৃপায়—এই অনুভব হয়

দণ্ড-ভঙ্গের এই মর্ম্ম

আমার প্রভু-নিত্যানন্দের —দণ্ড-ভঙ্গের এই মর্ম্ম

এখন নয় দণ্ড ধর্‌বার

এযে,—অহৈতুকী কৃপা কর্‌বার—এখন নয় দণ্ড ধর্‌বার

"প্রভাতে উঠিয়া দেখে রামাই-পণ্ডিত।
ভাঙ্গাদণ্ড-কমণ্ডলু দেখিয়া বিস্মিত।।
পণ্ডিতের স্থানে কহিলেন ততক্ষণে।
শ্রীবাস বোলেন 'যাও ঠাকুরের স্থানে'।।"

আমরা কি-বুঝি বল

পাগলের কার্য্য জানে পাগল—আমরা কি-বুঝি বল

"রামাইয়া মুখে শুনি আইলা ঠাকুর।
বাহ্য নাহি নিত্যানন্দ হাসেন প্রচুর।।
দণ্ড লইলেন প্রভু শ্রীহস্তে তুলিয়া।
চলিলেন গঙ্গাস্নানে নিত্যানন্দ লৈয়া।।
শ্রীবাসাদি সভেই চলিলা গঙ্গাস্নানে।
দণ্ড থুইলেন প্রভু গঙ্গায়ে আপনে।।
চঞ্চল সে নিত্যানন্দ না মানে বচন।
তবে একবার প্রভু করয়ে গর্জ্জন।।
কুম্ভীর দেখিয়া তারে ধরিবারে যায়।"

পাগল নিতাই রে

গৌরাঙ্গ-প্রেমে—পাগল নিতাই রে

"গদাধর শ্রীনিবাস করে 'হায় হায়'।।
সাঁতার গঙ্গার মাঝে নির্ভয়-শরীর।
চৈতন্যের বাক্যে মাত্র কিছু হয় স্থির।।
নিত্যানন্দ-প্রতি ডাকি বোলে বিশ্বম্ভর।
'ব্যাসপূজা আসি ঝাট করহ সত্বর'।।
শুনিয়া প্রভুর বাক্য উঠিলা তখনে।
স্নান করি গৃহে আইলেন প্রভু-সনে।।
আসিয়া মিলিলা সব-ভাগবতগণ।
নিরবধি 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' করিতে কীর্ত্তন।।"

উঠিল আনন্দ-রোল

শ্রীবাস-অঙ্গন-মাঝে—উঠিল আনন্দ-রোল

"শ্রীবাস-পণ্ডিত ব্যাস-পূজার আচার্য্য।
চৈতন্যের আজ্ঞায় করেন সর্ব্ব-কার্য্য।।
মধুর মধুর সভে করেন কীর্ত্তন।
শ্রীবাস-মন্দির হৈল বৈকুণ্ঠ-ভবন।।"

আনন্দের পাথার বয়ে যায়

শ্রীবাস-মন্দিরে আজ—আনন্দের পাথার বয়ে যায়

ব্যাসদেবের পূজা-লীলায়—আনন্দের পাথার বয়ে যায়

"সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞাতা সেই ঠাকুর-পণ্ডিত।
করিলা সকল কার্য্য যে বিধিবোধিত।।
দিব্য-গন্ধ সহিত সুন্দর বনমালা।
নিত্যানন্দ-হাথে দিয়া বলিতে লাগিলা।।
'শুন শুন নিত্যানন্দ! এই মালা ধর।
বচন পড়িয়া ব্যাসদেবে নমস্কর।।
শাস্ত্রবিধি আছে মালা আপনে সে দিবা।
ব্যাস তুষ্ট হৈলে, সর্ব্ব-অভীষ্ট পাইবা'।।
যত শুনে নিত্যানন্দে করে 'হয় হয়'।
কিসের বচন-পাঠ প্রবোধ না লয়।।"

নিতাইর মন মানে না

প্রাণ-গৌরাঙ্গের সেবা বিনা—নিতাইর মন মানে না

স্বপ্নেও না জানে অন্য

কত-গুণের প্রভু নিত্যানন্দ—স্বপ্নেও না জানে অন্য

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিনা—স্বপ্নেও না জানে অন্য

তাই,—**"কিসের বচন-পাঠ-প্রবোধ না লয়।।**
কিবা বোলে ধীরে ধীরে, বুঝন না যায়।"

পাগলের বুলি কে বুঝ্‌লে বল

পাগল হ'দে ধ'রে না-হ'লে পাগল—পাগলের বুলি কে বুঝ্‌বে বল

খুঁজে মালা-পরাবার গলা

নিতাই হাথে করি মালা—খুঁজে—মালা-পরাবার গলা

বলে,—কৈ সে গলা কৈ

নিতাই মালা হাথে বলে—বলে,—কৈ সে গলা কৈ

যে গলায় মালা সদাই দেই—বলে,—কৈ সে মালা কৈ

"কিবা বোলে ধীরে ধীরে বুঝন না যায়।
মালা হাথে করি পুনঃ চারিদিকে চায়।।"

সেই,—গলা খুঁজে পায় না

যে গলায় মালা পরাণ স্বভাব—সেই,—গলা খুঁজে পায় না
যার গলায় মালা পরাতে সাধ—সেই,—গলা খুঁজে পায় না (মাতন)

সেই,—গলা খুঁজে নাহি পায়

মালা পরাবে যে গলায়—সেই,—গলা খুঁজে নাহি পায়
মালা হাথে নিতাই চারিদিকে চায়—সেই,—গলা খুঁজে নাহি পায়

আর কারেও জানে না

সেবার পাত্র গৌর বিনা—আর কারেও জানে না
সেবাবিগ্রহ নিতাই-সোণা—আর কারেও জানে না

"যার মন্ত্রেতে সকল-মূর্ত্তিতে বৈসে প্রাণ।
সেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ভগবান্।।"

আর,—কার পূজা কর্‌বে নিতাই

তাই,—গলা খুঁজে খুঁজে বেড়ায়

গৌর-গলায় দিবে ব'লে—তাই—গলা খুঁজে খুঁজে বেড়ায়

আর কারে সেবিবে নিতাই

বিনা—পরতত্ত্ব-সীমা শ্রীচৈতন্য-গোঁসাই—আর কারে সেবিবে নিতাই

প্রাণ-বিশ্বম্ভর হয়

সর্ব্ব,—লীলা-রস-তত্ত্বময়—প্রাণ-বিশ্বম্ভর হয়

তাই বেড়ায় খুঁজে খুঁজে

নিতাই মালা হাতে—তাই বেড়ায় খুঁজে খুঁজে
গৌর-গলায় দিবে ব'লে—তাই বেড়ায় খুঁজে খুঁজে

"প্রভুরে ডাকিয়া বোলে শ্রীবাস উদার।
'না পূজেন ব্যাস এই শ্রীপাদ তোমার'।।
শ্রীবাসের বাক্য শুনি শ্রীগৌরসুন্দর।"

প্রাণে প্রাণে জেনেছেন প্রভু

নিতাই আমায়—খুঁজে-বেড়াইছেন—প্রাণে প্রাণে জেনেছেন প্রভু

প্রাণে প্রাণে পড়েছে টান

নিতাই করিছে তার অনুসন্ধান—প্রাণে প্রাণে পড়েছে টান

আর কি প্রভু রইতে পারে

প্রাণের নিতাই খুঁজিছে তারে—আর কি প্রভু রইতে পারে
নিতাই,—খুঁজিছে গলা পূজিবে ব'লে—আর কি প্রভু রইতে পারে

"ধাইয়া সম্মুখে প্রভু আইলা সত্বর।।"

ধেয়ে এলেন সেই কালে

নিতাইচাঁদের অগ্রেতে—ধেয়ে এলেন সেই কালে

"প্রভু বলে নিত্যানন্দ শুনহ বচন।
মালা দিয়া ঝাট কর' ব্যাসের পূজন।।
দেখিলেন নিত্যানন্দ প্রভু বিশ্বম্ভর।।"

নিতাই করে দরশন

সম্মুখে বাঞ্ছিত ধন—নিতাই করে দরশন

সেই গলা সম্মুখে এল

যে গলা নিতাই খুঁজিতেছিল—সেই গলা সম্মুখে এল

দেখিয়া সেই বিশ্বম্ভরে

যাঁরে খুঁজিতেছিল নিতাই অন্তরে—দেখিয়া সেই বিশ্বম্ভরে
আপনার সম্মুখে—দেখিয়া সেই বিশ্বম্ভরে

আনন্দ আর ধরে না রে

যাঁকে,—খুঁজিতেছিল সম্মুখে—আনন্দ আর ধরে না রে

আনন্দ আর ধরে না

মালা দিবার গলা পেয়ে—আনন্দ আর ধরে না

"মালা তুলি দিল তাঁর মস্তক উপর।"

নিতাইচাঁদ সেবা করে

নিজ সেব্য-নিধি পেয়ে—নিতাইচাঁদ সেবা করে

কাঁদে নিতাই প্রেম-ভরে

মালা দিয়ে বিশ্বম্ভরে—কাঁদে নিতাই প্রেম-ভরে

নিতাইর মন আন জানে না

প্রাণ-গৌরাঙ্গের সেবা বিনা—নিতাইর মান আন জানে না

"চাঁচর-চিকুরে মালা শোভে অতি ভাল।
ছয়-ভুজ বিশ্বম্ভর হৈলা তৎকাল।।"

হইল ষড়্ভুজ-ধারী

নিতাই-করের মালা পরি—হইল ষড়্ভুজ-ধারী

"শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম শ্রীহল, মূষল।"

গৌরের এবে নব ষড়্ভুজ

নিতাইচাঁদে দেখায় রূপ—গৌরের এবে নব ষড়্ভুজ

জানাইলেন ভক্তগণে

এ ষড়্ভুজ দেখাইয়ে—জানাইলেন ভক্তগণে

অভিন্ন তনু বটে

আমি আর নিত্যানন্দ—অভিন্ন তনু বটে

প্রাণভ'রে গাও ভাই

শ্রীগুরুচরণ হৃ'দে ধ'রে—প্রাণভ'রে গাও ভাই
অভিন্ন চৈতন্য নিতাই—প্রাণভ'রে গাও ভাই (মাতন)

"দেখিয়া বিস্মিত হৈলা নিতাই বিহ্বল।।
ষড়্ভুজ দেখি মূর্চ্ছা পাইলা নিতাই।"

হইল নিতাই মূরছিত

দেখি স্বরূপ মনের মত—হইল নিতাই মূরছিত

"পড়িলা পৃথিবী-তলে ধাতু মাত্র নাই।।
ভয় পাইলেন সব বৈষ্ণবের গণ।
'রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ কৃষ্ণ' করেন স্মরণ।।
হুঙ্কার করেন জগন্নাথের নন্দন।
কক্ষেতালি দেই ঘন-বিশাল-গর্জ্জন।।"

গৌরহরির মনে উল্লাস

দেখি নিতাইচাঁদের প্রকাশ—গৌরহরির মনে উল্লাস

"মূর্চ্ছা গেল নিত্যানন্দ ষড়্ভুজ দেখিয়া।
আপনে চৈতন্য তোলে গায়ে হাত দিয়া।।
উঠ উঠ নিত্যানন্দ! স্থির কর চিত।
সঙ্কীর্ত্তন শুন—যে তোমার সমীহিত।।
যে কীর্ত্তন নিমিত্ত করিলা অবতার।
সে তোমার সিদ্ধ হইল কিবা চাহ আর।।
তোমার সে প্রেমভক্তি তুমি প্রেমময়।
বিনে তুমি দিলে, কারো ভক্তি নাহি হয়।।
আপনা সম্বরি উঠ, নিজ-জনে চাহ।
যাহারে তোমার ইচ্ছা তাহারে বিলাহ।।"

অবিচারে কর দান

চির অনর্পিত প্রেমধন—অবিচারে কর দান

প্রেম বিলাও জগভরি

পাত্রাপাত্র না বিচারি—প্রেম বিলাও জগভরি

আমি ,—তারি হ'ব অবিচারে

তুমি আমায়,—যারে দিবে ইচ্ছা ক'রে—আমি,—তা'রি হ'ব অবিচারে

আমি তোমায় দিলাম ভার

আমার,—বিশ্বম্ভর নাম পূর্ণ করিবার—আমি তোমায় দিলাম ভার

আবেশে বলেন গৌরহরি

"তিলার্দ্ধেক নিত্যানন্দে যাহার দ্বেষ রহে রে।
ভজিলেহ সে কভু আমার প্রিয় নহে রে।।"

আমি,—বাঁধা তারি প্রেমপাশে

নিতাই,—তোমাকে যে ভালবাসে—আমি,—বাঁধা তা'রি প্রেমপাশে (মাতন)

তারে বিকাইব অবিচারে

যে ভজে তোমারে—তারে বিকাইব অবিচারে

"পাইয়া চৈতন্য প্রভু—প্রভুর বচনে।
হইলা আনন্দময় ষড়্ভুজ দর্শনে।।
যে অনন্ত-হৃদয়ে বৈসেন গৌরচন্দ্র।
সেই প্রভু অবিস্ময় জান নিত্যানন্দ।।"

অনন্তরূপে সেবা করে

সেবা-বিগ্রহ নিতাই আমার—অনন্তরূপে সেবা করে

"ছয়-ভুজ-দৃষ্টি তানে কোন্ অদভুত।
অবতার অনুরূপ এসব কৌতুক।।
রঘুনাথ প্রভু যেন পিণ্ডদান কৈলা।
প্রত্যক্ষ হইয়া আসি দশরথ লৈলা।।
সে যদি অদ্ভুত, তবে এহো অদভুত।
নিশ্চয় সকল এই কৃষ্ণের কৌতুক।।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের স্বভাব সর্ব্বথা।
তিলার্দ্ধেকো দাস্যভাব না হয় অন্যথা।।
লক্ষ্মণের স্বভাব যে হেন অনুক্ষণ।
সীতা-বল্লভের দাস্যে মন প্রাণ ধন।।
এই মত নিত্যানন্দ-স্বরূপের মন।
চৈতন্যচন্দ্রের দাস্য প্রতি অনুক্ষণ।।
যদ্যপিহ অনন্ত ঈশ্বর নিরাশ্রয়।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের হেতু জগন্ময়।।
সর্ব্ব-সৃষ্টি-তিরোভাব যে সময়ে হয়ে।
তখনো অনন্তরূপে সত্য বেদে কহে।।
তথাপিহ শ্রীঅনন্তদেবের স্বভাব।
নিরবধি প্রেম-দাস্যভাবে অনুরাগ।।
যুগে যুগে— প্রতি-অবতারে-অবতারে।
স্বভাব তাঁহার দাস্য, বুঝহ বিচারে।।
শ্রীলক্ষ্মণ-অবতারে অনুজ হইয়া।
নিরবধি সেবেন অনন্ত, দাস হইয়া।।
অন্ন-পানী-নিদ্রা ছাড়ি শ্রীরামচরণ।
সেবিয়াও আকাঙ্ক্ষা না পূরে অনুক্ষণ।।
জ্যেষ্ঠ হইয়াও বলরাম-অবতারে।
দাস্যযোগ কভু না ছাড়িলেন অন্তরে।।
'স্বামী' করিয়াও সে বোলেন কৃষ্ণপ্রতি।
ভক্তি বই কখনো না হয় অন্যমতি।।

সেই প্রভু আপনে অনন্ত মহাশয়।
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু জানিহ নিশ্চয়।।
ইহাতে যে নিত্যানন্দ বলরাম প্রতি।
ভেদ-দৃষ্টি হেন করে সে-ই মূঢ়মতি।।
সেবাবিগ্রহের প্রতি অনাদর যার।
বিষ্ণুস্থানে অপরাধ সর্ব্বথা তাহার।।
ব্রহ্মা-মহেশ্বর-বন্দ্য যদ্যপি কমলা।
তভু তাঁর স্বভাব, চরণসেবা-খেলা।।
সর্ব্ব-শক্তি-সমন্বিত 'শেষ' ভগবান্।
তথাপি স্বভাব-ধর্ম্ম সেবা সে তাহান।।
অতএব তান যেন স্বভাব কহিতে।
সন্তোষ পায়েন প্রভু সকল হইতে।।
ঈশ্বর-স্বভব সে—কেবল ভক্তিবশ।
বিশেষ প্রভুর সুখ শুনিতেই যশ।।
স্বভাব কহিতে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের প্রীত।
অতএব বেদে কহে স্বভাব-চরিত।।
বিষ্ণু-বৈষ্ণবের তত্ত্ব যে কহে পুরাণে।
সেইমত লিখি আমি পুরাণ-প্রমাণে।।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের এই বাক্য মন।
'চৈতন্য ঈশ্বর, মুঞি তাঁর একজন'।।
অহর্নিশ শ্রীমুখে নাহিক অন্যকথা।
'মুঞি তাঁর, সেহো মোর ঈশ্বর সর্ব্বথা'।।
চৈতন্যের সঙ্গে যে মোহোর স্তুতি করে।
সে-ই সে মোহোর ভৃত্য, পাইবেক মোরে।।
আপনে কহিয়া আছেন ষড়্ভুজদর্শনে।
তান প্রীতে কহি তান এ সব কথনে।।
পরমার্থে নিত্যানন্দ তাহান হৃদয়ে।
দোঁহে দোঁহা দেখিতে আছেন সুনিশ্চয়ে।।
তথাপিহ অবতার-অনুরূপ খেলা।
করেন ঈশ্বর-সেবা, বুঝ তান লীলা।।

সহজে স্বীকার প্রভু করয়ে আপনে।
তাহা গায় বর্ণে' বেদে ভারতে পুরাণে।।
যে কর্ম্ম করয়ে প্রভু, সেই হয় বেদ।
তাহি গায় সর্ব্ব-বেদ ছাড়ি সর্ব্ব-ভেদ।।
ভক্তিযোগ বিনে ইহা বুঝন না যায়।
জানে জন-কথো গৌরচন্দ্রের কৃপায়।।
নিত্য শুদ্ধ জ্ঞানবন্ত বৈষ্ণব-সকল।
তবে যে কলহ দেখ, সব কুতুহল।।
ইহা না বুঝিয়া কোনোকোনো বুদ্ধি-নাশ।
এক বন্দে, আর নিন্দে, যাইবেক নাশ।।
বৈষ্ণব-হিংসার কথা সে থাকুক দূরে।
সহজ-জীবের যে অধম পীড়া করে।।
বিষ্ণু পূজিয়াও যে প্রজার দ্রোহ করে।
পূজাও নিষ্ফল হয়, আরো দুঃখে মরে।।
'সর্ব্বভূতে আছেন শ্রীবিষ্ণু' না জানিয়া।
বিষ্ণু-পূজা করে অতি প্রাকৃত হইয়া।।
এক হস্তে যেন বিপ্র-চরণ পাখালে।
আর হস্তে ঢিলা মারে মাথায় কপালে।।
এ সব লোকের কি কুশল কোন ক্ষণে।
হইয়াছে হইবেক?—বুঝ ভাবি মনে।।
যত পাপ হয় প্রজাগণের হিংসনে।
তার শতগুণ হয় বৈষ্ণব-নিন্দনে।।
শ্রদ্ধা করি মূর্ত্তি পূজে, ভক্ত না আদরে।
মূর্খ-নীচ-পতিতেরে দয়া নাহি করে।
'ভক্তাধম' শাস্ত্রে কহে এ -সব জনারে
'প্রভু' 'অবতার' যেই জন ভেদ করে।।
এক অবতার ভজে, না ভজয়ে আর।
কৃষ্ণ-রঘুনাথে করে ভেদ-ব্যবহার।।
বলরাম-শিব প্রতি প্রীতি নাহি করে।
'ভক্তাধম' শাস্ত্রে কহে এ সব-জনারে।।

প্রসঙ্গে কহিল ভক্তাধমের লক্ষণে।
পূর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ ষড়্ভুজ-দর্শনে।।
এই নিত্যানন্দের ষড়্ভুজ দরশন
ইহা যে শুনয়ে—তার বন্ধ-বিমোচন।।
বাহ্য পাই নিত্যানন্দ করেন ক্রন্দনে।
মহানদী বহে দুই কমল-নয়নে।।
'সভা' প্রতি মহাপ্রভু বলিলা বচন।
'পূর্ণ হৈল ব্যাস-পূজা করহ কীর্ত্তন।।'
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সভে আনন্দিত।
চৌদিগে উঠিল কৃষ্ণধ্বনি আচম্বিত।।
নিত্যানন্দ-গৌরচন্দ্র নাচে এক ঠাঞি।
মহামত্ত দুই ভাই, কারো বাহ্য নাঞি।।
সকল বৈষ্ণব হৈলা আনন্দে বিহ্বল।।
ব্যাসপূজা-মহোৎসব মহাকুতুহল।
কেহো নাচে, কেহো গায়, কেহো গড়ি যায়।।
সভেই চরণ ধরে, যে যাহার পায়।।
চৈতন্যপ্রভুর মাতা—জগতের আই।
নিভৃতে বসিয়া রঙ্গ দেখেন তথাই।।
বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ দেখি দুইজনে।
'দুইজনে মোর পুত্র' হেন বাসে মনে।।
ব্যাসপূজা-মহোৎসব পরম উদার।
অনন্ত-প্রভু সে পারে ইহা বর্ণিবার।।
সূত্র আমি কিছু কহি চৈতন্যচরিত।
যে-তে-মতে কৃষ্ণ গাইলেই হয় হিত।।
দিন অবশেষ হৈল ব্যাস-পূজা-রঙ্গে।
নাচেন বৈষ্ণবগণ বিশ্বম্ভর-সঙ্গে।।
পরানন্দে মত্ত মহাভাগবতগণ।
'হা কৃষ্ণ' বলিয়া সভে করেন ক্রন্দন।।
এইমতে নিজ ভক্তিযোগ প্রকাশিয়া।
স্থির হৈলা বিশ্বম্ভর সর্ব্বগণ লৈয়া।।

ঠাকুর-পণ্ডিত-প্রতি বোলে বিশ্বম্ভর
'ব্যাসের নৈবেদ্য সব আনহ্ সত্বর।।'
ততক্ষণে আনিলেন সর্ব্ব-উপহার।
আপনেই প্রভু হস্তে দিলেন সভার।।
প্রভুর হস্তের দ্রব্য পাই ততক্ষণ।
আনন্দে ভোজন করে ভাগবত-গণ।।
যতেক আছিল সেই বাড়ীর ভিতরে।
সভারে ডাকিয়া প্রভু দিলা নিজ-করে।।
ব্রহ্মাদি পাইয়া যাহা ভাগ্য-হেন মানে।
তাহা পায় বৈষ্ণবের দাস-দাসীগণে।।
এসব কৌতুক যত শ্রীবাসের ঘরে।
এতেকে শ্রীবাস-ভাগ্য কে বলিতে পারে।।
এইমত নানা-দিন নানা সে কৌতুকে
নবদ্বীপে হয়, নাহি জানে সর্ব্বলোকে।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।।"

আজ ব্যাস-পূজনের তিথি
সেই,—আষাঢ়ী পৌর্ণমাসী—আজ ব্যাস-পূজনের তিথি
আজ শ্রীগুরু-পূজনের তিথি
শিখাইলেন শ্রীগুরু-পূজা
ব্যাস-পূজার ছলে নিতাই আমার—শিখাইলেন শ্রীগুরু-পূজা
নিতাই পূজিল ব্যাস-পূজা-ছলে
শ্রীগুরু-পূজা কৈল প্রচার
পূজক-শিরোমণি নিতাই আমার—শ্রীগুরু-পূজা কৈল প্রচার
আপনি আচরি শিখাইলেন
আজ,—গুরু-পূজা-তিথি ব'লে—আপনি আচরি শিখাইলেন
শিখাতে এসেছেন জগতেরে
আপনি আচরণ ক'রে—শিখাতে এসেছেন জগতেরে

নৈলে,—তার আবার কে পূজ্য

অভিন্ন চৈতন্য নিত্যানন্দ—নৈলে,—তার আবার কে পূজ্য
সর্ব্বোপরি তত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দ—নৈলে,—তার আবার কে পূজ্য

নিতাই কার পূজা কর্‌বে

সবাই ত তারে পূজ্‌বে—নিতাই কার পূজা কর্‌বে

শিখাইলেন শ্রীগুরু-পূজা

জগৎ-গুরু শ্রীগৌর পূজি—শিখাইলেন শ্রীগুরু-পূজা
জগৎ-গুরু নিত্যানন্দ—শিখাইলেন শ্রীগুরু-পূজা
'জগৎ-গুরু নিত্যানন্দ'—
অভিন্ন চৈতন্য তনু—জগৎ-গুরু নিত্যানন্দ

শিখাইলেন শ্রীগুরু-পূজা

ব্যাসপূজার ছলে—শিখাইলেন শ্রীগুরু-পূজা

প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠছে
আজ,—সেই শুভ পৌর্ণমাসী

শ্রীগুরু-পূজনের তিথি—আজ,—সেই শুভ পৌর্ণমাসী

আমরা,—কিছুই ত জান্‌তাম না

আজ,—গুরু-পূজনের তিথি ব'লে—আমরা,—কিছুই ত জান্‌তাম না
ব্যাস-পূজার কি রহস্য—আমরা,—কিছুই ত জান্‌তাম না
এই তিথির, কি ব্যবহার আমরা,—কিছুই ত জান্‌তাম না

কৃপা ক'রে জানাইলেন

পরম-করুণ শ্রীগুরুদেব—কৃপা ক'রে জানাইলেন
এই নীলাচলে ব'সে—কৃপা ক'রে জানাইলেন
'এই নীলাচলে ব'সে'—
এই দিনে এই খানে—এই নীলাচলে ব'সে

কৃপা ক'রে জানাইলেন

কেমন ক'রে গুরু-পূজা করতে হয়—কৃপা ক'রে জানাইলেন

ইঙ্গিত ক'রে জানাইছেন

এমনি গুরু-পূজা কর্‌তে হয়—ইঙ্গিত ক'রে জানাইছেন

নিজ-শ্রীগুরুদেবে পূজি—ইঙ্গিত ক'রে জানাইছেন
তাঁর প্রভু গৌরহরিকে পূজি—ইঙ্গিত ক'রে জানাইছেন
ব্যাস-পূজার কি মর্ম্ম—ইঙ্গিত ক'রে জানাইছেন

আজ,—প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্ছে
সেই,—পূর্ণ্য-তিথির আগমনে—আজ,—প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্ছে
শ্রীগুরু-পূজা কর্‌ব ব'লে—আজ,—প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্ছে

একবার এস হে
নিতাই-গৌর-প্রেমের পাগল—একবার এস হে

কোথাও ত যাও নাই তুমি
তুমি যে বাঁধা পড়ে আছ
তারা সবাই আছে হে
যাঁরা,—এসেছে তোমার সেবা ভুঞ্জিতে—তাঁরা সবাই আছে হে
এসেছেন বন্দীশালা হ'তে
তোমার প্রাণ রাধাকান্ত—এসেছেন বন্দীশালা হ'তে
এসেছেন চিত্রকূট হ'তে
ব্রহ্মচারীরে স্বপ্ন দিয়ে—এসেছেন চিত্রকূট হ'তে
তোমার প্রাণ রাধাবিনোদ—এসেছেন চিত্রকূট হ'তে
এসেছেন প্রাণ-নিতাই-গৌর
মহানগরী হ'তে—এসেছেন প্রাণ-নিতাই-গৌর
এসেছেন শ্রীঅচ্যুতানন্দ
শ্রীসীতানাথের স্বরূপ—এসেছেন শ্রীঅচ্যুতানন্দ
আউলিয়া মঠ হ'তে—এসেছেন শ্রীঅচ্যুতানন্দ

সবাই এসেছেন তোমার কাছে
তোমার সেবা-সুখ ভুঞ্জিতে—সবাই এসেছেন তোমার কাছে
তুমি,—কেমন ক'রে কোথায় যাবে
তাঁদের প্রেম-সেবা ছেড়ে—তুমি,—কেমন ক'রে কোথায় যাবে

তোমার সেবা তুমিই ক'রছ
আমাদের কৃতার্থ ক' র্‌ছ

তার উপলক্ষ ক' রে—আমাদের কৃতার্থ কর্‌ছ

তুমি কোথাও যাও নাই
লুকায়ে কর্‌ছ সেবা

তোমার সর্ব্বস্বধন ল'য়ে—লুকায়ে ক'র্‌ছ সেবা

লুকায়ে থেকে দেখ্‌ছ

তোমার,—আজ্ঞা-পালন করি কিনা—লুকায়ে থেকে দেখ্‌ছ

আজ একবার এস হে

আজ,—শ্রীগুরু-পূজনের দিন—আজ একবার এস হে

বড় সাধে এসেছি ভাই ভাই মিলে

তোমার আকর্ষণে নীলাচলে—বড় সাধে এসেছি ভাই ভাই মিলে

বড় সাধ ছিল মনে
দেখিব গৌরাঙ্গ-ধনে

আমরা তোমার আনুগত্যে—দেখিব গৌরাঙ্গ-ধনে

তোমার সনে দেখ্‌ব গোরা

ভক্ত-সম্মিলন-লীলায়—তোমার সনে দেখ্‌ব গোরা
ঝালি-সমর্পণ-লীলায়—তোমার সনে দেখ্‌ব গোরা
গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলায়—তোমার সনে দেখ্‌ব গোরা
মধুর-জলকেলি-রঙ্গে—তোমার সনে দেখ্‌ব গোরা
'মধুর-জলকেলি-রঙ্গে'—
ইন্দ্রদ্যুম্নের নীলজলে—মধুর-জলকেলি-রঙ্গে

তোমার সনে দেখ্‌ব গোরা

মধুর-ভোজন-রঙ্গে—তোমরা সনে দেখ্‌ব গোরা
আইটোটা-উপবনে—তোমার সনে দেখ্‌ব গোরা

মধুর-কীর্ত্তন-নটন-রঙ্গে

জগন্নাথের রথের আগে—মধুর-কীর্ত্তন-নটন-রঙ্গে,—তোমার সঙ্গে দেখব গোরা

দর্শন-আশা না মিটিল

রথযাত্রা করাইল—দর্শন-আশা না মিটিল

বুকের সাধ বুকেই থাক্‌ল

আজ,—প্রাণে আশা জেগেছে

শ্রীগুরু-পূজার তিথি জে'নে—আজ,—প্রাণে, আশা জেগেছে

আজ বড় প্রাণ কাঁদিছে

তোমায় দেখ্‌বার লাগি'—আজ বড় প্রাণ কাঁদিছে

একবার এস হে

হা শ্রীগুরুদেব—একবার এস হে

বড় সাধে গেঁথেছি মালা

সুগন্ধি-সুকোমল-পুষ্পে—বড় সাধে গেঁথেছি মালা

তোমার গলায় পরাব ব'লে—বড় সাধে গেঁথেছি মালা

বড় সাধে ঘসেছি চন্দন

কর্পূরাদি-সুগন্ধি-দ্রব্য-যোগে—বড় সাধে ঘসেছি চন্দন

করিবারে তোমার অঙ্গ লেপন—বড় সাধে ঘসেছি চন্দন

অঙ্গীকার কর হে

নিজগুণে আমাদের পূজা—অঙ্গীকার কর হে

উপেক্ষা ক'র না

আমরা স্বতন্তরী ব'লে যেন—উপেক্ষা ক'র না

তোমার আজ্ঞা পালন করি না বোলে—উপেক্ষা ক'র না

শকতি ত নাই আমাদের

তোমার আজ্ঞা পালনের—শকতি ত নাই আমাদের

আমরা অভিমানী স্বতন্তরী—শকতি ত নাই আমাদের

তাইতে হয়ে যায়

কৃপা ক'রে যাও করাও—তাইতে হয়ে যায়

আজ একবার এস হে

অদোষ-দরশী-স্বভাবে—আজ একবার এস হে

নিজগুণে কর অঙ্গীকার

আমাদের পূজা-উপচার—নিজগুণে কর অঙ্গীকার

আমাদের নাই সেবা অধিকার—নিজগুণে কর অঙ্গীকার

আমাদের সেবা অধিকার নাই

আমরা অপরাধী সদাই—আমাদের সেবা অধিকার নাই

অঙ্গীকার কর নিজগুণে

অদোষ-দরশী-স্বভাবে—অঙ্গীকার কর নিজগুণে

একবার এস হে

তেমনি ক'রে একবার এস

এই তোমার বাসগৃহে—তেমনি ক'রে একবার এস

তেমনি ক'রে বস হে

এই তোমার বস্‌বার আসনে—তেমনি ক'রে বস হে

পরাই তোমায় মাল্য চন্দন

ভাই ভাই মিলে মন-সাধে—পরাই তোমায় মাল্য চন্দন

প্রীতিদানে দাও আলিঙ্গন—পরাই তোমায় মাল্য চন্দন

নিজ-শক্তি সঞ্চারিয়ে

কৃপা ক'রে পরশিয়ে—নিজ-শক্তি সঞ্চারিয়ে

আশ্বাসবাণী দাও আমাদের

বড় দুর্ব্বল হয়েছি মোরা—আশ্বাসবাণী দাও আমাদের

'বড় দুর্ব্বল হয়েছি মোরা'—

তোমার সঙ্গ হারাইয়ে—বড় দুর্ব্বল হয়েছি মোরা

আশ্বাসবাণী দাও আমাদের

দাও দাও বল দাও

অপরাধ ক্ষমা ক'রে—দাও দাও বল দাও

কৃপাদিঠে চেয়ে আমাদের পানে—দাও দাও বল দাও

মৃদু মন্দ হেসে হেসে—দাও দাও বল দাও

একবার এস হে

এইখানে নিশ্চয় আছ তুমি

এই ত তোমার বসতি-ভূমি—এইখানে নিশ্চয় আছ তুমি

তবে কেন দেখা দিছ না

তাইতে দেখা দিছ না

আমাদের,—পূজা বুঝি ল'বে না—তাইতে দেখা দিছ না

'আমাদের,—পূজা বুঝি ল'বে না'—

আমরা অপরাধী ব'লে—আমাদের,—পূজা বুঝি ল'বে না

তাইতে দেখা দিছ না

তুমি,—জেনেই ত করেছ গ্রহণ

স্বতন্ত্রতার মূরতি মোরা—তুমি,—জেনেই ত করেছ গ্রহণ

স্বতন্ত্রতা স্বভাব মোদের

দয়া করা স্বভাব তোমার—স্বতন্ত্রতা স্বভাব মোদের

তুমি কেন স্বভাব ছাড়্বে

আমরা ত স্বভাব ছাড়ি নাই—তুমি কেন স্বভাব ছাড়্বে

একবার দেখা দাও

সবাই ত জেনেছে

আমরা তোমার ব'লে—সবাই ত জেনেছে

'আমরা তোমার ব'লে'—

যদিও হই স্বতন্তরী—আমরা তোমার ব'লে

সবাই ত জেনেছে

একবার দেখ দাও

অপরাধ ক্ষমা ক'রে—একবার দেখা দাও

'যদি,—আমার সেবা না কর গ্রহণ

অপরাধী স্বতন্তরী ব'লে-যদি,—আমার সেবা না কর গ্রহণ

আর সকলের বাসনা কর পূরণ

এসেছে তোমার দাসদাসীগণ

ল'য়ে তোমার পূজার উপকরণ—এসেছে তোমার দাসদাসীগণ

আজ,—শ্রীগুরু-পূজার তিথি জেনে—এসেছে তোমার দাসদাসীগণ
গুরু-পূজার সন্ধান ল'য়ে—এসেছে তোমার দাসদাসীগণ

আজ,—সবে মিলে এসেছে

আজ বড় আশা ক'রে—আজ,—সবে মিলে এসেছে
তোমার পূজা কর্‌বে ব'লে—আজ,—সবে মিলে এসেছে

একবার তাদের দাও দরশন

কর তাদের বাসনা পূরণ—একবার তাদের দাও দরশন
আমি একা বাকী থাকি—একবার তাদের দাও দরশন

তেমনি ক'রে কও কথা

সবার,—নাম ধ'রে ডেকে ডেকে—তেমনি ক'রে কও কথা
প্রেমদিঠে চেয়ে অমিয়া-ভাষে—তেমনি ক'রে কও কথা

সবাই তোমার সেবা করুক

দেখে আমি সুখী হব—সবাই তোমার সেবা করুক

না করলেও করতে পার

অভিমানে,—আমাদের উপহার গ্রহণ—না কর্‌লেও কর্‌তে পার
কত দুঃখ,—দিয়েছি দিতেছি ব'লে—না কর্‌লেও কর্‌তে পার
'কত দুঃখ,—দিয়েছি দিতেছি ব'লে—
আমরা স্বতন্ত্রতা ক'রে—তোমায় কত দুঃখ,—দিয়েছি দিতেছি ব'লে

না কর্‌লেও কর্‌তে পার

কিন্তু অনেকে এসেছে

যারা তোমায় দেখে নাই—কিন্তু অনেকে এসেছে

তোমার পদে বিকায়েছে

তোমার গুণ শুনে মুগ্ধ হ'য়ে—তোমার পদে বিকায়েছে

তাদের সেবা অঙ্গীকার কর

প্রাণভ'রে দেখ্‌ব

তারা তোমার সেবা ক'র্‌বে—প্রাণভ'রে দেখ্‌ব

একবার দেখা দাও

নিতাই-গৌর-প্রেমের পাগল—একবার দেখা দাও

আর এক নিবেদন

এসেছেন মহান্ত-বৈষ্ণবগণ

গৌরগণ জগন্নাথের গণ—এসেছেন মহান্ত-বৈষ্ণবগণ

শ্রীগুরুপূজা-উৎসব জেনে—এসেছেন মহান্ত-বৈষ্ণবগণ

তোমার প্রীতি-আকর্ষণে-এসেছেন মহান্ত-বৈষ্ণবগণ

এসেছেন নিত্যানন্দের গণ

এসেছেন সীতানাথের গণ

এসেছেন নরহরির গণ

এসেছেন অভিরামের গণ

অনেকেই ত এসেছেন

আমরা ত জানি না

তাঁদের আদর সম্ভাষণ—আমরা ত জানি না

তুমি,—কর আদর সম্ভাষণ

যথাযোগ্য যাঁরে যেমন—তুমি,—কর আদর সম্ভাষণ

মধুর-বচনে তুমি—তুমি,—কর আদর সম্ভাষণ

পরাও মাল্য চন্দন

মর্য্যাদা ক'রে তুমি—পরাও মাল্য চন্দন

একবার দেখা দাও

মহান্তগণের প্রীতে—একবার দেখা দাও

করেছি মোরা ভোগের আয়োজন

ভিক্ষা ক'রে কত সাধে—করেছি মোরা ভোগের আয়োজন

ভিক্ষা ক'রে কত সাধে'—

ভাই ভাই মিলে দ্বারে দ্বারে—ভিক্ষা ক'রে কত সাধে

করেছি মোরা ভোগের আয়োজন

তোমার,—নিতাই -গৌর-সীতানাথের—করেছি মোরা ভোগের আয়োজন

রাধাকান্ত-রাধাবিনোদের—করেছি মোরা ভোগের আয়োজন

জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রার—করেছি মোরা ভোগের আয়োজন
স্মঙরিয়ে তোমার চরণ—করেছি মোরা ভোগের আয়োজন

আপনি এসে খাওয়াও হে

তাঁ সবার ভোগ অন্তে—আপনি এসে খাওয়াও হে

আপনি করাও প্রসাদ ভোজন

শ্রীবৈষ্ণব-মহন্তগণে—আপনি করাও প্রসাদ ভোজন
শ্রীজগন্নাথের গণে—আপনি করাও প্রসাদ ভোজন
সবারে প্রীতি ক'রে বসায়ে—আপনি করাও প্রসাদ ভোজন

নয়ন ভ'রে দেখি মোরা

কার আদর কি ক'র্‌তে হয়—নয়ন ভ'রে দেখি মোরা

তেমনি ক'রে এস হে

ভাবাবেশে ঢুলি ঢুলি—তেম্‌নি ক'রে এস হে
হা নিতাই গৌরাঙ্গ বলি—তেম্‌নি ক'রে এস হে
তোমার প্রিয়গণ-সঙ্গে—তেম্‌নি ক'রে এস হে

সবাকারে ল'য়ে এস

একে একে যাদের লুকায়ে রেখেছ—সবাকারে ল'য়ে এস

তোমরা সবাই এস হে

কোথা শ্রীনবদ্বীপদাদা—তোমরা সবাই এস হে
কোথা শ্রীগোবিন্দদাদা—তোমরা সবাই এস হে

সঙ্গে ক'রে ল'য়ে এস

তোমাদের প্রাণ রাধারমণে—সঙ্গে ক'রে ল'য়ে এস

এস গোকুলচন্দ্র দাস

প্রেমদাদা, অটলদাদা—এস গোকুলচন্দ্র দাস

এস প্রাণের ভাই ফণী

তোমার বাবার সাথে এস—এস প্রাণের ভাই ফণী

এস প্রিয় কৃষ্ণদাস

এস পরমানন্দদাদা—এস প্রিয় কৃষ্ণদাস

আসে পাশে ঘিরে ব'স
প্রাণ রাধারমণ ল'য়ে—আসে পাশে ঘিরে ব'স

তেমনি ক'রে পূজা কর
আজ শ্রীগুরু-পূজনের তিথি—তেম্‌নি ক'রে পূজা কর
কোথায় শ্রীললিতা দিদি—তেম্‌নি ক'রে পূজা কর
নন্দ-পরমানন্দ ল'য়ে—তেম্‌নি ক'রে পূজা কর

নয়ন ভ'রে দেখ্‌ব
সেবা ত কিছু জানি না
তোমরা সেবা করেছ সেবা জান—সেবা ত কিছু জানি না
শ্রীগুরু-পূজনের করেছি আয়োজন
তোমাদের শ্রীগুরুসেবা করি' স্মরণ—শ্রীগুরু-পূজনের করেছি আয়োজন
মনসাধে সাজাও তোমরা
তোমাদের প্রাণ রাধারমণে—মনসাধে সাজাও তোমরা
দেখে নয়ন জুড়াই মোরা
ক'রবে,—তেমনি ক'রে প্রসাদ ভোজন
মহান্তগণের ভোগ-অবশেষে—ক'র্‌বে,—তেমনি ক'রে প্রসাদ ভোজন
তাঁদের অধরামৃত ল'য়ে—ক'র্‌বে,—তেমনি ক'রে প্রসাদ ভোজন
প্রাণ রাধারমণ ল'য়ে—ক'র্‌বে,—তেম্‌নি ক'রে প্রসাদ ভোজন
মণ্ডলী বন্ধন ক'রে—কর্‌বে,—তেমনি ক'রে প্রসাদ ভোজন
প্রেম দিঠে চেয়ে ক'র্‌বে আজ্ঞা
শ্রীঅদ্বৈত বিনোদ দাস—প্রেম দিঠে চেয়ে ক'র্‌বে আজ্ঞা
গাইতে নিতাইগৌর-গুণ-গাঁথা—প্রেম দিঠে চেয়ে ক'র্‌বে আজ্ঞা
বড় দেখ্‌তে সাধ মোদের
মহাপ্রসাদ ভোজন-কালে
নিতাইগৌর-কথা-প্রসঙ্গে—মহাপ্রসাদ ভোজন-কালে
চারিদিকে উঠুক্ রোল
নিতাইগৌর-হরিবোল—চারিদিকে উঠুক্ রোল

হবেন পাগল ভাবাবিষ্ট

প্রভু বড় ভালবাসে

এই শাক শুকুতা—প্রভু বড় ভালবাসে

বড় ভালবাসে গৌর-সোণা

এই অন্ন-ব্যঞ্জন পিঠা-পানা—বড় ভালবাসে গৌর-সোণা

এই কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে

হইবেন ভাবাবিষ্ট

একবার দেখাও হে

সেই ভাবাবিষ্ট মূরতি খানি একবার দেখাও হে

কেউ যে কথা কইছ না

লুকায়ে লুকায়ে সবাই আছ—কেউ যে কথা কইছ না

আর কারে ব'ল্‌ব

ও প্রাণ রাধাকান্ত

ঠাকুর-নরোত্তমের প্রাণধন-ও প্রাণ রাধাকান্ত

তুমি আইলা বন্দীশালা হইতে

যার সেবা-সুখ ভোগ করিতে—তুমি আইলা বন্দীশালা হইতে

ও প্রাণ রাধাবিনোদ

তুমি আইলা চিত্রকূট হইতে

যার সেবা-সুখ ভুঞ্জিতে—তুমি আইলা চিত্রকূট হইতে

তোমার সেবক,—ব্রহ্মচারীকে স্বপ্নাদেশ দিয়ে—তুমি আইলা চিত্রকূট হইতে

ও প্রাণের নিতাইগৌর

তোমরা আইলা মহানগরী-হ'তে

যার সেবা-সুখ ভোগ করিতে—তোমরা আইলা মহানগরী-হ'তে

বল,—রাধাবিনোদ, রাধাকান্ত

নিতাই গৌর, অচ্যুতানন্দ—বল,—রাধাবিনোদ, রাধাকান্ত

বল,—কোথা সে লুকায়ে আছে

তার সেবা-সুখে আছ মেতে

ত্রিকাল-সত্য-লীলায়—তার সেবা-সুখে আছ মেতে

একবার দেখাও হে

তোমাদের প্রিয় সেবকেরে—একবার দেখাও হে

শ্রীগুরু-পূজনের দিনে—একবার দেখাও হে
লুকায়ে লুকায়ে কোথা বিহরে—একবার দেখাও হে

আমরা তার ক'র্‌ব পূজন

ক'র্‌বে মহাপ্রসাদ ভোজন—আমরা তার ক'র্‌ব পূজন

একবার এস হে

নিতাই-গৌর-প্রেমের পাগল—একবার এস হে

ব'স্‌বে তুমি নিরজনে

ভোজনান্তে আচমন ক'রে—ব'স্‌বে তুমি নিরজনে

আমরা ক'র্‌ব তাম্বূল সমর্পণে
ক'র্‌বে তাম্বূল চর্ব্বণে

গৌর-কথা-আলাপনে—ক'র্‌বে তাম্বূল চর্ব্বণে
আমরা ক'র্‌ব চামর ব্যজনে—ক'র্‌বে তাম্বূল চর্ব্বণে

তাম্বূল চর্ব্বণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে
যাবে তুমি বিশ্রাম-ঘরে

আমাদের,—প্রাসাদের-সেবায় আজ্ঞা দিয়ে—যাবে তুমি বিশ্রাম-ঘরে

আমরা, প্রেমানন্দে নাচ্‌ব

তোমার অধরামৃত পেয়ে—আমরা, প্রেমানন্দে নাচ্‌ব
তোমার বলে বলী হ'য়ে—আমরা, প্রেমানন্দে নাচ্‌ব

প্রাণভ'রে গাইব

ভাই ভাই এক-প্রাণে—প্রাণভ'রে গাইব
তোমার প্রাণারাম নাম—প্রাণভ'রে গাইব

হৃদিপটে এঁকে নিব

শ্রীগুরু-পূজনের ছবি—হৃদিপটে এঁকে নিব

পাগল হ'য়ে বেড়াব
যারে দেখ্‌ব তারে ব'ল্‌ব

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।

" গৌরহরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।"

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল।।"

—০—

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।

জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।"

"কটক-গড়গড়িয়া-ঘাটে কীর্ত্তন"

(মহানদীর তীরে শ্রীশ্রীগদাধর-পণ্ডিতের বিদায়)

শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে-নিতাই-গৌর-হরিবোল।

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।

জপ হরে কৃষ্ণ হরে শ্যাম।।"

"জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।"

প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

ভাইরে আমার,—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মেঘের—প্রাণ'ভরে জয় দাও ভাই (মাতন)

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মেঘের'—

প্রেমধারা-বর্ষণকারী—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মেঘের

'প্রেমধারা-বর্ষণকারী'—

গৌড়দেশ-উদ্যানে—প্রেমধারা-বর্ষণকারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মেঘের

গৌর-মেঘের জয় দাও ভাই

"জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।"

নিত্যানন্দ-বায়ুর জয় দাও

প্রেমবৃষ্টি-বর্ষণকরা—নিত্যানন্দ-বায়ুর জয় দাও

'প্রেমবৃষ্টি-বর্ষণকরা'—

গৌর-মেঘ চালাইয়ে—প্রেমবৃষ্টি-বর্ষণকরা—নিত্যানন্দ বায়ুর জয় দাও ভাই

"জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ।।

গৌর -মেঘের অদ্বৈত গর্জ্জন

প্রেম-বৃষ্টি করা বর্ষণ—গৌর-মেঘের অদ্বৈত গর্জ্জন

"জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ।।
"প্রভুর হইল ইচ্ছা যাইতে বৃন্দাবন।"

নীলাচলে বিহরে গোরা

প্রিয়গণ-সঙ্গে রঙ্গে—নীলাচলে বিহরে গোরা

"প্রভুর হইল ইচ্ছা যাইতে বৃন্দাবন।
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র হইলা বিমন।।"

প্রতাপরুদ্রের প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ল

প্রভু বৃন্দাবন যাবে শুনে—প্রতাপরুদ্রের প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ল
নীলাচল ছেড়ে যাবে ব'লে—প্রতাপরুদ্রের প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ল

"শুনিয়া প্রতাপরুদ্র হইলা বিমন।।
সার্ব্বভৌম রামানন্দ আনি দুই জন।
দোঁহাকেকহেন রাজা বিনয়-বচন।।
নীলাদ্রি ছাড়ি প্রভুর মন অন্যত্র যাইতে।
তোমরা করিহ যত্ন তাঁহারে রাখিতে।।'

ও সার্ব্বভৌম ও রামানন্দ

কেঁদে বলেন প্রতাপরুদ্র—ও সার্ব্বভৌম ও রামানন্দ

"তোমরা করহ যত্ন তাঁহারে রাখিতে।
তাহা বিনা এই রাজ্য মোর নাহি ভায়।।
গোসাঞি রাখিতে করিহ অনেক উপায়।।"

আমি,—কেমন ক'রে থাক্‌ব বল

কেঁদে বলেন প্রতাপরুদ্র—আমি,—কেমন ক'রে থাক্‌ব বল
ও সার্ব্বভৌম রামানন্দ—আমি,—কেমন ক'রে থাক্‌ব বল
প্রভু নীলাচল ছেড়ে গেলে—আমি,—কেমন ক'রে থাক্‌ব বল
গৌর-শূন্য-নীলাচলে—আমি,—কেমন ক'রে থাক্‌ব বল।। (মাতন)

"গোসাঞি রাখিতে করিহ নানা উপায়।।
রামানন্দ সার্ব্বভৌম দুইজন-সনে।
তবে যুক্তি করে প্রভু যাইতে বৃন্দাবনে।
দোঁহে কহে রথযাত্রা কর দরশন।

কার্ত্তিক আইলে তবে করিহ গমন।।
কার্ত্তিক আইলে কহে এবে মহাশীত।
দোলযাত্রা দেখি যাইহ এই ভাল রীত।।
আজি কালি করি উঠায় বিবিধ উপায়।
যাইতে সম্মতি না দেয় বিচ্ছেদের ভয়।"

প্রাণেতে বিরহ জাগ্‌ল
কেমন ক'রে থাক্‌বে ব'লে—প্রাণেতে বিরহ জাগ্‌ল
কেমন ক'রে থাক্‌ব রে
গৌরশূন্য-নীলাচলে—কেমন ক'রে থাক্‌ব রে

"যাইতে সম্মতি না দেয় বিচ্ছেদের ভয়।।
যদ্যপি স্বতন্ত্র প্রভু নহে নিবারণ।
ভক্ত-ইচ্ছা বিনা তবু না করে গমন।।"
"এই মত প্রত্যব্দ আইসে গৌড়ের ভক্তগণ।
প্রভু সঙ্গে রহি করে যাত্রা দরশন।।
তার মধ্যে যে যে বর্ষ আছয়ে বিশেষ।
বিস্তারিয়া আগে তাহা কহিব বিশেষ।।
এইমত মহাপ্রভুর চারি বৎসর গেল।"

সেই চারি বৎসর মধ্যে

দক্ষিণ যাঞা আসিতে দুই বৎসর লাগিল।।
আর দুই বৎসর চাহে বৃন্দাবন যাইতে
রামানন্দ হঠে প্রভু না পারে চলিতে।।
পঞ্চম বৎসরে গৌড়ের ভক্তগণ আইলা।
রথ দেখি না রহিলা গৌড়ে চলিলা।
তবে প্রভু সার্ব্বভৌম-রামানন্দ-স্থানে।
আলিঙ্গন করি কহে মধুর-বচনে।।
বহুত উৎকণ্ঠা মোর যাইতে বৃন্দাবন।"

ও সার্ব্বাভৌম রামানন্দ
কাতরে গৌরহরি বলেন—ও সার্ব্বভৌম রামানন্দ

'বহুত উৎকণ্ঠা মোর যাইতে বৃন্দাবন।
তোমার হঠে দুই বৎসর না কৈল গমন।।
অবশ্য চলিব দোঁহে করহ সম্মতি।।"

আমায়,—আর নিষেধ ক'রো না

ও সার্ব্বভৌম রামানন্দ—আমায়,—আর নিষেধ ক'রো না

আমার মন বড় উচাটন

যাবার লাগি বৃন্দাবন—আমার মন বড় উচাটন

আর আমায় ক'রো না বারণ

যেতে দাও বৃন্দাবন—আর আমায় ক'রো না বারণ

করিব আমি দরশন

নবকৈশোর নটবর—করিব আমি দরশন
'নরকৈশোর নটবর'—
গোপবেশ বেণুকর—নবকৈশোর নটবর

করিব আমি দরশন

"তোমা দোঁহা বিনা মোর নাহি অন্য গতি।।"

বালাই ল'য়ে মরে যাই

প্রভুর ভক্ত-বাৎসল্যের—বালাই ল'য়ে মরে যাই

"গৌড়দেশে হয় মোর দুই সমাশ্রয়।
জননী জাহ্নবী এই দুই দয়াময়।।
গৌড়দেশ দিয়া যাব তা' সবা দেখিয়া।
তুমি দোঁহে আজ্ঞা দেহ প্রসন্ন হইয়া।"

আর বাধা দিও না

ও সার্ব্বভৌম রামানন্দ—আর বাধা দিও না
ব্রজে যাবার আজ্ঞা দাও—আর বাধা দিও না (মাতন)

"শুনিয়া প্রভুর বাণী দোঁহে বিচারয়।
প্রভু সনে অতি হঠ কভু ভাল নয়।।
দুঁহে কহে এবে বর্ষা চলিতে নারিবা।
বিজয়া দশমী আইলে অবশ্য চলিবা।।"

আর বাধা দেব না

ব্রজে যেতে তোমার বড় উৎকণ্ঠা—আর বাধা দেব না

"আনন্দে মহাপ্রভু বর্ষা কৈল সমাধান।"

মনে মনে দিন গণে

প্রাণ-গৌর-সুন্দর আমার—মনে মনে দিন গণে

আসিবে কতদিনে—মনে মনে দিন গণে

বিজয়া দশমী—মনে মনে দিন গণে

বিজয়া দশমী আসিবে কতদিনে

যাব আমি বৃন্দাবনে—বিজয়া দশমী আসিবে কতদিনে

মনে মনে দিন গণে

"আনন্দে মহাপ্রভু বর্ষা কৈল সমাধান।
বিজয়া দশমী দিনে করিলা পয়ান।"

প্রভু চলিলেন নীলাচলে হ'তে

বিজয়া দশমী তিথিতে—প্রভু চলিলেন নীলাচল হ'তে

যায় প্রভু ব্রজবনেতে

মধুর নীলাচল হ'তে—যায় প্রভু ব্রজবনেতে

"বিজয়া দশমী দিনে করিলা পয়ান।।
জগন্নাথের প্রসাদ প্রভু যত পাইয়াছিলা।
কড়ার চন্দন ডোর সব সঙ্গে লৈলা।।"

ভক্তগণে দিবেন ব'লে

গৌড়দেশের সব—ভক্তগণে দিবনে ব'লে

"জগন্নাথের আজ্ঞা মাগি প্রভাতে চলিলা।
উড়িয়া ভক্তগণ সব পাছে চলি আইলা।।"

আ'মরি,—কাঁদে নীলাচলবাসী

বলে,—কোথা যাও গোরাশশী—আ'মরি,—কাঁদে নীলাচলবাসী

গৌর কোথা যাও চ'লে

নীলাচলবাসী সভে বলে—গৌর কোথা যাও চ'লে
আমাদের অনাথ ক'রে ফেলে—গৌর কোথা যাও চ'লে
আঁধার করি এই নীলাচলে—গৌর কোথা যাও চ'লে
আমরা,—কেমনে থাক্‌ব তোমায় ছেড়ে—গৌর কোথা যাও চ'লে

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

নীলাচলবাসী নর-নারী—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে
কত দিনে দেখ্‌তে পাব ব'লে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

আর কতদিনে দেখ্‌তে পাব

ঐ হরিবোলা রসের বদন—আর কতদিনে দেখ্‌তে পাব

ব'লে,—কেমন ক'রে থাক্‌ব রে

গৌরশূন্য-নীলাচলে—বলে,—কেমন ক'রে থাক্‌ব রে

পিছে পিছে কেঁদে চলে

উড়িয়া ভক্তগণ সবে—পিছে পিছে কেঁদে চলে
হা গৌর প্রাণ গৌর ব'লে—পিছে পিছে কেঁদে চলে

"উড়িয়া ভক্তগণে প্রভু যত্নে নিবারিলা।
নিজগণ সঙ্গে প্রভু ভবানীপুরে আইল।।
রামানন্দ আইলা পাছে দোলায় চড়িয়া।"

কেমন ক'রে থাক্‌বে রে

গৌরগত প্রাণ রামানন্দ—কেমন ক'রে থাক্‌বে রে
প্রাণ গেল নীলাচল ছেড়ে—কেমন ক'রে থাক্‌বে রে

"রামানন্দ আইলা পাছে দোলায় চড়িয়া।
বাণীনাথ বহু প্রসাদ দিলা পাঠাইয়া।।"

প্রভুর কষ্ট হ'বে ব'লে

পথে যেতে ভোজনের—প্রভুর কষ্ট হ'বে ব'লে

"বাণীপথ বহু প্রসাদ দিলা পাঠাইয়া।।
প্রসাদ ভোজন করি তথায় রহিলা।
প্রাতঃকালে চলি প্রভু ভুবনেশ্বর আইলা।।
কটক আসিয়া কৈল গোপাল দশর্ন।।"

এইখানে ছিলেন তখন
রাজা প্রতাপরুদ্র
এই দ্বারগড়ের মাঝে রেখেছিলেন
এইখানে,— প্রাণশশী সাক্ষী-গোপালে—এই দ্বারগড়ের মাঝে রেখেছিলেন

"কটক আসিয়া কৈল গোপাল দর্শন।
স্বপ্নেশ্বর বিপ্র কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ।।
রামানন্দ রায় সবগণ নিমন্ত্রিল।
বাহির উদ্যানে আসি প্রভু বাসা কৈল।।
ভিক্ষা করি' বকুলতলে করিল বিশ্রাম।"

ঐ সিদ্ধ-বকুল-তলে
পঞ্চ সিদ্ধ মূর্ত্তি আছে—ঐ সিদ্ধ-বকুল-তলে
জগন্নাথ-বল্লভ-উদ্যানে—ঐ সিদ্ধ-বকুল-তলে

এখনও আছে নিদর্শন
ঐখানে বেদী বাঁধা—এখনও আছে নিদর্শন

আজও তার স্মৃতি আছে
পূণ্য-ভূমি কটক-নগরে—আজও তার স্মৃতি আছে
প্রভু বসেছিলেন যে-বকুল-তলে—আজও তার স্মৃতি আছে

"প্রতাপরুদ্র ঠাঁই রায় করিল পয়ান।।
শুনি আনন্দিত রাজা শীঘ্র আইলা।
প্রভু দেখি দণ্ডবৎ ভুমেতে পড়িলা।।"

প্রতাপরুদ্র প্রেমে গড়ি যায়
ছিন্ন-কদলীর প্রায়—প্রতাপরুদ্র প্রেমে গড়ি যায়

কাঁদি কাঁদি গড়ি যায়
প্রভু দেখি প্রতাপরুদ্র—কাঁদি কাঁদি গড়ি যায়

"পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে প্রণয়ে বিহ্বল।
স্তুতি করে পুলকাঙ্গ পড়ে অশ্রুজল।।
তাঁর ভক্তি দেখি প্রভুর তুষ্ট হৈল মন।
উঠি মহাপ্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।।"

বাহু পসারি কৈল কোলে

আইস আইস আইস ব'লে—বাহু পসারি কৈল কোলে

ভাসি দু'টী নয়ন-জলে—বাহু পসারি কৈল কোলে

প্রভু তারে কৈলা কোলে

প্রেমদিঠে চেয়ে বাহু পসারিয়ে—প্রভু তারে কৈলা কোলে

আইস প্রতাপরুদ্র ব'লে—প্রভু তারে কৈলা কোলে

"পুনঃ স্তুতি করি রাজা করয়ে প্রণাম।
প্রভুর কৃপা-অশ্রুতে তাঁর দেহ হইল স্নান।।"

গৌর ভাসে নয়ন-জলে

রাজা,—প্রতাপরুদ্র করি কোলে—গৌর ভাসে নয়ন-জলে

"সুস্থ করি রামানন্দ রাজা বসাইল।
কায়মনোবাক্যে প্রভু তাঁরে কৃপা কৈল।।
ঐছে তাঁহারে কৃপা কৈল গৌররায়।
প্রতাপরুদ্র-সন্ত্রাতা নাম হৈল যায়।।"

প্রাণভ'রে বল ভাই

জয়,—প্রেমাবতার গৌরহরি

প্রতাপরুদ্র-ত্রাণকারী—জয়,—প্রেমাবতার গৌরহরি (মাতন)

চারিদিকে উঠ্‌ল রোল

জয় জয় গৌরহরি

জয় জয় শচীনন্দন

গজপতি-উদ্ধারণ—জয় জয় শচীনন্দন (মাতন)

'প্রতাপরুদ্র-সন্ত্রাতা নাম হৈল যায়।।
রাজ-পাত্রগণ কৈল প্রভুর বন্দন।
রাজারে বিদায় দিলা শচীর নন্দন।।
বাহিরে আসিয়া রাজা পত্র লিখাইল।
নিজ-রাজ্যে যত বিষয়ী তাহারে পাঠাইল।।"

পত্র লিখেন প্রতাপরুদ্র

নিজ-রাজ্যের বিষয়ীগণে—পত্র লিখেন প্রতাপরুদ্র

তোমরা ক'রো প্রভুর সেবন

তোমাদের কাছে করি এই নিবেদন—তোমরা ক'রো প্রভুর সেবন

আমার প্রভু যেতেছেন

শ্রীগৌড়-মণ্ডলে—আমার প্রভু যেতেছেন

প্রাণ দিয়ে সেবা ক'রো

যেন তাঁর দুঃখ হয় না—প্রাণ দিয়ে সেবা ক'রো

'গ্রামে গ্রামে নূতন আবাস করিবা।
পাঁচ সাত নবগৃহে সামগ্রী ভরিবা।।
আপনি প্রভুকে লইয়া তাঁহা উত্তরিবা।
রাত্রি-দিবা বেত্র হস্তে সেবায় রহিবা।।"

আমার ভাগ্যে হ'ল না

সঙ্গে যাব সেবা কর্‌ব—আমার ভাগ্যে হ'ল না

তোমরা প্রভুর সেবা ক'রো

আমার ভাগ্যে নাহি হ'ল—তোমরা প্রভুর সেবা ক'রো

সেবা ক'রো অশেষ-বিশেষে

তোমরা সর্ব্বে অকপটে—সেবা ক'রো অশেষ-বিশেষে

প্রাণগৌর চলেছেন গৌড়দেশে—সেবা ক'রো অশেষ-বিশেষে

"রাত্রি-দিবা বেত্রহস্তে সেবায় রহিবা।।
দুই মহাপাত্র হরিচন্দন মঙ্গরাজ।
তারে আজ্ঞা দিলা রাজা কর সর্ব্বকাজ।।
এক নব-নৌকা আনি রাখ নদীতীরে।
যাঁহা স্নান করি প্রভু যান নদীপারে।।
তাঁহা স্তম্ভ রোপণ কর মহাতীর্থ করি'।
নিত্য স্নান করিব তাঁহা, তাঁহা যেন মরি।।"

কর স্তম্ভ আরোপণ

যেথা প্রভু কর্‌বেন, অবগাহন—কর স্তম্ভ আরোপণ

সেইখানে স্নান করিব

সেইখানে আমি মরিব—সেইখানে স্নান করিব

কর স্তম্ভ আরোপণ
কৈলা স্তম্ভ আরোপণ

এই মহানদী-তীরে—কৈলা স্তম্ভ আরোপণ
গৌর-স্তম্ভ নিদর্শন—কৈলা স্তম্ভ আরোপণ

এখনও তার স্মৃতি আছে

কটক-নগরে মহানদী-তীরে—এখনও তার স্মৃতি আছে
চরণ চিহ্নিত-মঞ্চ—এখনও তার স্মৃতি আছে

"নিত্য স্নান করিব তাঁহা, তাঁহা যেন মরি।।
চতুর্দ্বারে করহ উত্তম নব্য বাস।
রামানন্দ যাহ তুমি মহাপ্রভু-পাশ।।
সন্ধ্যাতে চলিবে প্রভু নৃপতি শুনিল।
হস্তী উপর তাম্বুগৃহে স্ত্রীগণে চড়াইল।।
প্রভু চলিবার পথে রহে সারি হৈয়া।"

এই মহানদীর কূলে

এই ঘাটের ধারে—এই মহানদীর কূলে

"সন্ধ্যাতে চলিলা প্রভু নিজগণ লৈয়া।।
চিত্রোৎপলা নদী আসি ঘাটে কৈল স্নান।
মহিষী সকল দেখি করয়ে প্রণাম।।
প্রভুর দর্শনে সবে হৈলা প্রেমময়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে নেত্রে অশ্রু বরিষয়।।
এমন কৃপালু নাহি শুনি ত্রিভুবনে।
কৃষ্ণ-প্রেমা হয় যার দূরে দরশনে।।"

কত গুণের গৌর আমার

যারে, —দূরে হেরি প্রেমোদয়—কত গুণের গৌর আমার

তার,—পরশ হ'লে কিনা হয়

যারে,—দূরে হেরি প্রেমোদয়—তার,—পরশ হ'লে কিনা হয়

কিনা হয় তাঁর পরশনে

প্রেম উপজয় যাঁর দূর-দরশনে—কিনা হয় তাঁর পরশনে

"নৌকাতেচড়িয়া প্রভু হইলা নদীপার।
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রে চলি আইলা চতুর্দ্বার।।
রাত্রে তথা রহি প্রাতে স্নানকৃত্য কৈল।
হেনকালে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ আইল।।"

মহাপ্রসাদ পাঠায়েছেন প্রতাপরুদ্র

প্রভুর সেবার পাছে হয় কষ্ট—মহাপ্রসাদ পাঠায়েছেন প্রতাপরুদ্র

প্রতাপরুদ্র আছে নিজ-বাসে

কিন্তু,—প্রাণ আছে গৌর-পদ-পাশে—প্রতাপরুদ্র আছে নিজ-বাসে

সদাই প্রাণ কাঁদ্‌ছে

গৌরপ্রেমিক প্রতাপরুদ্রের—সদাই প্রাণ কাঁদ্‌ছে

আমার,—প্রভুর দুঃখ হয় পাছে—সদাই প্রাণ কাঁদ্‌ছে

"রাজার আজ্ঞায় পড়িছা পাঠায় দিনে দিনে।
বহুত প্রসাদ পাঠায় দিয়া বহুজনে।।"

বালাই ল'য়ে মরে যাই

প্রতাপরুদ্রের গৌর-সেবার—বালাই ল'য়ে মরে যাই

প্রাণ আছে গৌর-চরণে

দেহ আছে নিজ-ভবনে—প্রাণ আছে গৌর-চরণে

"স্বগণ সহিতে প্রভু প্রসাদ অঙ্গীকরি'।
উঠিয়া চলিলা প্রভু বলি হরি হরি।।
রামানন্দ মঙ্গরাজ শ্রীহরিচন্দন।
সঙ্গে সেবা করি চলে এই তিনজন।।
প্রভু-সঙ্গে পুরী গোসাঞি স্বরূপ-দামোদর।
জগদানন্দ মুকুন্দ গোবিন্দ কাশীশ্বর।।
হরিদাস ঠাকুর আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর।"

সঙ্গ ছাড়া কি রইতে পারে

গৌর-গত প্রাণ যাঁদের—সঙ্গ ছাড়া কি রইতে পারে

"হরিদাস ঠাকুর আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
গোপীনাথাচার্য্য আর পণ্ডিত দামোদর।।

রামাই নন্দাই আর বহু ভক্তগণ।
প্রধান কহিল সভার কে করে গণন।।
গদাধর পণ্ডিত যবে সঙ্গে চলিলা।
ক্ষেত্রসন্ন্যাস না ছাড়িহ প্রভু নিষেধিলা।।"

কেমন ক'রে থাক্‌বে বল

যদিও প্রভু নিষেধিল—কেমন ক'রে থাক্‌বে বল

কখনও ত থাকে না

কায়া ছাড়িয়া ছায়া—কখনও ত থাকে না

"পণ্ডিত কহে যাঁহা তুমি সেই নীলাচল।
ক্ষেত্রসন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল।।"

যাঁহা তুমি তাঁহা নীলাচল

ক্ষেত্রসন্ন্যাস যাউক রসাতল—যাঁহা তুমি তাঁহা নীলাচল

ক্ষেত্রসন্ন্যাস কিসের তরে

তোমার সঙ্গ ত্যাগ ক'রে—ক্ষেত্রসন্ন্যাস কিসের তরে

ক্ষেত্রসন্ন্যাস যাক্ রসাতল

প্রাণ-গৌর-আগে বলেন গদাধর—ক্ষেত্রসন্ন্যাস যাক্ রসাতল (মাতন)
যাঁহা তুমি সেই নীলাচল—ক্ষেত্রসন্ন্যাস যাক্ রসাতল

"প্রভু কহে ইঁহা কর গোপীনাথ সেবন।
পণ্ডিত কহে কোটি সেবা ত্বৎপাদ দর্শন।।

বালাই ল'য়ে মরে যাই

পণ্ডিত—গোসাঞির গৌর-অনুরাগের—বালাই ল'য়ে মরে যাই

প্রভু কহে সেবা ছাড়িবে আমায় লাগে দোষ।
ইঁহা রহি সেবা কর আমার সন্তোষ।।
পণ্ডিত কহে সব দোষ আমার উপর।।"

অভিমানে বলে রে

পণ্ডিত-গোসাঞি প্রেমভরে—অভিমানে বলে রে

" তোমা-সঙ্গে না যাইব যাব একেশ্বর।।"

যদি তোমায় দোষ লাগে

তোমার সঙ্গে গেলে পরে—যদি তোমায় দোষ লাগে,

আমি একা যাব তবে

তোমাতে দোষ না লাগিবে—আমি একা যাব তবে

আ'মরি কত মধুর রে

এ যে বেদস্তুতি হ'তে মধুর

প্রেমমাখা-অভিমান-বাক্য—এ যে বেদস্তুতি হ'তে মধুর

"আই দেখিতে যাব আমি না যাব তোমা লাগি।"

আমি,—তোমার জন্য যাব না

শচীমাকে দেখ্‌তে যাব—আমি,—তোমার জন্য যাব না

"প্রতিজ্ঞা সেবাত্যাগ দোষ তার আমি ভাগী।।

এতবলি পণ্ডিত গোসাঞি পৃথক চলিলা।

কটক আসি প্রভু তারে সঙ্গে আনাইলা।।

পণ্ডিতের চৈতন্যপ্রেম বুঝন না যায়।

প্রতিজ্ঞা শ্রীকৃষ্ণসেবা ছাড়িল তৃণ প্রায়।"

আমার করুণাবান্

অনাথ-জনের প্রাণ—আমার করুণাবান

গদাধর পণ্ডিত গোঁসাই

কত-গুণের নিধি রে

গৌর-প্রেমময় গদাধর—কত-গুণের নিধি রে

কেমন ক'রে থাক্‌বে বল

প্রাণগৌর ছেড়ে গদাধর—কেমন ক'রে থাক্‌বে বল

থাক্‌বে বল কেমন ক'রে

ছায়া থাকে কি কায়া ছেড়ে—থাক্‌বে বল কেমন ক'রে (মাতন)

"তাঁহার চরিত্রে প্রভু অন্তরে সন্তোষ।

তাঁহার হাতে ধরি কহে করি প্রণয়-রোষ।।"

বাইরে করে প্রণয়-রোষ

অন্তরে প্রভুর সন্তোষ—বাইরে করে প্রণয়-রোষ

"প্রতিজ্ঞা সেবা ছাড়িবে এ তোমার উদ্দেশ।
সে সিদ্ধ হইল ছাড়ি আইলা দূরদেশ।।
আমার সঙ্গে রহিতে চাহ বাঞ্ছ নিজ-সুখ।
তোমার দুই-ধর্ম্ম যায় আমার হয় দুঃখ।।
মোর সুখ চাহ যদি নীলাচলে চল।
আমার শপথ যদি আর কিছু বল।।"

ঈশ্বরের এই ত স্বভাব

সর্ব্ব-শাস্ত্রেতে প্রকাশ—ঈশ্বরের এই ত স্বভাব

কুসুম হইতে কোমল

লীলা বিশেষে—কুসুম হইতে কোমল

আবার কোন লীলাতে

বজ্র হইতেও কঠিন—আবার কোন লীলাতে

দুই আছে একাধারে

সর্ব্বেশ্বর ভগবানে—দুই আছে একাধারে
যত কোমল তত কঠিন—দুই আছে একাধারে

আজ গুণের প্রকাশ কৈলা

অনুভব কর ভাই রে—আজ গুণের প্রকাশ কৈল।
পাষাণ হ'তে কঠিনতা—আজ গুণের প্রকাশ কৈলা
অদ্বৈততত্ত্ব গৌরগোবিন্দ—আজ গুণের প্রকাশ কৈলা

বজ্র হ'তে কঠোর ব্যবহার

এ লীলাতে গৌরের আমার—বজ্র হ'তে কঠোর ব্যবহার

যে,—একতিল ছেড়ে রইতে নারে

ছায়ার মত সদা সঙ্গে ফিরে—যে,—একতিল ছেড়ে রইতে নারে

তারে,—আজ্ঞা কৈলেন শপথ দিয়ে

সঙ্গ ছেড়ে নীলাচলে যেতে—তারে,—আজ্ঞা কৈলেন শপথ দিয়ে

আ'মরি কি বিবর্ত্তলীলা

গৌরগোবিন্দ কৈলা—আ'মরি কি বিবর্ত্তলীলা

আ'মরি কি বজ্র সম বাণী

গৌরাঙ্গের গদাধরের প্রতি—আ'মরি কি বজ্র সম বাণী

এই ত তার পরিচয়

শাস্ত্রে যে কঠোর স্বভাব কয়—এই ত তার পরিচয়

আ'মরি কি বিবর্ত্তলীলা

আজ গৌরগোবিন্দ কৈলা—আ'মরি কি বিবর্ত্তলীলা
গদা-রাধায় উপেখিয়া—আ'মরি কি বিবর্ত্তলীলা

"এত বলি মহাপ্রভু নৌকায় চড়িলা।
মূরছিত হইয়া তথায় পণ্ডিত পড়িলা।।"

এই মহানদীর কূলে

মূরছিত হা গৌর ব'লে—এই মহানদীর কূলে
পণ্ডিত মূরছিত ভূমিতলে—এই মহানদীর কূলে
প্রেম-বিবর্ত্ত-লীলার বালাই যাই রে—এই মহানদীর কূলে

গদাই, মূরছিত মহানদী-কূলে

হা গৌর প্রাণ গৌর ব'লে—গদাই, মূরছিত মহানদী-কূলে
এই যে তাঁর স্মৃতি স্তম্ভ—গদাই, মূরছিত মহানদী-কূলে

"পণ্ডিতে লইয়া যাইতে সার্ব্বভৌমে আজ্ঞা দিলা।
ভট্টাচার্য্য কহে উঠ ঐছে প্রভুর লীলা।"

ওর কাঁদানই স্বভাব রে

তুমি ত সকলি জান—ওর কাঁদানই স্বভাব রে

নিজে কাঁদে কাঁদায় আনে

ভক্ত বাক্য রক্ষা কারণে—নিজে কাঁদে কাঁদায় আনে

"তুমি ত জান কৃষ্ণ নিজ-প্রতিজ্ঞা ছাড়িলা।
ভক্তেকৃপায় ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রাখিলা।।
এই মত প্রভু তোমার বিচ্ছেদ সহিয়া।
তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কৈল যত্ন করিয়া।।
এইমত কহি তারে প্রবোধ করিলা।
দুইজনে শোকাকুল নীলাচলে আইলা।।"

দোঁহে গেলা নীলাচলে

হা গৌর ব'লে ভাসি নয়ন-জলে—দোঁহে গেলা নীলাচলে

গলা ধ'রে দু'জনে কাঁদে

কতদিনে দেখা পাব ব'লে—গলা ধ'রে দু'জনে কাঁদে

'কতদিনে দেখা পাব ব'লে'—

হরিবোলা রসের বদন—কতদিনে দেখা পাব ব'লে

গলা ধ'রে দু'জনে কাঁদে

"প্রভু-লাগি ধর্ম্মকর্ম্ম ছাড়ে ভক্তগণ।
ভক্ত-ধর্ম্ম-হানি প্রভুর না হয় সহন।।
প্রেমের বিবর্ত্ত ইহা শুনে যেইজন।
অচিরে মিলয়ে তারে চৈতন্য-চরণ।।"

এই সেই ভূমি রে

এই মহানদীর কূল—এই সেই ভূমি রে

এই সেই পূণ্যভূমি

এই সেই কটক-মহানদী—এই সেই পূণ্যভূমি

প্রাণগৌর করি' দরশন

রাজা,—প্রতাপরুদ্রের মহিষীগণ—প্রাণগৌর করি' দরশন

পুলকিত হইল প্রেমে

দূর হ'হতে গৌর দর্শন ক'রে—পুলকিত হইল প্রেমে

'দূর হ'তে গৌর দর্শন ক'রে'—

হস্তী-উপরে তাম্বুগৃহে—দূর হ'তে গৌর দর্শন ক'রে

সে ত এই ভূমিতে —দূর হ'তে গৌর দর্শন ক'রে

পুলকিত হইল প্রেমে

এই ঘাটে গৌর কৈলেন স্নান

রাজা,—প্রতাপরুদ্র কৈল স্তম্ভ আরোপণ—এই ঘাটে গৌর কৈলেন স্নান

এই ত তার নিদর্শন

গৌরচরণ-চিহ্ন মঞ্চ—এই ত তার নিদর্শন

প্রতিজ্ঞা করিলেন

প্রেমময় রাজা প্রতাপরুদ্র—প্রতিজ্ঞা করিলেন

এই ঘাটে নিত্য স্নান করিব

এইখানে আমি মরিব—এই ঘাটে নিত্য স্নান করিব

প্রাণভ'রে বল ভাই

সেই লীলা ধরি' হিয়ায়—প্রাণভ'রে বল ভাই

জয় জয় শচীনন্দন

রাজা,—প্রতাপরুদ্র উদ্ধারণ—জয় জয় শচীনন্দন (মাতন)

বয়েছিল প্রেমের বন্যা

এই,—মহানদীর কূল দিয়া—বয়েছিল প্রেমের বন্যা
প্রেমের বিবর্ত্ত-লীলায়—বয়েছিল প্রেমের বন্যা
'প্রেমের বিবর্ত্ত-লীলায়'—
গদাধর-গৌরাঙ্গের—প্রেমের বিবর্ত্ত-লীলায়

বয়েছিল প্রেমের বন্যা

এই ত সেই পুণ্যভূমি

প্রেমবিবর্ত্ত-লীলাস্থলী—এই ত সেই পুণ্যভূমি

মূরছিত পণ্ডিত গোসাঞি

প্রেমের বিবর্ত্ত-লীলায়—মূরছিত পণ্ডিত গোসাঞি
বলি,—হা প্রাণ গোরারায়—মূরছিত পণ্ডিত গোসাঞি

সার্ব্বভৌম কৈলেন কোলে

পণ্ডিত-গোসাঞিকে তু'লে—সার্ব্বভৌম কৈলেন কোলে

গদাধর কাঁদে হা গৌর ব'লে

এই মহানদীকূলে—গদাধর কাঁদে হা গৌর ব'লে
ক্ষণে ক্ষণে দুই-বাহু তু'লে—গদাধর কাঁদে হা গৌর ব'লে
প্রাণগৌরাঙ্গ-বিরহেতে—গদাধর কাঁদে হা গৌর ব'লে

বলে,—আর কতদিনে দেখ্‌তে পাব

সেই,—হাসিমাখা রসের বদন—বলে,—আর কতদিনে দেখ্‌তে পাব

সার্ব্বভৌম প্রবোধয়

গদাধর স্থির হও

ঐছে প্রভুর লীলা হয়—গদাধর স্থির হও

কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না
এই সেই তোমার লীলাভূমি

প্রাণগৌর কোথা তুমি—এই সেই তোমার লীলাভূমি

একবার দেখা দাও

গদাধরের প্রাণনাথ—একবার দেখা দাও

প্রাণভ'রে গাও ভাই সবে

শ্রীগুরুচরণ হৃদে ধ'রে—প্রাণভ'রে গাও ভাই সবে
সেই,—হৃদয়-বিদারণ-লীলা স্মরণ ক'রে—প্রাণভ'রে গাও ভাই সবে

পরাণ-গৌরাঙ্গ-কিশোর

গদাধরের চিতচোর—পরাণ-গৌরাঙ্গ-কিশোর

জয় গদাধরের প্রাণ-বধুঁয়া

নিতাই-পাগল-করা গোরা—জয় গদাধরের প্রাণ-বধুঁয়া
'নিতাই-পাগল-করা গোরা'—
গদাধরের চিতচোরা—নিতাই-পাগল-করা গোরা (মাতন)

প্রাণভ'রে বল ভাই

নিতাই গৌরাঙ্গ গদাই—প্রাণ ভ'রে বলভাই

একবার দেখা দাও

এই মহানদীর কূলে—একবার দেখা দাও
তোমার গদাধরের প্রীতে—একবার দেখা দাও

হৃদি-পটে এঁকে ল'ব
প্রাণভ'রে গাহিব

গদাই-গৌরাঙ্গ-বিহার—প্রাণভ'রে গাহিব
হৃদি-পটে এঁকে লব—প্রাণভ'রে গাহিব

পাগল হ'য়ে বেড়াব

ভাই ভাই [illegible]—প্রাণ-পাগল হ'য়ে বেড়াব

গদাধরের চিতচোরা

বল বল বল ভাই—গদাধরের চিতচোরা

পাগলের চিতচোরা

গদাধরের প্রাণ-গোরা—পাগলের চিতচোরা (মাতন)

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।

জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।

"গৌরহরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।"

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল।।'

—০—

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

"ঝুলনযাত্রা কীর্ত্তন"

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌরহরিবোল"

'ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।"

(১)

জয় জয়ন্তী।

"দেখ ত ঝুলত, গৌরচন্দ্র, অপরূপ দ্বিজমনিয়া।
বিধির অবধি, রূপনিরুপম, কষিত কাঞ্চন জিনিয়া।।
ঝুলাওত কত, ভকতবৃন্দ, গৌরচন্দ্র বেড়িয়া।
আনন্দে সঘন, জয় জয় রব, উথলে নগর নদীয়া।।
নয়ন কমল, মুখনিরমল, শারদচাঁদ জিনিয়া।
নগরের লোক, ধায় একমুখ, হরি হরি ধ্বনি শুনিয়া।।
ধন্য কলিযুগ, গোরা অবতার, সুরধুনী ধনি ধনিয়া।
গোরাচাঁদ বিনে, আন নাহি মনে, বাসুঘোষ কহে জানিয়া।।"

—o—

(২)

ইমন বা কামোদ।

"দেখ দেখ ঝুলত গৌর কিশোর।
সুরধুনীতীরে, গদাধর সঙ্গহি, চাঁদনি রজনী উজোর।।
শাঙন মাহ, গগনে ঘন গরজন, লসতহি দামিনী মাল।
বরিখত বারি, পবন মৃদুমন্দহি, গরজ তরঙ্গ বিশাল।।
বিবিধ সুরঙ্গ, রচতহি দোলা, খচিত কুসুমচয় দাম।
বটতরুডালে, ডোর করি বন্ধন, মালতিগুচ্ছ সুঠান।।
বৈঠল গৌর বামে, প্রিয় গদাধর, ঝুলন-রঙ্গ-রসে ভাস।
সহচর মেলি, দোলায়ত মৃদু মৃদু, দোলা ধরিয়া দ্বৌ পাশ।।
বাজত মদৃঙ্গ, পূরবরস গাওত, সংকীর্ত্তন সুবরঙ্গ।
শ্রীনিত্যানন্দ, শান্তিপুরনায়ক, হরিদাস শ্রীনিবাস সঙ্গ।
পুরুষোত্তম, সঞ্জয় আদি বরখত, কুঙ্কুম চন্দন ফুল।
উদ্ধবদাস, নয়নে কব হেরব, গৌর হোয়ব অনুকূল।।"

—o—

(৩)

কামোদ দশকুশি।

দেখ দেখ গৌরচন্দ্র বড় রঙ্গী
ঝুলত যুগল, কিশোরক যৈছন, চলত সোই করি ভঙ্গী।।
রচত শিঙ্গার, ঝুলন সুখ হোয়ব,মনহি ভেল উপনীত।
যৈছন সহচর, গাওত আনন্দে, গৌরপহুঁমনোনীত।।
হেরি গদাধর, লহুলহু বোলত, মনমাহা কিয়ে ভেল রঙ্গ।
আজু হাম তুয়া সনে, ঝুলন বিলসব, সহচরগণ করি সঙ্গ।।
ঐছে বিলাস, গোরাপহুঁ বিলসয়ে, পূরব প্রেমরসে ভোর।
কহ শিবরাম,মনহি সুখ ঐছন, কোই করব অব ওর।।

(৪)

মল্লার বা ইমন।

ঝুলত রসময় গৌরকিশোর।
সুরধুনীতীরে, তুঙ্গতরুতলহি, বিরচিত নিরুপম ললিত হিণ্ডোর।।
পরিকর সুঘন, ঝুলায়ত লঘুলঘু, গায়ত সরস তালরস মাতি।
উচরত রুচির, বচন ধিক ধিক ধিনি, বায়ত মধুর যন্ত্র কত ভাতি।।
নদীয়াপুর-নর-নারী-নিকর ঘর, তেজি চলত ধৃতি ধরই না পারি।
লোচন চপল, নিমিখ নাহি সঞ্চরু, হাসমিলিত বিধুবদন নেহারি।।
সুরগণ গগনে, মগন গণ সহ, বরষত কুসুম করত জয় কারি।
নরহরি প্রাণনাথ, গুণে উনমত, ভণত নিয়ত গুণ গণই না পারি।।

(৫)

কামোদ।

গোরাপহুঁ দোলে হিণ্ডোলেতে। কতসুখ সে ভাব ভাবিতে।
গদাধর মুখ পানে চায়। পুলক ভরয়ে হেমগায়।।
পারিষদ উলসিত চিতে। নামাইয়া হিণ্ডোলা হইতে।।
বসাইতে নীপতরুমূলে। নিতাই ভাসয়ে প্রেমজলে।।
অদ্বৈত করয়ে হুহুঙ্কার। বাঢ়ে মহাসুখের পাথার
শ্রীবাসাদি যতন করিয়া। দিল নানা দ্রব্য সাজাইয়া।।
সভার পরাণ গোরারায়। ভুঞ্জিব কি সভারে ভুঞ্জায়।।
যে কৌতুক কহিতে কি পারি। অবশেষে ভুঞ্জে নরহরি।।

(৬)

মল্লার।

নবঘন কানন শোভন কুঞ্জ। বিকশিত কুসুম মধুকর গুঞ্জ।।
নবনব পল্লবে শোভিত ডাল। শারী শুক পিক গাওয়ে রসাল।।
তঁহি বনি অপরূপ রতন হিন্দোল। তা' পর বৈঠলি কিশোরী কিশোর।।
ব্রজরমণীগণ দেওত ঝকোর। গিরত জানি ধনি করতহিঁ কোর।।
কত কত উপজল রস পরসঙ্গ। গোবিন্দদাস তঁহি দেখত রঙ্গ।।

(৭)

মল্লার।

দেখ সখি ঝুলত যুগলকিশোর। নীলমণি জড়াওল কাঞ্চন জোর।।
ললিতা বিশাখা সখী ঝুলাওত সুখে। আনন্দে মগন হেরি দোঁহে দোঁহা মুখে।।
গরজত গগনে সঘনে ঘন ঘোর। রঙ্গিণী সঙ্গিণী ঘেরত চৌওর।।
বিবিধ কুসুমে সবে রচিত হিন্দোলা। দোলায় যুগল, সখী আনন্দে বিভোলা।।
ঝুলাওত সখীগণ করতালি দিয়া। সুবদনী কহে পাছে গিরয়ে বঁধুয়া।।
বিগলিত দুকূল উদিত স্বেদ বিন্দু। অমিয়া ঝরয়ে যেন দুহুঁ মুখ ইন্দু।।
হেরি সব সখীগণ দোঁহাকার শ্রম। চামর বীজন লেই করয়ে সেবন।।
ভ্রমর কোকিল সব বসি তরুডালে। জয়জয় রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ বলে।।
কহে জগন্নাথ কবে হবে শুভদিনে। সখীসহ দোঁহাকারে হেরিব বিপিনে।।

(৮)

মল্লার।

দেখ সখি ঝুলত রাধাশ্যাম।
বিবিধ যন্ত্র, সুমেলি সুস্বর, তান মান সুঠাম।।
আষাঢ় গত পুন, মাহ শাঙন, সুখদ যমুনা তীর।
চাঁদনী রজনী, সুখময় সুখোদয়, মন্দমন্দ মলয় সমীর।।
পরিপূর্ণ সরোবর, প্রফুল্লিত তরুবর, গগনহিঁ গরজে গভীর।
ঘোর ঘটা ঘন, দামিনী দমকত, বিন্দু বরিখত নীর।।

তঁহি কল্পদ্রুম, তল-ছায়া সুশীতল, রচিত রতন হিণ্ডোর।
ঝুলয়ে তছুপর, গোরী শ্যামর, ঝুলায়ে সখী দুই ওর।।
তড়িত ঘন জনু, দোলয়ে দুঁহু তনু, অধরে মৃদুমৃদু হাস।
বদন হেমনীল, কমল বিকশিত, স্বেদবিন্দু পরকাশ।।
ছরম হেরি কোই, বীজন বীজই, কর্পূর তাম্বূল যোগায়।
সুরট মেঘ—মল্লার গাওত, মোহন মৃদঙ্গ বাজায়।।
কুসুমচয় বর, হার লটকত, ভ্রমর গুণ গুণ বোল
হংস সারস, সুস্বর শবদিত, দাদুরী ঘন ঘন রোল।।
দুঁহুভালে চন্দন, চাঁদ চমকিত, তিলক রচিত কপোল।
চঞ্চল মুকুট, সুচারু চন্দ্রিক, পীঠ পরি বেণী দোল।।
দুঁহু শ্রবণে কুণ্ডল, চপল ঝলমল, হৃদয়ে শশিমণি হার।
ঝলকে আভরণ, ঝঙ্কৃত ঝন ঝন, ঝুকিত ঝুলন বিহার।।
কোই মসৃণ ঘুসৃণ, সুগন্ধি ছিরকত, শ্যামগোরী-অঙ্গ হেরি
সখীভাবে ইঙ্গিতহিঁ, দাস উদ্ধব, করত, কুসুমকি ঢেরি।।

(৯)

কল্যানী

ঝুলত শ্যাম, গোরী বাম, আনন্দ-রঙ্গে মাতিয়া।
ঈষত হসিত রভস কেলি, ঝুলায়ত সব সখিনী মেলি,
গাওত কত ভাতিয়া।।
হেমমণিযুত বরহিঁডোর, রচিত কুসুম-গন্ধে ভোর,
পড়ত ভ্রমর পাঁতিয়া।
নবীনলতায় জড়িত ডাল, বৃন্দাবিপিন শোভিত ভাল,
চাঁদ উজোর রাতিয়া।।
নবঘন তনু দোলয়ে শ্যাম, রাইসঙ্গে ঝুলত বাম,
তড়িত জড়িত কাঁতিয়া।
তারামণি চন্দ্রহার, ঝুলিত দোলিত গলে দোঁহার,
হিলন দুঁহুক গাতিয়া।।
ধি ধি কট ধিয়া তাথৈয়া বোল, বাজে মৃদঙ্গ মোহন রোল,
তিনিনা তিনিনা ভাথৈয়া।
ভেদ পবন গ্রামপুর, ঘোর মরদ জীল সুর, বরণ নাহিক জাতিয়া।।

মণি আভরণ কিঙ্কিণী বঙ্ক, ঝুলনে বাজয়ে ঝুনুর ঝঙ্ক,
ঝন ঝন ঝন ঝাঁতিয়া।
রাধামোহন-চরণে আশ, কেবল ভরসা উদ্ধব দাস,
রচিত পূরিত ছাতিয়া।

(১০)

আজু রাধা শ্যাম-সঙ্গেতে ঝুলে।
মণিময় নব, হিন্দোলা সাজাইয়া, বংশীবট-তট কালিন্দীকূলে।।
ললিতাদি রঙ্গে, ভঙ্গী করি বেগে, ঝুলায়ই দুঁহু বদন চাহিয়া।
রসবতী ভুজ, পসারি নাগরে, ধরে ভয়ে অতি আকুল হৈয়া।।
শ্যাম-অঙ্গে চারু, চিবুক পরশি, চুম্ব দেই ঘন মনের সুখে।
তাহা দেখি সখী, হাসি রসে ভাসি, বসন অঞ্চল ঝাঁপিয়া মুখে।।
কৌতুক বচন, কহি বৃন্দাদেবী, ঝুলায়ই পুনঃ যতনে ধীরে।
কি আনন্দ বৃন্দা,-বনে নরহরি,জয় জয় দিয়া রঙ্গেতে ফিরে।।

(১১)

ধানশী।

ঝুলনা হইতে, নামিলা তুরিতে, রসবতী রসরাজ।
রতন আসনে, বসিলা যতনে, রতন মন্দির মাঝ।।
সুচামর লই, বীজন বীজই, সেবাপরায়ণা সখী।
সুবাসিত জলে, বদন পাখালে, বসনে মোছাঞা দেখি।।
থারি ভরি কোই, বিবিধ মিঠাই, ধরি দুহুঁ সম্মুখে।
সখীগণ সঞে, কতহুঁ কৌতুকে, ভোজন করিল সুখে।
তাম্বুল সাজাঞা, কোন সখী লঞা, দোঁহার বদনে দিল।
এ কেশ কুসুমে, আপাদ বদনে, নিছিয়া নিছিয়া নিল।।
কুসুম তলপে, অলপে অলপে, বসিলা রাধিকা শ্যাম।
অলসে ঈষত, নয়ন মুদিত, হেরিয়া মোহিত কাম।।
দেখি সখীগণে, কতই যতনে, শুতায়ল দুহুঁ তায়।
সখীর ইঙ্গিতে, চরণ সেবিতে, এ দাস বৈষ্ণব ধায়।।

সম্পূর্ণ।

—০—

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা কীর্ত্তন

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাইগৌর হরিবোল।"

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।"

"ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী তিথি পরম পবিত্র।"

যাইরে তিথির বালাই যাই রে

যে তিথিতে কৃষ্ণচন্দ্রের উদয়—যাইরে তিথির বালাই যাই রে
ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী তিথি—যাইরে তিথির বালাই যাই রে

"সর্ব্ব শুভোদয় তিথি রোহিণী মিলিত।।"

সকল মঙ্গল উদয় হ'ল রে

জগৎ,—মঙ্গলময় আস্‌বে জে'নে—সকল মঙ্গল উদয় হ'ল রে
গোকুল-মঙ্গলের সেবা কর্‌বে ব'লে—সকল মঙ্গল উদয় হ'ল রে
'গোকুল-মঙ্গলের সেবা কর্‌বে বলে'—
আপন আপন সার্থকতা তরে—গোকুল-মঙ্গলের সেবা কর্‌বে ব'লে

সকল মঙ্গল উদয় হ'ল রে

নিজ নিজ মঙ্গল আশে—সকল মঙ্গল উদয় হ'ল রে
'নিজ নিজ মঙ্গল আশে'—
মঙ্গল-কাল পরশে,—নিজ নিজ মঙ্গল আশে
'মঙ্গল-কাল পরশে'—
শ্রীকৃষ্ণ-জন্মকাল,—মঙ্গল-কাল পরশে

সকল মঙ্গল উদয় হ'ল রে

নিজ নিজ মঙ্গল আশে—সকল মঙ্গল উদয় হ'ল রে

সকল মঙ্গল মঙ্গল হল' রে

এ তিথির যোগ পেয়ে—সকল মঙ্গল মঙ্গল হ'ল রে

বালাই ল'য়ে মরে যাই রে

এ তিথি-নক্ষত্রের—বালাই ল'য়ে মরে যাই রে

যার যোগে কৃষ্ণ জন্ম তার—বালাই ল'য়ে মরে যাই রে

"পূর্ব্ব জন্ম দিবস জানিয়া গৌররায়।
প্রেমায় আকুল অঙ্গ ধরণে না যায়।।"

রাধাভাবে হ'ল ভোরা

মহাভাবনিধি প্রাণগোরা—রাধাভাবে হ'ল ভোরা

ভোগ করিতে নিজ পূর্ব্ব জন্মলীলা—রাধাভাবে হ'ল ভোরা

"পুলকে পূরিল দিব্য গৌর-কলেবর।
প্রেমজলে পূর্ণ হইল নয়ন-যুগল।।"

পুলকিত গৌর-অঙ্গ

হ'য়ে রাধাভাবে বিভাবিত—পুলকিত গৌর-অঙ্গ

স্বরূপ-রামরায়ের বদন চেয়ে বলে

মহাভাবিনীর ভাবে আরূঢ় হ'য়ে—স্বরূপ-রামরায়ের বদন চেয়ে বলে

ওগো আমার মরম সখী

আজ,—আমার বঁধুর জন্মতিথি—ওগো আমার মরম সখী

গৌরের,—নয়ন-যুগল ভর্‌ল জলে

স্বরূপ-রামরায়ের ধরি' গলে—গৌরের,—নয়ন-যুগল ভর্‌ল জলে

আজ, —আমার বঁধুর জন্মতিথি ব'লে—গৌরের,—নয়ন-যুগল ভর্‌ল জলে

আনন্দের আনন্দ বাড়্‌ল মনে—গৌরের,—নয়ন-যুগল ভর্‌ল জলে

গোরা ভাসে নয়ন-জলে

মঙ্গল আচরণ কর ব'লে—গোরা ভাসে নয়ন-জলে

'মঙ্গল আচরণ কর ব'লে'—

আজ,—ব্রজ-মঙ্গলের জন্মদিন—মঙ্গল আচরণ কর ব'লে

গোরা ভাসে নয়ন-জলে

"ভাব বুঝি ভক্তগণ কাশীমিশ্রাঙ্গনে।"

মুখ চাইলেই জাগে প্রাণে

গৌর-সেবাগত প্রাণ তাদের—মুখ চাইলেই জাগে প্রাণে

গৌরের সাধ হয়েছে,—কোন রস আস্বাদনে—মুখ চাইলেই জাগে প্রাণ

আনন্দ আর ধরে না রে

স্বরূপাদি প্রিয়গণের—আনন্দ আর ধরে না রে

'স্বরূপাদি প্রিয়গণের'—

গৌরের ভাবিনী স্বভাব দেখে—স্বরূপাদি প্রিয়গণের

আনন্দ আর ধরে না

"ভাব বুঝি ভক্তগণ কাশীমিশ্রাঙ্গনে।।"

মনে গণে আছে বৃন্দাবনে

যাবটে নিজ ভবনে নিরজনে—মনে গণে আছে বৃন্দাবনে

"শুভারম্ভ করিলেন মঙ্গল কীর্ত্তনে।।"

জন্ম-কথা গান করে

ব্রজ-মঙ্গল নন্দলালের—জন্ম-কথা গান করে

প্রাণের অনুরাগ-ভরে—জন্ম-কথা গান করে

চেয়ে,—গৌর-রাধার বদন পানে—জন্ম-কথা গান করে

"মনোহর হরিধ্বনি করয়ে বেড়িয়া।"

যেন,—তারার মালা চাঁদ ঘেরিয়া

"সুখে সুখময় নাচে জয় জয় দিয়া।।"

আনন্দ আর ধরে না রে

ভাবনিধি প্রাণ-গৌরাঙ্গের—আনন্দ আর ধরে না রে

বঁধুর জন্মকথা শুনে—আনন্দ আর ধরে না রে

আনন্দেতে নৃত্য করে

জয় ব্রজ-যুবরাজ ব'লে—আনন্দেতে নৃত্য করে

বলে,—জয় জয় নন্দনন্দন

ব্রজজন-জীবন—বলে,—জয় জয় নন্দনন্দন

গৌর নাচে হেলে দুলে

জয় নন্দদুলাল ব'লে—গৌর নাচে হেলে দুলে

"সর্ব্ব শুভোদয় কাল পরম পাবন।"

সকল-মঙ্গল মিলিল আসি

উদিবে জে'নে গোকুল-শশী—সকল-মঙ্গল মিলিল আসি

'উদিবে জে'নে গোকুল-শশী'—
বরজ-আকাশে আসি'—উদিবে জে'নে গোকুল-শশী
পাপ-তম-বিনাশী—উদিবে জে'নে গোকুল-শশী

সকল-মঙ্গল মিলিল আসি'

সকল-মঙ্গল উদয় হ'ল

গোকুল-মঙ্গলের সেবা কর্‌বে ব'লে—সকল-মঙ্গল উদয় হ'ল (মাতন)

"প্রসন্ন সুখদ রাশি গ্রহ তারাগণ।।"

সকেলরই প্রসন্ন মন

গ্রহ, রাশি, তারাগণ—সকলেরই প্রসন্ন মন
আসিবে বোলে আনন্দ-ঘন—সকলেরই প্রসন্ন মন

"নদ-নদী সরোবর সলিল নির্ম্মল।"

বুঝি পেয়েছে আগমন-বার্ত্তা

আনন্দঘন শ্যামের—বুঝি পেয়েছে আগমন-বার্ত্তা

তাই আজ,—সকলেই আনন্দে মাতা

স্থাবর জঙ্গম গুল্মলতা—তাই আজ,—সকলেই আনন্দে মাতা

যেন কত হাসিতেছে

নদ-নদী সরোবর— যেন কত হাসিতেছে
'নদ-নদী সরোবর'—
নির্ম্মল সলিল-পূর্ণ—নদ-নদী সরোবর

যেন কত হাসিতেছে

যেন,—প্রেমনেত্রের বিকাশ হয়েছে

হৃদয় নির্ম্মল হ'য়ে গেছে—যেন,—প্রেমনেত্রের বিকাশ হয়েছে
প্রেমময় আস্‌বে দেখ্‌বে ব'লে—যেন,—প্রেমনেত্রের বিকাশ হয়েছে

"পরসন্ন সর্ব্বদিক প্রসন্ন সকল।।"

আজ সকলেরই মনে আনন্দ

আনন্দময়ের হ'বে আগমন—তাই,—আজ সকলেরই মনে আনন্দ

'ভাদ্রমাসী শুভরাশি মহেশ-বাহন।"
অশিত অষ্টমী তিথি রোহিণী মিলন।।"

সবাই হইল মিলিত

শুভরাশি তিথি গ্রহ নক্ষত্র—সবাই হইল মিলিত

"দ্বিতীয় প্রহর রাতি অতি ঘোরময়।
গভীর নিনাদে ঘন পয়োদ উদয়।।"

ও ত,—মেঘের গর্জ্জন নয় রে

আনন্দ হুঙ্কার বটে—ও ত,—মেঘের গর্জ্জন নয় রে

"জয় জয় যদুবীর করিল প্রকাশ।
কোটী কোটী চাঁদ যেন উদয় আকাশ।।"

শ্যাম-চাঁদের উদয় হ'ল রে

গগন-চাঁদের কিরণ তুচ্ছ ক'রে—শ্যাম-চাঁদের উদয় হ'ল রে

যেন,—কোটী চাঁদের উদয় হ'ল

গোকুল-চাঁদ ব্রজাকাশে উঠ্‌ল—যেন,—কোটী চাঁদের উদয় হ'ল

তাই বুঝি,—উদয় হ'ল ঘোর-নিশিতে

আপন প্রভাব জানাইতে—তাই বুঝি,—উদয় হ'ল ঘোর-নিশিতে

চাঁদের কি শোভা

আঁধার রজনী নৈলে—চাঁদের কি শোভা

"কংস্য বংশ বেণু বীণা ঝাঁজরী মহুরী।
মৃদঙ্গ পনহ কীর কপিনাশ মাধুরী।।
শঙ্খ দুন্দুভি বাজে পরম হরিষে।
জয় জয় সুরকুল কুসুম বরিষে।।"

কেমনে সৌভাগ্য পেল

কৃষ্ণ-আবির্ভাব দেখিবার—কেমনে সৌভাগ্য পেল
কেবা তাদের বার্ত্তা দিল—কেমনে সৌভাগ্য পেল

বুঝি বার্ত্তা দিয়েছেন

মা যোগমায়া পৌর্ণমাসী—বুঝি বার্ত্তা দিয়েছেন

সৌভাগ্য হ'ল দেখিবারে

মা যোগমায়ার আনুগত্যে—সৌভাগ্য হ'ল দেখিবারে

তাদের,—আনন্দ আর ধরে না রে

লীলামৃত বরিষণ হ'বে জে'নে—তাদের,—আনন্দ আর ধরে না রে

কুসুম বরিষণ করে

সুরকুল জয় দিয়ে—কুসুম বরিষণ করে

"হরল সকল তাপ এ মহীমণ্ডলে।"

সকল তাপ দূরে গেল রে

গোকুল-চাঁদের প্রকাশেতে—সকল তাপ দূরে গেল রে

"পরম আমোদ করে পূর্ণ পরিমলে।।"

মলয়-পবন প্রবাহিত

আপন সেবার সময় জে'নে—মলয়-পবন প্রবাহিত

"কলিযুগে শ্রীচৈতন্য সেই অবতার।"

শচীসুত হইল সেই

নন্দের নন্দন যেই—শচীসুত হইল সেই

"কলিযুগে শ্রীচৈতন্য সেই অবতার।

এ দ্বিজ মাধব কহে কিঙ্কর তাহার।।"

প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর—প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

জয় জয় গৌরগোবিন্দ

জয় বলরাম নিত্যানন্দ—জয় জয় গৌরগোবিন্দ

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।

জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।"

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌরহরিবোল।"

সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

শ্রীশ্রীনন্দ-মহোৎসব কীর্ত্তন

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল।"

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।"

(১)

"পূরব জনম, দিবস দেখিয়া, আবেশে গৌররায়।"

মহাভাবনিধি গৌর আমার

আশেষ-বিশেষে,—নিজভাব আস্বাদিতে অবতার-মহাভাবনিধি গৌর আমার

গৌর-স্বরূপে এসেছে এবার

অখিল-রসামৃতময়-মূরতি নন্দকুমার—গৌর-স্বরূপে এসেছে এবার

আস্বাদিতে,—নিজ-নাম-রূপ-গুণ-লীলা—গৌর-স্বরূপে এসেছে এবার

আজ মনে সাধ উঠেছে

পূরব জন্ম দিসব দেখে—আজ মনে সাধ উঠেছে

নিজ-জন্মলীলা আস্বাদিতে—আজ মনে সাধ উঠেছে

"নিজ-জন্মলীলা আস্বাদিতে'—

পূরব জনম দিসব দে'খে—নিজ-জন্মলীলা আস্বাদিতে

বিভাবিত হ'য়ে অনুকূল-ভাবে—নিজ-জন্মলীলা আস্বাদিতে

আজ মনে সাধ উঠেছে

আজ,—আস্বাদিতে পূরব জন্মলীলা

আজ,—আস্বাদিছে পূরব জন্মলীলা

কিশোরী-ভাবিত-মতি গোরা—আস্বাদিছে পূরব জন্মলীলা

পূরব জনম আস্বাদিছে

অশেষ বিশেষে আস্বাদিছে

মহাভাবে হ'য়ে ভোরা—অশেষ-বিশেষে আস্বাদিছে

জনম-তিথি আস্বাদিছে

আমাদের,—প্রাণগৌর মহাভাবের নিধি—জনম-তিথি আস্বাদিছে

"আজ নিজগণ লৈয়া, হরষিত হৈয়া'

নন্দ-মহোৎসব গায়।।"

হয়েছে দোঁহে একঠাঁই

কেবলভাব আস্বাদিতে—হয়েছে দোঁহে একঠাঁই

"নন্দ-মহোৎসব গায়।"

ভাবিনীর ভাবে গৌর আমার—"নন্দ-মহোৎসব গায়।"

সবাই হইলা,—গোপীভাবে বিভাবিত

পরাণ-গৌরাঙ্গগণ যত—সবাই হইলা,—গোপীভাবে বিভাবিত

সবাই,—গোপীভাবে মাতোয়ারা

দেখি',—রাধাভাবে ভোরা গোরা—সবাই,—গোপীভাবে মাতোয়ারা

"খোল করতাল, বাজয়ে রসাল,

কীর্ত্তন জনমলীলা।"

আস্বাদিছে অবতরি

অশেষ-বিশেষে,—নিজ-লীলা-মাধুরী—আস্বাদিছে অবতরি

আজ,—নবভাবে নবলীলা

মহাভাবনিধি প্রকটিলা—আজ,—নবভাবে নবলীলা

আপন-লীলা আপনি গায় রে

আপন,—লীলা-মাধুরী আস্বাদিতে—আপন-লীলা আপনি গায় রে

যাইরে লীলার বালাই যাইরে—আপন-লীলা আপনি গায় রে

বিভাবিত হ'য়ে রাধাভাবেতে—আপন-লীলা আপনি গায় রে

বঁধুর,—জন্মলীলা গাইতে গাইতে

বঁধুর,—জন্মলীলা গাইতে গাইতে

বিভাবিত হ'ল তা'রি ভাবেতে—বঁধুর,—জন্মলীলা গাইতে গাইতে

স্বভাব জাগিল নীলমণির

বঁধুর,—জন্মলীলা কীর্ত্তন শুনি'—স্বভাব জাগিল নীলমণির

"আবেশে আমার, গৌরাঙ্গ সুন্দর,
গোপবেশ নিরমিলা।।"

আজ,—গোপবেশে গৌর সাজিলা
আস্বাদিতে নিজ পূরব জন্মলীলা—আজ,—গোপবেশে গৌর সাজিলা
গোপবেশে গৌর নাচে
জন্মলীলা আস্বাদিতে—গোপবেশে গৌর নাচে
না জানি সে কতই মধুর
গোপবেশ গৌর-বিধুর—না জানি সে কতই মধুর

"গোপবেশ নিরমিলা।।"

গৌর আমার—"গোপবেশ নিরমিলা।" (মাতন)

"ঘৃত ঘোল দধি, গোরস হলদি,
অবনী মাঝারে ঢালি।"

আজ,—হইল যেন নন্দালয়
আমার কাশীমিশ্রালয়—আজ,—হইল যেন নন্দালয়
গৌরাঙ্গের,—গোপবেশের সঙ্গে সঙ্গে—আজ,—হইল যেন নন্দালয়

"কাঁধে ভার করি, তাহার উপরি,
নাচে গোরা বনমালী।"

গুপত স্বরূপ হইল বেকত
আজ,—গোপবেশে প্রাণ-গৌর নাচে
কত-মতে কাঁধে ভার করি—আজ,—গোপবেশে প্রাণ-গৌর নাচে
গোপবেশে গৌর নাচে
আজ কাশীমিশ্রালয়ে—গোপবেশে গৌর নাচে
গোপবেশে,—পূর্ব্ব জন্মলীলা আস্বাদিতে—গোপবেশে গৌর নাচে
গুপত বেকত ক'রে—গোপবেশে গৌর নাচে
কাঁধে দধিভার ক'রে—গোপবেশে গৌর নাচে
নন্দোৎসব-প্রেমোল্লাসে—গোপবেশে গৌর নাচে
আজ,—কি আনন্দ নীলাচলে
গৌর নাচে গোপবেশে—আজ,—কি আনন্দ নীলাচলে

আজ-নীলাচল হইল ব্রজপুরী

গোপবেশে নাচে গৌরহরি—আজ,—নীলচল হইল ব্রজপুরী

কাশীমিশ্রালয় নন্দপুরী—আজ,—নীলাচল হইল ব্রজপুরী

সবার স্বরূপ জাগায়ে দিল

প্রাণ-গৌরাঙ্গের গোপবেশ—সবার স্বরূপ জাগায়ে দিল

গৌর প্রিয়-পরিকর-গণের—সবার স্বরূপ জাগায়ে দিল

ভাবনিধির ভোগের অনুকূল—সবার স্বরূপ জাগায়ে দিল

সবে হ'ল,—পূরব-ভাবে উনমত

দেখি,—গোপবেশে শচীসুত—সবে হ'ল,—পূরব-ভাবে উনমত

সবে হ'ল গোপভাবাবিষ্ট

গৌরাঙ্গের ভাব-মত—সবে হ'ল গোপভাবাবিষ্ট

"করেতে লগুড়, নিতাই সুন্দর,
আনন্দ-আবেশে নাচে।"

বলাই-স্বভাব উঠ্‌ল জেগে

নিতাই-চাঁদের,—গৌরের গোপবেশ দেখে—বলাই-স্বভাব উঠ্‌ল জেগে

ভাবনিধির ভাব পুষ্টি করে

নিতাই,—সময় জে'নে সেবা ক'রে—ভাবনিধির ভাব পুষ্টি করে

লগুড় করে নেচে ফিরে—ভাবনিধির ভাব পুষ্টি করে

নিতাই-বলাই লগুড় করে নাচে

গোরা-বনমালীর বদন হে'রে—নিতাই-বলাই লগুড় করে নাচে

আমার,—ভেইয়া রে কানাইয়া রে ব'লে—নিতাই-বলাই লগুড় করে নাচে

সবারই স্বভাব জাগ্‌ল রে

"রামাই মহেশ, রাম গৌরীদাস,
নাচে তার পাছে পাছে।।"

সবার,—গোপস্বভাব জেগে উঠ্‌ল

গোপবেশে প্রাণ-গৌরাঙ্গ দে'খে—সবার,—গোপস্বভাব জেগে উঠ্‌ল

তাদের,—পুরব-স্বভাব জেগে উঠ্‌ল রে

নিতাই-বলরামের আনুগত্যে—তাদের,—পূরব-স্বভাব জেগে উঠ্‌ল রে

হইল সবে ব্রজের রাখাল

গোপাল স্বভাব জাগ্‌ল সবার—হইল সবে ব্রজের রাখাল

কেঁউ সুবল কেউ মধুমঙ্গল

কেউ বা শ্রীদাম কেউ বা সুদাম—কেউ সুবল কেউ মধুমঙ্গল

নিতাই-আনুগত্যে সবাই নাচে

তার আনুগত্যে স্বভাব জেগেছে—নিতাই-আনুগত্যে সবাই নাচে

নাচে তার পাছে পাছে

গোপবেশে হৈ হৈ হৈ ব'লে—নাচে তার পাছে পাছে

নিতাই-আনুগত্যে সবাই নাচে

হৈ হৈ হৈ রবে—নিতাই-আনুগত্যে সবাই নাচে

গোরা-বনমালীর বদন চেয়ে—নিতাই-আনুগত্যে সবাই নাচে

আরে রে ভেইয়া ব'লে—নিতাই-আনুগত্যে সবাই নাচে

"হেরিয়া যতেক, নীলাচল-লোক,

প্রেমের পাথারে ভাসে।"

পরস্পর সবাই বলে

সগণে গৌরের ভাব দে'খে—সরস্পর সবাই বলে

নীলাচল-বাসী যত—পরস্পর সবাই বলে

আনন্দ আর ধরে না রে

নীলাচলে ব্রজমাধুরী হে'রে—আনন্দ আর ধরে না রে

মনে মনে গণে রে

নীলাচল-বাসী সবে—মনে মনে গণে রে

এ যে প্রকট-স্বভাব দেখি

এরা সবে তারাই নাকি—এ যে প্রকট-স্বভাব দেখি

এই গোপভাব কোথায় পেল

এর আগে কি গোয়ালা ছিল—এই গোপভাব কোথায় পেল

এরা,—পূর্ব্বে বুঝি গোপ ছিল

নৈলে,—এ স্বভাব কোথায় পেল—এরা,—পূর্ব্বে বুঝি গোপ ছিল

এসেছে ছদ্মরূপ ধরি'

এরাই তারাই মনে করি—এসেছে ছদ্মরূপ ধরি'

শচীদুলাল যেন যশোদাদুলাল

সঙ্গীগণ যেন ব্রজবাল—শচীদুলাল যেন যশোদাদুলাল

নীলাচল কি ব্রজ হ'ল গো

এ কি দেখি অপরূপ—নীলাচল কি ব্রজ হ'ল গো

কোথা আছে কিছু বুঝ্‌তে নারে

নীলাচল-বাসী আনন্দেতে—কোথা আছে কিছু বুঝ্‌তে নারে
নীলাচলে কি ব্রজপুরে—কোথা আছে কিছু বুঝ্‌তে নারে

তারা মনে করে এ অভিনয় হেরি

এ ত নীলাচল নয় ব্রজপুরী—তারা মনে করে এ অভিনয় হেরি

এ নীলাচল নয় বৃন্দাবন

কাশীমিশ্রালয় নয় নন্দভবন—এ নীলাচল নয় বৃন্দাবন

নীলাচল ব্রজ কেন না হবে

যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা ব্রজ—নীলাচল ব্রজ কেন না হবে
এ ত গুপ্ত-ব্রজ বটে—নীলাচল ব্রজ কেন না হবে

শুধু,—এই মনে হওয়া নয়

কাশীমিশ্রালয় যেন নন্দালয়—শুধু,—এই মনে হওয়া নয়

স্বরূপ জেগে উঠ্‌ল সবারি

ভাগ্যবান্ নীলাচলবাসীর—স্বরূপ জেগে উঠ্‌ল সবারি
গৌরাঙ্গের গোপরূপ হেরি'—স্বরূপ জেগে উঠল সবারি

তারা,—দেখে গোরায় কালশশী

হ'য়ে সবে ব্রজবাসী—তারা,—দেখে গোরায় কালশশী

তারা,—ডুব্‌ল ব্রজলীলা-পাথারে

গৌরের গোপবেশ হে'রে—তারা,—ডুব্‌ল ব্রজলীলা-পাথারে
গোপবেশে হৈ হৈ করে—তারা,—ডুব্‌ল ব্রজলীলা-পাথারে

"হেরিয়া যতেক, নীলাচল-লোক,
প্রেমের পাথারে ভাসে।"

নীলাচলবাসী অন্য নয় গো

তারা ত গোপের গণ বটে—নীলাচলবাসী অন্য নয় গো

'তারা ত গোপের গণ বটে'—

গোপস্বভাব আছে তাদের কাছে—তারা ত গোপের গণ বটে

নীলাচল গুপ্ত-ব্রজ বটে—তারা ত গোপের গণ বটে

'নীলাচল গুপ্ত-ব্রজ বটে'—

নৈলে,—এ লীলা বা প্রকাশ হবে কেনে—নীলাচল গুপ্ত-ব্রজ বটে

"দেখিয়া বিভোর, আনন্দ সাগর,

এ জগমোহন দাসে।।"

আনন্দ আর ধরে না রে

এ জগমোহন-দাসের—আনন্দ আর ধরে না রে

জগমোহন-লীলা হে'রে—আনন্দ আর ধরে না রে

'জগমোহন-লীলা হে'রে'—

জগমোহন-গৌরাঙ্গের—জগমোহন-লীলা হে'রে

আনন্দ আর ধরে না রে

জগমোহন আনন্দ ভাসে

মোহনের মোহন-লীলা হে'রে—জগমোহন আনন্দ ভাসে

জগমোহনের আনন্দ ভারি

হেরি' নীলাচলে ব্রজ-মাধুরী—জগমোহনের আনন্দ ভারি (মাতন)

(২)

"কৃষ্ণ-জন্ম-যাত্রাদিনে নন্দমহোৎসব।"

আঁজ,—কি আনন্দ নীলাচলে

কৃষ্ণ-জন্ম-যাত্রাদিনে—আজ,—কি আনন্দ নীলাচলে

ভাগ্যবান্ কাশীমিশ্রের ঘরে—আজ,—কি আনন্দ নীলাচলে

আনন্দের পাথার বয়ে যায় রে

নন্দমহোৎসব-লীলায়—আনন্দের পাথার বয়ে যায় রে

ত্রিকাল-সত্য-লীলায় শ্রীনীলাচল-পুরে—আনন্দের পাথার বয়ে যায় রে

'ত্রিকাল-সত্য-লীলায় শ্রীনীলাচল-পুরে'—

ভাগ্যবান্ কাশীমিশ্রের ঘরে—ত্রিকাল-সত্য-লীলায় শ্রীনীলাচলপুরে (মাতন)

আনন্দের পাথার বয়ে যায় রে

"গোপবেশ হইলা প্রভু লৈয়া ভক্তসব।।"

আপন-জন্মলীলা আস্বাদিতে

গৌর সাজ্‌ল গোপবেশেতে—আপন-জন্মলীলা আস্বাদিতে

গৌর সাজ্‌ল গোপসাজে

কৃষ্ণ-জন্মলীলা আস্বাদিতে—গৌর সাজ্‌ল গোপসাজে

নিজ-ভক্তগণ-সাথে—গৌর সাজ্‌ল গোপসাজে

হৈল ব্রজ-গোপের আকার

নিজগণ-সঙ্গে গৌর আমার—হৈল ব্রজ-গোপের আকার

ও ত সাজা নয় স্বভাবের বিকার

তাই করিছে ব্রজগোপ ব্যবহার—ও ত সাজা নয় স্বভাবের বিকার

"দধি-দুগ্ধ-ভার সবে নিজ-কান্ধে করি।"

গোপবেশে সেজেছে সবে

সাজা নয় স্বভাব-বলে—গোপবেশে সেজেছে সবে

"দধি-দুগ্ধ-ভার সবে নিজ-কান্ধে করি।
মহোৎসব-স্থানে আইলা বলি হরি হরি।।"

আইলা,—সগণে আমার গৌরহরি

নীলাচলবাসী উঠ্‌ল শিহরি

প্রাণগৌরের গোপবেশ হেরি'—নীলাচলবাসী উঠ্‌ল শিহরি

কৃষ্ণ-জন্মলীলা আস্বাদে

গৌর আমার গোপবেশে—কৃষ্ণ-জন্মলীলা আস্বাদে

নীলাচল-ব্রজপুরে—কৃষ্ণ-জন্মলীলা আস্বাদে

কাশীমিশ্রালয়-নন্দালয়ে—কৃষ্ণ-জন্মলীলা আস্বাদে (মাতন)

"কানাই খুটিয়া আছে নন্দবেশ ধরি'।"

শুধু বেশ ধরা নয়

কানাই-খুটিয়া নন্দ হয়—শুধু বেশ ধরা নয়

তারা ত সব ব্রজজন

পরাণ-গৌরাঙ্গগণ—তারা ত সব ব্রজজন

সবাই ত এসেছে

ব্রজজন গৌরগণ-রূপে—সবাই ত এসেছে

না না তা নয়

ব্রজজনের স্বভাব আছে

প্রাণ-গৌরাঙ্গের গণের মাঝে—ব্রজজনের স্বভাব আছে

তাই স্বভাব জেগে উঠেছে

আবরণ ভেদ করি—তাই স্বভাব জেগে উঠেছে

গৌরের গোপবেশ দে'খে—তাই স্বভাব জেগে উঠেছে

সবাই ত এসেছে

প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণ-সনে—সবাই ত এসেছে

ব্রজবাসী গোপগোপী—সবাই ত এসেছে

এরা ত তারাই বটে

আজ জাগিল পূরব-স্বভাব

দেখি' গৌরের গোপভাব—আজ জাগিল পূরব-স্বভাব

তাদের শুধু নয় গোপসাজ

ভিতরের ভাব বাইরে প্রকাশ—তাদের শুধু নয় গোপসাজ (মাতন)

সবাই ত এসেছে

অপূর্ণ রস আস্বাদিতে—সবাই ত এসেছে

অপূর্ণ সাধ মিটাইতে—সবাই ত এসেছে

অনুকূল সময় জে'নে—সবাই ত এসেছে

মহা-ভাবনিধিকে সুখ দিতে—সবাই ত এসেছে

"কানাই-খুটিয়া আছে নন্দবেশ ধরি।"

আমি নন্দ মনে হয়েছে

স্বভাব জেগে উঠেছে—আমি নন্দ মনে হয়েছে

আজ,—আমার গোপালের জন্মতিথি

"জগন্নাথ-মাহিতি হইয়াছে ব্রজেশ্বরী।।"

মনে করে আমি ব্রজেশ্বরী

জগন্নাথ-মাহিতি—মনে করে আমি ব্রজেশ্বরী

আমার নন্দন মনে ভাবে

জগন্নাথ-মাহিতি যশোমতী-ভাবে—আমার নন্দন মনে ভাবে
গোপবেশে গৌর হে'রে—আমার নন্দন মনে ভাবে

এ ভাব'ত ধারকরা নয়

সবার প্রাণে ভাব আছে—এ ভাব'ত ধারকরা নয়

আস্বাদিতে এসেছে

লীলা অনুভব করিতে—আস্বাদিতে এসেছে

স্তন হ'তে দুগ্ধ ঝরে

জগন্নাথ-মাহিতির ব্রজেশ্বরী-আবেশে—স্তন হ'তে দুগ্ধ ঝরে
গৌর-বদন পানে চেয়ে—স্তন হ'তে দুগ্ধ ঝরে
ধেয়ে,—কোলে করি মনে করে—স্তন হ'তে দুগ্ধ ঝরে

আর ত কেউ বল্‌তে নারে

এরা সাজে সাজা ব'লে—আর ত কেউ বল্‌তে নারে

সাক্ষাৎ নন্দ যশোদা দেখে

কানাই খুটিয়া জগন্নাথ মাহিতীরে—সাক্ষাৎ নন্দ যশোদা হেরে

এ ত ভাব হওয়া নয়

সত্য সত্য তাই বটে—এত ভাব হওয়া নয়

ব্রজেশ্বরীর স্বভাব আছে

এ ত ভাব হওয়া নয়—ব্রজেশ্বরীর স্বভাব আছে
জগন্নাথ-মাহিতির কাছে—ব্রজেশ্বরীর স্বভাব আছে

"আপনে শ্রীপ্রতাপরুদ্র আর মিশ্র কাশী।
সার্ব্বভৌম আর পরিছা পাত্র তুলসী।।"

সবারি স্বভাব জেগেছে

প্রাণ-গৌরাঙ্গের গোপবেশ দেখে—সবারি স্বভাব জেগেছে

সবাই,—স্ব স্ব ভাবে উনমত

দেখি,—গোপবেশে শচীসুত—সবাই,—স্ব স্ব ভাবে উনমত

"ইহা সবা লইয়া প্রভু করে নৃত্যরঙ্গ।"

আনন্দের পাথার বয়ে যায় রে

নীলাচলে কাশী-মিশ্রালয়ে—আনন্দের পাথার বয়ে যায় রে
গোপবেশে গৌর সগণে নাচে—আনন্দের পাথার বয়ে যায় রে

আজ নীলাচলে কি আনন্দ
আজ কি আনন্দ নীলাচলে

নন্দমহোৎসব-দিনে—আজ কি আনন্দ নীলাচলে

নীলাচল ভাসালে

মহাভাবনিধি গৌর আমার—নীলাচল ভাসালে
আপনার ভোগ-ছলে—নীলাচল ভাসালে

প্রাণে প্রাণে ভোগ করালে

মধুর-শ্রীব্রজলীলা—প্রাণে প্রাণে ভোগ করালে
ভাগ্যবান্ নীলাচল-বাসীকে—প্রাণে প্রাণে ভোগ করালে
ভাবনিধি ভাব স্বভাব দিয়ে—প্রাণে প্রাণে ভোগ করালে

আজ করে প্রভু নৃত্যরঙ্গ

নন্দমহোৎসব-লীলায়—আজ করে প্রভু নৃত্যরঙ্গ
সবার জাগিল ভাব অন্তরঙ্গ—আজ করে প্রভু নৃত্যরঙ্গ (মাতন)

"দধি-দুগ্ধ-হরিদ্রাজলে ভরে সবার অঙ্গ।।"

আজ সকলেই উনমত

ল'য়ে শচীদুলাল-নন্দসুত—আজ সকলেই উনমত

যেন,—রয়েছে সবে নন্দমহলে

আজ,—সবার মনে হ'তেছে—যেন,—রয়েছে সবে নন্দমহলে
নন্দমহোৎসবে মেতে—যেন,—রয়েছে সবে নন্দমহলে

দেহস্মৃতি নাইক সবার

গোপভাবে করিছে ব্রজবিহার—দেহস্মৃতি নাইক সবার (মাতন)

দেখি,—**"অদ্বৈত কহে সত্য কহি না করিহ কোপ।"**

আনন্দ আর ধরে না রে

সীতানাথের অন্তরে—আনন্দ আর ধরে না রে

গুপত বেকত দে'খে—আনন্দ আর ধরে না রে

সীতানাথের মনে এই বাসনা

জানুক সব জগজনা—সীতানাথের মনে এই বাসনা

গৌর আমার ব্রজের কালসোণা—সীতানাথের মনে এই বাসনা

গৌর-রূপে সেই এসেছে

জগবাসী জানুক্ সকলে—গৌর-রূপে সেই এসেছে

যার সন্ধান পায় না বেদে—গৌর-রূপে সেই এসেছে

'যার সন্ধান পায় না বেদে'—

কেবল নেতি নেতি বলে—যার সন্ধান পায় না বেদে

গৌর রূপে সেই এসেছে

সেই ত বটে শচীনন্দন

অদ্বয়ব্রহ্ম-নন্দনন্দন—সেই ত বটে শচীনন্দন (মাতন)

তারে,—আন্‌লাম কত কেঁদে কেঁদে

অনশনে গঙ্গাতীরে ব'সে—তারে,—আন্‌লাম কত কেঁদে কেঁদে

এনে কি ফল হ'ল বল

যদি,—তেউ তারে না চিনিল—এনে কি ফল হ'ল বল

সদাই প্রাণ কাঁদ্‌ছে

গৌর-আনা-ঠাকুর সীতানাথের—সদাই প্রাণ কাঁদ্‌ছে

আমার,—আনাই ত বিফল হ'ল

মদনগোপালে গৌররূপে—আমার,—আনাই ত বিফল হ'ল

যদি,—জগৎ তারে না চিনিল—আমার, —আনাই ত বিফল হ'ল

সীতানাথের এই বাসনা

জগভরি হোক্ ঘোষণা

গৌর পরতত্ত্ব-সীমা—জগভরি হোক্ ঘোষণা

জানুক্ জগজীব সবে

গৌররূপে ব্রজের কানাই খেলে—জানুক্ জগজীব সবে

জানুক্ সবাই জগভরি

গৌর ব্রজের বংশীধারী—জানুক্ সবাই জগভরি

সবাই,—বুঝুক্ ভজুক্ গৌরসোণা

তবে,—পূর্ণ হবে আমার উপাসনা—সবাই,—বুঝুক্ ভজুক্ গৌরসোণা

(মাতন)

আর কেবা জানাবে

যে এনেছে সে না জানালে—আর কেবা জানাবে

প্রথম হ'তে সীতানাথ

জগজনে গৌর জানায়

সীতানাথ প্রতি-লীলার সহায়—জগজনে গৌর জানায়

সেই ত অদ্বৈত-শক্তি বটে

গৌর পরিচয় দেয় গৌর-পরিকর-কাছে—সেইত অদ্বৈত-শক্তি বটে

'গৌর পরিচয় দেয় গৌর-পরিকর-কাছে'

এই সেই,—তোমাদের খেলার সাথী ব'লে—গৌর পরিচয় দেয়

গৌর-পরিকর-কাছে

নৈলে,—কেমন ক'রে খেলা জাগ্‌বে

যারে ল'য়ে খেল্‌বে তারে না চিনিলে—নৈলে,—কেমন ক'রে খেলা জাগ্‌বে

সীতানাথ ত জানায় রে

প্রতিকূল-ব্যবহারে—সীতানাথ ত জানায় রে

বিপরীত-ভাব ধ'রে—সীতানাথ ত জানায় রে

এই সেই প্রভু ব'লে—সীতানাথ ত জানায় রে

গৌর বনমালী বটে—সীতানাথ ত জানায় রে

এর আগে জানায়েছে

ভক্তি-বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা ক'রে—এর আগে জানায়েছে

প্রাণে প্রাণে তার এই কথা

যদি,—আমার প্রভু এসে থাকে
আমার,—গঙ্গাজল তুলসী দেওয়া সেবা নিবে—যদি,—আমার প্রভু এসে থাকে
প্রথম হ'তেই বিপরীত রীতি
সীতানাথ ত জানাইল
নৈলে কেবা জান্‌ত বল—সীতানাথ ত জানাইল
'নৈলে কেবা জান্‌ত বল'—
সেই,—জানাতে পারে যার আনানিধি—নৈলে কেবা জান্‌ত বল
'সেই,—জানাতে পারে যার আনানিধি'—
মদনগোপাল গৌরাকৃতি—সেই,—জানাতে পারে যার আনানিধি
'মদনগোপাল গৌরাকৃতি'—
ল'য়ে রাধা-ভাব-কান্তি—মদনগোপাল গৌরাকৃতি
সেই,—জানাতে পারে যার আনানিধি
গৌরগুণ সেই ভাল জানে
যে,—কেঁদে কেঁদে এনেছে অনশনে—গৌরগুণ সেই ভাল জানে
একা জে'নে শান্তি নাই প্রাণে
তাই,—জানাতে সাধ জগজনে
নৈলে,—কলঙ্ক হবে শান্তিপুরনাথ-নামে—তাই,—জানাতে সাধ জগজনে
প্রাণে প্রাণে ভোগ হোক্ সবার
সীতানাথের মনে এই সাধ—প্রাণে প্রাণে ভোগ হোক্ সবার
গৌর পরতত্ত্ব-সার—প্রাণে প্রাণে ভোগ হোক্ সবার
সীতানাথের বাসনা চিতে
নিজ,—আনানিধি বিদিত কর্‌তে—সীতানাথের বাসনা চিতে
প্রাণগৌর-আনা-ঠাকুর—সীতানাথের বাসনা চিতে
সবাই,—জানুক্ আমার গৌরসোনা—সীতানাথের বাসনা চিতে
সবাই,—জানুক্ গৌর পরতত্ত্ব-সীমা—সীতানাথের বাসনা চিতে
আমার,—গৌর পরতত্ত্ব-সীমা
অখিল-রসামৃতময়-মূরতি—আমার,—গৌর পরতত্ত্ব-সীমা

সেই ত এসেছে

বেদে যারে কিম্ বলে—সেই ত এসেছে
'বেদে যারে কিম্ বলে'—
সেই ত,—মূরতি ধ'রে এসেছে—বেদে যারে কিম্ বলে

আমার,—সীতানাথেব এই বাসনা

গুপত করিবে ঘোষণা—আমার,—সীতানাথের এই বাসনা
নীলমণি-ঢাকা কাঁচাসোণা—আমার,—সীতানাথের এই বাসনা

সীতানাথের বাসনা মনে

সবাই মজুক্ গৌরগুণ-গানে—সীতানাথের বাসনা মনে (মাতন)

প্রাণে প্রাণে সীতানাথ বলে
আর থেকো না গুপত

নিজ-স্বরূপ কর বেকত—আর থেকো না গুপত (মাতন)

জগজীবের হোক্ অনুভূতি

তুমি,—মহাভাব-প্রেমরস-বারিধি—জগজীবের হোক্ অনুভূতি

আজ,—সীতানাথের মনেতে উল্লাস

গৌরের দেখি ব্রজভাবের বিলাস—আজ,—সীতানাথের মনেতে উল্লাস

আজ মেনে হ'ল প্রকাশ

প্রাণ গৌর যে মদনগোপাল—আজ মেনে হ'ল প্রকাশ

সীতানাথ আমার ভঙ্গী করে

গৌরকে পরিস্ফুট কর্‌বার তরে—সীতানাথ আমার ভঙ্গী করে

"অদ্বৈত কহে সত্য কহি না করিহ কোপ।
লগুড় ফিরাইতে পার তবে জানি গোপ।।"

শুধু,—সাজ সাজ্‌লে মান্‌ব না

তুমি যে গোয়ালা ব'লে—শুধু,—সাজ সাজ্‌লে মান্‌ব না

গোপ ব'লে মান্‌ব না সাজে

সাজের পরিচয় দিতে হবে কাজে—গোপ ব'লে মান্‌ব না সাজে

এমন সাজ্ ত অনেকে সাজে

কিন্তু,—মিলে না ত কাজে কাজে—এমন সাজ্ ত অনেকে সাজে

তবে,—মান্‌ব তোমায় গোপ ব'লে

স্বভাবের বিকাশ কর ব্যবহারে—তবে, —মান্‌ব তোমায় গোপ ব'লে

স্বভাব প্রকট ক'রে দেখাতে হবে—তবে,—মান্‌ব তোমায় গোপ ব'লে

গোপের স্বভাব দেখাতে হবে—তবে মান্‌ব তোমায় গোপ ব'লে

স্বভাব দেখাইতে হবে

শুধু,—সাজিলে গোয়ালা মান্‌ব না—স্বভাব দেখাইতে হবে

"লগুড় ফিরাইতে পার তবে জানি গোপ।।"

আর কি প্রভু রইতে পারে

তার বাসনা না পূরায়ে—আর কি প্রভু রইতে পারে

'তার বাসনা না পূরায়ে'—

এসেছে যার প্রেম-হুঙ্কারে—তার বাসনা না পূরায়ে

আর কি প্রভু রইতে পারে

এসেছে বিশ্বম্ভর-নাম ধ'রে

তার বাসনা পূরাবার তরে—এসেছে বিশ্বম্ভর-নাম ধ'রে

আপনায় ভজায়ে বিশ্ব ভ'রে—এসেছে বিশ্বম্ভর-নাম ধ'রে

আর কি প্রভু রইতে পারে

আর কি,—গুপ্ত হ'য়ে রইতে পারে

গৌর,—জগতে ব্যক্ত অদ্বৈত-দ্বারে—আর কি,—গুপ্ত হ'য়ে রইতে পারে

সেই,—তাঁরে এনেছে কেঁদে কেঁদে

জগজীবে দেখাইতে—সেই,—তাঁরে এনেছে কেঁদে কেঁদে

"তবে লগুড় লইয়া প্রভু ফিরাইতে লাগিলা।"

স্বভাব জাগায়ে দিল

সীতানাথ যে পৌর্ণমাসী—স্বভাব জাগায়ে দিল

ভাবের খেলা খেল্‌তে লাগ্‌ল—স্বভাব জাগায়ে দিল

"বার বার আকাশে তুলি লুফিয়ে ধরিলা।।"

গোপভাবে হইল বিভোর

সীতানাথ-বচনে গৌরকিশোর—গোপভাবে হইল বিভোর

গৌর আমার লগুড় ফিরায়

সীতানাথের পানে চায়—গৌর আমার লগুড় ফিরায়

'সীতানাথের পানে চায়'—

আড় নয়নে ইঙ্গিতে কয়—সীতানাথের পানে চায়

গৌর আমার লগুড় ফিরায়

দেখ দেখ দেখ নাড়া

আমি সত্য গোপ কি না—দেখ দেখ দেখ নাড়া

সাজে গোয়ালা কি কাজে গোয়ালা—দেখ দেখ দেখ নাড়া

সীতানাথের পানে চেয়ে ইঙ্গিত করে

আমি,—গোপ কি না দেখ ভাল ক'রে—সীতানাথের পানে চেয়ে ইঙ্গিত করে

"শিরের উপরে পৃষ্ঠে সম্মুখে দুই পাশে।"

দেখায় অশেষে বিশেষে

আজ,—গোপ-ভাব প্রকট করি'—দেখায় অশেষে বিশেষে

প্রভু আমার গোপভাব প্রকাশে

পূরাইতে,—সীতানাথের অভিলাষে—প্রভু আমার গোপভাব প্রকাশে

তাইতে,—কেঁদে কেঁদে এনেছে

আপনার লাগি' আনে নাই—তাইতে,—কেঁদে কেঁদে এনেছে

জগতে ভোগ করাবে ব'লে—তাইতে,—কেঁদে কেঁদে এনেছে

আনন্দ আর ধরে না

গোপভাবের বিকাশ দেখি'—আনন্দ আর ধরে না

"পাদ-মধ্যে ফিরায় লগুড় দেখি লোক হাসে।।"

আজ,—পরিচয় দিতেছেন অশেষ-বিশেষে

গোপভাব করি বিকাশে—পরিচয় দিতেছেন অশেষ-বিশেষে

আমি সত্য ব্রজের গোপ ব'লে—পরিচয় দিতেছেন অশেষ-বিশেষে

"আলাত-চক্রের প্রায় লগুড় ফিরায়।
দেখি সবলোক চিত্তে চমৎকার পায়।।"

মনে মনে সবাই বলে

স্বভাবের পরিচয় দেখে—মনে মনে সবাই বলে

একি অপরূপ দেখি

সেজে গুজে এত হয়নি—একি অপরূপ দেখি

সেজে গুজে কি এত হয়

যদি,—নিজ-স্বভাব না থাকে—সেজে গুজে কি এত হয়

দিয়ে স্বভাবের পরিচয়

গোপবেশে গৌর আমার—দিয়ে স্বভাবের পরিচয় (মাতন)

নিশ্চয়,—গৌর আগে গোয়ালা ছিল

ব্যবহারে জানা গেল—নিশ্চয়,—গৌর আগে গোয়ালা ছিল
নৈলে,—এ স্বভাব কোথায় পেল—নিশ্চয়,—গৌর আগে গোয়ালা ছিল

এত হয় কি অভ্যাস-ফলে

পূর্ব্ব-স্বভাব না থাকিলে—এত হয় কি অভ্যাস-ফলে

না না ছিল না আগে

ভিতরেতে গোপ আছে—না না ছিল না আগে

গৌরের শুধু গোপ সাজা নয়

স্বভাবেতে গোয়ালা হয়—গৌরের শুধু গোপ সাজা নয়

এ নিশ্চয় গোয়ালা হয়

নৈলে,—ইথে কি এমন স্বভাব পায়—এ নিশ্চয় গোয়ালা হয়

নৈলে এমন ব্যবহার কি ঘটে

স্বভাব না থাকিলে ঘটে—নৈলে এমন ব্যবহার কি ঘটে

দেখিয়া গৌরের রীতি

মনে হয় এই জাতরতি—দেখিয়া গৌরের রীতি

বলে সবে এই শচীসুত

তা ছাড়া অন্য নয়—বলে সবে এই শচীসুত

"এই মত নিত্যানন্দ ফিরায় লগুড়।"

বলরাম-স্বভাবে উনমত

জানি ভাইয়ের অভিমত—বলরাম-স্বভাবে উনমত
প্রাণের ভাইকে সুখ দিতে চিতে—বলরাম-স্বভাবে উনমত

"কে জানিবে তাঁহা দোঁহার গোপভাব গূঢ়।।"

এবার,—আস্বাদিতে এসেছে

নিজ-স্বরূপ গোপন ক'রে—এবার,—আস্বাদিতে এসেছে

সেই ত জানিতে পারে

নিতাই-গৌরের গূঢ় গোপভাব—সেই ত জানিতে পারে
নিতাই-গৌরাঙ্গের গূঢ় লীলা—সেই ত জানিতে পারে

দোঁহার,—গূঢ় গোপভাব জানিতে পারে

সীতানাথের কৃপা যারে—দোঁহার,—গূঢ় গোপভাব জানিতে পারে
তাদের যে হৃ'দে ধরে—দোঁহারে,—গূঢ় গোপভাব জানিতে পারে
'তাদের যে হৃ'দে ধরে'—
শ্রীগুরু-কৃপাবলে,—তাদের যে হৃ'দে ধরে

দোঁহার,—গূঢ় গোপভাব জানিতে পারে

যারে জানায় সেই তো জানে

কৃপা ক'রে নিজগুণে—যারে জানায় সেই তো জানে

সেই তো জানিতে পারে

আজ,—জানাইছেন নিজ-গুণে

ভাগ্যবান্ নীলাচল-বাসিগণে—আজ,—জানাইছেন নিজ-গুণে
সীতানাথের ইঙ্গিত-ক্রমে—আজ,—জানাইছেন নিজ-গুণে
আপন আস্বাদন-ছলে—আজ,—জানাইছেন নিজ-গুণে

জান্‌ল নীলাচলবাসী

গৌর ব্রজের কালশশী—জান্‌ল নীলাচল বাসী

"প্রতাপরুদ্রের আজ্ঞায় পড়িছা তুলসী।"

পুরস্কার দিতে হবে

গোপভাবের বলিহারি যাই—পুরস্কার দিতে হবে

বুঝি,—গূঢ়রূপে আস্‌ছেন

নিতাই,—কারেও কিছু না বলি—বুঝি,—গূঢ়রূপে আস্‌ছেন

যাইরে,—গোপভাবের বলিহারি

আমি হইলাম তোমার পাগড়ী—যাইরে গোপভাবের বলিহারি

"জগন্নাথের প্রসাদ এক বস্ত্র লইয়া আসি।।

বহুমূল্য বস্ত্র প্রভুর মস্তকে বাঁধিল।"

এ যে,—গোয়ালার মাথায় পাগ হ'ল

এ ত বস্ত্র বাঁধা নয় গো—এ যে,—গোয়ালার মাথায় পাগ হ'ল

আরও ভাব পুষ্ট হ'ল—এ যে,—গোয়ালার মাথায় পাগ হ'ল

বেশের যেন অভাব ছিল

পরিকর তা পূরণ কৈল—বেশের যেন অভাব ছিল

'পরিকর তা পূরণ কৈল'—

ভাগ্যবান্ রাজা প্রতাপরুদ্র—পরিকর তা পূরণ কৈল

লীলাশক্তির প্রেরণা পেল—পরিকর তা পূরণ কৈল

গোপ-জাতির স্বভাব বটে

মাথায় তারা পাগ বাঁধে—গোপ-জাতির স্বভাব বটে

এ-অঙ্গের হানি ছিল

এবার,—গোপবেশ পূর্ণ হ'ল—এ-অঙ্গের হানি ছিল

"আচার্য্যাদি প্রভুর সবগণে পরাইল।।"

খাঁটি খাঁটি গোয়ালা হ'ল

পাগ বাঁধা অভাব ছিল—খাঁটি খাঁটি গোয়ালা হ'ল

"কানাই খুঁটিয়া জগন্নাথ দুইজন।।"

হয়ে আছে আবিষ্ট

নন্দ-যশোমতী-ভাবে—হয়ে আছে আবিষ্ট

দেখি গৌরের গোপবেশ—হয়ে আছে আবিষ্ট

কিছু স্মৃতি নাই তাদের

নীলাচলে কি ব্রজে আছে—কিছু স্মৃতি নাই তাদের

মনে মনে এই ভোগ

যেন নন্দালয়ে আছে—মনে মনে এই ভোগ
'যেন নন্দালয়ে আছে'—
নন্দ-মহোৎসব দেখ্‌ছে—যেন নন্দালয়ে আছে (মাতন)

নন্দ-যশোদার স্বভাবেতে

"আবেশে বিলাইল ঘরে ছিল যত ধন।।"

উনমত হ'ল বাৎসল্যেতে

নন্দ-যশোমতী-স্বভাবেতে—উনমত হ'ল বাৎসল্যেতে

আবেশে সব বিলাইল

ঘরে যত ধন ছিল—আবেশে সব বিলাইল

কর-যোড়ে প্রার্থনা করে
সবে আশীর্ব্বাদ কর গো

যত সব নরনারী—সবে আশীর্ব্বাদ কর গো
পুত্র চিরজীবী হউক্ ব'লে—সবে আশীর্ব্বাদ কর গো
এইমত খেলা করুক্—সবে আশীর্ব্বাদ কর গো

কুশলে থাকুক্ পুত্র-রতন

তোমরা সবে আশীর্ব্বাদ কর—কুশলে থাকুক্ পুত্র-রতন

আশীর্ব্বাদ কর সবে

তনয় চিরজীবী হ'য়ে থাক্—আশীর্ব্বাদ কর সবে

কি হবে সামান্য ধন

ঘরে থাকুক্ পুত্র-রতন—কি হবে সামান্য ধন

ধন কড়ি নাহি গণি

ঘরে থাকুক্ নীলমণি—ধন কড়ি নাহি গণি

"দেখি মহাপ্রভু বড় সন্তোষ পাইল।
পিতামাতা জ্ঞানে দোঁহাকে নমস্কার কৈল।।"

আনন্দের পাথার বয়ে যায়

নীলাচলে,—নন্দ-মহোৎসব-লীলায়—আনন্দের পাথার বয়ে যায়

বালাই ল'য়ে মরে যাই

মধুর-গৌরাঙ্গ-লীলার—বালাই ল'য়ে মরে যাই

বয়ে যায় রে প্রেমের পাথার

এইকালে,—ত্রিকাল-সত্য-লীলায়—বয়ে যায় রে প্রেমের পাথার,
নীলাচলে,—কৃষ্ণ-জন্মোৎসব-লীলায়—বয়ে যায় রে প্রেমের পাথার
গোপবেশে নাচে গোরারায়—বয়ে যায় রে প্রেমের পাথার

গৌর নাচিছে,—নিজগণ সঙ্গে করি

গৌড়মণ্ডলবাসী নীলাচলবাসী—গৌর নাচিছে,—নিজগণ সঙ্গে করি

সবাই ত গিয়াছে

গৌড়মণ্ডলবাসী—সবাই ত গিয়াছে
রথযাত্রায় নীলাচলে—সবাই ত গিয়াছে

প্রাণ-গৌরাঙ্গের কাছে আছে

চাতুর্ম্মাস্যে সবে—প্রাণ-গৌরাঙ্গের কাছে আছে

তাদের,—সবার সনে বিহরিছে

কৃষ্ণ-জন্মলীলা আস্বাদিছে—তাদের,—সবার সনে বিহরিছে

আজ,—উনমত নীলাচলপুরী

এই,—ত্রিকাল-সত্য-লীলা হেরি—আজ,—উনমত নীলাচলপুরী
বালক বৃদ্ধ পুরুষ নারী—আজ,—উনমত নীলাচলপুরী
দেখি নীলাচলে ব্রজ-মাধুরী—আজ,—উনমত নীলাচলপুরী

আজ কি আনন্দ ব্রজপুরে

মধুর-গোকুলপুরে—আজ কি আনন্দ ব্রজপুরে
ত্রিকাল-সত্য-লীলায়—আজ কী আনন্দ ব্রজপুরে

(৩)

"নিদে অচেতন রাণী কিছু নাহি জানে।"

মধুর-শ্রীবৃন্দাবনে

শ্রীনন্দ-রাজমহলে—মধুর-শ্রীবৃন্দাবনে

"নিদে অচেতন রাণী কিছু নাহি জানে।

চেতন পাইয়া পুত্র দেখিল নয়ানে।।"

আনন্দ আর ধরে না রে

যশোমতীর অন্তরে—আনন্দ আর ধরে না রে

নীলমণি কোলে পেয়ে—আনন্দ আর ধরে না রে

"ব্রজরাজ বলি রাণী ডাকে ধীরে ধীরে।

আইস হে ত্বরা করি

কোথা আছ ব্রজরাজ—আইস হে ত্বরা করি

"ব্রজরাজ বলি রাণী ডাকে ধীরে ধীরে।

শুনিয়া আইল নন্দ সূতিকা-মন্দিরে।।

হরল গেয়ান দেখি আপন তনয়।"

ব্রজরাজ মনে করে

আপন তনয় হে'রে—ব্রজরাজ মনে করে

এত রূপ কি হয় মানুষের

কেবা আইল পুত্র-ছলে—এত রূপ কি হয় মানুষের

কিসে বা তুলনা দিব

"লাখ পূর্ণিমার চাঁদ জিনিয়া উদয়।।"

এ কি দেখি অপরূপ তনয়

অখিল-লাবণ্য-মাধুরী-আলয়—এ কি দেখি অপরূপ তনয়

বুঝি মূরতি ধ'রেছে

অখিল-রস পুত্ররূপে—বুঝি মূরতি ধ'রেছে

"উপনন্দ, অভিনন্দ, সুনন্দ, নন্দন।

একে একে আসি সবে ভরিল ভুবন।।"

শুনি অপূর্ব্ব-বালকের কথা

ব্রজ ভ'রে পড়্‌ল সাড়া—শুনি অপূর্ব্ব-বালকের কথা

"যে যায় দেখিতে পুনঃ আসিতে না পারে।"

আঁখি পালটিতে নারে

বালকের রূপ হে'রে—আঁখি পালটিতে নারে

বিধাতারে নিন্দা করে

যত পিয়ে পিয়াস বাড়ে—বিধাতারে নিন্দা করে

দারুণ-বিধি সৃজন জানে না

তারে কি দেয় দু'টি নয়ন

যে দেখিবে নন্দনন্দন-বদন—তারে কি দেয় দুটি নয়ন

সবে, অনিমিখে বদন হেরে

কেহ,—ফিরে আস্‌তে নারে ঘরে—সবে,—অনিমিখে বদন হেরে

সবার,—আঁখি-পাখী পড়ে রূপ-ফাঁদে

দেখি,—নন্দদুলাল-বদন-চাঁদে—সবার,—আঁখি-পাখী পড়ে রূপ-ফাঁদে

সবার নয়ন কর্‌ল আকর্ষণ

ভুবনমোহন নন্দনন্দন—সবার নয়ন কর্‌ল আকর্ষণ

"জগন্নাথ দাস দেখি ধৈরয না ধরে।।"

জগন্নাথ-দাসের মনে হয়

বুকে ধরি ঐ তনয়—জগন্নাথ-দাসের মনে হয়

(৪)

"যোগমায়া ভগবতী দেবী পৌর্ণমাসী।"

আনন্দ আর ধরে না

মা যোগমায়ার মনে—আনন্দ আর ধরে না

বাসনা পূরণের সূচনা দেখে—আনন্দ আর ধরে না

বৃন্দাবনে বসে আছে

কবে আস্‌বে দুইজনে

মিলিবে নিকুঞ্জবনে—কবে আস্‌বে দুইজনে

নয়ন-ভ'রে দেখ্‌ব

মধুর এই ব্রজবিহার—নয়ন-ভ'রে দেখ্‌ব

আশা ক'রে বসে আছে

কত-দিনে হবে ব'লে—আশা ক'রে বসে আছে

আনন্দ আর ধরে না

বাসনা পূরণের সূচনা দে'খে—আনন্দ আর ধরে না

"যোগমায়া ভগবতী দেবী পৌর্ণমাসী।

দেখিল যশোদাপুত্র নন্দগৃহে আসি।।"

দেবীর মনে ছিল বাসনা

কতদিনে দেখ্‌ব কালসোণা—দেবীর মনে ছিল বাসনা

আজ আইলেন নন্দভবনে

বাঞ্ছা পূরণ মনে জে'নে—আজ আইলেন্ নন্দনভবনে

"সবে সাবধান করে যশোদারে কহে।

বহুপুণ্যে এ হেন বালক মিলে তোহে।।"

তোমার ভাগ্যের সীমা নাই

ও যশোমতী রাণী—তোমার ভাগ্যের সীমা নাই

এ পুত্র-রত্ন পেয়েছ কোলে

না জানি,—কত-কালের পুণ্য-ফলে—এ পুত্র-রত্ন পেয়েছ কোলে

রেখো গো অতি-যতনে

তোমার এই হৃদয়-ধনে—রেখো গো অতি-যতনে

এ রত্ন,—বড় যতনের ধন বটে—রেখো গো অতি-যতনে

"বহু আশীর্ব্বাদ কৈলা হরষিত হৈয়া।"

মনে মনে বলে রে

যোগমায়া পৌর্ণমাসী—মনে মনে বলে রে

বাড় তুমি দিনে দিনে

লীলা কর ব্রজভূমে—বাড় তুমি দিনে দিনে

"রূপ নিরখয়ে সুখে একদিঠে চাইয়া।।"

বহুদিন হ'তে ছিল উপবাসী

যোগমায়ার চকোর-আঁখি—বহুদিন হ'তে ছিল উপবাসী

ঐ চাঁদ-মুখ না দেখি'—বহুদিন হ'তে ছিল উপবাসী

আজ নয়ন পড়্‌ল বাঁধা

দেখি' বালক-মুখ-চাঁদা—আজ নয়ন পড়্‌ল বাঁধা

বলে,—একবার চেয়ে দেখ্ রে নয়ন

আনন্দ-ঘন নন্দনন্দন—বলে,—একবার চেয়ে দেখ্ রে নয়ন

আজ,—আনন্দ আর ধরে না

বাসনা পূরণের দেখি সূচনা—আজ,—আনন্দ আর ধরে না

আশা ক'রে বসে আছে

কবে যুগল আসি খেল্‌বে—আশা ক'রে বসে আছে
মধুর,—ব্রজবিহার দেখ্‌ব ব'লে—আশা ক'রে বসে আছে
যুগল-সেবা-সম্ভার সাজায়ে—আশা ক'রে বসে আছে

আজ,—যোগমায়া মনে মনে গণে

চে'য়ে নন্দনন্দন-বদন-পানে—আজ,—যোগমায়া মনে মনে গণে

কতদিনে দেখা দিবে

ও রসময় তুমি এলে—কতদিনে দেখা দিবে
ভানুদুলালী-সনে—কতদিনে দেখা দিবে

কবে সাধ পূর্ণ হ'বে

রস এলে ভাব আস্‌বে—কবে সাধ পূর্ণ হ'বে

কবে মিলাইব দুই-জনে

স্থির-বিজুরী শ্যাম-নবঘনে—কবে মিলাইব দুইজনে
এই বৃন্দাবনে নিকুঞ্জবনে—কবে মিলাইব দুইজনে

কবে কর্‌ব দরশন

ভাব রসের সম্মিলন—কবে কর্‌ব দরশন

কবে দেখ্‌ব নয়ন-ভরি'

মেঘ বিজুরী জড়াজড়ি—কবে দেখ্‌ব নয়ন-ভরি'

(৫)

"স্বর্গে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ।"

আনন্দ আর ধরে না রে

দেবলোকে দেবগণের—আনন্দ আর ধরে না রে

"জয় জয় হরিধ্বনি ভরিল ভুবন।।
নন্দের মন্দিরে গোয়ালা আইল ধাইয়া।
হাতে নড়ী কাঁধে ভার নাচে থৈয়া থৈয়া।।"

আনন্দ আর ধরে না রে

গোকুলে গোয়ালা-ঘরে—আনন্দ আর ধরে না রে

আজ,—আনন্দের পাথার বয়ে যায় রে

গোকুলেতে নন্দালয়ে—আজ,—আনন্দের পাথার বয়ে যায় রে
পাইয়া প্রাণ-গোবিন্দে—আজ,—আনন্দের পাথার বয়ে যায় রে

"দধি ঘৃত নবনীত গোরস হলদি।
আনন্দ-আবেশে ঢালে নাহিক অবধি।।
গোয়ালা গোয়ালা মেলি করে হুড়াহুড়ি।"

আনন্দের পাথার বয়ে যায় রে

গোকুলপুরে নন্দের ঘরে—আনন্দের পাথার বয়ে যায় রে

"হাতে নড়ী করি' নাচে যত বুড়াবুড়ী।।
গোকুলের লোক সব বাল বৃদ্ধ নারী।
নয়নে বহয়ে ধারা শিশুমুখ হেরি।।"

আজ,—উথলিল আনন্দ-সিন্ধু

দেখি' বালক-মুখ-ইন্দু—আজ,—উথলিল আনন্দ-সিন্ধু

"লক্ষ লক্ষ ধেনু গাভী অলঙ্কৃত করি'।
ব্রাহ্মণে করয়ে দান যত ইচ্ছা ভরি।।"

বলে,—আশীর্ব্বাদ কর গো

তনয় চিরজীবী হোক্—বলে,—আশীর্ব্বাদ কর গো

"দেহ দেহ বাণী বই নাহি আর বোল।
সঘনে সবাই বলে হরি হরি বোল।।"

আনন্দে বলে হরি হরি

আজ সব ব্রজবাসী—আনন্দে বলে হরি হরি
নন্দলাল-বদন হেরি—আনন্দে বলে হরি হরি

আজ,—গোকুলপুরে উঠ্‌ল রোল

হরি হরি হরি বোল—আজ,—গোকুলপুরে উঠ্‌ল রোল

আজ,—বয়ে যায় রে প্রেমের পাথার

নন্দালয়ে কৃষ্ণ-জন্মলীলায়—আজ,—বয়ে যায় রে প্রেমের পাথার

তাতে,—ব্রজজন সব দিতেছে সাঁতার—আজ,—বয়ে যায় রে প্রেমের পাথার

(৬)

"রোহিণী নাচিছে সুখে ব্রজবধূ লইয়া।"

আনন্দ আর ধরে না রে

আজ রোহিণীর মনে—আনন্দ আর ধরে না রে

আনন্দঘনে ঘরে পেয়ে—আনন্দ আর ধরে না রে

রামের দোসর হ'ল জে'নে—আনন্দ আর ধরে না রে

সুখে খেলা কর্‌বে এবে

দুই ভাই এই আঙ্গিনাতে—সুখে খেলা কর্‌বে এবে

দেখ্‌ব আমি নয়ন-ভ'রে—সুখে খেলা কর্‌বে এবে

"পিছে পিছে বলরাম ফিরয়ে ধাইয়া।।"

এ আনন্দ কেবা জানে

যে আনন্দ আজ বলাইয়ের মনে—এ আনন্দ কেবা জানে

হেরব চাঁদ-বদনে—এ আনন্দ কেবা জানে

বলরাম আনন্দে ফিরে পিছে

মায়ের আঁচল করে ধ'রে—বলরাম আনন্দে ফিরে পিছে

আজ,—আনন্দ আর ধরে না রে

ভাইয়ের চাঁদ-মুখ হেরে—আজ,—আনন্দ আর ধরে না রে

তাই,—স্বাভাবিক আনন্দের বিকাশ

যেন,—পূরণ হ'ল কি অভাব—তাই,—স্বাভাবিক আনন্দের বিকাশ

শ্যামে হেরিয়া রামের—তাই,—স্বাভাবিক আনন্দের বিকাশ

"অঙ্গুলি ইঙ্গিত করি দেখাইছে মায়েরে।"

স্পষ্ট ত বলিতে নারে

প্রাণের কথা জানায় ইঙ্গিতে—স্পষ্ট ত বলিতে নারে

তার ব্যবহার বলে দিছে

তার,—পরিচয় যেন কত-কালের—তার ব্যবহার বলে দিছে

'তার,—পরিচয় যেন কত-কালের'—

প্রাণের যশোদাদুলাল-সনে,—তার,—পরিচয় যেন কত-কালের

তার ব্যবহার বলে দিছে

শুধু নয় তার পরিচিত

প্রাণের যশোদাসুত—শুধু নয় তার পরিচিত

তার,—প্রাণ হ'তে অধিক প্রিয়—শুধু নয় তার পরিচিত

"অঙ্গুলি ইঙ্গিত করি দেখায় মায়েরে।

আবেশে জানাল যাবে সুতিকা-মন্দিরে।।"

ভাইয়ের ভাবে মাতোয়ারা

দূরে কি রাম রইতে পারে

প্রাণের প্রাণ শ্যাম ছেড়ে—দূরে কি রাম রইতে পারে

প্রাণ-রঞ্জন সূতিকা-ঘরে—দূরে কি রাম রইতে পারে

সঙ্কর্ষণে শ্যাম আকর্ষণ করে—দূরে কি রাম রইতে পারে

"পদ লটপটি বলাই পড়ে সেই ঠাঁই।।"

পদ লটপটি পড়ে বলাই

ভেইয়ার প্রেমে মাতাল সদাই—পদ লটপটি পড়ে বলাই

এ ত নয় বালকের স্বভাব

পদ লটপটি পড়া—এ ত নয় বালকের স্বভাব

জানাইছে প্রেমের ব্যবহার—এ ত নয় বালকের স্বভাব

বলাই,—চলে যেতে ঢলে পড়ে

ভাইয়ের প্রেমে বিভোর হয়ে—বলাই,—চলে যেতে ঢলে পড়ে

স্বাভাবিক-প্রেমার ভরে—বলাই,—চলে যেতে ঢলে পড়ে

আবেশে পড়ে ধরণী-বুকে

ভেইয়ার প্রেমার ভরে—আবেশে পড়ে ধরণী-বুকে
ধরণীধর বলাই আমার—আবেশে পড়ে ধরণী-বুকে
ধরণীর সৌভাগ্য বাড়াইতে—আবেশে পড়ে ধরণী-বুকে

"ধরণী ধরিয়া উঠে বলে ভাই ভাই।।"

প্রাণে প্রাণে বলে বলাই

এতদিনে কোথায় ছিলি ভাই—প্রাণে প্রাণে বলে বলাই

"ক্ষণে কাঁদে ক্ষণে হাসে করতালি দিয়া।"

স্বাভাবিক-প্রেমের উদয় হ'ল

প্রেমের বিকার প্রকাশ পেল—স্বাভাবিক-প্রেমের উদয় হ'ল

'বরজ-বালক-সঙ্গে বেড়ায় নাচিয়া।"

বলাই নাচে হেলে দুলে

আধ আধ বোল ব'লে বলাই নাচে হেলে দুলে
ভাই কানাই পেয়েছি ব'লে—বালাই নাচে হেলে দুলে

নাচে বলাই রঙ্গিয়া

ভেইয়ার মুখ নিরখিয়া—নাচে বলাই রঙ্গিয়া
মুখে বলে ভেইয়া ভেইয়া—নাচে বলাই রঙ্গিয়া

"দেখি আঁখি তিরপিত ভেল সবাকার।
ভাসল নটবর আনন্দ-পাথার।।"

আনন্দ-পাথারে সাঁতারে

নটবর শ্যাম-সুন্দরে হেরে—আনন্দ-পাথারে সাঁতারে
নটবরদাস আনন্দে হেরে—আনন্দ-পাথারে সাঁতারে

(৭)

"সূতিকা-মন্দিরে যাই আনন্দে বলাই।
দু'নয়নে বহে ধারা ভাই পানে চাই।।"

বলাই ঝোরে অঝোরে

ভাইয়ের চাঁদ-বদন হেরে—বলাই ঝোরে অঝোরে

দু'নয়নে বহে ধারা

ভাইয়ের ভাবে মাতোয়ারা—দু'নয়নে বহে ধারা
'ভাইয়ের ভাবে মাতোয়ারা'—
ওযে,—বলাইয়ের সহজ ধারা—ভাইয়ের ভাবে মাতোয়ারা

দু'নয়নে বহে ধারা

"যশোমতী ধরিয়া দক্ষিণ-কোলে নিল।"

যশোমতী নিল বলাইকে কোলে

আয় বাপ আয় ব'লে—যশোমতী নিল বলাইকে কোলে
আইস বাপ আইস ব'লে—যশোমতী নিল বলাইকে কোলে
ভাসি দু'টি নয়ন-জলে—যশোমতী নিল বলাইকে কোলে
যেন,—পেল রাণী দুই-ছেলে—যশোমতী নিল বলাইকে কোলে

যাইরে শোভার বালাই যাই

যশোমতী কোলে কানাই বলাই—যাইরে শোভার বালাই যাই

"বসিয়া রাণীর কোলে দুলিতে লাগিল।।"

ভাইয়ের ভাবে গরগর

আমার বলাই-সুন্দর—ভাইয়ের ভাবে গরগর

ভাবভরে বলাই দোলে

বসি যাশোমতীর কোলে—ভাবভরে বলাই দোলে
চেয়ে ভাই-এর বদন-কমলে—ভাবভরে বলাই দোলে
ভাইয়ের মাধুরী হেরে—ভাবভরে বলাই দোলে

ও ত,—বলাইয়ের নয় দোলন

ও ত,—স্বাভাবিক প্রেমের লক্ষণ—ও ত,—বলাইয়ের নয় দোলন

"ভাই এর চাঁদ-মুখ-পানে এক দিঠে চায়।"

ভাইয়ের বদন,—সুধাপানে হইল বিভোর

বলরামের আঁখি-চকোর—সুধাপানে হইল বিভোর

পিপাসিত ছিল রে

বলাইয়ের চকোর-আঁখি—পিপাসিত ছিল রে
ঐ,—চাঁদ-মুখের সুধা পীতে—পিপাসিত ছিল রে

বলাইয়ের,—আঁখি-পলক পড়ে না রে

ভাইয়ের,—অলকাবৃত-বদন হেরে—বলাইয়ের,—আঁখি-পলক পড়ে না রে

বলাই,—আন্ দেখে না নয়নে

বংশীগানামৃত-ধাম বিনে—বলাই,—আন্ দেখে না নয়নে

'বংশীগানামৃত-ধাম বিনে'—

লাবণ্যামৃত-জন্মস্থান—বংশীগানামৃত-ধাম বিনে

বলাই,—আন্ দেখে না নয়নে

"আধ আধ বলে কিছু না বুঝিল মায়।।"

ও ত,—বালকের আধ বোল নয় গো

ও ত,—প্রেমের গদগদ-ভায—ও ত,—বালকের আধ বোল নয় গো

ভাবের বোল যে আধ আধ

বল্‌তে বল্‌তে হয় স্তব্ধ—ভাবের বোল যে আধ আধ

সে,—ভাবের ভাষা বুঝে না আনে

সে রসের রসিক বিনে—সে,—ভাবের ভাষা বুঝে না আনে

দু'জনের ভাষা দু'জনে বুঝে

সেবা-বিগ্রহের ভাষা সেব্যই বুঝে—দু'জনের ভাষা দু'জনে বুঝে

আধ-বোলে যেন বলাই বলে

সে বোল কেবল ভাই-ই বুঝে—আধ-বোলে যেন বলাই বলে

কো-কো-কোথা ছিলে

তোমার এই,— বলাই-দাদারে ছেড়ে— কো-কো-কোথা ছিলে

এই,—দাদাকে কেমনে ভুলে ছিলে

আধ আধ বোলে বলাই বলে—এই,—দাদাকে কেমনে ভুলে ছিলে

আর থেকো না ভাই কোন-কালে

আধ-বাণীতে যেন বলাই বলে—আর থেকো না ভাই কোন-কালে

আমায় ঘোর আঁধারে ফেলে—আর থেকো না ভাই কোন-কালে

আর যেন হয়ো না

আমার চোখের আড়াল—আর যেন হয়ো না

"আনন্দে অচেতন ভেল সব-ব্রজবাসী।।"

আনন্দ আর ধরে না রে

বরজ-জনের মনে—আনন্দ আর ধরে না রে

বলরামের ভাব দেখে—আনন্দ আর ধরে না রে

সকলের মনে আনন্দ-তরঙ্গ

দেখি বলরামের রঙ্গ—সকলের মনে আনন্দ-তরঙ্গ

সবার,—আনন্দের আর সীমা নাই

দেখি,—শ্বেত শ্যাম দুই ভাই—সবার,—আনন্দের আর সীমা নাই

'দেখি,—শ্বেত শ্যাম দুই ভাই'—

যশোমতী-কোলে কানাই বলাই—দেখি,—শ্বেত শ্যাম দুই ভাই

সবার,—আনন্দের আর সীমা নাই

"বিজুরী উজোর ভেল দুঁহু-মুখের হাসি।।"

নয়নে নয়নে জবাব হ'ল

আধ বোলে পরিচয় হ'ল—নয়নে নয়নে জবাব হ'ল

তারাই বুঝ্‌ল তারাই বুঝ্‌ল—নয়নে নয়নে জবাব হ'ল

দোঁহার চাঁদ-মুখে হাসি

দোঁহে,—দোহায় দেখি আনন্দ অতি—দোঁহার চাঁদ-মুখে হাসি

যেন,—চাঁদ ফেটে ঝরে অমিয়া রাশি—দোঁহার চাঁদ-মুখে হাসি

"ক্ষণে অচেতন ভেল যশোমতী মাই।"

আনন্দে অচেতন রাণী

কানাই-বলাই-রঙ্গ দেখি—আনন্দে অচেতন রাণী

দেখি দোঁহার প্রেম-রীতি—আনন্দে অচেতন রাণী

আনন্দে যশোমতী মাতা

দেখি,—শ্বেত-শ্যামের মুখ-হাসির ছটা—আনন্দে যশোমতী মাতা

"পুনঃ ডাকে যশোমতী আইস হেথাই।।"

হেথা আইস আইস আবার

তোমায়,—কাছে দেখ্‌লে বালক সুখ পায়—হেথা আইস আইস আবার

"এ বৈষ্ণবদাস কহে মনের হরিষে।

জন্ম-নিত্যলীলা প্রভু করিলা প্রকাশে।।"

(৮)

"জয় জয় ধ্বনি, ব্রজ-ভরিয়া রে।
ব্রজ ভরিয়া রে, ব্রজ-ভরিয়া রে।।
জয় জয় ধ্বনি ব্রজ-ভরিয়া রে।
উপনন্দ অভিনন্দ, সুনন্দ নন্দন নন্দ রে,"

আনন্দ আর ধরে না রে

নন্দন পেয়ে ঘরে—আনন্দ আর ধরে না রে

"সবে মিলি নাচে বাহু তুলিয়া রে।।
যশোধর যশোদেব, সুদেব আদি গোপ সব রে,
সবে নাচে আনন্দে ভুলিয়া রে।"

সবাই নাচে আনন্দ-ভরে

নন্দনন্দন-বদন হেরে— সবাই নাচে আনন্দ-ভরে

"নাচে রে নাচে রে নন্দ, সঙ্গে লৈয়া গোপবৃন্দ রে",

আনন্দ আর ধরে না

নন্দন পাইয়া নন্দের—আনন্দ আর ধরে না

"হাতে লাঠি কাঁধে ভার করিয়া রে।।"

নন্দ নাচে আনন্দেতে

লাঠি হাতে ভার কাঁধে—নন্দ নাচে আনন্দেতে
দেখি বালক-মুখ চাঁদে—নন্দ নাচে আনন্দেতে

"ক্ষণে নাচে ক্ষণে গায়, সূতিকা-গৃহেতে ধায়,
ফিরয়ে বালক-মুখ হেরিয়া রে।
দধি দুগ্ধ ভারে ভারে, ঢালয়ে অবনী-পরে রে,
কেহ শিরে ঢালে দধি ভুলিয়া রে।।
লগুড় লইয়া করে, আওল ধীরে ধীরে রে,
নন্দের জননী নাচে বরীয়সী বুড়িয়া রে।"

বুড়ীর,—আনন্দ আর ধরে না রে

নাতির চাঁদ-বদন হেরে—বুড়ীর,—আনন্দ আর ধরে না রে

“যত বৃদ্ধ-গোপ-নারী, জয়কার ধ্বনি করি রে,

আশীষ, করয়ে শিশু-বেড়িয়া রে।।”

হ’য়ে থাক্ শিশু চিরজীবী

বালাই ল’য়ে আমরা মরি—হ’য়ে থাক শিশু চিরজীবী

“ভোর হৈল গোপ সব, অপরূপ নন্দোৎসব রে,

এ দাস শিবাই নাচে ফিরিয়া রে।।”

আনন্দ আর ধরে না

নন্দের মন্দিরে আজ—আনন্দ আর ধরে না

নাচে সব গোয়ালা—আনন্দ আর ধরে না

সবাই মিলে জয় দাও গো

“নন্দকী আনন্দ ভেও জয় কানাইয়া লাল কী।

হাতী দিয়া ঘোড়া দিয়া আউর দিয়া পাল্‌কী।।”

জয় কানাইয়া লাল কী

হাতী ঘোড়া পাল্‌কী—জয় কানাইয়া লাল কী

“শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌরহরি বোল।”

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।"

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী কীর্ত্তন

(ভাদ্র শুক্লা অষ্টমী)

শ্রীগুরুপ্রেমানন্দে নিতাই গৌরহরি বোল।

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।"

(১)

আজ,—"প্রিয়ার জনম,- দিবস আবেশে,
আনন্দে ভরল তনু।"

মহাভাবনিধি গৌরহরি

অশেষ-বিশেষে রস আস্বাদনকারী—মহাভাবনিধি গৌরহরি

আজ হইল ললিতা-সুন্দরী

আস্বাদিতে রাধা-জন্মতিথি—আজ হইল ললিতা-সুন্দরী

গদা-রাধার জন্মলীলা আস্বাদে

শ্রীললিতা-ভাবে বিভোর হ'য়ে—গদা-রাধার জন্মলীলা আস্বাদে

"নদীয়া-নগরে, বৃষভানুপুরে,
উদয় করল জনু।।"

নদীয়া হ'ল বৃষভানুপুর

প্রাণ-গৌরাঙ্গের ভোগাবেশে—নদীয়া হ'ল বৃষভানুপুর

"গদাধর-মুখ, হেরি পুনঃ পুনঃ,
নাচে গোরা নটরায়।"

আনন্দ আর ধরে না রে

রাধা-গদাধরের বদন হেরে—আনন্দ আর ধরে না রে

শ্রীরাধার জন্মতিথি স্মরণ ক'রে—আনন্দ আর ধরে না রে

গৌর নাচে আনন্দ-মনে

হেরি গদাধর-বদনে—গৌর নাচে আনন্দ-মনে

মনে মনে বলে রে

গদাধর-বদন হেরে—মনে মনে বলে রে

আজ তোমার জন্মতিথি

ও আমার প্রাণ-কিশোরী—আজ তোমার জন্মতিথি
আজ ভাদ্রশুক্লাষ্টমী—আজ তোমার জন্মতিথি

"ভাব অনুভব, করি সঙ্গী সব"

সবার স্বভাব জেগে উঠ্‌ল রে

ভাবনিধির ভাবাবেশ দেখে—সবার স্বভাব জেগে উঠ্‌ল রে

সবাই হ'ল গোপনারী

মহাভাবনিধির বদন হেরি—সবাই হ'ল গোপনারী
নদীয়া হ'ল বৃষভানুপুরী—সবাই হ'ল গোপনারী

দাঁড়াইল গদাধরে ঘেরি

সবাই হ'য়ে ব্রজ-সহচরী—দাঁড়াইল গদাধরে ঘেরি

পরস্পর সবাই বলে
কর মঙ্গল আচরণ

আজ আমাদের রাইএর জনম—কর মঙ্গল আচরণ

"নদীয়া-নগরে; বৃষভানুপুরে,

মহামহোৎসব গায়।।"

রাধা-জন্মলীলা গান করে

ভাবনিধিকে সুখ দিবার তরে—রাধা-জন্মলীলা গান করে

"দধির সহিত, হলদি মিলিত

কলসে কলসে ঢালি।"

জন্মতিথি প্রকট করে

ভাবনিধিকে ভোগ দিবার তরে—জন্মতিথি প্রকট করে

"প্রিয়গণ নাচে, নানা কাচ কাচে,

ঘন দিয়া হুলাহুলি।।"

সবে,—অনুকূল সাজ সাজ্‌ল রে

শ্রীরাধার জন্ম-উৎসবে—সবে,—অনুকূল সাজ সাজ্‌ল রে

সবাই,—উলু উলু ধ্বনি করে

ভানুপুর-নারী-স্বভাবে—সবাই,—উলু উলু ধ্বনি করে

শ্রীরাধার জন্মদিন জেনে—সবাই—উলু উলু ধ্বনি করে

তাইতে তারা উলু দিতেছে

রাধাসঙ্গিনী-দাসীর স্বভাব জেগেছে—তাইতে তারা উলু দিতেছে

স্বভাব না জাগ্‌লে উলু কেন দিবে—তাইতে তারা উলু দিতেছে

"গৌরাঙ্গ-নাগর, রসের সাগর,

ভাবের তরঙ্গ তায়।"

নানা-ভাবের তরঙ্গ উঠে

মহাভাবনিধি-গৌরাঙ্গে—নানা-ভাবের তরঙ্গ উঠে

অশেষ-বিশেষে লীলা আস্বাদিতে—নানা-ভাবের তরঙ্গ উঠে

"জগৎ ভাসিল, এ হেন আনন্দে,

এ দাস বল্লবী গায়।।"

আজ,—সবাই ভাস্‌ল আনন্দেতে

নদীয়া-বৃষভানুপুরে—আজ,—সবাই ভাস্‌ল আনন্দেতে

কিশোরী-কিঙ্করী-ভাবে—আজ,—সবাই ভাস্‌ল আনন্দেতে

হ্লাদিনীর জন্মোৎসবে—আজ,—সবাই ভাস্‌ল আনন্দেতে

(২)

"ভাদ্র-শুক্লাষ্টমী তিথি,"

যাই রে তিথির বালাই যাই রে

"ভাদ্র-শুক্লাষ্টমী তিথি"—যাই রে তিথির বালাই যাই রে

"ভাদ্র-শুক্লাষ্টমী তিথি, বিশাখা-নক্ষত্র তথি",

তিথি-নক্ষত্রের বলিহারি

যার,—যোগে,—আইলা ভানুদুলারী—তিথি-নক্ষত্রের বলিহারী

"শ্রীমতী-জনম সেই কালে।

মধ্যদিন গত রবি, দেখিয়া বালিকা-ছবি,

জয় জয় দেই কুতুহলে।।"

সবাই,—উলু উলু জয় দেয় রে

রাধিকা-বালিকা-ছবি হেরে—সবাই,—উলু উলু জয় দেয় রে

বৃষভানুপুরের নারী সবে—সবাই,—উলু উলু জয় দেয় রে

নয়নে,—ধারা বহে কুলু কুলু

সবাই,—ধ্বনি করে উলু উলু—নয়নে,—ধারা বহে কুলু কুলু

"বৃষভানুপুরে, প্রতি ঘরে ঘরে,

জয় রাধে শ্রীরাধে বলে।"

বৃষভানুপুরে উঠ্‌ল রোল

জয় রাধে শ্রীরাধে বোল—বৃষভানুপুরে উঠ্‌ল রোল

বলে,—জয় জয় ভানুদুলারী

অসামান্য-রূপমাধুরী—বলে,—জয় জয় ভানুদুলারী

বুঝি,—লাবণ্য এল মুরতি ধরি—বলে,—জয় জয় ভানুদুলারী

"কন্যার চাঁদমুখ দেখি, রাজা হইল মহাসুখী

আনন্দ আর ধরে না রে

বৃষভানুর অন্তরে—আনন্দ আর ধরে না রে

কন্যার চাঁদমুখ হেরে—আনন্দ আর ধরে না রে

"কন্যার চাঁদমুখ দেখি রাজা হইল মহাসুখী,

দান দেই ব্রাহ্মণ-সকলে।।"

তোমরা,—আশীর্ব্বাদ কর সবে

তনয়া,— চিরজীবী হ'য়ে থাকে—তোমরা,—আশীর্ব্বাদ কর সবে

"নানা-দ্রব্য হস্তে করি, নগরের যত নারী,

আইলা সবে কীর্ত্তিদা-মন্দিরে।"

সবে,—ধেয়ে আইল কীৰ্ত্তিদা-মন্দিরে

হ্লাদিনীর আগমনে,-আনন্দ সবার মনে-সবে,-ধেয়েআইল কীৰ্ত্তিদা—মন্দিরে

বৃষভানু-বালিকা দেখ্‌বার তরে—সবে,—ধেয়ে আইল কীৰ্ত্তিদা-মন্দিরে

"অনেক-পুণ্যের ফলে, দৈব হইলা অনুকুলে,

এ হেন বালিকা মিলে তোরে।।"

ভাগ্যবতী ও কীৰ্ত্তিদে—এ হেন বালিকা পেলে

অনেক,—পুণ্যফলে দৈববলে—এ হেন বালিকা পেলে

এ হেন বালিকা নাহি মিলে

মহা,—পুণ্যবতী না হইলে—এ হেন বালিকা নাহি মিলে

মোদের,—**"মনে হেন লয়, এই ত' মানুষ নয়"**

এত রূপ কি মানুষের হয়

এ যে দেখি,—অখিল-মাধুর্য্যের আলয়—এত রূপ কি মানুষের হয়

"কোন্ ছলে কেবা জনমিলা।"

এ যে আনন্দের মূরতি মানি

তোর বালিকা কীৰ্ত্তিদারাণী— এ যে আনন্দের মূরতি মানি

বুঝি,—আনন্দ এল প্রকট হ'য়ে

ও কীৰ্ত্তিদা তোর তনয়—রূপে -বুঝি -আনন্দএল প্রকট হ'য়ে

না জানি কারে বা আনন্দ দিতে— বুঝি,—আনন্দ এল প্রকট হ'য়ে

"ঘনশ্যাম-দাস কয়, না করিহ সংশয়,

কৃষ্ণ-প্রিয়া সদয় হইলা।।"

এ ত নয় সামান্য বালিকা

এ যে কৃষ্ণ- প্রাণাধিকা—এ ত নয় সামান্য বালিকা

প্রকট ভানুতনয়া—রূপে

আনন্দ-ঘনে আনন্দ দিতে— প্রকট ভানুতনয়া- রূপে

(৩)

"এ তোর বালিকা, চাঁদের কলিকা,"

এ ত তোর নয় বালিকা

ভাগ্যবতী ও-কীর্ত্তিদা—এ তোর নয় বালিকা

এ যে,—অকলঙ্ক-চাঁদের কলিকা—এ ত তোর নয় বালিকা

এ বালিকা নয় চাঁদের কলি

দিনে দিনে উঠ্‌বে ফুটি— এ বালিকা নয় চাঁদের কলি

"এ তোর বালিকা, চাঁদের কলিকা,"

দেখিয়া জুড়ায় আঁখি।

হেন মনে ল'য়ে, সদাই হৃদয়ে,

পসরা করিয়া রাখি।।"

মনে হয়,—রাখি হৃদয়-পসরা ক'রে

তোর এই,—চাঁদের কলিকা বালিকারে—মনে হয়,—রাখি হৃদয়-পসরা ক'রে

"শুন বৃষভানু-প্রিয়ে।

কি হেন করিয়া, কোলেতে রেখেছ,

এ হেন সোণার ঝিয়ে।।"

একা ভোগে কি আশ মিটে

এ হেন নিধি পেয়ে—একা ভোগে কি আশ মিটে

আমাদের মনে হয় কোলে করি

চাঁদের কলিকা তোমার দুলারী—আমাদের মনে হয় কোলে করি

দে আমাদের কোলে দে গো

"তড়িত জিনিয়া, বদন সুন্দর,"

ও-মা তোর বালিকা-বদন

যেন তড়িৎ হয়েছে ঘন—ও-মা তোর বালিকা-বদন

এ যে স্থির-বিজুরী সত্য

তড়িতের ধর্ম্ম হয়েছে নষ্ট—এ যে স্থির বিজুরী সত্য

তড়িত ত চঞ্চল বটে

তোর তনয়াতে স্থির হয়েছে—তড়িত ত চঞ্চল বটে

"তড়িত জিনিয়া, বদন সুন্দর,
মুখে হাসি আছে আধা।"

স্বাভাবিক হাসি লেগে আছে
তড়িত জিনিয়া সুন্দর-মুখে—স্বাভাবিক হাসি লেগে আছে

"গণকে যে নাম, সে নাম রাখুক,
আমরা রাখিলাম রাধা।।"

বলে দিছে ওর নাম রাধা
ওর মুখের হাসি আধা—বলে দিছে ওর নাম রাধা
আমরা,—তাই নাম রাখ্‌লাম রাধা
দেখি,—ওর মুখের হাসি আধা—আমরা,—তাই নাম রাখ্‌লাম রাধা

"স্বরূপ লক্ষণ, অতি বিলক্ষণ,
তুলনা দিব বা কিয়ে।"

জগতে কিছু নাই তুলনা দিবার
ও কীর্ত্তিদা তোর বালিকার—জগতে কিছু নাই তুলনা দিবার

"মহাপুরুষের প্রেয়সী হইবে,
সোঙরিবা যদি জীয়ে।।"

মহাপুরুষের প্রেয়সী হ'বে
তোর,—তনয়া যদি বেঁচে থাকে— মহাপুরুষের প্রেয়সী হ'বে
স্বরূপ-লক্ষণে মনে হ'তেছে—মহাপুরুষের প্রেয়সী হ'বে
প্রাণে প্রাণে কে যে যেন বলে দিচ্ছে—মহাপুরুষের প্রেয়সী হবে

"দুহিতা বলিয়া, দুঃখ না ভাবিহ,
ইহোঁ উদ্ধারিবে বংশ।
জ্ঞানদাস কহে, শুনেছি কমলা,
ইহাঁর অংশের অংশ।।"

কমলা ইহার অংশের অংশ
সাধু-মুখে শুনেছি আমরা—কমলা ইহার অংশের অংশ
এই যে বৃষভানু-নন্দিনী
সর্ব্ব-লক্ষ্মীময়ী ঠাকুরাণী—এই যে বৃষভানু-নন্দিনী

সর্ব্ব,—লক্ষ্মীময়ী ঠাকুরাণী

বৃষভানু-রাজনন্দিনী—সর্ব্ব,—লক্ষ্মীময়ী ঠাকুরাণী

কীর্ত্তিদা তোর তনয়া মানি

সর্ব্ব,—লক্ষ্মীময়ী ঠাকুরাণী—কীর্ত্তিদা তোর তনয়া মানি

(৪)

"বৃষভানুপুরে আজ,আনন্দ হইল।"

আজ,—বৃষভানুপুরে আনন্দ

এসেছেন,—আনন্দ হ'য়ে মূর্ত্তিমন্ত—আজ,—বৃষভানুপুরে আনন্দ

আজ তাই,—ভানুপুরে আনন্দ মানি

আজ,—আসিয়াছেন হলাদিনী—আজ তাই,—ভানুপুরে আনন্দ মানি

"বৃষভানুপুরে আজ, আনন্দহইল।"

আনন্দের পাথার বয়ে যায় রে

আজ,—মূর্ত্তিমতী হলাদিনীর আগমনে—আনন্দের পাথার বয়ে যায় রে

বৃষভানুপুরে ঘরে ঘরে—আনন্দের পাথার বয়ে যায় রে

বৃষভানুজার আগমনে—আনন্দের পাথার বয়ে যায় রে

"ভাগ্যবতী কীর্ত্তিদা, দুহিতা প্রসবিল।।

সুধীর বিজুরী জিনি, অঙ্গের বরণ।"

আজ,—আবির্ভূতা ধীর-বিজুরী

আজ,—ভানুদুলালী নাম ধরি—আজ,—আবির্ভূতা ধীর-বিজুরী

"কত চাঁদ জিনি মুখ, মুদিত নয়ন।।"

দারুণ-বিধির এ কি সৃজন

এমন সুন্দরীর অন্ধ নয়ন—দারুণ বিধির এ কি সৃজন

কেন অন্ধ করেছে

এত সৌন্দর্য্য দিয়ে—কেন অন্ধ করেছে

বুঝি কিছু রহস্য আছে— কেন অন্ধ করেছে

ওর,—গড়া বিধির অদ্ভুত সৃজন

কীর্ত্তিদা তোর বালিকা-বদন—ওর,—গড়া বিধির অদ্ভুত সৃজন
এত সৌন্দর্য্য তায় মুদতি নয়ন—ওর,—গড়া বিধির অদ্ভুত সৃজন

একঠাঁই করেছে

জগতের সৌন্দর্য্য সব—একঠাঁই করেছে
ভানুদুহিতা-রূপেতে—একঠাঁই করেছে

এত,— সৌন্দর্য্য তায় মুদিত নয়ন

এর —বুঝি কিছু আছে কারণ—এত, সৌন্দর্য্য তায় মুদিত নয়ন

বুঝি কিছু রহস্য আছে

কেন আঁখি মুদা আছে—বুঝি কিছু রহস্য আছে

অবশ্য ইহার রহস্য আছে

"কত চাঁদ জিনি মুখ, মুদিত নয়ন।।
অপরূপ শুনি যায়, সবে দেখিবারে।"

জন্মিয়াছে বৃষভানু—রাজার

অপরূপ-রূপের পাথার—জন্মিয়াছে বৃষভানু-রাজার
জগতের সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার—জন্মিয়াছে বৃষভানু-রাজার
শুভক্ষণে কন্যা—জন্মিয়াছে বৃষভানু-রাজার

"অপরূপ শুনি যায়, সবে দেখিবারে।
নানা উপহার লইয়া, যৌতুক ব্যবহারে।।
দেবকন্যা আসে যেন, ব্রাহ্মণীর বেশে।"

আসে,—ব্রজবাসিনী ব্রাহ্মণী-বেশে

দেবকন্যা,—বালিকা দেখিবার আশে—আসে,—ব্রজবাসিনী ব্রাহ্মণী-বেশে
নৈলে;— দেখ্‌বে কোন্ অধিকারে—আসে, ব্রজবাসিনী ব্রাহ্মণী-বেশে

বালিকা,—দেখাইবার নাই অধিকার

বিনা ব্রজবণিতা—বালিকা,— দেখাইবার নাই অধিকার

দেখ্‌তে ত কেউ পায় না

ব্রজবাসীর আনুগত্য বিনা — দেখ্‌তে ত কেউ পায় না

"আসিয়া দেখয়ে রূপ মনের হরিষে।।"

বালিকা, — রূপ দেখে মনের হরিষে

দেবকন্যা আসি ব্রাহ্মণী-বেশে— বালিকা, — রূপ দেখে মনের হরিষে

তারা,— আঁখি ফিরাইতে নারে

কন্যার চাঁদ-বদন হেরে— তারা,—আঁখি ফিরাইতে নারে

মনে মনে গণে রে

এ কি অপরূপ রূপ রে—মনে মনে গণে রে

"যোগমায়া আসিয়া, কহিল যশোদারে।"

পথপানে আছে চেয়ে

মা,—যোগমায়া পৌর্ণমাসী—পথপানে আছে চেয়ে
ব্রজবিলাসিনী আস্‌বে কবে—পথপানে আছে চেয়ে
'ব্রজবিলাসিনী আসবে কবে'—
কতদিনে মিলাব শ্যাম-নবঘনে—ব্রজবিলাসিনী আস্‌বে কবে

মা,—যোগমায়ার প্রাণ কাঁদছে সদাই

দেখিবারে,—মেঘ বিজুরী একঠাঁই—মা,—যোগমায়ার প্রাণ কাঁদ্‌ছে সদাই

শুনি অপরূপ-রূপের কথা

ভাগ্যবতী কীর্ত্তিদাসুতার—শুনি অপরূপ-রূপের কথা
ব্রজবাসিনী-সবার মুখে—শুনি অপরূপ রূপের কথা

ভাবিছেন মনে মনে

তবে কি এল রে

হলাদিনী মূরতি ধ'রে—তবে কি এল রে

একবার দেখে আসি গিয়ে—তবে কি এল রে

প্রাণে প্রাণে জান্‌তে পেয়ে

রাই রসবতী এসেছে —প্রাণে প্রাণে জান্‌তে পেয়ে

প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ল রে

শ্যাম-নবঘনে মিলাবার তরে—প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ল রে

তাই,—"যোগমায়া আসিয়া,কহিল যশোদারে।"

যশোমতী চল চল

নিজ-তনয়ে কোলে কর—যশোমতী চল চল

চল যাই দেখি গিয়া

কেমন অপরূপ তনয়া—চল যাই দেখি গিয়া
বৃষভানু-পুরে,—অপরূপ কীর্ত্তিদাসুতায়—চল যাই দেখি গিয়া

"পুত্রকোলে যশোমতী যায় দেখিবারে।।"

বুঝি বা-মনে হ'ল যশোদার

নন্দরাজ-বৃষভানুর প্রতিজ্ঞা—বুঝি বা,—মনে হ'ল যশোদার
বিবাহ দিব,—আমার তনয় তোমার তনয়ায়—বুঝি বা,—মনে হ'ল যশোদার
তাই বুঝি মনে হ'ল

তাই,—**"পুত্রকোলে যশোমতী যায় দেখিবারে।।"**

যাই একবার দেখে আসি

কিরূপ,—তনয়া হ'ল কীর্ত্তিদারাণীর—যাই একবার দেখে আসি

"কৃষ্ণ কোলে লইয়া রাণী দাঁড়ায় সন্মুখে।"

যশোদা দাঁড়াল কীর্ত্তিদা আগে

বৃষভানু-মহলে এসে—যশোদা দাঁড়াল কীর্ত্তিদা আগে
নিজপুত্র কোলে ক'রে—যশোদা দাঁড়াল কীর্ত্তিদা আগে

বালক,-স্বভাবতঃ চঞ্চল বটে
কোল হ'তে যায় নেমে

রাধিকা-অঙ্গ-পরশ-আশে— কোল হ'তে যায় নেমে

বুঝি,—মলয়-পবন সহায় হ'ল

অঙ্গ-গন্ধ নাশায় পশিল—বুঝি,—মলয়-পবন সহায় হ'ল

অমনি,-বালিকার নাশায় পশিল

শ্রীকৃষ্ণ-অঙ্গ- গন্ধ—অমনি,—বালিকার নাশায় পশিল

"নয়ন মেলিয়া রূপ দেখে অনিমিখে।।"

মলয়-পবন ব'লে দিলে

লীলা-শক্তির ইঙ্গিতে—মলয-পবন ব'লে দিলে
মা,—যোগমায়ার ইঙ্গিতে—মলয়-পবন ব'লে দিলে

আর কেন আঁখি মুদে

যা'রে দেখ্‌বে দেখ তা'কে—আর কেন আঁখি মুদে

রাধিকার,-আঁখির বুঝি সঙ্কল্প ছিল

প্রথমে,—আনের মুখ না দেখিব—রাধিকার,—আঁখির বুঝি সঙ্কল্প ছিল

বিনা আমার শ্যাম-নবঘন,—রাধিকার,—আঁখির বুঝি সঙ্কল্প ছিল

যেমনি,-যশোদা-দুলাল এল সন্মুখে

মায়ের কোল হ'তে নেমে—যেমনি,—যশোদা-দুলাল এল সন্মুখে

তার অঙ্গ-পরশ-আশে—যেমনি,—যশোদা-দুলাল এল সন্মুখে

অমনি আঁখি জান্‌তে পেল

আমার,—দেবতার মূরতি কাছে এল—অমনি আঁখি জান্‌তে পেল

আঁখি এখন খুলে গেল

এতক্ষণ বুজে ছিল—আঁখি এখন খুলে গেল

তার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হ'ল—তাই,—আঁখি এখন খুলে গেল

শ্রীরাধিকা চেয়ে দেখ্‌ল

কৃষ্ণ তা'রে পরশিল—শ্রীরাধিকা চেয়ে দেখ্‌ল

শ্রীকৃষ্ণ-অঙ্গ-পরশ পেল—শ্রীরাধিকা চেয়ে দেখ্‌ল

আর আঁখি রইল না আঁধা

কৃষ্ণ-দরশ-লাগি ছিল মুদা—আর আঁখি রইল না আঁধা

তাই ত নয়ন মুদিত ছিল

আর কা'কেও দেখ্‌বে না ব'লে—তাই ত নয়ন মুদিত ছিল

আনে দেখা ত তার স্বভাব নয়

ও-নয়নের স্বভাব নয়

দেখবে না সে আনের বদন

আন দেখ্‌বে না নয়নে

বংশী-গানামৃত-ধাম বিনে—আন দেখ্‌বে না নয়নে

"নয়ন মেলিয়া রূপ দেখে অনিমিখে।।"

আঁখি হ'ল পলক হারা

পেয়ে তা'র নয়ন-তারা—আঁখি হ'ল পলক হারা

সরে না রাধিকার নয়ন-তারা

বদন হেরে হ'য়েছে ভোরা—সরে না রাধিকার নয়ন-তারা

"দোঁহে দোঁহার ঈষৎ ইঙ্গিত শুভক্ষণে।"

ইচ্ছা ক'রে হয় নাই

এই প্রথম নয়ন মিলন—ইচ্ছা ক'রে হয় নাই

কেউ যেন ঘটায়েছে—ইচ্ছা ক'রে হয় নাই

সেই ত ঘটায়েছে

যে,—সঙ্গে ক'রে এনেছে—সেই ত ঘটায়েছে

কিছু জানে না তা'রা দু'জনা

সব,—যোগমায়ার ঘটনা—কিছু জানে না তা'রা দু'জনা

মা,—যোগমায়ার ঘটনা

আর কেউ জানে না—মা,—যোগমায়ার ঘটনা

ব'সে ব'সে ভাবছিল

লীলা-শক্তি যোগমায়া—ব'সে ব'সে ভাবছিল

কতদিনে সাধ পূর্ণ হবে

আজ সাধ মিটিল

পূর্ব্বরাগ ঘটিল—আজ সাধ মিটিল

'পূর্ব্বরাগ ঘটিল'—

নয়নে নয়নে মিলন—পূর্ব্বরাগ ঘটিল

কি আনন্দ যোগমায়ার মনে

এই,—পহিলহি মিলনে—কি আনন্দ যোগমায়ার মনে

দোঁহে দোঁহার ঈষৎ ইঙ্গিত শুভক্ষণে।

যদুনন্দন-দাস নব-পূর্ব্বরাগ ভণে।।"

এ যে,—পহিলহি রাগ রে

শ্রীরাধাগোবিন্দ-লীলার-এ যে,—পহিলহি রাগ রে

নয়নে নয়নে মিলন—এ যে,—পহিলহি রাগ রে

'নয়নে নয়নে মিলন'—
বৃষভানু-দুলালী নন্দ-দুলালের—নয়নে নয়নে মিলন

এ যে,—পহিলহি রাগ রে

মা,—যোগমায়া ঘটাইল—এ যে,—পহিলহি রাগ রে

দিনে দিনে বাড়্বে

অবধি ত কেউ পাবে না—দিনে দিনে বাড়্বে
নব নব নব হ'য়ে—দিনে দিনে বাড়্বে

"আজু,—কি আনন্দ ব্রজ-ভরিয়া রে!"
ও,—ব্রজ-ভরিয়া রে! ব্রজ-ভরিয়া রে!!
"আজু,—কি আনন্দ ব্রজ-ভরিয়া রে।
নববাস-ভুষা পরি, ধাওত গোপনারী রে,"

আনন্দ আর ধরে না রে

বৃষভানু-পুর-নারীর—আনন্দ আর ধরে না রে
কীর্ত্তিদা-নন্দিনী হেরে—আনন্দ আর ধরে না রে
চ'লে যে'তে নেচে যায় রে—আনন্দ আর ধরে না রে

নাচত গোপনারী

বালিকা-বদন-হেরি—নাচত গোপনারী

রহিতে না পারে ধৃতি ধরিয়া রে।।
কিবা অপরূপ-সাজে, প্রবেশে ভবন-মাঝে রে,"

হৈ হৈ হৈ রবে

"গোপগণ কাঁধে ভার করিয়া রে।
বৃষভানু-নৃপমণি, আপনা মানয়ে ধনী রে,
বালিকা-বদন-বিধু হেরিয়া রে।।"

আনন্দ আর ধরে না রে

অমূল্য-রতন পেয়ে—আনন্দ আর ধরে না রে

"সুভানু সুচন্দ্র-ভানু, ধরিতে নারয়ে তনু রে,
নাচে সব গোপ তায় ঘেরিয়া রে।"

সবার,-আনন্দ আর ধরে না রে

আনন্দময়ীর আগমনে—সবার,—আনন্দ আর ধরে না রে

আনন্দ-সিন্ধু উথলিল

কেউ ভাসিল কেই ডুবিল—আনন্দ-সিন্ধু উথলিল

"বাজে বাদ্য নানাভাতি, গীত গায় প্রেমে মাতি রে,
বসন উড়ায় ফিরে ফিরিয়া রে।।
ঘৃত দধি দুগ্ধ সহ, হরিদ্রা-সলিল কেহ রে,
ঢালে কারু মাথে ছল করিয়া রে।
মুখরার সাধ কত, করয়ে মঙ্গল তত রে,

কৌতুক দেখয়ে নর-হরিয়া রে।।
আজু,—কি আনন্দ ব্রজ-ভরিয়া রে।
ও,—ব্রজ-ভরিয়া রে! ব্রজ-ভরিয়া রে!!
আজু,—কি আনন্দ ব্রজ-ভরিয়া রে।"

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।"

শ্রীগুরুপ্রেমানন্দে নিতাই-গৌরহরি বোল।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হর কৃষ্ণ হরে রাম।।"

(আশ্বিন কৃষ্ণা দ্বাদশী)

শ্রীপানিহাটিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভগমন-স্মরণ কীর্ত্তন

"গৌর,— প্রেম-বন্যায় ভাসে পানিহাটি গ্রাম।
আজ,—রাঘব-পণ্ডিতের ঘরে গৌর গুণধাম।।"

প্রাণ-গৌর এলো পানিহাটিতে

মধুর-নীলাচল হ'তে—প্রাণ-গৌর এলো পানিহাটিতে

রাঘব-পণ্ডিতের প্রীতে— প্রাণ-গৌর এলো পানিহাটিতে

চল যাই দেখিতে

প্রাণ-গৌর এলো পানিহাটিতে—চল যাই দেখিতে (মাতন)

(গঙ্গাতীর হইতে বৃক্ষরাজের তলায় আগমন)

"জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।"

প্রাণ-ভ'রে জয় দাও ভাই

আরে আমার,—রসময় গৌরাঙ্গ-মেঘের—প্রাণ-ভ'রে জয় দাও ভাই

অপরূপ -মেঘ গৌরহরি

প্রেমধারা -বর্ষণকারী—অপরূপ- মেঘ গৌরহরি (মাতন)

'প্রেমধারা-বর্ষণকারী'—

গৌড়দেশ-উদ্যানোপরি— প্রেমধারা-বর্ষণকারী

অপরূপ-মেঘ গৌরহরি

"জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ।।"

প্রাণ-ভ'রে জয় দাও ভাই

শচীদুলাল-গৌরহরির—প্রাণ-ভ'রে জয় দাও ভাই
সাঙ্গোপাঙ্গে প্রাণ-গৌরহরির—প্রাণ-ভ'রে জয় দাও ভাই

"মহা,—"প্রভুর হইল ইচ্ছা যাইতে বৃন্দাবন।"

নীলাচল-বিহার ক'রতে ক'রতে

গৌরসুন্দর নিজ-গণ-সনে—নীলাচল-বিহার ক'রতে ক'রতে

"মহা,—প্রভুর হইল ইচ্ছা যাইতে বৃন্দাবন।
এ কথা,—শুনিয়া প্রতাপরুদ্র হইলা বিমন।।"

অমনি,—বিরহ জেগে উঠ্‌ল হৃদে

গৌরগত-প্রাণ রাজা-প্রতাপরুদ্রের—অমনি,—বিরহ জেগে উঠ্‌ল হৃদে
প্রভু বৃন্দাবন যাবেন শুনে—অমনি,—বিরহ জেগে উঠ্‌ল হৃদে

"সার্ব্বভৌম রামানন্দ আনি দুইজন।
দোঁহাকে কহেন রাজা বিনয়-বচন।।
নীলাদ্রি ছাড়ি প্রভুর মন অন্যত্র যাইতে।
তোমারা করিহ যত্ন তাঁহারে রাখিতে।।"

তোমরা করহ যত্ন

ও,—সর্ব্বভৌম! রামানন্দ!— তোমরা করহ যত্ন
আমার বচন রাখ— তোমরা করহ যত্ন

"তোমরা করিহ যত্ন তাঁহারে রাখিতে।
তাঁহা বিনা এই রাজ্য মোরে নাহি ভায়।।"

কি কাজ রাজ্য-অধিকারে

যদি,— গৌর যায় নীলাচল ছেড়ে— কি কাজ রাজ্য-অধিকারে

" গোঁসাঞি রাখিতে করিহ অনেক উপায়।।"

তোমরা দোঁহে কর উপায়

প্রভু,—নালীদ্রি-ছাড়ি না যায়— তোমরা দোঁহে কর উপায়

আমি,— কেমন ক'রে থাক্‌ব

কেঁদে বলেন প্রতাপরুদ্র—আমি,—কেমন ক'রে থাক্‌ব

কেমনে থাক্‌ব প্রাণ-ধ'রে

গৌর-শূন্য-নীলাচলে— কেমনে থাক্‌ব প্রাণ-ধ'রে

"রামানন্দ সার্ব্বভৌম দুইজন-সনে।
যবে যুক্তি করে প্রভু যাইতে বৃন্দাবনে।।"

শুনেই প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ল

প্রভু বৃন্দাবন যাবেন—শুনেই প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ল

যেও না তো বল্‌তে নারে

কিন্তু,—বিরহ স্মঙরি প্রাণ বিদরে— যেও না তো বল্‌তে নারে

প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে

প্রভুর সন্তোষে কথা বল্‌তে—প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে

"দোঁহে কহে রথযাত্রা কর দরশন।"

মনের কথা গোপন ক'রে

"দোঁহে কহে রথযাত্রা কর দরশন।
কার্ত্তিক আইলে তবে করিও গমন।।
কার্ত্তিক আইলে কহে এবে মহাশীত।
দোলযাত্রা দেখি যাইও এই ভাল-রীত।।"

মনে মনে গণে রে

সার্ব্বভৌম রামানন্দ—মনে মনে গণে রে

কেমন ক'রে থাক্‌ব রে

গৌর,—ছেড়ে গেলে এই নীলাচলে—কেমন ক'রে থাক্‌ব রে

"আজি কালি করি উঠায় বিবিধ উপায়।
যাইতে সম্মতি না দেয় বিচ্ছেদের ভয়।।
যদ্যপি স্বতন্ত্র প্রভু নহে নিবারণ।
ভক্ত-ইচ্ছা বিনা তবু না করে গমন।।"

তবু ভক্ত-পরতন্ত্র

প্রভু যদ্যপি স্বতন্ত্র—তবু ভক্ত-পরতন্ত্র

"এইমত মহাপ্রভুর চারি বৎসর গেল।।"

সেই চারি বৎসরের মধ্যে

"দক্ষিণ যাত্রা আসিতে দুই বৎসর লাগিল।।
আর দুই বৎসর চাহে বৃন্দাবন যাইতে।
রামানন্দ হঠে প্রভু না পারে চলিতে।।
পঞ্চম বৎসরে গৌড়ের ভক্তগণ আইলা।
রথ দেখি না রহিলা গৌড়ে চলিলা।।
তবে প্রভু সার্ব্বভৌম-রামানন্দ-স্থানে।
আলিঙ্গন করি কহে মধুর-বচনে।।
বহুত উৎকণ্ঠা মোর যাইতে বৃন্দাবন।
তোমার হঠে দুই বৎসর না কৈলা গমন।।

এবে,—অবশ্য চলিব দুঁহে করহ সম্মতি।"

আমায়,—আর নিষেধ ক'রো না

ও,—সার্ব্বভৌম রামানন্দ—আমায়,—আর নিষেধ ক'রো না

আমার মন বড় উচাটন

যাবার লাগি বৃন্দাবন—আমার মন বড় উচাটন

আর আমায় করো না বারণ

যেতে দাও বৃন্দাবন—আর আমায় ক'রো না বারণ

করিব আমি দরশন

নব-কৈশোর-নটবর—করিব আমি দরশন

'নব- কৈশোর-নটবর'—

গোপবেশ-বেনুকর—নব-কৈশোর-নটবর

(মাতন)

করিব আমি দরশন

"তোমা দোঁহা বিনা মোর নাহি অন্যগতি।।"

বালাই ল'য়ে মরে যাই

প্রভুর ভক্ত-বাৎসল্যের—বালাই ল'য়ে মরে যাই

"গৌড়দেশে হয় মোর দুই সমাশ্রয়।
জননী জাহ্নবী এই দুই দয়াময়।।
গৌড়দেশ দিয়া যাব 'তাঁ' সবা দেখিয়া।
তুমি দোঁহে আজ্ঞা দেহ প্রসন্ন হইয়া।।
শুনিয়া প্রভুর বানী দোঁহে বিচারয়।
প্রভু-সনে অতি হঠ কভু ভাল নয়।
দুঁহে কহে এবে বর্ষা চলিতে নারিবা।
বিজয়া-দশমী আইলে অবশ্য চলিবা।।"

আর বাধা দিব না

ব্রজে যেতে তোমার বড় উৎকণ্ঠা—আর বাধা দিব না

মনে মনে দিন গণে

প্রাণ-গৌরসুন্দর আমার—মনে মনে দিন গণে

বিজয়া-দশমী আস্‌বে কতদিনে

যাব আমি বৃন্দাবনে—বিজয়া-দশমী আস্‌বে কতদিনে

"আনন্দে মহাপ্রভু বর্ষা কৈল সমাধান।
বিজয়া-দশমী-দিনে করিলা পয়ান।।"

প্রভু চলিলেন নীলাচল হ'তে

বিজয়া-দশমী-তিথিতে—প্রভু চলিলেন নীলাচল হ'তে

"জগন্নাথের প্রসাদ প্রভু যত পাইয়াছিলা।
কড়ার চন্দন ডোর সব সঙ্গে লৈলা।।"

ভক্তগণে দিবেন ব'লে

গৌড়দেশের সব—ভক্তগণে দিবেন ব'লে

"জগন্নাথের আজ্ঞা মাগি প্রভাতে চলিলা।
উড়িয়া-ভক্তগণ সব পাছে চলি আইলা।।"

আ'মরি,—কাঁদে নীলাচলবাসী

বলে,—কোথা যাও গোরা-শশী—কাঁদে নীলাচলবাসী

গৌর কোথা যাও চ'লে

নীলাচলবাসী বলে সবে—গৌর কোথা যাও চ'লে
আমাদের অনাথ ক'রে ফেলে—গৌর কোথা যাও চ'লে
আঁধার করি এই নীলাচলে—গৌর কোথা যাও চ'লে
আমরা,—কেমনে থাক্‌ব তোমায় ছেড়ে—গৌর কোথা যাও চ'লে

ব্যাকুল হ'লে কাঁদে রে

নীলাচলবাসী নরনারী—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে
কতদিনে দেখ্‌তে পাব ব'লে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

আর,—কতদিনে দেখ্‌তে পাব

ঐ,—হরিবোলা রসের বদন—আর,—কতদিনে দেখ্‌তে পাব

পিছে পিছে কেঁদে চলে

উড়িয়া-ভক্তগণ সবে—পিছে পিছে কেঁদে চলে
হা-গৌর প্রাণ-গৌর ব'লে—পিছে পিছে কেঁদে চলে

"উড়িয়া-ভক্তগণে প্রভু যত্নে নিবারিলা।
নিজগণ-সঙ্গে প্রভু ভবানীপুর আইলা।।
রামানন্দ আইলা পাছে দোলায় চড়িয়া।"

আর কি তারা রইতে পারে

গৌরগত-প্রাণ যাদের—আর কি তা'রা রইতে পারে

কেমন ক'রে থাক্‌বে রে

গৌরগত-প্রাণ রামানন্দ—কেমন ক'রে থাক্‌বে রে
প্রাণ গেলে নীলাচল ছেড়ে—কেমন ক'রে থাক্‌বে রে

"রামানন্দ আইলা পাছে দোলায় চড়িয়া।
বাণীনাথ বহু প্রসাদ দিল পাঠাইয়া।।"

প্রভুর,—বড়-কষ্ট হবে ব'লে

পথে যেতে যেতে ভোজনের—প্রভুর,—বড়-কষ্ট হবে ব'লে

"প্রসাদ ভোজন করি তাঁহাই রহিলা।
প্রাতঃকালে চলি প্রভু ভুবনেশ্বর আইলা।।
কটক আসিয়া কৈল গোপাল দর্শন।
স্বপ্নেশ্বর বিপ্র প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ।।
"রামানন্দ রায় সব গণ নিমন্ত্রিল।
বাহির উদ্যানে আসি প্রভু বাসা কৈল।।
ভিক্ষা করি বকুলতলে করিলা বিশ্রাম।"

আজও তার স্মৃতি আছে

পূণ্যভূমি কটক-নগরে — আজও তার স্মৃতি আছে
প্রভুর বসিবার স্থান— আজও তার স্মৃতি আছে
প্রভু,— বসেছিলেন যে বকুল-তলে— আজও তার স্মৃতি আছে

"প্রতাপরুদ্র-ঠাঁই রায় করিল পয়ান।।
শুনি আনন্দিত রাজা শীঘ্র আইলা।"

মনে মনে বলে রে
এ কি আমার ভাগ্যোদয়

গৌরচন্দ্রের হইল উদয়— এ কি আমার ভাগ্যোদয়

প্রতাপরুদ্র প্রেমে গড়ি যায়

ছিন্ন-কদলীর প্রায় — প্রতাপরুদ্র প্রেমে গড়ি যায়

"প্রভু দেখি দণ্ডবৎ ভূমিতে পড়িলা।।
পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে হইয়া বিহ্বল।
স্তুতি করে পুলকাঙ্গ পড়ে অশ্রুজল।।
তাঁর ভক্তি দেখি প্রভুর তুষ্ট হইল মন।
উঠি মহাপ্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।।"

বাহু পসারি কৈল কোলে

আইস আইস আইস ব'লে — বাহু পসারি কৈল কোলে
ভাসি দু'টি-নয়ন-জলে— বাহু পসারি কৈল কোলে

"পুনঃ স্তুতি করি রাজা করয়ে প্রণাম।
প্রভুর কৃপা-অশ্রুতে তাঁর দেহ হইল স্নান।"

গৌর ভাসে নয়ন-জলে

প্রতাপরুদ্রে করি কোলে— গৌর ভাসে নয়ন-জলে

"সুস্থ করি রামানন্দ রাজা বসাইল।
কায়মনোবাক্যে প্রভু তাঁরে কৃপা কৈল।।
ঐছে তাঁহারে কৃপা কৈল গৌরধাম।
প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা জগতে হৈল নাম।।"

চারিদিকে উঠ্‌ল রোল

বলে,— জয় জয় গৌরহরি

জয়,— প্রতাপরুদ্র-ত্রাণকারী— বলে,—জয় জয় গৌরহরি (মাতন)

জয় জয় শচীনন্দন

গজপতি-উদ্ধারণ— জয় জয় শচীনন্দন

"রাজ-পাত্রগণ কৈল প্রভুর বন্দন।
রাজারে বিদায় দিল শচীর নন্দন।।
বাহিরে আসিয়া রাজা পত্র লিখাইল।
নিজরাজ্যে যত বিষয়ী তাহারে পাঠাইল।।"

পত্র লিখেন প্রতাপরুদ্র

নিজ-রাজ্যের বিষয়ীগণে— পত্র লিখেন প্রতাপরুদ্র

তোমরা কর প্রভুর সেবন

তোমাদের,— কাছে করি এই নিবেদন— তোমরা কর প্রভুর সেবন

করজোড়ে করি বিনয়

"গ্রামে গ্রামেতে নূতন আবাস করিবা।
পাঁচ সাত নব গৃহে সামগ্রী ভরিবা।।
আপনি প্রভুকে লঞা তাঁহা উত্তরিবা।
রাত্রিদিন বেত্রহস্তে সেবায় রহিবা।।"

আমার ভাগ্যে হল না

সঙ্গে যাব সেবা কর্‌ব— আমার ভাগ্যে হল না

তোমরা প্রভুর সেবা করো

আমার ভাগ্যে নাহি হলো— তোমরা প্রভুর সেবা করো

সেবা করো অশেষ-বিশেষে

তোমরা সবে অকপটে— সেবা করো অশেষ -বিশেষে
প্রাণ-গৌর চলেছেন গৌড়দেশে— সেবা করো অশেষ-বিশেষে

"দুই মহাপাত্র হরিচন্দন মঙ্গরাজ।
তাঁরে আজ্ঞা দিল রাজা কর সব কাজ।।
এক নব নৌকা আনি রাখ নদীতীরে।
মহাপ্রভু স্নান করি যাইবেন নদীপারে।।
তাঁহা স্তম্ভ রোপণ কর মহাতীর্থ করি।
নিত্য স্নান করিব তাঁহা, তাঁহা যেন মরি।।"

তাঁহা,— স্তম্ভ এক কর রোপণ

যেথা,—প্রভু করবেন অবগাহন—তাঁহা,—স্তম্ভ এক কর রোপণ

এখনও তাঁর স্মৃতি আছে

কটক-নগরে মহানদীতীরে—এখনও তাঁর স্মৃতি আছে
চরণ-চিহ্নিত মঞ্চ— এখনও তাঁর স্মৃতি আছে

"চতুর্দ্বারে করহ উত্তম নব্য-বাস।
রামানন্দ যাহ তুমি মহাপ্রভু-পাশ।।
সন্ধ্যাতে চলিবে প্রভু নৃপতি শুনিল।
হস্তী-উপরে তাম্বুগৃহে স্ত্রীগণে চড়াইল।।
প্রভু চলিবার পথে রহে সারি হঞা।
সন্ধ্যায় চলিলা প্রভু, নিজগণ লঞা।।
চিত্রোৎপলা নদী আসি তাঁহা কৈল স্নান।
মহিষী সকল দেখি করয়ে প্রণাম।।
প্রভুর দর্শনে সবে হৈল প্রেমময়।।"

প্রাণ-গৌর করি দরশন

রাজা,— প্রতাপরুদ্রের মহিষীগণ— প্রাণ-গৌর করি দরশন

পুলকিত হইল প্রেমে

দূর হ'তে গৌর দর্শন ক'রে— পুলকিত হইল প্রেমে
হস্তী-উপরে তাম্বুগৃহে—পুলকিত হইল প্রেমে

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে নেত্রে অশ্রু বরিষয়
এমন কৃপাল নাহি শুনি ত্রিভুবনে।
কৃষ্ণ-প্রেমা হয় যাঁর দূর দরশনে।।"

কত-গুণের গৌর আমার
যাঁরে.— দূরে হেরি প্রেমোদয়—কত-গুণের গৌর আমার
তাঁর,— পরশ হ'লে কি না হয়
যাঁরে.—দূরে হেরি প্রেমোদয়—তাঁর, পরশ হ'লে কি না হয় (মাতন)
কি না হয় তার পরশনে
প্রেম উপজয় যাঁর দূর-দরশনে— কি না হয় তার পরশনে

"নৌকাতে চড়িয়া প্রভু হৈলা নদীপার।
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রে চলি আইলা চতুর্দ্বার।।
রাত্রে তথা রহি প্রাতে স্নানকৃত্য কৈল।
হেন-কালে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ আইল।।"

মহাপ্রসাদ,— পাঠায়েছেন প্রতাপরুদ্র
প্রভুর,— সেবায় পাছে হয় কষ্ট— মহাপ্রসাদ,— পাঠায়েছেন প্রতাপরুদ্র
প্রতাপরুদ্র আছেন নিজবাসে
কিন্তু,—প্রাণ আছে গৌর-পদ-পাশে— প্রতাপরুদ্র আছেন নিজবাসে
সদাই প্রাণ কাঁদ্ছে
গৌর-প্রেমিক প্রতাপরুদ্রের—সদাই প্রাণ কাঁদ্ছে
আমার, প্রভুর দুঃখ হয় পাছে — সদাই প্রাণ কাঁদ্ছে

"রাজার আজ্ঞায় পড়িছা প্রতি দিনে দিনে
বহুত প্রসাদ পাঠায় দিয়া বহুজনে।।"

বালাই ল'য়ে মরে যাই
প্রতাপরুদ্রের গৌরাঙ্গ-সেবার —বালাই ল'য়ে মরে যাই
প্রাণ আছে গৌর-চরণে
দেহ আছে নিজ-ভবনে—প্রাণ আছে গৌর-চরণে

"স্বগণ সহিতে প্রভু প্রসাদ অঙ্গীকরি।
উঠিয়া চলিলা প্রভু বলি হরি হরি।।
রামানন্দ, মঙ্গরাজ, শ্রীহরিচন্দন।
সঙ্গে সেবা করি চলে এই তিনজন।।
প্রভু-সঙ্গে পুরী-গোঁসাঞিও, স্বরূপ দামোদর।
জগদানন্দ, মুকুন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর।।
হরিদাস ঠাকুর আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর।"

সঙ্গ ছাড়া কি রইতে পারে

গৌরগত-প্রাণ-যাঁদের— সঙ্গ ছাড়া কি রইতে পারে

"হরিদাস ঠাকুর আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
গোপীনাথাচার্য্য আর পণ্ডিত দামোদর।।
রামাই নন্দাই আর বহু ভক্তগণ।
প্রধান কহিল সবার কে করে গণন।।
গদাধর পণ্ডিত যবে সঙ্গে চলিলা
ক্ষেত্র-সন্ন্যাস না ছাড়িও প্রভু নিষেধিলা।।"

কেমন ক'রে থাক্‌বে বল

যদিও প্রভু নিষেধিল— কেমন ক'রে থাক্‌বে বল

কখনও ত থাকে না

কায়া ছাড়িয়া ছায়া — কখনও ত থাকে না

"পণ্ডিত কহে যাঁহা তুমি সেই নীলাচল।
ক্ষেত্র-সন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল।।"

তোমার সঙ্গ ত্যাগ ক'রে ক্ষেত্র-সন্ন্যাস কিসের তরে

ক্ষেত্র-সন্ন্যাস যাক্ রসাতল

প্রাণ গৌর আগে বলেন গদাধর ক্ষেত্র সন্ন্যাস যাক্ রসাতল

যাঁহা তুমি সেই নীলাচল ক্ষেত্র সন্ন্যাস যাক্ রসাতল

"প্রভু কহে ...

ত্বৎপদ দর্শন।।"

বালাই ল'য়ে মরে যাই

পণ্ডিত- গোঁসাঞিের গৌর-অনুরাগের—বালাই ল'য়ে মরে যাই

"প্রভু কহে সেবা ছাড়িবে আমার লাগে দোষ।

ইহাঁ রহি সেবা কর আমার সন্তোষ।।

পণ্ডিত কহে সব দোষ আমার উপর।"

অভিমানে বলে রে

পণ্ডিত গোঁসাঞিঃ প্রেমভরে—অভিমানে বলে রে

"আমি,— তোমার-সঙ্গে না যাইব যাব একেশ্বর।।"

যদি তোমায় দোষ লাগে

তোমার সঙ্গে গেলে পরে—যদি তোমায় দোষ লাগে

আমি একা যাব তবে

তোমাতে দোষ না লাগিবে—আমি একা যাব তবে

আ'মরি কত মধুর রে

এ যে,-- বেদস্তুতি হ'তেও মধুর

এই,— প্রেম-মাখা অভিমান-বাক্য—এ যে,— বেদস্তুতি হ'তেও মধুর

"আই দেখিতে যাব আমি না যাব তোমা লাগি।"

আমি,— তোমার লাগি যাব না

শচীমাকে দেখ্‌তে যাব—আমি,— তোমার লাবি যাব না

"প্রতিজ্ঞা- সেবা—ত্যাগ- দোষ তার আমি ভাগী।।

এত বলি পণ্ডিত -গোঁসাঞিঃ পৃথক্‌ চলিলা।

কটক আসি প্রভু তাঁরে সঙ্গে আনাইলা।।

পণ্ডিতের চৈতন্যপ্রেম বুঝন না যায়।

প্রতিজ্ঞা-শ্রীকৃষ্ণ-সেবা ছাড়িল তৃণ প্রায়।।

তাঁহার চরিতে প্রভুর অন্তরে সন্তোষ।

তাঁহার হাতে ধরি কহে করি প্রণয়-রোষ।।"

বাইরে করে প্রণয়-রোষ

অন্তরে প্রভুর সন্তোষ— বাইরে করে প্রণয়-রোষ

"প্রতিজ্ঞা-সেবা ছাড়িবে এই তোমার উদ্দেশ।
সেই সিদ্ধ হইল ছাড়ি আইলে দূরদেশ।।
আমার সঙ্গে রহিতে চাহ বাঞ্ছ নিজসুখ।
তোমার দুই ধর্ম্ম যায় আমার হয় দুঃখ।।
মোর সুখ চাহ যদি নীলাচলে চল।
আমার শপথ যদি আর কিছু বল।।"

ঈশ্বরের এই ত স্বভাব

সর্ব্বশাস্ত্রে আছে প্রকাশ—ঈশ্বরের এই ত স্বভাব

কুসুম হ'তে কোমল রে

লীলা-বিশেষে—কুসুম হ'তে কোমল রে

আবার কোনও লীলাতে
বজ্র হইতে কঠিন রে
দুই আছে একাধারে

সর্ব্বেশ্বর ভগবানে—দুই আছে একাধারে
যত কোমল তত কঠিন—দুই আছে একাধারে

আজ,—সেই গুণের প্রকাশ কৈলা

অনুভব কর ভাই রে—আজ,— সেই গুণের প্রকাশ কৈলা
পাষাণ হ'তে কঠিনতা—আজ,— সেই গুণের প্রকাশ কৈলা

বজ্র হ'তেও কঠোর ব্যবহার

এ-লীলাতে গৌরের আমার—বজ্র হ'তেও কঠোর ব্যবহার

যে,—এক-তিল ছেড়ে রইতে নারে

ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে ফিরে—যে,—এক-তিল ছেড়ে রইতে নারে

তাঁরে,—আজ্ঞা কৈলেন শপথ দিয়ে

সঙ্গ ছেড়ে নীলাচলে যেতে—তাঁরে,—আজ্ঞা কৈলেন শপথ দিয়ে

আ'মরি কি বিবর্ত্ত-লীলা

গৌর-গোবিন্দ কৈলা—আ'মরি কি বিবর্ত্তলীলা

আ'মরি কি বজ্র-সম বাণী

গৌরাঙ্গের গদাধর-প্রতি—আ'মরি কি বজ্র-সম বাণী

এই, ত তার পরিচয়

শাস্ত্রে যে কঠোর স্বভাব কয়—এই ত তার পরিচয়

আ'মরি কি বিবর্ত্ত-লীলা

আজ গৌর-গোবিন্দ কৈলা—আ'মরি কি বিবর্ত্ত-লীলা

গদা-রাধায় উপেখিলা—আ'মরি কি বিবর্ত্ত-লীলা

"এত বলি' মহাপ্রভু নৌকাতে চড়িলা।
মূর্চ্ছিত হইয়া পণ্ডিত তথায় পড়িলা।।"

গদাই,—মূরছিত মহানদী-তীরে

হা প্রাণ-গৌরসুন্দর ব'লে—গদাই,—মূরছিত মহানদী-তীরে

প্রেম,—বিবর্ত্ত-লীলার বালাই যাই রে—গদাই,—মূরছিত মহানদী-তীরে

"পণ্ডিতে লইয়া যাইতে সার্ব্বভৌমে আজ্ঞা দিলা।
ভট্টাচার্য্য কহে উঠ ঐছে প্রভুর লীলা।।"

ওঁর,—কাঁদানই স্বভাব রে

তুমি ত সকলি জান—ওঁর,—কাঁদানই স্বভাব রে

নিজে কেঁদে কাঁদায় আনে

ভক্ত-বাক্য রক্ষা-কারণে—নিজে কেঁদে কাঁদায় আনে

"তুমি জান কৃষ্ণ নিজ-প্রতিজ্ঞা ছাড়িলা।
ভক্ত-কৃপাবশে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রাখিলা।।
এইমত মহাপ্রভু তোমার বিচ্ছেদ সহিয়া।
তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কৈলা যতন করিয়া।।
এইমত কহি তাঁরে প্রবোধ করিলা।
দুইজনে শোকাকুল নীলাচলে আইলা।।"

দোঁহে গেলা নীলাচলে

হা গৌর বলি ভাসি নয়ন-জলে— দোঁহে গেলা নীলাচলে

গলা ধ'রে দু'জনে কাঁদে

'কতদিনে দেখা পাব ব'লে—গলা ধ'রে দু'জনে কাঁদে

'কতদিনে দেখা পাব ব'লে'—

সেই,—হরিবোলা রসের বদন—কতদিনে দেখা পাব ব'লে—

গলা ধ'রে দু'জনে কাঁদে

"প্রভু-লাগি ধর্ম্ম-কর্ম্ম ছাড়ে ভক্তগণ।
ভক্ত-ধর্ম্ম-হানি প্রভুর না হয় সহন।।"

"প্রেমের বিবর্ত্ত ইহা শুনে যেই জন।
অচিরে মিলয়ে তারে চৈতন্য-চরণ।।
দুই রাজ পাত্র যেই প্রভু সঙ্গে যায়।
যাজপুর আসি প্রভু তাঁরে দিলেন বিদায়।।
প্রভু বিদায় দিল রায় যান তাঁর সনে।।"

যেতেও ত পারে না

ছাড়ি প্রাণ-গৌরাঙ্গ-সোণা— যেতেও ত পারে না

ল'য়ে শূন্য দেহখানা— যেতেও ত পারে না

"কৃষ্ণকথা রামানন্দ-সনে রাত্রিদিনে।।
প্রতি-গ্রামে রাজ-আজ্ঞায় রাজ-ভৃত্যগণ।
নব্যগৃহে নানা-দ্রব্যে করয়ে সেবন।।
এইমত চলি প্রভু রেমুণা আইলা।
তথা হৈতে রামানন্দ-রায়ে বিদায় দিলা।।
ভূমিতে পড়িলা রায় নাহিক চেতন।"

রায়,—মূরছিত ভূমিতলে

হা-গৌর প্রাণ-গৌর ব'লে—রায়, মূরছিত ভূমিতলে (মাতন)

"রায় কোলে করি প্রভু করেন ক্রন্দন।।"

গৌর ভাসে নয়ন-জলে

রামরায় করি কোলে— গৌর ভাসে নয়ন-জলে

আ'মরি কি মধুর-লীলা

প্রেমাবতার গৌরহরির—আ'মরি কি মধুর-লীলা

প্রেমময়-লীলার বালাই যাই—আ'মরি কি মধুর-লীলা

দাস প্রভু দু'জনে কাঁদে

পরস্পর গলা ধ'রে—দাস প্রভু দু'জনে কাঁদে

দোঁহার,—বিরহ দুহুঁ সঙরিয়ে—দাস প্রভু দু'জনে কাঁদে

"রায়ের বিদায় কথা না যায় কথন।
কহিতে না পারি এই তাহার বর্ণন।।
তবে ওড্রদেশ-সীমা প্রভু চলি আইলা।
তথা রাজ-অধিকারী প্রভুরে মিলিলা।।
দিন দুই চারি তেঁহো করিল সেবন।
আগে চলিবার সেই কহে বিবরণ।।
মদ্যপ যবন রাজার আগে অধিকার।
তার ভয়ে পথে কেহো নারে চলিবার।।
পিছলদা পর্য্যন্ত সব তার অধিকার।
তার ভয়ে নদী কেহো হৈতে নারে পার।।
দিন কত রহ সন্ধি করি তার সনে।
তবে সুখে নৌকাতে করাইব গমনে।।
হেনকালে সেই যবনের এক অনুচর।
উড়িয়া-কটকে আইল করি বেশান্তর।।
প্রভুর অদ্ভুত সেই চরিত্র দেখিয়া।
হিন্দুচর কহে সেই যবন পাশে গিয়া।।
এক সন্ন্যাসী আসিলা জগন্নাথ হৈতে।
অনেক সিদ্ধ পুরুষ হয় তাঁহার সহিতে।।
নিরন্তর করে সবে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
সবে হাসে নাচে গায় করয়ে ক্রন্দন।।
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে তাঁরে দেখিবারে।
তাঁরে দেখি পুনরপি যাইতে নারে ঘরে।।"

সে,— দেহ গেহ পাসরে

একবার যে তাঁরে হেরে— সে,— দেহ গেহ পাসরে

কি জানি কি মোহিনী করে

তারে দেখে ঘরে যেতে নারে—কি জানি কি মোহিনী করে

শুধু কেবল তাই নয়

"সেই সব লোক হয় বাউলের প্রায়।
কৃষ্ণ কহি নাচে কাঁদে গড়াগড়ি যায়।।
কহিবার কথা নহে দেখিলে সে জানে।
তাঁহার প্রভাবে তাঁরে ঈশ্বর করি মানে।।
এত কহি সেই চর "হরি কৃষ্ণ" গায়।"

এ শক্তি কি মানুষে ধরে

যারে হেরে তার প্রাণ হরে—এ শক্তি কি মানুষে ধরে

"হাসে কাঁদে নাচে গায় বাউলের প্রায়।।
এত শুনি যবনের মন ফিরি গেল।
আপন বিশ্বাস উড়িয়া স্থানে পাঠাইল।
বিশ্বাস আসিয়া প্রভুর চরণ বন্দিল।
"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" কহি প্রেমে বিহ্বল হইল।।"

কৃষ্ণ-নাম হইল স্ফূর্ত্তি

দেখি শ্রীগৌরাঙ্গ-মূরতি—কৃষ্ণ-নাম হইল স্ফূর্ত্তি

যবনেও নাম করে
যবনেও নাচে গায়

শ্রীগৌরাঙ্গ-করুণায়—যবনেও নাচে গায়

"ধৈর্য্য হইয়া উড়িয়াকে কহে নমস্করি।
তোমাস্থানে পাঠাইয়া ম্লেচ্ছ-অধিকারী।।
তুমি যদি আজ্ঞা দেহ এখানে আসিয়া।
যবনাধিকারী যায় প্রভুকে মিলিয়া।।
বহুত উৎকণ্ঠা তার, করিয়াছে বিনয়।
তোমা সনে এই সন্ধি নাহি যুদ্ধ ভয়।।
শুনি মহাপাত্র কহে হইয়া বিস্ময়।
মদ্যপ যবনের চিত্তে ঐছে কে কহয়।।
আপনি মহাপ্রভু তার মন ফিরাইল।
দর্শন স্মরণে যাঁর জগৎ ভরিল।।"

ভুবন পাবন গৌরহরি

তরাইল,— ম্লেচ্ছ যবনাদি করি— ভুবন-পাবন গৌরহরি

"এতবলি বিশ্বাসেরে কহিল বচন।
ভাগ্য তার আসি করুক প্রভু-দরশন।।
প্রতীত করিয়ে যদি নিরস্ত্র হইয়া।
আসিবেক পাঁচ সাত ভৃত্য সঙ্গে লইয়া।।
বিশ্বাস যাইয়া তারে সকল কহিল।
হিন্দুবেশ ধরি সেই যবন আইল।।
দূর হইতে প্রভু দেখি ভূমিতে পড়িলা।
দণ্ডবৎ করে অশ্রু পুলকিত হৈয়া।।"

যবনের প্রেমোদয়

হেরি,— প্রেমাবতার শচীতনয়—যবনের প্রেমোদয়

"মহাপাত্র আনিল তারে করিয়া সম্মান।
জোড়-হাতে প্রভু আগে লয় কৃষ্ণ নাম।।"

কেঁদে কেঁদে যবন বলে

"অধম-যবন-কুলে কেন জন্মাইল।
বিধি মোরে হিন্দুকুলে কেন না জন্মাইল।।"

দৈন্য-ভক্তির উদয় হয়েছে তানে

যবনের প্রভু-দরশনে— দৈন্য -ভক্তির উদয় হয়েছে তানে

তাই যবন বলে কাতরে

কেন,—জন্ম না হ'লো হিন্দুকুলে—তাই যবন বলে কাতরে
তোমার,— সেবা করিতাম প্রাণভ'রে—তাই যবন বলে কাতরে

তোমার সেবা করিতে নারিলাম

যবন-কুলে জনম পেলাম— তোমার সেবা করিতে নারিলাম
সেবাযোগ্য দেহ না পাইলাম— তোমার সেবা করিতে নারিলাম

এ কেবল দৈন্য উক্তি

ভক্তির স্বভাবে যবন বলে—এ কেবল দৈন্য উক্তি

মহাপ্রভুর নাই জাতির বিচার

যে কুলে,—জনম হোক্ সবাই তাঁর—মহাপ্রভুর নাই জাতির বিচার

"হিন্দু হইলে পাইতাম তোমার চরণ-সন্নিধান।
ব্যর্থ মোর এই দেহ যাউক পরাণ।।"

ব্যাকুল হ'য়ে যবন কাঁদে

ভক্তির স্বভাব-দৈন্যে—ব্যাকুল হ'য়ে যবন কাঁদে

কাজ কি আমার ছার-জীবনে

যদি,—না পেলাম তোমার সেবাধনে—কাজ কি আমার ছার-জীবনে

আমার বেঁচে কি ফল বল

তোমার সেবা যদি না মিলিল— আমার বেঁচে কি ফল বল

ধিক্ ধিক্ আমার প্রাণ

তোমার সেবায় বঞ্চিত হ'লাম—ধিক্ ধিক্ আমার প্রাণ

"এত শুনি মহাপাত্র আবিষ্ট হইয়া।
প্রভুকে করেন স্তুতি চরণে ধরিয়া।।
চণ্ডাল পবিত্র যাঁর শ্রীনাম শ্রবণে।
হেন তোমার এই জীব পাইল দর্শনে।।
ইহার যে এই গতি কি ইহা বিস্ময়।
তোমার দর্শন প্রভাব এইমত হয়।।"

যবনেও নাচে কাঁদে

হরিনাম বলে মুখে—যবনেও নাচে কাঁদে

তোমার দর্শন-প্রভাবে—যবনেও নাচে কাঁদে

"তবে মহাপ্রভু তারে কৃপা-দৃষ্টি করি।
আশ্বাসিয়া কহে তুমি কহ 'কৃষ্ণ হরি'।।
সেই কহে মোরে যদি কৈলে অঙ্গীকার।
এক আজ্ঞা দেহ সেবা করি যে তোমার।।
গো-ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-হিংসা করেছি অপার।
সেই পাপ হইতে মোর হউক নিস্তার।।

তবে মুকুন্দদত্ত কহে শুন মহাশয়।
গঙ্গাতীর যাইতে মহাপ্রভুর মন হয়।।
তাঁহা যাইতে কর তুমি সহায় প্রকার।
এই বড় আজ্ঞা এই বড় উপকার।।"

গৌর আমার প্রেমাবতার

যবনে দিলেন সেবাধিকার— গৌর আমার প্রেমাবতার

"তবে সেই মহাপ্রভুর চরণ বন্দিয়া।
সবার চরণ বন্দি চলে তুষ্ট হইয়া।।"

এই,—কৃপা কর গৌরাঙ্গগণ

প্রাণে প্রাণে বলে যবন—এই,—কৃপা কর গৌরাঙ্গগণ
যেন,—ক'রতে পারি আজ্ঞা-পালন—এই,—কৃপা কর গৌরাঙ্গগণ

"মহাপাত্র তার সনে কৈল কোলাকুলি।
অনেক সামগ্রী দিয়া করিল মিতালী।।
প্রাতঃকালে সেই বহু নৌকা সাজাইয়া।
প্রভুকে আনিল নিজ-বিশ্বাস পাঠাইয়া।।
মহাপাত্র চলি আইলা মহাপ্রভুর স্থানে।
ম্লেচ্ছ আসি কৈল প্রভুর চরণ বন্দনে।।
এক নবীন নৌকা তার মধ্যে এক ঘর।
স্বগণ চড়াইল প্রভু তাহার উপর।।"

যবনে সেবা কে শিখাল

সে যে নবীন নৌকা সাজাল—যবনে সেবা কে শিখাল

সেবা-বুদ্ধি কারেও না স্ফুরে

সেবা-বিগ্রহের কৃপা না হ'লে— সেবা-বুদ্ধি কারেও না স্ফুরে

নিশ্চয় নিতাই-কৃপা হয়েছে

তাই,— গৌর-সেবা স্ফুর্ত্তি পেয়েছে— নিশ্চয় নিতাই-কৃপা হয়েছে
নিতাই ও লীলায় আছে অলক্ষিতে—নিশ্চয় নিতাই-কৃপা হয়েছে

"মহাপাত্রে মহাপ্রভু করিলা বিদায়।
কাঁদিতে কাঁদিতে সেই তীরে রহি চায়।।"

মহাপাত্র কাঁদে ব্যাকুল হ'য়ে

আর কি দেখা পাব ব'লে—মহাপাত্র কাঁদে ব্যাকুল হ'য়ে

প্রাণভ'রে জয় দাও

জয়,— প্রেমাবতার শচীনন্দন

অধম-যবন-উদ্ধারণ—জয়,— প্রেমাবতার শচীনন্দন (মাতন)

"জলদস্যু ভয়ে সেই যবন চলিল।
দশ নৌকাভ'রি সেই সৈন্য সঙ্গে নিল।।
মন্ত্রেশ্বর দুষ্ট-নদে পার করাইল।
পিছলদা পর্যন্ত্য সেই যবন আইল।।
তারে বিদায় দিল প্রভু সেই গ্রাম হৈতে।
সেকালে তার প্রেম-চেষ্টা না পারি বর্ণিতে।।"

ব্যাকুল হ'য়ে যবন কাঁদে

পড়ি গোরার প্রেম-ফাঁদে—ব্যাকুল হ'য়ে যবন কাঁদে

হেরি গোরার মুখ-চাঁদে—ব্যাকুল হ'য়ে যবন কাঁদে

হা প্রাণ শচীনন্দন

আমা হেন যবন-উদ্ধারণ—হা প্রাণ শচীনন্দন

আর কি পাব দরশন

ঐ,—হরিবোলা রসের বদন—আর কি পাব দরশন (মাতন)

"অলৌকিক লীলা করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যেই ইহা শুনে তার জন্ম-দেহ ধন্য।।
সেই নৌকায় চড়ি প্রভু আইলা পানিহাটি।
নাবিকেরে পরাইল প্রভু নিজ—কৃপাশাটী।।"

প্রাণ-গৌর আইলা পানিহাটিতে

মধুর-নীলাচল হ'তে—প্রাণ-গৌর আইলা পানিহাটিতে

জল-পথে গৌর আগমন

উদ্ধারিয়ে পথে যবন—জল-পথে গৌর আগমন (মাতন)

"প্রভু আইলা বলি লোকে হৈল কোলাহল।
মনুষ্যে ভরিল সব জল আর স্থল।।"

এই ঘাটে উত্তরিলা

এই বটবৃক্ষমূলে—এই ঘাটে উত্তরিলা

এখনও নিদর্শন আছে

এই সেই বটবৃক্ষরাজ—

আজ সেই দিন রে
প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্ছে
কিছুই দেখ্তে পেলাম না

তখন জনম হ'লো না—কিছুই দেখ্তে পেলাম না
কীর্ত্তন-নটন-লীলা—কিছুই দেখ্তে পেলাম না
'কীর্ত্তন-নটন-লীলা'—
এই,—সুরধুনীর তীরে তীরে—কীর্ত্তন-নটন-লীলা

কিছুই দেখ্তে পেলাম না
বিশেষতঃ এই পানিহাটিতে

এই বটবৃক্ষমূলে—বিশেষতঃ এই পানিহাটিতে
'বিশেষতঃ এই পানিহাটিতে'—
কীর্ত্তন-নটন-লীলা—বিশেষতঃ এই পানিহাটিতে

কিছুই দেখ্তে পেলাম না
নিশিদিশি জ্বলছে হিয়া

সেই লীলা-অদর্শন শেল—নিশিদিশি জ্বল্ছে হিয়া

শ্রীগুরু -মুখে শুনেছি মোরা

ত্রিকাল-সত্য গৌরলীলা—শ্রীগুরুমুখে শুনেছি মোরা

এখনও হ'তেছে সেই লীলা
ভাগ্যবান্ জনে দেখ্ছে
তাই এসেছি ভাই ভাই মিলে

আজ এই পানিহাটি -গ্রামে—তাই এসেছি ভাই ভাই মিলে

এসেছি আশা ক'রে মনে

ত্রিকাল-সত্য লীলা জে'নে —এসেছি আশা ক'রে মনে
এই ত আগমন-কাল জে'নে—এসেছি আশা ক'রে মনে
দেখ্‌তে পাব গোরা-ধনে—এসেছি আশা ক'রে মনে

নিশ্চয় এসেছ তুমি

হা,—প্রাণ-গৌর গুণমণি—নিশ্চয় এসেছ তুমি

ত্রিকাল-সত্য লীলা তোমার

ওহে,—প্রাণ-গৌর প্রেমাবতার—ত্রিকাল-সত্য লীলা তোমার

তুমি,—এসেছিলে এইখানে

এইদিনে নিজগণ সনে—তুমি,—এসেছিলে এইখানে
তোমার রাঘবেরে দেখা দিতে—তুমি,—এসেছিলে এইখানে

আজ,—নিশ্চয় এসেছ পানিহাটিতে

ত্রিকাল-সত্য,—লীলায় এই আস্‌বার দিনে—আজ,—নিশ্চয় এসেছ পানিহাটিতে

করেছ তুমি অবতরণ

এই গঙ্গাতীরে এই বৃক্ষমূলে—করেছ তুমি অবতরণ

একবার দেখা দাও

আজ তোমার আস্‌বার দিন—একবার দেখা দাও

নিশ্চয় এসেছ তুমি

অনুমানে বুঝিতেছি—নিশ্চয় এসেছ তুমি

নৈলে,—এসেছে কার আকর্ষণে

শত শত নরনারী— নৈলে, —এসেছে কার আকর্ষণে

কেবা কা'রে ডেকেছে

পানিহাটিতে এস ব'লে— কেবা কা'রে ডেকেছে

এসেছে কত কুল-নারী

ঘরের আঙ্গিনা যাদের বাহির—এসেছে কত কুল-নারী
দেহ গেহ পাসরি—এসেছে কত কুল-নারী

সবাই,—এসেছে তোমার আকর্ষণে

তুমি এসেছ পানিহাটি-গ্রামে—সবাই,—এসেছে তোমার আকর্ষণে

নিশ্চয় এসেছ তুমি

ও,—চিতচোর চূড়ামণি—নিশ্চয় এসেছ তুমি

ও,—মহাভাব-প্রেমরস-খনি—নিশ্চয় এসেছ তুমি

এই ত সেই লীলাস্থলী

এই ত তরুরাজ রয়েছে সাক্ষী—এই ত সেই লীলাস্থলী

দেখা দাও নিজগুণে

আমরা বড় অভাগা জে'নে— দেখা দাও নিজগুণে

'আমরা বড় অভাগা জে'নে'—

তোমার,—প্রকট-লীলার অদর্শনে—আমরা বড় অভাগা জে'নে

একবার দেখা দাও

হা গৌর প্রাণগৌর—একবার দেখা দাও

"একবার দাঁড়াও রসের বদন হেরি হে।"

একবার দাঁড়াও

ওহে ও,—সীতানাথের আনানিধি—একবার দাঁড়াও

ওহে ও,—প্রাণ শচীদুলালিয়া—একবার দাঁড়াও.

ওহে ও,—নদীয়া-বিনোদিয়া—একবার দাঁড়াও

শ্রীবাস-অঙ্গনের নাটুয়া—একবার দাঁড়াও

ওহে ও,—গদাধরের প্রাণ-বঁধুয়া—একবার দাঁড়াও

ওহে ও,—কীর্ত্তন কেলি-রস-বিনোদিয়া—একবার দাঁড়াও

ওহে ও,—নরহরির চিতচোরা—একবার দাঁড়াও

প্রাণ,—রসময়-গৌর-কিশোর—একবার দাঁড়াও

সার্ব্বভৌমের চৈতন্যদাতা—একবার দাঁড়াও

রাজা,—প্রতাপরুদ্রের ত্রাণকারী—একবার দাঁড়াও

স্বরূপের সরবস—একবার দাঁড়াও

রামরায়ের চিতচোর—একবার দাঁড়াও

দাঁড়াও রসের বদন হেরি হে দাঁড়াও

ও,—শ্রীরূপ-হৃদকেতন—দাঁড়াও রসের বদন হেরি হে দাঁড়াও

ও,—শ্রীসনাতনের গতি—দাঁড়াও রসের বদন হেরি হে দাঁড়াও

ও,—শ্রীলোকনাথের চিতচোর—দাঁড়াও রসের বদন হেরি হে দাঁড়াও

ও,—শ্রীজীব-জীবনধন—দাঁড়াও রসের বদন হেরি হে দাঁড়াও

ও,—রঘুনাথ-ভট্টের প্রাণারাম—দাঁড়াও রসের বদন হেরি হে দাঁড়াও

ও,— গোপাল-ভট্টের সর্ব্বস্বধন—দাঁড়াও রসের বদন হেরি হে দাঁড়াও

ও,—দাস-রঘুনাথের সাধনের ধন—দাঁড়াও রসের বদন হেরি হে দাঁড়াও

ও,—প্রকাশানন্দের নয়নানন্দ—দাঁড়াও রসের বদন হেরি হে দাঁড়াও

ও,—নিতাই-পাগল-করা গোরা—দাঁড়াও রসের বদন হেরি হে দাঁড়াও (মাতন)

কৈ,—কথা ত কৈলে না

তবে কি দেখা দিবে না— কৈ,—কথা ত কৈলে না

আমরা,—অপরাধী স্বতন্তরী ব'লে— কৈ, —কথা ত কৈলে না

তবে কি দেখা দিবে না

কার কাছে যাব রে

কেবা গৌর দেখাইবে —কার কাছে যাব রে

হা পতিতের বন্ধু নিতাই

প্রাণগৌর ল'য়ে আছ কোথা—হা পতিতের বন্ধু নিতাই

এই ত তোমার বিহার ভূমি

তা নিতাই কোথা তুমি—এই ত তোমার বিহার ভূমি (মাতন)

একবার প্রভু এনেছিলেন

দণ্ড-মহোৎসবের কালে—একবার প্রভু এনেছিলেন

তোমার নটন দেখ্‌বার তরে—একবার প্রভু এনেছিলেন

মধুর-নীলাচল-হ'তে—একবার প্রভু এনেছিলেন

তুমি,—ইঙ্গিত ক'রে জানায়েছিলে

গৌর এসেছেন ব'লে—তুমি,—ইঙ্গিত ক'রে জানায়েছিলে

'গৌর এসেছেন ব'লে'—

দ্রোণপুষ্পের গন্ধচ্ছলে— গৌর এসেছেন ব'লে

আবার,—আজ না কি এসেছিলেন

গৌরসুন্দর রাঘবের প্রীতে—আবার,—আজ কি এসেছিলেন

সবাই,—নয়নভ'রে দেখেছিলেন—আবার,—আজ না কি এসেছিলেন

তাই আজ,—এসেছি বড় আশা ক'রে

ত্রিকাল-সত্য লীলা জে'নে—তাই আজ না—এসেছি বড় আশা ক'রে

তাঁরে,— দেখ্‌ব ব'লে এই চোখে—তাই আজ,—এসেছি বড় আশা ক'রে

কেবা আছে কা'রে বা ব'ল্‌ব

পতিতের বন্ধু তুমি বিনে— কেবা আছে কা'রে বা ব'ল্‌ব

হা নিতাই প্রভু নিতাই

প্রাণগৌর দেখাও হে

কথা যে কৈছ না

তোমরা,—অনেকেই ত সঙ্গে আছ

হা প্রাণ-গৌরাঙ্গগণ— তোমরা,—অনেকেই ত সঙ্গে আছ

কৃপা ক'রে একবার দেখাও

হা,—ভুবন-পাবন গৌরাঙ্গগণ—কৃপা ক'রে একবার দেখাও

কথা যে কৈছ না

নিশ্চয় এসেছ—কথা যে কৈছ না

তবে কি দেখা দিবে না

আমরা অপরাধী ব'লে—তবে কি দেখা দিবে না

প্রাণগৌর দেখাও এনে

সব দোষ ক্ষমা ক'রে—প্রাণগৌর দেখাও এনে

অদোষদরশী-স্বভাবে—প্রাণগৌর দেখাও এনে

অধিকারে দেখ্‌তে চাই না

ভরসা কেবল তোমাদের করুণা—অধিকারে দেখ্‌তে চাই না (মাতন)

কেউ ত কথা কইছ না

কত,—আর্ত্তনাদ করছি মোরা—কেউ ত কথা কইছ না

কোথা বা যাব রে

কেবা সন্ধান ব'লে দিবে— কোথা বা যাব রে

"বল বল ওগো সুরধুনী।
কোথা প্রাণ গোরা গুণমণি।।"

ব'লে দে ব'লে দে

ও,— গৌর-গরবিনী সুরধুনী—ব'লে দে ব'লে দে
গৌরবক্ষ-বিলাসিনী—ব'লে দে ব'লে দে

কোথা,—প্রাণগৌর বিহরিছে

তোমার তীরে এই পানিহাটিতে— কোথা,—প্রাণগৌর বিহরিছে

তুমি ত সন্ধান জান
শ্রীগুরু-মুখে শুনেছি মোরা

"ব্রজরাজ-নন্দের কুমার।
আস্বাদিতে প্রেম শ্রীরাধার।।
শ্রীরাধাভাবকান্তি-অঙ্গিকরী।
অবতরী নবদ্বীপপুরী।।
নিজ-প্রিয়াগণ ল'য়ে সঙ্গে।
বিহরিলা সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে।।
নিজ-নামে-প্রেমরস-দানে।
মাতাইলা স্থাবর-জঙ্গমে।।"

সে ত তোমারি তীরে গো

ওগো,— গৌরগরবিনী সুরধুনী— সে ত তোমারি তীরে গো
কীর্ত্তন-নটন-রঙ্গ— সে ত তোমারি তীরে গো
সঙ্কীর্ত্তন-মহারাস— সে ত তোমারি তীরে গো

সঙ্কীর্ত্তন-রাস-রঙ্গ-ভূমি

নবদ্বীপে তোমার পুলিন মানি—সঙ্কীর্ত্তন-রাস-রঙ্গ-ভূমি

গৌর,—বিহরিল তোমার তীরে

নিজ,—পারিষদ-গোপী-সঙ্গে— গৌর,—বিহরিল তোমার তীরে

সঙ্কীর্ত্তন-রাস প্রকট ক'রে— গৌর,—বিহরিল তোমার তীরে
নাগরালীর পূর্ণবিকাশ ক'রে— গৌর,—বিহরিল তোমার তীরে

তাতে,—স্থাবর জঙ্গম গোপী হ'লো
হেরি,—ভাবনিধি শচীগোপীসুত—তাতে,—স্থাবর জঙ্গম গোপী হ'লো

সে ত তোমারি তীরে গো

সকলি ত দেখ্ছ

মদন-মোহনের নিত্যত্ব—সকলি ত দেখ্ছ
মূরতি-মন্ত প্রেম-বৈচিত্ত্য—সকলি ত দেখ্ছ
বিবর্ত্তে বিলাস-রঙ্গ—সকলি ত দেখ্ছ

পদাঙ্কিত ভূমি গো

ভাগ্যবতী তোমার তীর—পদাঙ্কিত ভূমি গো
প্রভু-নিতাই-প্রাণ-গৌরাঙ্গের—পদাঙ্কিত ভূমি গো

সকলি দেখেছ

এখনও দেখ্ছ—সকলি দেখেছ

ব'লে দাও কোথা গৌরসুন্দর

সকলি তোমার গোচর—ব'লে দাও কোথা গৌরসুন্দর

কোথা বিহরে নিজগণ-সনে

সুরধুনী বল দয়া ক'রে— কোথা বিহরে নিজগণ-সনে
ত্রিকাল-সত্য-লীলায় এইখানে— কোথা বিহরে নিজগণ-সনে
এই,—পানিহাটিতে গঙ্গাতীরে— কোথা বিহরে নিজগণ-সনে

একবার,—ব'লে দাও সুরধুনী

কোথা গেলে পাব গৌর-গুণমণি—একবার,—ব'লে দাও সুরধুনী

কথা যে কৈছ না

আর কারে শুধা'ব

"বল বল ওহে তরুরাজ।
কোথা প্রাণ গোরা নটরাজ।।"

তরুবর বল বল

কোথা গেলে গৌর দেখ্তে পাব—তরুবর বল বল

তুমি ত আছ লীলার সাক্ষী

বল,—কোথা আছে গোরা-বনমালী-তুমি ত আছ লীলার সাক্ষী

তুমি ত দেখেছ

অদ্ভুত গৌরাঙ্গ-বিহার—তুমি ত দেখেছ

অন্তরঙ্গ-নিতাই-সনে—তুমি ত দেখেছ

এই তোমার মূলদেশে—তুমি ত দেখেছ

তোমার ভাগ্য অশেষ বটে

তুমি তাঁর অঙ্গসঙ্গ পেয়েছ

যখন,—গৌর এসেছিল নীলাচল হ'তে

তাঁর নিতাই-নটন দেখ্‌তে —যখন,—গৌর এসেছিল নীলাচল হ'তে

ছিলেন,— তোমার শাখা অবলম্বনে

দ্রোণ-পুষ্পের মালা গলে—ছিলেন,— তোমার শাখা অবলম্বনে

তখন,—পেয়েছিলে তাঁর অঙ্গসঙ্গ

ও,—ভাগ্যবান্ তরুবর—তখন,—পেয়েছিলে তাঁর অঙ্গসঙ্গ

এখনও দেখ্‌ছ

তখনও দেখেছ—এখনও দেখ্‌ছ

ত্রিকাল-সত্য-লীলায়—এখনও দেখ্‌ছ

দয়া ক'রে বল বল

ও-ভাগ্যবান্ তরুবর—দয়া ক'রে বল বল

প্রাণ-গৌর কোথা গেল—দয়া ক'রে বল বল (মাতন)

"বল বল ওহে তরুবর।
কোথা গোরা রসময় নটবর।।"

তুমি ত দেখেছ

এইখানে নেচেছে

তোমারি এই মূলদেশে—এইখানে নেচেছে

গৌরহরি নৌকা হ'তে নেমে—এইখানে নেচেছে

নিজ-কৃপাশাটী পরায়েছে

নাবিকেরে দয়া ক'রে—নিজ-কৃপাশাটী পরায়েছে

তুমি ত দেখেছ তাঁরে

একবার দেখাও মোরে—তুমি ত দেখেছ তাঁরে

কথা যে কৈলে না

আর কার কাছে যাব

গৌর-সন্ধান জানিতে—আর কার কাছে যাব

"বল বল পানিহাটি-বাসী।

কোথা চিতচোরা গোরাশশী।।"

ব'লে দাও দয়া-করি'

তোমাদের,—হাতে ধরি পায়ে পড়ি —ব'লে দাও দয়া-করি'

তোমরা,—পদাঙ্কিত-ভূমি-নিবাসী—ব'লে দাও দয়া-করি'

তোমরা,—নিত্য-সিদ্ধ গৌর-পরিকর

তোমরা,-জান বা না জান-তোমরা,-নিত্য-সিদ্ধ গৌর-পরিকর

তোমরা,-বুঝ বা না বুঝ-তোমরা,—নিত্য-সিদ্ধ গৌর-পরিকর

যত আবরণে থাক না কেন— তোমরা,—নিত্য-সিদ্ধ গৌর-পরিকর

যদি,— গৌর-পরিকর না হবে

কেন,—এ-ভুমিতে বসতি পাবে—যদি,—গৌর-পরিকর না হবে

তোমরা বড়,—ভাগ্যবান্ ভাগ্যবতী

পানিহাটি-বাসী নর-নারী—তোমরা বড়,—ভাগ্যবান্ ভাগ্যবতী

এই ভূমিতে পেয়েছ বসতি — তোমরা বড়,—ভাগ্যবান্ ভাগ্যবতী

অদ্ভুত ভূমি এই পানিহাটি

হেথা,—নিতুই আসে গোরাশশী—অদ্ভুত ভূমি এই পানিহাটি

'হেথা, নিতুই আসে গোরাশশী'—

রাঘবের—প্রেম—সেবায় বাঁধাপড়ি,—হেথা—নিতুই আসে গোরাশশী

অদ্ভুত ভূমি এই পানিহাটি

তোমরা,—নিতুই বুঝি দেখ তাঁরে

আজ ত দেখ্ছ সবার সাথে—তোমরা,—নিতুই বুঝি দেখ তাঁরে

আজ,— গৌরের প্রকাশ্য আগমনে— তোমরা,—নিতউই বুঝি দেখ তাঁরে

শ্রীরাঘবের আনুগত্যে— তোমরা,—নিতুই বুঝি দেখ তাঁরে

দেখাও মোদের প্রাণ গোরা

রাঘবের চিতচোরা—দেখাও মোদের প্রাণ গোরা

কেউ যে কথা কৈছ না

তবে,—আর কার কাছে যাব

এ জগমাঝে আর কে আছে

আমাদের ব্যথার ব্যথী—এ জগমাঝে আর কে আছে

ওগো অমার ব্যথার ব্যথী

ওগো আমার দরদী

কেশে ধ'রে টেনে তুলেছ

সংসার-কূপ হ'তে—কেশে ধ'রে টেনে তুলেছ

লীলা-ভূমি দেখায়েছ—কেশে ধরে টেনে তুলেছ

লীলার সন্ধান জানায়েছ—কেশে ধ'রে টেনে তুলেছ

ভাবাবেশে কীর্ত্তন-রঙ্গে—লীলার সন্ধান জানায়েছ

দেখাবে ব'লে বলেছিলে

কিন্তু,—ফাঁকি দিয়ে লুকাইলে

লুকাইয়ে ক'রছ খেলা

প্রাণ নিতাই গৌর ল'য়ে—লুকাইয়ে ক'রছ খেলা (মাতন)

তুমি ত সঙ্গে এসেছ

ত্রিকাল-সত্য-লীলায়—তুমি ত সঙ্গে এসেছ

নৈলে আমরা আস্‌ব কেনে

আমরা,—এসেছি তোমার আকর্ষণে—নৈলে আমরা আস্‌ব কেনে

একবার দেখা দাও

চিতচোর গোরা ল'য়ে—একবার দেখা দাও

একবার দেখ্‌তে সাধ

অধিকার না থাকিলেও—একবার দেখ্‌তে সাধ

অদোষ-দরশী প্রভু জে'নে—একবার দেখ্‌তে সাধ

অযাচিত-কৃপাকারী জে'নে—একবার দেখ্‌তে সাধ

প্রাণে প্রাণে ব'লে দাও

ওহে আমার প্রাণের ঠাকুর—প্রাণে প্রাণে ব'লে দাও

কোথা গেলে দেখ্‌তে পাব—প্রাণে প্রাণে ব'লে দাও

কে যেন ব'লছে প্রাণে প্রাণে

প্রাণ গৌর আছে রাঘব-ভবনে— কে যেন বল্‌ছে প্রাণে প্রাণে

"চল যাই সবে মিলে রাঘবের ঘরে।
প্রাণ গৌর বিহরিছে দেখ্‌ব নয়নভ'রে।।
প্রাণ গৌর তথা বিহরে দেখব নয়নভ'রে।
চিতচোর প্রাণ গৌরাঙ্গে দেখব নয়নভ'রে।।"

(বৃক্ষতলা হইতে শ্রীরাঘবের বাড়ী যাত্রা)

চল যাই রাঘবের বাড়ী

কোথা বিহরে প্রাণ গৌরহরি—চল যাই রাঘবের বাড়ী (মাতন)

(শ্রীরাঘব-পণ্ডিতের বাড়ীর মাধবীতলায় কীর্ত্তন)

এই ত রাঘব-পণ্ডিতের আলয়

লোকমুখে পেলাম পরিচয়—এই ত রাঘব-পণ্ডিতের আলয়

রাঘব-পণ্ডিত কোথা তুমি

প্রাণ-নিতাই-গৌর-প্রিয়—রাঘব-পণ্ডিত কোথা তুমি

এই ত তোমর বসতি-ভূমি—রাঘব-পণ্ডিত কোথা তুমি (মাতন)

প্রাণে প্রাণে জানালেন মোদের

পরম করুণ শ্রীগুরুদেব— প্রাণে প্রাণে জানালেন মোদের

প্রাণ গৌর এসেছেন তোমার ঘরে

ত্রিকাল-সত্য,—লীলায় এই পানিহাটিতে — প্রাণ গৌর এসেছেন-

তোমার ঘরে

বৃন্দাবন,—যাবার ছলে নীলাচল হ'তে — প্রাণ গৌর এসেছেন তোমার ঘরে

তাঁর প্রিয়গণ-সঙ্গে—প্রাণ গৌর এসেছেন তোমার ঘরে

তাই,—তাঁরে দেখতে এলাম সবাই

শ্রীগুরুদেবের কৃপা-প্রেরণায়—তাই,—তাঁরে দেখ্‌তে এলাম সবাই

একবার দেখা দাও হে

হা গৌর-প্রিয় রাঘব-পণ্ডিত—একবার দেখা দাও হে

তোমার,—গৃহ-বিহারী গোরাধনে—একবার দেখা দাও হে

এ ত নয় বটে নূতন কথা

তোমার ঘরে গৌরের কথা—এ ত নয় বটে নূতন কথা

শ্রীগুরুমুখে শুনেছি মোরা

শ্রীমুখে বলেছেন গৌরহরি

মধুর-নীলাচলে বসি—শ্রীমুখে বলেছেন গৌরহরি

নদীয়ার ভক্তগণ-প্রান্তে—শ্রীমুখে বলছেন গৌরহরি

চারি ঠাঁই আমি থাকি সর্ব্বথা

শুন শুন ভক্তগণ—চারি ঠাঁই আমি থাকি সর্ব্বথা

"শ্রীশচীমাতার রন্ধনে"

শচীমাতার হাতে আমি নিতুই খাই

আবেশে কিছু জানে না আই—শচীমাতার হাতে আমি নিতুই খাই

"শ্রীবাস-অঙ্গনে"

নিতুই আমি কীর্ত্তন করি—"শ্রীবাস-অঙ্গনে"

"নিত্যানন্দ-নর্ত্তনে"

নিতাই,—যেখানে নাচে সেখানে থাকি

আপন,—নটন-মাধুরী দেখ্‌ব বলি'—নিতাই,- যেখানে নাচে-

সেখানে থাবি

"শ্রীরাঘব-ভবনে"

আমি থাকি সর্ব্বদাই

শুন ভক্তগণ এই চারি ঠাঁই—আমি থাকি সর্ব্বদাই

তাই বলি,— তোমার ঘরে প্রভু নিতুই আসে

আমরা,—শুনেছি শ্রীগুরুমুখে—তাই বলি,— তোমার ঘরে প্রভু-

নিতুই আসে

তোমার,—অহৈতুকী সেবার বলে—তাই বলি,—তোমার ঘরে প্রভু-

নিতুই আসে

প্রেমভুখা স্বভাবেতে—তাই বলি,—তোমার ঘরে প্রভু নিতুই আসে
তোমার,—প্রীতি উপহার ভোগ করিতে—তাই বলি,—তোমার ঘরে-
প্রভু নিতুই আসে
তোমার প্রীতি-ইঙ্গিতে—তাই বলি,— তোমার ঘরে প্রভু নিতুই আসে
তোমার,—প্রীতিদত্ত নারিকেল-শস্যের তরে—তাই বলি,—তোমার ঘরে-
প্রভু নিতুই আসে
বড় প্রীতে দাও তুমি
দ্বাদশ, যোজন হ'তে নারিকেল আনি—বড় প্রীতে দাও তুমি
দময়ন্তীর দ্রব্য ভোগের আশে
সেই প্রীতি ভোগের তরে
এ তো হ'ল নিত্য-বিহার
এ ত' নয় সকলের গোচর
এ ত' নয় সকলের ভোগ্য
গোপনে তুমি ভোগ কর—এ ত' নয় সকলের ভোগ্য
আজকার লীলায় বিশেষ আছে
আজ,—এসেছিলেন এইখানে
নৈমিত্তিক-লীলায় বিশেষ-ভাবে—আজ,—এসেছিলেন এইখানে
সকলের গোচর হ'য়ে—আজ,—এসেছিলেন এইখানে
ত্রিকাল-সত্য লীলা সেই
তাই আজ,—এসেছি বড় আশা ক'রে
আমরা,—ভাই ভাই ভাই মিলে—তাই আজ,—এসেছি বড় আশা ক'রে
সেই লীলা ভোগের আশে—তাই আজ,—এসেছি বড় আসা ক'রে
কোথা লুকায়ে রেখেছ তারে
গৌর,—এসেছেন নিশ্চয় তোমার ঘরে—কোথা লুকায়ে রেখেছ তারে
এই মাধবীলতার কুঞ্জে
একবার দেখাও মোদের
সেই চিতচোর চূড়ামণিরে—একবার দেখাও মোদের
বড়সাধে এসেছি দেখ্‌ব ব'লে—একবার দেখাও মোদের

বড় সাধে এসেছি দেখ্‌ব ব'লে

এই আস্‌বার কাল জে'নে—বড় সাধে এসেছি দেখ্‌ব ব'লে

বড় সাধ দেখ্‌ব ব'লে

খুঁজে খুঁজে বেড়াইছি

যেদিন হ'তে নাম শুনেছি—খুঁজে খুঁজে বেড়াইছি

সুরধুনী-সিন্ধু-যমুনাকূলে—খুঁজে খুঁজে বেড়াইছি

চিতচোরা দেয় না ধরা

খুঁজে খুঁজেহ'লাম সারা—চিতচোরা দেয় না ধরা

'খুঁজে খুঁজে হ'লাম সারা'—

গঙ্গাতীরে গিয়ে মোরা—খুঁজে খুঁজে হ'লাম সারা

চিতচোরা দেয় না ধরা

সেখানে পেলাম না দেখ্‌তে

শুনলাম এসেছে তোমার গৃহেতে—সেখানে পেলাম না দেখ্‌তে

তাই তো এসেছি মোরা

দেখিতে চিতচোরা গোরা—তাই তো এসেছি মোরা

একবার দেখা দাও হে

গৌর-প্রিয় রাঘব-পণ্ডিত—একবার দেখা দাও হে

ভয় নাই আমরা ল'য়ে যাব না

গৌর ল'য়ে কিবা ক'র্‌ব

কি দিয়ে তাঁরে বেঁধে রাখ্‌ব

দুর্ব্বাসনার কিঙ্কর মোরা—কি দিয়ে তাঁরে বেঁধে রাখ্‌ব

অভিমানের খনি মোরা—কি দিয়ে তাঁরে বেঁদে রাখ্‌ব

কপটতার মূরতি মোরা—কি দিয়ে তাঁরে বেঁধে রাখ্‌ব

সে যে,—রূপ-সনাতনের সাধনের ধন—কি দিয়ে তাঁরে বেঁধে রাখ্‌ব

সে যে,—দাস-রঘুনাথের সাধ্যনিধি—কি দিয়ে তাঁরে বেঁধে রাখ্‌ব

নৈলে,—গৌর পাবার নাই কোন আশা

একমাত্র,—গৌরগণের কৃপা-ভরসা—নৈলে,—গৌর পাবার নাই-

কোন আশা

দয়া ক'রে একবার দেখাও

অখিল-রসের মূরতি—দয়া ক'রে একবার দেখাও
হরিবোলা রসের বদন—দয়া ক'রে একবার দেখাও

পরীক্ষা ক'র্‌ব

একবার মূরতি দেখ্‌ব—পরীক্ষা ক'র্‌ব

তাঁর ,—মূরতি কত শকতি ধরে

যাঁর,—নামে ঘরের বাহির করে—তাঁর,—মূরতি কত শকতি ধরে (মাতন)

একবার দেখাও হে

গৌরপ্রিয় রাঘব-পণ্ডিত—একবার দেখাও হে

সবাই দেখুক্ নয়নভ'রে

যাঁর,—নাম শুনেছে দেখে নাই তাঁরে—সবাই দেখুক্ নয়নভ'রে
কনকরুচির-গৌরে—সবাই দেখুক্ নয়নভ'রে
সর্ব্বচিত্তৈক-চৌরে—সবাই দেখুক্ নয়নভ'রে
প্রকৃতি মধুর-দেহে—সবাই দেখুক্ নয়নভ'রে
পূর্ণলাবণ্য-গেহে—সবাই দেখুক্ নয়নভ'রে

সবাই দেখুক্ একবার

সৌন্দর্য্যের সার মাধুর্য্যের পার—সবাই দেখুক্ একবার
মহাভাবের আধার—সবাই দেখুক্ একবার

একবার দেখাও হে

নিতাই-প্রিয় রাঘব-পণ্ডিত—একবার দেখাও হে

কথা যে কইছ না

নামে যে কলঙ্ক হ'ল

উদার গৌরাঙ্গদাস এই—নামে যে কলঙ্ক হ'ল
সে উদারতা কোথা গেল— নামে যে কলঙ্ক হ'ল

উদার প্রভুর,—দাসের কি এই স্বভাব

তোমারে,—সবে স্বার্থপর ব'ল্‌বে

গৌর নিয়ে রাখ্‌লে লুকায়ে—তোমারে,—সবে স্বার্থপর ব'ল্‌বে

দেশে দেশে ব'লে বেড়াবে

গৌরদাস স্বার্থপর—দেশে দেশে ব'লে বেড়াবে

যদি কলঙ্কের ভয় থাকে

একাবার দেখাও হে—যদি কলঙ্কের ভয় থাকে

পরাণ-গৌরাঙ্গ দেখাও

ঘুচাও নামের কালিমা ঘুচাও—পরাণ-গৌরাঙ্গ দেখাও

কে যেন ব'লছে প্রাণে প্রাণে

যাও যাও শ্রীরাঘব-মন্দিরে

প্রাণ-গৌর সেথা বিহরে—যাও যাও শ্রীরাঘব-মন্দিরে

চল শ্রীমন্দিরে যাই

দেখিব শ্রীচৈতন্য-গোঁসাঞিও—চল শ্রীমন্দিরে যাই (মাতন)

"প্রাণ-গৌর দেখ্‌তে এলাম পানিহাটি-গ্রামে।"

ত্রিকাল-সত্য লীলা জে'নে

শ্রীগুরু-কৃপা-প্রেরণায়—ত্রিকাল-সত্য লীলা জে'নে

"প্রাণ গৌর দেখতে এলাম পানিহাটি-গ্রামে।
খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাঁর না পাইনু সন্ধানে।।
কে যেন্ বলিযা দিল মোর প্রাণে প্রাণে।
প্রাণগৌর বিহরে শ্রীরাঘব-ভবনে।।
অপরূপ দেখ্‌লাম আসি রাঘবের ঘরে।
রাধাশ্যাম-রূপ ধ'রে গৌরাঙ্গ বিহরে।।"

গোপনে গৌরাঙ্গ বিহরে

রাঘব-পণ্ডিতের ঘরে—গোপনে গৌরাঙ্গ বিহরে

রাধাশ্যাম-স্বরূপ ধ'রে—গোপনে গৌরাঙ্গ বিহরে (মাতন)

পাছে কেউ ধ'রে ফেলে তাই—গোপনে গৌরাঙ্গ বিহরে

এবার,—সকলি যে আবরণ

গুপত-গৌরাঙ্গ-লীলায়—এবার,—সকলি যে আবরণ

আপনারে এনেছে যে

রাধাভাবকান্তিতে—আপনারে এনেছে যে

আজ আবার,—হ'য়ে গেছে ছাড়াছাড়ি

হ'য়েছিল জড়াজড়ি—আজ আবার,—হ'য়ে গেছে ছাড়াছাড়ি

বুঝি,—নিজ-রহস্য জানাবার লাগি-আজ আবার,-হ'য়ে গেছে ছাড়াছাড়ি

আমি ত একা নই

আশ্রয়-সঙ্গে মিলিত হই—আমি ত একা নই

এই রহস্য জানাবার লাগি

বুঝি,—হ'য়ে গেছে ছাড়াছাড়ি—এই রহস্য জানাবার লাগি

"অপরূপ দেখ্‌লাম আসি রাঘবের বাড়ী।
রাঘাশ্যাম-যুগলরূপে বিহরে গৌরহরি।।"

অকস্মাৎ দেখ্‌তে পেলাম
নাই মূরতি রাধাশ্যাম

গৌররূপে বিহরে একঠাম—নাই মূরতি রাধাশ্যাম

দেখিলাম দেখ্‌তে দেখ্‌তে
প্রাণগৌর বিহরে

এক,—নব-মূরতি সঙ্গে ক'রে—প্রাণগৌর বিহরে

সে যে অভিন্ন-মূরতি

পরাণ-গৌরাঙ্গ-সনে—সে যে অভিন্ন-মূরতি
গৌর-সনে আছে মাখি—সে যে অভিন্ন-মূরতি

দুই মূরতি মিশামিশি

নিত্যানন্দ গৌরহরি—দুই মূরতি মিশামিশি

বিলসে রাঘবের ঘরে

নিতাইগৌর জড়াজড়ি-রূপে—বিলসে রাঘবের ঘরে

নিতাই রাধা গৌর শ্যাম

শ্রীগুরু-আগেতে দেখ্‌লাম—নিতাই রাধা গৌর শ্যাম
অপরূপ রূপ-ঠাম—নিতাই রাধা গৌর শ্যাম
দোঁহে হয় দোঁহার প্রাণ—নিতাই রাধা গৌর শ্যাম

প্রাণভ'রে কর গান

সবাই হ'যে এক প্রাণ—প্রাণভ'রে কর গান

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।" (মাতন)

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল।।"

শ্রীশ্রী অন্নকূট কীর্ত্তন

(কার্ত্তিকী শুক্লা প্রতিপদ)

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল"

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।"

(১)

"দেখ দেখ অপরূপ গৌরাঙ্গ-বিলাস।।
পুনঃ গিরি-ধারণ, পূরব লীলাক্রম,
নবদ্বীপে করিলা প্রকাশ।।
শুদ্ধভক্তি গোবর্দ্ধন পূজা কর জগজন
এই বিধি দিলা কলিমাঝে।"

ভজ সবে ভক্তিগিরি,
প্রচারিলা গৌরহরি—ভজ সবে ভক্তিগিরি
হরিনাম দিয়ে সেবা করি—ভজ সবে ভক্তিগিরি

এই তিথির লীলা স্মঙর
ভক্তি,—গোবর্দ্ধনের পূজা কর
হে জগজন,—আমার বচন ধর—ভক্তি,—গোবর্দ্ধনের পূজা কর

"এই বিধি দিলা কলি মাঝে।
শ্রবণাদি নব অঙ্গ, কল্পতরুময় শৃঙ্গ,
পঞ্চরস-ফল তাহে সাজে।।"

অপরূপ ভক্তি-গিরিধারী
বলেন আমার গৌরহরি—অপরূপ ভক্তি-গিরিধারী

"পুলক অঙ্কুর শোভা, অশ্রুজল মন- লোভা"

বালাই ল'য়ে মরে যাই রে
ভকতি-গোববর্দ্ধনের—বালাই ল'য়ে মরে যাই রে
ভক্তি,— গোবর্দ্ধনের শোভার—বালাই ল'য়ে মরে যাই রে

"পুলক অঙ্কুর শোভা, অশ্রুজল মন-লোভা,
মন্দবায়ু বেপথু সুন্দর রে।

নিজেন্দ্রিয়-উপচারে, সেব সেই গিরিবরে

প্রেমমণি পাবে ইষ্টবর রে।।"

ভক্তি,— গোবর্দ্ধনের পূজা কর

নিজেন্দ্রিয়-উপাচারে—ভক্তি,—গোবর্দ্ধনের পূজা কর

কলিরাজ-ইন্দ্রের পূজা ছাড়—ভক্তি,—গোবর্দ্ধনের পূজা কর (মাতন)

"পেমমণি পাবে ইষ্টবর রে।।"

সকলেই হ'ল রত

প্রাণগৌরাঙ্গের আজ্ঞা পেয়ে—সকলেই হ'ল রত

ভক্তি-গোবর্দ্ধনের পূজায়—সকলেই হ'ল রত

কলিপীড়িত জীব যত—সকলেই হ'ল রত

ভক্তি-গোবর্দ্ধনের পূজায়—সকলেই হ'ল রত

"প্রেমমণি পাবে ইষ্টবর রে।।

দেখিয়া লোকের গতি, কলিযুগ-সুরপতি,

ক্রোধে তনু কম্পিত হইল।"

ভক্তি-গোবর্দ্ধন পূজে

আমার,-পূজা ছাড়ি কলিজীব—ভক্তি-গোবর্দ্ধন পূজে

"ক্রোধে তনু কম্পিত হইল।

অধরম-ঐরাবতে, কুমতি-ইন্দ্রাণী-সাথে,

সসৈন্যেতে সাজিয়া আইল।।"

সসৈন্য সাজিয়া আইল

কলিজীবে দণ্ড দিবার লাগি—সসৈন্যে সাজিয়া আইল

"কাম-মেঘ বরিষণে, ক্রোধ-বজ্র নিক্ষেপণে,

লোকের হইল বড় ডর।

লোভ-মোহ-শিলাঘাতে, মাৎসর্য্যাদি-খরবাতে,

ধৈর্য্য-ধর্ম্ম উড়ে নিরন্তর।।"

মাৎসর্য্য-তর্ক-বাতাসে

ধৈর্য্য-ধর্ম্ম উড়াইছে—মাৎসর্য্য-তর্ক-বাতাসে

ব্যাকুল হ'য়ে ডাকে রে

কলিজীব ত্রাস পেয়ে—ব্যাকুল হ'য়ে ডাকে রে

কে আমাদের রক্ষা ক'র্বে

নির্দ্দয়কলির পীড়ন হ'তে — কে আমাদের রক্ষা ক'র্বে

"জানিয়া জীবের ভয়, শ্রীগৌরাঙ্গ দয়াময়,"

দেখি,—কলিপীড়নে হ'তেছে পীড়িত

আমার,—একনিষ্ঠ পুত্র জীব যত— দেখি,—কলিপীড়নে হ'তেছে পীড়িত

আমি ত' বটি জগৎ-পিতা

জগৎ-জীবের অনুভব না থাকুক—আমি ত' বটি জগৎ-পিতা

কর্ত্তব্য তো হয় আমার

কলিজীবে রক্ষা করা—কর্ত্তব্য তো হয় আমার (মাতন)

"তাই উপায় চিন্তিল মনে মনে।"

কেমন ক'রে উদ্ধার ক'রবো

আমার অযোগ্য-কলিজীব— কেমন ক'রে উদ্ধার ক'রবো

"তাই উপায় চিন্তিল মনে মনে।

ভক্তভাব সারোদ্ধার, নিজে করি অঙ্গীকার,

ভক্তি-গিরি করিলা ধারণে।।"

ভক্তি-গিরি করিলা ধারণ

কলির জীবে রক্ষা লাগি—ভক্তি-গিরি করিলা ধারণ

"তাহার আশ্রয়ে লোক, পাশরিল দুঃখ শোক,

কলি-ভয় খণ্ডিল সকলে।"

পীড়ন হ'তে রক্ষা পেল

শ্রীগৌরাঙ্গের আজ্ঞা পেয়ে—পীড়ন হ'তে রক্ষা পেল

"কলি-ভয় খণ্ডিল সকলে।

তবে কলি-দেবরাজ, পাইয়া পরাভব-লাজ,

স্তুতি করে চরণ-কমলে।।"

দেখায়েছি আপন-প্রভাব

আমি তোমায় না চিনিয়ে— দেখায়েছি আপন-প্রভাব

অপরাধ ক্ষমা কর

তোমায় চিন্‌তে পারি নাই ব'লে—অপরাধ ক্ষমা কর (মাতন)

চিনতে পারি নাই প্রভু

সামান্য,—ব্রাহ্মণ-বালক মনে ক'রেছি—চিনিতে পারি নাই প্রভু

তুমি যে,—কলিপাবন-অবতার—চিনিতে পারি নাই প্রভু

"স্তুতি করে চরণ-কমলে।।

অপরাধ ক্ষমাইয়া, কহে কিছু দীন হইয়া,

যত জীব তোমার আশ্রয়।

যে বা তোমার গুণ গায়, তাহে মোর নাহি দায়,

এই সত্য করিল নিশ্চয়।।"

তারা,—আমার হাত এড়াইবে

যে,— তোমার নামের আস্বাদ পাবে—তারা,—আমার হাত এড়াইবে

"এই সত্য করিল নিশ্চয়।।"

তারে আমার নাই অধিকার

যে,—নাম-আশ্রয় ল'বে তোমার— তারে আমার নাই অধিকার (মাতন)

"এই সত্য করিল নিশ্চয়।।

প্রাভু তারে দয়া কৈল, ধন্য-কলি নাম থুইল,

অদ্যাপিও ঘোষয়ে সংসার।"

ধন্য -কলি নাম হইল

গৌহহরির কৃপা পাইল— অধন্য-কলি ধন্য হইল (মাতন)

"অদ্যাপিও ঘোষয়ে সংসার।

চৈতন্য-দাসেতে বলে, গোবৰ্দ্ধন-লীলাচ্ছলে,

যুগে যুগে জীবের উদ্ধার।।"

রক্ষা কৈলা গৌরহরি

উদ্ধারিয়া ঘোর-কলি—রক্ষা কৈলা গৌরহরি

ভক্তি-গোবর্দ্ধন ধরি—রক্ষা কৈলা গৌরহরি

"যুগে যুগে জীবের উদ্ধার।।"

(২)

"গাও রে গাও রে সুখে কৃষ্ণের চরিত।

গিরি গোবর্দ্ধন, যাত্রা মনোরম,

শ্রবণ-মঙ্গল গীত।।

একদিন ব্রজে, ইন্দ্র-পূজা-কাজে,

সাজে গোপগোপী যত।

জানিয়া কারণ, নন্দের নন্দন,

কহেন আপন-মত।।

শুন গোপরাজ, গোপের সামাজ,

না পূজ দেবের রাজা।"

দেবরাজে পূজ কিবা কাজে

পূজ,— গোবর্দ্ধন-গিরিরাজে—দেবরাজে পূজ কিবা কাজে

"মোর লয় মনে, গিরি-গোবর্দ্ধনে,

সাবধানে কর পূজা।।"

গিরি,— গোবর্দ্ধনের পূজা কর

দেবরাজ-ইন্দ্রের পূজা ছাড়— গিরি,— গোবর্দ্ধনের পূজা কর (মাতন)

"সাবধানে কর পূজা।।

এই সে উচিত, মোর অভিমত,

পাইবে বাঞ্ছিত ফল।

নানা-উপাচারে, বস্ত্র-অলঙ্কারে,

সত্বরে সাজিয়া চল।।"

গিরি, গোবর্দ্ধনের পূজা কৈলে

বাঞ্ছিত-ফল লাভ ক'র্‌বে—গিরি,— গোবর্দ্ধনের পূজা কৈলে

"সত্বরে সাজিয়া চল।।

বিপ্রে দেহ দান, হইবে কল্যাণ,

না ভাবিও আন চিতে !

কহে কৃষ্ণদাস, সবার উল্লাস,

শ্রীবাস-বচন-রীতে।।"

(৩)

তখন,—"নন্দ-আদি গোপগোপী একত্র হইয়া।
গিরি-গোবৰ্দ্ধন পূজে নিকটে যাইয়া।।
মিষ্টান্ন পক্কান্ন আনি ধরিলা সকলে।
কৃষ্ণগুণ গায় নানা-বাদ্য-কোলাহলে।।
হেনই সময় কৃষ্ণ দেব-মায়া-মতে।
আরোহণ একরূপে করিলা পর্ব্বতে।।
দেখি গোপগোপীগণ প্রণাম করিলা।
সবে কহে গোবৰ্দ্ধন মূৰ্ত্তিমন্ত হইলা।।
প্রাণাম করিয়া কহে নন্দের নন্দন।
দেখ দেখ কি ভাগ্য যতেক গোপগণ।
যত ব্রজবাসী সবে পাইয়া আহ্লাদ।
পর্ব্বতের স্থানে মাগি নিল আশীর্ব্বাদ।।
নানা-দ্রব্য-অলঙ্কারে সাজায় গোধনে।
বেদের বিহিত দান দিলেন ব্রাহ্মণে।।
কৃষ্ণের সহিত তবে গেলা গোবৰ্দ্ধনে।
ইন্দ্র-যজ্ঞ-ভঙ্গ-কথা কৃষ্ণদাস ভণে।।"

(৪)

"যত গোপগণ, পূজে গোবৰ্দ্ধন,
না কৈল ইন্দ্রের পূজা।"

গোবৰ্দ্ধনের পূজা করে সবে

ইন্দ্রদেবের পূজা ছাড়ি তবে— গোবৰ্দ্ধনের পূজা করে সবে

"না কৈল ইন্দ্রের পূজা।
পাই অপমান, ক্রোধে কম্পমান,
সাজিল দেবের রাজা।।"

জগজনে দণ্ড দিবার লাগি

ইন্দ্ররাজ সাজেন আজি—জগজনে দণ্ড দিবার লাগি

"মহা-অহঙ্কারে, কৃষ্ণনিন্দা করে,
অজ্ঞানে মোহিত হইয়া।
কহে গোপপুরি, মহাবৃষ্টি করি,
আজি ডুবাইব যাইয়া।।

আজি,—উচিত-দণ্ড দিব ব্রজজনে

আমা,—ছাড়ি পূজে গোবর্দ্ধনে—আজি, উচিত-দণ্ড দিব ব্রজজনে (মাতন)

"আজি ডুবাইব যাইয়া।।"

ডাকি মেঘ-গণে, যতেক পবনে,
আজ্ঞা দিলা সুরপতি।
শিলা বৃষ্টিকরি, ভাঙ্গ ব্রজপুরী,
যাও যাও শীঘ্রগতি।।
আপনি তখনে, চড়িয়া বাহনে,
বজ্র হস্তে দেবরাজ।
সঙ্গে সেনাগণ, ছাইয়া গগন,
আইলা গোকুল-মাঝ।
চতুর্দ্দিকে মেঘে, ধায় বায়ু-বেগে,
দিনে হৈল অন্ধকার।
খর বরিষণে, বজ্রের ক্ষেপণে,
ভাঙ্গিল ঘর-দুয়ার।।
প্রলয়ের হেন, বৃষ্টিধারা ঘন,
ঝঞ্ঝনা চিকুর পড়ে।
হাহাকার করি, পথাপথ ছাড়ি,
ব্রজবাসী সব নড়ে।।
পড়িয়া সঙ্কটে, কৃষ্ণের নিকটে,
আইলা গোকুলবাসী।"

আমাদের রক্ষা কর বলে

দেবরাজ ইন্দ্রের কোপ হ'তে — আমাদের রক্ষা কর বলে (মাতন)

দেবরাজ মোদের দেয় সাজা

তারে,—ছাড়ি করি গোবর্দ্ধনপূজা—দেবরাজ মোদের দেয় সাজা

এইবার মোদের রক্ষা কর

"আইলা গোকুলবাসী।

ধেনুগণ যত, যূথে যূথে কত,
দাঁড়াল নিকটে আসি।।"

তা'রা,—একদিঠে চেয়ে রইল

কৃষ্ণের চাঁদমুখ-পানে—তা'রা,—একদিঠে চেয়ে রইল
অনন্য শরণ হয়ে—তা'রা—এক দিঠে চেয়ে রইল

"দাঁড়াল নিকটে আসি।।
কৃষ্ণ মহামতি, গোকুলের পতি,
কর পরিত্রাণ বলে।"

কত বিপদে রক্ষা কৈলে

জনমিয়ে এই গোকুলে—আমাদের,—কত বিপদে রক্ষা কৈলে
এই ব্রজবাসী সকলে—কত বিপদে রক্ষা কৈলে

এই বিপদে রক্ষা কর

হে গোকুল-সুধাকর—এই বিপদে রক্ষা কর

"কর পরিত্রাণ বলে।
চৈতন্যের দাস করি এই আশ,"

পরিত্রাণ কর সবার

করি গোকুল উদ্ধার—পরিত্রাণ কর সবার

"এবার রাখ গোকুলে।।"

(৫)

"নন্দ আদি গোপ গোপী হইলা বিকল।
দেখিয়া জানিল কৃষ্ণ ইন্দ্র করে বল।।
এতেক ভাবিয়া কৃষ্ণ নন্দের নন্দন।
এক হস্তে তুলিয়া ধরিল গোবর্দ্ধন।।
কন্দুকের প্রায় গিরি ধরিয়া কৌতুকে।
সবারে ডাকেন আর জননী জনকে।।
আইস আইস সবে শিশু বৎসগণ লইয়া।
এই গর্ত্তে থাক আসি নির্ভয় হইয়া।।
গোপকুল বলে কৃষ্ণ শুনহে বচন।
হাত হৈতে তোমার যদি পড়ে গোবর্দ্ধন।।"

বালাই ল'য়ে মরে যাই

ব্রজের বিশুদ্ধ-প্রেমের—বালাই ল'য়ে মরে যাই

ঐশ্বর্য্য তো জানে না

ঈশ্বরজ্ঞান নাই কৃষ্ণে—ঐশ্বর্য্য তো জানে না
ব্রজবাসীজন কৃষ্ণের—ঐশ্বর্য্য তো জানে না
বিশুদ্ধ সম্বন্ধ প্রেমের—ঐশ্বর্য্য তো জানে না

"হাত হৈতে তোমার যদি পড়ে গোবর্দ্ধন।।"

কতক্ষণ বা ধ'রে রাখ্‌বে

তুমি,—বালক বৈ ত নও—কতক্ষণ বা ধ'রে রাখ্‌বে

কতক্ষণ বা ধ'রে রাখ্‌বে

এত বড় গোবর্দ্ধন—কতক্ষণ বা ধ'রে রাখ্‌বে
হাত হৈতে পড়ে যদি—কতক্ষণ বা ধ'রে রাখ্‌বে

"হাত হৈতে তোমার যদি পড়ে গোবর্দ্ধন।।
সকল গোকুলপুরী যাবে রসাতলে।
কিসে হৈতে রক্ষা তবে পাইবে সকলে।।
কাঁদিয়া যশোদা দেবী কহে গোপগণে।
একাকি পর্ব্বত কৃষ্ণ ধরিবে কেমনে।।"

দুধের বালক বৈ ত নয়

আমার প্রাণ গোপাল—দুধের বালক বৈ ত নয়

"একাকি পর্ব্বত কৃষ্ণ ধরিবে কেমনে।।"

একা কেমন ক'রে ধরবে

এত বড় গোবর্দ্ধন—একা কেমন ক'রে ধ'রবে

মা যশোদা ডাক্‌ছেন

"কোথা রে কৃষ্ণের প্রিয় শ্রীদাম সুদাম।
সবে মিলি গোবর্দ্ধন ধর বলরাম।।"

একা কেমন ক'রে ধ'র্‌বে

দুধের বালক গোপাল আমার—একা কেমন ক'রে ধ'র্‌বে
এত বড় গোবর্দ্ধন—একা কেমন ক'রে ধ'র্‌বে

"সবে মিলি গোবর্দ্ধন ধর বলরাম।।
চৈতন্য-দাসেতে কহে শুন যশোমতি।
গোকুল রাখিতে তুয়া সহায় শ্রীপতি।।"

(৬)

"হেন কালে সখী ঘিরি, রাই কনক গিরি,
আচম্বিতে দরশন দিলা।"

চল যাই দেখে আসি বোলে

নিজ-সখীগণ সঙ্গে ল'য়ে—চল যাই দেখে আসি বোলে

আজ,— গোকুল-নাথে নানা ছলে——চল যাই দেখে আসি বোলে

"আচম্বিতে দরশন দিলা।
দাঁড়াইয়া রূপের ভরে, ধরি সহচরী করে,"

রাই আমার,—রূপের খনি রমণীমণি

বৃষভানু-রাজ-নন্দিনী—রাই আমার,—রূপের খনি রমণীমণি
আমার,—কৃষ্ণমন-আকর্ষিণী—রাই আমার,—রূপের খনি রমণীমণি
কৃষ্ণমনোমোহিনী—রাই আমার,—রূপের খনি রমণীমণি

"দাঁড়াইয়া রূপের ভরে, ধরি সহচরী-করে,
মুখ জিনি শশী ষোলকলা।।"

সকলি রূপেতে করিয়া আলা

রাইয়ের,—মুখ জিনি শশী ষোলকলা—সকলি রূপেতে করিয়া আলা

"রাই নব-সুমেরু-সুঠাম।
স্মিত সুরধুনী-ধারে, রসের ঝরণা ঝরে,
হেরি হেরি তৃপিত নয়ান।।
নব-অনুরাগ-বাতে, স্থির নাহি বাঁধে চিতে,
পাসরিলা নিজ-মরিয়াদ।
কাঁপে তনু থরথরে, পর্ব্বত দোলয়ে করে,"

নব-অনুরাগ-বাতে

কিশোরীর বদন হেরে—নব-অনুরাগ-বাতে

"কাঁপে তনু থরথরে, পর্ব্বত দোলয়ে করে,
গোয়ালে গণিল পরমাদ রে।।"

বুঝি গোবর্দ্ধন খসি পড়ে

শ্রীকৃষ্ণের কর হ'তে —বুঝি গোবর্দ্ধন খসি পড়ে

আর বুঝি ধ'র্‌তে না'র্‌ছে

দেখ ভাই,—ঐযে কৃষ্ণের কর কাঁপ্‌ছে—আর বুঝি ধ'র্‌তে না'র্‌ছে

"গোয়ালে গণিল পরমাদ রে।।

লগুড় লইয়া করে, কেহ কেহ গিরি ধরে,

উদার ব্রজের গোপগণ রে।

ললিতাদেবী হাসি, দাঁড়াইলা আগে আসি,"

কৃষ্ণের,—কর কাঁপার কারণ জে'নে

ললিতা দাঁড়াল আসি—কৃষ্ণের,—কর কাঁপার কারণ জে'নে

বলে,—তাইতে কৃষ্ণের কর কাঁপে

আঁখি, পড়েছে রাইয়ের রূপে—বলে,—তাইতে কৃষ্ণের কর কাঁপে

দেখে' মোহিনী রাইয়ের রূপে—বলে,—তাইতে কৃষ্ণের কর কাঁপে

বড়ই প্রমাদ ঘট্‌বে জে'নে

যদি,—ক্রমে কর অবশ হয়ে তবে—বড়ই প্রমাদ ঘট্‌বে জে'নে

মরিবে সব ব্রজবাসী

যদি,—কর হ'তে গোবর্দ্ধন পড়ে তবে—মরিবে সব ব্রজবাসী

প্রাণে মরিবে ব্রজবাসী

"তখন,—ললিতা দেবী হাসি, দাঁড়াইলা আগে আসি,

রাইয়েরে করিয়া অদর্শন রে।।

ভাব সম্বরিয়া হরি, রাখিল গোকুলপুরী,

ইন্দ্রেরে করিয়া পরাজয় রে।"

রাখিয়া গোকুলপুরী

ইন্দ্র দর্প খর্ব্ব করি—রাখিয়া গোকুলপুরী

"ইন্দ্রেরে করিয়া পরাজয় রে।

চৈতন্যদাসের বাণী, ত্রিভুবনে জয়ধ্বনি,

গোবর্দ্ধন-লীলা রসময় রে।।"

(৭)

"জয় জয় ব্রজেন্দ্রনন্দন।
ব্রজের জীবন প্রাণধন।।
পরিবার সহ ব্রজবাসী।
গর্ত্ত হইতে উঠিলা হরষি।।
সেইখানে লীলায় শ্রীহরি।
স্থাপিলেন গোবর্দ্ধন গিরি।।
নন্দ-আদি যত গোপগণে।
আশীর্ব্বাদ করে কায়মনে।।
কেহ কেহ করে আলিঙ্গন।
স্বর্গে স্তুতি করে দেবগণ।।
যশোদা রোহিণী হর্ষ পাঞা।
চাঁদমুখে চুম্বয়ে চাপিয়া।।
আনন্দেতে নাচে বিদ্যাধরী।
পুষ্প বর্ষে অপ্সরা কিন্নরী।।
দেবরাজ পাইয়া পরাভব।
করযোড়ে করে নানা স্তব।।
নিজ অপরাধ ক্ষমাইয়া।
গেলা আপনার গণ লইয়া।
চৈতন্যদাসেতে ইহা গায়।
যুগে যুগে ভক্তের সহায়।।"

লীলার,—বালাই ল'য়ে মরে যাই রে
ভক্তের সহায় গিরিধারীর—বালাই ল'য়ে মরে যাই রে (মাতন)

(৮)

"জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ।।
এইমত মহাপ্রভু চলিলা নীলাচলে।
চারিভক্ত-সঙ্গে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন কুতুহলে।।
ভিক্ষা মাগি একদিন একগ্রামে গিয়া।
আপনে বহুত অন্ন আনিলা মাগিয়া।।

পথে বড় বড় দানী বিঘ্ন নাহি করে।
তা' সভারে কৃপা করি অইলা রেমুণারে।।
রেমুণাতে গোপীনাথ পরমমোহন।
ভক্তি করি কৈল প্রভু তাঁর দরশন।।
তাঁর পাদপদ্ম নিকট প্রণাম করিতে।
তাঁর পুষ্পচূড়া পড়িল প্রভুর মাথাতে।।
চূড়া পায়া প্রভু মনে আনন্দিত হৈঞা।
বহু নৃত্যগীত কৈলা ভক্তগণ লঞা।।
প্রভুর প্রভাব দেখি প্রেমরূপ গুণ।
বিস্মিত হইলা গোপীনাথের দাসগণ।।
নানামত প্রীতে কৈল প্রভুর সেবন।
সেই রাত্রি তাঁহা প্রভু করিলা বঞ্চন।
মহাপ্রসাদক্ষীর লোভে রহিলা প্রভু তথা।
পূর্ব্বে ঈশ্বরপুরী তাঁহে কহিয়াছেন কথা।।
ক্ষীরচোরা গোপীনাথ প্রসিদ্ধ তাঁর নাম।
ভক্তগণে কহে প্রভু সেই ত আখ্যান।।
পূর্ব্বে মাধবপুরীর লাগি ক্ষীর কৈল চুরি।
অতএব নাম হৈল ক্ষীরচোরা হরি।।
পূর্ব্বে শ্রীমাধবপুরী আইলা বৃন্দাবন।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা গিরি গোবর্দ্ধন।।
প্রেমে মত্ত নাহি তাঁর দিবারাত্রি জ্ঞান।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে নাহি স্থানাস্থান।।
শৈল-পরিক্রমা করি গোবিন্দ-কুণ্ডে আসি।
স্নান করি বৃক্ষতলে আছে সন্ধ্যায় বসি।।
গোপবালক এক দুগ্ধভাণ্ড লৈয়া।
আসি আগে ধরি কিছু বোলেন হাসিয়া।।
পুরী এই দুগ্ধ লৈয়া কর তুমি পান।
মাগি কেন নাহি খাও কিবা কর ধ্যান।।
"বালকের সৌন্দর্য্যে পুরীর হইল সন্তোষ।
তাহার মধুর-বাক্যে গেল ভোক শোষ।।

পুরী কহে কে তুমি কাঁহা তোমার বাস।
কেমনে জানিলে আমি করি উপবাস।।
বালক কহে গোপ আমি এইগ্রামে বসি।
আমার গ্রামেতে কেহ না রহে উপবাসী।।
কেহো মাগি খায় অন্ন কেহো দুগ্ধাহার।
অযাচক জনে আমি দিয়েত আহার।
জল লইতে স্ত্রীগণ তোমারে দেখি গেলা।
স্ত্রী সব দুগ্ধ দিয়া আমারে পাঠাইলা।।
গোদোহন করিতে চাহি শীঘ্র আমি যাব।
আরবার আসি এই ভাণ্ডটি লইব।।
এত বলি বালক গেলা না দেখিয়ে আর।
মাধবপুরীর চিত্তে হৈল চমৎকার।।
দুগ্ধ পান করি ভাণ্ড ধুইয়া রাখিল।
বাট দেখে সেই বালক পুন না আইল।।
বসি নাম লয় পুরী নিদ্রা নাহি হয়।
শেষ রাত্রে তন্দ্রা হৈল বাহ্যবৃত্তি লয়।।
স্বপ্নে দেখে সেই বালক সম্মুখে আসিয়া।
এককুঞ্জে লৈয়া গেলা হাতেতে ধরিয়া।।
কুঞ্জ দেখাইয়া কহে আমি এই কুঞ্জে রই।
শীত বৃষ্টি দাবাগ্নিতে দুঃখ বড় পাই।।
গ্রামের লোক আনি আমা কাঢ় কুঞ্জ হৈতে।
পর্ব্বত-উপরে লৈয়া রাখ ভালমতে।।
এক মঠ করি তাঁহা করহ স্থাপন।
বহুশীতল-জলে আমা করাহ স্নপন।।
বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ।
কবে আসি মাধব আমা করিবে সেবন।।
তোমার প্রেমবশে করি সেবা অঙ্গীকার।
দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার।।
শ্রীগোপাল নাম মোর গোবর্দ্ধনধারী।
বজ্রের স্থাপিত আমি ইহা অধিকারী।।

"শৈলের উপর হইতে আমা কুঞ্জে লুকাইয়া।
ম্লেচ্ছ ভয়ে সেবক আমার গেল পলাইয়া।।
সেই হইতে রহি আমি এই কুঞ্জস্থানে।
ভাল হইল আইলা আমা কাঢ় সাবধানে।।
এত বলি সে বালক অন্তর্দ্ধান কৈল।
জাগিয়া মাধবপুরী বিচার করিল।।
কৃষ্ণকে দেখিনু মুঞি নারিনু চিনিতে।
এতবলি প্রেমাবেশে পড়িলা ভূমিতে।।
ক্ষণেক রোদন করি মন কৈল ধীর।
আজ্ঞাপালন লাগি হইলা সুস্থির।।
প্রাতঃস্নান করি পুরী গ্রামমধ্যে গেলা।
সবলোকে একত্র করি কহিতে লাগিলা।।
গ্রামের ঈশ্বর তোমার গোবর্দ্ধনধারী।
কুঞ্জে আছেন তাঁরে চল বাহির যে করি।।
অত্যন্ত নিবিড় কুঞ্জ নারি প্রবেশিতে।
কুঠার কোদালি লহ দ্বার যে করিতে।।
শুনি তাঁর সঙ্গে লোক চলিলা হরিষে।
কুঞ্জ কাটি দ্বার করি করিল প্রবেশে।।
ঠাকুর দেখিল মাটী তৃণে আচ্ছাদিত।
দেখি সবলোক হৈল আনন্দে বিস্মিত।।
আবরণ দূর করি করিল চিহ্নিতে।
মহাভারী ঠাকুর কেহো নারে চালাইতে।।
মহা মহা বলিষ্ঠলোক একত্র হইয়া।
পর্ব্বত উপরে গেলা ঠাকুর লইয়া।।
পাথরের সিংহাসনে ঠাকুর বসাইল।
বড় এক পাথর পৃষ্ঠে অবলম্বন দিল।।
গ্রামের ব্রাহ্মণ সব নবঘট লইয়া।
গোবিন্দকুণ্ডের জল আনিল ছানিয়া।।
নব শতঘট জল কৈল উপনীত।
নানা বাদ্য ভেরী বাজে স্ত্রীগণ গায় গীত।।

কেহ গায় কেহ নাচে মহোৎসব হৈল।
অনেক সামগ্রী যত্ন করি আনাইল।।
দধি-দুগ্ধ-ঘৃত আইল যতগ্রাম হৈতে।
ভোগ-সামগ্রী আইলা সন্দেশাদি কতে।।
তুলস্যাদি পুষ্প বস্ত্র আইল অনেক।
আপনে মাধবপুরী করে অভিষেক।।
অঙ্গ-মলা দূর করি করাইল স্নপন।
বহু তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ।।
পঞ্চগব্য-পঞ্চামৃতে স্নান করাইয়া।
মহাস্নান করাইল শতঘট দিয়া।।
পুনঃ তৈল দিয়া কৈল শ্রীচরণ চিক্কণ।
শঙ্খ-গঙ্গোদকে কৈল স্নান সমাপন।।
শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন করি বস্ত্র পরাইল।
চন্দন তুলসী পুষ্প-মালা অঙ্গে দিল।।
ধূপদীপ করি নানা ভোগ লাগাইল।
দধি দুগ্ধ সন্দেশাদি যত কিছু ছিল।।
সুবাসিত জল নব্য পাত্রে সমর্পিল।
আচমন দিয়া পুনঃ তাম্বূল অর্পিল।।
আরতি করিয়া কৈল অনেক স্তবন।
দণ্ডবৎ করি কৈল আত্ম-সমর্পণ।।
গ্রামের যত তণ্ডুল দালি গোধুমাদি চূর্ণ।
সকল আনিয়া দিল পর্ব্বত হইল পূর্ণ।।
কুম্ভকারের ঘরে ছিল যত মৃদ্ভাজন।
সব আইল প্রাত হৈতে চড়িল রন্ধন।
দশ বিপ্র অন্ন রাঁধি করে এক স্তূপ।
জন চারি পাঁচ রান্ধে নানাবিধ সূপ।।
বন্যশাক ফলমূলে বিবিধ ব্যঞ্জন।
কেহো বড়া-বড়ী কড়ি করে বিপ্রগণ।।
জন পাঁচ-সাত রুটী করে রাশি রাশি।
অন্ন-ব্যঞ্জন-রুটী সব রহে ঘৃতে ভাসি।।

নববস্ত্র পাতি তাতে পলাসের পাত।
রান্ধি রান্ধি তার উপর রাশি কৈল ভাত ।।
তার পাশে রুটী রাশি উপপর্ব্বত হৈল।
সূপ-ব্যঞ্জন-ভাণ্ড সবচৌদিকে ধরিল।।
তার পাশে দধি দুগ্ধ মাঠা শিখরিণী।
পায়স মাখনি সব পাশে ধরে আনি।।
হেনমতে অন্নকূট করিল সাজন।
পুরী-গোসাঞি গোপালেরে কৈল সমর্পণ।।
অনেক ঘট ভরি দিল সুশীতল জল।
বহুদিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইলা সকল।।
যদ্যপি গোপাল সব অন্ন-ব্যঞ্জন খাইল।
তাঁর হস্ত-স্পর্শে অন্ন পুনঃ তৈছে হৈল।।
ইহা অনুভব কৈল মাধব-গোসাঞি।
তাঁর ঠাঞি গোপালের লুকা কিছু নাঞি।।
একদিনের উদ্‌যোগে ঐছে মহোৎসব হৈল।
গোপাল-প্রভাবে হৈল অন্যে না জানিল।।
আচমন দিঞা দিল বিড়ার সঞ্চয়।
আরতি করিল লোকে করে জয় জয়।।
শয্যা করাইল নুতন খাট আনাইয়া।
নব বস্ত্র আনি তার উপরে পাতিয়া।
তৃণটাটী দিয়া চারিদিক আবরিল।
উপরেহ একটাটী দিঞা আচ্ছাদিল।।
পুরী গোসাঞি আজ্ঞাদিল যতেক ব্রাহ্মণে।
আবাল-বৃদ্ধ গ্রামের লোক করাহ ভোজনে।।
সবলোক বসি ক্রমে ভোজন করিল।
ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীগণে আগে খাওয়াইল।।
অন্যগ্রামের লোক যেই দেখিতে আইল।
গোপাল দেখিয়া সবে প্রসাদ খাইল।।
পুরীর প্রভাব দেখি লোকে চমৎকার।
পূর্ব্ব-অন্নকুট যেন হৈল সাক্ষাৎকার।।

সকল-ব্রাহ্মণে পুরী বৈষ্ণব করিল।
সেই সেই সেবা-মধ্যে সবা নিয়োজিল।।
পুনঃ দিন শেষে প্রভুর করাইল উত্থান।
কিছু ভোগ লাগাইয়া করাইল জলপান।।
গোপাল প্রকট হৈল দেশে শব্দ হইল।
আশ-পাশ গ্রামের লোক দেখিতে আইল।।
এক-এক-দিন এক-এক-গ্রামে লইল মাগিয়া।
অন্নকুট করে সভে হরষিত হৈয়া।
রাত্রিকালে ঠাকুরেরে করাইয়া শয়ন।
পুরী গোসাঞি কৈল কিছু গব্য ভোজন।।
প্রাতঃকালে পুনঃ তৈছে করিল সেবন।
অন্ন লইয়া এক গ্রামের আইল লোকগণ।।
অন্ন ঘৃত দধি দুগ্ধ গ্রামে যত ছিল।
গোপালের আগে লোক আনিয়া ধরিল।
পূর্ব্বদিন প্রায় বিপ্র করিল রন্ধন।
তৈছে অন্নকুট গোপাল করিল ভোজন।।
ব্রজবাসী লোকের কৃষ্ণে সহজে পিরীতি।
গোপাল সহজে প্রীত ব্রজবাসী-প্রতি।।
মহাপ্রসাদ অন্ন যত খাইল সব লোক।
গোপাল-দর্শনে খণ্ডে সবার দুঃখ শোক।।
আশ-পাশ ব্রজভুমের যতলোক সব।
এক-এক-দিন আসি করে মহোৎসব।।
গোপাল প্রকট শুনি নানা দেশ হৈতে।
নানা দ্রব্য লঞা লোক লাগিলা আসিতে।।
মথুরার লোক সব বড় বড় ধনী।
ভক্তি করি নানা-দ্রব্য ভেট ধরে আনি।।
স্বর্ণ রৌপ্য বস্ত্র গন্ধ নানা উপহার।
অসংখ্য আইসে নিত্য বাড়িল ভাণ্ডার।।
এক মহাধনী ক্ষত্রিয় করাইল মন্দির।
কেহো পাক ভাণ্ডার কৈলে কেহ ত প্রাচীর।।

এক এক ব্রজবাসী এক এক গাভী দিল।
সহস্র সহস্র গাভী গোপালের হৈল।
গৌড় হইতে আইল দুই বৈরাগী ব্রাহ্মণ।
পুরী গোসাঞি রাখিল তারে করিয়া যতন।।
সেই দুই শিষ্য করি সেবা সমর্পিল।
রাজসেবা হইল পুরীর আনন্দ বাড়িল।।"

জয় জয় মাধবপুরী
জয় জয় গিরিধারী—জয় জয় মাধবপুরী

জয় মাধবেন্দ্রপুরী
জয় জয় গিরিধারী—জয় মাধবেন্দ্রপুরী

জয় মাধবেন্দ্রপুরী
গিরিধারী গৌরহরি—জয় মাধবেন্দ্রপুরী

গৌরহরিবোল,হরিবোল,হরিবোল;হরিবোল।।

সম্পূর্ণ

শ্রীধাম-বৃন্দাবনস্থ-অক্রূরঘাটে

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভাগমন-স্মরণ কীর্ত্তন

(কার্ত্তিকী শুক্লা প্রতিপদ)

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌর-হরিবোল।।"

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।"

"জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।"

প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

ওরে ভাইরে আমার,—প্রেমাবতার গৌরহরির—প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই
'প্রেমাবতার গৌরহরি'—
স্থাবর-জঙ্গম-উন্মত্তকারী—প্রেমাবতার গৌরহরি (মাতন)

প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

আমার,—ব্রজবিহারী গৌরহরির—প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই
আমার,—শচীদুলাল গৌরহরির—প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই
মহা,—ভাবে ভোরা ব্রজবিহারীর—প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই
প্রাণের প্রাণ গৌরহরির—প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই
ওরে ভাইরে আমার,—প্রভু নিতাই প্রাণ গৌরাঙ্গের—প্রাণভ'রে জয়-
দাও ভাই
ওরে ভাইরে আমার,—সাঙ্গোপাঙ্গে প্রাণগৌরাঙ্গের—প্রাণভ'রে জয়-
দাও ভাই

প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

"জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ।।"

"শরৎকাল আইল প্রভুর চলিতে হৈল মতি।"

শ্রীবৃন্দাবনে যাবেন প্রভু
ছিলেন প্রভু নীলাচলে
যাবার লাগি উৎকণ্ঠিত চিত—ছিলেন প্রভু নীলাচলে

"শরৎকাল আইল প্রভুর চলিতে হৈল মতি
প্রভু করে,—রামানন্দ-স্বরূপ-সঙ্গে নিভৃতে যুকতি।।
মোর সহায় কর যদি তুমি দুইজন।"

ওহে স্বরূপ রামানন্দ
কর আমার লীলার সহায়
প্রতি-লীলায় তোমরা দোঁহা—কর আমার লীলার সহায়
স্বরূপ,—রামরায়ের করে ধ'রে বলে
ভাসি দু'টী নয়ন-জলে—স্বরূপ,—রামরায়ের করে ধ'রে বলে

"মোর সহায় কর যদি তুমি দুইজন।
তবে আমি যাই দেখি শ্রীবৃন্দাবন।।"

বড় উৎকণ্ঠিত মন
ওহে স্বরূপ রামানন্দ—বড় উৎকণ্ঠিত মন
দেখিতে শ্রীবৃন্দাবন—বড় উৎকণ্ঠীত মন

"রাত্রে উঠি বন-পথে পলাইয়া যাব।
একাকী যাইব কাহো সঙ্গে না লইব।।
কেহ যদি সঙ্গে যাইতে পাছে উঠি ধায়।
সবারে রাখিবে যেন কেহ নাহি যায়।।
প্রসন্ন হঞা আজ্ঞা দিবে না মানিয়া দুঃখ।
তোমা সবার সুখে পথে হবে মোর সুখ।।"

ও,—প্রিয় স্বরূপ রামানন্দ
আমার সুখ দিবার পাত্র—ও,—প্রিয় স্বরূপ রামানন্দ

"তোমা সবার সুখে পথে হবে মোর সুখ।।
দুইজন কহে তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
যে ইচ্ছা সে করিবা নহ পরতন্ত্র।।"

আচরিয়ে শিখাইছেন
আচরণ বিনে কোন কার্য্য হয় না—আচরিয়ে শিখাইছেন

"কিন্তু আমা দোঁহার শুন এক নিবেদন।
তোমার সুখে আমার সুখ কহিলে এখন।।
আমা দোঁহার মনে তবে বড় সুখ হয়।
এক নিবেদন যদি ধর মহাশয়।।
উত্তম ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে অবশ্য চাহি।।
ভিক্ষা করি ভিক্ষা দিবে যাবে পাত্র বহি।।
বনপথে যাইতে নাহি ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ।
আজ্ঞা কর সঙ্গে চলে বিপ্র একজন।।
প্রভু কহে নিজ সঙ্গী কাহো না লইব।
একজন নিলে আনের মনে দুঃখ হব।
নূতন সঙ্গী হইবেক স্নিগ্ধ যার মন।
ঐছে যদি পাই তবে লই একজন।
স্বরূপ কহে এই বলভদ্র ভট্টাচার্য্য।।
তোমাতে সুস্নিগ্ধ বড় পণ্ডিত-সাধু-আর্য্য।।
প্রথমে তোমার সঙ্গে আইলা গৌড় হৈতে।
ইহার ইচ্ছা আছে সর্ব্বতীর্থ করিতে।।"
"ইহার সঙ্গে আছে ব্রাহ্মণ এক ভৃত্য।
ইহো পথে করিবেন সেবার ভিক্ষাকৃত্য।।
ইহা সঙ্গে লও যদি হয় সবার সুখ।
বনপথে যাইতে তোমার নাহি কোন দুঃখ।।"

কোন প্রাণে ছেড়ে দিব

বনপথে তোমায় একাকী—কোনপ্রাণে ছেড়ে দিব

আমাদের এই কথা রাখো

ওহে পরম-করুণ-প্রভু—আমাদের এই কথা রাখ
দুইজনে সঙ্গে রাখ—আমাদের এই কথা রাখ

"বনপথে যাইতে তোমার নাহি কোন দুঃখ।।
এই বিপ্র বহি লবে বস্ত্রাম্বুভাজন।
ভট্টাচার্য্য ভিক্ষা দিবে করি ভিক্ষাটন।।
তাঁহার বচন প্রভু অঙ্গীকার কৈল।
বলভদ্র-ভট্টাচার্য্যে সঙ্গে ক'রে নিল।।"

অনুভব কর ভাই রে

নিগূঢ় গৌরাঙ্গ-লীলা—অনুভব কর ভাই রে

প্রাণগৌরাঙ্গের সেবা শকতি

প্রাণ,—গৌর -গোবিন্দের সেবাবিগ্রহ

বলরাম-নিত্যানন্দ—প্রাণ, —গৌর-গোবিন্দের সেবাবিগ্রহ

শ্রী,—সেবাশকতির এই ত সাধন স্বভাব

সেবা ছাড়া রইতে নারে

যদিও প্রকাশ্যে,—নিতাই সঙ্গে গেলেন না

রহিতে কি পারে রে

সেবা ছেড়ে সেবক কভু— রহিতে কি পারে রে

তার, —প্রাণ যাবে বনপথে

নিতাই, —ছেড়ে না দিলে যাবে কেমতে—তার, —প্রাণ যাবে বনপথে

তাই, —গোপনেতে চলিলেন নিতাই

বলভদ্র-নাম ধ'রে —তাই, —গোপনেতে চলিলেন নিতাই

কে বা ধরিবে বল

সেই,—প্রেমোন্মত্ত-প্রাণগৌরাঙ্গে—কে বা ধরিবে বল

তবেই,—গোপনে চলিলেন নিত্যানন্দ

গঙ্গা-পথ দর্শন ক'রে

আজ হবে উনমত—গঙ্গা-পথ দর্শন ক'রে

কে বা তারে ধর্‌বে বল

সেই, —প্রেমোন্মত্ত যথায় যাবে—কে বা তারে ধর্‌বে বল

ধরণী-ধর নিতাই বিনে—কে বা তারে ধর্‌বে বল

বিশ্বম্ভরে কে বা ধরে

সেবা-শকতি নিতাই বিনে—বিশ্বম্ভরেকেবাধরে

তাই,—গোপনে চলিলেন নিতাই

বলভদ্র-ভট্টাচার্য্য-নাম ধ'রে—তাই,-গোপনে চলিলেন নিতাই

তাই,—“বলভদ্র-ভট্টাচার্য্যে সঙ্গে করি নিল।।
পূর্ব্ব-রাত্রে জগন্নাথ দেখি আজ্ঞা লঞা।
শেষ-রাত্রে উঠি প্রভু চলিলা লুকাইয়া।।
প্রাতঃকালে ভক্তগণ প্রভু না দেখিয়া।
অন্বেষণ করি ফিরে ব্যাকুল হইয়া।।”

কোথা বা গেল রে
প্রাণের ঠাকুর নীলাচল ছাড়ি—কোথা বা গেল রে

প্রভু আমার কোথায় গেলে
এই নীলাচল শূন্য ক' রে— প্রভু আমার কোথায় গেলে

কোথা গেল প্রাণগৌর
এই নীলাচল আঁধার ক' রে—কোথা গেলে প্রাণগৌর

“অন্বেষণ করি ফিরে ব্যাকুল হইয়া।।
স্বরূপ গোঁসাঞি সবার কৈল নিবারণ।”

সবাই,—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে
উঠিল ক্রন্দনের রোল
মধুর-শ্রীনীলাচলে—উঠিল ক্রন্দনের রোল
হা-গৌর প্রাণ-গৌর ব'লে—উঠিল ক্রন্দনের রোল

বলে,—কেমন ক' রে থাক্‌ব রে
প্রাণগৌর-শূন্য-নীলাচলে—বলে,—কেমন ক' রে থাক্‌ব রে

“স্বরূপ গোঁসাঞি সবার কৈল নিবারণ।
নিবৃত্ত হঞা রহে সবে জানি প্রভুর মন।।
প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিলা।
কটক ডাহিনে করি বনে প্রবেশিলা।।”

প্রভু পশিলা বনেতে
বনমালী অন্বেষিতে—প্রভু পশিলা বনেতে

“কটক ডাহিনে করি বনে প্রবেশিলা।।
নির্জ্জন-বনে চলেন প্রভু কৃষ্ণ-নাম লঞা।”

যায়,—বিরহিণী গৌরকিশোরী

দেখিতে প্রাণের বংশীধারী—যায়, —বিরহিণী গৌরকিশোরী

"নির্জ্জন-বনে চলেন প্রভু কৃষ্ণ-নাম লঞা।
হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুকে দেখিয়া।।"

অনুভব কর ভাই রে

নিগূঢ়-গৌরাঙ্গ-লীলা—অনুভব কর ভাই রে

শ্রীগুরু-চরণ হৃ'দে ধ'রে—অনুভব কর ভাই রে

বালাই ল'য়ে মরে যাই

গৌর-লীলার মাধুরীর—বালাই ল'য়ে মরে যাই

শ্রীরাম-অবতারে

ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র

বনপথে যাবার কালে

বন্যপশু তাড়ায়ে গেল

নানা-অস্ত্রশস্ত্র-দ্বারে—বন্যপশু তাড়ায়ে গেল

এবার কোন অস্ত্র নাই

একমাত্র নাম অস্ত্র—এবার কোন অস্ত্র নাই

সিংহ-পশু পথ ছাড়ি দেয়

গৌরের মুখে কৃষ্ণ নাম শুনে—সিংহ-পশু পথ ছাড়ি দেয়

যেন,—কত প্রাণের জন যায়—সিংহ-পশু পথ ছাড়ি দেয়

আমার, —গৌর অবতারে কি মাধুরী

প্রাণগৌর নেচে যায়

সিংহ-ব্যাঘ্র পথ দেয়—প্রাণগৌর নেচে যায়

হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে

নিজ-জন আসছে জে'নে—হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে

যেন,—কত আপনার জন আস্‌ছে

তাই পথ ছাড়ি দেয়—যেন,—কত আপনার জন আস্‌ছে

তাই পথ ছাড়ি দেয়

সিংহ ব্যাঘ্র কেঁদে লুটায়—তাই পথ ছাড়ি দেয়

নিজ প্রিয়জন আস্‌ছে জে'নে—তাই পথ ছাড়ি দেয়

কেন পথ দেয় তারা

অনুভব কর ভাই রে

শ্রীগুরু-চরণ হৃ'দে ধ'রে—অনুভব কর ভাই রে

স্বরূপ জেগেছে সবার

গৌরাঙ্গ-মুরতি হেরে—স্বরূপ জেগেছে সবার

স্বরূপ জাগাতে এসেছে

স্বরূপ-জাগান স্বরূপ—স্বরূপ জাগাতে এসেছে

সবার স্বরূপ জেগে উঠেছে

স্বরূপ-জাগান স্বরূপ দেখে—সবার স্বরূপ জেগে উঠেছে

মনুষ্য-ভাব জেগেছে

গৌরাঙ্গ-স্বরূপ হে'রে—মনুষ্য-ভাব জেগেছে

তাদের,—গোপীভাব জেগে উঠেছে

আজ,—সিংহ -ব্যাঘ্র নিজ-স্বভাব ভুলে

গোপীভাব জেগেছে তাই—আজ,—সিংহ-ব্যাঘ্র নিজ-স্বভাব ভুলে

অবাক্ হ'য়ে দেখ্‌ছে তারা

ও-মা এ কি স্বরূপ ব'লে—অবাক্ হ'য়ে দেখ্‌ছে তারা

তারা,—নয়ন'ভরে দেখ্‌ছে

হেরি,—রাই-আবরণে বংশীধারী—তারা,—নয়নভ'রে দেখ্‌ছে

"হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুকে দেখিয়া।।

পালে পালে ব্যাঘ্র হস্তী গণ্ডার শুকরগণ।

তার মধ্যে আবেশে প্রভু করেন গমন।।"

কোনই সঙ্কোচ নাই

ভাবাবেশে চলেছে—কোনই সঙ্কোচ নাই

"তার মধ্যে আবেশে প্রভু করেন গমন।।"

আজ,—হয়েছে তারা ব্রজের পশু

প্রাণ-গৌরহরির আগমনে—আজ,—হয়েছে তারা ব্রজের পশু

প্রাণ-গৌরহরির দরশনে—আজ,—হয়েছে তারা ব্রজের পশু

গৌর আগমনে দরশনে—আজ,—হয়েছে তারা ব্রজের পশু

না হবে বা কেন রে

যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা ব্রজ—না হবে বা কেন রে

তারা,—ব্রজের পশু হয়েছে

হিংস্র-স্বভাব ভুলেগেছে—তারা,—ব্রজের পশু হয়েছে

হিংস্র-স্বভাব ভুলা নয়

ব্রজের পশুর স্বভাব পেয়েছে—হিংস্র-স্বভাব ভুলা নয়

সব কৈল একাকার

প্রেমাবতার গৌর আমার—সব কৈল একাকার

তারা বন্য পশু নয়

ব্রজের নিজ-জন হয়—তারা বন্য পশু নয়

"তার মধ্যে আবেশে প্রভু করেন গমন।।
দেখি ভট্টাচার্য্যের মনে হয় মহাভয়।
প্রভুর প্রতাপে তারা একপাশ হয়।।"

যেন,—প্রার্থনা ক'রে ল'য়ে যায়

প্রাণপ্রিয় এস ব'লে—যেন,—প্রার্থনা ক'রে ল'য়ে যায়

"প্রভুর প্রভাবে তারা একপাশে হয়।।
একদিন পথে ব্যাঘ্র করিয়াছে শয়ন।
আবেশে তার গায়ে প্রভুর লাগিল চরণ।।
প্রভু কহে কহ কৃষ্ণ ব্যাঘ্র উঠিল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল।।"

এ বা কি সংশয়

এ বা ভায় কিবা বিস্ময়

যাঁরে,—হেরি হয় প্রেমোদয়—এ বা ভায় কিবা বিস্ময়

তার,—পরশ হ'লে কি না হয়

যাঁরে,—দূরে হেরি হয় প্রেমোদয়—তার,—পরশ হ'লে কি না হয়

জয় জয় গৌরহরি

স্থাবর-জঙ্গম-প্রেমোন্মত্তকারী—জয় জয় গৌরহরি (মাতন)

"কৃষ্ণ ক�ৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল।।
আর দিন মহাপ্রভু করে নদীস্নান।
মত্তহস্তি-যূথ আইল করিতে জলপান।।
প্রভু জল-কৃত্য করে আগে হস্তী আইলা।
কৃষ্ণ কহ বলি প্রভু জল ফেলি মাইলা।।"

বালাই ল'য়ে মরে যাই

প্রেমাবতারের করুণার—বালাই ল'য়ে মরে যাই

ও তো জল ফেলা নয়

জল যে প্রেম হয়ে গেল

প্রেমাবতারের পরশেতে—জল যে প্রেমে হয়ে গেল

ও তো জল ফেলা নয়

প্রেম বরিষণ হয়—ও তো জল ফেলা নয়

"কৃষ্ণ কহ বলি প্রভু জল ফেলি মাইলা।।
সেই জল-বিন্দু-কণা লাগে যার গায়।
সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে প্রেমে নাচে ধায়।।"

শুধু, —কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলা নয়

গৌর দেখে কৃষ্ণ বলে—শুধু,—কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলা নয়

সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণচৈতন্য

গৌর-স্বরূপ দেখে বলে

এ যে বংশীগানামৃত-ধাম—গৌর-স্বরূপ দেখে বলে

"সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে প্রেমে নাচে ধায়।।
কেহ ভূমি পড়ে কেহ করয়ে চীৎকার।"

ও তো চীৎকার করা নয়

এ যে বটে প্রেমের হুঙ্কার—ও তো চীৎকার করা নয়

"দেখি ভট্টাচার্য্যের মনে হয় চমৎকার।।'

আমার,—প্রাণগৌর প্রেমাবতার

সব,—প্রেমে কৈল একাকার—আমার,—প্রাণগৌর প্রেমাবতার

জয়,—প্রেমাবতার গৌরহরি

বল ভাই জয় জয়—জয়,—প্রেমাবতার গৌরহরি

জয় জয়,—প্রেমাবতার গৌরহরি

স্থাবর-জঙ্গম-প্রেমোন্মত্ত-কারী—জয় জয়,—প্রেমাবতার গৌরহরি (মাতন)

এই যেন মনে হয়

গৌরলীলা শ্রবণ করি—এই যেন মনে হয়

ঝারিখণ্ডপথে,—গৌরলীলা শ্রবণ করি—এই যেন মনে হয়

স্বরূপ জেগে উঠ্‌ল

বন্য-হস্তী-ব্যাঘ্রের—স্বরূপ জেগে উঠ্‌ল

বন্য-জন্তুগণের যেন—স্বরূপ জেগে উঠ্‌ল

মায়ার আবরণ ঘুচে গেল—স্বরূপ জেগে উঠ্‌ল

কৃষ্ণ ভোগের অনুকূলে—স্বরূপ জেগে উঠ্‌ল

পরিপূর্ণ-কৃষ্ণ-ভোগের—স্বরূপ জেগে উঠ্‌ল

সেই কথা প্রকট হোলো

যে কথা কেবল তত্ত্বে ছিল—সেই কথা প্রকট হোলো

একা,—পুরুষ কৃষ্ণ আর সব প্রকৃতি—সেই কথা প্রকট হোলো

সেই তত্ত্বের বিকাশ হোলো

ঝারখণ্ড-পথে আজ—সেই তত্ত্বের বিকাশ হোলো

স্বরূপ জেগে উঠ্‌ল

জীবের নিত্য রাধাদাসী—স্বরূপ জেগে উঠ্‌ল

স্বরূপ—জাগান-স্বরূপ দেখে—স্বরূপ জেগে উঠ্‌ল

দেখে,—মধুর-গৌরাঙ্গ-স্বরূপ—স্বরূপ জেগে উঠ্‌ল

স্বভাবেতে বল্‌ছে

গৌর-মুখে,—নাম শুনে নাম বলা নয়—স্বভাবেতে বল্‌ছে

তাদের,—স্বরূপ জেগে উঠেছে তাই—স্বভাবেতে বল্‌ছে

গৌর দেখে এই কৃষ্ণ—স্বভাবেতে বলছে

"দেখি ভট্টাচার্য্যের মনে হয় চমৎকার।।

পথে যাইতে করে প্রভু উচ্চ-সংকীর্ত্তন।

মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনি আইলা মৃগীগণ।।"

ঝারিখণ্ড হোলো ব্রজবন

ব্রজবিহারীর আগমনে—ঝারিখণ্ড হোলো ব্রজবন

মহাজন-বাক্য আছে

যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা ব্রজ—মহাজন-বাক্য আছে

ব্রজবিহারীর পরশেতে

মনে হয়েছে বৃন্দাবন

আরও গূঢ়-কথা আছে

ব্রজ বিহারীর,—যেথায় বিহারের ইচ্ছা হয়

সেই বিহার—ভূমি হয়—ব্রজবিহারীর,—যেথায় বিহারের ইচ্ছা হয়

বৃন্দাবন এসেছে

প্রভু বিহার কর্‌বে বোলে—বৃন্দাবন এসেছে

ঝারিখণ্ড-পথ হয়েছে বৃন্দাবন

ব্রজের মৃগীর স্বভাব পেয়েছে

ব্রজের বংশীধ্বনি শুনিছে—ব্রজের মৃগীর স্বভাব পেয়েছে

ও তো কণ্ঠধ্বনি নয়

মৃগী শুনে বংশীধ্বনি—ও তো কণ্ঠধ্বনি নয়

পাগল হ'য়ে ছুটেছে

ঐ,—শ্যামের বংশী বাজে ব'লে—পাগল হ'য়ে ছুটেছে

"মধুর-কণ্ঠ-ধ্বনি শুনি আইলা মৃগীগণ।।

ধ্বনি শুনি ডাহিনে বামে যায় প্রভু-সঙ্গে।

প্রভু তার অঙ্গ মুছে শ্লোক পড়ে রঙ্গে।।"

ব্রজের স্বভাব পেয়েছে

ঝারিখণ্ডে মৃগী যত—ব্রজের স্বভাব পেয়েছে

যেন তাঁর সঙ্গে চলেছে

আজ ব্রজের স্বাভাব পেয়ে—যেন তাঁর সঙ্গে চলেছে

ব্রজবনে সদা ফিরিছে—যেন তাঁর সঙ্গে চলেছে

"প্রভু তার অঙ্গ মুছে শ্লোক পড়ে রঙ্গে।।
হেনকালে ব্যাঘ্র তথা আইল পাঁচ-সাত।
ব্যাঘ্র মৃগী মিলি চলে মহাপ্রভুর সাথ।।"

তারা,—পেয়েছে ব্রজের মধুর-স্বভাব

হিংস্র-স্বভাব ভুলে গিয়ে—তারা, —পেয়েছে ব্রজের মধুর-স্বভাব

নিজ-স্বভাব ভুলে গেছে

গোপী-ভাবে মেতেছে—নিজ-স্বভাব ভুলে গেছে

আবরণ ঘুচে গেছে

স্বরূপ-জাগান-স্বরূপ দেখে—আবরণ ঘুচে গেছে

হ্লাদিনীর বৃত্তি জীব

জীব নিত্য রাধাদাসী—হ্লাদিনীর বৃত্তি জীব

স্বভাব জেগে উঠেছে

স্বরূপ-জাগান-স্বরূপ হে'রে—স্বভাব জেগে উঠেছে

স্বভাব জেগেছে তাদের

ব্যাঘ্র মৃগী নয় তারা—স্বভাব জেগেছে তাদের

হয়েছে তারা সহচরী

স্বভাব জেগেছে তাদের—হয়েছে তারা সহচরী

"ব্যাঘ্র মৃগী মিলি চলে মহাপ্রভুর সাথ।।
দেখি মহাপ্রভুর বৃন্দাবন স্মৃতি হৈল।
বৃন্দাবন-গুণ-বর্ণন শ্লোক পড়িল।।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ বলি প্রভু যবে বৈল।
কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র মৃগ নাচিতে লাগিল।।"

সিংহ ব্যাঘ্র প্রেমে নাচায়

আমার,—প্রেমসিন্ধু গোরারায়—সিংহ ব্যাঘ্র প্রেমে নাচায়

প্রেমাবতার প্রাণ গোরারায়

স্বভাব দিয়ে প্রেমে নাচায়—প্রেমাবতার প্রাণ—গোরারায়

"কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র মৃগ নাচিতে লাগিল।।
নাচে কাঁদে ব্যাঘ্রগণ মৃগীগণ-সঙ্গে।"
"বলভদ্র ভট্টাচার্য্য দেখে প্রভুর রঙ্গে।।
ব্যাঘ্র মৃগ অন্যোহন্যে করে আলিঙ্গন।
মুখে মুখ দিয়া করে অন্যোহন্যে চুম্বন।।"

হিংসা শূন্য এ কোনস্থান

হয়ে গেছে বৃন্দাবন—হিংসা শূন্য এ কোনস্থান

স্বরূপ জেগে উঠেছে

তাদের ব্রজের সহচরীর—স্বরূপ জেগে উঠেছে

পশু-আবরণ ঘুচে গেছে

মহা,—ভাবনিধির দরশনে—পশু-আবরণ ঘুচে গেছে
যেন,—পরস্পর গোপী হয়েছে—পশু আবরণ ঘুচে গেছে

যেন, —পরস্পর দুই ভগিনী

তাদের স্বভাব জেগেছে—যেন,—পরস্পর দুই ভগিনী
ব্যাঘ্র মৃগ নয় তারা—যেন,—পরস্পর দুই ভগিনী

বহুদিন পরে হয়েছে দেখা

যেন,—পরস্পর দুই ভগিনীর—বহুদিন পরে হয়েছে দেখা

তাই সম্ভাষণ করিছে

মুখে মুখে দিয়ে পরস্পর—তাই সম্ভাষণ করিছে
আলিঙ্গন চুম্বন করি—তাই সম্ভাষণ করিছে
'আলিঙ্গন চুম্বন করি'—
পরস্পর দুই ভগিনী—আলিঙ্গন চুম্বন করি

তাই সম্ভাষণ করিছে

"মুখে মুখ দিয়া করে অন্যোহন্যে চুম্বন।।
কৌতুক দেখিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলা।
তা সবাকে তাঁহা ছাড়ি আগে চলি গেলা।।
ময়ূরাদি পক্ষিগণ প্রভুকে দেখিয়া।
সঙ্গে চলে কৃষ্ণ বলে নাচে মত্ত হৈঞা।।"

যেন পেয়েছে ব্রজবিহারী

বনের ময়ূর ময়ূরী—যেন পেয়েছে ব্রজবিহারী

ঘিরিয়া দাঁড়াইল

স্বরূপ উপলব্ধি হ'লো—ঘিরিয়া দাঁড়াইল

স্বরূপ দেখ্‌তে পেয়েছে

তারেই ঘিরে নাচিছে—স্বরূপ দেখ্‌তে পেয়েছে

ব্রজবনে তারেই ঘিরে নাচে—স্বরূপ দেখ্‌তে পেয়েছে

তারা,—প্রেমনেত্রে দেখ্‌ছে

তাদের,—প্রেমনেত্রের বিকাশ হয়েছে

তাই,—আনন্দেতে ঘিরে নাচ্‌ছে

পেয়ে,—জড়াজড়ি, কিশোর কিশোরী—তাই,—আনন্দেতে ঘিরে নাচ্‌ছে

যত,—বনের ময়ূর ময়ূরী আজ—তাই,—আনন্দেতে ঘিরে নাচ্‌ছে

"সঙ্গে চলে কৃষ্ণ বলে নাচে মত্ত হৈঞা।।
'হরিবোল' বলি প্রভু করে উচ্চধ্বনি।
বৃক্ষলতা প্রফুল্লিত সেই ধ্বনি শুনি।।""

হোলো যেন বংশীধ্বনি

হরিবোল বলা নয়—হোলো যেন বংশীধ্বনি

তাই,—বৃক্ষলতা পুলকিত

যেন শ্যামের বংশী শুনে,—তাই,—বৃক্ষলতা পুলকিত

ঝারিখণ্ডের বৃক্ষলতাগণ

যেন ব্রজের স্বভাব পেয়ে—ঝারিখণ্ডের বৃক্ষলতাগণ

তাই বংশীধ্বনি শুনে—ঝারিখণ্ডের বৃক্ষলতাগণ

তাই হোলো পুলকিত

যত,—ঝারিখণ্ডের তরুলতা—তাই হোলো পুলকিত

"বৃক্ষলতা প্রফুল্লিত সেই ধ্বনি শুনি।।
ঝারিখণ্ডে স্থাবর জঙ্গম আছে যত।
কৃষ্ণ নাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত।।"

জয়,—প্রেমাবতার গৌরহরি

জয় জয় জয় জয়—জয়,—প্রেমাবতার গৌরহরি

সবে মিলে বল জয়—জয়,—প্রেমাবতার গৌরহরি

জয় জয়,—প্রেমাবতার গৌরহরি

স্থাবর-জঙ্গম-প্রেমোন্মত্তকারী—জয় জয়,—প্রেমাবতার গৌরহরি (মাতন)

"কৃষ্ণ নাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত।।
যেই গ্রাম দিয়া যান যাঁহা করেন স্থিতি।
সে সব গ্রামের লোকের হয় কৃষ্ণভক্তি।।"

মধুর-বৃন্দাবন হয়ে যায়

আগে আগে চলে রে

ব্রজবিহারী যেখানে যায়—আগে আগে চলে রে

কোথায় দাঁড়াবে ব'লে—আগে আগে চলে রে

ব্রজবিহারীর,—যেখানে যেতে মন হয়

অমনি বিহার ভূমি,—ব্রজধাম আগে যায়—ব্রজবিহারীর,—যেখানে যেতে মনে হয়

কোথায় বা স্থিতি হয়

অন্যত্র কি স্থিতি হয়

ব্রজবিহারী শ্যামরায়ের—অন্যত্র কি স্থিতি হয়

"যেই গ্রাম দিয়া যান যাঁহা করেন স্থিতি।
সে সব গ্রামের লোকের হয় কৃষ্ণভক্তি।।"

বিশ্বম্ভর নাম ধরে

বিশ্ব প্রেমে ভ'র্ বে ব'লে—বিশ্বম্ভর নাম ধরে

"সে সব গ্রামের লোকের হয় কৃষ্ণভক্তি।।
কেহ যদি তাঁর মুখে শুনে কৃষ্ণনাম।
তার মুখে আন শুনে তার মুখে আন।।
সবে কৃষ্ণ হরি বলি নাচে কাঁদে হাসে।।
পরম্পরায় বৈষ্ণব হইল সর্ব্বদেশে।।"

প্রেমাবতার শচীদুলাল

প্রেমে জগৎ মাতাইলা—প্রেমাবতার শচীদুলাল

এবা ভাই কি সংশয়

যাঁর,—নাম লইলে বৈষ্ণব হয়

তাঁর,—দর্শনে হবে কি সংশয়—যাঁর,—নাম লইলে বৈষ্ণব হয়

"পরম্পরায় বৈষ্ণব হইল সর্ব্বদেশে।।
যদ্যপি প্রভু লোক-সঙ্ঘট্টের ত্রাসে।
প্রেম গুপ্ত করে, বাহিরে না প্রকাশে।।
তথাপি তাঁর দর্শন-শ্রবণ-প্রভাবে।
সকল-দেশের লোক হইল বৈষ্ণবে।।
গৌড়-বঙ্গ-রাঢ়-উৎকলাদি-দেশে গিয়া।
লোকের নিস্তার কৈলা আপনে ভ্রমিয়া।।
মথুরা যাবার ছলে আসি ঝারিখণ্ড।।
ভিল্ল-প্রায় লোকে তাঁহা পরম-পাষণ্ড।।
নাম-প্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার।
চৈতন্যের গূঢ়-লীলা বুঝে শক্তি কার।।"

প্রেমাবতার গৌর আমার

প্রেমে কৈল একাকার—প্রেমাবতার গৌর আমার

"চৈতন্যের গূঢ়-লীলা বুঝে শক্তি কার।।
বন দেখি ভ্রম হয় এই বৃন্দাবন।
শৈল দেখি মনে হয় এই গোবর্দ্ধন।।
যাঁহা নদী দেখে তাঁহা মানয়ে কালিন্দী।"

অমনি,—কালিন্দী হয়ে যায়

যাঁহা নদনদী দেখে—অমনি,—কালিন্দী হয়ে যায়

চিন্তামাত্র বন বৃন্দাবন হয়—অমনি,—কালিন্দী হয়ে যায়

শৈল গোবর্দ্ধন হয়—অমনি,—কালিন্দী হয়ে যায়

না হবে বা কেন রে

ওযে,—কালীয়দমন দেখা পেয়েছে—না হবে বা কেন রে

মহা,—প্রেমাবেশে নাচ্‌ছে

এই ত সেই কালীয় ব'লে—মহা,—প্রেমাবেশে নাচ্‌ছে

বলে,—ও কালিন্দী বল বল

আবেশে মহাপ্রভু বলে—ও কালিন্দী বল বল
আমার,—কালীয়দমন কোথা গেল—ও কালিন্দী বল বল
'আমার,—কালীয়দমন কোথা গেল'—
এই ত এখনি ছিল—কালীয়দমন কোথা গেল

বলে,—ও কালিন্দী বল বল

"যাঁহা নদী দেখে তাঁহা মানয়ে কালিন্দী।
তাঁহা নাচে গায় প্রেমাবেশে পড়ে কাঁদি।।
পথে যাইতে ভট্টাচার্য্য শাক মূল ফল।
যাঁহা যেই পায়েন তাহা লয়েন সকল।।
যে গ্রামে রহেন প্রভু তথায় ব্রাহ্মণ।
পাঁচ সাত জন আসি করে নিমন্ত্রণ।।
কেহ অন্ন আনি দেয় ভট্টাচর্য্যস্থানে।
কেহ দুগ্ধ দধি কেহ ঘৃত খণ্ড আনে।।"

তাদের ভাগ্যের সীমা নাই

আজ,—প্রাণ গৌর সেবা করে—তাদের ভাগ্যের সীমা নেই

"যাঁহা বিপ্র নাহি তাঁহা শূদ্র মহাজন।
আসি যবে ভট্টাচার্য্যে করে নিমন্ত্রণ।।
ভট্টাচার্য্য পাক করে বন্যব্যঞ্জন।
বন্যব্যঞ্জনে প্রভুর আনন্দিত মন।।
দুই চারি দিনের অন্ন রাখেন সংহতি।
যাঁহা শূন্য বন লোকের নাহিক বসতি।।
তাঁহা সেই অন্ন ভট্টাচার্য্য করেন পাক।
ফলমূলের ব্যঞ্জন করেন বন্য নানা শাক।।
পরমসন্তোষ প্রভুর বন্য ভোজনে।
মহা সুখ পান যেদিন রহেন নির্জ্জনে।।
ভট্টাচার্য্য সেবা করে স্নেহে যৈছে দাস।

তাঁর বিপ্র বহে জলপাত্র-বহির্ব্বাস
"নির্ঝরের উষ্ণোদকে স্নান তিনবার।
দুই সন্ধ্যা অগ্নি তাপে কাষ্ঠ অপার।।
নিরন্তর প্রেমাবেশে নির্জ্জনে গমন।
সুখ অনুভবি প্রভু কহেন বচন।।
শুন ভট্টাচার্য্য আমি গেলেম বহু দেশে।
বনপথে সুখের সম নাহি লব লেশ।।
কৃষ্ণ কৃপালু আমায় বড় কৃপা কৈল।
বনপথে আনি আমায় বহুসুখ দিল।।
পূর্ব্বে বৃন্দাবন যাইতে করিলাম বিচার।
মাতা, গঙ্গা, ভক্তগণ দেখিব একবার।।
ভক্তগণ সঙ্গে অবশ্য করিব মিলন।
ভক্তগণ সঙ্গে লঞা যাব বৃন্দাবন।।
এত ভাবি গৌড়দেশে করিলাম গমন।
মাতা, গঙ্গা, ভক্ত দেখি সুখী হইল মন
ভক্তগণ লয়ে তবে চলিলাম সঙ্গে।
লক্ষ কোটি লোক তাঁহা হৈল আমা-সঙ্গে।।
সনাতন-মুখে কৃষ্ণ আমা শিখাইলা।
তাঁহা বিঘ্ন করি বনপথে লঞা আইলা।।
কৃপার সমুদ্র দীন-হীনে দয়াময়।
কৃষ্ণ-কৃপা বিনে কোন সুখ নাহি হয়।।
ভট্টাচার্য্যে আলিঙ্গিয়া তাহারে কহিল।
তোমার প্রসাদে আমি এত সুখ পাইল।।
তেঁহো কহেন তুমি কৃষ্ণ তুমি দয়াময়।
অধম জীব মুঞি মোরে হইলা সদয়।।
মুঞি ছার মোরে তুমি সঙ্গে লইয়া আইলা।
কৃপা করি মোর হাতে ভিক্ষা যে করিলা।।
অধম কাকেরে কৈলে গরুড়-সমান।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি স্বয়ং ভগবান্।।
এইমত বলভদ্র করেন স্তবন।

প্রেমে সেবা করি তুষ্ট কৈল প্রভুর মন।।"
"এইমত নানা সুখে প্রভু আইলা কাশী।
মধ্যাহ্ন স্নান কৈল মণিকর্ণিকায় আসি।।
সেইকালে তপনমিশ্র করে গঙ্গাস্নান।
প্রভু দেখি হইল তাঁর কিছু বিস্ময় জ্ঞান।।
পূর্ব্বে শুনিয়াছি প্রভু করিয়াছেন সন্ন্যাস।
নিশ্চয় করিল হৈল হৃদয়ে উল্লাস।।"

এই ত সেই প্রাণধন
এই ত চিতচোর প্রাণধন
সন্ন্যাসী-বেশ করেছে ধারণ—এই ত চিতচোর প্রাণধন
এই ত প্রাণের গৌরহরি
সন্ন্যাসী-বেশধারী—এই ত প্রাণের গৌরহরি
নৈলে,—কেন কৈল চিত চুরি—এই ত প্রাণের গৌরহরি
চিত,—চুরি ক'র্‌তে কি পারে আনে
চিতচোর গৌর বিনে—চিত,—চুরি কর্‌তে কি পারে আনে
নিশ্চয় করিল অমনি
ছুটিলেন তপনমিশ্র
আপন-প্রাণের ঠাকুর জেনে—ছুটিলেন তপনমিশ্র
পড়িলেন গৌর-পদতলে
ছিন্ন-কদলীর মত—পড়িলেন গৌর-পদতলে
পড়িলেন প্রভুর পদতলে
ছুটে গিয়ে তপনমিশ্র—পড়িলেন প্রভুর পদতলে
আরে আরে আমার প্রভু ব'লে—পড়িলেন প্রভুর পদতলে

"প্রভুর চরণ ধরি করেন রোদন।"

পড়ি প্রভুর চরণতলে
হেরয়ে বদন-কমলে—পড়ি প্রভুর চরণতলে
মিশ্র ভাসে নেত্রজলে—পড়ি প্রভুর চরণতলে

আরে আমার প্রভু রে

ব্যাকুল হ'য়ে তপন কাঁদে—আরে আমার প্রভু রে
চিতচোর প্রাণগৌর—আরে আমার প্রভু রে

"প্রভুর চরণ ধরি করেন ক্রন্দন।
প্রভু তাঁরে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গন।।

প্রেম-বাহু পশারি কৈলা কোলে

আইস,—আইস আমার তপন ব'লে—প্রেম-বাহু পশারি কৈলা কোলে

"প্রভু তাঁরে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গন।।
প্রভু লঞা গেল বিশ্বেশ্বর দরশনে।
তবে আসি দেখে বিন্দু-মাধব-চরণে।।
ঘরে লঞা আইলা প্রভুকে আনন্দিত হইয়া।"

তপন-মিশ্রের কি আনন্দ

ঘরে পেয়েছে প্রাণ শচীনন্দন—তপন মিশ্রের কি আনন্দ

"ঘরে লঞা আইলা প্রভুকে আনন্দিত হইয়া।
সেবা করি নৃত্য করে বস্ত্র উড়াইয়া।।"

জাগায় ভবিষ্যৎবাণী

বস্ত্র উড়াইয়া নাচি—জাগায় ভবিষ্যৎবাণী

গৌরপ্রেম-বন্যায় ভাস্‌বে

অচিরে এই কাশীধাম—গৌরপ্রেম-বন্যায় ভাস্‌বে

এই কাশীধামে উড়্‌বে

তাই বস্ত্র উড়াইয়া নাচে—এই কাশীধামে উড়্‌বে
শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমের ধ্বজা—এই কাশীধামে উড়্‌বে

ভবিষ্যৎ জানাইয়া

গৌরপ্রেমের ধ্বজা উড়্‌বে—ভবিষ্যৎ জানাইয়া

"সেবা করি নৃত্য করে বস্ত্র উড়াইয়া।।
প্রভুর চরণোদক সবংশে কৈল পান।
ভট্টাচার্য্যের পূজা কৈল করিয়া সম্মান।।"

প্রাণের প্রভুর সেবক জে'নে

"ভট্টাচার্য্যের পূজা কৈল করিয়া সম্মান।
প্রভুকে নিমন্ত্রণ করি ঘরে ভিক্ষা দিল
বলভদ্র-ভট্টাচার্য্যে পাক করাইল।।"

রহিতে কি পারে গো

সেব্য ছাড়িয়া সেবক—রহিতে কি পারে গো

প্রাণগৌরাঙ্গের গূঢ় সেবক

আমার,—অতিগূঢ় নিত্যানন্দ—প্রাণগৌরাঙ্গের গূঢ় সেবক

সে কি,—সঙ্গ ছেড়ে থাক্‌তে পারে

সঙ্গে সঙ্গে এসেছে

কেন বা আস্‌বে না

ছায়া কি কায়া ছাড়া থাকে—কেন বা আস্‌বে না

গোপনে এসেছে

গোপনে এসেছে নিতাই

গৌর,—সেবা ছেড়ে থাক্‌তে নারবে ব'লে—গোপনে এসেছে নিতাই
বলভদ্র নাম ধরি—গোপনে এসেছে নিতাই

গোপনে এসেছে নিতাই

সঙ্গে সঙ্গে সেবা ক'রে চলেছে

"বলভদ্র-ভট্টাচার্য্যে পাক করাইল।।
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিলা শয়ন।
মিশ্রপুত্র রঘু করে পাদ সম্বাহন।।"

বড় সাধে পেয়েছে

প্রাণধনে নিজ-ভবনে—বড় সাধে পেয়েছে
নিত্য-সেবক রঘু—বড় সাধে পেয়েছে

"মিশ্রপুত্র রঘু করে পাদ সম্বাহন।।
প্রভুর শেষান্ন মিশ্র সবংশে খাইলা।
প্রভু আইলা শুনি চন্দ্রশেখর আইলা।।
মিশ্রের সখা তেঁহো প্রভুর পূর্ব্বদাস।
বৈদ্যজাতি লিখনবৃত্তি বারানসী বাস।।
আসি প্রভুপদে পড়ি করেন রোদন।
প্রভু উঠি তাঁরে কৃপায় কৈল আলিঙ্গন।।"

প্রেমাবতার -গৌর কৈলা কোলে

আইস,—আইস চন্দ্রশেখর ব'লে—প্রেমাবতার-গৌর কৈলা কোলে

"চন্দ্রশেখর কহে প্রভু বড় কৃপা কৈলা।
আপনে আসিয়া ভৃত্যে দরশন দিলা।।
আপন প্রারব্ধে বসি বারানসী স্থানে।
যাঁহা 'ব্রহ্ম' শব্দ বিনা নাহি শুনি কাণে।।
ষড়দর্শন ব্যখ্যা বিনা কথা নাহি এথা।
মিশ্র কৃপা করি মোরে শুনান কৃষ্ণকথা।।
নিরন্তর দোঁহে চিন্তি তোমার চরণ।
সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর তুমি দিলে দরশন।।'

তোমার চরণ চিন্তা করি

আমরা দুই-জনে—তোমার চরণ চিন্তা করি

প্রাণেপ্রাণে প্রার্থনা করি

কবে,—কাশী আসিবে প্রেমাবতার

প্রেমে হবে একাকার—কবে, —কাশী আসিবে প্রেমাবতার

কবে আসিবে প্রেমাবতার

প্রেমাবতার গৌর আমার

কতদিনে আস্‌বে হেথা—প্রেমাবতার গৌর আমার

"নিরন্তর দুঁহে চিন্তি তোমার চরণ।
সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর তুমি দিলে দরশন।।
শুনি মহাপ্রভু যাবেন শ্রীবৃন্দাবন।
দিন কত রহি তার ভৃত্য দুইজন।।
মিশ্র কহে প্রভু যাবৎ কাশীতে রহিবে।
মোর নিমন্ত্রণ বিনা অন্য না মানিবে।।
এইমত মহাপ্রভু দুই-ভৃত্যের বশে।
ইচ্ছা নাহি তবু তথা রহিল দিন-দশে।।
মহারাষ্ট্রী বিপ্র আইসে প্রভু দেখিবারে।
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হয় চমৎকারে।।
বিপ্র সব নিমন্ত্রয়ে প্রভু নাহি মানে।
প্রভু কহে আজি মোর হয়েছে নিমন্ত্রণে।।

এই মত প্রতিদিন করেন বঞ্চন
সন্ন্যাসীর সঙ্গে ভয়ে না মানে নিমন্ত্রণ।।
প্রকাশানন্দ শ্রীপাদ সভাতে বসিয়া।
বেদান্ত পড়ান বহু শিষ্যগণ লঞা।।
এক বিপ্র দেখি আইল প্রভুর ব্যবহার।
প্রকাশানন্দ আগে কহে চরিত্র তাঁহার।।
এক সন্ন্যাসী আইলা জগন্নাথ হৈতে।
তাঁহার মহিমা প্রভাব না পারি বর্ণিতে।।
প্রকাণ্ড শরীর শুদ্ধ কাঞ্চন বরণ।
আজানুলম্বিত ভুজ কমল নয়ন।।
যত কিছু ঈশ্বরের সর্ব্ব সল্লক্ষণ।
সকল দেখিয়ে তাঁতে অদ্ভুত কথন।।
তাঁহো দেখি জ্ঞান হয় এই নারায়ণ।
যেই তাঁরে দেখে করে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।।
মহাভাগবত লক্ষণ শুনি ভাগবতে।
সে সব লক্ষণ প্রকট দেখিয়ে তাঁহাতে।।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম জিহ্বা তাঁর গায়।
দুই-নেত্র অশ্রু বহে গঙ্গাধারা প্রায়।।
ক্ষণে নাচে হাসে গায় করয়ে ক্রন্দন।
ক্ষণে হুহুঙ্কার করে সিংহের গর্জ্জন।।
জগতমঙ্গল তাঁর কৃষ্ণচৈতন্য নাম।।
নাম রূপ গুণ তাঁর সব অনুপম।।
দেখিলে সে জানি তাঁরে ঈশ্বরের রীতি।
অলৌকিক কথা শুনি কে করে প্রতীতি।।
শুনিয়া প্রকাশানন্দ বহুত হাসিলা।
বিপ্রে উপহাস করি কহিতে লাগিলা।।
শুনিয়াছি গৌড়দেশে সন্ন্যাসী ভাবুক।
কেশবভারতী-শিষ্য লোক-প্রতারক।।
চৈতন্য নাম তাঁর ভাবুকগণ লঞা।
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে বুলে নাচাইয়া।।

যেই তাঁরে দেখে সেই ঈশ্বর করি কহে।
ঐছে মোহন বিদ্যা যে দেখে সে মোহে।।
সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য পণ্ডিত প্রবল;
শুনি চৈতন্যের সঙ্গে হইল পাগল।।
সন্ন্যাসী নামমাত্র মহা ইন্দ্রজালী।
কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাবকালী।।
বেদান্ত শ্রবণ কর না যাইহ তার পাশ।
উচ্ছৃঙ্খল লোক সঙ্গে দুইলোক নাশ।।
এত শুনি সেই বিপ্র মহা দুঃখ পাইল।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহি তথা হইতে উঠি গেল।।
প্রভুর দর্শনে শুদ্ধ হঞাছে তার মন।
প্রভু আগে দুঃখী হঞা কহে বিবরণ।।"
"শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া রহিলা।
পুনরপি সেই বিপ্র প্রভুরে পুছিলা।।
তার আগে যবে আসি তোমার নাম লইল।
সেহো তোমার নাম জানে আপনে কহিল।।
তোমার দোষ কহিতে করে নামের উচ্চার।
চৈতন্য চৈতন্য করি কহে তিন বার।।
তিনবার কৃষ্ণ নাম না আইল তার মুখে।
অবজ্ঞাতে নাম লয় শুনি পাই দুঃখে।।
ইহার কারণ মোরে কহ কৃপা করি।
তোমা দেখি মুখ মোর বলে 'কৃষ্ণ হরি।।'
প্রভু কহে মায়াবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী।
'ব্রহ্ম' 'আত্মা' 'চৈতন্য' কহে নিরবধি।।
অতএব তার মুখে না আইসে 'কৃষ্ণ নাম'।
'কৃষ্ণ নাম' 'কৃষ্ণ স্বরূপ' দুইত সমান।।
নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ, তিন একরূপ।
তিন ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দ-রূপ।।
দেহ দেহী, নাম নামী, কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম, নাম, দেহ, স্বরূপ বিভেদ।।

অতএব কৃষ্ণের নাম, দেহ, বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে হয় স্বপ্রকাশ।।
কৃষ্ণ-নাম, কৃষ্ণ-গুণ, কৃষ্ণ-লীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ।।
ব্রহ্মানন্দ হইতে পূর্ণানন্দ লীলারস।
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ।
ব্রহ্মানন্দ হইতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণ-গুণ।
অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন।।
এহো সব রহু কৃষ্ণচরণ সম্বন্ধে।
আত্মারামের মন হরে তুলসীর গন্ধে।
অতএব কৃষ্ণনাম না আইসে তার মুখে।
মায়াবাদিগণ যাতে মহাবহির্ম্মুখে।।
ভাবকালী বেচিতে আমি আইলাম কাশীপুরে।"

কৃষ্ণ নাম কেউ করে না

প্রভুর মনে মহাদুঃখ—কৃষ্ণ নাম কেউ করে না

আবেশে বলিছেন প্রভু

"ভাবকালী বেচিতে আমি আইলাম কাশীপুরে।
গ্রাহক নাই না বিকায় লঞা যাব ঘরে।।
ভারি বোঝা লইয়া আইলাম কেমনে লঞা যাব।
অল্প স্বল্প মূল্য পাইলে এথাই বেচিব।।
এতবলি সেই বিপ্রে আত্মসাৎ করি।
প্রাতে উঠি মথুরায় চলিলা গৌরহরি।।
সেই তিন সঙ্গে চলে, প্রভু নিষেধিল।
দূর হইতে তিনজনে ঘরে পাঠাইল।।
প্রভুর বিরহে তিনে একত্রে মিলিয়া।
প্রভু-গুণ গান করে প্রেমে মত্ত হঞা।।
প্রয়াগে আসিয়া প্রভু কৈল বেণী স্নান।
মাধব দেখিয়া প্রেমে কৈলা নৃত্য গান।।
যমুনা দেখিয়া প্রেমে পড়ে ঝাঁপ দিয়া।
আস্তে ব্যস্তে ভট্টাচার্য্য উঠায় ধরিয়া।।"

এই ত হইল যমুনা দর্শন

কোথা আছ প্রাণ কালিয়-দমন—এই ত হইল যমুনা দর্শন

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

প্রেমাবেশে ভট্টাচার্য্য—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

আপনি তা জানেন না

আপনি যে সেইশক্তি—আপনি তা জানেন না

বলে, কোথা আছ প্রভু নিতাই

একবার এস হে

প্রভুকে ধরিতে নারি—একবার এস হে

"আস্তে ব্যস্তে ভট্টাচার্য্য উঠায় ধরিয়া।"
এইমত তিনদিন প্রয়াগে রহিলা।
কৃষ্ণ-নাম-প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা।।
মথুরা চলিতে পথে যথা রহি যায়।
কৃষ্ণ-নাম-প্রেম দিয়া লোকেরে নাচায়।।
পূর্ব্বে যৈছে দক্ষিণ যাইতে লোক নিস্তারিলা।
পশ্চিমদেশ তৈছে সব বৈষ্ণব করিলা।।
পথে যাঁহা যাঁহা হয় যমুনা দর্শন।
তাঁহা ঝাঁপদিয়া পড়ে প্রেমে অচেতন।।
"মথুরা নিকটে আইলা মথুরা দেখিয়া।
দণ্ডবৎ হৈঞা পড়ে প্রেমাবিষ্ট হৈঞা।"

বালাই ল'য়ে মরে যাই

মহাভাবনিধির আস্বাদনের—বালাই ল'য়ে মরে যাই

আপনি আস্বাদন করিছেন

ব্রজভূমি শ্রীমথুরা—আপনি আস্বাদন করিছেন

"মথুরা আসিয়া কৈল বিশ্রামতীর্থে স্নান।
জন্মস্থানে কেশব দেখি করিল প্রণাম।।
প্রেমাবেশে নাচে গায় সঘন হুঙ্কার।
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি লোকে চমৎকার।।

এক বিপ্র পড়ে প্রভুর চরণ ধরিয়া।
প্রভুসঙ্গে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হইয়া।।
দোঁহে প্রেমে নৃত্য করি করে কোলাকুলি।
"হরি কৃষ্ণ" কহে দোঁহে দুইবাহু তুলি।।
মথুরা আইলা কৃষ্ণ, কোলাহল হৈল।
কেশব-সেবক প্রভুকে মালা পরাইল।।
লোক কহে প্রভু দেখি হইয়া বিস্ময়।
এ রূপ এ প্রেম লৌকিক কভু নয়।।
যাঁহার দর্শনে লোক প্রেমে মত্ত হৈঞা।
হাসে কাঁদে নাচে গায় কৃষ্ণ-নাম লৈয়া।।
সর্ব্বথা নিশ্চিত ইঁহো কৃষ্ণ-অবতার।
মথুরা আইলা লোকের করিতে নিস্তার।"

এ কি কৃষ্ণ বিনা অন্য হয়

যারে দেখি লোক প্রেমে নাচে গায়—এ কি কৃষ্ণ বিনা অন্য হয়

"সর্ব্বথা নিশ্চিত ইঁহো কৃষ্ণ-অবতার।
মথুরা আইলা লোকের করিতে নিস্তার।।
তবে মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণ লইয়া।
তাহারে পুছিল কিছু নিভৃতে বসিয়া।।
আর্য্য সরল তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।
কাঁহা হৈতে পাইলে তুমি এই প্রেমধন।।
"বিপ্র কহে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা মথুরা-নগরী।।
কৃপাকরি তেঁহো মোর নিলয়ে আইলা।
মোরে শিষ্য করি মোর হাতে ভিক্ষা কৈলা।।
গোপাল প্রকট করি সেবা কৈল মহাশয়।"

আনন্দ আর ধরে না

পরাণ-গৌরাঙ্গের—আনন্দ আর ধরে না

মাধবেন্দ্রপুরী-পরিচয়ে—আনন্দ আর ধরে না

সেই মাধবেন্দ্রপুরী

যাঁহার সম্বন্ধ ধরি—সেই মাধবেন্দ্রপুরী
গোবর্দ্ধনে গোপাল প্রকটকারী—সেই মাধবেন্দ্রপুরী

"অদ্যাপিও তাঁর সেবা গোবর্দ্ধনে হয়।।
শুনি প্রভু কৈল তাঁর চরণ-বন্দন।"

সম্বন্ধ জেনে কৈল মর্য্যাদ

প্রভু নিজ-সন্ন্যাসের—সম্বন্ধ জেনে কৈল মর্য্যাদ

আর কে বা শিখাবে

আপনি আচরি ধর্ম্ম—আর কে বা শিখাবে

"ভয় পাঞা প্রভুপায় পড়িলা ব্রাহ্মণ।
প্রভু কহে তুমি গুরু আমি শিষ্য-প্রায়।
গুরু হঞা শিষ্যে নমস্কার না যুয়ায়।।
শুনিয়া বিস্মিত বিপ্র কহে ভয় পাঞা।
ঐছে বাত কহ কেন সন্ন্যাসী হইয়া।
কিন্তু তোমার প্রেম দেখি মনে অনুমানি।
মাধবেন্দ্র-পুরীর সম্বন্ধ ধর জানি।।
কৃষ্ণপ্রেমা তাঁহা যাঁহা তাঁহার সম্বন্ধ।
তাঁহা বিনা এই প্রেমের কাঁহা নাহি গন্ধ।।"

জয় মাধবেন্দ্রপুরী

ভক্তিকল্প অবতরী—জয়মাধবেন্দ্রপুরী

"তবে ভট্টাচার্য্য তাঁরে সম্বন্ধ কহিল।
শুনি আনন্দিত বিপ্র নাচিতে লাগিল।।"

আজ আমার শুভদিন

পেলাম,—মাধবেন্দ্রপুরীগণের দর্শন—আজ আমার শুভদিন

"তবে বিপ্র প্রভু লঞা আইল নিজঘরে।
আপন ইচ্ছায় প্রভুর নানা সেবা করে।।
ভিক্ষা লাগি ভট্টাচার্য্য করাইল রন্ধন।
তবে মহাপ্রভু হাসি বলিল বচন।।
"পুরী গোসাঞি তোমার ঠাঞি করিয়াছে ভিক্ষা।"

সম্বন্ধে আমার পরমগুরু

মোরে তুমি ভিক্ষা দেহ সেই মোর শিক্ষা।।
যদ্যপি সনোড়িয়া হয় সেই ত ব্রাহ্মণ।
সনোড়িয়া-ঘরে সন্ন্যাসী না করে ভোজন।
তথাপি পুরী দেখি তাঁর বৈষ্ণব-আচার।
শিষ্য করি তাঁর ভিক্ষা কৈল অঙ্গীকার।।
মহাপ্রভু তাঁরে যদি ভিক্ষা মাগিল।
দৈন্য করি সেই বিপ্র কহিতে লাগিল।।
তোমারে ভিক্ষা দিব বড়ভাগ্য সে আমার।
তুমি ঈশ্বর নাহি তোমার বিধি ব্যবহার।।
মূর্খলোক করিবেক তোমার নিন্দন।
সহিতে না পারিব সেই দুষ্টের বচন।।
প্রভু কহে শ্রুতি স্মৃতি যত ঋষিগণ।
সব একমত নহে ভিন্ন মত ধর্ম্ম।।
ধর্ম্ম-স্থাপন-হেতু সাধু-ব্যবহার।
পুরী গোঁসাঞির আচরণ সেই ধর্ম্মসার।।
তবে সেই বিপ্র প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
মধুপুরীর লোক প্রভুকে দেখিতে আইল।।
লক্ষসংখ্যা লোক আইসে নাহিক গণন।
বাহির হইয়া প্রভু দিলা দরশন।।
বাহু তুলি বলে প্রভু 'বোল হরিহরি'।
প্রেমে মত্ত নাচে লোক হরিধ্বনি করি.।
যমুনার চব্বিশঘাটে প্রভু কৈল স্নান।
সেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় তীর্থ-স্থান।।"

আস্বাদন করিছেন

আপনার বিহার ভূমি—আস্বাদন করিছেন

"স্বয়ম্ভু, বিশ্রাম, দীর্ঘবিষ্ণু, ভুতেশ্বর।
মহাবিদ্যা, গোকর্ণাদি দেখেন সকল।।
বন দেখিবারে যদি প্রভুর মন হৈল।
সেই ব্রাহ্মণে প্রভু নিজ-সঙ্গে লৈল।।

"মধুবন, তালবন, কুমুদ, বহুলা।
তাঁহা তাঁহা স্নান করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা।।"

ভোগের লাগি অবতার

নিজ-নাম-গুণ শুনিবার—ভোগের লাগি অবতার

"পথে গাভীঘটা চরে প্রভুকে দেখিয়া।
প্রভুকে বেড়য়ে আসি হুঙ্কার করিয়া।।"

তাদের আনন্দিত মন

বহুদিনে পেয়েছে নিজ-জন—তাদের আনন্দিত মন

সেই প্রেম জেগে উঠ্‌ল

গোরা-বনমালীর মুখ দেখে—সেই প্রেম জেগে উঠ্‌ল

"প্রভুকে বেড়য়ে আসি হুঙ্কার করিয়া।।
গাভী দেখি স্তব্ধ প্রভু প্রেমের তরঙ্গে।
বাৎসল্যে গাভীগণ প্রভুর চাটে অঙ্গে।।"

আজ স্বভাব জেগে উঠ্‌ল

স্বরূপ-জাগান স্বরূপ দেখে—আজ স্বভাব জেগে উঠ্‌ল

উনমত হয় রে

গৌরঅঙ্গ চাট্‌তে চাট্‌তে—উনমত হয় রে
গৌরকৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ পেয়ে—উনমত হয় রে

"বাৎসল্যে গাভীগণ প্রভুর চাটে অঙ্গে।।
সুস্থ হয়ে প্রভু করে অঙ্গ কণ্ডুয়ণ।
প্রভু-সঙ্গ নাহি ছাড়ে চলে ধেনুগণ।।"

তাদের দৃষ্টিপড়েছে

দেখ্‌তে পেয়েছে

স্বর্ণ-পঞ্চালিকা-ঢাকা নীলমণি—দেখ্‌তে পেয়েছে

"প্রভু-সঙ্গ নাহি ছাড়ে চলে ধেনুগণ।।
কষ্টে সৃষ্টে ধেনু সব রাখিল গোয়াল।
প্রভু-কণ্ঠধ্বনি শুনি আইসে মৃগীপাল।।"

পরিচিত কণ্ঠস্বর

বহুদিন পরে মৃগী শুনিল—পরিচিত কণ্ঠস্বর

মৃগীপাল শুনিছে

শ্যামের বাঁশী বাজ্ছে—মৃগীপাল শুনিছে

"প্রভু-কণ্ঠধ্বনি শুনি আইসে মৃগীপাল।
মৃগমৃগী মুখ দেখি প্রভু-অঙ্গ চাটে।
ভয় নাহি করে সঙ্গে যায় বাটে বাটে।।"

অনুভব কর ভাই রে

শ্রীগুরুচরণ হৃদে ধ'রে—অনুভব কর ভাই রে
প্রাণ-গৌরাঙ্গের ব্রজবিহার—অনুভব কর ভাই রে

তা'দের, দু'নয়নে বারি ঝরে

গোরারসের বদন হেরে—তা'দের,—দু'নয়নে বারি ঝরে

"ভয় নাহি করে সঙ্গে যায় বাটে বাটে।।
পিক-ভৃঙ্গ প্রভুকে দেখি পঞ্চম গায়।
শিখিগণ নৃত্য করি প্রভু-আগে যায়।।"

দেখ্তে পেয়েছে
তারা যে দেখ্ছে

তাই,—আনন্দেতে নাচ্ছে—তারা যে দেখ্ছে

তা'দের—আনন্দ আর ধরে না

দেখি,—জড়াজড়ী কিশোরী কিশোর—তা'দের,-আনন্দ আর ধরে না

অপরূপ দেখে রে

রাইকানু জড়াজড়ী—অপরূপ দেখে রে

আজ,—শিখিগণ দেখে প্রত্যক্ষে

যা,—নিত্য নিভৃত-নিকুঞ্জে থাকে—আজ,—শিখিগণ দেখে প্রত্যক্ষে

আজ,—জড়াজড়ী চলে যায়
আজ পথে চলে যায়

জড়াজড়ী প্রেমের মূরতি—আজ পথে চলে যায়
মধুর-শ্রীবৃন্দাবনে—আজ পথে চলে যায়

অপরূপ খেলা রে
এ যে,—অপরূপ দান রে

যা ছিল নিভৃত-নিকুঞ্জেতে

আজ, ব্রজের পথে পথে চলে—যা ছিল নিভৃত-নিকুঞ্জেতে

"শিখিগণ নৃত্য করি প্রভু-আগে যায়।।
প্রভু দেখি বৃন্দাবনের বৃক্ষলতাগণ।
অঙ্কুর-পুলক মধু-অশ্রু বরিষণ।।"

অশ্রু বরিষণ করে

তরুলতাগণ যেন—অশ্রু বরিষণ করে
দেখি গৌর পুলক-ছলে—অশ্রু বরিষণ করে
মধুধারা-ছলে যেন—অশ্রু বরিষণ করে
এতদিন কোথা ছিল ব'লে—অশ্রু বরিষণ করে

"অঙ্কুর-পুলক মধু-অশ্রু বরিষণ।
ফুলফলে ভরি ডাল পড়ে প্রভু-পায়।
বন্ধু দেখি বন্ধু যেন ভেট লঞা যায়।।"

লুটায়ে পড়ে পদতলে

বহুদিন পরে দেখা পেলাম ব'লে—লুটায়ে পড়ে পদতলে

"বন্দু দেখি বন্ধু যেন ভেট লঞা যায়।।
প্রভু দেখি বৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গম।
আনন্দিত বন্ধু যেন দেখে বন্ধুগণ।।
তা' সবার প্রীতি দেখি প্রভু ভাবাবেশে।
সবা-সঙ্গে ক্রীড়া করে হঞা তার বশে।।
প্রতি-বৃক্ষলতা প্রভু করেন আলিঙ্গন।"

কখনও কি পেয়েছে

বৃন্দাবনের তরুলতা—কখনও কি পেয়েছে

কখনও তো পায় নাই

জড়াজড়ী-মূরতিতে আলিঙ্গন—কখনও তো পায় নাই

"প্রতি-বৃক্ষলতা প্রভু করেন আলিঙ্গন।
পুষ্প-আদি ধ্যানে করেন কৃষ্ণে সমর্পণ।।
অশ্রু-কম্প-পুলক-প্রেমে শরীর অস্থিরে।
'কৃষ্ণ বোল' 'কৃষ্ণ বোল' বলে উচ্চৈঃস্বরে।।

স্থাবর জঙ্গম মিলি করে কৃষ্ণধ্বনি।
প্রভুর গম্ভীর স্বরে যেন প্রতিধ্বনি।।
মৃগের গলা ধরি' প্রভু করেন ক্রন্দন।"

বিরহিনী গৌরকিশোরী

প্রাণ-বাঁধুকে,—অন্বেষিতে এসেছে ব্রজে—বিরহিনী গৌরকিশোরী

"মৃগের গলা ধরি প্রভু করেন ক্রন্দন।
মৃগের পুলক অঙ্গ অশ্রু নয়ন।।
বৃক্ষডালে শুকশারী দিল দরশন।
তা' দেখি প্রভুর কিছু শুনিতে হইল মন।।
শুকশারিকা প্রভুর হাতে উড়ি পড়ে।
প্রভুকে শুনাঞা কৃষ্ণের গুণ শ্লোক পড়ে।।
শুকবাক্য শুনি শারী করে রাধিকা বর্ণন।
পুনঃ শুক কহে কৃষ্ণ মদনমোহন।
পুনঃ শারী কহে শুকে করি পরিহাস।
এত শুনি প্রভুর হৈল বিস্ময় প্রেমোল্লাস।।
শুকশারী উড়ি পুনঃ গেল বৃক্ষ-ডালে।
ময়ূরের নৃত্য প্রভু দেখে কুতূহলে।।
ময়ূরের কণ্ঠ দেখি কৃষ্ণ-স্মৃতি হৈলা।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু ভূমিতে পড়িলা।।"

গৌরাঙ্গ আমার

মহাভাবনিধি—গৌরাঙ্গ আমার
বিরহিনী-কিশোরী—গৌরাঙ্গ আমার

পাগল হ'য়ে প্রভু ধায়

বিরহিনী-কিশোরী-আবেশে—পাগল হ'য়ে প্রভু ধায়

বলে,—প্রাণবঁধু তুমি ছিলে কোথায়

এতক্ষণ লুকাইয়ে—প্রাণবঁধু তুমি ছিলে কোথায়

খুঁজে খুঁজে বেড়াইছে

ব্রজবনে গৌর-কিশোরী—খুঁজে খুঁজে বেড়াইছে

"প্রেমাবেশে মহাপ্রভু ভূমিতে পড়িলা।।
প্রভুকে মূর্চ্ছিত দেখি সেই ত ব্রাহ্মণ।
ভট্টাচার্য্য-সঙ্গে করে প্রভুর সন্তর্পণ।।
আস্তে ব্যস্তে মহাপ্রভুর লঞা বহির্ব্বাস।
জল সেক করে অঙ্গে বস্ত্রের বাতাস।।
প্রভুর কর্ণে কৃষ্ণ নাম করে উচ্চ করি।
চেতন পাইয়া প্রভু যান গড়াগড়ি।।"

বলে,—দেখা দিয়ে কোথা লুকালে

বয়ান ভাসে নয়ন-জলে—বলে,—দেখা দিয়ে কোথা লুকালে

"কন্টক-দুর্গম-বনে অঙ্গ ক্ষত হৈল।
ভট্টাচার্য্য কোলে করি প্রভু সুস্থ কৈল।।"

ব্যাকুল হ'য়ে ডাকে রে

বলভদ্র-ভট্টাচার্য্য—ব্যাকুল হ'য়ে ডাকে রে

আবেশে ভট্টাচার্য্য বলে

প্রাণের-নিতাই কোথায় আছ

প্রেমোন্মত্ত-গৌরাঙ্গে রাখ—প্রাণ-নিতাই কোথায় আছ

আসি প্রভুকে রক্ষা কর

আমি রক্ষা করিতে নারি—আসি প্রভুকে রক্ষা কর

"ভট্টাচার্য্য কোলে করি প্রভু সুস্থ কৈল।।
কৃষ্ণাবেশ প্রভুর প্রেমে গরগর মন।
'বোল' 'বোল' করি উঠি করেন নর্ত্তন।।
ভট্টাচার্য্য সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম গায়।
নাচিতে নাচিতে প্রভু পথে চলি যায়।।
প্রভু—প্রেমাবেশ দেখি ব্রাহ্মণ বিস্মিত।
প্রভু রক্ষা লাগি বিপ্র হইলা চিন্তিত।।
নীলাচলে ছিলা যৈছে প্রেমাবেশ মন।
বৃন্দাবন যাইতে পথে হৈল শতগুণ।।
সহস্রগুণ বাড়ে মথুরা দর্শনে।
লক্ষগুণ প্রেম বাড়ে ভ্রমে যবে বনে।।"

ভ্রমিছেন বনে বনে

প্রেমাবতার গৌর আমার—ভ্রমিছেন বনে বনে

আর,—প্রেমের ভার কেবা ধর্‌বে

সেবক নিত্যানন্দ বিনে—আর,—প্রেমের ভার কেবা ধর্‌বে

"লক্ষগুণ প্রেম বাড়ে ভ্রমে যবে বনে।।
অন্যদেশে প্রেম উছলে বৃন্দাবন-নামে।
সাক্ষাৎভ্রময়ে এবে সেই বৃন্দাবনে।।"

আস্বাদিছে ব্রজমাধুরী

গৌররূপে বংশীধারী—আস্বাদিছে ব্রজমাধুরী

"প্রেমে গরগর মন রাত্রি-দিবসে।
স্নান-ভিক্ষাদি নির্ব্বাহ করেন অভ্যাসে।।
এইমত প্রেম যাবৎ ভ্রমিলা বার-বন।
একত্র লিখিল সর্ব্বত্র না যায় বর্ণন।।
বৃন্দাবনে হৈল প্রভুর যতেক বিকার।
কোটি-গ্রন্থে অনন্ত লিখে তাহার প্রকার।।
তবু লিখিবারে নারে তার এককণ।
উদ্দেশ করিতে করি দিগ্-দরশন।।
জগৎ ভাসিল চৈতন্য-লীলার পাথারে।
যার যত শক্তি তত পাথারে সাঁতারে।।
এই মত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
আরিট-গ্রামে অসি বাহ্য হৈল আচম্বিতে।।
আরিটে রাধাকুণ্ড-বার্ত্তা পুছে লোকস্থানে।
কেহ নাহি কহে সঙ্গের ব্রাহ্মণ না জানে।।
তীর্থলুপ্ত জানি সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্।
দুই ধান্যক্ষেত্রে অল্পজলে কৈল স্নান।।
দেখি সব গ্রাম্যলোকের বিস্ময় হৈল মন।
প্রেমে প্রভু করে রাধাকুণ্ডের স্তবন।।
সব গোপী হইতে রাধা কৃষ্ণের প্রেয়সী।
তৈছে রাধাকুণ্ড প্রিয় প্রিয়ার সরণী।।

যেই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে।
জলে জলকেলি করে তীরে রাসরঙ্গে।।
সেইকুণ্ডে যেই একবার করে স্নান।
তারে রাধাসম প্রেম কৃষ্ণ করে দান।।
কুণ্ডের মাধুরী যেন রাধা মধুরিমা।
কুণ্ডের মহিমা যেন রাধার মহিমা।।
এইমত স্তুতি করে প্রেমাবিষ্ট হঞা।
তীরে নৃত্য করে কুণ্ডলীলা স্মরিয়া।।
কুণ্ডের মৃত্তিকা লয়ে তিলক করিল।
ভট্টাচার্য্য সেই মৃত্তিকা সঙ্গে কিছু লৈল।।'
তবে চলি আইলা প্রভু সুমন-সরোবরে।
গোবর্দ্ধন দেখি তাঁহা হৈল বিহ্বলে।।
গোবর্দ্ধন দেখি প্রভু হৈলা দণ্ডবৎ।
এক শিলা আলিঙ্গিয়া হইলা উন্মত্ত।।
প্রেমে মত্ত চলি আইলা গোবর্দ্ধন-গ্রাম।
হরিদেব দেখি তাঁহা করিল প্রণাম।।
মথুরা-পদ্মের পশ্চিমদলে যাঁর বাস।
হরিদেব নারায়ণ আদি পরকাশ।।
হরিদেব আগে নাচে প্রেমে মত্তহঞা।
লোক সব দেখিতে আইসে আশ্চর্য্য শুনিয়া।।
প্রভুর প্রেম সৌন্দর্য্য দেখি লোকে চমৎকার।
হরিদেবের ভৃত্য প্রভুর করিল সৎকার।।
ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মকুণ্ডে পাক যাঞা কৈল।
ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করি প্রভু ভিক্ষা লৈল।।
সে রাত্রে রহিলা হরিদেবের মন্দিরে।
রাত্রে মহাপ্রভু করে মনেতে বিচারে।।
গোবর্দ্ধন-উপরে আমি কভু না চড়িব।
গোপাল-দেবের দরশন কেমনে পাইব।।
এত মনে করি প্রভু মৌন ধরি রহিলা।
জানি গোপাল ম্লেচ্ছ-ভয়-ভঙ্গী উঠাইলা।।

অন্নকুটনাম-গ্রামে গোপালের স্থিতি।
রাজপুত লোকের সেই গ্রামেতে বসতি।।
একজন আসি রাত্রে গ্রামিকে কহিল।
তোমার গ্রাম মারিতে তুড়ুকধারী সাজিল।।
আজি রাত্রে পালাও গ্রামে না রহ একজন।
ঠাকুর লইয়া ভাগ আসিবে কালযবন।।
শুনিয়া গ্রামের লোক চিন্তিত হইল।
প্রথমে গোপাল লঞা গাঁঠুলী গ্রামে থুইল।।
বিপ্রগৃহে গোপালের নিভৃতে সেবন।
গ্রাম উজাড় হৈল পলাইল সর্ব্বজন।।
ঐছে ম্লেচ্ছভয়ে গোপাল ভাগে বারে বারে।
মন্দির ছাড়ি কুঞ্জে রহে কিবা গ্রামান্তরে।।
প্রাতঃকালে প্রভু মানস-গঙ্গায় করি স্নান।
গোবর্দ্ধন পরিক্রমায় করিলা প্রয়াণ।।
গোবর্দ্ধন দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
নাচিতে নাচিতে চলিলা শ্লোক পড়িয়া।।
গোবিন্দকুণ্ডাদি-তীর্থে প্রভু কৈল স্নান।
তাঁহাই শুনিল গোপাল গেল গাঁঠুলী-গ্রাম।।
সেই গ্রামে গিয়া কৈল গোপাল দর্শন।
প্রেমাবেশে প্রভু করে কীর্ত্তন-নর্ত্তন।।
গোপালের সৌন্দর্য্য দেখি প্রভুর আবেশ।
এই শ্লোক পড়ি নাচে হৈল দিন শেষ।।
এই মত তিন দিন গোপাল দেখিলা।
চতুর্থ দিবসে গোপাল মন্দিরে আইলা।।
গোপাল-সঙ্গে চলি আইলা নৃত্যগীত করি।
আনন্দ-কোলাহলে লোক বলে 'হরি হরি'।।
গোপাল মন্দিরে গেলা প্রভু রহিলা তলে।।
প্রভুর বাঞ্ছা পূর্ণ সব করিল গোপালে।।
এইমত গোপালের করুণ-স্বভাব।
যেই ভক্তজনের দেখিতে হয় ভাব।।

দেখিতে উৎকণ্ঠা হয় না চড়ে গোবর্দ্ধনে।
কোন-ছলে গোপাল উত্তরে আপনে।।
কভু কুঞ্জে রহে কভু গ্রামান্তরে।
সেই তাঁহা আসি দেখয়ে তাঁহারে।।
পর্ব্বতে না চড়ে দুই রূপ-সনাতন
রূপে তাঁ' সবারে দিয়াছেন দর্শন।।
বৃদ্ধকালে রূপ গোঁসাই না পারে যাইতে।
বাঞ্ছা ছিল গোপালের সৌন্দর্য্য দেখিতে।।
ম্লেচ্ছ ভয়ে আইলা গোপাল মথুরা-নগরে।
একমাস রহিল বিট্‌ঠলেশ্বর-ঘরে।।
তবে রূপ গোঁসাঞি সব নিজগণ লঞা।
একমাস দর্শন কৈল মথুরা রহিঞা।।
সঙ্গে গোপালভট্ট দাসরঘুনাথ।
শ্রীরঘুনাথভট্ট গোঁসাঞি লোকনাথ।।
ভূগর্ভ গোঁসাঞি আর শ্রীজীব গোঁসাঞি।
শ্রীযাদব আচার্য্য আর গোবিন্দ গোঁসাঞি।।
শ্রীউদ্ধব দাস আর মাধব দুইজন।
শ্রীগোপাল দাস আর দাস নারায়ণ।।
গোবিন্দ-ভকত আর বাণী কৃষ্ণদাস।
পুণ্ডরীকাক্ষ ঈশান আর লঘু হরিদাস।।
এই সব মুখ্যভক্ত লঞা নিজ-সঙ্গে।
শ্রীগোপাল দরশন কৈল বহুরঙ্গে।।
একমাস রহি গোপাল গেল নিজ-স্থানে।
শ্রীরূপ গোঁসাঞি আইলা শ্রীবৃন্দাবনে।।
প্রস্তাবে কহিল গোপাল-কৃপালু-আখ্যানে।
তবে মহাপ্রভু গেলা শ্রীকাম্যবনে।।
প্রভুর গমন রীতি পূর্ব্বে যে লিখিল।
সেই মত বৃন্দাবনে যাবৎ দেখিল।।
তাঁহা লীলাস্থলী দেখি গেলা নন্দীশ্বর।
নন্দীশ্বর দেখি প্রেমে হইল বিহ্বল।।

পাবনাদি-সব-কুণ্ডে স্নান করিয়া।
লোকেরে পুছিল পর্ব্বত-উপরে যাইয়া।।
কিছু দেব মূর্ত্তি হয় পর্ব্বত-উপরে।
লোকে কহে মূর্ত্তি হয় গোফার ভিতরে।।
দুইদিকে মাতাপিতা পুষ্ট কলেবর।
মধ্যে এক হয় শিশু ত্রিভঙ্গ-সুন্দর।।
শুনি মহাপ্রভু মনে আনন্দ পাইয়া।
তিন মূর্ত্তি দেখিলা সেই গোফা উঘারিয়া।।
ব্রজেন্দ্র-ব্রজেশ্বরীর কৈল চরণ-বন্দন।
প্রেমাবেশে কৃষ্ণের কৈল সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শন।।
সব-দিন প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত কৈল।
তাঁহা হৈতে মহাপ্রভু খদির-বন আইলা।।
লীলাস্থল দেখি তাঁহা গেলা শেষশায়ী।
লক্ষ্মী দেখি এই শ্লোক পড়েন গোঁসাঞিও।।
তবে খেলাতীর্থ দেখি ভাণ্ডীর-বন আইলা।
যমুনাতে পারহঞা ভদ্রবনে গেলা।।
শ্রীবন দেখি পুনঃ গেলা লৌহবন।
মহাবন গিয়া জন্মস্থান দরশন।।
যমলার্জ্জুন-ভঙ্গাদি দেখিল সেই-স্থল।
প্রেমাবেশে প্রভুর মন হৈল টলমল।।
গোকুল দেখিয়া আইলা মথুরা-নগরে।
জন্মস্থান দেখি রহে সেই বিপ্রঘরে।।
লোকের সংঘট্ট দেখি মথুরা ছাড়িয়া।
একান্তে অক্রূরতীর্থে রহিল আসিয়া।।"

প্রভু ভ্রমে ব্রজবনে

ব্রজমাধুরী আস্বাদিতে—প্রভু ভ্রমে ব্রজবনে

অক্রূরতীর্থে আইলা গৌরহরি

ব্রজবন ভ্রমণ করি—অক্রূরতীর্থ আইলা গৌরহরি

এই সেই অক্রূরতীর্থ

শ্রীমহাপ্রভুর বিশ্রামস্থান— এই সেই অক্রূরতীর্থ

মহাপ্রভুর বিশ্রামস্থান

ব্রজবনে ভ্রমি শ্রান্ত হ'য়ে—মহাপ্রভুর বিশ্রামস্থান

পুণ্যভূমি অক্রূরতীর্থ—মহাপ্রভুর বিশ্রামস্থান

এই কৃপা কর অক্রূরতীর্থ

যেন,—প্রাণে প্রাণে ভোগ করিতে পারি

পরাণ-গৌরাঙ্গ-বিহার—যেন,—প্রাণে প্রাণে ভোগ করিতে পারি

'পরাণ-গৌরাঙ্গ-বিহার'—

এই মধুর-ব্রজবনে—পরাণ-গৌরাঙ্গ-বিহার

মধুর গৌরাঙ্গ-লীলা

কেবল আস্বাদনের লাগি—মধুর গৌরাঙ্গ—লীলা

ব্রজবনে গৌর বিহরে

লীলাস্থলী ভোগ করে —ব্রজবনে গৌর বিহরে

অনুভব কর ভাই রে

গুরু-চরণ হৃদে ধ'রে—অনুভব কর ভাই রে

কেবল,—ভোগের লাগি অবতার

প্রেমাবতার গৌর আমার—কেবল,—ভোগের লাগি অবতার

অশেষ-বিশেষ ভোগ করে

গৌরাঙ্গ-রূপ ধরে-অশেষ-বিশেষে ভোগ করে

নাম-রূপ-গুণ-লীলা—অশেষ-বিশেষে ভোগ করে

রাধা,—ভাবদ্যুতি-সুবলিত গৌরগোবিন্দ আমার

কেবল,—ভোগের লাগি অবতার,—রাধা,—ভবদ্যুতি-সুবলিত গৌর-গোবিন্দ আমার

বজ্রলীলা ভোগ করি

প্রাণের প্রাণ গৌরাঙ্গের—ব্রজলীলা ভোগ করি

শ্রীগুরু-চরণ হৃ'দে ধরি—ব্রজলীলা ভোগ করি

শ্রীগুরু-চরণ হৃ'দে ধরে

ভোগের লীলা ভোগ করে—শ্রীগুরু-চরণ হৃ'হদে ধরে

আয় ভাই আজ,—গৌরের ব্রজলীলা ভোগ করি

আজ প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ছে

তখন জনম হয় নাই মোদের

সকল-সুখেই বঞ্চিত মোরা

দেখিতেও পাই নাই মোরা

প্রাণ-গৌরাঙ্গের,—প্রেম-পুরুযোত্তম-লীলা—দেখিতেও পাই নাই মোরা

স্থাবর-জঙ্গম,—প্রেমোন্মত্তকারী-লীলা—দেখিতেও পাই নাই মোরা

প্রাণগৌরাঙ্গের,—পাযাণ-গলান-লীলা—দেখিতেও পাই নাই মোরা

প্রাণগৌরাঙ্গের,—কীর্ত্তন-নটন-লীলা—দেখিতেও পাই নাই মোরা

নিশিদিশি জ্বল্‌ছে হিয়া

সেই,—লীলা-অদর্শন-শেল—নিশিদিশি জ্বল্‌ছে হিয়া

দগ্ধ হৃদয় জুড়াব ব'লে

ভাই ভাই মিলে আসি ছুটে

শ্রীগুরুদেবের কৃপা-প্রেরণায়—ভাই ভাই মিলে আসি ছুটে

সেই আশায় বুক বেঁধে—ভাই ভাই মিলে আসি ছুটে

অদ্যাপিও হতেছে সেই লীলা

ত্রিকাল-সত্য প্রাণ-গৌর-লীলা

ভাই ভাই মিলে যাই ছুটে

এসেছি বড় আশা ক'রে

প্রাণ-গৌরাঙ্গের,—ত্রিকাল-সত্য-লীলা জেনে—এসেছি বড় আশা ক'রে

প্রভুর গণের কৃপা-আকর্ষণে—এসেছি বড় আশা ক'রে

প্রভু,—আজ তোমার আস্‌বার তিথি

এই,—ভাগ্যবান্ অক্রূর-তীর্থে—প্রভু,—আজ তোমার আস্‌বার তিথি

নিশ্চয় এসেছ তুমি

হা গৌর প্রাণ গৌর—নিশ্চয় এসেছ তুমি

তোমার,—ত্রিকাল-সত্য-লীলায়—নিশ্চয় এসেছ তুমি

এসেছে কার আকর্ষণে

শতশত,—নরনারী এই দুর্গমবনে—এসেছে কার আকর্ষণে
তারা,— দেহ-গেহ-স্বভাব ভুলে—এসেছে কার আকর্ষণে

নিশ্চয় এসেছ তুমি
একবার দেখা দাও

হা গৌর প্রাণ গৌর—একবার দেখা দাও

নিশ্চয় এসেছ তুমি

আমরা,—পেয়েছি তার নিদর্শন—নিশ্চয় এসেছ তুমি

এসেছেন শ্রীমহাপ্রসাদ

সুদূর-নীলাচল হ'তে—এসেছেন শ্রীমহাপ্রসাদ
তোমার,—প্রতাপরুদ্রের প্রীতে এসেছেন শ্রীমহাপ্রসাদ

জেনেছেন প্রাণে প্রাণে

তোমার,—ত্রিকালসত্য-লীলায়—জেনেছেন প্রাণে প্রাণে
নীলাচলে ব'সে প্রতাপরুদ্র—জেনেছেন প্রাণে প্রাণে
প্রভু,—তুমি উপনীত বৃন্দাবনে—জেনেছেন প্রাণে প্রাণে

পাঠায়েছেন অতি-প্রীতে

গৌরপ্রিয়গণের সঙ্গে—পাঠায়েছেন অতি-প্রীতে
সুদূর-নীলাচল হ'তে—পাঠায়েছেন অতি-প্রীতে

নিশ্চয় এসেছ তুমি
আজ একবার দেখা দাও

তোমার প্রতাপরুদ্রের প্রীতে —আজ একবার দেখা দাও
মহাপ্রসাদ-অঙ্গীকার-ছলে—আজ একবার দেখা দাও

একবার দাঁড়াও রসের বদন হেরি হে

কোথা ওহে,-সীতানাথের আনানিধি—একবার দাঁড়াও রসের বদন হেরি হে
কোথা ওহে,—নদীয়া-বিনোদিয়া—একবার দাঁড়াও
কোথা ওহে,—প্রাণ-শচীদুলালিয়া—একবার দাঁড়াও
কোথা ওহে,—শ্রীবাসাঙ্গনের নাটুয়া—একবার দাঁড়াও
কোথা ওহে,-গদাধরের প্রাণবধুঁয়া—একবার দাঁড়াও

কোথা ওহে,—নরহরির চিতচোর—একবার দাঁড়াও
কোথা ওহে,—রাজা প্রতাপরুদ্রের ত্রাণকারী—একবার দাঁড়াও
কোথা ওহে,—সার্ব্বভৌমের চৈতন্যদাতা—একবার দাঁড়াও
কোথা ওহে,— প্রকাশানন্দের নয়নানন্দ—একবার দাঁড়াও
কোথা ওহে,— রামরায়ের চিতচোর—একবার দাঁড়াও
কোথা ওহে,—স্বরূপের সর্ব্বস্বনিধি—একবার দাঁড়াও
কোথা ওহে,— শ্রীরূপ-হৃদ্‌কেতন—একবার দাঁড়াও
কোথা ওহে,— শ্রীসনাতনের গতিদাতা—একবার দাঁড়াও
কোথা ওহে,— লোকনাথের হৃদ্‌বিহারী—একবার দাঁড়াও
কোথা ওহে,—শ্রীগোপালভট্টের পরাণ—একবার দাঁড়াও
কোথা ওহে,— রঘুনাথভট্টের প্রাণারাম—একবার দাঁড়াও
কোথা ওহে,— শ্রীজীব-জীবন গোরা—একবার দাঁড়াও
কোথা ওহে,—ভূগর্ভের প্রাণ-গৌরাঙ্গ—একবার দাঁড়াও
কোথা ওহে,— দাসরঘুনাথের সাধনের ধন—একবার দাঁড়াও

একবার,— দাঁড়াও রসের বদন হেরি হে

নিতাই-পাগল-করা গোরা—একবার,—দাঁড়াও রসের বদন হেরি হে

একবার দেখা দাও

হা গৌর প্রাণ গৌর—একবার দেখা দাও

সকল-দুঃখ পাসরি

প্রাণগৌর তোমায় হেরি—সকল দুঃখ পাসরি

পাগল হয়ে বেড়াই মোরা

ভাই ভাই ভাই মিলে—পাগল হয়ে বেড়াই মোরা
হা,—চিতচোরা প্রাণগোরা—পাগল হয়ে বেড়াই মোরা

এই ব'লে বেড়াই মোরা

তোরা,—দেখ্‌বি যদি আয় ত্বরা করি

ওগো ও ব্রজবাসী নরনারী,—তোরা,—দেখ্‌বি যদি আয় ত্বরা করি

নাম ধরেছে গৌরহরি

দেখ্‌বি আয় ত্বরা করি—নাম ধরেছে গৌরহরি
রাইসম্পুটে বংশীধারী—নাম ধরেছে গৌরহরি

দেখ্‌বি আয় গো ত্বরা করি
আজ ব্রজবনে বিহরে

হয়ে;—রাই কানু একাধারে—আজ ব্রজবনে বিহরে

গৌরের, —ব্রজলীলা ভোগ করি
প্রাণভ'রে গাই সবে

গুরু-দত্ত-নামাবলী—প্রাণভ'রে গাই সবে
সাধ্য-সাধন-নির্ণয়করা নাম—প্রাণভ'রে গাই সবে

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।"
গৌর-হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল হরিবোল।।
শ্রীগুরু-প্রেমানন্দ নিতাই-গৌর-হরিবোল।।"

———

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন-ভ্রমণ-লীলা

বা

শ্রীগৌরাঙ্গের ব্রজলীলা।

(কার্ত্তিকী পূর্ণিমা বা রাসপূর্ণিমা)

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল।"

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।
"ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়।"

আমাদের,—সীতানাথের আনানিধি—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়
আমাদের,—প্রাণশচী-দুলালিয়া—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়
আমাদের,—গদাধরের প্রাণবঁধুয়া—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়
আমাদের শ্রীবাস-অঙ্গনের নাটুয়া—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়
আমাদের,—প্রভু-নিতাই-পাগলকরা—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

"ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়।।"
"মাতি,—শ্রীরাধাভাবে, আজ,—ব্রজবনে বিহরই গো,"
"ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়।।

আমাদের,—শ্রীরূপ-হৃদ্‌কেতন—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়
আমাদের,—শ্রীসনাতনের গতি—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়
আমাদের,—শ্রীগোপালভট্টের পরাণ—ও আমাদের,—প্রাণ গোর রায়
আমাদের,—দাস-রঘুনাথের সাধনের ধন—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়
আমাদের,—শ্রীরঘুনাথভট্টের পরাণ—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়
আমাদের,—শ্রীলোকনাথের হৃদ্‌বিহারী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়
আমাদের,—শ্রীজীব-জীবনধন—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়
আমাদের,—স্বরূপ-রামরায়ের চিতচোরা—ও আমাদের,—প্রাণ
গোরা রায়

'স্বরূপ-রামরায়ে চিতচোরা—'

রাধাভাবে ভোরা গোরা—স্বরূপ-রামরায়ের চিতচোরা (মাতন)

"ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়।।

"মাতি,—**শ্রীরাধাভাবে** আজ,—**ব্রজবনে বিহরই গো।"**

"ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়।।"

বিহরে,—ব্রজবনে বিরহিণী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

বিহরে,—বিরহিণী উন্মাদিনী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

"ও আমাদের,—প্রাণে গোরা রায়।।

'গোরা,—**হরি হরি হরি বলে, নেচে যায় বাহু তুলে গো,"**

আমাদের,—বিরহিণী প্রাণগোরা—হরি হরি হরি বলে

মহা,—ভাবনিধি গৌরাঙ্গ আমার—হরি হরি হরি বলে

গৌরাঙ্গ-কিশোরী আমার—হরি হরি হরি বলে

মহা,—ভাবনিধি গৌরাঙ্গ আমার

রাধিকার ভাবে ভোরা-মহা,—ভাবানিধি গৌরাঙ্গ আমার

হরি হরি বোলে গোরা

রাধিকার ভাবে ভোরা—হরি হরি বোলে গোরা (মাতন)

হেলে দুলে যায় রে

ভাবনিধি গৌরাঙ্গ আমার—হেলে দুলে যায় রে

'ভাবনিধি গৌরাঙ্গ আমার'—

বিংশতি-ভাবে ভোরা—ভাবনিধি গৌরাঙ্গ আমার

হেলে দুলে যায় রে

শ্রীঅঙ্গ হয়েছে ভারি

বিংশতি-ভাব-ভূষণ পরি—শ্রী অঙ্গ হয়েছে ভারি

হেলে দুলে যায় গো

রাধা,—ভাবে ভোরা প্রাণ গোরা,—হেলে দুলে যায় গো

'রাধা—ভাবে ভোরা প্রাণ গোরা'—

তাতে,—বিংশতি-ভাব-ভূষণ পরা—রাধা,—ভাবে ভোরা প্রাণগোরা

হেলে দুলে যায়গো

আমাদের, প্রাণ গোরা রায় হেলে দুলে যায় গো
বিংশতি ভাব হিল্লোলে নেচে যায় হরিবোলে
গৌরাঙ্গ কিশোরী আমার নেচে যায় হরিবোলে
গোরা আজ,—"**হরি হরি হরি বলে নেচে যায় বাহু তুলে গো**"

বলে,—কোথা লুকালে প্রাণের হরি

গৌরাঙ্গ কিশোরী বলে—কোথা লুকালে প্রাণের হরি
এই,—কিশোরীর মন ক'রে চুরি কোথা লুকালে প্রাণের হরি

এ ত' হরি বলা নয় রে

আমার,—গৌর-কিশোরী করে হরি হরি—এ ত' হরি বলা নয় রে

বলে, প্রাণবঁধু পাব কোথায়

গৌর-কিশোরী করে হায় হায়—বলে,—প্রাণবঁধু পাব কোথায় (মাতন)

"**হরি হরি হরি বলে,**"

বিরহিনী ভানুনন্দিনী—"**হরি হরি হরি বলে**"

নেচে যায় বাহু তুলে গো,"

"**ব্রজ,—বনের মাধুরী হেরি আনন্দ বাঢ়য় গো।**"

"ও আমাদের,— প্রাণ গোরা রায়।"

বিহরে,—ব্রজবনে বিরহিণী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়
বিহরে,—বিরহিণী উন্মাদিনী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

"আজ,—**উনমত গোরা রায়,**"

কৃষ্ণ-বিরহিণী-ভাবে ভোরা—"আজ,—**উনমত** গোরা রায়,"
কৃষ্ণ-বিরহিণী উন্মাদিনী—"আজ,—**উনমত** গোরা রায়,"

"আজ,—**উনমত** গোরা রায়, **পথাপথ নাহি ভায় গো,**

বলভদ্র কৃষ্ণদাস পিছু পিছু ধায় গো।।"

ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

বিরহে,—ব্রজবনে বিরহিণী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়
বিরহিণী উন্মাদিনী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

"**হেমদণ্ড-বাহু তুলি,**"

কনক-পুতলী গোরা—"**হেমদণ্ড-বাহু তুলি**"
বিরহিণী গৌর-কিশোরী—"**হেমদণ্ড-বাহু তুলি**"

"হেমদণ্ড বাহু-তুলি বলে সদা হরি হরি গো,
স্থাবর-জঙ্গম গোরা প্রেমেতে মাতায় গো।"

আজ,—ব্রজে বিহরে গৌরহরি
স্থাবর,—জঙ্গম-প্রেমোন্মত্তকারী—আজ,—ব্রজে বিহরে গৌরহরি
স্থাবর-জঙ্গম প্রেমে মাতায়
প্রেমের মূরতি গোরা রায়—স্থাবর-জঙ্গম প্রেমে মাতায়
স্থাবর-জঙ্গম প্রেমে ভাসায়
প্রেমসিন্ধু গোরা রায়—স্থাবর-জঙ্গম প্রেমে ভাসায়
আমাদের প্রাণ গোরা রায়—স্থাবর-জঙ্গম প্রেমে ভাসায় (ঝুমুর)

"ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়।।"

বিহরে,—ব্রজবনে বিরহিণী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়
বিহরে,—বিরহিণী উন্মাদিনী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়
বিরহিণীর ভাবে ভোরা—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

"নিজে গোপী-প্রাণপতি, রাধিকা-ভাবিত মতি গো,
প্রেমের বিবর্ত্ত-স্রোতে ভাসিয়া বেড়ায় গো।।"

বিবর্ত্তস্রোতে ভাসিয়া বেড়ায়
বিবর্ত্ত-স্বরূপ প্রাণ-গোরা-রায়—বিবর্ত্তস্রোতে ভাসিয়া বেড়ায়

"প্রেমের বিবর্ত্তস্রোতে ভাসিয়া বেড়ায় গো।।"
"ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়।।"

বিহরে,—ব্রজবনে বিরহিণী—ও আমাদের প্রাণ গোরা রায়
কৃষ্ণ,—বিরহিণী উন্মাদিনী—ও আমাদের প্রাণ গোরা রায়

"শ্রীযমুনার তীর-গতা, যত-বৃক্ষ-তরু-লতা গো,
দেখি প্রভু প্রেমে মত্ত মূরছি পড়য় গো।"

প্রেমে মত্ত প্রভু মূরছি পড়ে
বাহু পসারি বলভদ্র ধরে—প্রেমে মত্ত প্রভু মূরছি পড়ে

বলভদ্র বাহু পসারি ধরে

বিরহিণী প্রাণগৌর,—ব্যাকুল হয়ে মুরছি পড়ে —বলভদ্র বাহু পসারি ধরে

ক্ষণে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে

প্রভু নিতাই কোথায় আছ

কৃষ্ণ,—বিরহে মাতা গৌরাঙ্গে রাখ—প্রভু নিতাই কোথায় আছ

"দেখি প্রভু প্রেমে মত্ত মূরছি পড়য় গো।"

"কালিন্দীর শ্যাম-নীর, দেখি প্রভু নহে স্থির গো,"

অমনি,—কালিয়-দমনে মনে পড়ল

কালাচাঁদকে মনে পড়ল

কালিন্দীর কাল-নীর হেরে—কালাচাঁদকে মনে পড়ল

"ও আমাদের,— প্রাণ গোরা রায়

বিহরে,—ব্রজবনে বিরহিণী—ও আমাদের প্রাণ গোরা রায়

বিহরে,—বিরহিণী উন্মাদিণী ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

"কালিন্দীর কাল-নীর দেখি প্রভু নহে স্থির গো,

কালিন্দীর কাল-জলে নিপতিত হয় গো।"

বলে,—কোথায় আমার কালসোণা

বল বল ও যুমনা—বলে,—কোথায় আমার কালসোণা

ঝাঁপ দেয় কালিন্দীর জলে

কোথা কালিয়-দমন ব'লে—ঝাঁপ দেয় কালিন্দীর জলে (মাতন)

"কালিন্দীর কাল-জলে নিপতিত হয় গো।"

"বলভদ্র ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণদাস বিপ্র আর্য্য গো,

যমুনার জল হইতে প্রভুকে তোলয় গো।"

বাহু পসারি ধরে কোলে

যমুনার,—জল হইতে প্রভুকে তোলে—বাহু পসারি ধরে কোলে (মাতন)

"যমুনার জল হইতে প্রভুকে তোলয় গো।"

ব্যাকুল হয়ে ডাকে রে

প্রভু,—নিতাই কোথায় আছ ব'লে—ব্যাকুল হয়ে ডাকে রে

প্রভু নিতাই কোথায় আছ

বিরহিণী গৌরাঙ্গে রাখ—প্রভু নিতাই কোথায় আছ

কোথায় আছ নিত্যানন্দ-রায়

প্রভুর,—বিরহ-ভার ধরা না যায়—কোথায় আছ নিত্যানন্দ-রায়

"শ্রীযমুনার জল হইতে প্রভুকে তোলয় গো।।"

"ও আমাদের,— প্রাণ গোরা রায়।"

বিহরে,—ব্রজবনে বিরহিণী—ও আমাদের প্রাণ গোরা রায়

কৃষ্ণ,—বিরহিণী উন্মাদিনী—ও আমাদের—প্রাণ গোরা রায়

দেখি মধুর বৃন্দাবন, প্রেমেতে ঘূর্ণিত মন গো,"

রাধা,—ভাবে ভোরা প্রাণ গোরা— **"দেখি মধুর বৃন্দাবন"**

" প্রেমেতে ঘূর্ণিত মন গো,"

মহা,—ভাবনিধি প্রাণগৌরাঙ্গের

কিশোরী-ভাবেতে ভোরা—মহা,—ভাবনিধি প্রাণগৌরাঙ্গের

দেখি মধুর বৃন্দাবন, প্রেমেতে ঘূর্ণিত মন গো"

আজ,—আস্বাদিতে এসেছে

কুঞ্জবিহারী রাধাভাব ধরি—আজ,—আস্বাদিতে এসেছে

আস্বাদিছে ব্রজমাধুরী

কুঞ্জবিহারী রাধাভাব ধরি—আস্বাদিছে ব্রজমাধুরী

"বনের মাধুরী দেখি রোদন করয় গো।"

অপরূপ ব্রজবনের মাধুরী

গৌরাঙ্গ-কিশোরী বলে—অপরূপ ব্রজবনে মাধুরী

তাতে,—বিরহিণী গৌর-কিশোরী

অপরূপ ব্রজ,—বনের মাধুরী হেরি—তাতে,—বিরহিণী গৌর-কিশোরী

বলে,—কোথায় আছ বংশীধারী

অপরূপ,—বনের মাধুরী হেরি—বলে,—কোথায় আছ বংশীধারী

দু'নয়নে বহে বারি

বৃন্দাবনের মাধুরী হেরি—দু'নয়নে বহে বারি

বলে,—কোথা প্রাণের বংশীধারী—দু'নয়নে বহে বারি

"বনের মাধুরী হেরি রোদন করয় গো।"

"ও আমাদের,—**প্রাণ গোরা রায়।।"**

বিহরে,—ব্রজবনে বিরহিণী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

ব্রজে বিহরে,—বিরহিণী উন্মাদিনী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

"পুলকাশ্রু পূর্ণ গায়, ভাবাবেশে চলি যায় গো,,

মহা, —ভাবনিধি ভাবেতে ভোরা

সর্ব্ব-অঙ্গে ভাবভূষা পরা—মহা,—ভাবনিধি ভাবেতে ভোরা

"পুলকাশ্রু পূর্ণ গায়, ভাবাবেশে চলি যায় গো"

হেমদণ্ড বাহু তুলি হরি বলি ধায় গো।"

ও ত হরি বলা নয় গো

কোথা,—প্রাণ-বঁধু ব'লে হায় হায় করে—ও ত হরি বলা নয় গো

বিরহেতে হায় হায় করে

বিরহিণী গৌর-কিশোরী—বিরহেতে হায় হায় করে

কোথা প্রাণ-বঁধূ ব'লে—বিরহেতে হায় হায় করে

ও ত হরি বলা নয় গো

"হেমদণ্ড বাহু তুলি হরি বলি ধায় গো।"

ও আমাদের—**"প্রাণ গোরা রায়।।"**

বিহরে,—ব্রজবনে বিরহিণী—ও আমাদের, —প্রাণ গোরা রায়

ব্রজে বিহরে,—বিরহিণী উন্মাদিনী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

কৃষ্ণ,—বিরহিণী উন্মাদিণী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

"পসারিয়া বাহু-উরু, আলিঙ্গয়ে লতা-তরু গো,"

কৃষ্ণ,—বিরহিণী গৌর-কিশোরী—**"পসারিয়া বাহু-উরু,**

উন্মাদিনী গৌর আমার—**"পসারিয়া বাহু-উরু,"**

উন্মাদিনী গৌর আমার

অঙ্গ-সঙ্গ-বিলাসিনী—উন্মাদিনী গৌর আমার

"পসারিয়া বাহু-উরু, আলিঙ্গয়ে লতা-তরু গো,

আলিঙ্গয়ে লতা-তরুগণে

যেন,—অঙ্গ-সঙ্গ-বাসনা মনে—আলিঙ্গয়ে লতা-তরুগণে

পসারিয়া দুই বাহু—আলিঙ্গয়ে লতাতরুগণে

বলে,—বল ব্রজের তরুলতা

শ্যামবঁধু গেল কোথা—বলে,—বল ব্রজের তরুলতা

সেই,—বনমালী পাব কোথা—বলে,—বল ব্রজের তরুলতা

"মুক্তকণ্ঠে কাঁদিয়া আকুল গোরা রায় গো।

"ও আমাদের—**প্রাণ গোরা রায়।।"**

বিহরে,—ব্রজবনে বিরহিণী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

ব্রজে বিহরে,—বিরহিণী উন্মাদিনী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

কৃষ্ণ—বিরহিণী উন্মাদিনী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

"বংশীবট-ধীরসমীরে প্রবেশিয়া ধীরে ধীরে গো,

বলে,—**"কহ কহ কৃষ্ণ কোথা বাঁশরী বাজায় গো।"**

ও বংশীবট বল বল

বংশীধারী কোথা গেল—ও বংশীবট বল বল

বংশীবট বল দয়া ক'রে

কোথা গেল,—বংশীধারী বংশী ধ'রে—বংশীবট বল দয়া ক'রে

বলে,—**"কহ কহ কৃষ্ণ কোথা বাঁশরী বাজায় গো।"**

ও আমাদের—**"প্রাণ গোরা রায়।।"**

বিহরে,—ব্রজবনে বিরহিণী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

কৃষ্ণ,—বিরহিণী উন্মাদিনী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

'এই,—**গোপীশ্বর নিকটে আসি, করযোড়ে গোরাশশী গো,**

কাতরে প্রার্থনা করি কত কি কহয় গো।"

বল বল প্রভু গোপীশ্বর

কোথা,—ব্রজবিহারী প্রাণেশ্বর—বল বল প্রভু গোপীশ্বর

কৃপা করি মিলায়েছিলে

তোমরা দু'জনে মিলে—কৃপা করি মিলায়ে ছিলে

দিয়েছিলে তোমরা দুইজনে

প্রাণপতি কৃষ্ণধনে—দিয়েছিলে তোমরা দুইজনে

তোমরা দু'জনে দিয়েছিলে

কোন দোষে কেড়ে নিলে—তোমরা দু'জনে দিয়েছিলে

হারায়েছি এই ব্রজপুরে

নিজ-দোষে প্রাণেশ্বরে—হারায়েছি এই ব্রজপুরে

মিলায়ে দাও গোপীশ্বর

কোথা প্রাণ প্রাণেশ্বর—মিলায়ে দাও গোপীশ্বর

করযোড়ে মিনি করি

মিলায়ে দাও বংশীধারী—করযোড়ে মিনতি করে

মিলায়ে দাও বংশীধারী

ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি—মিলায়ে দাও বংশীধারী

করযোড়ে এই মিনতি করি—মিলায়ে দাও বংশীধারী

আবার মিলাও নিজগুণে

চিতচোর কৃষ্ণধনে—আবার মিলাও নিজগুণে

"কাতরে প্রার্থনা করি কত কি কহয় গো।"

ও আমাদের,—**"প্রাণ গোরা রায়।।"**

বিহরে,—ব্রজবনে বিরহিণী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

কৃষ্ণ,—বিরহিণী উন্মাদিনী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

"যমুনা পুলিনে যাইয়া, পড়ে মূরছিত হইয়া গো

প্রেমাবেশে রজে পড়ি গড়াগড়ি যায় গো।"

আজ,—পুলিন-রজের সৌভাগ্য বাঢ়ায়

পুলিন পেয়েছে ব'লে—আজ,—পুলিন-রজের সৌভাগ্য বাঢ়ায়

রাধাশ্যামে বুকে পেয়েছে ব'লে—আজ,—পুলিন-রজের সৌভাগ্য বাঢ়ায়

ব্রজে,—কখনও ত এক ঘটে নাই

জড়াজড়ি পায় নাই—ব্রজে,—কখনও ত এক ঘটে নাই

বুকে ধরিতে পায় নাই

দুই মিলে এক হয়ে—বুকে ধরিতে পায় নাই

আজ,—পুলিনের সৌভাগ্য বাড়ায়

মুরছি দিয়ে গড়াগড়ি—আজ,—পুলিনের সৌভাগ্য বাড়ায়

রজে দিয়ে গড়াগড়ি—আজ,—পুলিনের সৌভাগ্য বাড়ায়

আজ,—পুলিনের সৌভাগ্য ভারী

রজে দেয় গড়াগড়ি—আজ,—পুলিনের সৌভাগ্য ভারী

রজে পড়ি গড়ি যায়

(বল) কোথা প্রাণ শ্যামরায়—রজে পড়ি গড়ি যায়

"প্রেমাবেশে রজে পড়ি গড়াগড়ি যায় গো।"

ও আমাদের,—"**প্রাণ গোরা রায়।।**"

বিহরে,—ব্রজবনে বিরহিণী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

কৃষ্ণ,—বিরহিণী উন্মাদিনী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

"আনন্দাশ্রু বহি যায়, গঙ্গার প্রবাহ প্রায় গো",

গঙ্গার সৌভাগ্য বাড়ায়

ভাবনিধিকে বুকে ধ'রে—গঙ্গার সৌভাগ্য বাড়ায়

নয়ন-ধারা-ছলে বুকে ধ'রে—গঙ্গার সৌভাগ্য বাড়ায়

আবার,—এ আনন্দ কোথা হ'তে এল

এই যে এখুনি,—বিরহে ব্যাকুল হয়েছিল—আবার,—এ আনন্দ

কোথা হ'তে এল

বুঝি কৃষ্ণ পেয়েছে

রজে গড়াগড়ি দিয়ে—বুঝি কৃষ্ণ পেয়েছে

বুঝি বিরহে মিলন হয়েছে

রাসস্থলী দিয়েছে—বুঝি বিরহে মিলন হয়েছে

"তাই—**আনন্দাশ্রু বহি যায়, গঙ্গার প্রবাহ প্রায় গো,**

স্থাবর জঙ্গম গোরা প্রেমেতে ভাসায় গো।"

যেন,—যায় প্রেমে মত্তকরী

বিরহিণী গৌর-কিশোরী—যেন,—যায় প্রেমে মত্তকরী

ব্রজ ভাসে প্রেমের বন্যায়

মহা,—ভাবনিধির নয়ন-ধারায়—ব্রজ ভাসে প্রেমের বন্যায়

স্থাবর-জঙ্গম প্রেমে ভাসায়

প্রেমসিন্ধু গোরারায়—স্থাবর-জঙ্গম প্রেমে ভাসায়

"স্থাবর জঙ্গম গোরা প্রেমেতে ভাসায় গো।"

ও আমাদের,—**"প্রাণ গোরা রায়।।"**

বিহরে,—ব্রজবনে বিরহিণী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

কৃষ্ণ,—বিরহিণী উন্মাদিনী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

ব্রজবনে বিরহিণী

কৃষ্ণ-অন্বেষণকারিণী—ব্রজবনে বিরহিণী

প্রাণবঁধু-অন্বেষণকারিণী—ব্রজবনে বিরহিণী

শ্যামবঁধু-অন্বেষণকারিণী-ব্রজবনে বিরহিনী

বুকে ধ'রে হারায়েছে

বনে বনে খুঁজে বেড়াইছে—বুকে ধ'রে হারায়েছে

ও সে, মূরতিমন্ত প্রেমবৈচিত্ত—বুকে ধ'রে হারায়েছে

মূরতিমন্ত প্রেমবৈচিত্ত

শ্রীগৌরাঙ্গ মূরতি আমার—মূরতিমন্ত প্রেমবৈচিত্ত

মিলনে বিরহ বিরহে মিলন—মূরতিমন্ত প্রেমবৈচিত্ত

তাই,—খুঁজে খুঁজে বেড়াইছে

বুকে ধ'রে হারায়েছে—তাই, —খুঁজে খুঁজে বেড়াইছে

এই,—বৃন্দাবনের বনে বনে—তাই, —খুঁজে খুঁজে বেড়াইছে

ও আমাদের—"প্রাণ গোরা রায়।।"

বিহরে,—ব্রজবনে বিরহিণী,—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

কৃষ্ণ,—বিরহিণী উন্মাদিনী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

"ধেনুগণ বনে চরে, দেখিয়া আনন্দ-ভরে গো"

(বলে) বল বল ব্রজের ধেনু

কোথায় গেল কালা-কানু—বল বল ব্রজের ধেনু

বল,—ব্রজবিহারী কোথায় গেল
এই যে তোমাদের চরাইতেছিল—বল, —ব্রজবিহারী কোথায় গেল

"ধেনুগণ বনে চরে, দেখিয়া আনন্দ-ভরে গো,"

দেখি ,—আনন্দ আর ধরে না রে
পাছে,—আছে ব'লে গোষ্ঠবিহারী—দেখি, —আনন্দ আর ধরে না রে
পাছে আছে আমার গোষ্ঠবিহারী
বলে,—ঐ যে চরিছে বাছুরী—পাছে আছে আমার গোষ্ঠবিহারী
বলে,—চরায় প্রাণ বংশীধারী
ঐখানে নিজ ধেণু -বৎস—বলে,—চরায় প্রাণ বংশীধারী
ঐখানে,—আছে প্রাণ গোষ্ঠবিহারী
ঐ যে,—চরিছে বনে বাছুরী—ঐখানে, —আছে প্রাণ গোষ্ঠবিহারী
বনে আছে গোষ্ঠবিহারী
চল যাই দেখব্ নয়ন-ভরি—বনে আছে গোষ্ঠবিহারী

"ধেণুগণ বনে চরে, দেখিয়া আনন্দ-ভরে গো,
ঢলি পড়ে ভূমিতলে উনমত প্রায় গো।।"

ও আমাদের,—**"প্রাণ গোরা রায়।।**

বিহরে,—ব্রজবনে বিরহিণী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়
কৃষ্ণ, —বিরহিণী উন্মাদিনী—ও আমাদের ,— প্রাণ গোরা রায়

"সুমেরুর শৃঙ্গ যৈছে, পবনে ভাঙ্গিল তৈছে গো,
পৃথিবীতে পড়ি প্রভু গড়াগড়ি যায় গো।।"

ব্রজভূমির সৌভাগ্য বাড়ায়
আজ,—জড়াজড়ি গড়াগড়ি দেয়—ব্রজভূমির সৌভাগ্য বাড়ায়
সে সৌভাগ্য ঘটে নাই
ব্রজভূমির ভাগ্যে তো—সে সৌভাগ্য ঘটে নাই
বুঝি,—কখনও তো পায় নাই
জড়াজড়ি মুরতি হ'দে ধ'র্‌তে—বুঝি,—কখনও তো পায় নাই।
ব্রজভূমির সৌভাগ্য হয় নাই
জড়াজড়ি বুকে ধরা—ব্রজভূমির ভাগ্যে হয় নাই।

গৌর মূরতি হৃ'দে ধরা—ব্রজভূমির ভাগ্যে হয় নাই

"পৃথিবীতে পড়ি প্রভু গড়াগড়ি যায় গো।"

ও আমাদের,— **"প্রাণ গোরা রায়।।"**

বিহরে,—ব্রজবনে বিরহিণী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

কৃষ্ণ,—বিরহিণী উন্মাদিনী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

"প্রভুর শ্রীঅঙ্গ দেখি, গাভীগণ বেঢ়য়ে আসি গো,"

অঙ্গ-গন্ধে মত্ত হয়ে

প্রভুর শ্রীঅঙ্গ দেখি—অঙ্গ-গন্ধে মত্ত হয়ে

পেয়ে,—অঙ্গ-গন্ধ দেখি শ্যাম-অঙ্গ

এই তো বনমালী বলে—পেয়ে,—অঙ্গ-গন্ধ দেখি শ্যাম-অঙ্গ

"প্রভুর শ্রীঅঙ্গ দেখি, গাভীগণ বেঢয়ে আসি গো,"

তাদের,—দু'নয়নে বারি ঝরে

গোরারসের বদন হেরে—তাদের, —দু'নয়নে বারি ঝরে

অঙ্গ হেরে নয়ন ঝরে

কখনও দেখে নাই বুঝি তাই—অঙ্গ হেরে নয়ন ঝরে

তাদের,—দু'নয়নে বহে বারি

হেরি ঐ,—নবরসের মাধুরী—তাদের,—দু'নয়নে বহে বারি

গোরারসের বদন হেরি—তাদের,—দু'নয়নে বহে বারি

এই,—মূরতি ত কখনও দেখে নাই

বৃন্দাবনের ধেনুগণ—এই,—মূরতি ত কখনও দেখে নাই

কেমন ক'রে দেখ্‌বে বল

নিভৃত,—নিকুঞ্জের ধন পথে লোটায়—কেমন করে দেখ্‌বে বল

"বাৎসল্যেতে গাভীগণ শ্রীঅঙ্গ চাটয় গো।।"

তাদের ,—মুখে লালা বেয়ে পড়ে

গোরার,—রসের বদন পানে চেয়ে—তাদের,—মুখে লালা বেয়ে পড়ে

দু'নয়নে বারি ঝরে

মুখে লালা বেয়ে পড়ে—দু'নয়নে বারি ঝরে

ছঁহুঁ হুঁহুঁ হুঁহুঁ করে

দু'নয়নে বারি ঝরে—হুঁহুঁ হুঁহুঁ হুঁহুঁ করে

নিজ-ভাষায় গাভী বলে

এতদিন কোথায় ছিলে ব'লে—নিজ-ভাষায় গাভী বলে

"বাৎসল্যেতে গাভীগণ শ্রীঅঙ্গ চাটয় গো।।"

তাদের স্বভাব জাগিয়া উঠ্‌ল

গৌর-অঙ্গ দেখি শ্যাম-অঙ্গ দেখ্‌ল—তাদের স্বভাব জাগিয়া উঠ্‌ল

এই ত আমাদের শ্যাম বটে

বলে,—আমাদের লয়ে চল গোঠে—এই ত আমাদের শ্যাম বটে

"বাৎসল্যেতে গাভীগণ শ্রীঅঙ্গ চাটয় গো।"

ও আমাদের,—**"প্রাণ গোরা রায়।।"**

বিহরে,—ব্রজবনে বিরহিণী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

ব্রজে বিহরে,—বিরহিণী উন্মাদিনী—ও আমাদের—প্রাণ গোরা রায়

কৃষ্ণ,—বিরহিণী উন্মাদিনী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

"সুস্থ হইয়া প্রভু পরে, তাদের অঙ্গ কণ্ডুয়ন করে গো,
প্রভু-সঙ্গ ছাড়ি ধেনু কেহ নাহি যায় গো।"

কেমন ক'রে যাবে বল

তাঁকে ছেড়ে— কেমন করে কোথায় যাবে

তাঁদের,—প্রাণ-ধনকে সম্মুখে পেয়েছে—তাঁকে ছেড়ে,—কেমন ক'রে
কোথায় যাবে

বল,—কেমন ক'রে ছেড়ে যাবে

বল,—কেমন ক'রে যাবে ছেড়ে

নবঘন-শ্যামমুরতি,—তারা ব্রজে দেখে ছিল

এবে হইল অভিনব দরশন

এ যে, —রাইয়ের বরণ শ্যামের গঠন—এবে হইল অভিনব দরশন

রাই,—কিশোরীমণি-ঢাকা বংশীবদন—এবে হইল অভিনব দরশন

রাই-সম্পুটে,—নবঘন ব্রজের জীবন—এবে হইল অভিনব দরশন

তারা,—আপন আপন ভাষায় বলে

গাভীগণ,—পরস্পরের মুখ হে'রে—তারা,—আপন আপন ভাষায় বলে

আজ,—দেখি এ কি অপরূপ

হয়ে মিশামিশি,—রাইকানু একরূপ—আজ,—দেখি এ কি অপরূপ

ধেনু যায় গোরার পাছে

হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ ক'রে—ধেনু যায় গোরার পাছে

"প্রভু-সঙ্গ ছাড়ি ধেনু কেহ নাহি যায় গো।"

ও আমাদের,—'**প্রাণ গোরা রায়।।"**

বিহরে,—ব্রজবনে বিরহিণী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

ব্রজে বিহরে,—বিরহিণী উন্মাদিনী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

কৃষ্ণ,—বিরহিণী উন্মাদিনী—ও আমাদের;—প্রাণ গোরা রায়

"গাভীগণের প্রীতি হেরে, আনন্দে অবশ হয়ে গো,

গাভীগণের কণ্ঠ ধরি রোদন করয় গো।"

কৃষ্ণ,—বিরহিণী গৌর-কিশোরী

গাভীগণের কণ্ঠধরি—কৃষ্ণ,—বিরহিণী গৌর-কিশোরী

গাভীগণের কণ্ঠধরি

বলে,—কোথা প্রাণ বংশীধারী—গাভীগণের কণ্ঠধরি

বল বল ব্রজের ধেনু

কোথা আছে তোমাদের প্রাণের কানু—বল বল ব্রজের ধেনু

"গাভীগণের কণ্ঠ ধরি রোদন করয় গো।"

ও আমাদের,—"**প্রাণ গোরা রায়।।"**

বিরহে,—ব্রজবনে বিরহিণী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

কৃষ্ণ,—বিরহিণী উন্মাদিনী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

"গৌরাঙ্গ-হরিকে দেখে, ময়ূর-ময়ূরী সুখে গো",

গৌরাঙ্গ-হরিকে দেখে

ব্রজবনে সবার স্বভাব জেগেছে

যুগলরূপে নাচ্‌ছে

অর্ন্তকৃষ্ণ-বহির্গৌর-যুগল হেরে—যুগলরূপে নাচ্‌ছে

ব্রজবনে এই কৃত স্বভাব

ময়ূর-ময়ূরীগণের,—ব্রজবনে এই ত স্বভাব

তারা,—কখনও যুগল হয় না

যুগল দরশন বিনা—তারা,—কখনও যুগল হয় না
জড়াজড়ি না দেখিলে তারা,—কখনও যুগল হয় না

তাই,—উচ্চ পুচ্ছ করি নাচ্‌ছে

যুগলে জড়াজড়ি দেখে—তাই,—উচ্চ পুচ্ছ করি নাচ্‌ছে
গৌরাঙ্গে যুগল-মাধুরী দেখ্‌ছে—তাই,—উচ্চ পুচ্ছ করি নাচ্‌ছে
রাইকানু,—জড়াজড়ি মুরতি দেখে—তাই,—উচ্চ পুচ্ছ করি নাচ্‌ছে

"ঊর্দ্ধ-পুচ্ছে নাচি নাচি প্রভুকে বেঢ়য় গো।"

এ ত ব্রজবনে বিহার নয়

রাধাভাবে মাতি গোরার—এ ত ব্রজবনে বিহার নয়

যা পায় নাই তাই দেয়

ব্রজের,—বৃক্ষলতা-পশুপাখীগণ—যা পায় নাই তাই দেয়

যুগলমাধুরী ভোগ দেয়

এ, ত—ব্রজবনে বিহার নয়—যুগলমাধুরী ভোগ দেয়

তারা,—কখনও তো দেখে নাই

বৃক্ষলতা-পশুপাখী—তারা,—কখনও তো দেখে নাই
হয়ে মিশামিশি,—রাইকানু জড়াজড়ি—তারা,—কখনও তো দেখে নাই

রাইকানু জড়াজড়ি

নিভৃত-নিকুঞ্জের স্বরূপ—রাইকানু জড়াজড়ি

তারা,—কখনও তো দেখে নাই

স্থাবর-জঙ্গম,—গুল্মলতা-আদি করি—তারা,—কখনও তো দেখে নাই

"উর্দ্ধপুচ্ছে নাচি নাচি প্রভুকে বেঢ়য় গো।"

প্রভুকে বেড়ি নাচে সবে

হেরি ঐ,—নবস্বরূপ নব-উৎসবে—প্রভুকে বেড়ি নাচে সবে

তারা,—মনে মনে মনে গণে

এমন,—রূপ ত কভু দেখি নাই জীবনে

রাই-সঙ্গে,—কানু মিলিলে কি মাধুরী হয়—এমন,—রূপ ত কভু দেখি নাই জীবনে

আজ,—বিহরিছে ব্রজবনে

দুই মিলে নবরূপ ধ'রে—আজ,—বিরহিছে ব্রজবনে

তারা তো কখনও যেতে নারে

তাই,—ময়ূর-ময়ূরী নাচে ঊর্দ্ধপুচ্ছে

তারা,—অঙ্গসৌরভ পেয়েছে—তাই,—ময়ূর-ময়ূরী নাচে ঊর্দ্ধপুচ্ছে

জড়াজড়ি মুরতি দেখে

শ্যাম,—নব-মেঘের কোলে রাই-সৌদামিনী—জড়াজড়ি মুরতি দেখে

তারা,—যুগল হয়ে সবাই নাচে

এখনও,—যদি যুগল দেখ্‌তে পায়—তারা,—যুগল হয়ে সবাই নাচে

তাই ময়ূর-ময়ূরী নাচে

এখনও,—যদি যুগল দেখ্‌তে পাই বলে—তাই ময়ূর-ময়ূরী নাচে

তাই যুগল হয়ে নাচে

যুগল-কিশোরের মিলন দেখে—তাই যুগল হয়ে নাচে

তাই নাচে ময়ুর-ময়ূরী

দেখি,—গৌর-স্বরূপে যুগল-মাধুরী—তাই নাচে ময়ূর-ময়ূরী

নাচে তারা যুগল হেরে

ময়ূর-ময়ূরী ঊর্দ্ধপুচ্ছ ক'রে—নাচে তারা যুগল হেরে

কেকা রবে বলে গো

এতদিন কোথায় ছিলে ব'লে—কেকা রবে বলে গো

কেকা রবে ময়ূর-ময়ূরী বলে

এতদিন,—প্রাণ বঁধু কোথায় ছিলে—কেকা রবে ময়ূর-ময়ূরী বলে

"উর্দ্ধ পুচ্ছে নাচি নাচি প্রভুকে বেড়য় গো।

ও আমাদের,—"**প্রাণ গোরা রায়।।**"

বিহরে,—ব্রজবনে বিরহিণী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

কৃষ্ণ,—বিরহিণী উন্মাদিনী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

"দেখি প্রভু আচম্বিতে, ঢলি পড়ে পৃথিবীতে গো,"

অমনি বাসনা জেগে উঠ্‌ল

ময়ূর-ময়ূরী যুগল দেখে—অমনি বাসনা জেগে উঠ্‌ল

মিলিবারে প্রাণবঁধু-সনে—অমনি বাসনা জেগে উঠ্‌ল

যুগল হ'তে সাধ বাড়্‌ল চিতে

যুগল হয়েও—যুগল হ'তে সাধ বাড়্‌ল চিতে

দেখি,—ময়ূর নাচে ময়ূরী কাছে—যুগল হ'তে সাধ বাড়্‌ল চিতে

"দেখি প্রভু আচম্বিতে, ঢলি পড়ে পৃথিবীতে গো,

নয়নের জলে ব্রজের ধূলি ভিজি যায় গো।"

ও আমাদের,—"**প্রাণ গোরা রায়।।**"

বিহরে,—ব্রজবনে বিরহিণী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

কৃষ্ণ,—বিরহিণী উন্মাদিনী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

ব্রজে বিহরে,—কৃষ্ণ-বিরহিণী উন্মাদিনী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

"গর্জ্জিয়া উন্মত্ত প্রায়,"

রাধা,—ভাবে ভোরা প্রাণ গোরা,—"**গর্জ্জিয়া উন্মত্ত প্রায়,**"

এই ত দাঁড়ায়ে আছে বলে

আমার,—চিতচোর প্রাণ গোরা—এই ত দাঁড়ায়ে আছে বলে

ময়ূরের কণ্ঠ দেখি—এই ত দাঁড়ায়ে আছে বলে

ঐ যে,—পরাণবঁধু দাঁড়ায়ে আছে বলে

আমার,—শ্যামবঁধু দাঁড়ায়ে আছে বলে

ভাবাবেশে বলে—আমার,—শ্যাম-বঁধু দাঁড়ায়ে আছে বলে

ময়ূরের কণ্ঠ দেখি চলে—আমার,—শ্যামবঁধু দাঁড়ায়ে আছে বলে

ভাবাবেশে,—বঁধু ধরিতে যায় চলে

ঐ যে,—বঁধু দাঁড়ায়ে আছে ব'লে—ভাবাবেশে,—বঁধু ধরিতে যায় চলে

"গর্জ্জিয়া উন্মত্ত প্রায়, ময়ূর ধরিতে যায় গো,"

ময়ূর ধরিতে যায় চ'লে

নীলকণ্ঠ হেরি শ্যাম মনে করি—ময়ূর ধরিতে যায় চ'লে

এই ত পেয়েছি ব'লে—ময়ূর ধরিতে যায় চ'লে

ধেয়ে যায় ময়ূরের কাছে

আমার বঁধু পেলাম ব'লে—ধেয়ে যায় ময়ূরের কাছে

ময়ূরের কণ্ঠ হেরি—ধেয়ে যায় ময়ূরের কাছে

বলে,—ঐ ত প্রাণের শ্যামরায়

ময়ূর ধরিতে যায়—বলে,—ঐ ত প্রাণের শ্যামরায়

"বলভদ্র কৃষ্ণদাস প্রভুকে ধরয় গো।"

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

বলভদ্র কৃষ্ণদাস—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

হা নিতাই কোথা তুমি

প্রভুর,—বিরহ-তাপ সহিতে নারি—হা নিতাই কোথা তুমি

প্রাণ নিতাই কোথায় আছ

মহাভাবনিধি,—প্রাণগৌরাঙ্গে রাখ—প্রাণ নিতাই কোথায় আছ

কোথায় আছ নিত্যানন্দরায়

বিরহিণীর,—ভাবের ভার যে ধরা না যায়—কোথায় আছ নিত্যানন্দরায়

"বলভদ্র কৃষ্ণদাস প্রভুকে ধরয় গো।"

ও আমাদের,—'**প্রাণ গোরা রায়।।"**

বিহরে,—ব্রজবনে বিরহিণী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

ব্রজে বিহরে,—কৃষ্ণ-বিরহিণী উন্মাদিনী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

"রাসস্থলী দর্শন ক'রে,"

বলে,—কোথায় আমার রাসবিহারী

এই ত রাসস্থলী হেরি—বলে,—কোথায় আমার রাসবিহারী

এই ত,—দেখা দিলে কোথা লুকালে

ও,—রাসবিহারী প্রাণ হামারী—এই ত,—দেখা দিলে কোথা লুকালে

“রাসস্থলী দর্শন ক’রে,

বলে,—কোথায় আমার রাসবিহারী

এই ত রাসস্থলী হেরি—বলে,—কোথায় আমার রাসবিহারী

এই ত,—দেখা দিলে কোথা লুকালে

ও,—রাসবিহারী প্রাণ হামারী—এই ত,—দেখা দিলে কোথা লুকালে

“রাসস্থলী দর্শন ক’রে, প্রেমে মূরছিত হ’য়ে গো,

চেতন পাইয়া পুনঃ গড়াগড়ি যায় গো।”

ও আমাদের,—**“প্রাণ গোরা রায়।।”**

বিহরে,—ব্রজবনে বিরহিণী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

ব্রজে বিহরে,—কৃষ্ণ বিরহিণী উন্মাদিনী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

“কাঁপে অঙ্গ থর থর, ভাবে রুদ্ধ কণ্ঠস্বর গো,

পশুপাখী কাঁদে দেখি পাষাণ গলয় গো।”

তারা,—মনে মনে মনে গণে

এ কি অপরূপ লীলা হেরি

যাই রে লীলার বলিহারি

মিলনে বিরহ হেরি—যাই রে লীলার বলিহারি

পশুপাখী কাঁদে দেখি পাষাণ গলয় গো।”

ও আমাদের,—**“প্রাণ গোরা রায়।।”**

বিহরে,—ব্রজবনে বিরহিণী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

ব্রজে বিহরে,—কৃষ্ণ-বিরহিণী উন্মাদিনী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

“কোথা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, ভাবাবেশে পড়ে ঢলি গো,

ভট্টাচার্য্য প্রভু তুলি কোলেতে করয় গো।”

কোথায়,—আছ আমার নিতাই-সোণা

প্রভুর ভার যে ধরা যায় না—কোথায়,—আছ আমার নিতাই-সোণা

"ভট্টাচার্য্য প্রভু তুলি কোলেতে করয় গো।"

ও আমাদের,—**"প্রাণ গোরা রায়।।"**

বিহরে,—ব্রজবনে বিরহিণী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

ব্রজে বিহরে,—কৃষ্ণ-বিরহিণী উন্মাদিনী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

"ক্ষণেক চেতন পাইয়া, বলে তার পানে চাইয়া গো,

বল সখী মোর কৃষ্ণ প্রাণনাথ কোথায় গো।।"

সবাইকে দেখে গোপনারী

মহা,—ভাবনিধি গৌরকিশোরী—সবাইকে দেখে গোপনারী

"বল সখী মোর কৃষ্ণ প্রাণনাথ কোথায় গো।"

ও আমাদের,—**"প্রাণ গোরা রায়।।"**

বিহরে,—ব্রজবনে বিরহিণী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

ব্রজেবিহরে,—কৃষ্ণ-বিরহিণী উন্মাদিনী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

"এত বলি চলে ধাইয়া, সম্মুখে তমাল পাইয়া গো,"

বলে ঐ যে,—শ্যামবঁধু দাঁড়ায়ে আছে

সম্মুখে তমাল দে'খে—বলে ঐ যে,—শ্যামবঁধু দাঁড়ায়ে আছে

এতদিন কোথায় ছিলে বলে

ও,—পরাণ বঁধু আমায় ভুলে—এতদিন কোথায় ছিলে বলে

ওরে আমার পরাণ বঁধু—এতদিন কোথায় ছিলে বলে

এতক্ষণ কোথায় ছিলে

নাচ্‌তে নাচ্‌তে পালায়ে গেলে—এতক্ষণ কোথায় ছিলে

শ্যাম-তমালে হেরি বলে—এতক্ষণ কোথায় ছিলে

প্রেম-রাজ্যের এই ত স্বভাব

বিন্দুকে সিন্ধু দেখে—প্রেম-রাজ্যের এই ত স্বভাব

রাসে,—নাচ্‌তে নাচ্‌তে লুকায়ে ছিলে

আইস আমার পরাণ-বঁধু

"হেমলতা-ভুজ দিয়া তাহারে বেঢ়য় গো।"

ও আমাদের,—**"প্রাণ গোরা রায়।।"**

বিহরে,—ব্রজবনে বিরহিণী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

"কোকিলের ধ্বনি শুনি, চমকি গোরা ভাবখনি গো,

বলে,—শুন শুন ঐ কৃষ্ণ বাঁশরী বাজায় গো।"

বিরহিণী গৌরকিশোরী

শ্যামের বাঁশরী শুনে

শ্যামের বংশীধ্বনি মানি

কোকিলের ধ্বনি শুনি—শ্যামের বংশীধ্বনি মানি

"বলে,—শুন শুন ঐকৃষ্ণ বাঁশরী বাজায় গো।"

ও আমাদের—"**প্রাণ গোরা রায়**"

বিহরে,—ব্রজবনে বিরহিণী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

ব্রজে বিহরে,—কৃষ্ণবিরহিণী উন্মাদিনী—"ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

"মূরছিত হইয়া পড়ে, ভট্টাচার্য্য কোলে করে গো,"

ব্যাকুল হয়ে কাঁদে রে

বলভদ্র কৃষ্ণদাস—ব্যাকুল হয়ে কাঁদে রে

প্রভু নিতাই কোথায় আছ ব'লে—ব্যাকুল হয়ে কাঁদে রে

কোথায় আছ নিত্যান্দরায়

প্রভুর,—বিরহ ভার ধরা না যায়—কোথায় আছ নিত্যানন্দরায়

"বস্ত্রাঞ্চল দিয়া প্রভুর চাঁদ-মুখ মুছায় গো।"

প্রভুর,—চাঁদবদন মুছে বস্ত্রাঞ্চলে

ভট্টাচার্য্য করি কোলে—প্রভুর,—চাঁদমুখ মুছে বস্ত্রাঞ্চলে

"বস্ত্রাঞ্চল দিয়া প্রভুর চাঁদমুখ মুছায় গো।"

ও আমাদের,—"**প্রাণ গোরা রায়।**"

বিহরে,—ব্রজবনে বিরহিণী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

ব্রজে বিহরে কৃষ্ণবিরহিণী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

"চেতন পাইয়া বলে, এই ছিলে কোথায় গেলে গো,

দেখা দাও প্রাণনাথ লুকালে কোথায় গো।"

রাধা,—ভাবে ভোরা প্রাণ গোরা

"দেখা দাও প্রাণনাথ লুকালে কোথায় গো।"

ও আমাদের—**"প্রাণ গোরা রায়।।"**

বিহারে,—ব্রজবনে বিরহিণী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

কৃষ্ণ,—বিরহিণী উন্মাদিনী—ও আমাদের—প্রাণ গোরা রায়

"ডাল হতে শুক শারি, প্রভু-হস্তে পড়ে উড়ি গো,"

দেখে,—রাইকানু জড়াজড়ি

আমার গৌরাঙ্গ-মাধুরী—দেখে,—রাইকানু জড়াজড়ি

দেখে ব্রজের শুক-শারি—দেখে,—রাইকানু জড়াজড়ি

তাদের,—আনন্দ আর ধরে না

এ যে ছিল নিকুঞ্জ-ভিতরে

আজ ব্রজের পথে পথে ফিরে—এ যে ছিল নিকুঞ্জ-ভিতরে

আবেশে বলে শুকশারি

আজ,—কি দেখিনু গৌরাঙ্গ-মাধুরী

একদিন হয়েছিল নিধুবনে

যারে দেখেছিলাম একক্ষণে—একদিন হয়েছিল নিধুবনে

যুগলের সে অপূর্ব্ব-মাধুরী—একদিন হয়েছিল নিধুবনে

এখন বিহরিছে ব্রজবনে

নিত্য-যুগল গৌররূপে—এখন বিরহিছে ব্রজবনে

এ কি হেরি গৌরাঙ্গ-মাধুরী

এ যে,—রাই-সম্পুটে বংশীধারী—এ কি হেরি গৌরাঙ্গ-মাধুরী

"রাধাকৃষ্ণ-শ্লোক পড়ি প্রভুকে শুনায় গো।"

ও আমাদের—**"প্রাণ গোরা রায়।"**

"সে বোল শুনিয়া কাণে,"

পরাণ গৌরাঙ্গ আমার,—**"সে বোল শুনিয়া কাণে,"**

মহা,—ভাবনিধি গৌরাঙ্গ আমার,—**"সে বোল শুনিয়া কাণে,"**

রাধা,—ভাবে ভোরা প্রাণ গোরা,—**"সে বোল শুনিয়া কাণে,"**

"সে বোল শুনিয়া কাণে, আনন্দ-বিস্ময়-মনে গো,"

আনন্দ-বিস্ময়-মনে

যুগলের,—নাম-রূপ-গুণ-লীলা শুনে—আনন্দ-বিস্ময়-মনে

শুকশারির,—মুখে দোঁহার গুণ শুনে—আনন্দ-বিস্ময়-মনে

"সে দোঁহার পানে চাইয়া কত কি বোলয় গো।"

ও আমাদের—"**প্রাণ গোরা রায়।।**"

"বৃক্ষলতা-আদি করি, ভাবোন্মত্ত গৌর হেরি গো।"

মধুধারা-ছলে তারা রোদন করয় গো।"

মধুধারা,—বর্ষণ-ছলে রোদন করে

বৃন্দাবনের তরুলতা—মধুধারা,—বর্ষণ-ছলে রোদন করে

মহা,—ভাবনিধি গৌর হে'রে—মধুধারা,—বর্ষণ-ছলে রোদন করে

এতদিন কোথা ছিলে ব'লে—মধুধারা,—বর্ষণ-ছলে রোদন করে

"মধুধারা-ছলে তারা রোদন করয় গো।"

ও আমাদের,—"**প্রাণ গোরা রায়।।**"

"তা'সবার প্রীতি হে'রে, অতি-আনন্দ-অন্তরে গো,

প্রতি-বৃক্ষলতা প্রভু আলিঙ্গন করয় গো।"

ও তো,—আলিঙ্গন করা নয়

জড়াজড়ি ভোগ করে—ও তো,—আলিঙ্গন করা নয়

কখনও তো পায় নাই

পৃথক্ পৃথক পেয়েছে বটে—কখনও তো পায় নাই

জড়াজড়ি আলিঙ্গন—কখনও তো পায় নাই

ভাবনিধি গৌরাঙ্গ আমার

আলিঙ্গন করে প্রতি-বৃক্ষলতা

বলে,—তোমরা ত তাঁর পেয়েছ দেখা—আলিঙ্গন করে প্রতি-বৃক্ষলতা

প্রতি-বৃক্ষলতা আলিঙ্গন করে

প্রাণবঁধুর সঙ্গ পেয়েছে মন ক'রে—প্রতি-বৃক্ষলতা আলিঙ্গন করে

"প্রতি-বৃক্ষলতা প্রভু আলিঙ্গন করয় গো।"

ও আমাদের—"**প্রাণ গোরা রায়।।**"

বিহরে'—ব্রজবনে বিরহিণী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়
চলে,—শ্যাম-বিরহ-উন্মাদিনী—ও—আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়
বিহরে,—শ্যাম-বিরহ-উন্মাদিনী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়
আমাদের,—প্রভু-নিতাই-পাগলকরা—ও—আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

"কুঞ্জ দেখি মূরছিত,"

বিরহিণী গৌর আমার—"কুঞ্জ দেখি মূরছিত"
বিরহিণী গৌর-কিশোরী—"কুঞ্জ দেখি মুরছিত,"

ভাবাবেশে পড়্ল ধরায়

কোথায় নিকুঞ্জ-বিহারী বোলে—ভাবাবেশে গড়্ল ধরায়

কোথায় নিকুঞ্জ-বিহারী

এই ত নিভৃত-নিকুঞ্জ হেরি—কোথায় নিকুঞ্জ-বিহারী

গৌর উদয় কুঞ্জ-দ্বারে

কোথায় নিকুঞ্জ-বিহারী ব'লে—গৌর উদয় কুঞ্জ-দ্বারে

"কুঞ্জ দেখি মূরছিত, ধরণীতে নিপতিত গো,
নেত্রে ধারা মুখে প্রভুর ফেণ বহি যায় গো।"

ও তো ফেণ নয় গো

প্রেমের ফুয়ারা বহে—ও তো ফেন নয় গো

"নেত্রে ধারা মুখে প্রভুর ফেণ বহি যায় গো।"
ও আমাদের,—"**প্রাণ গোরা রায়।।"**

বিরহিণী উন্মাদিনী—ও আমাদের,—"প্রাণ গোরা রায়
কৃষ্ণ-প্রেম-পাগলিনী—ও আমাদের—প্রাণ গোরা রায়
বিহরে,—ব্রজপুরে যমুনা-তীরে,—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

"হরিণ আসিয়া সুখে, ফেণ পিয়ে প্রভু-মুখে গো,"

ফেণ নয় সে প্রেম বটে

সৌভাগ্যের সীমা নাই রে

যুগলের অধরামৃত পান-করে—সৌভাগ্যের সীমা নাই রে

"নেত্রজল পক্ষীগণ সুখে আসি খায় গো।"

প্রেমসুখে ভাসি যায় তারা

যুগল-অধরামৃত পিয়ে—প্রেমসুখে ভাসি যায় তারা

"নেত্রজল পক্ষীগণ সুখে আসি খায় গো।"

ও আমাদের,—"**প্রাণ গোরা রায়।**"

"মৃগমৃগীর গলা ধরি, কাঁদেন গৌরাঙ্গ-হরি গো,"

কোথায় আছে দেখাও হে

চিতচোর-বংশীধারী—কোথায় আছে দেখাও হে

"মৃগের পুলক-নয়নে অশ্রুধারা বয় গো।"

সবাই,—যুগল-প্রেমের অধিকারী

ব্রজের,—পশু-পাখী-গুল্মলতাদি-করি—সবাই,—যুগল-প্রেমের অধিকারী

মৃগমৃগী প্রেমে বিভোর

গৌরাঙ্গ-পরশ পেয়ে—মৃগমৃগী প্রেমে বিভোর

"মৃগের পুলক-নয়নে অশ্রুধারা বয় গো।"

ও আমাদের,—"**প্রাণ গোরা রায়।।**"

"হাসে কাঁদে নাচে পড়ে, হরি বলে উচ্চৈঃস্বরে গো,"

মহা,—ভাব-উন্মাদনার ভরে

ও তো হরি বলা নয় গো

বিরহেতে হায় হায় করে—ও তো হরি বলা নয় গো

"নিকুঞ্জের দ্বারে আসি মহাতাপ উদয় গো।"

এই ত নিভৃত-নিকুঞ্জ হেরি

কোথা প্রাণের বংশীধারী—এই ত নিভৃত-নিকুঞ্জ হেরি

"নিকুঞ্জের দ্বারে আসি মহাতাপ উদয় গো।"

ও আমাদের,—"**প্রাণ গোরা রায়।।**"

কৃষ্ণ-প্রেমে পাগলিনী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

আজ,—ভাবিনীর ভাবে ভোরা—ও আমাদের, প্রাণ গোরা রায়

কৃষ্ণ-বিরহ-বিধুরা—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

কৃষ্ণ-বিরহ-অধীরা—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

হা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কাঁদে

কান্নার প্রতিদান দিতে—হা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কাঁদে

"কুঞ্জে কুঞ্জে অন্বেষিয়া, ফিরে ব্যাকুলিত হইয়া গো,

হইলেন কাহাকে দেখি আনন্দ-হৃদয় গো।"

ভাবাবেশে গৌরকিশোরী

হেরি প্রাণের বংশীধারী—ভাবাবেশে গৌরকিশোরী

"হইলেন কাহাকে দেখি আনন্দ-হৃদয় গো।"

ও আমাদের—**"প্রাণ গোরা রায়।।"**

বিহরে-ব্রজবনে বিরহিণী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

কৃষ্ণ,—বিরহিণী উন্মাদিনী—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

"সর্বত্র প্রছন্নভাবে, সেবা করি কতরূপে গো,"

সেবাশক্তি নিতাই আমার,—**"সর্ব্বত্র প্রছন্নভাবে,"**

সেবা বিগ্রহ নিতাই আমার

মহা,—ভাবনিধি প্রাণগৌরাঙ্গের— সেবাবিগ্রহ নিতাই আমার

"সর্ব্বত্র প্রচ্ছন্নভাবে, সেবা করি কতরূপে গো,

আমলী-তলাতে হইল বেকত নিতাই গো।"

আর কি নিতাই রইতে পারে

প্রাণ,—গৌর-কিশোরীর বিরহ দেখি—আর কি নিতাই রইতে পারে

'প্রাণ,—গৌর-কিশোরীর বিরহ দেখি'—

সেবক নিতাই মহাদুঃখী—প্রাণ,—গৌর-কিশোরীর বিরহ দেখি

চাঁদ,—নিতাই আমার সকলি জানে

প্রাণগৌরাঙ্গের,—যখন যে ভাব উঠে মনে—চাঁদ,—

নিতাই আমার সকলি জানে

আসি দাঁড়াইল সম্মুখে

বিরহ-শান্তির অনুকূলরূপে—আসি দাড়াইয়া সম্মুখে

'বিরহ-শান্তির অনুকূলরূপে'—

বিরহিণী গৌর-কিশোরীর—বিরহ-শান্তির অনুকূলরূপে

আসি দাঁড়াইল সম্মুখে
জড়ায়ে ধরিল গৌরহরি
বাহু পসারি কৈলা কোলে
বিরহিণী গৌর-কিশোরীকে—বাহু পসারি কৈলা কোলে
আইস,—আইস প্রাণ আইস ব'লে—বাহু পসারি কৈলা কোলে

'আমলী-তলাতে হইল বেকত নিতাই গো।"

"ও আমাদের—**প্রাণ গোরা রায়।"**

"আমলী-তলাতে আসি, বসিলেন গোরাশশী গো,"

বিরহিণী কেমন ক'রে বসে
বিরহ-শান্তি না হইলে—বিরহিণী কেমন ক'রে বসে
বিরহিণী কেমনে ব'সবে
বিরহেতে কৃষ্ণ খুঁজ্‌ছে—বিরহিণী কেমনে ব'স্‌বে
তাঁরে বুঝি পেয়েছে
যাঁরে,—বনে বনে খুঁজ্‌তেছিল—তাঁরে বুঝি পেয়েছে
আজ তাঁরে পেয়েছে
নিতাইকে বুকে ধ'রে—আজ তাঁরে পেয়েছে
গৌর,—বিরহিণীর বিরহ শান্তি হ'ল
নিতাইচাঁদ সম্মুখে পেল—গৌর,—বিরহিণীর বিরহ শান্তি হ'ল

"আমলী-তলাতে আসি বসিলেন গোরাশশী গো,
শ্রীযমুনার শোভা দেখি মহাসুখোদয় গো।"

আনন্দ আর ধরে না
রাস,—রজনীতে যমুনা হেরি—আনন্দ আর ধরে না

"শ্রীযমুনার শোভা দেখি মহাসুখোদয় গো।"

ও আমাদের,—**"প্রাণ গোরা রায়**

"কৃষ্ণলীলার পুরাতন, আমলীবৃক্ষ মনোরম গো,"
এত বলি বৃক্ষ ধরি আলিঙ্গন করয় গো।"

বৃক্ষ ধরি আলিঙ্গন করে
তার,—অঙ্গ-পরশ পেয়েছে ব'লে—বৃক্ষ ধরি আলিঙ্গন করে

অঙ্গ-সঙ্গ ভোগ করে

আমলী-তরু জড়ায়ে ধ'রে—অঙ্গ-সঙ্গ ভোগ করে
বিরহিণী গৌর-কিশোরী—অঙ্গ-সঙ্গ ভোগ করে
আমলীকে বুকে ধ'রে—অঙ্গ-সঙ্গ ভোগ করে

আমলীবৃক্ষে গৌর করে কোলে
বিরহিণী করে কোলে

কৃষ্ণলীলা দেখেছে ব'লে—বিরহিণী করে কোলে

"এত বলি বৃক্ষ ধরি আলিঙ্গন করয় গো।"
ও আমাদের,—"প্রাণ গোরা রায়।।"

"শ্রীযমুনার দরশনে, অতীব আনন্দ-মনে গো,
গণসহ গোরা বৃক্ষ-মূলেতে বৈসয় গো।"

অতীব-আনন্দ -মনে

শ্রীযমুনা দরশনে—অতীব-আনন্দ-মনে
বসিলেন গোরা গণ-সনে—অতীব-আনন্দ-মনে

বসিলেন গোরা গণ-সনে

বৃক্ষ-মূল করি অবলম্বনে—বসিলেন গোরা গণ-সনে

"গণসহ গোরা বৃক্ষমূলেতে বৈসয় গো।
ও আমাদের,-প্রাণ গোরা রায়।।"

"অতীব-আনন্দ-চিতে, ভ্রমে রাস-রজনীতে গো,
হয়ে রাস-রসে উনমত আনন্দে নাচয় গো।"

অমনি,—ভাবনিধির মনে জাগ্‌ল

রাস-রজনী হে'রে—অমনি,—ভাবনিধির মনে জাগ্‌ল
পূর্ণিমার চাঁদ হে'রে—অমনি,—ভাবনিধির মনে জাগ্‌ল
বিবর্ত্তদশায়—অমনি,—ভাবনিধির মনে জাগ্‌ল

আমি আজ রাস করিব

এই তো দেখি রাস-রজনী—আমি আজ রাস করিব
ভাবনিধির মনে জাগ্‌ল—আমি আজ রাস করিব

কা'রে লয়ে রাস করিবে

নূতন নূতন স্বরূপ চাই

নবস্বরূপ বনেছে তাই—নূতন নূতন স্বরূপ চাই

কা'র সঙ্গে রাস করিবে

এ যে অপূর্ণ-পূর্ণলীলা—কা'র সঙ্গে রাস করিবে,

বুঝি,—তাদের ল'য়ে রাস করিবে

যারা রাস পেয়েছিল—বুঝি,—তাদের ল'য়ে রাস করিবে

এবার, —শুধু তাদের নিয়ে নয়

এবার,—রাই কানু মিলেছে

আসিয়াছে বিষয় আবেশ

হয়ে গেছে রাসবিহারী

রাস-রজনী হেরি'— হয়ে গেছে রাসবিহারী

মহাভাবে মাতা স্বরূপ—হয়ে গেছে রাসবিহারী

গৌর হয়েছে রাসবিহারী

বিবর্ত্তদশায়—গৌর হয়েছে রাসবিহারী

রাস-রজনী হেরি'—গৌর হয়েছে রাসবিহারী

আজ গৌর রাস ক'র্বে

যারা, —রাস পায় নাই তাদের সঙ্গে—আজ গৌর রাস ক' রবে

কয়জনে বা পেয়েছিল

মধুর-বৃন্দাবনে রাস—কয়জনে বা পেয়েছিল

তারাই ত রাস পেয়েছিল

জনকতক, —বাছাবাছি ব্রজনারী—তারাই ত রাস পেয়েছিল

তারাই ত বাদ পড়েছিল

যত পুরুষ দেহধারী—তারাই ত বাদ পড়েছিল

স্থাবর-জঙ্গম-গুল্মলতা—তারাই ত বাদ পড়েছিল

কার সঙ্গে রাস করিবে

নবরসের সঙ্গী চাই

রাসবিহারী রাস করিবে—নবরসের সঙ্গী চাই

এ যে,—নিগূঢ় গৌরাঙ্গ-লীলা
অপূর্ণ সাধ পূর্ণ ক'র্‌বে
যারা,—ব্রজে আছে তারা সঙ্গে আছে
তাদের সঙ্গে রাস করিবে
এবার, —অপূর্ণ পূর্ণ হবে—তাদের সঙ্গে রাস করিবে
যারা, —ব্রজে রাস পায় নাই
স্থাবর-জঙ্গম, —গুল্মলতা-আদি করি'—যারা,—ব্রজে রাস পায় নাই
এবার,—তাদের ল'য়ে রাস করিবে
ব্রজের যত,—স্থাবর-জঙ্গম-গুল্মলতা—এবার,—তাদের ল'য়ে রাস করিবে
এই ত রহস্য বটে
সকলেই রাধার বিভূতি
ব্যাপক হ'ল বৃন্দাবন
রাধার,—বিভূতিতে ব্রজবন—ব্যাপক হ'ল বৃন্দাবন
বৃন্দাবন রাধার ব্যাপ্তি
ব্যাপক রাধা—বৃন্দাবন রাধার ব্যাপ্তি
ব্যাপক রাধা,—তার, বৃন্দাবন ব্যাপ্তি বটে
সকলই ত রাধার ব্যাপ্তি
বৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গম,—গুল্মলতা—আদি করি'—সকলই ত রাধার ব্যাপ্তি
একলা,—পুরুষ কৃষ্ণ আর সব প্রকৃতি—সকলই ত রাধার ব্যাপ্তি
বৃন্দাবনের,—সবাই তার অংশ বিভূতি—সকলই ত রাধার ব্যাপ্তি
সবাই,—শ্রীকৃষ্ণের সেবাপরায়ণ
ব্রজের যত স্থাবর-জঙ্গম—সবাই,—শ্রীকৃষ্ণের সেবাপরায়ণ
তাদের,—স্বরূপ-আবরণ ঘুচে গেল
বৃন্দাবনের যত স্থাবর-জঙ্গম,—গুল্মলতা-পশুপাখী—তাদের,—
স্বরূপ-আবরণ ঘুচে গেল
সবার স্বরূপ জাগ্‌ল
স্বরূপ জাগান স্বরূপ দে'খে—সবার স্বরূপ জাগ্‌ল

সবাই হ'ল গোপনারী

যত,—তরুলতা পশুপাখী—সবাই হ'ল গোপনারী

বৃন্দাবনে রাস করে

গৌর,—রাসবিহারী রাস করে

বিবর্ত্ত গৌর— গৌর,—রাসবিহারী রাস করে

সবাকারে গোপী ক'রে—গৌর,—রাসবিহারী রাস করে

'সবাকারে গোপী ক'রে'—

স্থাবর-জঙ্গম-গুল্মলতা—সবাকারে গোপী ক'রে

গৌর,—রাসবিহারী রাস করে

গৌরহরি রাস করে

যারা,—পায় নাই তাদের গোপী ক'রে—গৌরহরি রাস করে

বিহরে গোরা রাসবিহারী

নিজ,—পারিষদ্ গোপী সঙ্গে করি'—বিহরে গোরা রাসবিহারী

রাস-রজনী-হেরি'—বিহরে গোরা রাসবিহারী

সবাই,—রাসরসে উনমত

গৌরাঙ্গ-নটন হেরি'—সবাই,—রাসরসে উনমত

গোরা,—হেলে দুলে প্রেমতরঙ্গে

যায় রে গোরা রাসবিহারী

স্থাবর-জঙ্গম,—গুল্মলতা গোপী করি'—যায় রে গোরা রাসবিহারী

এই ব্রজের,—গুল্মলতা গোপী করি'—যায় রে গোরা রাসবিহারী

একলা পুরুষ গৌরহরি

বিবর্ত্ত-বিলাস-রঙ্গে—একলা পুরুষ গৌরহরি

স্থাবরজঙ্গম,—গুল্মলতা সবাই নারী—একলা পুরুষ গৌরহরি

হেলে দুলে প্রেমতরঙ্গে

গুল্মলতা,—স্থাবর-জঙ্গম-সঙ্গে—হেলে দুলে প্রেমতরঙ্গে

তাদের স্বরূপ জাগাইয়ে

আপনস্বরূপ দেখাইয়ে—তাদের স্বরূপ জাগাইয়ে

গৌর,—রাসবিহারী রাস করে

ব্রজজনে গোপী ক'রে—গৌর,—রাসবিহারী রাস করে

রাস করে গৌর রাসবিহারী

স্থাবর-জঙ্গম,—গুল্মলতা গোপী করি'—রাস করে গৌর রাসবিহারী

"হয়ে রাসরসে উনমত আনন্দে নাচয় গো।"

ও আমাদের,—"**প্রাণ গোরা রায়।।**"

বিহরে রাস,—রজনীতে গোপী-সঙ্গে—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

স্থাবর-জঙ্গম,—গুল্মলতা গোপী ক'রে—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

রাস,—রজনীতে রাস করে—ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়

"গৌরাঙ্গের নটন দেখি,' স্থাবর-জঙ্গম মহাসুখী গো,
হেলে দুলে প্রেমতরঙ্গে আনন্দে নাচয় গো।"

ও আমাদের—"**প্রাণ গোরা রায়।।**"

নাচে, রসের গোরা হেলে দুলে

নাচে, গোরা,—রাসবিহারী হেলে দুলে

নব নব গোপী মেলে—নাচে গোরা,—রাসবিহারী হেলে দুলে

"হেলে দুলে প্রেমতরঙ্গে আনন্দে নাচয় গো।"

ও আমাদের,—"**প্রাণ গোরা রায়।।**"

"স্থাবর-জঙ্গম-সঙ্গে নাচে গোরা প্রেমতরঙ্গে গো,
রাস-রজনীর শোভা কোটিগুণ বাঢ়য় গো।"

এই মধুর-বৃন্দাবনে

সকলই যে রাধার শক্তি

বৃন্দাবন যে রাধার ব্যাপ্তি—সকলই যে রাধার শক্তি

সকলই রাধার ব্যাপক হয়

ব্রজভূমি ব্যাপকময়—সকলই রাধার ব্যাপক হয়

স্থাবর-জঙ্গম-গুল্মলতা—সকলই রাধার ব্যাপক হয়

সবার গোপীভাব জাগা'য়ে

স্থাবর-জঙ্গম-গুল্মলতা—সবার গোপীভাব জাগা'য়ে

সবাই আবরণে ছিল

গুপত ব্যাকত হইল

গুপত গৌরাঙ্গ-লীলায়—গুপত ব্যাকত হইল

গৌর-স্বরূপের সার্থকতা হ'ল

বৃক্ষলতা গোপী হ'ল—গৌর-স্বরূপের সার্থকতা হ'ল

স্থাবর-জঙ্গম,—গুল্মলতা গোপী হ'ল—গৌর-স্বরূপের সার্থকতা হ'ল

বিহরে গোরা রাস-রঙ্গে

বিহরে,—রসের গোরা রাস-রঙ্গে

রাস-রজনীতে বিহরে—রসের গোরা রাস-রঙ্গে

স্থাবর-জঙ্গম-গোপী-সঙ্গে—বিহরে,—রসের গোরা রাস-রঙ্গে

সবাকার,—গোপী-স্বভাব জাগাইতে

যার তরে,—গৌর-স্বরূপ এসেছে

এসেছে গৌরাঙ্গ-রূপেতে

সবাকার,—গোপীভাব জাগাইতে—এসেছে গৌরাঙ্গ-রূপেতে

"রাস-রজনীর শোভা কোটিগুণ বাঢ়য় গো।"

"ও আমাদের,—প্রাণ গোরা রায়।।"

"গৌর আসি ব্রজপুরে, রাসরসের বন্যা করে গো,"

এই ব্রজ,—রাস-রসের পরিণতি

গৌর আসি ব্রজে রাস-রঙ্গে

"স্থাবর-জঙ্গম গোরা ভাবেতে ডুবায়গো।"

সবাই গোপীভাবে মাতা

স্থাবর-জঙ্গম-গুল্মলতা—সবাই গোপীভাবে মাতা

"স্থাবর-জঙ্গম গোরা ভাবেতে ডুবায় গো।।"

ও আমাদের,—**"প্রাণ গোরা রায়।।"**

"নিধুবন নিকটে আসি, আনন্দেতে গোরাশশী গো,

হেমদণ্ড বাহু তুলি উন্মত্ত নাচয় গো।"

"নিধুবন নিরখিয়া, পূর্ব্বলীলা স্মঙরিয়া গো,

ভাবের আবেশে গোরা উল্লসিত হয় গো।"

ও আমাদের,—**"প্রাণ গোরা রায়।।"**

সেই গৌর এল রে

আজ,—সেই গৌর ব্রজে এলো

প্রাণ কিশোরী,—যাঁরে স্বপ্নে দেখে ছিল—আজ,—সেই গৌর ব্রজে এলো

আজ,—সেই গৌর ব্রজে বিহরে

যাঁরে স্বপ্নে দেখেছিল—আজ,—সেই গৌর ব্রজে বিহরে

যাঁরে স্বপ্নে দেখেছিল'—

আমাদের প্রাণকিশোরী—যাঁরে স্বপ্নে দেখেছিল

এই,—নিধুবনে স্বপ্নে দেখেছিল—যাঁরে স্বপ্নে দেখেছিল

দেখে মুগ্ধ হয়েছিল

শ্যাম,—নাগরের কাছে বলেছিল

আমাদের প্রাণকিশোরী—শ্যাম,—নাগরের কাছে বলেছিল

হা—পরাণ বঁধু এ কি হ'লো

আমি,—স্বপনেতে দেখ্‌লাম

এক,—গৌরবর্ণ যুবা পুরুষ—আমি,—স্বপনেতে দেখ্‌লাম

আমার চিত চুরি কৈল

সেই,—গৌরবর্ণ যুবা পুরুষ—আমার চিত চুরি কৈল

প্রাণকিশোরী,—কেঁদে আকুল হ'য়ে বলে

হায়,—পরাণ বঁধু আমার এ কি হ'লো—প্রাণকিশোরী,—কেঁদে আকুল হ'য়ে বলে

কেন,—পরপুরুষে মতি গেল

আমি,—তোমা বিনে আন জানি না

শয়নে স্বপনে জাগরণে—আমি,—তোমা বিনে আন জানি না

কেন,—আন-পুরুষে স্বপনে দেখ্‌লাম

আমি তোমা হারাইয়ে—কেন,—আন-পুরুষে স্বপনে দেখ্‌লাম

গৌর-স্বরূপ দেখাইল

কিশোরীর মন শান্তির লাগি—গৌর-স্বরূপ দেখাইল

গৌরাঙ্গ স্বরূপ হ'লো

প্রাণকিশোরীর সঙ্গে মিলে—গৌরাঙ্গ স্বরূপ হ'লো

এই ত নিধুবনের কথা
সেই গৌর এলো রে
যে,—কিশোরীর মন চুরি কৈল—সেই গৌর এলো রে
প্রাণভ'রে বল ভাই
চিতচোরা প্রাণগোরা
ওগো আমাদের প্রাণগোরা
রাই-কিশোরীর চিতচোরা—ওগো আমাদের প্রাণগোরা
রসময় প্রাণগোরা
রাই-কিশোরীর চিতচোরা—রসময় প্রাণগোরা
সেই,—প্রাণগৌর ব্রজে এলো
এই নিধুবনে যে,—কিশোরীর চিত চুরি কৈল—সেই,—
প্রাণগৌর ব্রজে এলো
প্রাণগৌর এলো রে

"নিধুবন নিরখিয়া, পূর্ব্বলীলা স্মঙরিয়া রে,
ভাবের আবেশে গোরা উল্লসিত হয় গো।"

আজ,—সেই গৌর এলো রে
যে,—কিশোরীর মন চুরি করেছিল—আজ,—সেই গৌর এলো রে
প্রাণগৌর এলো রে
শ্রীরূপ-হৃদ্‌কেতন—প্রাণগৌর এলো রে
প্রাণগৌর ব্রজে এলো
শ্রীসনাতনের গতি—প্রাণগৌর ব্রজে এলো
প্রাণগৌর ঘরে এলো
শ্রীগোপালভট্টের পরাণ—প্রাণগৌর ঘরে এলো
'শ্রীগোপালভট্টের পরাণ'—
রাধারমণ-গৌরাঙ্গ—শ্রীগোপালভট্টের পরাণ
প্রাণগৌর এল রে
শ্রীগোপালভট্টের পরাণ—প্রাণগৌর এল রে

প্রাণগৌর ব্রজে এলো

শ্রীগোপালভট্টের পরাণ—প্রাণগৌর ব্রজে এলো

প্রাণগৌর এল রে

শ্রীলোকনাথের হৃদ্‌বিহারী—প্রাণগৌর এল রে

শ্রীজীব-জীবন-ধন—প্রাণগৌর এল রে

প্রাণগৌর ব্রজে বিহরে

স্থাবর-জঙ্গম,—গুল্মলতা গোপী ক'রে—প্রাণগৌর ব্রজে বিহরে

ব্রজে বিহরে,—প্রাণ গোরা রায়

স্থাবর-জঙ্গম প্রেমে মাতায়—ব্রজে বিহরে,—প্রাণ গোরা রায়

প্রাণগৌর ব্রজে এলো

মহা,—রাস-রসের পরিণতি—প্রাণগৌর ব্রজে এলো

প্রাণগৌর ব্রজে বিহরে

মহাভাব,—প্রেমরস-ঘনাকৃতি—প্রাণগৌর ব্রজে বিহরে

মহা,—রাস-বিলাসের পরিণতি—প্রাণগৌর ব্রজে বিহরে

ব্রজে বিহরে প্রাণগোরা

প্রাণকিশোরীর চিতচোরা—ব্রজে বিহরে প্রাণগোরা

প্রাণগৌর এলো রে

শ্রীযমুনার তীরগতা—প্রাণগৌর এলো রে

প্রাণগৌর এলো রে

দাস,—রঘুনাথের সাধনের ধন—প্রাণগৌর এলো রে

শ্রীরঘুনাথভট্টের পরাণ—প্রাণগৌর এলো রে

স্বরূপের সরবস—প্রাণগৌর এলো রে

রামরায়ের চিতচোরা—প্রাণগৌর এলো রে

প্রকাশানন্দের নয়নানন্দ—প্রাণগৌর এলো রে

সার্বভৌমের চৈতন্যদাতা—প্রাণগৌর এলো রে

প্রাণগৌর এলো ঘরে

গোরা,—রাসবিহারী এলো ঘরে

রাস-রসের বন্যা ক'রে—গোরা,—রাসবিহারী এলো ঘরে
স্থাবর-জঙ্গম গোপী ক'রে—গোরা,—রাসবিহারী এলো ঘরে
প্রাণগৌর রাস করে
জয় জয় গোরা-রাসবিহারী
স্থাবর,—জঙ্গম কৈল গোপনারী—জয় জয় গোরা-রাসবিহারী
স্থাবর,—জঙ্গম-প্রেমোন্মত্তকারী—জয় জয় গোরা-রাসবিহারী
বল ভাই সবে গরব কোরে
শ্রীগুরু-চরণ হৃদে ধ'রে—বল ভাই সবে গরব কোরে
জগভরি' সকলি নারী
একলা পুরুষ গৌরহরি—জগভরি' সকলি নারী
বল সবে প্রাণভরি'
রাসরজনী হেরি,' ব্রজে,—রাস কৈলা গৌরহরি—বল সবে প্রাণভরি'
এই নাম আমাদের এত দিল
শ্রীগুরুদেব দিয়েছেন
সন্ধান ত জা'ন্‌তাম না
কৃপা ক'রে ব'লে দিলেন
শ্রীগুরুদেব নিজগুণে—কৃপা ক'রে ব'লে দিলেন
এই নাম কর,—নাম সকলি দিবে
প্রাণভ'রে গাইব
শ্রীগুরু-কৃপাদত্ত এই নাম—প্রাণভ'রে গাইব

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।"
"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল"

হাওড়া সমাজ শ্রীশ্রীনদের নিমাই মন্দিরে কীর্ত্তন।

(১লা মাঘ)

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল।।"

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।"

জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম

ভাই রে এই ত,—কলিযুগের মহামন্ত্র—জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম

ঘোর-কলিযুগের,—পরিত্রাণের মূলমন্ত্র—জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম

কলি,—যুগোচিত এই নাম ধর্ম্ম

হ'লেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য

অদ্বয়-ব্রহ্ম-নন্দনন্দন—হ'লেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য

বলরাম নিত্যানন্দ

বিলাসের তনু—বলরাম নিত্যানন্দ

মহাবিষ্ণু শ্রীঅদ্বৈত

পরতত্ত্ব-নির্দ্দেশক-স্বরূপ— মহাবিষ্ণু শ্রীঅদ্বৈত

সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ

প্রচারিতে নিজ-নামধর্ম্ম—সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ

'প্রচারিতে নিজ-নামধর্ম্ম"—

আস্বাদিতে রাধা-প্রেমমর্ম্ম—প্রচারিতে নিজ-নামধর্ম্ম

সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ

একে একে আসি' মিলিলা সবে

তিন-যুগের ভকত যত—একে একে আসি' মিলিলা সবে

'তিন-যুগের ভকত যত'—

মধুর-অনাস্বাদ অতৃপ্ত—তিন-যুগের ভকত যত

একে একে আসি' মিলিলা সবে

মধুর-রস আস্বাদনের লোভে—একে একে আসি' মিলিলা সবে

'মধুর-রস আস্বাদনের লোভে'—

চিরকালের অনর্পিত—মধুর-রস আস্বাদনের লোভে

শ্রীচৈতন্য,—কল্পতরুর ছায়ায় ব'সে—মধুর-রস আস্বাদনের লোভে

একে একে আসি' মিলিলা সবে

অপূর্ণ-সাধ পূরাইতে—একে একে আসি' মিলিলা সবে

"মিলিলা সকল ভক্ত বহি নিত্যানন্দ।

নিত্যানন্দ না পাইয়া কাঁদে গৌরচন্দ্র।।"

খেলা প্রাণে জাগে না

না দেখিলে নিতাই-সোণা—খেলা প্রাণে জাগে না

তাই,—**"নিত্যানন্দ না পাইয়া কাঁদে গৌরচন্দ্র।।"**

আসি',—মিলিলা নিতাই কতদিনে

প্রাণগৌরাঙ্গের আকর্ষণে—আসি',—মিলিলা নিতাই কতদিনে

নাম-প্রেম-প্রচার হইল আরম্ভ

নিত্যানন্দ-হরিদাস-দ্বারে—নাম-প্রেম-প্রচার হইল আরম্ভ

নাম-প্রেম-প্রচার-কালে

করিলেন প্রভু কাজি-দলন

জগাই-মাধাইকে কৈল নিজজন

তাদের দুর্ব্বৃত্ততা ঘুচাইয়ে—জগাই-মাধাইকে কৈল নিজজন

পতিত হইল পতিতপাবন—জগাই-মাধাইকে কৈল নিজজন

জগাই-মাধাই উদ্ধার হ'ল

প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ল

লীলাবিগ্রহ-গৌরহরির—প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ল

স্বমাধুরী,—আস্বাদনের সাধ মনে জাগিল—প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ল

চলিলেন প্রভু নদীয়া ছাড়ি

সন্ন্যাস,—অঙ্গীকার ক'র্‌ব মনে করি'—চলিলেন প্রভু নদীয়া ছাড়ি

উপনীত হ'লেন কণ্টন-নগরে

শ্রীকেশব-ভারতীর দ্বারে—উপনীত হ'লেন কণ্টক-নগরে

করিলেন সন্ন্যাস অঙ্গীকার

শ্রীকেশবভারতী গুরু করি' স্বীকার—করিলেন সন্ন্যাস অঙ্গীকার

উড়ায়ে পতিত-পাবন-বাণা

জাগাই-মাধাই-উদ্ধার-লীলায়—উড়ায়ে পতিত-পাবন-বানা

সন্ন্যাসী সাজ্‌লেন গৌরাঙ্গ-সোনা

কণ্টক-নগরে হইল ঘোষণা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম—কণ্টক-নগরে হইল ঘোষণা

এই দিনে সন্ন্যাস-লীলায়—কণ্টক-নগরে হইল ঘোষণা

ভক্ত-হৃদয়-বিদারণ-লীলায়—কণ্টক-নগরে হইল ঘোষণা

হ'ল শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্য নাম

দিতে,—রাধাপ্রেমের প্রতিদান—হ'ল শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্য নাম

ঐ নামই স্বরূপ ব'লে দিছে

অনুভব কর ভাই রে

শ্রীগুরু-চরণ হৃ'দে ধ'রে—অনুভব কর ভাই রে

তারই ত চৈতন্য নাম

কিশোরী-জড়িত শ্যাম—তারই ত চৈতন্য নাম

তখনি চৈতন্য আখ্যা

শ্যামসুন্দর যখন শ্রীঢাকা—তখনি চৈতন্য আখ্যা

শ্রীচৈতন্য আখ্যা তখন

রাধাভাবে বিভাবিত শ্যাম যখন—শ্রীচৈতন্য আখ্যা তখন

ভারতী রাখ্‌লেন এ নাম

দৈববাণী শুনে—ভারতী রাখ্‌লেন এ নাম

ভারতীর ইঙ্গিত পেয়ে—ভারতী রাখ্‌লেন এ নাম

সাজিলেন সন্ন্যাসী-বেশে

সবাই বলে গৌর সন্ন্যাসী হ'ল

সে কেন সন্ন্যাসী হবে

তবে একবার,—মনে বাসনা উঠেছিল
পাষণ্ডীর ব্যবহার দে'খে—তবে একবার,—মনে বাসনা উঠেছিল
আমি যদি সাধু হ'তাম
সবাই ক'রত দণ্ডবৎ প্রণাম
যারা আমায় নিন্দা কর্‌ছে—তারা,—সবাই ক'র্‌ত দণ্ডবৎ প্রণাম
তা'দের অপরাধ ক্ষালন হ'য়ে যেত
সাধুবুদ্ধিতে মর্য্যাদা দিত—তা'দের অপরাধ ক্ষালণ হ'য়ে যেত
একবার,—মনে এ সাধ হয়েছিল
সঙ্গে আছেন সেবা-বিগ্রহ
তাঁর,—হৃদয়ে হ'ল প্রতিফলিত
সেবা-বিগ্রহ নিতাইচাঁদের—হৃদয়ে হ'ল প্রতিফলিত
গৌরের সাধ হ'য়ে মুর্ত্তিমন্ত—হৃদয়ে হ'ল প্রতিফলিত
অমনি,—সাজ্ এসে দাঁড়াল সম্মুখে
অভিন্নতনু শ্রীনিত্যানন্দ—অমনি,—সাজ্ এসে দাঁড়াল সম্মুখে
বলে,—সাধু সাজ্‌তে সাধ হয়েছে
প্রাণে প্রাণে বুঝেছি—বলে,—সাধু সা'জ্‌তে সাধ হয়েছে
তাতে তোমার ভাবনা কিসের
তুমি ত বলেছ শ্রীমুখে
তোমার যতেক কাজ আমা হ'তে—তুমি ত বলেছ শ্রীমুখে
তুমি থাক আপন ভোগে
আমি,—সাধু সাজাব তোমাকে—তুমি থাক আপন ভোগে
তোমার সাজ্ ত আমি বটে
এই যে আমি থা'ক্‌লাম উপরে
তোমার মনোমত বেশ ধ'রে—এই যে আমি থাক্‌লাম উপরে
এই বেশ জগৎ উদ্ধার ক'র্‌বে
তোমার,—নাম-প্রেমে বিশ্ব ভ'র্‌বে—এই বেশ জগৎ উদ্ধার ক'র্‌বে

কোন,—চিন্তা নাই তোমার নদের নিমাই
তোমার,—সব-কাজ ক'র্‌বে নিতাই—কোন,—
চিন্তা নাই তোমার নদের নিমাই
সব সমাধান কর্‌ব
তোমায় বুকে ধ'রে আমি—সব সমাধান ক'র্‌ব
তোমার চির আজ্ঞা জেনে—সব সমাধান ক'র্‌ব
তুমি,—আশ-মিটায়ে সে ভোগ কর
যে ভোগ ক'র্‌তে এসেছ—তুমি,—আশ-মিটায়ে সে ভোগ কর
এক-কাজে অনেক কাজ
সেবা-বিগ্রহ নিতাই-চাঁদের—এক-কাজে অনেক কাজ
বেশরূপে দিলেন আবরণ
তাতে,—বাদী নিরস্ত হ'য়ে গেল
বাদীপক্ষ ত সঙ্গেই আছে
ব্রজের জটিলা কুটিলা—বাদী-পক্ষ ত সঙ্গেই আছে
ব্রজজন ত সবাই এসেছে—বাদী-পক্ষ ত সঙ্গেই আছে
আগে,—নাম লইতে ছিল মানা
ব্রজে,—যুগলের পরস্পরের—আগে,—নাম লইতে ছিল মানা
বাদীগণ দিত হানা
কত কথা কইত নানা
বাদীগণ বিরোধী হ'য়ে—কত কথা কইত নানা
এখন পরস্পর,—বুকে ধ'রে ফিরছে সদা
আগে,—নাম লইতে ছিল বাধা—এখন পরস্পর,—বুকে ধ'রে ফির্‌ছে সদা
কখনও রাধাভাবের প্রকাশ
কখনও কৃষ্ণভাবের প্রকাশ
এই দুই-ভাবের প্রকাশ দেখে
রাইকানু-মিলিত গৌর-স্বরূপে—এই দুই-ভাবের প্রকাশ দেখে
যদি তারা ধ'রে ফেলে
তবে ত ভোগে বাধা প'ড়্‌বে

তাই,—নিতাই দিলেন আবরণ
সন্ন্যাস বেশরূপে—তাই,—নিতাই দিলেন আবরণ
এই ত,—সন্ন্যাসের গূঢ়-রহস্য ভাই
নিতাই,—আছেন সন্ন্যাসীবেশ ধরি'
আবরণ করি' প্রাণ-গৌরহরি—নিতাই,—আছেন সন্ন্যাসীবেশ ধরি'
আর কেউ লখিতে নারে
সবাই দেখ উপরে উপরে
ভিতরের রহস্য কেউ জান্‌তে নারে
যুগল যে স্বচ্ছন্দে বিহরে—এই,—ভিতরের রহস্য কেউ জান্‌তে নারে
এই ত এক কথা বটে
আরও রহস্য আছে ভাই
স্বপ্নবিলাস-লীলায় বর্ণন আছে
একদিন দেখ্‌লেন স্বপনে
রাই-কিশোরী নিধুবনে—একদিন দেখ্‌লেন স্বপনে
গৌর-আকৃতি সুন্দর-পুরুষ—একদিন দেখ্‌লেন স্বপনে
দেখিলেন তার ব্যবহার
ভূমিতে পাড়েন আছাড়
ভাবোন্মত্ত হ'য়ে বার-বার—ভূমিতে পাড়েন আছাড়
সেই উত্থান-পতন দে'খে
সঙ্কীর্ত্তন-ভাবাবেশে—সেই উত্থান-পতন দে'খে
রাধারাণীর মনে হয়েছিল
প্রাণবঁধুর অঙ্গে লাগ্‌ছে
বার-বার ভূমে আছাড় পড়্‌ছে—প্রাণ-বঁধুর অঙ্গে লা'গ্‌ছে
আমি কি তা সইতে পারি
বঁধুর,—অঙ্গে লাগ্‌তে নাহি দিব
আমি ত উপরে থাক্‌ব—বঁধুর,—অঙ্গে লাগ্‌তে নাহি দিব
পরাণ-বঁধুরে ভিতরে রাখ্‌ব—বঁধুর,—অঙ্গে লাগ্‌তে নাহি দিব

রাই-কিশোরী থাক্‌লেন উপরে

প্রাণবঁধূর অঙ্গ আবরণ ক'রে—রাই-কিশোরী থাক্‌লেন উপরে

এই ত সহজ গৌর-মাধুরী

বঁধুকে,—বুকে ধ'রে আছে রাই-কিশোরী—এই ত সহজ গৌর-মাধুরী

অমনি,—সেবা-শক্তির ক্ষোভ হ'ল

অনঙ্গ প্রাণে সইল না

ব্যথা পায় রাই-সোণা—অনঙ্গ প্রাণে সইল না

বলে,—কেন বা আঘাত লাগ্‌তে দিব

প্রাণ-কিশোরীর অঙ্গে—বলে,—কেন, বা আঘাত লা'গ্‌তে দিব

আমি ত উপরে থাক্‌ব

বঁধু,—বুকে ধ'রে রাই ভিতরে থাক্‌বে—আমি ত উপরে থাকব

সেই বাসনা পূরণ হ'ল

সন্ন্যাস-বেশে আবরণ দিতে—সেই বাসনা পূরণ হ'ল

এই ত এক বাসনা পূরণ

আরও এক বাঞ্ছা পূর্ত্তি আছে

রাধার মনে সাধ উঠেছিল

"কালার লাগিয়া আমি হ'ব বনবাসী।
কালা নিল জাতি কুল, প্রাণ নিল বাঁশী।।
কানু-অনুরাগে রাঙা-বসন পরিয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া।।"

রাধার,—এই সাধ পূর্ণ হ'ল

নিতাই,—সন্ন্যাসীবেশে আবরণ দিতে—রাধার,—এই সাধ পূর্ণ হ'ল

নিগম-নিগূঢ় নিধি রে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আমার—নিগম-নিগূঢ় নিধি রে

গৌর সাজ্‌লেন কপট-সন্ন্যাসী

তিনবাঞ্ছা-পূর্ত্তি-অভিলাষী—গৌর সাজ্‌লেন কপট-সন্ন্যাসী

সন্ন্যাস-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে
গৌর হ'লেন শুদ্ধ রাধা
বিকাশ ত হয় নাই

নবদ্বীপে এ স্বভাব—বিকাশ ত হয় নাই
কার্য্যক্রমে গোপনে ছিল—বিকাশ ত হয় নাই

কাটোয়ায় খুলে গেল

নদীয়ায় আবরণ ছিল—কাটোয়ায় খুলে গেল
সন্ন্যাস-লীলা-ছলে—কাটোয়ায় খুলে গেল

হইলেন শুদ্ধ রাধা
শুধু শুদ্ধ রাধা নয়
হইলেন বিরহিণী রাধা

সন্ন্যাস-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে—হইলেন বিরহিণী রাধা
যাতে পূরিবে অপূর্ণ সাধা—হইলেন বিরহিণী রাধা

আমরা বল্‌লে বল্‌তে পারি
শ্রীকেশব ভারতী মহাশয়

গৌর-বাঞ্ছাপূর্ত্তির দ্বারোদ্‌ঘাটক—শ্রীকেশব ভারতী মহাশয়

দরজা খুলে দিলেন

তিনবাঞ্ছা পূরণের—দরজা খুলে দিলেন
গৌর-অন্তরঙ্গ ভারতী মহাশয়—দরজা খুলে দিলেন

ও ত নয় সন্ন্যাস-অঙ্গীকার

বাঞ্ছা-পূর্ত্তির খু'ল্‌ল দ্বার—ও ত নয় সন্ন্যাস-অঙ্গীকার

সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে
একরাত্রি বাস কৈলেন

ভারতী-সঙ্গে কথোপকথনে—এক রাত্রি বাস কৈলেন

পরদিন গৌরহরি
ছুটিলেন বৃন্দাবন-পানে

প্রাণকৃষ্ণ-অন্বেষণে—ছুটিলেন বৃন্দাবন-পানে

কিছুদূর গিয়া প্রভু
বিশ্রাম করিলেন

এক গণ্ডগ্রামে—বিশ্রাম করিলেন

এখনও তার খ্যাতি আছে

বিশ্রাম ক'রেছিলেন ব'লে—এখনও তার খ্যাতি আছে
শ্রীবিশ্রামতলা ব'লে—এখনও তার খ্যাতি আছে

সেখান হ'তে চলিলেন প্রভু
ভ্রমণ করিলেন

তিনদিন রাঢ়দেশে—ভ্রমণ করিলেন
বক্রেশ্বর-আদি-স্থানে—ভ্রমণ করিলেন

সন্ন্যাসের পঞ্চমদিনে
নিতাই-সুন্দর কৌশল করি'
আনিলেন প্রভুকে গঙ্গাতীরে

এই যমুনাতীরে যাব ব'লে—আনিলেন প্রভুকে গঙ্গাতীরে
ভক্ত-বিরহ নিবারণ-তরে—আনিলেন প্রভুকে গঙ্গাতীরে

হ'য়ে গঙ্গাতীরে উপনীত
শুধালেন প্রাণ গৌরহরি

শ্রীগঙ্গাদর্শন করি'—শুধালেন প্রাণ গৌরহরি

এই কি যমুনা হয়

নিতাই বলে হয় হয়—এই কি যমুনা হয়

অবগাহন ক'রলেন প্রভু
উঠি' তীরেতে দাঁড়ালেন

এদিকে আগে পাঠায়েছেন সংবাদ

নিতাই,—শান্তিপুরে সীতানাথে—এদিকে আগে পাঠায়েছেন সংবাদ

আমি ল'য়ে যেতেছি

প্রাণ-গৌরাঙ্গে তোমার ঘরে—আমি ল'য়ে যেতেছি

তুমি এস গঙ্গাতীরে
তাই ত এসেছেন

সীতানাথ নৌকা ল'য়ে—তাই ত এসেছেন

বুঝিতে পারিলেন প্রভু

সীতানাথে প্রশ্ন করি'—বুঝিতে পারিলেন প্রভু

নিতাই ছলনা ক'রেছে
গঙ্গাতীরে ল'য়ে এসেছে

যমুনাতীর ব'লে—গঙ্গাতীরে ল'য়ে এসেছে

ব্যাকুল হইলেন গৌরহরি
কিছুক্ষণে আপনায় সম্বরিলেন

সীতানাথের ব্যাকুলতা দেখি'—কিছুক্ষণে আপনায় সম্বরিলেন

তখন সীতানাথ পরালেন
শুষ্ক-বসন পরালেন

সিক্ত-বসন ত্যাগ করায়ে—শুষ্ক-বসন পরালেন

আনিলেন তাঁরে শান্তিপুরে
আসি',—মিলিলেন—সব নদীয়াবাসী

শচীমাতা সঙ্গে লয়ে—আসি-মিলিলেন সব নদীয়াবাসী

সকলে আসিয়া মিলিল

আর যে ভকত যেখানে ছিল—সকলে আসিয়া মিলিল
গৌর বিরহে জর্জ্জরিত—সকলে আসিয়া মিলিল

প্রভু,—সবারে প্রীতি -সম্ভাষা কৈলেন
সবাই ত ব্যাকুল হ'লেন

সন্ন্যাস-স্বরূপ দেখে—সবাই ত ব্যাকুল হ'লেন

কিছু-পরে স্থির হ'লেন

দেখি' নব-মাধুরী—কিছু-পরে স্থির হ'লেন

শচীমাতা নিলেন ভার

রন্ধন করিবার—শতীমাতা নিলেন ভার

এইরূপে কিছুদিন গেল

শান্তিপুরে পরমানন্দে—এইরূপে কিছুদিন গেল

কিছুদিন-পরে গৌরহরি

শচীমাতা আজ্ঞা ল'য়ে

চলিলেন নীলাচলপুরে

অন্তরঙ্গ,—কয়েকজন সঙ্গে ক'রে—চলিলেন নীলাচলপুরে

'অন্তরঙ্গ,—কয়েকজন সঙ্গে ক'রে,—

শ্রীনিত্যানন্দ-আদি—অন্তরঙ্গ, —কয়েকজন সঙ্গে ক'রে

চলিলেন নীলাচলপুরে

নীলাচলে যাবার পথে

নিতাই, —ক'র্‌লেন প্রভুর দণ্ড ভঙ্গ

না জানি কি আবেশে—নিতাই,—ক'র্‌লেন প্রভুর দণ্ড ভঙ্গ

দণ্ড ক'র্‌লেন তিন-খণ্ড

অনুভব কর ভাই

শ্রীগুরু-চরণ হৃ'দে ধ'রে—অনুভব কর ভাই

কেন ক'র্‌লেন তিন-খণ্ড

নিতাই আমার গৌরহরির দণ্ড—কেন ক'র্‌লেন তিন-খণ্ড

প্রাণে প্রাণে এই ত জাগে

শ্রীগুরুদেবের কৃপায়—প্রাণে প্রাণে এই ত জাগে

নিতাই মনে মনে ভাবে

দণ্ড বিধি ছিল

সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরে —দণ্ড বিধি ছিল

সে তিনযুগের জীব যোগ্য জেনে—দণ্ড বিধি ছিল

এবার আবার দণ্ড কেন

নিতাই মনে মনে ভাবে—এবার আবার দণ্ড কেন।

অযোগ্য কলিজীব—এবার আবার দণ্ড কেন

এ যে কেবল কৃপার যুগ—এবার আবার দণ্ড কেন

তাই,—ক'রলেন প্রভুর দণ্ড ভঙ্গ

দেখাইলেন রুষ্টভাব

বাহিরে প্রাণ-গৌরহরি—দেখাইলেন রুষ্টভাব

কিছুদূর যেতে যেতে
দুর-হ'তে দে'খ্‌তে পেলেন

কমলপুরে এসে—দূর-হ'তে দে'খতে পেলেন
শ্রীমন্দিরের ধ্বজা—দূর হ'তে দে'খ্‌তে পেলেন

নিতাই হ'লেন ভাবাবিষ্ট

শ্রীমন্দিরের ধ্বজা দেখে—নিতাই হ'লেন ভাবাবিষ্ট

এই সুযোগে গৌরসুন্দর
চলিলেন একেশ্বর

"দণ্ডভঙ্গ করি ছলা, আগে পহুঁ চলি গেলা,
ভেটি বারে নীলাচল-নাথ।"

বড় অন্তরঙ্গ কথা
গেলেন প্রভু আগে চ'লে

সার্ব্বভৌমে উদ্ধারিবে ব'লে—গেলেন প্রভু আগে চ'লে

প্রাণগৌরাঙ্গে সঁপে দিলেন

গোপীনাথ-আচার্য্যের করে—প্রাণগৌরাঙ্গে সঁপে দিলেন
গোপীনাথ-আচার্য্যের করে'—
আপনার সম্বন্ধী—গোপীনাথ -আচার্য্যের করে

প্রাণগৌরাঙ্গে সঁপে দিলেন
নিত্য দর্শন করায়ো

ইঁহাকে সঙ্গে ক'রে তুমি—নিত্য দর্শন করায়ো
জগন্ননাথের শ্রীমন্দিরে—নিত্য দর্শন করায়ো

কিছু পরে গৌরহরি
গেলেন কাশীমিশ্রপুরী
আদরেতে ল'য়ে গেলেন

সেখানে ছিলেন কাশীমিশ্র—আদরেতে ল'য়ে গেলেন
নিজঘরে প্রাণগৌরাঙ্গে—আদরেতে ল'য়ে গেলেন

প্রাণগৌরাঙ্গের হইল বসতি

ভাগ্যবান্ কাশীমিশ্রালয়ে—প্রাণগৌরাঙ্গের হইল বসতি

নিজগণ-সংহতি—প্রাণগৌরাঙ্গের হইল বসতি

কিছুদিন পরেতে

গেলেন ঠাকুর হরিদাস

তারে দিলেন নির্জ্জনবাস

তার অভিমত জেনে—তারে দিলেন নির্জ্জনবাস

কাশীমিশ্রাবাসের কাছে—তারে দিলেন নির্জ্জনবাস

আজও তার খ্যাতি আছে

সিদ্ধ-বকুল ব'লে—আজও তার খ্যাতি আছে

নিগূঢ় গৌরাঙ্গ-লীলা

মধুর -শ্রীনীলাচলে—নিগূঢ় গৌরাঙ্গ-লীলা

নীলাচলে চার ব্রহ্ম খেলে

সচল ব্রহ্ম গৌরহরি

অচল ব্রহ্ম জগন্নাথ

দুই স্বরূপের দুই দান

কলিজীবের দুঃখ ঘুচাবার তরে—দুই স্বরূপের দুই দান

সচল-ব্রহ্ম দানে নামব্রহ্ম

অচল-ব্রহ্ম দানে অন্নব্রহ্ম

এই চার -ব্রহ্মের বিহার-ভূমি

মধুর-নীলাচল মানি—এই চার-ব্রহ্মের বিহার-ভূমি

অপরূপ রহস্য ভাই রে

মধুর-শ্রীনীলাচলের—অপরূপ রহস্য ভাই রে

গৌর আমার নিগম-নিগূঢ়

তার, —সম্বন্ধ-তত্ত্ব সকলি নিগূঢ়—গৌর আমার নিগম-নিগূঢ়

তার,—বিহার-ভূমি নিগম-নিগূঢ়

ব্রজের নিভৃত-কুঞ্জের নিভৃত-কুঞ্জ

যেখানে গৌর-স্বরূপ প্রকট—ব্রজের নিভৃত-কুঞ্জের নিভৃত-কুঞ্জ

যেখানে গৌর -স্বরূপ প্রকট

মহা,—রাসবিলাসের পরিণতিতে—যেখানে গৌর-স্বরূপ প্রকট

মহাভাব রসরাজ এক হ'য়ে-যেখানে গৌর-স্বরূপ প্রকট

আমি তুমি ভুলে গিয়ে—যেখানে গৌর-স্বরূপ প্রকট

সেই,—নিভৃত-কুঞ্জের নিভৃত-কুঞ্জ

এবে নবদ্বীপ-রূপে বেকত

সেখানে,—প্রকট কেবল স্বরূপখানি

ব্রজের,—নিভৃত-কুঞ্জের নিভৃত-কুঞ্জ—সেখানে,—প্রকট কেবল স্বরূপখানি

সেখানে স্বরূপের খেলা নাই—সেখানে,—প্রকট কেবল স্বরূপখানি

মধুর, —নদীয়া তার খেলার ভূমি—সেখানে, —প্রকট কেবল স্বরূপখানি

মধুর-নদীয়া হয়

মহা-মহারাস-রঙ্গালয়—মধুর-নদীয়া হয়

সেই নদীয়ার নিভৃত-উদ্যান

গৌরের নিগূঢ়-বিহার-স্থান—সেই নদীয়ার নিভৃত-উদ্যান

ধরে নীলাচল নাম

নদীয়ার গুপ্ত উদ্যান—ধরে নীলাচল নাম

নীলাচল নদীয়ার গুপ্ত-উদ্যান

নদীয়া বিনে ভেবো না আন—নীলাচল নদীয়ার গুপ্ত উদ্যান

সেই উদ্যানের ঘর চোরা

সে যে নিভৃত-গম্ভীরা—সেই উদ্যানের ঘর চোরা

চোরা ঘর তারে বলে

অমূল্য-রতন যাতে থাকে—চোরা ঘর তারে বলে

তারে চোরা কুটরী বলে

তোমরা মালঘর বল

ব্যবহারিক-জগতে—তোমরা মাল-ঘর বল

সেই চোরা-কুটরী গম্ভীরাতে

অমূল্য-রতন প্রাণগৌর থাকে—সেই চোরা-কুটরী গম্ভীরাতে

মধুর গম্ভীরা-বিহার

নিগম-নিগূঢ়-সার—মধুর গম্ভীরা-বিহার
কি জানি কি ব'লব্ আর—মধুর গম্ভীরা-বিহার

যা বলায় তাই বলি বাণী

শ্রীগুরু অহৈতুকী-কৃপার খনি—যা বলায় তাই বলি বাণী

জাগিয়া রজনী পোহায়

গম্ভীরা-ভিতরে প্রাণগোরা-রায়—জাগিয়া রজনী পোহায়

কাঁদিয়া রজনী পোহায়

রাধাভাবে প্রাণ-গোরা-রায়—কাঁদিয়া রজনী পোহায়
স্বরূপ-রামরায়ে কণ্ঠ ধরি'—কাঁদিয়া রজনী পোহায়

গৌর-কিশোরী ভাসে নয়ন-জলে

কই,—এল না এল না ব'লে—গৌর-কিশোরী ভাসে নয়ন-জলে

ভোগ করে নিশিদিশি

রাধাভাবে মত্ত গোরাশশী—ভোগ করে নিশিদিশি

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
"স্বরূপ-রামানন্দ-সনে মহাপ্রভু রাত্রি-দিনে,
গায় শুনে পরম-আনন্দ।।"

কৃষ্ণ ব'লে কাঁদে সদা

আপনি হইয়ে রাধা—কৃষ্ণ ব'লে কাঁদে সদা

কি ব'ল্‌ব সে লীলার কথা

একদিন,—**"শয়ন-মন্দিরে গোরা রায়।**
"কৃষ্ণের বিরহভরে, মন্দিরে রহিতে নারে,
বাহিরে যাইতে মন ধায়"।।

সেই দশা হ'ল রে

ভাবনিধি-প্রাণগৌরাঙ্গের—সেই দশা হ'ল রে

"কৃষ্ণের বিরহে রাধা, যেন উৎকণ্ঠিত সদা,
শ্রী,—কৃষ্ণ-বেণু শুনি বনে যান"।
সেইমত আচম্বিতে, বংশী পাইয়া শুনিতে'
গোকুল-মঙ্গল-বংশী বা'জ্‌ল ব'লে
সেহেতু বাহিরে যেতে চান।"
অপরূপ অনুরাগের খেলা
অপূরব অনুরাগের খেলা
পূরব হ'তেও অধিক বিকাশ—অপূর্ব অনুরাগের খেলা
তাই এখন শুন ভাই
পূরব-অনুরাগে যা শুন নাই—তাই এখন শুন ভাই
অপূরব অনুরাগের খেলা
"তিন-দ্বার আছে রুদ্ধ, তিন ভিত্তি উচ্চ-উর্দ্ধ,"
অনুরাগের কি মহাবল
গৌরাঙ্গ-কিশোরীর—অনুরাগের কি মহাবল
"তাহা লঙ্ঘে আবেশের বলে।"
এ অনুরাগ কি আগে প্রকাশ ছিল
গৌর-কিশোরীতে যা প্রকাশ হ'ল—এ অনুরাগ কি আগে প্রকাশ ছিল
"তাহা লঙ্ঘে আবেশের বলে।
তেলেঙ্গাগাই-এর মাঝে, দেখি গোরা রসরাজে,
পড়িয়াছে শ্বাস নাহি চলে।।"
সবাই ব্যাকুলিত চিত
স্বরূপাদি প্রিয়গণ—সবাই ব্যাকুলিত চিত
গম্ভীরায় নাই শচীসুত—সবাই ব্যাকুলিত চিত
স্বরূপাদি ইতি উতি ধায়
প্রভু আমাদের গেল কোথায়—স্বরূপাদি ইতি উতি ধায়
"ভাব বুঝা নাহি যায়, প্রভু দেখি কূর্ম্মপ্রায়,
অঙ্গ সব সঙ্কুচিত অঙ্গে।
অন্বেষিয়া ভক্তগণ, দীপ জ্বালি দরশন,
করে কূর্ম্মাকৃতি -শ্রীগৌরাঙ্গে।।"

কূর্ম্মাকৃতি প্রাণ-গোরা

মহাভাবে হ'য়ে ভোরা—কূর্ম্মাকৃতি প্রাণ-গোরা

তখন স্বরূপ-রামরায়

প্রভু দেখি' কূর্ম্মপ্রায়—তখন স্বরূপ-রামরায়

প্রসঙ্গ করি' মনের মত

প্রাণগৌরাঙ্গে কৈল শান্ত—প্রসঙ্গ করি' মনের মত

অদ্ভুত বিহার রে

শ্রী,—নীলাচলে প্রাণগৌরাঙ্গের —অদ্ভুত বিহার রে

এসেছেন গৌর-রূপ ধ'রে

অনাদির আদি শ্রীগোবিন্দ—এসেছেন গৌর-রূপ ধ'রে
রাধা,—ভাব-কান্তি ধরি' অঙ্গীকারে—এসেছেন গৌর-রূপ ধ'রে
মধুর-নীলাচল হয়ে—এসেছেন গৌর-রূপ ধ'রে
স্বমাধুরী ভোগের তরে—এসেছেন গৌর-রূপ ধ'রে

গৌর-স্বরূপের আশ মিটাতে

শ্রীরাধিকা-ভাবিত-মতি—গৌর-স্বরূপের আশ মিটাতে

আগে হ'য়েছেন জগন্নাথ
শ্রীজগন্নাথের বদন হে'রে
গৌর মাতি' রাধাভাবে
দেখে মুরলীরঞ্জিত-বদন

তার প্রাণের বংশীবদন—দেখে মুরলী-রঞ্জিত-বদন

একদিন আমার গৌরহরি
করিছেন জগন্নাথ দর্শন

শ্রীরাধিকা-ভাবিতমতি—করিছেন জগন্নাথ দর্শন
শ্রী,-জগন্নাথের শ্রীমন্দিরে—করিছেন জগন্নাথ দর্শন
গরুড়্স্তম্ভের পার্শে দাঁড়ায়ে—করিছেন জগন্নাথ দর্শন

"গৌর-সুন্দর নটরাজ।
শ্রীল জগন্নাথ আগে, বাড়াইয়া অনুরাগে,
নাচে পরি' ভাবরত্ন-সাজ।।"

ভাবভূষণে বিভূষিত

ভাবনিধি শচীসুত—ভাব-ভূষণে বিভূষিত

"বৈবর্ণ্য স্তব্ধতা আর, গদ গদ বাক্যোচ্চার,"

স্বর্ণবর্ণ হ'ল বিবর্ণ

জগন্নাথের বদন চেয়ে—স্বর্ণ-বর্ণ হ'ল বিবর্ণ

না জানি কি বল্‌তে বল্‌তে—স্বর্ণ বর্ণ হল বিবর্ণ

জ জ জ জ গ গ করে

গৌর আমার,—জগন্নাথ ব'ল্‌তে নারে—জ জ জ জ গ গ করে

'বৈবর্ণ্য স্তব্ধতা আর, গদ গদ বাক্যোচ্চার,

কম্প অশ্রু পুলক সঘর্ম্ম।

এই সপ্ত সাত্ত্বিক ভাব, আর দুই অনুভাব,

হাস্য নৃত্য সব প্রেমধর্ম্ম।।"

গৌর-অঙ্গে হ'ল বেকত

সাত্ত্বিক বিকার যত—গৌর-অঙ্গে হ'ল বেকত

বিরাম নাই বিরাম নাই

অবিরল নয়ন-ধারার—বিরাম নাই বিরাম নাই

যেন,—পিচ্‌কারী-জলযন্ত্রধারা

প্রাণ-গৌরাঙ্গের নয়ন-ধারা—যেন,—পিচ্‌কারী-জলযন্ত্রধারা

এক এক ধারায় শত শত ধারা—যেন,—পিচ্‌কারী-জলযন্ত্রধারা

অপরূপ প্রকাশ রে

শ্রীগৌরাঙ্গের নয়ন ধারার—অপরূপ প্রকাশ রে

নিরন্তর প্রবাহিত

চারিদিকে বইছে ধারা

সম্মুখে পশ্চাতে ডাহিনে বামে—চারিদিকে বইছে ধারা

চক্রের মত ভ্রমে গোরা—চারিদিকে বইছে ধারা

বিরাম নাই বিরাম নাই

ভাসিল শ্রীমুখ-কমল

অবিরল নয়নধারায়—ভাসিল শ্রীমুখ-কমল

পড়িল শ্রীহৃদি-কমলে

মুখ-কমল ভাসাইয়ে—পড়িল হৃদি-কমলে

পড়িল চরণ-কমলে

হৃদি-কমল ভাসাইয়ে—পড়িল চরণ-কমলে

নিম্ন খাল পূর্ণ কৈল

চরণ-কমল পাখালিয়ে—নিম্ন-খাল পূর্ণ কৈল
গরুড-স্তম্ভের পার্শ্বদেশের—নিম্ন-খাল পূর্ণ কৈল

পাষাণ গলিয়া গেল

সেই গৌরের পদ-পরশে—পাষাণ গলিয়া গেল

অদ্যাপিও স্মৃতি বিরাজিছে

শ্রী,—জগন্নাথের শ্রীমন্দিরে—অদ্যাপিও স্মৃতি বিরাজিছে
সেই লীলার সাক্ষ্যরূপে—অদ্যাপিও স্মৃতি বিরাজিছে
পাষাণে শ্রীপদচিহ্ন—অদ্যাপিও স্মৃতি বিরাজিছে

প্রাণভ'রে বল ভাই তোরা

পাষাণ-গলান-গোরা—প্রাণভ'রে বল ভাই তোরা (মাতন)

হায় রে,—কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না রে

সেই পাষাণ-গলান-লীলা—হায় রে,—কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না রে
প্রাণগৌরাঙ্গের,—কীর্ত্তন-নটন-লীলা—হায় রে,—কিছুই দেখ্‌তে

পেলাম না রে

'কীর্ত্তন-নটন-লীলা'—
শ্রী,—জগন্নাথের রথের আগে—কীর্ত্তন-নটন-লীলা

কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না রে

সচল-অচলের খেলা—কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না রে

সচল-অচলের খেলা

দু'জনে দু'জনায় ভোগ করে

সচল আর অচল—দু'জনে দু'জনায় ভোগ করে।

গৌর নাচে রাধাভাবে

শ্রী,—জগন্নাথের বদন হে'রে—গৌর নাচে রাধাভাবে
পরাণ-নাথ পাইনু ব'লে—গৌর নাচে রাধাভাবে

আর,—জগন্নাথে ভোগ দিতে

বিহরে গৌরাঙ্গ-রূপেতে—আর,—জগন্নাথে ভোগ দিতে

শ্রীজগন্নাথ-রূপ হয়

প্রেমের অস্ফুট-কলিকা—শ্রীজগন্নাথ-রূপ হয়

সেই,—মহাভাব-বিকার-মূৰ্ত্তি

ব্রজ রস-নির্য্যাসের কলি-সেই, —মহাভাব-বিকার মূৰ্ত্তি

গোরা-রসের বদন হেরি'

মহাভাব,—প্রেমরস-ঘনাকৃতি—গোরা-রসের বদন হেরি'
যুগল-উজ্জ্বল,—রস-নির্য্যাস-মূরতি—গোরা-রসের বদন হেরি'
রাই-কানু একাকৃতি—গোরা-রসের বদন হেরি'

আস্বাদে যুগল-মাধুরী

জগন্নাথ হেরি' গৌরহরি—আস্বাদে যুগল-মাধুরী

রথের আগে গৌর নেচে যায়

যুগল-মাধুরী বিকাশ ক'রে—রথের আগে গৌর নেচে যায়
দেখি',—মুগ্ধ জগন্নাথ-শ্যামরায়—রথের আগে গৌর নেচে যায়

কখনও ত দেখে নাই

জগন্নাথ-বংশীধারী—কখনও ত দেখে নাই
রাধা-সঙ্গে, —মি'ল্‌লে তার কি মাধুরী—কখনও ত দেখে নাই

জগন্নাথ ভাবে অচল হ'ল

দেখি,'—মহাভাবনিধির বদন-কমল—জগন্নাথ ভাবে অচল হ'ল
কোন-মতে না চলিল—জগন্নাথ ভাবে অচল হ'ল

তখন,—আগুসরি যায় গৌরহরি

তারই ত বটে গরজ-বালাই

ত্বরায় বঁধু যা'তে কুঞ্জে যায়—তারই ত বটে গরজ বালাই

জগন্নাথের,—ভাবের অচলতা কেড়ে নিল
বঁধু, —ত্বরা করি' চল ব'লে —জগন্নাথের,—ভাবের অচলতা কেড়ে নিল
তখন,—ধীরে ধীরে যায় রে
জগন্নাথ ক্ষুব্ধ-লুব্ধ-মনে—তখন,—ধীরে ধীরে যায় রে
মনে মনে ভাবে রে
তবে,—পূরে আমার মনের আশ
যদি,—গৌর-পরিকর-মাঝে হয় বাস—তবে,-পূরে আমার মনের আশ
নিরন্তর ভোগ করি
ঐ,—মিলিত-মাধুরী-গৌরহরি—নিরন্তর ভোগ করি
অপরূপ ভোগময়-লীলা
সচল-অচলের খেলা—অপরূপ ভোগময়-লীলা
হায় রে,—কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না
নিশিদিশি জ্ব'ল্‌ছে হিয়ায়
সেই,—লীলা-অদর্শন-শেল—নিশিদিশি জ্ব'ল্‌ছে হিয়ায়
এই,—কর সবে কৃপা করি'
নদীতীরবাসী নর-নারী—এই, —কর সবে কৃপা করি'
তোমরা,-ভাগ্যবান্ ভাগ্যবতী
বিহার-ভূমিতে পেয়েছ বসতি
প্রভুনিতাই-প্রাণগৌরাঙ্গের —বিহার -ভূমিতে পেয়েছ বসতি
পাগলা-নিতাই নেচে গেছে
এই,—সুরধুনীর তীরে তীরে—পাগলা-নিতাই নেচে গেছে
গৌরাঙ্গ-নাম-প্রেম যেচে—পাগলা-নিতাই নেচে গেছে
সবে মিলে কৃপা কর
যেন,—প্রাণে প্রাণে ভোগ করি
শ্রীগুরু-চরণ হৃ'দে ধরি'—যেন,—প্রাণে প্রাণে ভোগ করি
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ব'ল্‌তে—যেন,—প্রাণে প্রাণে ভোগ করি
নিতাই-জড়িত গৌরহরি—যেন,—প্রাণে প্রাণে ভোগ করি

প্রাণে প্রাণে ভোগ করি মোরা

নিতাই-রমণ গোরা—প্রাণে প্রাণে ভোগ করি মোরা

'নিতাই-রমণ গোরা'—

সঙ্কীর্ত্তন-রাস-রঙ্গে—নিতাই-রমণ গোরা

এই,—ভোগ-রহস্য হৃ'দে ধ'রে

শ্রীগুরু-চরণে মাথা দিয়ে—এই,—ভোগ-রহস্য হৃ'দে ধ'রে

যেন,—পাগল হ'য়ে বেড়াই মোরা

ভাই ভাই একপ্রাণে—যেন, —পাগল হ'য়ে বেড়াই মোরা

যারে দেখি তারে বলি

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।

জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।

"নিতাই-গৌর-হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।।"

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শান্তিপুরে আগমন কীর্ত্তন

(শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলার তৃতীয়-পরিচ্ছেদ।)

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।"
"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল।"

"জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।"

প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

আমার,—প্রাণের প্রাণ গৌরহরির—প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

প্রেমাবতার ন্যাসি চূড়ামণির—প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

প্রাণগৌর আমার প্রেমাবতার

আপনি আপনার,—প্রেম আস্বাদিয়ে করেন প্রচার—

প্রাণগৌর আমার প্রেমাবতার

"জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।"

শ্রী,—সেবা-বিগ্রহের জয় দাও ভাই

শ্রী,—গৌর-সেবাবিগ্রহের জয় দাও ভাই

মহাপ্রভু নিত্যানন্দ—শ্রী,—গৌর-সেবাবিগ্রহের জয় দাও ভাই

মহাপ্রভু নিত্যানন্দ

অভিন্ন-চৈতন্যতনু—মহাপ্রভু নিত্যানন্দ

তাঁর, প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

"জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ।।"

আমার,—সীতানাথের জয় দাও

নিতাই-গৌর-আনা-ঠাকুর—আমার,—সীতানাথের জয় দাও

"চব্বিশবৎসর শেষ যেই মাঘ-মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস।।"

সাজিল সন্ন্যাসি-সাজেতে

অন্তরঙ্গ-বাসনা পূরাইতে—সাজিল সন্ন্যাসি-সাজেতে

সাজিল সন্ন্যাসি-সাজেতে

"সন্ন্যাস করি' প্রেমাবেশে চলিলা বৃন্দাবন
রাঢ়দেশে তিন দিন করিলা ভ্রমণ।।"

রাঢ়ে ভ্রমেন গৌরহরি

শ্রী,—নিত্যানন্দ-ভূমি স্মঙরি'—রাঢ়ে ভ্রমেন গৌরহরি
ব্রজে যা'বার ছলা করি'—রাঢ়ে ভ্রমেন গৌরহরি
রাঢ়দেশ ধন্য করি'—রাঢ়ে ভ্রমেন গৌরহরি

"এক শ্লোক পড়ি' প্রভু ভাবের আবেশে।
ভ্রমিতে পবিত্র কৈল সব-রাঢ়দেশে।।
প্রভু কহে সাধু এই ভিক্ষুর বচন।
মুকুন্দ-সেবন ব্রত কৈল নির্দ্ধারণ।।
পরাত্মানিষ্ঠা মাত্র বেশ ধারণ।
মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসারতারণ।।
সেই বেশ কৈল, এবে বৃন্দাবন গিয়া।
কৃষ্ণ-নিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া।"

এই ত হয় বেশের কারণ

ব্রজে নিভৃতে কৃষ্ণ-ভজন—এই ত হয় বেশের কারণ

"এত বলি চলে প্রভু প্রেমোন্মাদের চিহ্ন।
দিক্ বিদিক্ জ্ঞান নাহি চলে রাত্রিদিন।।"

চলেছে কৃষ্ণ-অন্বেষণে

বিরহিণী গৌরকিশোরী—চলেছে কৃষ্ণ-অন্বেষণে
দিবারাত্রি নাহি জানে—চলেছে কৃষ্ণ-অন্বেষণে

"নিত্যানন্দ আচার্য্যরত্ন মুকুন্দ তিনজন
প্রভু পাছে পাছে তিনে করেন গমন।।"

পাগল হ'য়ে ছুটেছে

হা গৌর প্রাণ গৌর ব'লে—পাগল হ'য়ে ছুটেছে

"যেই যেই প্রভু দেখে সেই সব লোক।
প্রেমাবেশে হরি বলে খণ্ডে দুঃখ শোক।।"

সেই হয় প্রেমে মাতোয়ারা

যে দেখে প্রেমময়-গোরা—সেই হয় প্রেমে মাতোয়ারা

তার, —মুখে হরিনাম আপনি স্ফুরে

যে দেখে প্রাণ-বিশ্বম্ভরে—তার,—মুখে হরিনাম আপনি স্ফুরে

"গোপ-বালক সব প্রভুকে দেখিয়া।
'হরি হরি' বলি উঠে উচ্চ করিয়া।।"

সবাই বলে হরি হরি

প্রাণ, —গৌরহরির বদন হেরি'—সবাই বলে হরি হরি

ও ত,—হরি হরি বলা নয়

স্বভাব জেগে উঠেছে

ব্রজবালকের—স্বভাব জেগে উঠেছে

ব্রজবিহারী দেখেছে তাই—স্বভাব জেগে উঠেছে

বলে,—ঐ হরি ঐ হরি

আমাদের বংশীধারী—ঐ হরি ঐ হরি

"শুনি' তা সবার নিকট গেলা গৌরহরি।
বোল বোল বলে সবার শিরে হস্ত ধরি।।"

ও ত,—শিরে হাত দেওয়া নয়

স্বরূপ জাগায়ে দিল—ও ত,—শিরে হাত দেওয়া নয়

বলে,—বল বল হরি হরি

দগ্ধ- প্রাণ শীতল করি—বলে,—বল বল হরি হরি

"তা সবারে স্তুতি করে তোমরা ভাগ্যবান্।
কৃতার্থ করিলে মোরে শুনাঞা হরিনাম।।
গুপ্তে তা সবারে আনি ঠাকুর-নিত্যানন্দ।
শিখাইয়া সবাকারে করিলা প্রবন্ধ।।

প্রাণ যে কাঁদ্‌ছে

স্বভাব-করুণ নিতাই -চাঁদের —প্রাণ যে কাঁদ্‌ছে
গৌরগণের দুঃখ্ স্মঙরিয়ে—প্রাণ যে কাঁদ্‌ছে
নদেবাসীর দশা স্মঙরিয়ে—প্রাণ যে কাঁদ্‌ছে

'নদেবাসীর দশা স্মঙরিয়ে'—
প্রাণগৌরবের অদর্শনে—নদেবাসীর দশা স্মঙরিয়ে

সবাই ত হয়েছে পাগল

বিনা প্রভু-শচীদুলাল—সবাই ত হয়েছে পাগল

নিশিদিশি মর্‌ছে ঝুরে

না দেখি' প্রাণ-গৌরাঙ্গেরে —নিশিদিশি মর্‌ছে ঝুরে

তাদের দশা স্মঙরিয়ে
শচীমায়ের দশা স্মঙরিয়ে
প্রাণ যে কাঁদ্‌ছে

জগৎ-প্রাণ নিতাইচাঁদের—প্রাণ যে কাঁদ্‌ছে

প্রাণে প্রাণে ব'লছেন
তাদের শান্তি দিতে হবে
কেমনে দেখাইব

প্রাণ-গৌর ল'য়ে তাদের—কেমনে দেখাইব

মনে মনে ভাব্‌লেন
কৌশলে ল'য়ে যাব

শান্তিপুরে সীতানাথের ঘরে—কৌশলে ল'য়ে যাব

ল'য়ে যাব গৌরধনে

শান্তিপুরে অদ্বৈত-ভবনে—ল'য়ে যাব গৌরধনে
ডাকি'—আনিব নদীয়াবাসীগণে—ল'য়ে যাব গৌরধনে

সবাই পাবে পরাণে

দেখি' গৌর-বদনে—সবাই পাবে পরাণে

এই কথা মনে ক'রে

"শিখাইল সবাকারে করিয়া প্রবন্ধ।।
বৃন্দাবন পথ প্রভু পুছেন তোমারে।
গঙ্গাতীর-পথ তবে দেখাইও তাঁরে।।
তবে প্রভু পুছিলেন সব শিশুগণ।
কহ দেখি কোন্-পথে যাব বৃন্দাবন।।

কোন্-পথে যাব বৃন্দাবন

শুধায় প্রাণ-শচীনন্দন—কোন্-পথে যাব বৃন্দাবন

দয়া ক'রে বল রাখালগণ—কোন্-পথে যাব বৃন্দাবন

"শিশু সব গঙ্গাতীর-পথ দেখাইল।
সেই পথে আবেশে প্রভু গমন করিল।।
আচার্য্যরত্নেরে কহে নিত্যানন্দ-গোসাঞি।
শীঘ্র যাহ তুমি অদ্বৈত-আচার্য্যের ঠাঞি।
প্রভু লইয়া যাব আমি তাঁহার মন্দিরে।"

পরাণ বাঁচাবার তরে

বিরহে,—মৃত প্রায় গৌরগণের—পরাণ বাঁচাবার তরে

প্রভু লইয়া যাব আমি তাহার মন্দিরে।
সাবধানে রহেন যেন নৌকা লঞা তীরে।।"

আমি,—তার ঘরে ল'য়ে যাব

প্রাণের প্রাণ-গৌরহরি—আমি,—তার ঘরে ল'য়ে যাব

প্রাণগৌরাঙ্গের হবে বিলাস

গৌর-আগমনে সবার সনে—প্রাণগৌরাঙ্গের হবে বিলাস

"তবে নবদ্বীপে তুমি করহ গমন।
শচী সহ লঞা আইস সব ভক্তগণ।।"

তা সবার হিয়া জ্বলে

গৌর-অদর্শনানলে—তা সবার হিয়া জ্বলে

বিরহেতে কাঁদ্‌ছে

আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে—বিরহেতে কাঁদ্‌ছে

সব,—হ'য়ে গেছে মৃত প্রায়

না দেখি' প্রাণ-গোরারায় —সব, —হ'য়ে গেছে মৃত প্রায়

"তাঁরে পাঠাইলা নিত্যানন্দ-মহাশয়।
মহাপ্রভুর আগে আসি দিল পরিচয়।।
প্রভু কহে শ্রীপাদ তোমার কোথাকে গমন।
শ্রীপাদ কহে তোমার সঙ্গে যাব বৃন্দাবন।।
প্রভু কহে কত দূরে আছে বৃন্দাবন।"

আবেশে গৌরহরি বলে

"বল নিতাই কতদূরে আছে বৃন্দাবন।
(কোথা,—কেশীঘাট বংশীবট নিকুঞ্জকানন।।)
"তিঁহ কহেন কর এই যমুনা দর্শন।।
এত বলি' আনিল তাঁরে গঙ্গা-সন্নিধানে।
আবেশে প্রভুর হৈল গঙ্গায় যমুনা জ্ঞানে।।"

সেইখানে গঙ্গা যমুনা

যেখানে আমার গৌর সোণা—সেইখানে গঙ্গা যমুনা

গৌর-গোবিন্দ ছেড়ে রইতে পারে না

ভাগ্যবতী গঙ্গা-যমুনা—গৌরগোবিন্দ ছেড়ে রইতে পারে না।

"আবেশে প্রভুর হইল গঙ্গায় যমুনা জ্ঞানে।।
অহো ভাগ্য। যমুনার পাইল দরশন।
এত বলি' যমুনার করেন স্তবন।।
এত বলি নমস্করি কৈল গঙ্গাস্নান।
এক কৌপিন নাহি দ্বিতীয় পরিধান।।
হেন কালে আচার্য্য গোসাঞি নৌকাতে চড়িঞা।
আইল নূতন কৌপীন বহির্ব্বাস লঞা।।
আসি রহিলা আচার্য্য নমস্কার করি।
আচার্য্যে দেখি বলে গোসাঞি মনে সংশয় করি।।

তুমি ত অদ্বৈত গোসাঞি হেথা কেন আইলা।
আমি বৃন্দাবনে তুমি কেমনে জানিলা।।
আচার্য্য কহে তুমি যাঁহা তাঁহা বৃন্দাবন।
মোর ভাগ্যে গঙ্গাতীরে তোমার আগমন।।
প্রভু কহে নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিলা।
গঙ্গাতীরে আনি মোরে যমুনা কহিলা।।"

না, না, প্রভু—নিতাই তোমায় না বঞ্চিলা

তোমার,—নিজগণের প্রাণ বাঁচাইলা—না না প্রভু,—নিতাই তোমায় না বঞ্চিলা

"আচার্য্য কহে মিথ্যা নহে শ্রীপাদ বচন।
যমুনাতে স্নান তুমি করিলা এখন।।
গঙ্গায় যমুনা বহে হইয়া একধার।"

গুপত বাসনা তার

ভাগ্যবতী যমুনার—গুপত বাসনা তার
দেখিতে গৌরাঙ্গ-বিহার—গুপত বাসনা তার
তাই,—গঙ্গাসনে একধার—গুপত বাসনা তার

"পশ্চিমে যমুনা বহে পূর্ব্বে গঙ্গাধার।।
পশ্চিমে যমুনা বহে তাঁহা কৈলা স্নান।
আর্দ্র কৌপীন ছাড় কর শুষ্ক পরিধান।।"

অঝোরে নয়ন ঝুরে

আজ,—শান্তিপুর-নাথের—অঝোরে নয়ন ঝুরে
ডোর কৌপীন ল'য়ে করে—অঝোরে নয়ন ঝুরে

মনে মনে ভাবে রে

ডোর-কৌপীন পরাতে হ'ল

রসরাজ-প্রাণ-গৌরাঙ্গে—ডোর-কৌপীন পরাতে হ'ল
'রসরাজ-প্রাণ-গৌরাঙ্গে'—
যারে সাজাইতাম কত সাজে—সেই,—রসরাজ-প্রাণ-গৌরাঙ্গে

ডোর-কৌপীন পরাতে হ'ল

"প্রেমাবেশে তিন দিন আছ উপবাস।
আজ মোর ঘরে ভিক্ষা, চল মোর বাস।।"

যদি,—কৃপা ক'রে দর্শন দিলে

চল প্রভু মোর ঘরে—যদি,—কৃপা ক'রে দর্শন দিলে

"একমুষ্টি অন্ন মুঞি করিয়াছি পাক।
শুকা রুখা ব্যঞ্জন কৈল সুপ আর শাক।।
এত বলি নৌকায় চড়াঞা নিল নিজ-ঘরে।
পাদ প্রক্ষালন কৈল আনন্দ অন্তরে।।"

আনন্দ,—সীতানাথের অন্তরে

প্রাণনাথে পাইয়া ঘরে—আনন্দ,—সীতানাথের অন্তরে

"প্রথমেই পাক করিয়াছেন আচার্য্যাণী।
বিষ্ণু-সমর্পণ কৈল আচার্য্য আপনি।।
তিন ঠাঁই ভোগ বাড়াইল সম করি।'
কৃষ্ণের ভোগ বাড়াইল ধাতপাত্রোপরি।।
বত্রিশা আঁটিয়া কলার আঙ্গটিয়া পাতে।
দুই ঠাঁই ভোগ বাড়াইল ভালমতে।।
মধ্যে পীত ঘৃতসিক্ত শাল্যন্নের স্তূপ।
চারিদিকে ব্যঞ্জন-ডোঙ্গা আর মুদ্‌গসূপ।
বাস্তুক-শাক পাক বিবিধ-প্রকার।
পটোল কুষ্মাণ্ড-বড়ি মানকচু আর।।
চৈ মরিচ সুক্তা দিয়া সব ফলমূলে।
অমৃত-নিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত ঝালে।।
কোমল নিম্বপত্র-সহ ভাজা বার্ত্তাকী।
ফুলবড়ি ভাজা আর কুষ্মাণ্ড মানচাকি।
নারিকেল-শস্য ছানা শর্করা মধুর।
মোচাঘণ্ট দুগ্ধ-কুষ্মাণ্ড সকল প্রচুর।।
মধুরাম্ল বড়া-অম্ল, অম্ল পাঁচ ছয়।
সকল ব্যঞ্জন কৈল লোকে যত হয়।।
মুদগ-বড়া মাষবড়া কলা-বড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলি নারিকেলপুলি যত পীঠা ইষ্ট।।

বত্রিশা আঁটিয়া কলার ডোঙ্গা বড় বড়।
চলে হালে নাহি ডোঙ্গা অতি বড় বড়।।
পঞ্চাশ পঞ্চাশ ডোঙ্গা ব্যঞ্জন পূরিয়া।
তিন ভোগের আশে পাশে রাখিল ধরিয়া।।
সঘৃত পায়স নব মৃৎকুণ্ডিকা ভরিয়া।
তিন পাত্রে ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ রাখে ত ধরিয়া।।
দুগ্ধ চিড়া কলা আর দুগ্ধ লক্‌লকী।
যতেক করিল তাহা কহিতে না শকি।।

মনসাধে করেছেন রন্ধন

শ্রীসীতামাই—মনসাধে করেছেন রন্ধন
প্রাণগৌর করিবেন ভোজন—মনসাধে করেছেন রন্ধন

"দুই পাশে ধরিল সব মৃৎকুণ্ডিকা ভরি'।
চাঁপাকলা দধি সন্দেশ কহিতে না পারি।।
অন্ন-ব্যঞ্জন উপরে দিল তুলসী মঞ্জরী।
তিন জলপাত্রে সুবাসিত জল ভরি'।।
তিন শুভ্রপীঠ তার উপরে বসন।
কৃষ্ণের ভোগ সাক্ষাৎ কৃষ্ণে করায় ভোজন।।
আরতির কালে দুই প্রভু বোলাইল।
প্রভু-সঙ্গে সবে আসি' আরতি দেখিল।।
আরতি করিয়া কৃষ্ণে করাইল শয়ন।
আচার্য্য আসি' প্রভুরে কৈল নিবেদন।।
গৃহের ভিতরে প্রভু করহ গমন।
দুই ভাই আইলা তবে করিতে ভোজন।।
মুকুন্দ হরিদাস দুই প্রভু বোলাইল।
যোড়হাতে দুইজনে কহিতে লাগিল।।
মুকুন্দ কহে মোর কিছু কৃত্য নাহি সারে।
পাছে মুঞি প্রসাদ পাব তুমি যাহ ঘরে।।
হরিদাস বলে মুঞি পাপিষ্ঠ অধম।
বাহিরে এক মুষ্টি পাছে করিমু ভোজন।।

দুই প্রভু লঞা আচার্য্য গেলা ভিতর ঘর।
প্রসাদ দেখিয়া প্রভুর আনন্দ অন্তর।।
ব'লে,—ঐছে অন্ন যে কৃষ্ণকে করায় ভোজন।
জন্মে জন্মে শিরে ধরি তাঁহার চরণ।।
প্রভু জানে তিন ভোগ কৃষ্ণের নৈবেদ্য
আচার্য্যের মনঃকথা নহে প্রভুর বেদ্য।।
প্রভু কহে বৈস তিনে করিয়ে ভোজন।
আচার্য্য কহে আমি করিব পরিবেশন।।
কোন্‌স্থানে বসিব, আর আন দুই পাত।
অল্প করি' তাহে আনি' দেহ ব্যঞ্জন ভাত।।
আচার্য্য কহে বৈস দোঁহে পিঁড়ির উপরে।
এত বলি হাতে ধরি' বসাইল দোঁহারে।।
প্রভু কহে সন্ন্যাসীর ভক্ষ্য নহে উপকরণ।
ইঁহা খাইলে কৈছে হ'বে ইন্দ্রিয়-বারণ।।
আচার্য্য কহে ছাড় তুমি আপনার চুরি।
আমি জানি তোমার সন্ন্যাসের ভারিভুরি।।
ভোজন করহ ছাড় বচন চাতুরী।
প্রভু কহে এত অন্ন খাইতে না পারি।।
আচার্য্য বলে অকপটে করহ আহার।
যদি খাইতে না পার রহিবেক আর।।
প্রভু কহে এত অন্ন নারিব খাইতে।
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে উচ্ছিষ্ট রাখিতে।।
আচার্য্য কহে নীলাচলে খাও চুয়ান্নবার।
একবারে অন্ন খাও শত শত ভার।।
তিনজনার ভক্ষ্যপিণ্ড তোমার এক গ্রাস।
তার লেখায় এই অন্ন নহে পঞ্চগ্রাস।।
মোর ভাগ্যে মোর গৃহে তোমার আগমন।
চাড়হ চাতুরী প্রভু করহ ভোজন।।

যদি,—ভাগ্যে এলে মোর ঘরে

কর ভোজন চাতুরী ছেড়ে—যদি,—ভাগ্যে এলে মোর ঘরে

আনন্দে ভোজন কর

ছাড় ছাড় চাতুরী ছাড়—আনন্দে ভোজন কর

"এত বলি" জল দিল দুই গোসাঞিঁর হাতে।
হাসিয়া লাগিয়া দোঁহে ভোজন করিতে।।
নিত্যানন্দ কহে কৈল তিন উপবাস।
আজি পারনা করিতে মনে ছিল বড় আশ।।
আজিহ উপবাস হৈল আচার্য্য-নিমন্ত্রণে।
অর্দ্ধপেট না ভরিবেক এই গ্রাসেক অন্নে।।
আচার্য্য কহে, হও তুমি তৈর্থিক সন্ন্যাসী।
কভু ফল মুল খাও কভু উপবাসী।।
দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঘরে পাইলা মুষ্টিকান্ন।
ইহাতে সন্তুষ্ট হও ছাড় লোভ মন।।"

বালাই ল'য়ে মরে যাই

নিতাইঁ-অদ্বৈত-প্রীতি-ভাষণের—বালাই ল'য়ে মরে যাই

"নিত্যানন্দ কহে যবে কৈলে নিমন্ত্রণ।
তত দিবে চাহি যত করিতে ভোজন।।
'শুনি নিত্যানন্দের কথা ঠাকুর অদ্বৈত।
কহিলেন তাঁরে কিছু পাইয়া পীরিত।।"

আবেশে অদ্বৈত কহে

"ভ্রষ্ট অবধূত তুমি উদর পূরিতে।
সন্ন্যাস লইয়াছ বুঝি ব্রাহ্মণ দণ্ডিতে।।

সন্ন্যাসী সেজেছ

ব্রাহ্মণে দণ্ড দিবার লাগি—সন্ন্যাসী সেজেছ

বালাই ল'য়ে মরে যাই

নিতাই-অদ্বৈতের প্রেম-কলহের—বালাই ল'য়ে মরে যাই

নিতাই-অদ্বৈতের প্রেম-কলহ

যে শুনে প্রেম পাবে সেহ—নিতাই-অদ্বৈতের প্রেম-কলহ

তুমি খাইতে পার দশ বিশ মনের অন্ন।
আমি তাহা কাঁহা পাব দরিদ্র ব্রাহ্মণ।।
যে পাঞাছ মুষ্টিকান্ন তাহা খাঞা উঠ।।"
পাগ্‌লাই না করিহ না ছড়াইহ ঝুট।।"

সীতানাথের মনের বাসনা

দেখ্‌তে পাগ্‌লা নিতাই-সোণা—সীতানাথের মনের বাসনা
তাই,—নিষেধ ছলে ক'র্‌তে বলা

"এইমত হাস্যরসে করেন ভোজন।
অর্দ্ধ অর্দ্ধ খাঞা প্রভু ছাড়েন ব্যঞ্জন।।
সেই ব্যঞ্জন আচার্য্য পুনঃ করেন পূরণ।
এইমত পুনঃ পুনঃ পরিবেশে ব্যঞ্জন।।
দোনা ব্যঞ্জনে ভরি করে প্রভুকে প্রার্থন।
প্রভু বলেন আর কত করিব ভোজন।।
আচার্য্য কহে যে দিয়াছি তাহা না ছাড়িবা।
এখন যে দিয়ে তার অর্দ্ধেক খাইবা।।"

এত বল আর কার আছে

মহাবলী অদ্বৈত বিনে—এত বল আর কার আছে
'মহাবলী অদ্বৈত বিনে'—
যে,—আসন নাড়াইয়ে এনেছে—সেই,—মহাবলী অদ্বৈত বিনে
এত বল আর কার আছে

"নানা যত্নে দৈন্যে প্রভুকে করাইলা ভোজন।
আচার্য্যের ইচ্ছা প্রভু করিলা পূরণ।।

এ ত সামান্য বাসনা পূরণ
অবতীর্ণ নদীয়াতে

অদ্বৈত-বাঞ্ছা পূরাইতে—অবতীর্ণ নদীয়াতে
নাম-প্রেমে বিশ্ব ভর্‌বে বোলে—অবতীর্ণ নদীয়াতে

"নিত্যানন্দ কহে মোর পেট না ভরিল।
লঞা যাহ তোর অন্ন কিছু না খাইল।।
এত বলি' একগ্রাস ভাত হাতে লঞা।
উঝালি ফেলিল আগে যেন ক্রুদ্ধ হঞা।।
ভাত দুই চারি লাগিল আচার্য্যের অঙ্গে।
ভাত অঙ্গে লঞা আচার্য্য নাচে বড় রঙ্গে।।
অবধূতের ঝুটা লাগিল মোর অঙ্গে।
পরম পবিত্র মোরে কৈল এই ঢঙ্গে।।"

এ ত ঝুটা ফেলা নয়

আবেশে অদ্বৈত কয়—এ ত ঝুটা ফেলা নয়
করিল মোরে প্রেমময়—এ ত ঝুটা ফেলা নয়

অদ্বৈত নাচে প্রেমোল্লাসে

অবধূতের ঝুটা-পরশে—অদ্বৈত নাচে প্রেমোল্লাসে

বলে,—আজ আমি ধন্য হ'লাম

অবধূতের-ঝুটা পরশ পেলাম—বলে,—আজ আমি ধন্য হ'লাম

অদ্বৈত,—নাচে প্রেমে হেলে দুলে

পবিত্র হ'লাম ব'লে—অদ্বৈত,—নাচে প্রেমে হেলে দুলে

নিগূঢ় গৌরাঙ্গ-লীলা
আস্বাদিতে এসেছে

তিনজনে গূঢ়রস—আস্বাদিতে এসেছে

তিনজনে এক তনু-মন

নিতাই গৌর সীতানাথ—তিনজনে এক তনু-মন
রস অস্বাদিতে আগমন—তিনজনে এক তনু-মন

বলে,—তোরে নিমন্ত্রণ করি' পাইনু তার ফল।'

কি প্রেমময় ভাষা রে

এ ভাষার,—গৌরগণের বুকে বাসা

আ'মরি কি প্রীতির ভাষার—এ ভাষা,—গৌরগণের বুকে বাসা

শুধু শুন্‌'লে হবে না

প্রাণে প্রাণে মেনে নিতে হ'বে—শুধু শুন্‌লে হবে না

চৈতন্য-বৃক্ষের মূল দুই-শাখা

অদ্বৈত নিতাই দুইজনে—চৈতন্য-বৃক্ষের মুল দুই-শাখা

ব'ল্‌তে গেলে গৌরের দুই হস্ত

প্রভু নিতাই শ্রীঅদ্বৈত—ব'ল্‌তে গেলে গৌরের দুই হস্ত

যা'রে জানায় সেই ত জানে

এ দোঁহে কৃপাগুণে—যা'রে জানায় সেই ত জানে

এ দোঁহার যে প্রীতি মনে—যা'রে জানায় সেই ত জানে

"তোরে নিমন্ত্রণ করি' পাইনু তার ফল।
তোর জাতি কুল নাহি সহজে পাগল।।"

আ'মরি কি ব্যাজস্তুতি

অদ্বৈতের নিত্যানন্দ-প্রতি—আ'মরি কি ব্যাজস্তুতি

শুনি,—প্রাণ উঠে প্রেমে মাতি'

অদ্বৈতের স্তুতি নিত্যানন্দ-প্রতি—শুনি,—প্রাণ উঠে প্রেমে মাতি'

"আপনার সমান মোরে করিবার তরে।
ঝুটা দিলে বিপ্র বলি' ভয় না করিলে।।"

আমার অঙ্গে ঝুটা দিলে

আপন-স্বভাব ধরাবে ব'লে—আমার অঙ্গে ঝুটা দিলে

ঝুটা দিলে মোর অঙ্গেতে

আপনার মত পাগল করিতে—ঝুটা দিলে মোর অঙ্গেতে

"নিত্যানন্দ কহে, এই কৃষ্ণের প্রসাদ।
ইহাকে ঝুটা কহিলে, কৈলে অপরাধ।।"

শাস্ত্রেতে আছে বর্ণন

মহাপ্রসাদ প্রসঙ্গে—শাস্ত্রেতে আছে বর্ণন

"স্পর্শ-দোষে মহাপ্রসাদ নষ্ট নাহি হয়।
নষ্ট-দোষ ঘটাইলে নিজে নষ্ট হয়।।"

তাই ব'ল্‌ছেন নিতাইচাঁদ

"ইহাকে ঝুটা কৈলে তুমি কৈলে অপরাধ।।
শতেক সন্ন্যাসী যদি করাহ ভোজন।
তবে এই অপরাধ হইবে খণ্ডন।।
আচার্য্য কহে কভু না করিব সন্ন্যাসী-নিমন্ত্রণ।
সন্ন্যাসী নাশিলে মোর সব স্মৃতি-ধর্ম্ম।।"

সন্ন্যাসী মোর সব নিল

জাতি-ধর্ম্ম সব গেল—সন্ন্যাসী মোর সব নিল
বেদধর্ম্ম ছাড়াইল—সন্ন্যাসী মোর সব নিল

"এত বলি' দুইজনে করাইল আচমন।
উত্তম শয্যাতে লঞা করাইল শয়ন।।
লবঙ্গ এলাচি আর উত্তম রসবাস।
তুলসী-মঞ্জরী-সহ দিল মুখবাস।।
সুগন্ধি-চন্দনে লিপ্ত কৈল কলেবর।
সুগন্ধি-মালা আনি দিল হৃদয়-উপর।।"

দিল,—মালা গোরা-বুকের উপরে

মালারূপে যেন অদ্বৈত বিহরে—দিল,—মালা গোরা-বুকের উপরে

"আচার্য্য করিতে চাহে পাদ-সম্বাহন।
সঙ্কুচিত হইয়া প্রভু কহেন বচন।।
বহু নাচাইলে আমায় ছাড় নাচায়ন।
মুকুন্দ হরিদাস লঞা করহ ভোজন।।
তবে ত আচার্য্য সঙ্গে লঞা দুইজনে।
করিল ইচ্ছায় ভোজন যে আছিল মনে।।

সীতানাথের সাধ ছিল চিতে

গৌর-অধরামৃত আস্বাদিতে—সীতানাথের সাধ ছিল চিতে

আজ সে বাসনা পূর্ণ করে

প্রাণনাথে পেয়ে ঘরে—আজ সে বাসনা পূর্ণ করে

সীতানাথ আনন্দে মত্ত

পেয়ে,—প্রাণগৌর-অধরামৃত—সীতানাথ আনন্দে মত্ত

"শান্তিপুরের লোক শুনি' প্রভুর আগমন।
দেখিতে আইলা লোক প্রভুর চরণ।।"

ডাকিতে কি হয় ভ্রমরে

কমল ফুটিলে পরে—ডাকিতে কি হয় ভ্রমরে

মধু-লোভে আপনি আসে

ডাক্‌তে হয় না গিয়ে পাশে—মধু-লোভে আপনি আসে

গন্ধ পেয়ে অলি ছুটে

ফুল,—আপন-মনে আপনি ফুটে—গন্ধ পেয়ে অলি ছুটে
বার্ত্তা দিতে হয় না—গন্ধ পেয়ে অলি ছুটে

"হরি হরি বলে লোক আনন্দিত হঞা।
চমৎকার হইল প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখিয়া।।

সবাই বলে হরি হরি
সাধে কি বলে হরি হরি
তাদের,—মন যে হয়েছে চুরি

গৌরাঙ্গ-নব-মাধুরী হেরি'—তা'দের,—মন যে হয়েছে চুরি

তাইতে বলে হরি হরি

"গৌর-দেহ-কান্তি সূর্য্য-জিনিয়া উজ্জ্বল।
অরুণ-বসন তাহে করে ঝলমল।।

তা'তেই জগজন-মন মজে

যখন যে সাজে সাজে—তা'তেই জগজন-মন মজে

"আইসে যায় লোক সব নাহি সমাধান।
লোকের সংঘটে দিন হৈল অবসান।।
সন্ধ্যাতে আচার্য্য আরম্ভিল সংকীর্ত্তন।
আচার্য্য নাচেন প্রভু করেন দর্শন।।

কে বা বল নাচায় তারে
আপনি যে নাচাইছে

গৌর হৃদয়ে উদয় হ'য়ে—আপনি যে নাচাইছে

আস্বাদে নিজ-নটন-মাধুরী

অদ্বৈতের নটন হেরি'—আস্বাদে নিজ-নটন-মাধুরী

"নিত্যানন্দ প্রভু বুলে আচার্য্যে ধরিয়া।"

অদ্বৈত-বুকে গৌর বিহরে

তাই নিতাই অদ্বৈতে ধরে—অদ্বৈত-বুকে গৌর বিহরে

নিতাই নাচে অদ্বৈত পাছে

পাছে,—গৌর ঢ'লে পড়ে এই অনুভবে—নিতাই নাচে অদ্বৈত-পাছে

জগতে কে আছে ধরিতে

অদ্বৈত-হৃদে গৌর নাচে—জগতে কে আছে ধরিতে

অদ্বৈত নাচে ধরি' গৌর হৃ'দে—জগতে কে আছে ধরিতে

বিনা প্রভু নিতাই-চাঁদে—জগতে কে আছে ধরিতে

তাই,—**"নিত্যানন্দ প্রভু বুলে আচার্য্যে ধরিয়া।"**

আনন্দ আর ধরে না

জগজন-প্রাণ নিতাই-চাঁদের—আনন্দ আর ধরে না

অদ্বৈতের আনন্দ দেখি'—আনন্দ আর ধরে না

নিত্যানন্দ মহাসুখী

অদ্বৈতের আনন্দ দেখি'—নিত্যানন্দ মহাসুখী

"নিত্যানন্দ প্রভু বুলে আচার্য্যে ধরিয়া।
হরিদাস পাছে নাচে হরষিত হইয়া।।"

আনন্দ আর ধরে না

ঠাকুর শ্রীহরিদাসের—আনন্দ আর ধরে না

প্রত্যক্ষ দে'খ্‌ছেন

ঠাকুর শ্রীহরিদাস—প্রত্যক্ষ দে'খ্‌ছেন

শুধু ঘরে আসে নাই

গৌরের,—শুধু নয় অদ্বৈত-গৃহে আসা

সীতানাথ-বুকে করেছে বাসা—গৌরের,—শুধু নয় অদ্বৈত-গৃহে আসা

তাই হরিদাস নাচেন সুখে

অদ্বৈতে গৌর-বিলাস দেখে—তাই হরিদাস নাচেন সুখে

অদ্বৈত-বুকে গৌর করেছে বাসা

স্বভাব জাগায়ে দিয়েছে

তার হৃদয়ে উদয় হ'য়ে—স্বভাব জাগায়ে দিয়েছে

'তার হৃদয়ে উদয় হ'য়ে'—

স্বরূপ-জাগান গৌর-স্বরূপ—তার হৃদয়ে উদয় হ'য়ে

স্বভাব জাগায়ে দিয়েছে

সম্পূর্ণামঞ্জরীর—স্বভাব জাগায়ে দিয়েছে

আর বুঢ়া নাঢ়া নাই—স্বভাব জাগায়ে দিয়েছে

আজ,—সেই স্বভাবে নাচে রে

সীতানাথ ভাবাবেশে—আজ,—সেই স্বভাবে নাচে রে

সম্পূর্ণা-মঞ্জরী-আবেশে অদ্বৈত নাচে

আজ,—প্রাণনাথ ঘরে পাইনু ব'লে—সম্পূর্ণা-মঞ্জরী-আবেশে অদ্বৈত নাচে

আজ,—সেই স্বভাবে গান করে

"কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।

চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর।।

সম্পূর্ণা রাধাভাবে-তাদাত্ম্যের বলে

শ্রীরাধা-উক্তি-কথা বলে—সম্পূর্ণা রাধাভাব-তাদাত্ম্যের বলে

বলে,—কি কব আনন্দ ওর

ওরে আমার প্রাণসখি—বলে,—কি কব আনন্দ ওর

চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর—বলে,—কি কব আনন্দ ওর

অদ্বৈত নাচে প্রেমে বিভোর

বলে,—চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর—অদ্বৈত নাচে প্রেমে বিভোর

সীতানাথের কিবা কথা

সে ত তার নিজজন

চিরদিনের সঙ্গের সাথী—সে ত তার নিজজন

সীতানাথের কিবা কথা

স্বভাব জাগাতে এসেছে

গৌরাঙ্গ-স্বরূপে এবার—স্বভাব জাগাতে এসেছে

ব্রহ্মাণ্ডবাসী-নরনারীর—স্বভাব জাগাতে এসেছে

আজ,—ব'য়ে যায় আনন্দের পাথার

শান্তিপুরে সীতানাথের ঘরে—আজ,—ব'য়ে যায় আনন্দের পাথার

"এই ধুয়া গাই হর্ষে করেন নর্ত্তন।

স্বেদ কম্প পুলকাশ্রু হুঙ্কার গর্জ্জন।।"

লীলায়,—যোগামায়া শ্রীঅদ্বৈত

ভাব-ভূষণে বিভূষিত—লীলায়,—যোগমায়া শ্রীঅদ্বৈত

"ফিরি ফিরি কভু প্রভুর ধরেন চরণ।

চরণে ধরিয়া প্রভুরে বলেন বচন।।

অনেকদিন তুমি মোরে বেড়ালে ভাণ্ডিয়া।

ঘরে পাইয়াছি এবে রাখিব বাঁধিয়া।।"

অনেক দিন ভাঁড়ালে মোরে

এবার বাঁধিয়া রাখিব ঘরে—অনেক দিন ভাঁড়ালে মোরে

আর ছেড়ে নাহি দিব

ঘরে পেয়েছি বেঁধে রা'খ্‌ব—আর ছেড়ে নাহি দিব

"এত বলি আচার্য্য আনন্দে করেন নর্ত্তন।

প্রহরেক রাত্রি আচার্য্য কৈল সঙ্কীর্ত্তন।।

প্রেমের উৎকণ্ঠা প্রভুর নাহি কৃষ্ণ-সঙ্গ।

বিরহে বাড়িল প্রেম-জ্বালার তরঙ্গ।

অদ্বৈত-মুখের ধূয়া শুনি'

ভোগের স্বভাব জাগিয়া উঠিল—অদ্বৈত-মুখের ধূয়া শুনি'

সীতানাথ নাচে পাইনু ব'লে

প্রাণগৌর বলে কোথা পাব গেলে—সীতানাথ নাচে পাইনু ব'লে

"ব্যাকুল হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়িলা।
গোসাঞি দেখিয়া আচার্য্য নৃত্য সম্বরিলা।।
প্রভুর অন্তর মুকুন্দ জানে ভালমতে।
ভাবের সদৃশ পদ লাগিলা গাইতে।।
আচার্য্য উঠাইল প্রভুকে করিতে নর্ত্তন।
পদ শুনি প্রভুর অঙ্গ না যায় ধরণ।।
অশ্রু কম্প পুলক স্বেদ গদগদ বচন।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ক্ষণেকে রোদন।।"

মুকুন্দ এই পদ গান করে

ভাবনিধির ভাব জে'নে—মুকুন্দ এই পদ গান করে
'ভাবনিধির ভাব জে'নে'—
চেয়ে রসের বদন পানে—ভাবনিধির ভাব জে'নে

মুকুন্দ এইপদ গান করে

"হা হা প্রাণ প্রিয়সখি কিনা হৈল মোরে।
কানু-প্রেম-বিষানলে তনু মন জারে।।
রাত্রি দিনে পোড়ে মন সোয়াথ না পাঙ
যাঁহা গেলে কানু পাঙ তাঁহা উড়ি' যাঙ।।
এই পদ গায় মুকুন্দ সুমধুর স্বরে
শুনিয়া প্রভুর চিত্ত হইল কাতরে।।
নির্ব্বেদ বিষাদামর্ষ চাপল্য গর্ব্ব দৈন্য।
প্রভুর শরীরে যুদ্ধ করে করে ভাব-সৈন্য।।
জর্জ্জর হইল প্রভু ভাবের প্রহারে।
ভূমিতে পড়িল শ্বাস নাহিক শরীরে।।
দেখিয়া চিন্তিত হইলা সব ভক্তগণ।
আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া গর্জ্জন।।
বোল বোল বলি' নাচে আনন্দে বিহ্বল।
বুঝন না যায় ভাব-তরঙ্গ প্রবল।।
নিত্যানন্দ সঙ্গে বুলে প্রভুকে ধরিয়া।"

কেবা ধর্‌বে বল আর

প্রাণগৌরাঙ্গের,—প্রেমাবেশের ভার—কেবা ধর্‌বে বল আর

"আচার্য্য হরিদাস বুলে পাছেতে নাচিয়া।।
এইমত প্রহরেক নাচে প্রভু রঙ্গে।
কভু হর্ষ কভু বিষাদ ভাবের তরঙ্গে।।
তিন দিন উপবাসে করিয়া ভোজন।
উদ্দণ্ড-নৃত্যে প্রভুর হৈল পরিশ্রম।।
তিঁহ ত না জানে প্রেমে ভাবাবিষ্ট হইয়া।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে রাখিল ধরিয়া।।"

প্রাণে প্রাণে নিতাই বলে

ভাব সম্বরণ কর

ও প্রাণ বিশ্বম্ভর—ভার সম্বরণ কর

আর জগতে কেবা ধরে

প্রেমাবিষ্ট-বিশ্বম্ভরে—আর জগতে কেবা ধরে

শ্রী,—সেবা-বিগ্রহ-নিতাই বিনে—আর জগতে কেবা ধরে

"আচার্য্য গোসাঞি তবে রাখিল কীর্ত্তন।
নানা সেবা করি' প্রভুকে করাইল শয়ন।।
এইমত দশ দিন ভোজন কীর্ত্তন।
একরূপে করি' কৈল প্রভুর সেবন।।
প্রভাতে আচার্য্যরত্ন দোলায় চড়াইয়া।।
ভক্তগণ সঙ্গে আইলা শচীমাতা লইয়া।।"

ধেয়ে আইল,—আই-শচী শান্তিপুরে

প্রাণের,—নিমাই-বদন দেখ্‌বার তরে—ধেয়ে আইল,—আই-শচী শান্তিপুরে

"নদীয়া নগরের লোক স্ত্রী বালক বৃদ্ধ।
সব লোক আইলা, হৈল সঙ্ঘট্ট সমৃদ্ধ।।"

আইলা সবে শান্তিপুরে

প্রাণ-গৌর আগমন শু'নে—আইলা সবে শান্তিপুরে

নদের নিমাই দেখ্‌বার তরে—আইলা সবে শান্তিপুরে

"ধাওল নদীয়ার লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে।
আনন্দে আকুল চিত না পারে চলিতে।।
প্রাতঃকৃত্য করি' করে নাম সঙ্কীর্ত্তন।
শচী লইয়া আইলা আচার্য্য অদ্বৈত-ভবন।।
শচী আগে পড়িলা প্রভু দণ্ডবৎ হৈয়া।"

ও মা, মা, মা ব'লে

"শচী-আগে পড়িলা প্রভু দণ্ডবৎ হৈয়া।
কাঁদিতে লাগিল শচী কোলেতে করিয়া।।"

শচীমাতা ভাসে নয়ন-জলে

প্রাণ-নিমাইয়ে করি' কোলে—শচীমাতা ভাসে নয়ন-জলে

প্রাণ-নিমাইয়ে কৈল কোলে

স্বাভাবিক বাৎসল্য-বলে—প্রাণ-নিমাইয়ে কৈল কোলে
আয় বাপ নিমাই আয় ব'লে—প্রাণ-নিমাইয়ে কৈল কোলে

আন-স্বরূপ নাহি দেখে

যা আছে বুকে তাই দেখে চোখে—আন-স্বরূপ নাহি দেখে

মায়ের চোখে আছে লেগে

নদীয়া-বিহারী-স্বরূপ—মায়ের চোখে আছে লেগে

স্বভাবেতে তাই দেখে

বাৎসল্যবতী শচীমাতা—স্বভাবেতে তাই দেখে
যা লেগে আছে তাঁর চোখে—স্বভাবেতে তাই দেখে

"দোঁহার দর্শনে দোঁহে হইয়া বিহ্বল।
কেশ না দেখিয়া শচী হইলা বিকল।।"

স্বভাবেতে নাহি দেখে

চাঁচর কেশের অদর্শন—স্বভাবেতে নাহি দেখে
তটস্থ হইয়া দেখে—স্বভাবেতে নাহি দেখে

স্বভাবে দেখে নদীয়া-বিলাসী

তটস্থ হ'য়ে দেখে গৌর সন্ন্যাসী—স্বভাবে দেখে নদীয়া-বিলাসী

দেখি' চাঁচর-কেশের অদর্শন

শচীমাতার ব্যাকুল মন—দেখি' চাঁচর-কেশের অদর্শন

ধারা বহে দু'নয়নে

চেয়ে না সে কেশ-পানে—ধারা বহে দু'নয়নে

"অঙ্গ মুছে, মুখ চুম্বে, করে নিরীক্ষণ।
দেখিতে না পায় অশ্রু ভরিল নয়ন।।
কাঁদিয়া কহেন শচী, বাছারে নিমাই।
বিশ্বরূপ সম না করিহ নিঠুরাই।।
সন্ন্যাসী হইয়া পুনঃ না দিল দর্শন।
তুমি তৈছে কৈলে মোর হইবে মরণ।।
প্রভু ত কাঁদিয়া কহে শুন মোর আই।
তোমার শরীর এই, মোর কিছু নাই।।
তোমার পালিত দেহ, জন্ম তোমা হৈতে।
কোটি জন্মে তোমার ঋণ না পারি শোধিতে।।"

জানাইছেন জগভরি'

জগদ্‌গুরু-গৌরহরি—জানাইছেন জগভরি'
মাতৃঋণ সর্ব্বোপরি—জানাইছেন জগভরি'

এই শিক্ষা হৃ'দে ধর

জগদ্‌গুরু-গৌরহরির—এই শিক্ষা হৃ'দে ধর
শিক্ষার অনুকূল আচরণ কর—এই শিক্ষা হৃ'দে ধর

"জানি বা না জানি' কৈল যদ্যপি সন্ন্যাস।
তথাপি তোমারে কভু না হ'ব উদাস।।"

হ'বে মোর সর্ব্বনাশ

তোমারে হইলে উদাস—হ'বে মোর সর্বনাশ

যত ভক্তগণ প্রাণে প্রাণে

বুকে রেখো এই বচনে—যত ভক্তগণ প্রাণে প্রাণে

"তুমি যাঁহা কহ মুঞি তাঁহাই রহিব।
তুমি যেই আজ্ঞা দেহ সেই ত করিব।।
এত বলি' পুনঃ পুনঃ করে নমস্কার।
তুষ্ট হ'এগ আই কোলে করে বারবার।।"

প্রাণ-গৌরাঙ্গে করে কোলে

আরে আরে,—আরে বাপ নিমাই ব'লে—প্রাণ-গৌরাঙ্গে করে কোলে

"তবে আই লইয়া আচার্য্য গেলা অভ্যন্তর।
ভক্তগণে মিলিতে প্রভু হইলা সত্বর।।
একে একে মিলিলা প্রভু সব ভক্তগণে।
সবার মুখ দেখি' করে দৃঢ় আলিঙ্গনে।।"

প্রেমাবতার গৌর আমার

প্রাণের প্রাণ সবাকার—প্রেমাবতার গৌর আমার

সবারে ধরেন বুকে

নাম ধ'রে ডে'কে ডে'কে—সবারে ধরেন বুকে

"কেশ না দেখিয়া ভক্ত যদ্যপি পায় দুঃখ
সৌন্দর্য্য দেখিতে তবু পায় মহাসুখ"

বল,— কেন গৌরগণ সুখ পায়

গৌরের সন্ন্যাসীরূপ দে'খে—বল,—কেন গৌরগণ সুখ পায়

তারা,—প্রাণে প্রাণে ভোগ করিছে

সে ত একা গৌর নয়

নিতাই জড়িত আছে—সে ত একা গৌর নয়

ও ত সন্ন্যাস বেশ নয়

বেশরূপে নিতাই হয়—ও ত সন্ন্যাস বেশ নয়

এবে,—কৃষ্ণচৈতন্য নামধারী

নিতাই-জড়িত প্রাণ-গৌরহরি—এবে,—কৃষ্ণচৈতন্য নামধারী

ফুটে যে উঠেছে

জড়িত-মাধুরী—ফুটে যে উঠেছে

তাইতে এত সুখ পায়

কখনও ত দেখে নাই

নিতাই জড়িত গৌর—কখনও ত দেখে নাই

"বাহ্যে দুঃখী, দেখি' গৌর সন্ন্যাসী।
অন্তরে সুখী, দেখি' নিতাই আছে মিশি।।"
"শ্রীবাস রামাই বিদ্যানিধি গদাধর।
গঙ্গাদাস বক্রেশ্বর মুরারি শুক্লাম্বর।।
বুদ্ধিমন্তখান নন্দন শ্রীধর বিজয়।
বাসুদেব দামোদর মুকুন্দ সঞ্জয়।।
কত নাম লব যত নবদ্বীপবাসী।
সবারে মিলিলা প্রভু কৃপাদৃষ্ট্যে হাসি'।।

এ ত,—হেসে কৃপাদৃষ্টি নয়

সবারে,—নদীয়া-বিহারী রূপ দেখায়—এ ত,—হেসে কৃপাদৃষ্টি নয়

"আনন্দে নাচয়ে সবে বলি' হরি হরি।"

আনন্দ সবারি মনে

পাইয়া সে হারাধনে—আনন্দ সবারি মনে

পাব আশা ছিল না মনে

পাইল নিতাইচাঁদের গুণে—পাব আশা ছিল না মনে

সীতানাথের ঘরে প্রাণগৌর খেলে

নিতাইচাঁদের প্রেম-কৌশলে—সীতানাথের ঘরে প্রাণগৌর খেলে

দেখে,—আই-সঙ্গে নদীয়াবাসী সকলে—সীতানাথের ঘরে প্রাণগৌর খেলে

প্রেমময় নিত্যানন্দ-রায়

কৌশলেতে গৌর দেখায়—প্রেমময় নিত্যানন্দ-রায়

তাইতে আমার নিতাই-রতন

গৌরগণের প্রাণধন—তাইতে আমার নিতাই-রতন

কে পেয়েছে গৌরধনে

গরব ক'রে বল্‌তে পারি—কে পেয়েছে গৌরধনে

আমার,—নিতাইচাঁদের কৃপা বিনে—কে পেয়েছে গৌরধনে

তাই,—অনুভবি ঠাকুর বৃন্দাবন কন

নিতাই মহাপ্রভু ব'লে বচন—তাই,—অনুভবি ঠাকুর বৃন্দাবন কন

আজ অপরূপ মিলন রে

শান্তিপুরে সীতানাথের ঘরে—আজ অপরূপ মিলন রে

গৌরগণ-সঙ্গে প্রাণগৌরাঙ্গের—আজ অপরূপ মিলন রে
নিতাইচাঁদের কৃপাবলে—আজ অপরূপ মিলন রে

আনন্দ আর ধরে না

"আনন্দে নাচয়ে সবে বলি' হরি হরি
আচার্য্য-মন্দির হইল শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী।।"

কবিরাজ রাখেন হৃ'দে পুরি'

আপন-মনের কথা—কবিরাজ রাখেন হৃ'দে পুরি'

বলছেন,—জগজনের মুখ হেরি'

শান্তিপুর বৈকুণ্ঠপুরী—বল্‌ছেন,—জগজনের মুখ হেরি'

করিরাজের মনের কথা

শান্তিপুর,—বৈকুণ্ঠ নয় নদীয়াপুরী—কবিরাজের মনের কথা

"যত লোক আইল মহাপ্রভুকে দেখিতে।
নানা গ্রাম হইতে আর নবদ্বীপ হৈতে।।
সবাকারে বাসা দিল ভক্ষ্য অন্ন পান।
বহুদিন আচার্য্য সবার কৈল সমাধান।।
আচার্য্য গোসাঞির ভাণ্ডার অক্ষয় অব্যয়।"

সেই,—শান্তিপুর নাম ধরে

জড়াজড়ি-মুরতি যেখানে বিহরে—সেই শান্তিপুর নাম ধরে

তার,—কখনও কি অভাব হয়

প্রভু যারে শিব কয়—তার,—কখনও কি অভাব হয়

তার অভাব হবে কৈছে

যার ঘরে অন্নপূর্ণা আছে—তার অভাব হবে কৈছে

"যত দ্রব্য ব্যয় করে তত দ্রব্য হয়।।
সেইদিন হৈতে শচী করেন রন্ধন।
ভক্তগণ লইয়া প্রভু করেন ভোজন।।
দিনে আচার্য্যের প্রীতি প্রভুর দর্শন।
রাত্রে লোক দেখে প্রভুর নর্ত্তন কীর্ত্তন।
কীর্ত্তন করিতে প্রভুর হয় ভাবোদয়।
স্তম্ভ কম্প পুলকাশ্রু গদগদ প্রলয়।।

এ ত,—আছাড় খেয়ে পড়া নয়

শান্তিপুর-ভূমির সৌভাগ্য বাড়ায়—এ ত,—আছাড় খেয়ে পড়া নয়

"ঘন ঘন পড়ে প্রভু আছাড় খাইয়া।
দেখি' শচীমাতা কহে রোদন করিয়া।।
চূর্ণ হৈল হেন বাসো নিমাই কলেবর।
হা হা করি' বিষ্ণুপাশে মাগে এই বর।।
বাল্যকাল হৈতে তোমার যে কৈলু সেবন।
তার এই ফল মোরে দেহ নারায়ণ।।
যে কালে নিমাই পড়ে ধরণী-উপরে।
ব্যথা যেন নাহি লাগে নিমাই-শরীরে।।"

কেন বা ব্যথা লাগ্‌বে

বাৎসল্যের এই কথা বটে—কিন্তু,—কেন বা ব্যথা লাগ্‌বে

হাত বাড়িয়ে রয়েছে

সেবাশক্তি নিতাই আমার—হাত বাড়ায়ে রয়েছে
সদাই তার সঙ্গে আছে—হাত বাড়ায়ে রয়েছে
পড়্‌বে বুকে ধর্‌বে ব'লে—হাত বাড়ায়ে রয়েছে

"এইমত শচীদেবী বাৎসল্যে বিহ্বল।
হর্ষ ভয় দৈন্যভাবে হইলা বিকল।।
শ্রীনিবাস আদি যত বিপ্রভক্তগণ।
প্রভুকে ভিক্ষা দিতে হৈল সবাকার মন।।
শুনি' সবাকারে করেন মিনতি।
মুঞি নিমাইর দর্শন আর পাব কতি।।
তোমা সবা-সনে হ'বে অন্যত্র মিলন।
মুঞি অভাগিনীর এইমাত্র দরশন।।
যাবৎ আচার্য্য ঘরে নিমাইর অবস্থান।
মুঞি ভিক্ষা দিব সবারে এই মাগো দান।।
শুনি' ভক্তগণ কহে করি' নমস্কার।
মাতার যে ইচ্ছা সেই সম্মত সবার।।
মাতার ব্যগ্রতা দেখি' প্রভুর ব্যগ্র মন।

ভক্তগণে একত্র করি' বলিল বচন।।
তোমা সবার আজ্ঞা বিনে চলিলা বৃন্দাবন।
যাইতে নারিল, বিঘ্ন কৈল নিবর্ত্তন।।
যদ্যপি সহসা আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
তথাপি তোমা-সবা হৈতে নহিব উদাস।।
তোমা-সবা না ছাড়িব যাবৎ আমি জীব।
মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব।।
(তবে) সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে সন্ন্যাস করিয়া
নিজ-জন্মস্থানে রহে কুটম্ব লইয়া।।
কেহ যেন এই বোলে না করে নিন্দন।
সেই যুক্তি কর যাতে রহে দুই ধর্ম্ম।।
শুনিয়া প্রভুর এই মধুর বচন।
শচীপাশে আচার্য্যাদি করিলা গমন।।
প্রভুর নিবেদন তারে সকল কহিলা।
শুনি' শচী জগন্মাতা কহিতে লাগিলা।।
তিহোঁ যদি ইহা রহে তবে মোর সুখ।
তার নিন্দা হয় যদি সেহ মোর দুঃখ।।
তাতে এই যুক্তি ভাল মোর মনে লয়।
নীলাচলে রহে যদি দুই কার্য্য হয়।।
নীলাচলে নবদ্বীপে যৈছে দুই ঘর।"

দুই প্রভুর ঘর বটে

শচী তত্ত্ব কন আনুষঙ্গে—দুই প্রভুর ঘর বটে

নদে নীলাচলে ভিন্ন নয়

গৌরাঙ্গ-বিহারের দুইটি ঘর হয়—নদে নীলাচলে ভিন্ন নয়

নদে নীলাচল দুই ঘর

যেথা বিহরে গোরা-রসিকবর—নদে নীলাচল দুই ঘর
সদর আর অন্দর—নদে নীলাচল দুই ঘর

ধরে নীলাচল নাম

গুপত খেলারস্থান—ধরে নীলাচল নাম

তিন,—বাঞ্ছা-পূর্ত্তি-লীলাস্থান—ধরে নীলাচল নাম
নদীয়ার নিভৃত উদ্যান—ধরে নীলাচল নাম

"নীলাচলে নবদ্বীপে যৈছে দুই ঘর।
লোক-গতাগতি বার্ত্তা পাব নিরন্তর।।
তুমি সব করিতে পার গমনাগমন।
গঙ্গাস্নানে কভু হ'বে তাঁর আগমন।।
আপনার দুঃখ সুখ তাহা নাহি গণি।
তাঁর যেই সুখ সেই নিজ-সুখ মানি।।
শুনি' ভক্তগণ তাঁরে করেন স্তবন।
বেদ-আজ্ঞা যৈছে মাতা তোমার বচন।।
ভক্তগণ প্রভু আগে আসিয়া কহিল।
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ হইল।।

আজ,—কি আনন্দ শান্তিপুরে

ত্রিকাল-সত্য-লীলায়—আজ,—কি আনন্দ শান্তিপুরে
অদ্বৈত-আচার্য্যের ঘরে—আজ,—কি আনন্দ শান্তিপুরে

এসেছেন প্রাণ গৌরহরি

মিলিলেন সব ভক্তগণ

চারিদিক্ হ'তে এসে—মিলিলেন সব ভক্তগণ

করিলেন আনন্দ-কীর্ত্তন

ল'য়ে—প্রাণের প্রাণ শচীনন্দন—করিলেন আনন্দ-কীর্ত্তন

অধরামৃত কৈলেন ভোজন

দূরে গেল মনের ব্যথা

দেখি' মুখ শুনি' মধুর-কথা—দূরে গেল মনের ব্যথা

আজ,—বহিতেছে প্রেমের পাথার

শান্তিপুরে সীতানাথের ঘরে—আজ,—বহিতেছে প্রেমের পাথার

একবার দেখাও হে

হা শান্তিপুর-নাথ—একবার দেখাও হে

তুমি ত আন্‌লে ডেকে

জগজ্জীবে দেখাবে ব'লে—তুমি ত আন্‌লে ডেকে

দয়া কর সীতানাথ

এ-দীনে কর দৃষ্টিপাত—দয়াকর সীতানাথ

প্রতিহৃ'দে জাগায়ে দাও

এইদিনে,—তোমার গৃহে গৌরাঙ্গ-বিহার—প্রতিহৃদে জাগায়ে দাও
ম্লেচ্ছ,—যবনাদি-নরনারীর—প্রতিহৃ'দে জাগায়ে দাও

সবাই,—হৃ'দে ধরি ঝুরে মরি

তোমার গৃহে গৌরাঙ্গ-বিহার—সবাই,—হৃ'দে ধরি ঝুরে মরি
শ্রীগুরু-পদাশ্রয়ে—সবাই,—হৃ'দে ধরি ঝুরে মরি

প্রেমস্বরে গান করি

"এমন সুন্দর গৌরাঙ্গ কে আনিল রে।
কে আনিল কেবা দিল কোথা বা ছিল রে।।
সীতানাথ আনিল নিতাই দিল ব্রজেতে ছিল রে।।"

কেবা পেত রে

যদি,—সীতানাথ না আনিত— কেবা পেত রে

'যদি,—**"অদ্বৈত না হত, কি মেনে হইত, কেমন ধরিতু দে।**
ব্রজের নিকুঞ্জ, বিলাস বৈভব, আনিয়া দেখাত কে।"

প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

গৌর-আনা ঠাকুরের—প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

জয়,—জয় সীতানাথ বলিহারি

নিতাই গৌর জানালে জগভরি'—জয়,—জয় সীতানাথ বলিহারি

বল,—জয় জয় গৌরহরি

সীতানাথের গৃহ-বিহারী—বল,—জয় জয় গৌরহরি

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।
শ্রীঅদ্বৈত-প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল।

শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর জন্মলীলা কীর্ত্তন

(মাঘী শুক্লা সপ্তমী তিথি)

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল।"

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।"

"এ তিন ভুবন-মাঝে, অবনী মণ্ডল সাজে,"

অবনী মণ্ডল সাজে

এ তিন ভুবন-মাঝে—অবনী মণ্ডল সাজে

"তাহে পুনঃ অতি অনুপাম রে।

শোক দুঃখ তাপ ত্রয়, যাঁর নামে শান্ত হয়,"

যাঁর নামে শান্ত হয়

শোক দুঃখ তাপত্রয়—যাঁর নামে শান্ত হয়

"হেন সেই শান্তিপুর গ্রাম রে।।"

বিহারভূমি,—বিহারীর একই স্বভাব

শান্তিপুর আর সীতানাথ—বিহারভূমি,—বিহারীর একই স্বভাব

শান্তিপুরে সেই গুণ আছে

সীতানাথে যে গুণ বিরাজে—শান্তিপুরে সেই গুণ আছে

শান্তিপুর নামে শান্ত হয়

শোক দুঃখ তাপত্রয়—শান্তিপুর নামে শান্ত হয়

ত্রিতাপ জ্বালার হয় বিরাম

লইলে শান্তিপুর নাম—ত্রিতাপ জ্বালার হয় বিরাম

"হেন সেই শান্তিপুর গ্রাম রে।।

কুবের পণ্ডিত তায়, শুদ্ধ সত্ত্ব দ্বিজরায়,"

শুদ্ধ সত্ত্ব দ্বিজরায়

কুবের পণ্ডিত তায়—শুদ্ধ সত্ত্ব দ্বিজরায়

"নাভাদেবী তাঁহার গৃহিণী

এই—শান্তিপুরে করে স্থিতি, কৃষ্ণপূজা করে নিতি,"

কৃষ্ণপূজা করে নিতি

শুদ্ধ সত্ত্ব দ্বিজ কুবের পণ্ডিত—কৃষ্ণপূজা করে নিতি

শান্তিপুরে করে স্থিতি—কৃষ্ণপূজা করে নিতি

মহাভাগবত কুবের পণ্ডিত—কৃষ্ণপূজা করে নিতি

ল'য়ে নিজগৃহিণী নাভাদেবী—কৃষ্ণপূজা করে নিতি

বলে,—জগজনে কৃপা কর

জগৎপিতা কৃষ্ণচন্দ্র—বলে,—জগজনে কৃপা কর

জগজনে কর ধনী

তোমার,—ভক্তিধনে ক'রে ধনী—জগজনে কর ধনী

"ভক্তিহীন দেখিয়া অবনী।।

কলিহত জীব দেখি, মনেতে দারুণ দুঃখী,"

হয়ে,—মনেতে দারুণ দুঃখী

কলিহত জীব দেখি,—হয়ে,—মনেতে দারুণ দুঃখী

ব্যাকুল,—হ'য়ে ডাকেন কুবের পণ্ডিত

কলিহত জীব দেখি'—ব্যাকুল,—হ'য়ে ডাকেন কুবের পণ্ডিত

কলিজীবের,—দুঃখ দূর কর ব'লে—ব্যাকুল,—হ'য়ে ডাকেন কুবের পণ্ডিত

ভক্তিহীন অবনী দেখি

কুবের পণ্ডিত নাভাদেবী—ভক্তিহীন অবনী দেখি

মনে দুঃখ পায় অতি

দেখিয়া জগতের গতি—মনে দুঃখ পায় অতি

তাই,—**"ভক্ত্যে আরাধয়ে ভগবান্।"**

ব্যাকুল,—প্রাণে ডেকেছেন কুবের পণ্ডিত

জগজনের দুঃখ,—দূর কর কৃষ্ণচন্দ্র ব'লে'

ব্যাকুল,—প্রাণে ডেকেছেন কুবের পণ্ডিত

ভগবান্ আরাধনা করে

কলিজীবের দুঃখ দূর করিতে—ভগবান আরাধনা করে

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

প্রাণনাথ—কৃষ্ণের কাছে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে
জীবে সুমতি দাও ব'লে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

বলে,—প্রাণকৃষ্ণ রক্ষা কর

কলিজীবের মঙ্গল কর—বলে—প্রাণকৃষ্ণ রক্ষা কর
জীবের দুঃখ দূর কর—বলে,—প্রাণকৃষ্ণ রক্ষা কর

সেই আরাধনা কাজে, নাভাদেবী-গর্ভমাঝে,
মহাবিষ্ণু হৈলা অধিষ্ঠান।''

মহাবিষ্ণু হৈলা অধিষ্ঠান

করিতে জীবের উত্তম বিধান—মহাবিষ্ণু হৈলা অধিষ্ঠান
করিতে জীবের উত্তমবিধান'—
পঞ্চম পুরুষার্থ দিয়ে দান—করিতে জীবরে উত্তমবিধান

মহাবিষ্ণু অধিষ্ঠান হইলা

কুবের পণ্ডিতের আরাধনে—মহাবিষ্ণু অধিষ্ঠান হইলা
নাভাদেবীর গর্ভমাঝে—মহাবিষ্ণু অধিষ্ঠান হইলা
জগজীবে শান্তি দিতে—মহাবিষ্ণু অধিষ্ঠান হইলা

মহাবিষ্ণু মনে করে

নিজ,—জগৎ রক্ষা করবার তরে—মহাবিষ্ণু মনে করে
অহৈতুকী-কৃপার বশে—মহাবিষ্ণু মনে করে

এবার,—ভক্তি দিব অবিচারে

চিরকালের অনর্পিত—এবার,—ভক্তি দিব অবিচারে
ভক্তি,-পাবে না কেউ যোগ্যতাবলে—তাই এবার,—ভক্তি দিব অবিচারে
আমার,—বলবান্ প্রভুর দ্বারে—এবার,ভক্তি দিব অবিচারে
আমার,—বলবান্ প্রভুর দ্বারে'—
স্বেচ্ছাময় বেদবিধির পার—আমার,—বলবান্ প্রভুর দ্বারে

এবার,—ভক্তি দিব অবিচারে

এই,—জগৎ উদ্ধারে সঙ্কল্প ক'রে এবার,—ভক্তি দিব অবিচারে

"মহাবিষ্ণু হৈলা অধিষ্ঠান॥

মাঘমাস শুভ-ক্ষণে, তাই,—শুক্লাসপ্তমীর দিনে,"

যাইরে তিথির বালাই যাইরে

এই,—মাঘাশুক্লা সপ্তমী তিথি—যাইরে তিথির বালাই যাইরে

যা'তে,—মহাবিষ্ণু অবতীর্ণ—যাইরে তিথির বালাই যাইরে

গৌর,—আনা ঠাকুর এল যা'তে—যাইরে তিথির বালাই যাইরে

"অবতীর্ণ-হৈলা মহাশয় হে।"

আইলা,—শান্তিপুরনাথ শান্তিপুরে

কুবের পণ্ডিতের আরাধনে—আইলা—শান্তিপুরনাথ শান্তিপুরে

কলিহত-জীবে শান্তি দিতে—আইলা,—শান্তিপুরনাথ শান্তিপুরে

আইলা শান্তিপুরাধিপ

এই শুক্লা সপ্তমীদিনে—আইলা শান্তিপুরাধিপ

নাশিতে,—কলিঘোর পাপতামস—আইলা শান্তিপুরাধিপ

জ্বালায়ে অপূর্ব্ব শান্তিদীপ—আইলা শান্তিপুরাধিপ

আইলা,—মহাবিষ্ণু শান্তিপুরে

চির,—শান্তি দিতে জগজীবে—আইলা,—মহাবিষ্ণু শান্তিপুরে

'চির—শান্তি দিতে জগজীবে'—

ধনী ক'রে প্রেমধনেতে—চির,—শান্তি দিতে জগজীবে

'ধনী ক'রে প্রেমধনেতে'—

পরমবস্তু নির্দ্দেশিতে—ধনী ক'রে প্রেমধনেতে

'পরমবস্তু নির্দ্দেশিতে'—

আনি,—পরতত্ত্ব-সীমা জগতে—পরমবস্তু নির্দ্দেশিতে

'আনি,—পরতত্ত্ব-সীমা জগতে'—

মধুর,—নদীয়াতে গৌরাঙ্গরূপেতে—আনি,—পরতত্ত্ব-সীমা জগতে

চিরশান্তি দান করি এই আশয়

এই,—কলিহত-পতিতজীবে—চিরশান্তি দান করি এই আশয়

শ্রীকৃষ্ণ-ভকতিদ্বারে—চিরশান্তি দান করি এই আশয়

"অবতীর্ণ হৈলা মহাশয়"

জানাইতে পরম বিষয় আশ্রয়—অবতীর্ণ হৈলা মহাশয়

'জানাইতে পরম বিষয় আশ্রয়'—

যার পরতত্ত্ব নাহি হয়—জানাইতে পরম বিষয় আশ্রয়

"অবতীর্ণ হৈলা মহাশয় হে।

দেখি' হরষিত মতি, হইলা পণ্ডিত অতি,"

আনন্দসিন্ধু উথলিল

পুত্র-মুখ-ইন্দু হে'রে—আনন্দসিন্ধু উথলিল

কুবের পণ্ডিত মনে গণে

পুত্রের শান্তিময়-মুখ হে'রে—কুবের পণ্ডিত মনে গণে

বুঝি,—হইলা প্রকট শান্তিদীপ

ধরিয়া আমার সুতরূপ—বুঝি,হইলা প্রকট শান্তিদীপ

ঘুচাইতে জীবের মোহান্ধকূপ—বুঝি,—হইলা প্রকট শান্তিদীপ

কুবের-পণ্ডিতের আনন্দমন

দেখি' নিজ-তনয়-বদন-কুবের পণ্ডিতের আনন্দমন

'দেখি' নিজ-তনয়-বদন'—

অখিল-শান্তির সদন—দেখি' নিজ-তনয়-বদন

কুবের পণ্ডিতের আনন্দ-মন

"নয়নে আনন্দধারা বয়॥"

আনন্দ আর ধরে নারে

মহাভাগবত কুবের পণ্ডিতের—আনন্দ আর ধরে নারে

নিজ-তনয়-বদন হে'রে—আনন্দ আর ধরে নারে

আনন্দদাতার বদন হে'রে—আনন্দ আর ধরে নারে

আনন্দাশ্রু বেয়ে পড়ে—আনন্দ আর ধরে নারে

"আচম্বিতে জগজনে, আনন্দ পাইয়া মনে,
কি লাগিয়া কেহ নাহি জানে॥"

আজ,—আনন্দ জনমিল আপনে

আচম্বিতে জগবাসীর মনে—আজ,—আনন্দ জনমিল আপনে

জগজীবের আনন্দ মনে

মহাবিষ্ণু,—জগৎ কর্ত্তার আগমনে—জগজীবের আনন্দ মনে

কারণ কেহ কিছু না জানে—জগজীবের আনন্দ মনে

তাই ত জীবের আনন্দ মন

শান্তিদাতার হ'ল আগমন—তাই ত জীবের আনন্দ মন

'শান্তিদাতার হ'ল আগমন'—

করিতে শান্তি বিতরণ—শান্তিদাতার হ'ল আগমন

তাই ত জীবের আনন্দ মন

সূচনা হইল মনে

শান্তিপুর-নাথের আগমনে—সূচনা হইল মনে

আনন্দঘনের আগমনে—সূচনা হইল মনে

"এ বৈষ্ণবদাসে বলে, উদ্ধার হইবে হেলে,
পতিত-পাষণ্ড-দীনহীনে॥"

আইলা,—শান্তিপুরনাথ শান্তিপুরেতে

কলিহত,—পতিতজীবে শান্তি দিতে—আইলা,—শান্তিপুরনাথ শান্তিপুরেতে

আর,—কলিজীবের ভয় নাইরে

দাতা-সীতানাথ আইলা—আর,—কলিজীবের ভয় নাইরে

আইলা,—পতিত-দুর্গতিত্রাতা—আর,—কলিজীবের ভয় নাইরে

'আইলা,—পতিত-দুর্গতিত্রাতা'—

মহাবিষ্ণু জগৎকর্ত্তা—আইলা,—পতিত-দুর্গতিত্রাতা

আর পতিতের ভয় কিবা—আইলা,—পতিত-দুর্গতিত্রাতা

দীনহীন-পতিত উদ্ধার হবে

শান্তিপুর-নাথের কৃপাপ্রভাবে—দীনহীন-পতিত উদ্ধার হবে

আর পতিতের ভয় কি বল

গৌর-আনা-ঠাকুর এল—আর পতিতের ভয় কি বল

'গৌর-আনা-ঠাকুর এল'—

পতিত-পাবন-অবতার—গৌর-আনা-ঠাকুর এল

আর পতিতের ভয় কি বল

"কুবের পণ্ডিত, অতি হরষিত

দেখিয়া পুত্রের মুখ।"

আনন্দসিন্ধু উথলিল

ভাগ্যবন্ত কুবের পণ্ডিতের—আনন্দসিন্ধু উথলিল

দেখি' পুত্র-মুখ-ইন্দু—আনন্দসিন্ধু উথলিল

"দেখিয়া পুত্রের মুখ।"

আজ,—আনন্দ আর ধরে নারে

দেখি' পুত্র-মুখ-ইন্দু—আজ,—আনন্দ আর ধরে নারে

নিজ-পুত্র,—শান্তিপুর-নাথ হে'রে—আজ,—আনন্দ আর ধরে নারে

আপন,—তনয়-বদনচাঁদ হে'রে—আজ,—আনন্দ আর ধরে নারে

এতদিনের,—সাধনের ফল পেয়ে ঘরে—আজ,—আনন্দ আর ধরে নারে

"করি জাতকর্ম্ম, যে আছিল ধর্ম্ম,

বাঢ়য়ে মনের সুখ॥"

বাঢ়য়ে মনের সুখ

দেখিয়া পুত্রের মুখ—বাঢ়য়ে মনের সুখ

জাতকর্ম্ম করে আর বদন হেরে

"সব সুলক্ষণ, বরণ কাঞ্চন,

বদন-কমল-শোভা।"

বদন নয় প্রস্ফুটিত কমল

বদন নয় যেন কমল ফুটেছে

যে দেখে তাপ জুড়ায়ে যায় রে

বদন-কমল হেরি'—যে দেখে তাপ জুড়ায়ে যায় রে

"বদন-কমল-শোভা।

আজানুলম্বিত, বাহু সুবলিত,

জগজন-মন-লোভা।।

নাভী সুগভীর, পরম সুন্দর,

নয়ন কমল-জিনি।"

যার পানে চায় সে জুড়ায়ে যায়

কমল-নয়ন-কোণে একবার—যার পানে চায় সে জুড়ায়ে যায়

সকল সন্তাপ দূরে পলায়—যার পানে চায় সে জুড়ায়ে যায়

"অরুণ চরণ, নখ দরপণ,"

ও ত নয় রাতুল চরণ

তাপিত-জনের বিশ্রামস্থান—ও ত নয় রাতুল চরণ

"অরুণ-চরণ, নখ দরপণ,

জিনি কত বিধুমণি॥"

যেন চাঁদ খানি খানি

ও চরণ-নখ-মণি—যেন চাঁদ খানি খানি

"মহাপুরুষের, চিহ্ন মনোহর,"

আমার সীতানাথের অঙ্গে

"মহাপুরুষের, চিহ্ন মনোহর,

দেখিয়া বিস্মিত সবে।"

আনন্দ আর ধরে নারে

কুবেরপণ্ডিতের অন্তরে—আনন্দ আর ধরে নারে

আইলা অপরূপ সুত

কুবের পণ্ডিতের ভাগ্যবশে—আইলা অপরূপ সুত

দেখি' মনে মনে গণে

মহাপুরুষের চিহ্নযুত—দেখি' মনে মনে গণে

পুত্ররূপে মহাপুরুষ আইলা—দেখি' মনে মনে গণে

এ কেবা এল রে

কুবের পণ্ডিতের ঘরে—এ কেবা এল রে

এ ত সামান্য বালক নয়

লক্ষণেতে দেখা যায়—এ ত সামান্য বালক নয়

বুঝি,—মুরতি ধ'রে এসেছে

জগতে যারে শান্তি বলে—বুঝি,—মূরতি ধ'রে এসেছে

দে'খে অশান্তি গেল দূরে

শান্তি এল বুঝি মূরতি ধ'রে—দে'খে অশান্তি গেল দূরে

"ইঁহার প্রভাবে, জগত তরিবে"

এ ত সামান্য পুত্র নয় গো

ভাগ্যবান্ কুবের পণ্ডিতের—এত সামান্য পুত্র নয় গো

পুত্ররূপে মহাপুরুষ আইলা

অবধূত চিহ্নযুত—পুত্ররূপে মহাপুরুষ আইলা

জন্মিয়াছে কুবেরের ঘরে

জগত-উদ্ধার-তবে—জন্মিয়াছে কুবেরের ঘরে

আইল,—অপরূপ বালকরূপে

সবাই দেখিয়া বলে,—আইল, অপরূপ বালকরূপে

কুবের পণ্ডিতের ঘরে—আইল,—অপরূপ বালকরূপে

'কুবের পণ্ডিতের ঘরে'—

মহাপুরুষরূপ ধ'রে—কুবের পণ্ডিতের ঘরে

আইল,—অপরূপ বালকরূপে

ত্রিজগৎ তারিবার তরে—আইল,—অপরূপ বালকরূপে

কলিহত জীব উদ্ধার হবে

এই পুত্রের প্রভাবে—কলিহত জীব উদ্ধার হবে

"হেন বুঝি অনুভবে॥

যত পুরনারী, শিশুমুখ হেরি,

আনন্দ-সাগরে ভাসে।"

আনন্দেতে উনমত

শান্তিপুর-নারী যত—আনন্দেতে উনমত

আনন্দ আর ধরে নারে

শিশুমুখচন্দ্র হে'রে—আনন্দ আর ধরে নারে
যত পুরনারীর মনে—আনন্দ আর ধরে নারে
তারা,—উলু উলু ধ্বনি করে—আনন্দ আর ধরে নারে

উথলিল আনন্দসিন্ধু

দেখি' বালক-মুখ-ইন্দু—উথলিল আনন্দ-সিন্ধু

আনন্দ উথলি পড়ে

শত শত ধারে নয়ন-দ্বারে—আনন্দ উথলি পড়ে
কুবের-তনয়-বদন হে'রে—আনন্দ উথলি পড়ে

"না ধরয়ে হিয়া, পুনঃ পুনঃ গিয়া,
নিরখয়ে অনিমিষে॥"

আঁখির পলক পড়ে না গো

কুবের-তনয়-বদন হে'রে—আঁখির পলক পড়ে না গো

একবার দেখে আশ মিটে নারে

ত্বরাকরি পুনঃপুনঃ গিয়া দেখে—একবার দেখে আশ মিটে নারে

যত দেখে তত সাধ বাড়ে

আঁখি ফিরাইতে নারে—যত দেখে তত সাধ বাড়ে
ঘরে,—যাবার কথা ভুলে যায় রে—যত দেখে তত সাধ বাড়ে

তখন,—বিধাতারে নিন্দা করে

অনিমিখে শিশু বদন হেরে'—তখন,—বিধাতারে নিন্দা করে
যত,—অনুরাগিণী শান্তিপুর-নারী—তখন,—বিধাতারে নিন্দা করে

তারে কি দু'টী নয়ন দেয় গো

যে হেরিবে কুবের-তনয়—তারে কি দু'টী নয়ন দেয় গো

তারে কি দেয় দু'টী নয়ন

যে দেখিবে এই বালক-বদন—তারে কি দেয় দু'টী নয়ন

বিধি,—এমন সৃজন কর্‌ত নারে

যদি ঐ রূপ দেখ্‌ত বারেক—বিধি,—এমন সৃজন কর্‌ত নারে

সবে দিল দু'টী আঁখি

তাতে আবার নিমিষ দিল

দেখে আশ মিটে নারে

যত পিয়ে পিয়াস বাড়ে

মুখ-চাঁদের সুধা আঁখির দ্বারে—যত পিয়ে পিয়াস বাাড়ে

কোটি আঁখি বাঞ্ছা করে

যে,—একবার শিশুমুখ হেরে—কোটি আঁখি বাঞ্ছা করে

"তাহার মাতারে, করে পরিহারে,
কহে এহেন, সুত যার.
তার ভাগ্য সীমা, কি দিব উপমা,
ভুবনে কে সম তার॥"

সে ত' অতি ভাগ্যবতী

যে,— এ হেন তনয় পেয়েছে—সে ত' অতি ভাগ্যবতী

তোমার সৌভাগ্য কিসে বা গণি

ও ভাগ্যবতী নাভাদেবী—তোমার সৌভাগ্য কিসে বা গণি

তুমি,—হয়েছ এ-হেন বালক-জননী—তোমার সৌভাগ্য কিসে বা গণি

"এতেক বচন, সব নারীগণ,
কহে গদগদ ভাষা।"

প্রেমে কণ্ঠ রোধ হ'ল রে

বালকের গুণ বল্‌তে বল্‌তে—প্রেমে কণ্ঠ রোধ হ'ল রে

আর ত তারা বল্‌তে নারে—প্রেমে কণ্ঠ রোধ হ'ল রে

তারা সবে মনে করে

বালক-রূপ দেখ্‌তে দেখ্‌তে—তারা সবে মনে করে

তাদের দু'নয়নে বারি ঝরে—তারা সবে মনে করে

তবে হিয়া জুড়াত রে

দেখে ত আশ মিট্‌ছে নারে—তবে হিয়া জুড়াত রে
যদি বারেক পেতাম কোলে—তবে হিয়া জুড়াত রে

"জগত তারণ, বুঝিল কারণ,
দাস বৈষ্ণবের আশা ॥"

জগত বুঝাবার তরে

আইলা,—শান্তিপুরনাথ শান্তিপুরে—জগত বুঝাবার তরে

আইলা,—মহাবিষ্ণু শান্তিপুরে

জগত উদ্ধার কর্‌বার তরে—আইলা,—মহাবিষ্ণু শান্তিপুরে

অনায়াসে জগৎ উদ্ধার হবে

এই,—কুবের-তনয়-প্রভাবে—অনায়াসে জগৎ উদ্ধার হবে

এ বালকের আগমন

জগতের তারণ-কারণ—এ বালকের আগমন

জগৎ উদ্ধারিবে হেলে

এই বালক-কৃপা-বলে—জগৎ উদ্ধারিবে হেলে

"নাহি কৃষ্ণনাম-তত্ত্ব, বিষয়ে সকলে মত্ত,"

নশ্বর-বিষয়ে সকলে মত্ত
প্রাকৃত-বিষয়ে সকলে মত্ত

নাহি কৃষ্ণনাম-তত্ত্ব—প্রাকৃত-বিষয়ে সকলে মত্ত

মাতাইল বিষয়-বিষে

বলবান্ কলিরাজে—মাতাইল বিষয়-বিষে
নাহি কৃষ্ণ-নাম-রসে—মাতাইল বিষয়-বিষে

অভিমানে মত্ত হ'ল

কলিরাজের শাসনে জীব—অভিমানে মত্ত হ'ল

দৈব-দৃষ্টি দূরে গেল

পুরুষাকারে মত্ত হ'ল—দৈব-দৃষ্টি দূরে গেল

"ভক্তিশূন্য হইল অবনী।"

তাই প্রাণ কেঁদে উঠিল

ভক্তিশূন্য জগৎ দেখে'—তাই প্রাণ কেঁদে উঠিল

মহাবিষ্ণু জগৎকর্ত্তার—তাই প্রাণ কেঁদে উঠিল

"কলিকাল-সর্প-বিষে, দগ্ধ জীব মিথ্যারসে,"

কত্তর্ব্য বোধ হ'ল অকর্ত্তব্যে

অবশ্য কর্ত্তব্য গেল ভুলে—কর্ত্তব্য বোধ হ'ল অকর্ত্তব্যে

"না চিন্তয়ে কেবা সে আপনি।।"

কেউ ত ভাবে না একবার

কে আমি কি কর্ত্তব্য আমার— কেউ ত ভাবে না একবার

কেন তাপত্রয় জারে আমায়—কেউ ত ভাবে না একবার

কেউ ত ভাবে না কর্ত্তব্য আপনার

কেবল করে আমার আমার—কেউ ত ভাবে না কর্ত্তব্য আপনার

"নিজ কন্যাপুত্রোৎসবে, নিরবধি মত্ত সবে"

নিজ কর্ত্তব্য স্থির কৈল

পুত্র-কলত্রাদি-ভোগ—নিজ কর্ত্তব্য স্থির কৈল

নিরবধি মত্ত সবে

নিজ কন্যাপুত্রোৎসবে—নিরবধি মত্ত সবে

এই কর্ত্তব্য মনে ক'রে—নিরবধি মত্ত সবে

অনিত্যেতে মত্ত সবে

নিজ স্বরূপ পাসরিয়ে—অনিত্যেতে মত্ত সবে

"নাহি অন্য শুভ কর্ম্ম লেশ।

যক্ষ পূজে মদ্য-মাংসে নানমতে জীব হিংসে"

অবশ্য-কর্ত্তব্যের বিস্মরণ

কায়মনবাক্যে শ্রীকৃষ্ণভজন—অবশ্য-কর্ত্তব্যের বিস্মরণ

"এইমত হইল সর্ব্বদেশ।

দেখিয়া করুণা করি, কমলাক্ষ নাম ধরি,"

চাইলা আপন-জগৎ-পানে

জগজীবের দুর্দ্দশা জানি মনে—চাইলা আপন-জগৎ-পানে

মহাবিষ্ণু জগৎকর্ত্তা—চাইলা আপন-জগৎ-পানে

অমনি,—প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ল রে

কলিজীবের দশা দেখে'—অমনি,—প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ল রে

আ'মরি,—কৃষ্ণ-বিমুখ জগৎ দেখে'—অমনি,-প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ল রে

মহাবিষ্ণু জগৎ-কর্ত্তার —অমনি,—প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ল রে

কুবের,—নাভাদেবীর আরাধনা -ফলে—অমনি,—প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ল রে

জগতের দুর্গতি দে'খে—অমনি,—প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ল রে

আজি হৈলা, —"**মহাবিষ্ণু গৌড়ে অবতার।**"

মহাবিষ্ণু আইলা শান্তিপুরে

নন্দনন্দন দেখাবার তরে—মহাবিষ্ণু আইলা শান্তিপুরে

জগজীবে শান্তি দিতে—মহাবিষ্ণু আইলা শান্তিপুরে

'জগজীবে শান্তি দিতে'—

তাদের ভ্রম ঘুচাইয়ে—জগজীবে শান্তি দিতে

মহাবিষ্ণু আইলা শান্তিপুরে

কমলাক্ষ নাম ধ'রে —মহাবিষ্ণু আইলা শান্তিপুরে

আইলা,—মহাবিষ্ণু জগৎকর্ত্তা

নিজ-জগতের দুর্দ্দশা দেখি'—আইলা,—মহাবিষ্ণু জগৎকর্ত্তা

"**সাঙ্গোপাঙ্গ সমন্বিতে, প্রেম-সিন্ধুনন্দসুতে,**
দেখাইব এই অঙ্গীকার।।"

মহাবিষ্ণু হৈলা অবতার

করিয়া এই অঙ্গীকার—মহাবিষ্ণু হৈলা অবতার

করাব জীবের নয়ন-গোচর

আমার প্রভু নন্দকুমার—করাব জীবের নয়ন-গোচর

স্বরূপে আমি দেখাব তারে

বেদে যারে কিম্ বলে—স্বরূপে আমি দেখাব তারে
'বেদে যারে কিম্ বলে'—
অনাদি অনন্ত—বেদে যারে কিম্ বলে
স্বরূপে আমি দেখাব তারে
বেদে যারে রস বলে—স্বরূপে আমি দেখাব তারে
নিত্য,—নবকৈশোর নটবর,—এই,—স্বরূপে আমি দেখাব তারে
অখিল-রসামৃতময়—এই,—স্বরূপে আমি দেখাব তারে
শুধু,—দেখান নয় ভোগ করাব
আনি,—আমার প্রভু নন্দসুত—শুধু,—দেখাব নয় ভোগ করাব
'আনি,—আমার প্রভু নন্দসুত'—
সাঙ্গোপাঙ্গ সমন্বিত —আনি,—আমার প্রভু নন্দসুত
শুধু-দেখাব নয় ভোগ করাব
অবতীর্ণ হৈল শান্তিপুরে
আনিব দেখাব সঙ্কল্প ক'রে—অবতীর্ণ হৈল শান্তিপুরে
'আনিব দেখাব সঙ্কল্প ক'রে'—
সাঙ্গোপাঙ্গে মদনগোপালে—আনিব দেখাব সঙ্কল্প ক'রে—
অবতীর্ণ হৈল শান্তিপুরে
মহাবিষ্ণু আইলা সাঙ্গোপাঙ্গে
জগজীবে,—নন্দনন্দন দেখাইতে—মহাবিষ্ণু আইলা সাঙ্গোপাঙ্গে

" দেখাইব এই অঙ্গীকার।।
তাই,—সর্ব্ব-আগে আগুয়ান, জীবেরে করিতে ত্রাণ,
শান্তিপুরে করিলা প্রকাশ।"

সীতানাথ হইলা প্রকাশে
মনে করি এই অভিলাষে—সীতানাথ হইলা প্রকাশে
বিহারভূমি প্রস্তুত কর্‌বার আশে—সীতানাথ হইলা প্রকাশে
নৈলে,—কোথা এসে নাচ্‌বে
আমার প্রাণের মদনগোপাল—নৈলে—কোথা এসে নাচ্‌বে
বিহারভূমি প্রস্তুত না হ'লে-কোথা এসে নাচ্‌বে

তাই,—"সর্ব্ব-আগে আগুয়ান, জীবেরে করিতে ত্রাণ,
শান্তিপুরে করিলা প্রকাশ।
সকল দুষ্কৃতি যাবে, সবে কৃষ্ণ-প্রেম পাবে,
কহে দীন বৈষ্ণবের দাস।।"

আইলা শ্রীঅদ্বৈত গুণমণি
জীবে,—প্রেমধনে করিতে ধনী—আইলা—শ্রীঅদ্বৈত গুণমণি

সবে কৃষ্ণপ্রেম পাবে
প্রভু,—সীতানাথের করুণাতে—সবে কৃষ্ণপ্রেম পাবে

সীতানাথ আইলা শান্তিপুরে
প্রাণ গৌর দিতে, প্রেম দিতে—সীতানাথ আইলা শান্তিপুরে

প্রাণভ'রে জয় দাও
গৌর-আনা-ঠাকুর সীতানাথের—প্রাণভ'রে জয় দাও

যদি,—"অদ্বৈত না হ'ত, কি মেনে হইত,
কেমনে ধরিতু দে।"

কলিজীবের গতি কিবা হ'ত
যদি,—সীতানাথ না আসিত—কলিজীবের গতি কিবা হ'ত

"হা কৃষ্ণ বলিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া
গৌরাঙ্গ আনিত কে।।"

কেঁদে কেঁদে কে আন্‌ত রে
গৌরাকৃতি মদনগোপালে—কেঁদে কেঁদে কে আন্‌ত রে
অনশনে গঙ্গাতীরে ব'সে—কেঁদে কেঁদে কে আন্‌ত রে
গঙ্গাজল-তুলসী করে—কেঁদে কেঁদে কে আনত রে
গর্জ্জন-হুঙ্কার ক'রে—কেঁদে কেঁদে কে আন্‌ত রে

"গর্জ্জন-হুঙ্কার ক'রে'—
আমার,—প্রাণ কৃষ্ণ এস ব'লে—গর্জ্জন-হুঙ্কার ক'রে

কেঁদে কেঁদে কে আন্‌ত রে
গোলক সম্পুট শূন্য ক'রে—কেঁদে কেঁদে কে আন্‌ত রে

কেবা গৌর দেখাইত

যদি সীতানাথ না আনিত—সেবা গৌর দেখাইত

প্রাণ গৌর কেবা দেখাইত

রাইকানু মিলিত মুরতি—প্রাণ গৌর কেবা দেখাইত

"হুঙ্কার করিয়া, আসন টলাইয়া,
গৌরাঙ্গ আনিত কে।।
গৌরাকৃতি, মদনগোপাল,
জগতে দেখাত কে।।"

কে দেখা'ত জগতেরে

নিকুঞ্জ-বিলাস-বৈভব—কে দেখা'ত জগতেরে

কে দেখা'ত গৌর-মুরতি

রাধাকৃষ্ণ,—প্রণয়-বিকৃতি-আকৃতি—কে দেখা'ত গৌর-মুরতি
যুগল,—উজ্জ্বল-রস-নির্য্যাস—কে দেখা'ত গৌর-মুরতি
মহাভাব,—প্রেমরস ঘনাকৃতি—কে দেখা'ত গৌর-মুরতি
মহা,—রাসরসের পরিণতি—কে দেখা'ত গৌর-মুরতি
রাইকানু একাকৃতি—কে দেখা'ত গৌর-মুরতি

কে দেখা'ত গৌর-গুণমণি

স্বর্ণপঞ্চালিকা ঢাকা নীলমণি—কে দেখা'ত গৌর-গুণমণি

কে দেখা'ত মধুর গৌরদেহ

যদি,—দয়ানিধি সীতানাথ না আনিত—কে দেখা'ত মধুর গৌরদেহ
নিত্যমিলনে নিত্যবিরহ—কে দেখা'ত মধুর গৌরদেহ

কে দেখা'ত প্রাণের শচীসুত

মুরতিমন্ত প্রেমবৈচিত্ত্য—কে দেখা'ত প্রাণের শচীসুত

কে দেখা'ত চিতচোরা গোরা

পরস্পর,—বুকে ধ'রে আত্মহারা—কে দেখা'ত চিতচোরা গোরা
বিলাস-বিবর্ত্ত-রঙ্গে ভোরা—কে দেখা'ত চিতচোরা গোরা

প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে

সীতানাথের কথা কইতে কইতে—প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে
আজ তার,—আগমন দিন জেনে—প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে

হা শান্তিপুর-নাথ

আজ তোমার আস্‌বার দিন

মাঘীশুক্লা সপ্তমীতিথি—আজ তোমার আস্‌বার দিন

এসেছিলে এই-দিনে

শান্তিপুরাধীশ শান্তিদীপ—এসেছিলে এই-দিনে
শান্তিধাম শান্তিপুরে—এসেছিল এই-দিনে
জীবে শান্তি দিবার তরে—এসেছিলে এই-দিনে

ডেকেছিলে অতিকাতরে

ঐ গঙ্গাতীরে নির্জ্জনে ব'সে—ডেকেছিলে অতিকাতরে
আমার,—প্রাণ কৃষ্ণ এস ব'লে—ডেকেছিলে অতিকাতরে
"আমার,-প্রাণ কৃষ্ণ এস ব'লে'—
জীবের দশা বড়ই মলিন—আমার,—প্রাণ কৃষ্ণ এস ব'লে

ডেকেছিলে অতিকাতরে

শ্রীগুরুমুখে শুনেছি মোরা

তোমার সে ডাকার কথা—শ্রীগুরুমুখে শুনেছি মোরা

শুনেছি তোমার সে ব্যবহার

জগতের দেখি হাহাকার—শুনেছি তোমার সে ব্যবহার

"জয় জয় অদভুত, সো পহুঁ অদ্বৈত,
সুরধুনী-সন্নিধানে।
আঁখি মুদি রহে, প্রেমে নদী বহে,
বসন তিতিল ঘামে।।
নিজ পহুঁ মনে, ঘন গরজনে,
উঠে জোরে জোরে লম্ফ।
ডাকে বাহু তুলি, কাঁদে ফুলি ফুলি,
দেহে বিপরীত কম্প।।
শ্রীঅদ্বৈত-হুঙ্কারে, সুরধুনী-তীরে,
আইলা নাগর-রাজ।"

গৌর আইলা ন'দেপুরে

সীতানাথ তোমার চোখের জলে—গৌর আইলা ন'দেপুরে

আইলা,—শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য

এলেন,—বলরাম নিত্যানন্দ—আইলা,—শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য

সবাই ত এল হে

যারা যারা খেলার সাথী—সবাই ত এল হে

তোমার প্রেম-আকর্ষণে—সবাই ত এল হে

হৈল খেলার আরম্ভ

নাম-সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গ—হৈল খেলার আরম্ভ

ভাগ্যবন্ত-শ্রীবাস-গৃহে—হৈল খেলার আরম্ভ

'ভাগ্যবন্ত-শ্রীবাস-গৃহে'—

'যাঁর,—কান্না শুনে ডেকেছিলে তুমি-সেই,—ভাগ্যবন্ত-শ্রীবাস-গৃহে

হৈল খেলার আরম্ভ

দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভেসে গেল

প্রেমবন্যায় ভেসে গেল

অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ—প্রেমবন্যায় ভেসে গেল

স্থাবর-জঙ্গম প্রেম পেল—প্রেমবন্যায় ভেসে গেল

দেখিতে পেল জগজনে

তোমার,—প্রাণের প্রাণ গোপ্যধনে—দেখিতে পেল জগজনে

শুধু কেবল দেখা নয়

মাতিল সব জগজনে

মহাভাব,—প্রেমরস-সুধা-পানে—মাতিল সব জগজনে

সেই একদিন আর এই একদিন

বড়ই দুঃখে জ্বল্‌ছে হিয়া

কেউ ত ভজ্‌ল না

তোমার,—আনানিধি নিতাই-গৌরসোণা—কেউ ত ভজ্‌ল না

তাই,—দুঃখ জানাই তোমার কাছে

দুঃখ জান্‌বার আর কে আছে—তাই,—দুঃখ জানাই তোমার কাছে

যে-দিন হ'তে পিয়ায়েছ

তোমার, —গৌর-নাম-সুধা-রস—যেদিন হ'তে পিয়ায়েছ

সে-দিন হ'তে প্রাণে জাগে

জগজীবে ভোগ করে

হরিনাম-সুধারস—জগজীবে ভোগ করে

আশা ত মিট্‌ল না

তাই জানাই তোমার কাছে

কেবা পেতে পারে

তোমার,—আনানিধি তুমি না দিলে—কেবা পেতে পারে

এই কর সীতানাথ

আজ তোমার আস্‌বার দিন

নিশ্চয় এসেছ তুমি—আজ তোমার আস্‌বার দিন

এই নিবেদন শ্রীচরণে

আর লুকায়ে থেকো না

একবার এস হে

তেমনি ক'রে এস হে

তুমি বটে এসেছিলে

শান্তিপুর-নাথ নাম পেয়েছিলে

কিন্তু,—তোমার আসা সফল হয় নাই

তোমার নাম সার্থক হয় নাই—কিন্তু,—তোমার আসা সফল হয় নাই

অশান্তি-অনলে জগত জ্বলে

তোমার,—গৌরধনে বিমুখ হ'য়ে—অশান্তি -অনলে জগত জ্বলে

নামে যে কলঙ্ক হ'ল

তোমার শান্তিপুর-নাথ—নামে যে কলঙ্ক হ'ল

জগত যে অশান্তিতে ভর্‌ল—নামে যে কলঙ্ক হ'ল

তারাই ঐ নাম দিয়েছিল

যাদের,—তুমি গৌর দেখায়েছিলে—তারাই ঐ নাম দিয়েছিল

আমরা তোমায় কেন ব'ল্‌ব

শান্তিপুর-নাথ ব'লে—আমরা তোমায় কেন ব'ল্‌ব

শান্তিপুর-নাথ ব'ল্‌ব তবে

তোমার,—নামের মহিমা দেখাও আগে—শান্তিপুর-নাথ ব'ল্‌ব তবে

তেমনি ক'রে আবার এস

শান্তিপুর-নাথ নাম সফল কর—তেমনি ক'রে আবার এস

একবার এসে বস হে

এবার,—গঙ্গাতীরে ব'স্‌লে হবে না

আর, —শান্তিপুরে আস্‌তে হবে না—এবার,—গঙ্গাতীরে ব'স্‌লে হবে না

এস প্রতি হৃদে বস

কেউ ত তোমার পর নয়

জগৎ যদি তোমার হয়—কেউ ত তোমার পর নয়

'জগৎ যদি তোমার হয়'—

ওহে,—মহাবিষ্ণু জগৎকর্ত্তা—জগৎ যদি তোমার হয়

কেউ ত তোমার পর নয়

প্রতিহৃ'দে বস হে

ত্রিতাপ-দগ্ধ—প্রতিহৃ'দে বস হে

তেমনি ক'রে ডাক হে

গঙ্গাতীরে ব'সে যেমন ডেকেছিলে—তেমনি ক'রে ডাক হে

জীবের প্রতি হৃ'দে ব'সে—তেমনি ক'রে ডাক হে

জীবের দুঃখে দুঃখী হ'য়ে—তেমনি ক'রে ডাক হে

এস গৌর এস ব'লে—তেমনি ক'রে ডাক হে

এস গৌর আবার এস

এই ব'লে সীতানাথ ডাক

জগৎ-জীবের প্রতিহৃ'দে বস—এই ব'লে সীতানাথ ডাক

আমরা কত না ডাক্‌ছি

আমাদের ক্ষুদ্র প্রাণ ল'য়ে—আমরা কত না ডাক্‌ছি

সাড়া ত পাই না

তাইতে ডাকি তোমারে

তোমার,—ডাক্ শুনে রইতে নার্‌বে—তাইতে ডাকি তোমারে

শ্রীমুখে বলেছেন গৌরহরি

"শুতিয়া আছিনু মুঁই ক্ষীরোদ-সাগরে রে।
নিদ্রা ভঙ্গ হইল মোর নাড়ার হুঙ্কারে রে।।

আর কেবা দিবে নাড়া

সীতানাথ তোমা বিনা—আর কেবা দিবে নাড়া

তাই বলি,—তেমনি ক'রে ডাক আবার

এস প্রাণগৌর আবার—তাই বলি,—তেমনি ক'রে ডাক আবার

আর এক কথা বলি

তারেও ডেকে আন

গৌরের অভিন্ন-তনু—তারেও ডেকে আন

অভিমান ক'রে বল তারে

ডাক্‌তে বা হবে কেন

এসেছে ত তোমার ঘরে

ত্রিকালসত্য-লীলায়—এসেছে ত তোমার ঘরে

এখনও ত আছে হে—এসেছে ত তোমার ঘরে

বল দেখি জোর ক'রে

পেয়েছ ত তোমার ঘরে—বল দেখি জোর ক'রে

অভিমান ক'রে বল

তুমি,—অভিমান ক'রতে পার—অভিমান ক'রে বল

পূর্ণ ত হয় নাই

তোমার বিশ্বম্ভর নাম —পূর্ণ ত হয় নাই

প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলে

নাম-প্রেমে বিশ্ব ভরাব ব'লে—প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলে

সে প্রতিজ্ঞা রইল কোথা

জগৎ যে রণে মাতা—সে প্রতিজ্ঞা রইল কোথা

নামে যে কলঙ্ক র'ট্‌ল

প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কৈ হ'ল—নামে যে কলঙ্ক র'ট্‌ল

কৈ কৈ অবধূত

তোমার,—আজ্ঞা পালন হ'ল কৈ

তোমাকেই ত দিয়াছেন ভার

বিশ্বম্ভর গৌর আমার—তোমাকেই ত দিয়াছেন ভার

নাম-প্রেমে বিশ্ব ভরিবার—তোমাকেই ত দিয়াছেন ভার

কৈ তা হ'ল কৈ

যাও নিতাই আবার যাও

গৌর-আজ্ঞা শিরে ধ'রে—যাও নিতাই আবার যাও

নাম-প্রেমে জগৎ মাতাও—যাও নিতাই আবার যাও

চল নিতাই আবার চল

চল বিশ্ব পূর্ণ ক'র্‌বে

তোমার গৌর-নাম-প্রেমে—চল বিশ্ব পূর্ণ ক'র্‌বে

এস মিলে দুইজনে

শাখারূপে দুইবাহু—এস মিলে দুইজনে

'শাখারূপে দুইবাহু'—

শ্রীচৈতন্য-কল্পতরুর—শাখারূপে দুইবাহু

এস মিলে দুইজনে

জগৎ ভাসাও গৌর-প্রেমে—এস মিলে দুইজনে

পূরাও মোদের এই বাসনা

ও গুণের অদ্বৈত সোণা—পুরাও মোদের এই বাসনা

প্রাণে আছে অনেক বেদনা

সকল সুখেই বঞ্চিত মোরা

তখন জনম দাও নাই

যখন খে'ল্‌লে গৌর এনে—তখন জনম দাও নাই
'যখন খে'ল্‌লে গৌর এনে'—
প্রভু-নিত্যানন্দ-সনে -যখন খে'ল্‌লে গৌর এনে
এই সুরধুনীর তীরে তীরে—যখন খে'ল্‌লে গৌর এনে

তখন জনম দাও নাই

নিশিদিশি জ্ব'লছে হিয়ায়

সেই লীলা-আদর্শন-শেল—নিশিদিশি জ্ব'লছে হিয়ায়

কিন্তু,—ব্যথা ক'রে মানি না

এখন আর সে বেদনা,—কিন্তু,—ব্যথা করে মানি না

আশাপথ চেয়ে আছি

গৌরহরির,—মুখের কথা স্মঙরি—আশাপথ চেয়ে আছি

শ্রীমুখে ব'লেছেন গৌরহরি

"এই,—পৃথিবীর মধ্যে আছে যত দেশ গ্রাম রে।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম রে।।"

সেদিনের আর ক'দিন বাকী

বল বল সীতানাথ—সেদিনের আর ক'দিন বাকী

সেই কথা পূর্ণ কর

প্রতিহ্ন'দে দেখাও বিশ্বম্ভর—সেই কথা পূর্ণ কর

পূরাও কেবল এই বাসনা

আর কিছু চাই না —পুরাও কেবল এই বাসনা

চাই না তোমার গৌর চাই না

পাবার অধিকার নাই—চাই না তোমার গৌর চাই না

একবার দেখ চেয়ে

গৌর ল'য়ে বুঝি আছ মেতে—একবার দেখ চেয়ে
তেমনি ক'রে কৃপাদিঠে—একবার দেখ চেয়ে
অশান্ত -জগৎ-পানে—একবার দেখ চেয়ে

নানা, তাপ পায় কলিজীবে

পুরুষকারে মত্ত সবে—নানা, তাপ পায় কলিজীবে

তুমিও সইতে নার

তোমার,—জগজ্জীবের দুঃখ—তুমিও সইতে নার

তাদের,—পুরুষকার ঘুচায়ে দাও

দৈবে তাদের দৃষ্টি দাও—তাদের, —পুরুষকার ঘুচায়ে দাও

বলুক সবাই গলা ধ'রে

এই বাসনা পূরাও হে

ঘরে ঘরে সবাই ঝুরুক

সীতানাথ তোমার কৃপায়—ঘরে ঘরে সবাই ঝুরুক

হা নিতাই গৌর ব'লে—ঘরে ঘরে সবাই ঝুরুক

যেখানে যাব দে'খতে পাব

অনুরাগে সবাই ব'লছে

ম্লেচ্ছ যবনাদি নরনারী—অনুরাগে সবাই ব'ল্‌ছে

"দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে, গোরারূপ না হেরিলে
মরমে মরিয়া যেন থাকি।
সাধ হয় নিরন্তর, হেমকান্তি কলেবর,
সতত হিয়ার মাঝে রাখি।।
তিলেক না দেখি তায়, পাঁজর ধসিয়া যায়,
ধৈরয় ধরিতে নাহি পারি।
অনুরাগের ডুরি দিয়া, অন্তরে কি করে সিয়া,
না জানি তার কতই ধার ধারি।।
সুরধুনী-কূলে গিয়া, কূল দিব ভাসাইয়া,
অনল জালিয়া দিব লাজে।
গৌরাঙ্গ সম্মুখে করি,' হেরিব নয়ন ভরি',
দিন যায় মিছামিছি কাজে।।"

এই বাসনা পূরাও হে

যদি,—কৃপা ক'রে এনেছ টেনে—এই বাসনা পূরাও হে

'যদি,—কৃপা ক'রে এনেছ টেনে'—

তোমার,—আবির্ভাব দিনে তোমার ঘরে—যদি,—কৃপা ক'রে এনেছ টেনে

এই বাসনা পূরাও হে

যখন,—জোর ক'রে এনেছ টেনে

ইচ্ছা ক'রে আসি নাই—যখন,—জোর ক'রে এনেছ টেনে

এনেছ টেনে কানে ধরি'

তাইতে এই আবদার করি

এই বাসনা পূরাও হে

গরব ক'রে বলি মোরা

ঘরে ঘরে দেখি প্রেমের কান্না—গরব ক'রে বলি মোরা

"এমন সুন্দর গৌরাঙ্গ কে আনিল রে।
কে আনিল কেবা দিল কোথা বা ছিল রে।।
সীতানাথ আনিল, নিতাই দিল, ব্রজে যে ছিল রে।।"

প্রাণ'ভরে জয় দিই

জয় সীতানাথ বলিহারি

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রকটকারী—জয় সীতানাথ বলিহারি

জয় শান্তিপুর-নাথ

গৌর আনি দেখালে সাক্ষাৎ—জয় শান্তিপুর-নাথ

জয় সীতানাথ গৌর-ডাকা

জগজীবে শান্তি-দাতা—জয় সীতানাথ গৌর-ডাকা

একবার এস হে

প্রাণ যে কেঁদে উঠ্ছে—একবার এস হে

প্রাণের রাধাবিনোদ ঠাকুর—একবার এস হে

আসিয়া মাত হে

তেমনি ক'রে মাত হে

থেকো না আর লুকায়ে—তেমনি ক'রে মাত হে

কোথা সীতানাথ ব'লে—তেমনি ক'রে মাত হে

বল,—জয় জয় কুলের দেবতা

সীতানাথ গৌরাঙ্গ-দাতা—বল, জয় জয় কুলের দেবতা
অদ্বৈত শ্রীগৌরাঙ্গ-দাতা—বল,—জয় জয় কুলের দেবতা

প্রাণভ'রে গাও ভাই

শ্রীগুরু-চরণ হৃ'দে ধ'রে—প্রাণভ'রে গাও ভাই

জয়,—নিতাই গৌর গুণনিধি

সীতানাথের আনানিধি—জয়,—নিতাই গৌর গুণনিধি

জয় গৌর-হরিবোল

নিতাই-সীতানাথ-প্রেমানন্দে—জয় গৌর-হরিবোল

"গৌর-হরিবোল,হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।।"

জগৎভরি ' উঠুক রোল

"নিতাই-গৌর-হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল হরিবোল।।"

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর জন্মলীলা কীর্ত্তন

(মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি)

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল।"

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।

রাঢ়দেশ নাম, একচক্রা ধাম,"

যাইরে গ্রামের বালাই যাইরে

যে গ্রামে আমার,—প্রভুনিতাই বিহরিলা—যাইরে গ্রামের বালাই যাইরে

ধন্য,—রাঢ়দেশ একচক্রা ভূমি

যেথা,—প্রকট হ'ল নিতাই-গুণমণি—ধন্য,—রাঢ়দেশ একচক্রা ভূমি

"রাঢ়দেশ নাম, একচক্রা ধাম,
হাড়াইপণ্ডিত-ঘর।"

যাইরে ঘরের বালাই যাইরে

এক চাকায় হাড়াই-পণ্ডিতের ঘর—যাইরে ঘরের বালাই যাইরে

'এক চাকায় হাড়াই-পণ্ডিতের ঘর'—

যাতে,—জনমিলা নিতাই গুণধর—এক চাকায় হাড়াই-পণ্ডিতের ঘর

যাতে,—বিলসে গৌর-বিলাস-কলেবর—এক চাকায় হাড়াই-পণ্ডিতেরঘর

"শুভ মাঘমাসী, শুক্লা ত্রয়োদশী,"

মাস,—তিথির বালাই ল'য়ে মরি

মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী—মাস,—তিথির বালাই ল'য়ে মরি

যাতে উদিল নিতাই-শশী—মাস,—তিথির বালাই ল'য়ে মরি

'যাতে উদিল নিতাই-শশী'—

একচাকা-আকাশে আসি—যাতে উদিল নিতাই-শশী

খণ্ডিতে পাপ-তমরাশি—যাতে উদিল নিতাই-শশী

সেই,—শুভ-তিথির বালাই যাই

যে আনিল প্রেমের মুরতি ধরায়—সেই, শুভ-তিথির বালাই যাই

আজ জগতে দেখিল সবে

মাঘী শুক্লা-ত্রয়োদশীতে—আজ জগতে দেখিল সবে

যারে কেউ দেখে নাইরে—আজ জগতে দেখিল সবে

'যারে কেউ দেখে নাইরে'—

নামমাত্র শুনেছে—যারে কেউ দেখে নাইরে

'নামমাত্র শুনেছে'—

মূরতিমন্ত গৌরপ্রেম-প্রকাশে—নামমাত্র শুনেছে

যারে কেউ দেখে নাইরে

"শুভ মাঘমাসী, শুক্লা-ত্রয়োদশী,
যাতে,—জনমিলা হলধর।।"

এবে,—অনুরাগে রাঙা হ'য়ে

ধবল ছিল ব্রজেতে—এবে, —অনুরাগে রাঙা হ'য়ে

শ্রীনিত্যানন্দরূপে—এবে,—অনুরাগে রাঙা হ'য়ে

"যাতে ,—জনমিলা হলধর।।
হাড়াই-পণ্ডিত অতি হরষিত,
পুত্রমহোৎসব করে।"

আজ ,—আনন্দ আর ধরে নারে

ভাগ্যবন্ত হাড়াই-পণ্ডিতের—আজ,—আনন্দ আর ধরে নারে

নিত্যানন্দে পেয়ে পুত্ররূপে—আজ,—আনন্দ আর ধরে নারে

"ধরণী মণ্ডল, করে টলমল,
আনন্দ নাহিক ধরে।।"

আনন্দ আর ধরে নারে

আজ,—ভাগ্যবতী-ধরণীর—আনন্দ আর ধরে নারে

আজ, —ধরণীর আনন্দ ভারি

নিতাই-গুণমণি বুকে ধরি'—আজ,—ধরণীর আনন্দ ভারি

ধরণী প্রেমে টলমল করে

প্রেমের,—মুরতি-নিতাই হৃ'দে ধ'রে—ধরণী প্রেমে টলমল করে (মাতন)

শান্তিপুর-নাথ, মনে হরষিত,
করি কিছু অনুমান।”

কারণ অনুসন্ধান করে

অকস্মাৎ-আনন্দের—কারণ অনুসন্ধান করে

সীতানাথ অনুমান করে

কে যেন ব'লে দিল প্রাণে—সীতানাথ অনুমান করে

“অন্তরে জানিল, এবে জনমিল,
কৃষ্ণের অগ্রজ রাম।।”

আগে জনমিলা রাম

পিছে পিছে আস্‌বে শ্যাম—আগে জনমিলা রাম
আয়োজন করিতে খেলার উপাদান—আগে জনমিলা রাম
'আয়োজন করিতে খেলার উপাদান'—
য'াতে,—খেল্‌তে পারে প্রাণারাম—আয়োজন করিতে খেলার উপাদান

আগে জনমিলা রাম

খেলার ভূমি আগে এল

শ্রীনিত্যানন্দ সেবাবিগ্রহ—খেলার ভূমি আগে এল
নৈলে,—কোথা এসে খেলবে্ ল—খেলার ভূমি আগে এল

আজ, —আনন্দ আর ধরে নারে

সীতানাথের অন্তরে,—আজ,—আনন্দ আর ধরে নারে
আমার ডাক পৌঁচেছে জে'নে—আজ,—আনন্দ আর ধরে নারে

ডাক বুঝি বেজেছে কানে

'নৈলে,—খেলার ভূমি আস্‌বে কেনে—ডাক বুঝি বেজেছে কানে
'নৈলে,—খেলার ভূমি আস্‌বে কেনে'—
খেলার সাধ যদি না থাকে মনে —নৈলে,—খেলার ভূমি আস্‌বে কেনে

নৈলে,—খেলার ভূমি আস্‌বে কেনে

ডাক নিশ্চয় বেজেছে কানে

এবার খেলারু আস্‌বে আপনি

এই যে এল খেলার ভূমি—এবার খেলারু আস্‌বে আপনি

বিলাসী কি থাক্‌তে পারে
নিজ-বিলাস-ভূমি ছেড়ে—বিলাসী কি থাক্‌তে পারে
খেলার ভূমি এল,—এবার খেলারু আস্‌বে
খেলার, —ভূমি ছেড়ে কতক্ষণ থাক্‌বে—খেলার ভূমি এল,—
এবার খেলারু আস্‌বে
আমার প্রতিজ্ঞা এবার পূর্ণ হ'বে
সীতানাথের আনন্দ ধরে না
আমার,—বাসনা-পূরণের হ'ল সূচনা—সীতানাথের আনন্দ ধরে না
এতদিনে সফল হ'ল
আমার,—গঙ্গাজল তুলসী দেওয়া—এতদিনে সফল হ'ল
'আমার,—গঙ্গাজল তুলসী দেওয়া'—
অনশনে,—হা কৃষ্ণ ব'লে কেঁদে—আমার,—গঙ্গাজল তুলসী দেওয়া
এতদিনে সফল হ'ল
সীতানাথ গরজে গভীর
আনিলুঁ আইল বলবীর—সীতানাথ গরজে গভীর (মাতন)

"বৈষ্ণবের মন, হৈল পরসন্ন,
আনন্দ-সাগরে ভাসে।"

আজ,—আনন্দের আর সীমা নাইরে
'যত,—ভক্তগণের আপন-আপন-মনে —আজ,—
আনন্দের আর সীমা নাইরে
'যত,—ভক্তগণের আপন-আপন-মনে'—
কারণ কেহ কিছু না জানে—যত,—ভক্তগণের আপন-আপন-মনে
আজ, —আনন্দের আর সীমা নাইরে
সবার মনে তাই আনন্দ
আজ,—আইলা প্রভু নিত্যানন্দ—সবার মনে তাই আনন্দ (মাতন)

"দীন দুরাচার, হইবে উদ্ধার,
কহে দুঃখী কৃষ্ণদাসে।।"

পতিতের দুঃখ দূরে গেল
পতিতের বন্ধু নিতাই এল—পতিতের দুঃখ দূরে গেল

'পতিতের বন্ধু নিতাই এল'—

আর পতিতের ভয় কি বল—পতিতের বন্ধু নিতাই এল

পতিতের দুঃখ দূরে গেল

"আগে জনমিলা নিতাই-চাঁদ।"

আগে আমার নিতাই এল

'খেলার ভূমি প্রস্তুত লাগি'—আগে আমার নিতাই এল

'খেলার ভূমি প্রস্তুত লাগি'—

তার প্রিয় গোরাচাঁদের —খেলার ভূমি প্রস্তুত লাগি

নিতাই আইলা রাঢ়দেশে

রঙ্গভূমি প্রস্তুত-আশে—নিতাই আইলা রাঢ়দেশে

'রঙ্গভূমি প্রস্তুত-আশে'—

রঙ্গিয়া প্রাণগৌরাঙ্গের—রঙ্গভূমি প্রস্তুত-আশে

নিতাই আইলা রাঢ়দেশে

সেবাবিগ্রহ আগে আইলা চ'লে

সেব্য আসি খেল্‌বে ব'লে—সেবাবিগ্রহ আগে আইলা চ'লে

"আগে জনমিলা নিতাই-চাঁদ।

পাতিয়া করুণা অমিয়া-ফাঁদ।।

নারীগণ সবে দেখিতে যায়।"

স্বভাবেতে কেউ যায় নারে

নিতাই,—প্রাণে প্রাণে টানে সবারে—স্বভাবেতে কেউ যায় নারে

"সবারে করুণা-নয়নে চায়।।"

যার পানে যায় প্রেমে মাতায়

গৌর-প্রেমের মূরতি নিতাই—যার পানে চায় প্রেমে মাতায়

আনন্দ পাথারে ডুবায়—যার পানে চায় প্রেমে মাতায়

"দেখিয়া সে ঘরে আসিতে নারে।"

রূপ দেখি তার নয়ন ঝুরে

আমার,—নিতাইচাঁদের রূপ হে'রে—রূপ দেখি তার নয়ন ঝুরে

ঘরের কথা ভুলে যায় রে

নিতাইচাঁদের বদন হে'রে—ঘরের কথা ভুলে যায় রে

কি ক'রে ঘরে আস্‌বে বল

প্রাণ যে তাদের কেড়ে নিল—কি ক'রে ঘরে আস্‌বে বল

এই ত ঘর মনে করে

নিতাইচাঁদের বদন হে'রে—এই ত ঘর মনে করে
তাদের ঘর পর হয়ে যায় রে—এই ত ঘর মনে করে
ঘরে ফিরে যেতে মন না সরে—এই ত ঘর মনে করে

নিতাইচাঁদের স্বরূপ এই বটে

অনিত্য-ঘর পর করে—নিতাইচাঁদের স্বরূপ এই বটে

তার, —নিত্য -ঘরে বসতি হয় রে

তার দরশন যার ভাগ্যে ঘটে—তার, —নিত্য -ঘরে বসতি হয় রে

"রূপ হেরি' তার নয়ন ঝুরে।।
দেখি' সবে মনে বিচার করে।
এই কোন মহাপুরুষ বরে।।"

এ যে ঘর পর ক'রে দিল

অশেষ দুঃখের আকর—এ যে ঘর পর ক'রে দিল
একবার মৃদু হেসে চাইল—এ যে ঘর পর ক'রে দিল

মহাপুরুষ না হ'লে পরে

কেন,—মন-প্রাণ আকর্ষণ করে—মহাপুরুষ না হ'লে পরে

এ নিশ্চয় মহাপুরুষ হবে

নৈলে কেন মন-প্রাণ হরে—এ নিশ্চয় মহাপুরুষ হবে

"দেখিতে দেখিতে বাড়য়ে সাধ।"

আঁখি পালটিতে নারে

নিতাইচাঁদের বদন হে'রে—আঁখি পালটিতে নারে

বিধাতারে নিন্দা করে
দারুণ বিধি সৃজন জানে নারে
তারে কি দেয় দু'টি নয়ন

যে দেখিবে নিতাই-বদন—তারে কি দেয় দু'টি নয়ন

বুঝি,—সে বিধি দেখে নাই গো

আনন্দ-কন্দ নিত্যানন্দ—বুঝি,—সে বিধি দেখে নাই গো

প্রেমের মূরতি নিতাই-চাঁদে—বুঝি,—সে বিধি দেখে নাই গো

দেখ্‌লে,—তার দিত না দু'টি নয়ন

যে দেখিবে,—অমিয়াধাম নিতাই-বদন—দেখ্‌লে,—তার দিত না দু'টি নয়ন

সবে দিল দু'টি আঁখি

তাতে আবার নিমিষ দিল

দে'খে আশ মিটে না গো

যত দেখি পিয়াস বাড়ে তত—দে'খে আশ মিটে না গো

কোটি আঁখি বাসনা করে

নিতাই-বদন হেরিবারে—কোটি আঁখি বাসনা করে

"ঘরে আসিবারে পড়য়ে বাধ।।'.

কোথা ঘর আর কোথা আস্‌বে

প্রাণ যে টেনে নিয়েছে ঘরে—কোথা ঘর আর কোথা আস্‌বে

"মনে করি ইহায় হিয়ায় ধরি।"

যখন মনে হয় তখনি হেরি

যখনি সাধ হবে দেখ্‌ব খুলি'

হৃদয়-মন্দিরে রাখ্‌ব পুরি'—যখনি সাধ হবে দেখ্‌ব খুলি' (মাতন)

"কিবা,—নয়নে কাজর করিয়া পরি।।"

ক্ষণকে দেখে আশ মিট্‌ছে না

আঁখির কাজর ক'রে পরি—ক্ষণেক দেখে আশ মিট্‌ছে না

"কত পুণ্য কৈল ইহার মাতা।

এহেন নন্দন দিল বিধাতা।।"

একচাকা-ইন্দু উদিল রে

পদ্মাবতী-গর্ভ-সিন্ধু হ'তে—একচাকা-ইন্দু উদিল রে

না জানি কত পুণ্য কৈল

ভাগ্যবতী পদ্মাবতী—না জানি কত পুণ্য কৈল

যার ফলে এহেন নন্দন পেল—না জানি কত পুণ্য কৈল

আমরা যদি সে ভাগ্য কর্‌তাম

এই নয়ন-মণি বুকে ধর্‌তাম—আমরা যদি সে ভাগ্য কর্‌তাম

'কহিতে কহিতে নয়ন দিয়া।

আনন্দের ধারা পড়ে বাহিয়া।।"

উথলিল আনন্দসিন্ধু

হেরি' নিতাই-মুখ-ইন্দু—উথলিল আনন্দসিন্ধু

"কারু স্তন বাহি দুগ্ধ ঝরে।'

বাৎসল্য-রস উথলিল রে

একচাকার নারীগণের—বাৎসল্য-রস উথলিল রে

প্রেমের মুরতি নিতাই হে'রে—বাৎসল্য-রস উথলিল রে

"কেহ যায় তারে করিতে কোরে।।"

একবার দাও গো আমার কোলে

ও পদ্মাবতী তোমার তনয়ে—একবার দাও গো আমার কোলে

কোলে ক'রে জুড়াই হিয়ে—একবার দাও গো আমার কোলে

"এ সব বিকার রমণীগণে।

শিবরাম আশা করয়ে মনে।।

কতদিনে আমার হবে

এত অনুরাগ নিতাই-চাঁদে—কতদিনে আমার হবে (মাতন)

"রাঢ় মাঝে একচাকা নামে আছে গ্রাম।"

যাইরে গ্রামের বালাই যাইরে

সেই,—ভূমি-গ্রামের বালাই যাইরে

যেখানে আমার নিতাই অবতীর্ণ—সেই,—ভূমি-গ্রামের বালাই যাইরে

"রাঢ়মাঝে একচাকা নামে আছে গ্রাম।

তাহে অবতীর্ণ নিত্যানন্দ বলরাম।।

হাড়াই-পণ্ডিত নাম শুদ্ধ বিপ্ররাজ।

মূলে সর্ব্বপিতা তানে কৈল পিতা ব্যাজ।।

মহা জয় জয় ধ্বনী পুষ্প বরিষণ।

সঙ্গোপে দেবতাগণ করিলা তখন।।"

প্রাণে প্রাণে বলে রে

রাঢ়ভূমির বালাই যাই

জনমিলা প্রেমদাতা নিতাই—রাঢ়ভূমির বালাই যাই

"সঙ্গোপে দেবতাগণ করিলা তখন।।
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা শ্রীবৈষ্ণবধাম।
অবতীর্ণ হৈলা রাঢ়ে নিত্যানন্দ-রাম।।"

বালাই ল'য়ে মরে যাই

শুক্লা-ত্রয়োদশী-তিথির—বালই ল'য়ে মরে যাই
যাহে অবতীর্ণ নিতাই—বালাই ল'য়ে মরে যাই

"অবতীর্ণ হৈলা রাঢ়ে নিত্যানন্দ-রাম।।
সেই দিন হৈতে রাঢ়মণ্ডল সকল।
পুনঃ পুনঃ বাড়িতে লাগিল সুমঙ্গল।"

"ভুবন-আনন্দকন্দ, বলরাম নিত্যানন্দ,
অবতীর্ণ হৈলা কলিকালে।"

বলরাম নিত্যানন্দ

ভুবন-আনন্দ-কন্দ—বলরাম নিত্যানন্দ

"অবতীর্ণ হৈলা কলিকালে।
ঘুচিল সকল দুঃখ, দেখিয়া ও-চাঁদ-মুখ,
ভাসে লোক আনন্দহিল্লোলে।।"

জগজনের আনন্দ মনে

নিতাই-চাঁদের মুখ হে'রে—জগজনের আনন্দ মনে

বাহির ভিতর আলো হ'ল

আমার,—নিতাই-চাঁদের উদয়েতে—বাহির ভিতর আলো হ'ল
জীবের পাপ-তম গেল—বাহির ভিতর আলো হ'ল

ঘুচিল জীবের ভববন্ধ

দেখিয়া শ্রীনিত্যানন্দ—ঘুচিল জীবের ভববন্ধ

অভাব ঘুচে সেই স্বভাব জাগিল

যার অভাবে দুঃখ পেতেছিল—অভাব ঘুচে সেই স্বভাব জাগিল

জীবের প্রাণে আশা জাগিল

আনন্দঘন ভোগ করিব—জীবের প্রাণে আশা জাগিল

"জয় জয় নিত্যানন্দ-রাম।"

প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

আনন্দকন্দ নিতানন্দ-রামের—প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

"কনক-চম্পক কাঁতি, অঙ্গুলে চাঁদের পাঁতি,

রূপে জিতল কোটি কাম।।

ও-বদন-মণ্ডল দেখি', পূর্ণচন্দ্র কিসে লেখি,

দীঘল নয়ান ভাঙ ধনু।"

করুণা-ভাণ্ডার জনু

দীঘল-নয়ান ভাঙ ধনু—করুণা-ভাণ্ডার জনু

অবিরত করুণা ঝরে

নিতাই-চাঁদের নয়ন-কোণে—অবিরত করুণা ঝরে

আ'মরি,—ও যেন কামের কামান

নিতাই-চাঁদের দীঘল-নয়ান—আ'মরি,—ও যেন কামের কামান

ও নয়ন নয় ত কামধনু

তারে হানে গৌর-প্রেমবাণ

একবার,—যার পানে ফেরায় নয়ান—তারে হানে গৌর-প্রেমবাণ

"আজানু-লম্বিত ভুজ, তল থল পঙ্কজ,

কটি ক্ষীণ করি-অরি জনু।।"

বুঝি,—মুঠিতে ধরা যায় গো

সিংহ জিনি কটি ক্ষীণ—বুঝি,—মুঠিতে ধরা যায় গো

ভয় হয় পাছে ভেঙে পড়ে

ভাবভরে যখন দোলে—ভয় হয় পাছে ভেঙ্গে পড়ে

"চরণ-কমল-তলে, ভকত-ভ্রমর বুলে,"

ভকত-ভ্রমর বুলে

চরণ-কমল-মধু পানের তরে—ভকত-ভ্রমর বুলে

গৌর গুণ গুণ গুণ গুণ স্বরে—ভকত-ভ্রমর বুলে

"আধ-বাণী অমিয়া প্রকাশ।"

বাণী নয় যেন অমিয়া ঝ'র্‌ল

ষোলকলা-চাঁদ ফাটিল—বাণী নয় যেন অমিয়া ঝর্‌ল

আধ-বাণী অমিয়া প্রকাশ

গোরাভাবে গদগদ-ভাষ—আধ-বাণী অমিয়া প্রকাশ

"ইহ কলিযুগ-জীবে, উদ্ধার হইল সবে,
কহে দীন দুঃখী কৃষ্ণদাস।।"

আমার,—নিতাই আইলা একচাকাতে

কলিহত-জীবে উদ্ধারিতে—আমার,—নিতাই আইলা একচাকাতে

হা নিতাই প্রভু নিতাই

আজ তোমার আস্‌বার দিন

হা নিতাই প্রাণ নিতাই—আজ তোমার আস্‌বার দিন

হা,—প্রধানা-নাগরী নিতাই—আজ তোমার আস্‌বার দিন

রাঢ়ে,—একচাকায় হাড়াই-পণ্ডিতের ঘরে—আজ তোমার আস্‌বার দিন

তাই আগে এসেছিলে তুমি

তার সেবার বিগ্রহ তুমি—তাই আগে এসেছিলে তুমি

তারে,—সুখদিবার আয়োজন ক'র্‌বার লাগি'—তাই আগে এসেছিলে তুমি

খেলারু,—খেল্‌বে পেলে খেলার ভূমি—তাই আগে এসেছিলে তুমি

আমার প্রাণ গৌর আস্‌বে

কোথায় ব'স্‌বে কোথায় খে'ল্‌বে

তাই,—আগে আইলে নিতাই তুমি

তার,—সেবার আয়োজন ক'র্‌বার লাগি'—তাই,—আগে আইলে
নিতাই তুমি

তুমি,—এসেছিলে একচাকাতে

রাঢ়দেশে,—হাড়াই পণ্ডিতের ঘরে—তুমি,—এসেছিলে একচাকাতে

এই মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশীতে—তুমি'—এসেছিলে একচাকাতে

কলিজীবে পরাগতি দিতে—তুমি,—এসেছিলে একচাকাতে

'কলিজীবে পরাগতি দিতে'—

পরাভক্তি দান ক'রে—কলিজীবে পরাগতি দিতে

তুমি,—এসেছিলে একচাকাতে

কলিজীবে,—প্রেম দিতে গৌর দিতে—তুমি,—এসেছিলে একচাকাতে

তুমি,—আগে এলে রাঢ়দেশে

প্রাণ গৌর এল পিছে পিছে—তুমি,—আগে এলে রাঢ়দেশে

সাঙ্গোপাঙ্গে সবাই এল

ব্রজ পরিকর যত—সাঙ্গোপাঙ্গে সবাই এল

একে একে মিলিল সবে

এই মধুর নদীয়াতে—একে একে মিলিল সবে

তুমি,—আসিয়া মিলিলে কতদিনে

গোপনে,—নন্দন-আচার্য্যের ভবনে—তুমি,—আসিয়া মিলিলে কতদিনে

গৌর হ'লেন পূর্ণকাম

পেয়ে,—তোমায় নিত্যানন্দ রাম—গৌর হ'লেন পূর্ণকাম

আরম্ভিলেন নিজকার্য্য

নাম-সঙ্কীর্ত্তন যুগধর্ম্ম—আরম্ভিলেন নিজকার্য্য

তোমা হ'তে তার সকল কার্য্য

তোমার খেলার পুতুল সে—তোমা হ'তে তার সকল কার্য্য

তোমার দ্বারে তার সকল কার্য্য

শ্রীমুখে বলেছেন শচীসুত—তোমার দ্বারে তার সকল কার্য্য

তুমি শ্রীসেবা বিগ্রহ—তোমার দ্বারে তার সকল কার্য্য

তুমি,—পুরাইলে চৈতন্যের কাম

বিশ্বভরি' করি' প্রেমদান—তুমি,—পুরাইলে চৈতন্যের কাম (মাতন)

সেই একদিন আর এই একদিন

প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে

দেখিতে ত পাই নাই

সেই,—প্রেম-পুরুষোত্তম-লীলা—দেখিতে ত পাই নাই

স্থাবর-জঙ্গম,—প্রেমোন্মত্তকারী লীলা—দেখিতে ত পাই নাই

নিশিদিশি জ্বল্‌ছে হিয়ায়

সেই,—লীলা-অদর্শন-শেল—নিশিদিশি জ্বল্‌ছে হিয়ায়

আশাপথ চেয়ে আছি

শ্রীমুখের কথা শুনি'—আশা পথ চেয়ে আছি

শ্রীমুখে ব'লেছেন শ্রীগুরুদেব

ত্রিকালসত্য তোমাদের লীলা—শ্রীমুখে ব'লেছেন শ্রীগুরুদেব

তাই নিবেদন করি

আজ্ঞা পালন হয় নাই তোমার

তোমাকেই ত দিয়েছেন ভার

প্রাণের প্রাণ গৌর আমার—তোমাকেই ত দিয়েছেন ভার

নিরজনে ব'সে কেঁদে কেঁদে—তোমাকেই ত দিয়েছেন ভার

তার,—বিশ্বম্ভর নাম পূর্ণ কর্‌বার—তোমাকেই ত দিয়েছেন ভার

প্রাণে প্রাণে জানে সে

পূর্ণ হবে সুনিশ্চিত

তোমা হতে তার অভিলাষ—পূর্ণ হবে সুনিশ্চিত

তাই তোমায় দিয়েছেন ভার

তোমায়,—আজ্ঞা দিয়ে হ'য়েছে খালাস

তার,—বিশ্বম্ভর নাম পূর্ণ ক'র্‌বার—তোমায়,—আজ্ঞা দিয়ে হ'য়েছে খালাস

তোমারি ত সকল ভার

হা,—জগদ্‌গুরু নিত্যানন্দ—তোমারি ত সকল ভার

নাম-প্রেমে বিশ্ব ভ'র্‌বার—তোমারি ত সকল ভার

তাই জানাই তোমার ঠাঁই

কৈ পূর্ণ হ'ল কৈ

দেশবিদেশে ঘুরে দেখ্‌লাম

তোমার,—কৃপা ভোগ কর্‌বার লাগি—দেশবিদেশে ঘুরে দেখ্‌লাম

শ্রীগুরুদেবের কৃপা-প্রেরণায়—দেশবিদেশে ঘুরে দেখ্‌লাম

এখনও যে অনেক বাকী
বাকীর কথা কিবা ব'ল্‌বো
বিরুদ্ধ-স্বভাবে জগৎ পূর্ণ
নিজ নিজ,—স্বার্থ নিয়ে রণোন্মত্ত—বিরুদ্ধ-স্বভাবে জগৎ পূর্ণ
কেউ ত বুঝে নাই প্রাণে
গৌর,—পরতত্ত্ব-সীমা ব'লে—কেউ ত বুঝে নাই প্রাণে
কেউ ভজ্‌তে চায় না
তোমার প্রাণ গৌরহরি—কেউ ভজ্‌তে চায় না
তোমারি ত কাজ বটে
হা,—জগদ্‌গুরু নিত্যানন্দ—তোমারি ত কাজ বটে
যে না ভজে তারে ভজান—তোমারি ত কাজ বটে (মাতন)
নামে যে কলঙ্ক হ'ল
তোমার—সঙ্কল্প যে ব্যর্থ হ'ল—নামে যে কলঙ্ক হ'ল
গৌর,—নাম-প্রেমে বিশ্ব ভ'র্‌ব—নামে যে কলঙ্ক হ'ল
শুধু কেবল তোমার নয়
বিশ্বম্ভর নামে কলঙ্ক হ'ল
তোমার প্রাণ গৌরহরির—বিশ্বম্ভর নামে কলঙ্ক হ'ল
কলিরাজের পীড়া ফলে—বিশ্বম্ভর নামে কলঙ্ক হ'ল
'কলিরাজের পীড়া ফলে'—
তোমার,—কলিজীবের উপরে—কলিরাজের পীড়া ফলে
বিশ্বম্ভর-নামে কলঙ্ক হ'ল
ঘুচাও নামের কালিমা ঘুচাও
ও,—কলিপাবন অবতার—ঘুচাও নামের কালিমা ঘুচাও
দুঃখের কথা জানাই তোমাকে
জীবের,—দুঃখে দুঃখী আর কে আছে—দুঃখের কথা জানাই তোমাকে
বড় ব্যথা পেতেছি প্রাণে
সব বিপরীত দেখে'—বড় ব্যথা পেতেছি প্রাণে

কৈ,—শমন ভয় কোথা গেল

তোমার,—হাতে ধ'রে গৌর বলেছিল—কৈ,—শমন ভয় কোথা গেল

মৃত্যু ভয়ে ভীত সবে

তোমার গৌরের প্রেমা ভুলে—মৃত্যু ভয়ে ভীত সবে

একবার দেখ চেয়ে

তোমার কলিজীব-পানে—একবার দেখ চেয়ে

'আর,—গৌর ল'য়ে থেকো না মেতে—একবার দেখ চেয়ে

আর,—গৌর ল'য়ে থেকো না মেতে'—

তোমার সঙ্কল্প ভুলে—আর,—গৌর ল'য়ে থেকো না মেতে

একবার দেখ চেয়ে

তোমার প্রাণ কি কাঁদ্‌ছে না

এই,—উচ্ছৃঙ্খল জগৎ দেখে—তোমার প্রাণ কি কাঁদ্‌ছে না

তোমার আসা কি উচিত নয়

জগতের এই দুর্দ্দশা দেখে—তোমার আসা কি উচিত নয়

তেমনি ক'রে এস সঙ্গী-সাথে

জীবের দুঃখ ঘুচাইতে—তেমনি ক'রে এস সঙ্গী সাথে

অভিরাম গৌরীদাস আদি ক'রে—তেমনি ক'রে এস সঙ্গী-সাথে

তেমার,—গৌর-আজ্ঞা শিরে ধ'রে—তেমনি ক'রে এস সঙ্গী-সাথে

বাকী শোধ ক'র্‌বার তরে—তেমনি ক'রে এস সঙ্গী-সাথে

আর তোমায় ব'ল্‌ব না

পাপ-তাপ নাও ব'লে—আর তোমায় ব'ল্‌ব না

এই নিবেদন শ্রীচরণে

আমরা ত তোমারি বটে

যদিও হই স্বতন্তরী—আমরা ত তোমারি বটে

স্বভাব ত আছে আমাদের

পাপ-তাপ ভোগ করা—স্বভাব ত আছে আমাদের

কুড়ায়ে লয়ে দাও আমাদের

জগজীবের পাপতাপ—কুড়ায়ে ল'য়ে দাও আমাদের
আমরা সব যাব নরকে—কুড়ালে ল'য়ে দাও আমাদের

তেমনি ক'রে এস হে

আজ তোমার আস্‌বার দিন—তেমনি ক'রে এস হে
কোথাও যাও নাই জানি প্রাণে—তেমনি ক'রে এস হে
আর থেকো না লুকায়ে—তেমনি ক'রে এস হে

একচাকায় আ'স্‌লে হবে না

প্রতিহ্ন'দে এস হে

কলিহত পতিত-জীবের—প্রতিহ্ন'দে এস হে

জগৎ হোক্ নিত্যানন্দ

হিয়ায় ধ'রে তোমার পদদ্বন্দ্ব—জগৎ হোক্ নিত্যানন্দ

জীবের আবরণ সরায়ে দাও

মহা,—আবরণে পড়েছে তাদের হৃদয়—জীবের আবরণ সরায়ে দাও

তাদের,—আনন্দ-সত্তা জাগায়ে দাও

তুমি ত তাদের সত্তা—তাদের,—আনন্দ-সত্তা জাগায়ে দাও
'তুমি ত তাদের সত্তা'—
'আনন্দঘন নিতাই আমার—তুমি ত তাদের সত্তা

তাদের,—আনন্দ-সত্তা জাগায়ে দাও

কেন পাবে নিরানন্দ

জীব হয়ে আনন্দ-কণ—কেন পাবে নিরানন্দ
ঘুচায়ে দাও সকল দ্বন্দ্ব—কেন পাবে নিরানন্দ

দাও ঝগড়া মিটায়ে দাও

জগৎ শান্ত ক'রে দাও—দাও ঝগড়া মিটায়ে দাও

দ্বেষ হিংসা যাক্ ভুলে

সবাই,—একপ্রভুর দাস জে'নে—দ্বেষ হিংসা যাক্ ভুলে

সকল অভাব লও কেড়ে

কলিহত-জীব মন্দ হে'রে—সকল অভাব লও কেড়ে
বাহু পসারি হিয়ায় ধ'রে—সকল অভাব লও কেড়ে
দুর্ব্বাসনা কপট কুটিনাটি—সকল অভাব লও কেড়ে
মহা,—স্বভাবেতে জোর ক'রে—সকল অভাব লও কেড়ে

পুত্রের অঙ্গে ফোঁড়া হ'লে
মা,—মানে না ত কাঁদ্‌বে ব'লে

পুত্রের ফোঁড়া টিপ্‌লে পরে—মা,—মানে না ত কাঁদ্‌বে বলে

জোর ক'রে ফোঁড়া গালে

তার গলা টিপে ধ'রে—জোর ক'রে ফোঁড়া গালে

তেমনি ক'রে দূর কর

দুর্ব্বাসনা-কপট-কুটিনাটী—তেমনি ক'রে দূর কর
জগজীবের হৃদয় হ'তে—তেমনি ক'রে দূর কর

পুরুষকার ঘুচায়ে দাও

দৈবের আশ্রয় দাও—পুরুষকার ঘুচায়ে দাও

অভাব ঘুচায়ে স্বভাব জাগাও
ভজুক গৌর-পরমদেবায়

দৈব দৃষ্টি পেয়ে সবাই—ভজুক গৌর-পরমদেবায়

সবাই হোক্ এক বোল

বলুক,—গৌরহরি হরিবোল—সবাই হোক্ এক বোল

করুক গৌরগুণ গান

জগজীব হ'য়ে এক প্রাণ—করুক গৌরগুণ গান

সবাই কাঁদুক হা গৌর বলি'

ভাই ভাই করুক কোলাকুলি—সবাই কাঁদুক হা গৌর বলি'

আশা কি পূরণ হবে না

ও আমার নিতাই সোণা—আশা কি পূরণ হবে না
এই একমাত্র বাসনা—আশা কি পূরণ হবে না

কোন দুঃখ নাই আমাদের

প্রকট লীলা দেখ্‌তে না পেয়ে—কোন্ দুঃখ নাই আমাদের

নিজ-অযোগ্যতা জে'নে—কোন দুঃখ নাই আমাদের

কোন্ গুণে তার দেখা পাব

সে যে—রূপ সনাতনের সাধনের ধন—কোন্ গুণে তার দেখা পাব

সে যে,—দাসরঘুনাথের সাধ্যনিধি—কোন্ গুণে তার দেখা পাব

দুর্ব্বাসনার কিঙ্কর মোরা—কোন্ গুণে তার দেখা পাব

কপটতার মূরতি মোরা—কোন্ গুণে তার দেখা পাব

অভিমানের খনি মোরা—কোন্ গুণে তার দেখা পাব

চাই না তোমার গৌর চাই না

গৌর পাবার অধিকার নাই—চাই না তোমার গৌর চাই না

বড় আশা প্রাণে জেগে আছে

ত্রিকালসত্য লীলা জে'নে—বড় আশা প্রাণে জেগে আছে

একবার দেখ্‌ব ব'লে—বড় আশা প্রাণে জেগে আছে

একবার দেখ্‌তে সাধ

গৌর,—নামপ্রেমে মাত্‌বে সবে

আত্ম-পর ভুলে গিয়ে—গৌর,—নামপ্রেমে মাত্‌বে সবে

যেখানে যাব দেখ্‌তে পাব

স্বভাব-অনুরাগে বল্‌ছে সবে

পরস্পর গলা ধ'রে—স্বভাব-অনুরাগে বল্‌ছে সবে

ম্লেচ্ছ-যবনাদি ক'রে—স্বভাব-অনুরাগে বল্‌ছে সবে

"দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে, গোরারূপ না হেরিলে,
মরমে মরিয়া যেন থাকি।
সাধ হয় নিরন্তর, হেমকান্তি কলেবর,
সাতত হিয়ার মাঝে রাখি।।
তিলেক না দেখি তায়, পাঁজর ধসিয়া যায়,
ধৈরয ধরিতে নাহি পারি।

অনুরাগের ডুরি দিয়া, অন্তরে কি করে সিয়া,
না জানি তার কতই ধার ধারি।।
সুরধুনীর কুলে গিয়া, কুল দিব ভাসাইয়া,
অনল জ্বালিয়া দিব লাজে!
গৌরাঙ্গ সম্মুখে করি, হেরিব নয়ন-ভরি,
দিন যায় মিছামিছি কাজে।।"

পূরাও মোদের এই বাসনা

ও,—জগদ্‌গুরু নিতাই আমার—পুরাও মোদের এই বাসনা
জগভরি,—দেখ্‌ব গৌরপ্রেমের কান্না—পূরাও মোদের এই বাসনা (মাতন)

বিভোর হ'য়ে আছে কি হে

তোমার প্রাণগৌর ল'য়ে—বিভোর হ'য়ে আছ কি হে
স্বকর্ম্ম কি গেছ ভুলে—বিভোর হ'য়ে আছ কি হে

কথা যে কৈছ না

আর কার কাছে যাব

প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে

আজ এই স্থানে ব'সে—প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে
আর এক স্মৃতি উদয় হ'য়ে—প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে

এসেছিলেন এই উদ্যানে

নিতাই-গৌর-প্রেমের পাগল—এসেছিলেন এই উদ্যানে
নিত্যানন্দ-আবির্ভাব দিনে—এসেছিলেন এই উদ্যানে
প্রিয়গণ সঙ্গে ল'য়ে—এসেছিলেন এই উদ্যানে
শ্রীনিত্যানন্দ-জন্মোৎসব করিতে—এসেছিলেন এই উদ্যানে

আজ একবার এস হে

হা,—পরমকরুণ শ্রীগুরুদেব—আজ একবার এস হে
তোমার প্রভুর জন্মোৎসব করিতে—আজ একবার এস হে

আমরা কিছুই জানি না

তোমার প্রভুর আদর—আমরা কিছুই জানি না

তেমনি ক'রে এস হে

নাম-প্রসঙ্গে এই উদ্যানে—তেমনি ক'রে এস হে

নিশ্চয় এসেছ তুমি

তোমার ত্রিকালসত্য লীলায়—নিশ্চয় এসেছ তুমি
তোমার প্রভু নিতাই ল'য়ে—নিশ্চয় এসেছ তুমি

তাই দেখ্‌তে পাই না

আমাদের প্রেমনেত্র নাই—তাই দেখ্‌তে পাই না

একবার দেখাবে কি

শ্রীললিতা দিদিমণি—একবার দেখাবে কি

হঠাৎ গুপ্ত হ'য়েছ

কিছুই না ব'লে ক'য়ে—হঠাৎ গুপ্ত হ'য়েছ

তাই গুপ্ত হ'য়েছ

বাধা দিয়েছি ব'লে—তাই গুপ্ত হ'য়েছ
'বাধা দিয়েছি ব'লে'—
তোমার শ্রীগুরু-সেবায়—বাধা দিয়েছি ব'লে

তাই গুপ্ত হ'য়েছ
গোপনেতে ভোগ করিছ

হঠাৎ গুপ্ত হ'য়েছ—গোপনেতে ভোগ করিছ
নিত্যানন্দ,—জন্মোৎসবে শ্রীগুরু-বিহার—গোপনেতে ভোগ করিছ

আমাদের দেখাও গো

সম্বন্ধ ধ'রে ডেকে—আমাদের দেখাও গো

একবার দেখা দাও

তোমার সর্ব্বস্ব-গুরুদেবে ল'য়ে—একবার দেখা দাও
নিত্যানন্দ-জন্মোৎসবে—একবার দেখা দাও

একটি কথা ব'ল্‌বো

আমরা,—অপরাধী দুঃখ দিব না—একটি কথা ব'ল্‌বো

দুঃখ ত দিব না

স্বতন্তরী অপরাধী—দুঃখ ত দিব না

এই নিবেদন ক'র্‌র

শুধু থেকো না আনন্দে মেতে

তোমার,—প্রভু নিতাই-জন্মোৎসবে—শুধু থেকো না আনন্দে মেতে

তুমি একবার ডাকো গো

আমাদের ব্যথার ব্যথী হ'য়ে—তুমি একবার ডাকো গো

আমাদের ব্যথা জান তুমি

প্রাণ যে জ্বলে গেল

জগতে দেখি সব বিপর্য্যয়—প্রাণ যে জ্বলে গেল

তুমি একদিন কেঁদেছিলে

নরকের চিত্র দেখে'—তুমি একদিন কেঁদেছিলে

অভিমান ক'রে বলেছিলে

হা নিতাই কোথা আছ হে

পতিত পড়ে নরকেতে

পতিত-পাবন তুমি থাক্‌তে—পতিত পড়ে নরকেতে

ভাবাবেশে ব'লেছিলে

যদি আমায় উদ্ধারিতে চাও

আগে,—নাম-প্রেমে জগৎ মাতাও—যদি আমায় উদ্ধারিতে চাও

সে কথা কি মনে নাই

সে কি কেবল কথার কথা

তেমনি ক'রে বল হে

তোমার প্রভু নিতাইচাঁদে—তেমনি ক'রে বল হে

আমাদের হ'য়ে একবার বল

বু'ঝ্‌তে ত পার্‌লাম না

'তার,—কর্ণে প্রবেশ ক'র্‌ল কি না—বু'ঝ্‌তে ত পার্‌লাম না

'তার কর্ণে প্রবেশ ক'র্‌ল কি না'—

আমাদের কাতর প্রার্থনা—তার,—কর্ণে প্রবেশ ক'র্‌ল কি না

বু'ঝ্‌তে ত পার্‌লাম না

তুমি বল্‌লে শুন্‌বে সে

তুমি,—আমাদের হ'য়ে বল তারে—তুমি বল্‌লে শুন্‌বে সে

এই কথা বল নিতাইচাঁদে

কে এ জগতে তোমার পর

তোমার প্রভু বিশ্বম্ভর—কে এ জগতে তোমার পর

সবাই ত তোমার বটে

ভজুক বা না ভজুক—সবাই ত তোমার বটে
কি হিন্দু কি যবন—সবাই ত তোমার বটে
পরিচয় দিক্ না কেন যে ব'লে—সবাই ত তোমার বটে
নামে মাত্র ভিন্ন হয়েছে—সবাই ত তোমার বটে

সবাই তোমার প্রভুর কিঙ্কর

তোমার প্রভু বিশ্বম্ভর—সবাই তোমার প্রভুর কিঙ্কর
তুমি কারে ছাড়্‌বে বল—সবাই তোমার প্রভুর কিঙ্কর

সবাই,—তোমার হ'য়ে দুঃখ পায়

এ কোথায় দেখা যায়—সবাই,—তোমার হ'য়ে দুঃখ পায়

হা,—নিতাই তুমি প্রেমানন্দ সুখী

আর,—তোমার কলিজীব বড়ই দুঃখী—হা,—নিতাই তুমি প্রেমানন্দ সুখী

ঘুচাও তাদের দুঃখ ঘুচাও

আনন্দময় ক'রে দাও—ঘুচাও তাদের দুঃখ ঘুচাও

গৌর-প্রেমে মাতুক সবাই

হিয়ায় ধ'রে নিতাই তোমায়—গৌর-প্রেমে মাতুক সবাই

জগভরি' উঠুক রোল

গৌরহরি হরিবোল—জগভরি' উঠুক রোল

একপ্রাণ ক'রে দাও

নিত্যানন্দ-শক্তি সঞ্চারিয়ে—একপ্রাণ ক'রে দাও

সবাই হউক্ সুখী

পরস্পর পরস্পরের সুখে—সবাই হউক্ সুখী

ভাই ভাই কোলে করুক্

তোমার,—নিচাইচাঁদের শক্তি পেয়ে—ভাই ভাই কোলে করুক্

এক প্রাণ ক'রে দাও

গৌর,—নাম-প্রেমে জগৎ মাতুক—এক প্রাণ ক'রে দাও

প্রাণে প্রাণে সবাই বলুক্

প্রাণে প্রাণে গান করুক্

পরস্পর হিয়ায় ধ'রে—প্রাণে প্রাণে গান করুক্

এই,—প্রার্থনা জানাও নিতাইচাঁদে

গৌর,—নামময় জগৎ দে'খে—এই,—প্রার্থনা জানাও নিতাইচাঁদে

আমরা গিয়া লুটিব সবে

জগজীবের চরণে—আমরা গিয়া লুটিব সবে

প্রার্থনা ক'র্‌ব কাতরে

তাদের চরণে পড়ে—প্রার্থনা ক'র্‌ব কাতরে

এই কৃপা কর গো

যেন নামে থাকি মাতি

শ্রীগুরুচরণে রাখি' রতি—যেন নামে থাকি মাতি

যেন,—প্রাণভ'রে গান করি

শ্রীগুরুদত্ত নামাবলী—যেন,—প্রাণভ'রে গান করি

যারে দেখি তারে বলি

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।"

প্রাণভ'রে গাও ভাই

জয় নিত্যানন্দরাম

অখিল আনন্দধাম—জয় নিত্যানন্দরাম

আমার,—পাগলা প্রভুর প্রাণারাম—জয় নিত্যানন্দরাম
জীবে,—গৌর ভজায়ে কর পূর্ণকাম—জয় নিত্যানন্দরাম

জয় প্রভু নিত্যানন্দ

ভুবন আনন্দ কন্দ—জয় প্রভু নিত্যানন্দ

"গৌরহরি বোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।।"

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মলীলা কীর্ত্তন

(ফাল্গুনী পূর্ণিমা)

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল।"

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।"

"ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি শুভগ সকলি।"

যাইরে তিথির বালাই যাইরে

ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি—যাইরে তিথির বালাই যাইরে
যে তিথিতে গোরাচাঁদের উদয়—যাইরে তিথির বালাই যাইরে
যে তিথিতে আমার গৌর আইলা—যাইরে তিথির বালাই যাইরে
যে তিথিতে আমার গৌর প্রকট হৈলা—যাইরে তিথির বালাই যাইরে
যে তিথিতে প্রাণগৌর প্রকট হৈলা—যাইরে তিথির বালাই যাইরে

সকল মঙ্গল মিলিল আসি

ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে—সকল মঙ্গল মিলিল আসি
জগন্মঙ্গল আস্‌বে বোলে—সকল মঙ্গল মিলিল আসি
আস্‌বে জে'নে,—জগন্মঙ্গল গোরা-শশী—সকল মঙ্গল মিলিল আসি

সকল মঙ্গল উদয় হৈলা

আপনাকে ধন্য করিতে—সকল মঙ্গল উদয় হৈলা
মহাপ্রভুর আগমণ জেনে—সকল মঙ্গল উদয় হৈলা
ভুবনমঙ্গল গৌর আস্বাদিতে—সকল মঙ্গল উদয় হৈলা
মঙ্গল মঙ্গল আস্বাদিতে—সকল মঙ্গল উদয় হৈলা

'মঙ্গল মঙ্গল আস্বাদিতে—
গৌরের আগমন তিথিতে—মঙ্গল মঙ্গল আস্বাদিতে
জগন্মঙ্গলের আস্‌বার দিনে—মঙ্গল মঙ্গল আস্বাদিতে

সকল মঙ্গল মিলিল আসি

আপন আপন,—মঙ্গলনামের সার্থকতা লাগি—সকল মঙ্গল মিলিল আসি

'আপন আপন,—মঙ্গলনামের সার্থকতা লাগি'—

জগন্মঙ্গল প্রভুর সেবা করি —আপন আপন, —মঙ্গলনামের সার্থকতা লাগি

'জগন্মঙ্গল প্রভুর সেবা করি'—

তার আগমন তিথিতে মিশি—জগন্মঙ্গলপ্রভুর সেবা করি

আপন আপন,—মঙ্গলনামের সার্থকতা লাগি—সকল মঙ্গল মিলিল আসি

"ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি শুভগ সকলি।
জনম লভিবে গোরা পড়ে হুলাহুলি।।"

উঠিল,—চারিদিকে জয়ধ্বনি

জগন্মঙ্গলময় আস্‌বে জানি'—উঠিল,—চারিদিক জয়ধ্বনি

"অম্বরে অমর সব ভেল উনমুখ।"

কেবা তাদের ব'লে দিল

গৌরাঙ্গস্বরূপের আবির্ভাব কথা—কেবা তাদের ব'লে দিল

'গৌরাঙ্গস্বরূপের আবির্ভাব কথা'—

মহারাসবিলাসের পরিণতি—গৌরাঙ্গস্বরূপের আবির্ভাব কথা

কেবা তাদের ব'লে দিল

তাদের,—জানিবারনয় তারা কেমনে জানিল—কেবা তাদের ব'লে দিল

কেবা তাদের ইঙ্গিত কৈল

প্রাণগৌর আবির্ভাব হবে ব'লে—কেবা তাদের ইঙ্গিত কৈল

যার ,—গরজ বালাই জানায়েছে

কেবল লীলাশক্তির খেলা

লীলাশক্তি জানায়েছে

প্রাণগৌর আস্‌বে ব'লে—লীলাশক্তি জানায়েছে

তাইতে সবে উনমুখ

দেখিতে প্রাণগৌর-মুখ—তাইতে সবে উনমুখ

লীলাশক্তি জানায়েছে

নৈলে,—আর কেবা জানাবে

নিগূঢ় গৌরলীলার সন্ধান—নৈলে,—আর কেবা জানাবে

লীলাশক্তি জানায়েছে

এবার,—জানাইবে যে জগতেরে

লীলাশক্তি,—উদারতা স্বভাব পেয়েছে

ব্রজের নিকুঞ্জ-বিলাস-বৈভবে—লীলাশক্তি,—উদারতা স্বভাব পেয়েছে

এবার,-জানাইবে যে জগতেরে

কুঞ্জবাসী,—বিনা কেউ জান্‌ত না যারে—এবার ,—জানাইবে যে জগতেরে

তাই, —লীলাশক্তি তাদের জানাইল

এস,—জগমঙ্গল গৌর দেখ্‌বে এস—তাই,—লীলাশক্তি তাদের জানাইল

লীলাশক্তির ইঙ্গিত পেয়ে

গৌরস্বরূপ আস্‌বে ব'লে—লীলাশক্তির ইঙ্গিত পেয়ে

'গৌরস্বরূপ আস্‌বে ব'লে'—

ফাল্গুনী, —পূর্ণিমাতে নদীয়া মণ্ডপে—গৌরস্বরূপ আস্‌বে ব'লে

লীলশক্তির ইঙ্গিত পেয়ে

জগন্মঙ্গলালয়ে দেখ্‌বে ব'লে

"অম্বরে অমর সবে ভেল উনমুখ।"

কেবা তাদের লালসা দিল

দেখিবারে গোরা-চাঁদমুখ—কেবা তাদের লালসা দিল

কেবা তাদের শকতি দিল

দেখিবারে নিকুঞ্জ-বিলাস- বৈভব—কেবা তাদের শকতি দিল

তাদের ত দেখ্‌বার কথা নয়

কেবা সে অধিকার দিল

বুঝি,—লীলাশক্তি দিয়াছে শকতি

তাদের সৌভাগ্য উদয় লাগি—বুঝি,—লীলাশক্তি দিয়াছে শকতি

এবার,—অনর্পিত অর্পন জানি—বুঝি,—লীলাশক্তি দিয়াছে শকতি

"লভিবে জনম গোরা যাবে সব দুঃখ।

আসিবে সোণার গোরা দূরে যাবে দুঃখ।।'

দেখিতে সুখময় স্বরূপ

দূরে যাবে সকল দুঃখ—দেখিতে সুখময় স্বরূপ

আসিবে,—দুঃখহারী গৌরহরি

চল যাই দেখি গিয়া

মা যোগমায়া করিছেন ইঙ্গিত—চল যাই দেখি গিয়া

সোণার গোরা আস্‌বে নদীয়া—চল যাই দেখি গিয়া

"আসিবে সোণার গোরা দূরে যাবে দুঃখ।।"

আত্যন্তিক, —দুঃখের নিবৃত্তি হয় না জীবের

প্রেমধনে ধনী না হ'লে পরে—আত্যন্তিক,—দুখের নিবৃত্তি হয় না জীবের

এতদিন,—অনেক উপায় করেছেন বটে

জীবের দুঃখ নিবৃত্তির তরে—এতদিন,—অনেক উপায় করেছেন বটে

কিন্তু,—আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি হয় নাই

প্রেমধন দেওয়া হয় নাই—কিন্তু,—আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি হয় নাই

এবার দুঃখের নিবৃত্তি হবে

প্রেমধন জীব ধনী হবে—এবার দুঃখের নিবৃত্তি হবে

"শঙ্খ দুন্দুভি ধ্বনি সুগন্ধি পবন।"

অম্বরে অমরগণ

সময় জে'নে প্রকাশ হ'ল

লীলাশক্তির ইঙ্গিত জে'নে—সময় জে'নে প্রকাশ হ'ল

সেবা ক'রে ধন্য হবে

তাই,—মাঙ্গলিক ধ্বনি করে

অমরগণ সুরপুরে—তাই, মাঙ্গলিক ধ্বনি করে

মঙ্গলময় আস্‌বে ব'লে—তাই,—মাঙ্গলিক ধ্বনি করে

তারা গৌরের, —সেবা অধিকার পেয়েছে

লীলাশক্তির কৃপাবলে—তারা গৌরের, সেবা অধিকার পেয়েছে

"শঙ্খ দুন্দুভি ধ্বনি সুগন্ধি পবন।"

সুগন্ধি,—পবন হ'ল প্রবাহিত

গোরা,—রসরাজে সুখ দিতে—সুগন্ধি,—পবন হ'ল প্রবাহিত

সুখময়,— সুযোগ পেয়ে সমাগত

আপনায় করিতে কৃতার্থ —সুখময়,—সুযোগ পেয়ে সমাগত
গৌর-সেবায় হ'য়ে নিয়োজিত—সুখময়,—সুযোগ পেয়ে সমাগত

সেবাছলে ধন্য হবে

গৌর-অঙ্গ-পরশ পেয়ে—সেবাছলে ধন্য হবে

"বরিষে কুসুমরাশি সুরবালাগণ।।"

আনন্দ আর ধরে নারে

আনন্দঘন দেখ্‌বে ব'লে—আনন্দ আর ধরে নারে

করে পুষ্প বরিষণ

আনন্দেতে সুরবালাগণ—করে পুষ্প বরিষণ
আসছে জে'নে শচীনন্দন—করে পুষ্প বরিষণ
জয় নদীয়া-বিহারী ব'লে—করে পুষ্প বরিষণ
করিবারে প্রেমামৃত সিঞ্চন—করে পুষ্প বরিষণ

করে পুষ্প বরিষণ

ব্রজবালার স্বভাব পেয়েছে

স্বরগেতে সুরবালা—ব্রজবালার স্বভাব পেয়েছে
যা হ'বার নয় তাই হয়েছে—ব্রজবালার স্বভাব পেয়েছে

"ঘনঘন হরিধ্বনি উঠে জগভরি।"

আসিছেন,—হরিনাম আগে করি

দরশনের বাধা দূর করি'—আসিছেন,—হরিনাম আগে করি
দরশনে,—মনের বাধা দূর করি'—আসিছেন,—হরিনাম অগে করি
ধরা দিতে জগ ভরি—আসিছেন হরিনাম আগে করি

আসিছে,—জগন্মঙ্গল গৌরহরি

আগে সকল-অমঙ্গল হরি—আসিছে,—জগন্মঙ্গল গৌরহরি

জগভরি' বোলাইল হরি

গ্রহণের ছল করি —জগভরি' বোলাইল হরি

বাহিরে প্রাকৃত গ্রহণ

অন্তরে অন্তরঙ্গ গ্রহণ—বাহিরে প্রাকৃত গ্রহণ

আজ, —প্রকট হৈলা গৌরহরি

রাধাভাব, —কান্তি ধরি'বংশীধারী—আজ,— প্রকট হৈলা গৌরহরি

প্রকট হৈলা শচীনন্দন

রাধাভাব,—কান্তি ধরি' বংশীবদন—প্রকট হৈলা শচীনন্দন

"ঘন ঘন হরিধ্বনি উঠে জগভরি।"

আজ, —সবাই হরি হরি বলে

কেন বলে কিছু না জানে—আজ, —সবাই হরি হরি বলে

কে যেন তাদের বলায় বলে—আজ,—সবাই হরি হরি বলে

ও ত হরি বলা নয়

বুঝি,—আগে রটনা ক'রে দিছে

বিষম চোরের আবির্ভাব—বুঝি,—আগে রটনা ক'রে দিছে

সব হরণ কর্‌বে ব'লে—বুঝি,—আগে রটনা ক'রে দিছে

আসছেন আমার গৌরহরি

জগভরি বলায়ে হরি —আসছেন আমার গৌরহরি

বুঝি,—নিজস্বভাব প্রকট করি—আসছেন আমার গৌরহরি

আগে,—হরি বলে সর্ব্বস্ব হরি'

পিছে,—প্রেমে দিয়ে পূরণ করি—আগে, —হরি বলে সর্ব্বস্ব হরি'

নিজস্বভাব প্রকট করিছে

হরি বলি সবার অভাব হরিছে—নিজস্বভাব প্রকট করিছে

'হরি বলি সবার অভাব হরিছে'—

পিছে প্রেমে ভ'র্‌বে সবে—হরি বলি সবার অভাব হরিছে

নিজস্বভাব প্রকট করিছে

কিম্বা হরিবলায়ে জানাইছে

আমার আগমনের পরিচায়ক

আমার মঙ্গলময় নাম—আমার আগমনের পরিচায়ক

তাই,—পিছে আসছেন গৌরহরি

নিজ নাম আগে করি—তাই,—পিছে আস্‌ছেন গৌরহরি

আজ ,—সবাই হরি হরি বলে

নামীর আগে নাম চলে,—আজ,—সবাই হরি হরি বলে

যা সঙ্কল্প তা আগেই হ'ল

নাম,—প্রচারিতে আস্‌বার কথা

আস্‌বাব আগেই হ'ল নামের প্রচার—নাম,—প্রচারিতে আস্‌বার কথা

এমন ক'রে এল কেনে

নিজ নাম আগে করি—এমন ক'রে এল কেনে

নৈলে,—কেবা তারে জানাবে

নাম যদি না যায় আগে—নৈলে,—কেবা তারে জানাবে

কারও কি সন্ধান মিলে

নাম জানা না থাকিলে—কারও কি সন্ধান মিলে

তাই,—আইলা পাণের গৌরহরি

নাম চাঁদে আগে করি—আইলা প্রাণের গৌরহরি

এবার কাজের উল্টা রীতি

চিরকাল ছিল এই্ ত রীতি

আগে ভজ্‌লে তবে প্রেম প্রাপ্তি —চিরকাল ছিল এই্ ত রীতি

এবার পিছেই এল ধেয়ে

আগে নাম প্রেম জগতে দিয়ে—এবার পিছেই এল ধেয়ে

এল আমার গোরা রসিয়া

আগে নাম দিয়ে রসাইয়া—এল আমার গোরা রসিয়া

কেন বা হবে না

নাম দিয়ে রসানা—কেন বা হবে না

তারে ত রস-স্বরূপ বলে

নাম যে তার স্বরূপ প্রকাশ

এই্ নামও ত রস-স্বরূপ

বরং,—নামে অধিক রসের বিকাশ

নামী হ'তে নাম বড়—বরং,—নামে অধিক রসের বিকাশ

এল গোরা রসিয়া

নাম দিয়ে জগৎ রসাইয়া—এল গোরা রসিয়া

"আবাল বনিতা বৃদ্ধ যত নরনারী।।"

আজ হইল সবার এক ভাব

বুঝি,—জানাবে সবার এক স্বভাব—তাই,—আজ হইল সবার এক ভাব

এক স্বভাব সবার জানাবে

মধুর রসে মাতাবে সবে—এক স্বভাব সবার জানাবে

সবে হবে, —একরসের অধিকারী

আসছে মধুর গৌরাঙ্গহরি—সবে হবে,—একরসের অধিকারী

"শুভক্ষণে গোরা শুভ জনম লভিলা।"

আইলা,—জগন্মঙ্গল গৌরহরি

সব সুমঙ্গল আগে করি,—আইলা—জগন্মঙ্গল গৌরহরি

খেলার,—ভূমি ক'রে আইল পিছে

জগভরি হরি হরি বলায়ে খেলার,—ভূমি ক'রে আইল পিছে

যেন,—" **পূর্ণিমার চন্দ্র ভূমে প্রকাশ করিলা।।"**

আকাশের চাঁদ ভূমিতে এল'

পাপতম বিনাশিতে—আকাশের চাঁদ ভূমিতে এল'

সব জগৎ হইল বিস্ময়

দেখি,—আকাশের চাঁদ মাটিতে উদয়—সব জগৎ হইল বিস্ময়

'দেখি,—আকাশের চাঁদ মাটিতে উদয়'—

এই মধুর নদীয়ায়—দেখি,—আকাশের চাঁদ মাটিতে উদয়

সব জগৎ হইল বিস্ময়

আজ ,—গোরচাঁদের উদয় হ'ল

শচীগর্ভসিন্ধু হ'তে—আজ,—গোরাচাঁদের উদয় হ'ল

প্রেমরসসিন্ধু মন্থন-করা—আজ,—গোরাচাঁদের উদয় হ'ল

"হেন কালে চন্দ্রে রাহু করিলা গ্রহণ।"

রাহুর প্রাণে সইল নারে

আকাশেতে চাঁদের উদয় —রাহুর প্রাণে সইল নারে
গগনচাঁদের প্রকাশ আজ—রাহুর প্রাণে সইল নারে

রাহুর প্রাণে নাহি সইল

যোগ পেয়ে গ্রাস কৈল—রাহুর প্রাণে নাহি সইল

আর কি কাজ কর্‌বে সে
সে ত—বাহিরের তাপতম নাশে

গগনচাঁদ উদয় হ'য়ে আকাশে—সে ত,—বাহিরের তাপতম নাশে

আজ,—গোরাচাঁদের উদয় হ'ল

ভিতর বাহির আলো করা—আজ, —গোরাচাঁদের উদয় হ'ল

গগনচাঁদে আর কি কাজ বল
রাহু মনে মনে বলে

গগনচাঁদকে উঠতে দেখে'—রাহু মনে মনে বলে

চাঁদ তুমি কেন আকাশে

নদীয়াতে,—গোরাচাঁদ হইলা প্রকাশে—চাঁদ তুমি কেন আকাশে

কেন,—বৃথা উদয় হইছ আকশেতে

'গোরাচাঁদ উদয় হ'ল নদীয়াতে' —

অকলঙ্ক ষোলকলা—গোরচাঁদ উদয় হ'ল নদীয়াতে

কেন,—বৃথা উদয় হইছ আকাশেতে

কেবা তোমার আদর ক'রবে—কেন, বৃথা উদয় হইছ আকাশেতে
'কেবা তোমার আদর ক'রবে'—
ও কলঙ্কী গগনচাঁদ —কেবা তোমার আদর ক'র্‌বে

কেন,—বৃথা উদয় হইছ আকাশেতে
তোমার,—আর কি উপরে থাকা ভাল

গোরাচাঁদ নদীয়াতে উদয় হ'ল—তোমার,—

আর কি উপরে থাকা ভাল
যদি,—ধন্য হ'তে সাধ থাকে

যদি,—নিজ সৌভাগ্য প্রকট করিতে চাও

আকাশ হ'তে নীচে এস—যদি, —নিজ সৌভাগ্য, প্রকট করিতে চাও

গোরাচাঁদের পদে শরণ লও—যদি,—নিজ সৌভাগ্য প্রকট করিতে চাও

যদি আপনাকে,—ধন্য করা থাকে মনে

শরণ লও,—গৌরপদনখ কোণে—যদি আপনাকে,—ধন্য করা থাকে মনে

আশ্রয় কর গোরাপদতল

ওরে,—নিলাজ কলঙ্কী গগনচাঁদ—আশ্রয় কর গোরাপদতল

গোরাপদতলে শরণ লও

যদি আপন সৌভাগ্য চাও—গোরাপদতলে শরণ লও

উপরে ,—প্রকাশ থাকা উচিত নয়

গগনচাঁদ তোমার আর—উপরে,—প্রকাশ থাকা উচিত নয়

যদি নিজ কৃতার্থতা চাও

ভূমে আসি গৌরচরণে রও—যদি নিজ কৃতার্থতা চাও

রাহুর প্রাণে আর সইল না।

গোরচাঁদের,—আগে প্রাকৃত চাঁদের প্রকাশ—রাহুর প্রাণে আর সইল না

তাই চাঁদকে গ্রাস কৈল

এবে অপরূপ গ্রহণ

এদিকে কিন্তু বিরুদ্ধ গ্রহণ

চাঁদকে রাহু করিল গ্রহণ—এদিকে কিন্তু বিরুদ্ধ গ্রহণ

এবার,—রাহু চাঁদকে গ্রাস করিছে

চাঁদ রাহুকে গ্রাস করিছে, —এবার,—রাহু চাঁদকে গ্রাস করিছে

আসছে আমার প্রাণ গোরা

চাঁদে রাহু গ্রহণ করা—আস্‌ছে আমার প্রাণ গোরা

গৌররাজ্যে অপূর্ব্ব গ্রহণ

রাহুকে চাঁদ গ্রাস করিল—গৌররাজ্যে অপূর্ব্ব গ্রহণ

গৌরের,—জন্মলীলা বটেত গ্রহণ

গ্রহণ ক'রে স্বরূপ প্রকাশ হ'তেছে

গৌরস্বরূপ প্রকাশ হ'তেছে

ভাবকান্তি গ্রহণ ক'রে—গৌরস্বরূপ প্রকাশ হ'তেছে

"হেনকালে চন্দ্রে রাহু করিলা গ্রহণ।
হরি হরি ধ্বনি উঠে ভরিয়া ভুবন।।"

জগভরি' হরি বলায় সকলে

গোরা,—প্রকাশ পেয়ে গ্রহণচ্ছলে—জগভরি' হরি বলায় সকলে

আনন্দের রোল হরিধ্বনি

হরিধ্বনি প্রকাশ করিছে

সর্ব্বস্ব হরি হরি আস্‌ছে—হরিধ্বনি প্রকাশ করিছে

নেপথ্যে,—কেউ যেন ব'লে দিছে

সাবধান গৌরহরি আসিছে—নেপথ্যে,—কেউ যেন ব'লে দিছে

আসছে গৌরহরি আস্‌ছে

সামলে নাও যার যা আছে—আস্‌ছে গৌরহরি আসছে

কাউকে বাকী রাখ্‌বে না

সর্ব্বস্ব হরণ করিবে—কাউকে বাকী রাখ্‌বে না

গৌরহরি আস্‌ছে নদীয়াতে

সর্ব্বস্ব হরি আপন করিতে —গৌরহরি আস্‌ছে নদীয়াতে

আজ,—জগভরি' বলায় হরি হরি

নিগম নিগূঢ় গৌরহরি—আজ,—জগভরি' বলায় হরি হরি

গ্রহণের ছল করি,—আজ,—জগভরি' বলায় হরি হরি

হরিধ্বনি উঠে ভুবনভরি'

দেখি,—নদীয়া প্রকট গৌরহরি—হরিধ্বনি উঠে ভুবনভরি'

"হরি হরি ধ্বনি উঠে ভরিয়া ভুবন।।
দীন হীন উদ্ধার হইবে ভেল আশ।"

আর পতিতের ভয় নাইরে

প্রাণগৌর এল নদীয়াতে

আজ,—দীনজনে উদ্ধারিতে—প্রাণগৌর এল নদীয়াতে

আর,—দীন কেউ থাক্‌বে না

সবাই,—প্রেমধনে হবে ধনী—আর,—দীন কেউ থাক্‌বে না

বিশ্বম্ভর নাম পূর্ণ করিতে আস্‌ছে—আর,—দীন কেউ থাক্‌বে না

নামপ্রেমে বিশ্ব ভর্‌বে—আর,—দীন কেউ থাক্‌বে না

কলিহত -জীবের ভয় নাই আর

এল,—কলিপাবন অবতার—কলিহত-জীবের ভয় নাই আর

"দেখিয়া আনন্দে ভাসে জগন্নাথদাস।।"

আজ,—জগন্নাথদাস আনন্দে ভাসে

জগন্নাথ আইল দেখে'—আজ,—জগন্নাথদাস আনন্দে ভাসে

কলিজীবের—উদ্ধার হ'বে অনায়াসে—আজ,—জগন্নাথদাস আনন্দে ভাসে

এবার,—সবার স্বরূপ প্রকাশ হবে

জীবের,—নিজের স্বরূপ প্রকাশ হবে

স্বরূপ জাগান স্বরূপ এল—জীবের—নিজের স্বরূপ প্রকাশ হবে

"জয় জয় কলরব নদীয়া নগরে।"

আনন্দসিন্দু উথলিল

গৌরমুখ-ইন্দু হে'রে—আনন্দসিন্ধু উথলিল

আনন্দের পাথার বয়ে যায়রে

মধুর -নদীয়াপুরে—আনন্দের পাথার বয়ে যায় রে

আনন্দঘন আবির্ভাবে—আনন্দের পাথার বয়ে যায় রে

আনন্দঘন আইল নদিয়াপুরে—আনন্দের পাথার বয়ে যায় রে

"জনম লভিলা গোরা নদীয়া নগরে।।

ফাল্গুনী পূর্ণিমাতিথি নক্ষত্র ফাল্গুনী।"

এবার সব যে বিপরীত

গৌরস্বরূপে সব বিপরীত

আগমনেই বিপরীত

সেথায় কৃষ্ণাষ্টমী এথায় পূর্ণিমা—আগমনেই বিপরীত

ব্রজে,—অষ্টমীতে এসেছিল

নদীয়ায়ে,—পূর্ণিমাতে প্রকাশ হ'ল—ব্রজে, —অষ্টমীতে এসেছিল

তাই,—অষ্টমীতে এসেছিল

সেখানে বুঝি একা ছিল—তাই, অষ্টমীতে এসেছিল

এবার,—পূর্ণিমাতে প্রকাশ হ'ল

শুক্লাষ্টমীর বড়ই প্রভাব

কৃষ্ণাষ্টমীর বরণ ধরাল—শুক্লাষ্টীর বড়ই প্রভাব

বরণ ধরায়ে এক ক'রে নিল

শুক্লপক্ষের এক পূর্ণিমা এ'ল—বরণ ধরায়ে এক করে নিল

তিথি-নক্ষত্রের বালাই যাইরে

তিথি-নক্ষত্রের বালাই ল'য়ে মরি

প্রকাশ হৈলা গৌরহরি—তিথি-নক্ষত্রের বালাই লয়ে মরি

"শুভক্ষণে জনমিলা গোরা দ্বিজমণি।।"

শুভ, তিথি-নক্ষত্রের বালাই যাইরে

যে,—তিথিতে আইল নদের নিমাই—শুভ,—তিথি নক্ষত্রের বালাই যাইরে

"পূর্ণিমার চন্দ্র জিনি কিরণ প্রকাশ।"

পূর্ণিমার চাঁদ বাইরের তমনাশী

এ যে,—ভিতরে-বাহিরের তমনাশী-পূর্ণিমার চাঁদ বাইরের তমনাশী

গগনচাঁদে কি উপমা তার

বুঝি, —গগনচাঁদ লজ্জিত হ'ল

গৌরচাঁদের প্রকাশ হ'ল—বুঝি,—গগনচাঁদ লজ্জিত হ'ল

তাই আসি,—পদনখে শরণ নিল

আমার,—আর উপরে থাকা নয় ভাল,—তাই আসি,—পদনখে শরণ নিল

গগনচাঁদ দশ-খণ্ড হ'ল-তাই আসি,— পদনখে শরণ নিল

" পূর্ণিমার চন্দ্র জিনি কিরণ প্রকাশ।

দূরে গেল অন্ধকার পাইয়া নৈরাশ।।"

আমার আদর কেবা ক'র্‌বে

গোরাচাঁদ প্রকাশ হ'ল— আমার আদর কেবা ক'র্‌বে

আর,—এদেশে থাকা ভাল নয় হে

অন্ধকার মনে করে—আর,—এদেশে থাকা ভাল নয় হে

গোরাচাঁদের উদয় হয়েছে—আর,—এদেশে থাকা ভাল নয় হে

("শচীগর্ভ -সিন্ধু হ'তে চাঁদের প্রকাশ।
পাপতম দূরে গেল তিমির বিনাশ।।")

কলিঘোর,—পাপতম দূরে গেল

পূর্ণ, —শশধর চৈতন্য উদয় হ'ল—কলিঘোর,—পাপতম দূরে গেল

"দ্বাপরে নন্দের ঘরে কৃষ্ণ অবতার।
যশোদার উদরে জন্ম বিদিত সংসার।
শচীর উদরে এবে জন্ম নদীয়াতে।"

এবার,—নববিধা ধনে ধনী ক'র্‌বে

এবার,—জনমের নূতন রীতি

ব্রজে ছিল কৃষ্ণাষ্টমী তিথি—এবার, —জনমের নূতন রীতি

এযে, —পূর্ণিমাতে জনম নিল

সেখানে ,—কৃষ্ণাষ্টমীতে জনম ছিল,—এযে,—পূর্ণিমাতে জনম নিল

সেখানে,—বুঝি কিছু বাকী ছিল

এখানে তাহা পূর্ণ হ'ল—সেখানে,—বুঝি কিছু বাকী ছিল

এ-চাঁদের অধিক মাধুরী

রাইচাঁদের সঙ্গে জড়াজড়ি—এ-চাঁদের অধিক মাধুরী

তাইতে উদয় পূর্ণিমাতে

রাধা-সঙ্গে মিলে পূর্ণ হ'য়েছে—তাইতে উদয় পূর্ণিমাতে

সেখানে,—একা একা এসেছিল

কৃষ্ণাষ্টমীতে প্রকাশ কাল

ব্রজাকাশে একা কাল-কৃষ্ণাষ্টমীতে প্রকাশ কাল

সে,—চাঁদ হ'য়েও পূর্ণ বিকাশ হয় নাই

রাধাসঙ্গ না পাওয়ায়—সে,—চাঁদ হ'য়েও পূর্ণ বিকাশ হয় নাই

শ্যাম ,—চাঁদের আলো চাঁদেতেই থাকে

যদি,—কিশোরী চাঁদ কাছে না থাকে—শ্যাম,—চাঁদের আলো চাঁদেই থাকে

এবার,—মাখামাখি হ'য়ে এসেছে

এবার,—দুই মিলে ষোলকলা হ'য়েছে

তাইতে উদয় পূর্ণিমাতে

পূর্ণ স্বরূপ দেখাবার তরে—তাইতে উদয় পূর্ণিমাতে

উদয় হ'য়েছিল ব্রজাকাশে

শ্যামচাঁদ আর রাইচাঁদ—উদয় হ'য়েছিল ব্রজাকাশে

কৃষ্ণাষ্টমী আর শুক্লাষ্টমীতে—উদয় হ'য়েছিল ব্রজাকাশে

সেই দুই অষ্টমী মিলে

এবার,—পূর্ণিমার গঠন হ'য়েছে

এবার উদয় নদীয়াতে

দুই চাঁদ জড়াজড়ি হ'য়ে —এবার উদয় নদীয়াতে

নদীয়া—জড়াজড়ি স্থান বটে—এবার উদয় নদীয়াতে

ব্রজের,—নিভৃত-কুঞ্জের নিভৃত-কুঞ্জ

যেখানে—দুই তনু সদা মিলিত—ব্রজের—নিভৃতকুঞ্জের নিভৃত

যেখানে,—দুই তনু সদা মিলিত'—

রাসরসের পরিণতিতে—যেখানে দুই তনু সদা মিলিত

ব্রজের—নিভৃত-কুঞ্জের নিভৃত -কুঞ্জে

সেই মধুর নদীয়াতে

"শচীর উদরে এবে জন্ম নদীয়াতে।
কলিযুগের জীব সব নিস্তার করিতে।।"

আইলা,—গৌরহরি নদীয়াতে।

রাধাকৃষ্ণ একাধারে,—আইলা,—গৌরহরি নদীয়াতে

কলিজীবে উদ্ধারিতে—আইলা,—গৌরহরি নদীয়াতে

'কলিজীবে উদ্ধারিতে'—

দান করি চির-অনর্পিতে—কলিজীবে উদ্ধারিতে

পরাভক্তি দিয়ে সবে—কলিজীবে উদ্ধারিতে

আইলা, —গৌরহরি নদীয়াতে

এ কিন্তু বাহিরের কথা

যখন ,—আকাশে চাঁদ উদয় হয়

তখন,—আপনা হ'তে সব অলো হয়

ইচ্ছা ক'রে অলো কর্‌তে হয় না

গৌর,—এসেছে এবার নদীয়াতে

অশেষ বিশেষে, —স্বমাধুরী ভোগ করিতে —গৌর,—এসেছে এবার নদীয়াতে

জগজীবে বিলাইছে

সেই ভোগ অনায়াসে—জগজীবে বিলাইছে

তাই ব'লেছেন শ্রীকরিরাজ

আনুসঙ্গে নাম-প্রেম প্রচার

কেবল,—রসাস্বাদন উদ্দেশ্য তার—আনুসঙ্গে নাম-প্রেম প্রচার

"বাসুদেব ঘোষ কহে মনে করি আশা।
গৌরপাদপদ্ম বিনে নাহিরে ভরসা।।"

এবার,—অন্ধকার নিরাশ হবে

দুই চাঁদ মিলে আস্‌ছে—এবার ,—অন্ধকার নিরাশ হবে

পতিতের ভয় নাইরে আর

এ যে, —পতিত-পাবন অবতার —পতিতের ভয় নাইরে আর

'নদীয়া উদয় গিরি, তাহে পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি,
কৃপাকরি করিলা উদয়।
পাপতম হইল নাশ, ত্রিজগতে উল্লাস,
জগভরি হরিধ্বনি হয়।।"

জগভরি' বলে হরি হরি

বিশ্বভরি' বলে হরি

আইলা,—বিশ্বম্ভর গৌরহরি—বিশ্বভরি' বলে হরি

'আইলা,—বিশ্বম্ভর গৌরহরি'—

প্রেমে জগৎ দিবে ভরি—আইলা—বিশ্বম্ভর গৌরহরি

বিশ্বভরি' বলে হরি

"হেন কালে নিজালয়ে উঠিয়া অদ্বৈত রায়ে,
সীতানাথ, —নৃত্য করে আনন্দিত মনে।"

বুঝি,—আমার বাসনা পূর্ণ হ'ল

নৈলে,—জগভরি' কেন হরি বলে

বিশ্বম্ভর না আইলে—নৈলে,—জগভরি' কেন হরি বলে

নৈলে,—কেন দেখি ত্রিভুবনে উল্লাস

বুঝি,—ত্রিভুবন পাবন হ'য়েছে প্রকাশ—নৈলে,—কেন দেখি ত্রিভুবনে উল্লাস

আনন্দ আর ধরে নারে

জীবের,—দুঃখে দুঃখী সীতানাথের —আনন্দ আর ধরে নারে

জগভরি' হরিধ্বনি শুনে'—আনন্দ আর ধরে নারে

জগভরি' আনন্দ হে'রে—আনন্দ আর ধরে নারে

সীতানাথ মনে অনুমান করে

এবার,—বুঝি ব্রত উজ্জাপন হ'ল

আমার ,—ডাক তা' হলে লেগেছে কানে

নৈলে, কেন হরি বলবে জগজনে—আমার—ডাক তা'হলে লেগেছে কানে

কেন মঙ্গল,—চিহ্ন দেখি চারিদিকপানে —আমার,—ড়াক তা' হলে লেগেছে কানে

আনন্দময় এসেছে বুঝি

নৈলে কেন,—জগভরি, আনন্দ দেখি—আনন্দময় এসেছে বুঝি

প্রাণে প্রাণে ইঙ্গিত পেয়ে

আমার কান্নার ফল ধরেছে—প্রাণে প্রাণে ইঙ্গিত পেয়ে

'আমার কান্নার ফল ধরেছে'—

প্রাণ,—মদনগোপাল এসেছে—আমার কান্নার ফল ধরেছে

প্রাণে প্রাণে ইঙ্গিত পেয়ে

সীতানাথ নাচে আনন্দমনে

আমার,—বাসনা পূরণ অনুমানে—সীতানাথ নাচে আনন্দমনে

আনন্দ আর ধরে নারে

অনশনের ফল ধরেছে

আমার,—বিশ্বম্ভর এসেছে—অনশনের ফল ধরেছে

আমার,—বাপ বিশ্বম্ভর এসেছে—অনশনের ফল ধরেছে

"সীতানাথ,—নৃত্য করে আনন্দিত মনে।
হরিদাস লৈয়া সঙ্গে, হুঙ্কার-গর্জ্জন -রঙ্গে
কেন নাচে কেহ নাহি জানে।।"

পুলকেতে অঙ্গ ভরা

দু'নয়নে শতধারা—পুলকেতে অঙ্গ ভরা

কেন নাচে কেউ না জানে

তাইতে সীতানাথ নাচে

প্রভু এসেছে প্রাণ নেচেছে—তাইতে সীতানাথ নাচে

"দেখি উপরাগ রাশি, শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসি,
আনন্দে করিলা গঙ্গাস্নান।"

অনুমান করি প্রভুর আগমন

সীতানাথ,—আনন্দে করিলা গঙ্গাস্নান—অনুমান করি প্রভুর আগমন

আনন্দে গঙ্গাস্নান কৈল

ব্রত,—উজ্জাপনের ফল জানিল—আনন্দে গঙ্গাস্নান কৈল

"পাঞা উপরাগছলে, আপনার মনোবলে,
ব্রাহ্মণেরে করে নানা দান।।"

আমার প্রভু এসেছে ব'লে

আমার ,—সেই প্রভু এসেছে ব'লে

যার তরে এস ব'লে,—ভেসেছিলাম নয়নজলে—আমার,

—সেই প্রভু এসেছে ব'লে

প্রাণে প্রাণে বলে রে

ব্রাহ্মণেরে দান করে,—আর,—প্রাণে প্রাণে বলে রে

এই,—কৃপা কর ব্রাহ্মণ সকল

যেন, —অনুমান হয় সফল—এই কৃপা কর ব্রাহ্মণ সকল

লোকে, —দান করে এই আশা ক'রে

দানের ফল কিছু পাব ব'লে —লোকে, —দান করে এই আশা ক'রে

এ দানের যে বিপরীত রীতি

কিন্তু ,—এ দান নয় পাবার তরে

পেয়েছি ব'লে দান করে—কিন্তু, —এ দান নয় পাবার তরে

এত,—চন্দ্রগ্রহণের দান নয় রে

গ্রহণ করেছি ব'লে দান করে—এত, —চন্দ্রগ্রহণের দান নয় রে

"জগত আনন্দময় দেখি মনে বিস্ময়,"

আজ,—জগৎ কেন আনন্দময়

এসেছে কি আনন্দময়—আজ,—জগৎ কেন আনন্দময়

"ঠারে ঠোরে কহে হরিদাস।

তোমার ঐছন রঙ্গ, মোর মন পরসন্ন,

জানি,—দেখি কিছু কার্য্যে আছে ভায।।"

হরিদাস কহে ইঙ্গিতে

সীতানাথের বদন চেয়ে—হরিদাস কহে ইঙ্গিতে

আজ, —কেন তোমার এত উল্লাস

ও শান্তিপুর নাথ—আজ,—কেন তোমার এত উল্লাস

বুঝি,—আশ মিটাবার পেয়েছ আভাস—আজ,—কেন তোমার এত উল্লাস

বুঝি ,মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে

তোমার,-রঙ্গ দেখে মনে হ'তেছে—বুঝি, —মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে

এত আনন্দ কোথা হ'তে এল

আজ—এল কি জগন্মঙ্গল—এত আনন্দ কোথা হ'তে এল

মনে এই আসে আভাস

দেখি' তোমার প্রেমোল্লাস—মনে এই আসে আভাস

বুঝি,জগন্মঙ্গল হৈল প্রকাশ

পূরাইতে তোমার অভিলাষ—বুঝি,—জগন্মঙ্গল হৈল প্রকাশ

এসেছেন বুঝি সুখময়

নৈলে কেন,—জগৎ দেখি আনন্দময়—এসেছেন বুঝি সুখময়

"আচার্য্যরত্ন শ্রীবাস হৈল মনে সুখোল্লাস,

যাই স্নান করে গঙ্গাজলে।

আনন্দে বিহ্বল মন, কৈল হরি সঙ্কীর্ত্তন

নানা দান কৈল মনোবলে।।

এই মত ভক্ত ততি, যার যেই দেশে স্থিতি,

তাঁহা তাঁহা পাই মনোবলে।

নাচে গায় সঙ্কীর্ত্তন, আনন্দে বিহ্বল মন,

আজ,—দান করে গ্রহণের ছলে।।"

সবাই আনন্দে মেতেছে

মূর্ত্তিমন্ত প্রাণ এসেছে—সবাই আনন্দে মেতেছে

আনন্দের মূরতি নদীয়াপুরে

তাই সবে,—আনন্দেতে নৃত্য করে—আনন্দের মূরতি নদীয়াপুরে

আজ,—সবারি আনন্দ মনে

যে দেশে যে ভক্ত আছে—আজ—সবারি আনন্দ মনে

আনন্দ ঘনের আগমনে—আজ,—সবারি আনন্দ মনে

"আজ,—দান করে গ্রহণের ছলে।।'

তাই গ্রহণ করেছে ছলা

গ্রহণের মূর্ত্তি প্রকট হৈলা—তাই গ্রহণ করেছে ছলা

গ্রহণের মূরতি বটে

শ্রীরাধিকার ভাবকান্তি —গ্রহণের মূরতি বটে

"নদীয়া আকাশে আসি, উদিল গৌরাঙ্গ শশী,

ভাসিল সকলে কুতুহলে।

ভাগিল গগন শশী, মাখিল বদনে মসী,..

কাল পেয়ে গ্রহণের ছলে।।"

ও ত,—রাহুর গ্রাস নয় গো

চাঁদ,—আপন মুখে কালী মাখ্‌ল

অকলঙ্ক-চাঁদের উদয় দেখে—চাঁদ,—আপন মুখে কালী মাখ্‌ল

"রামাগণ উচ্চৈঃস্বরে, জয় জয় ধ্বনি করে,"

জয় দেয় উলু উলু

নয়নে,—ধারা বহে কুলু কুলু—জয় দেয় উলু উলু

"ঘরে ঘরে বাজে ঘণ্টা শাঁখ।

দামামা দগড় কাঁসি, সানাই ভেউর বাঁশী,

তুড়ী ভেড়ী আর জয় ঢাক।।

মিশ্র-জগন্নাথ-মন, আনন্দে নিমগন",

জগন্নাথমিশ্রের আনন্দিত মন

পাইয়া আনন্দঘন—জগন্নাথ মিশ্রের আনন্দিত মন

"শচীর সুখের সীমা নাই।"

আনন্দ- পুতলী কোলে পেয়ে

" দেখিয়া নিমায়ের মুখ, ভুলিল প্রসব দুঃখ

অনিমিষে পুত্রমুখ চাই।।

গ্রহণের অন্ধকারে কেহ না চিনয়ে কারে,

দেবনরে হৈল মিশামিশি।

নদীয়া-নাগরী-সঙ্গে, দেবনারী আসি রঙ্গে

হেরিছে গৌরাঙ্গ-রূপরাশি।।"

আইলা,—নদীয়া-নাগরী-বেশে

নৈলে,—গৌর দেখ্‌তে নার্‌বে—আইলা,—নদীয়া-নাগরী -বেশে

গৌর- রূপ হেরে দেবনারী

আনন্দ-সাগরে ভাসি—গৌর-রূপ হেরে দেবনারী

"পুত্রের বদন দেখি, জগন্নাথ মহাসুখী,

করে দান দরিদ্র সকলে।"

আশীর্ব্বাদ কর সবে

আমার তনয় থাকুক সুখে—আশীর্ব্বাদ করে সবে

"ভুবন আনন্দময় গৌরবিধু সমুদয়,
বাসু কহে জীব ভাগ্যফলে।"
"চৌদ্দশত সাতশকে পূর্ণিমা দিবসে।
চন্দ্রগ্রহণের কালে ফাল্গুনের মাসে।"

আইলা,—পূণচন্দ্র গৌরহরি

রাধা-ভাব-কান্তি অঙ্গীকরী—আইলা,—পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি

আজ,—চন্দ্রগ্রহণ ছল করি —আইলা,—পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি

তাই বুঝি আকাশে চন্দ্রগ্রহণ

রাই কিশোরী শ্যামকে করিছে গ্রহণ—তাই বুঝি আকাশে চন্দ্রগ্রহণ

কিন্তু,—এ-গ্রহণের যে বিপরীত রীতি

তাকেই ত গ্রহণ বলে

রাহু চাঁদকে গ্রাস করে—তাকেই ত গ্রহণ বলে

এযে দেখি বিপরীত গ্রহণ

রাইচাঁদ,—শ্যামরাহুকে করল গ্রহণ—এযে দেখি বিপরীত গ্রহণ

"অদ্বৈত—আচার্য্য প্রভু ভক্তি-যুক্ত-মনে।"

প্রাণ কাঁদ্‌ছে নিশিদিনে

না জানি,—প্রভু আস্‌বে কতদিনে—প্রাণ কাঁদ্‌ছে নিশিদিনে

"গঙ্গাতে তুলসী পত্র করিছে প্রদানে।।"

এস আমার, —প্রাণকৃষ্ণ এস ব'লে

ত্রিতাপানলে জগৎ জ্বলে—এস আমার,—প্রাণকৃষ্ণ এস ব'লে

"অকস্মাৎ উঠে নাড়া করিয়া হুঙ্কার।
হরিদাস সচকিত দেখি' ভঙ্গি তার।।
আনিলুঁ আনিলুঁ গৌর আনিলুঁ নদীয়া।
ইহা বলি নৃত্য করে আনন্দে মাতিয়া।।"

সীতানাথ নাচে হেলেদুলে

অনিলুঁ গৌর আনিলুঁ ব'লে—সীতানাথ নাচে হেলেদুলে

মদনগোপাল আইলা নদীয়াতে

আপনাকে,—আবরি রাধাভাব-কান্তিতে—মদনগোপাল আইলা নদীয়াতে

"জানিলেন হরিদাস গৌরাঙ্গ জনম।"

মনোবৃত্তি ভাল জানে

হরিদাস সীতানাথের—মনোবৃত্তি ভাল জানে

হরিদাস প্রাণে জানিল

সীতানাথের বাসনা পূর্ণ হ'ল—হরিদাস প্রাণে জানিল

'সীতানাথের বাসনা পূর্ণ হ'ল—

মদনগোপাল গৌররূপে এল—সীতানাথের বাসনা পূর্ণ হ'ল

হরিদাস প্রাণে জানিল

"আনন্দে উন্মত্ত কানু বুঝিয়া মরম।।"

আজ তোমার আস্‌বার দিন

হা গৌর প্রাণ গৌর—আজ তোমার আস্‌বার দিন

আজ,—ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি—আজ তোমার আস্‌বার দিন

উদ্ধারিতে জগমাঝে যত দীন—আজ তোমার আস্‌বার দিন

জগমাঝে থাক্‌বে না দীন

হবে তোমার প্রেমাধীন —জগমাঝে থাক্‌বে না দীন

এই দিনে এসেছিলে

হা গৌর প্রাণ গৌর—এই দিনে এসেছিলে

বিশ্বম্ভর নাম ধরিলে—এই দিনে এসেছিলে

'বিশ্বম্ভর নাম ধরিলে'—

নাম,—প্রেমে বিশ্ব ভ'র্‌বে ব'লে—বিশ্বম্ভর নাম ধরিলে

এসেছিলে এই দিনে

সীতানাথের কাতর ক্রন্দন শুনে—এসেছিলে এই দিনে

এই মধুর নদীয়া ভুবনে—এসেছিলে এই দিনে

করিতে তিন -বাঞ্ছা পূরণে—এসেছিলে এই দিনে

আনুসঙ্গে করিতে নাম-প্রেম দানে—এসেছিলে এই দিনে

জগৎ ভাসালে প্রেমের বন্যায়

পূর্ণিমাতে আসি নদীয়ায়—জগৎ ভাসালে প্রেমের বন্যায়

তেমনি ক'রে একবার এস

আজ তোমার আস্‌বার দিন—তেমনি ক'রে একবার এস

এসেছিলে আছ বটে

যাও নাই কোথা জানি প্রাণে—এসেছিলে আছ বটে

আস্‌বাব,—দিন মাত্র বল্‌বার কথা

ত্রিকাল, সত্য তোমার লীলা,—আস্‌বাব, —দিন মাত্র বল্‌বার কথা

প্রকাশ পেলে আজকার দিনে

কলিহত জীবের কাছে—প্রকাশ পেলে আজকার দিনে

আজ,—একবার তেমনি ক'রে এস

বাইরে থাকিলে চল্‌বে না

উদয় হও প্রতি—হৃদাকাশে

যেমনি, —উদয় হ'লে নদীয়া আকাশে—উদয় হও প্রতি হৃদাকাশে

কেন বলি একবার এস

আজ,—জগতের বড়ই দুর্দ্দিন

আজ, —অধিক দুর্দ্দিন তা' হ'তে

তুমি এসেছিলে যে দুর্দ্দিনে—আজ,—অধিক দুর্দ্দিন তা' হ'তে

দেখে শুনে মনে হ'চ্ছে—আজ,—অধিক দুর্দ্দিন তা' হতে

কালকলি পীড়নে প্রপীড়িত

জগবাসী জীব যত—কালকলি পীড়নে প্রপীড়িত

দুইদিকে ঘটায় বিপর্য্যয়

পার্থিব পরমার্থিক—দুইদিকে ঘটায় বিপর্য্যয়

পৃথিবীর ধর্ম্ম বিপর্য্যয়

জগতের গতি উচ্ছৃঙ্খল হয়—পৃথিবীর ধর্ম্ম বিপর্য্যয়

সকলে ভুলে গেছে

তোমার পরমার্থ জগৎ—সকলে ভুলে গেছে

তুমি না—আচরিয়ে শিখাইলে—সকলে ভুলে গেছে

এই কালে একবার এস
আর তাঁ'দের কেবা আছে

প্রাণগৌর তুমি বিনে—আর তাঁ'দের কেবা আছে
তাই বলি একবার এস

ওহে,—নবদ্বীপ-সুধাকর—তাই বলি একবার এস
উদয় হও গোরাশশী

রাইকানু মিশামিশি—উদয় হও গোরাশশী
কলিতম সব নাশি'—উদয় হও গোরাশশী
বিশ্বম্ভর নাম পূর্ণ কর

জীবের,—প্রতিহৃদে বিহর—বিশ্বম্ভর নাম পূর্ণ কর
নামপ্রেমে বিশ্ব ভর—বিশ্বম্ভর নাম পূর্ণ কর
সবাই,-হৃদে ধরুক গুণে ঝুরুক

মধুর-রসের মূরতি তোমার—সবাই,—হৃদে ধরুক গুণে ঝুরুক
প্রতি, হৃদে জাগ প্রাণ গোরা

রাধাভাব—দ্যুতি চোরা—প্রতি,—হৃদে জাগ প্রাণ গোরা
সবাই ,—হৃদে রাখুক প্রাণ জুড়াক—প্রতি,—হৃদে জাগ প্রাণ গোরা
সবাই ভাসুক নয়ন-জলে

ম্লেচ্ছ যবনাদি ক'রে—সবাই ভাসুক নয়ন-জলে
আত্মপর,—দ্বেষাদ্বেষ ভুলে গিয়ে—সবাই ভাসুক নয়ন-জলে
প্রাণ -শচীদুলাল ব'লে—সবাই ভাসুক নয়ন -জলে

একবার শুনে যেন মরি
জগভরি তোমার নামের ধ্বনি—একবার শুনে যেন মরি
এই,—একমাত্র বাসনা গৌরহরি—একবার শুনে যেন মরি

সকল সুখেই বঞ্চিত মোরা
তখন জনম দাও নাই মোদের
যখন,—প্রকটলীলায় বিহরিলে
সেই,—সুরধুনীর তীরে তীরে—যখন,—প্রকটলীলায় বিহরিলে

কীর্ত্তন-নটন-রঙ্গে—যখন,—প্রকট লীলায় বিহরিলে

কিছুই দেখ্‌তে পাই নাই

কীর্ত্তন-নটন-লীলা—কিছুই দেখ্‌তে পাই নাই

নিশিদিহি জ্বলছে হিয়ায়

সেই,—লীলা অদর্শন শেল—নিশিদিশি জ্বলছে হিয়ায়

আশাপথ চেয়ে আছি

শ্রীগুরু—শ্রীমুখে কথা স্মঙরি—আশাপথ চেয়ে আছি

শ্রীমুখে বলেছেন শ্রীগুরুদেব

প্রতিজ্ঞা ক'রেছ তুমি

"এই,-পৃথিবীর মধ্যে আছে যতদেশ গ্রাম রে।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম রে।।"

কৈ তা হ'ল কৈ

নামপ্রেমে বিশ্ব ভর্‌ল কৈ—কৈ তা হ'ল কৈ

বরং যে বিপরীত হ'ল

নামপ্রেমে বিশ্ব কৈ ভর্‌ল—বরং যে বিপরীত হ'ল

তোমার,—নামে যে কলঙ্ক হ'ল—বরং যে বিপরীত হ'ল

ঘুচাও নামের কালিমা ঘুচাও

দেখাও নামের মহিমা দেখাও—ঘুচাও নামের কালিমা ঘুচাও

তুমি ত' সত্য সঙ্কল্প

তোমার সঙ্কল্প ত' বৃথা হবে না

তাই এই করি প্রার্থনা

আমাদের কি দেখাবে না—তাই এই করি প্রার্থনা

জগভরি' তোমার নামের কান্না—তাই এই করি প্রার্থনা

সেদিনের আর ক' দিন বাকী

বল বল প্রাণের গৌরহরি—সে দিনের আর ক' দিন বাকী

আমরা দেখ্‌তে পাব না কি—সে' দিনের আর ক' দিন বাকী

প্রাণে বড় ব্যথা আছে

কারে বল্‌ব প্রাণের কথা

সেই ব্যথা বুকে ধ'রে

তোমার,—শ্রীমুখের বাণী শ্রবণ ক'রে —সেই ব্যথা বুকে ধ'রে

আশাপথ চেয়ে আছি

এখন হ'লাম নিরাশা

দেখি' জগতের দুর্দ্দশা—এখন হ'লাম নিরাশা

আশা কি মিটাবে না

নামের ফল কি ফল্‌বে না—আশা কি মিটাবে না

আর কারে বা জানাব

কোথা শান্তিপুর-নাথ

তোমার,—প্রভুর নামে কলঙ্ক হ'ল

ঘুচাও নামের কালিমা ঘুচাও

কোথা আছ প্রভু নিতাই

তোমার ,—হাতে ধ'রে ব'লে দিয়েছে

নিরজনে কেঁদে কেঁদে—তোমার,—হাতে ধ'রে ব'লে দিয়েছে

"এই নিবেদন তোরে, নয়নে দেখিবে যারে,
কৃপা করি' লওয়াইও নাম।।
কৃত পাপী দুরাচার, নিন্দুক পাষণ্ডী আর,
কেহ যেন বঞ্চিত না হয়।"

কৈ তা' হ'ল কৈ

হা নিতাই প্রভু নিতাই

তোমার,—আজ্ঞা পালন করা হয় নাই

হা নিতাই প্রভু নিতাই

যদি আশা না মিটাবে

আজ্ঞা পালন না করিবে—যদি আশা না মিটাবে

আমাদের সকলেই জেনেছে

অঙ্গীকার করেছ তুমি

শ্রীগুরুরূপে দেখা দিয়ে —অঙ্গীকার করেছ তুমি

আমরা তোমার হই বা না হই

তুমি ত' অঙ্গীকার ক'রেছ—আমরা তোমার হই বা না হই

নামে কলঙ্ক রটাব

আমরা,—বহির্ম্মুখ-দলে মিশিব—নামে কলঙ্ক রটাব

সেইদিন তোমার কাছে যাব

যখন দেখ্‌ব,—আর কেউ নাই বাকী—সেইদিন তোমার কাছে যাব
ম্লেচ্ছ-যবনাদি করি,—আর কেউ নাই বাকী—সেইদিন তোমার কাছে যাব

নাম প্রেমে গাইব

সেইদিন তোমার হ'ব

জগদ্‌গুরু নিত্যানন্দ—সেইদিন তোমার হ'ব

হা, —পরম করুণ শ্রীগুরুদেব

হা, —নিতাই-গৌর-প্রেমের পাগল—হা, —পরম করুণ শ্রীগুরুদেব
কৃপা ক'রে দেখাবে কি—হা, —পরম করুণ শ্রীগুরুদেব

একদিন,—নরকের চিত্র দেখেছিলে

এখন যে তার প্রকট কাল

একবার চেয়ে দেখ

প্রাণ কি কাঁদ্‌ছে না

নরকের চিত্র দেখে—প্রাণ কি কাঁদ্‌ছে না

আমাদের আর কেবা আছে

এ'বুক জুড়াব কার কাছে—আমাদের আর কেবা আছে

তেমনি ক'রে বল হে

তোমার নিতাইএর কাছে—তেমনি ক'রে বল হে

তুমি,—ব্যাকুল হ'য়ে কেঁদেছিলে

কে বলে তোমায় পতিত-পাবন

যদি জীবের এত দুর্গতি—কে বলে তোমায় পতিত-পাবন
'জীবের যদি এত দুর্গতি' —

কি সে তোমার, —পতিত-পাবনত্বের খ্যাতি—জীবের যদি এত দুর্গতি

ব্যাকুল হ'য়ে জানাও হে

সবাই তোমার নিত্যদাস

তোমার নিত্যদাস সবে

তোমার,—কৃপায় কেন বঞ্চিত হবে—তোমার নিত্যদাস সবে

কর,—গৌর-নাম-প্রেমে একাকার

চিত্তশুদ্ধি করি সবার—কর,—গৌর -নাম-প্রেমে একাকার

ভাই ভাই করুক কোলাকুলি

পরস্পর বুকে ধ'রে—ভাই ভাই করুক কোলাকুলি

বিরুদ্ধ স্বভাব ভুলে যাবে

পরস্পর বুকে ধ'র্‌বে—বিরুদ্ধ স্বভাব ভুলে যাবে

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদুক সবে

হা গৌর প্রাণ গৌর ব'লে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদুক সবে

সেইদিন প্রাণের ব্যথা যাবে

তোমার, —গৌর-সম্বন্ধে সবাই বাঁধা পড়্‌বে—সেইদিন প্রাণের ব্যথা যাবে

অনুরাগে সবাই ব'ল্‌বে

ম্লেচ্ছ-যবনাদি—নরনারী—অনুরাগে সবাই ব'ল্‌বে

"দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে, গোরারূপ না হেরিলে,
মরমে মরিয়া যেন থাকি।
সাধ হয় নিরন্তর, হেমকান্তি কলেবর,
সতত হিয়ার মাঝে রাখি।।
তিলেক না দেখি তায়, পাঁজর ধ্বসিয়া যায়,
ধৈরয ধরিতে নাহি পারি।
অনুরাগের ডুরি দিয়া অন্তরে কি করে সিয়া,।
না জানি তার কতই ধার ধারি।।"

অনুরাগে সবাই ব'ল্‌বে

সম্বন্ধেতে বাঁধা পড়্‌বে—অনুরাগে সবাই ব'ল্‌বে

জগবাসী নরনারী—অনুরাগে সবাই ব'ল্‌বে
অভাব ঘুচাবে স্বভাব জাগাবে—অনুরাগে সবাই ব'ল্‌বে

"সুরধুনী-কূলে গিয়া, কূল দিব ভাসাইয়া
অনল জ্বালিয়া দিব লাজে।
গৌরাঙ্গ সম্মুখে করি, হেরিব নয়ন ভরি,'
দিন যায় মিছামিছি কাজে।।"

তবে ঘুচ্‌বে মনের ব্যথা
নিতাই প্রেম-বিতরণ-ধাতা—তবে ঘুচবে মনের ব্যথা
জগভরি,'—শুন্‌ব গৌর—অনুরাগের কথা—তবে ঘুচ্‌বে মনের ব্যথা।
'শুন্‌ব গৌর—অনুরাগের কথা'—
ম্লেচ্ছ-যবনাদি-নরনারীর—শুন্‌ব গৌর-অনুরাগের কথা

তবে ঘুচ্‌বে মনের ব্যথা
পূরাও মোদের এই বাসনা
ও, —গুণনিধি নিতাই-সোণা,—পূরাও মোদের এই বাসনা
ঘরে ঘরে, শুন্‌ব গৌর-প্রেমের কান্না—পূরাও মোদের এই বাসনা

হা নিতাই তোমায় বলি
বলো তোমার প্রাণ-গৌরাঙ্গে
নামপ্রেমে বিশ্ব ভরিতে—বলো তোমার প্রাণ গৌরাঙ্গে

আজ তার আস্‌বার দিন
উদ্ধারিতে যত দিন—আজ তার আস্‌বার দিন

এসেছিল নদীয়ায়
সবার হৃদয় নদীয়া করুক
সবারই হৃদয় ঝুরুক—সবার হৃদয় নদীয়া করুক

সকলে যাক্ প্রেমে মাতি
হৃদে ধরি গৌর-মূরতি—সকলে যাক্ প্রেমে মাতি

এই বাসনা পূরণ কর
জগভরি' উঠুক রোল

গৌরহরি হরিবোল—জগভরি' উঠুক রোল

আমরা বেড়াব আনন্দমনে

ভাইভাই মিলে একপ্রাণে—আমরা বেড়াব আনন্দমনে

হৃদে ধরি শ্রীগুরুচরণে—আমরা বেড়াব আনন্দমনে

যারে, দেখ্‌ব তারে বল্‌ব

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।

জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।"

শ্রীশ্রীহোরিলীলা কীর্ত্তন

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল।"

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হবে কৃষ্ণ হরে রাম।।"

---

(১)

"দেখ দেখ অপরূপ গৌরাঙ্গের লীলা।"

যাইরে লীলার বালাই যাইরে

লীলারঙ্গিয়া—বিলাসী গৌরাঙ্গের —যাইরে লীলার বালাই যাইরে
মধুর শ্রীনবদ্বীপে—যাইরে লীলার বালাই যাইরে
মধুর গৌরাঙ্গ লীলার—যাইরে লীলার বালাই যাইরে

"ঋতু বসন্তে, সকল প্রিয়গণ মেলি,"

আজ,—নবভাবের উদয় হ'ল

দেখি' ঋতুরাজ বসন্ত—আজ,—নবভাবের উদয় হ'ল

উপজিল নব-ভাব-তরঙ্গ

ভাবনিধি প্রাণগৌরাঙ্গের—উপজিল নব-ভাব-তরঙ্গ
দেখি ঋতুরাজের আগমনে—উপজিল নব-ভাব-তরঙ্গ

জাগিল নব-লীলারঙ্গ

স্মঙরি পূবর রঙ্গ—জাগিল নব- লীলারঙ্গ

**"ঋতু বসন্তে, সকল প্রিয়গণ মেলি,
সুরধুনী-তীরে চলিলা।।'**

বাসন্তীরঙ্গে রঙ্গিয়া গৌর—আজ হোরি খেল্‌বে ব'লে
ভাবনিধি গৌরাঙ্গ আমার—আজ হোরি খেল্‌বে ব'লে

"সুরধুনী-তীরে চলিলা।।"

শ্রীযমুনা উদ্দীপনে

"সুরধুনী-তীরে চলিলা।।

একদিকে গদাধর, সঙ্গে স্বরূপ দামোদর"

সেই ত' ভানুদুলারী

হোরিরঙ্গে গদাধররূপ ধরি—সেই ত' ভানুদুলারী
স্বরূপে ভিন্ন ভাবে অভিন্ন—সেই ত' ভানুদুলারী
আজ হোরি খেলবে বলে—সেই ত, ভানু দুলারী

"একদিকে গদাধর সঙ্গে স্বরূপ দামোদর,
বাসু ঘোষ গোবিন্দাদি মেলি।"

সারি সারি দাঁড়াইল রে

মণ্ডলী বন্ধন করি—সারি সারি দাঁড়াইল রে
আজ হোরি খেল্‌বে ব'লে—সারি সারি দাঁড়াইল রে
সহচরী সঙ্গে ভানুদুলারী—সারি সারি দাঁড়াইল রে

দাঁড়াইল সারি সারি

গদাধর রাইকিশোরী—দাঁড়াইল সারি সারি
স্বরূপাদি নিজগণ মেলি—দাঁড়াইল সারি সারি
যেন,—সহচরী সঙ্গে ভানুদুলারী—দাঁড়াইল সারি সারি

সারি সারি দাঁড়াইল রে

সুরধুনী-পুলিনে—সারি সারি দাঁড়াইল রে
আজ হেরি খেল্‌বে ব'লে—সারি সারি দাঁড়াইল রে
'আজ হোরি খেল্‌বে ব'লে'—
গৌরাঙ্গ-নাগর-সনে—আজ হোরি খেল্‌বে ব'লে

সারি সারি দাঁড়াইল রে

দাঁড়াইল সম্মুখা সম্মুখী

গৌরাঙ্গ—শ্যাম গদা-কিশোরী—দাঁড়াইল সম্মুখা সম্মুখী
নিজ নিজ যূথ প্রবন্ধ করি—দাঁড়াইল সম্মুখা সম্মুখী

"গৌরীদাস আদি করি,"

সেইত ব্রজের সুবল-সখা

এবে,—গৌরীদাসরূপে দেখা—সেইত ব্রজের সুবল সখা
শ্যাম-নাগরের সহায় সেরা—সেইত ব্রজের সুবল সখা
হোরিরঙ্গে, —শ্যাম-নাগরের সেনাপতি—সেইত ব্রজের সুবল সখা

"গৌরীদাস আদি করি,' চন্দন পিচকাভরি,'
গদাধরের অঙ্গে দেয় ফেলি।।"

সামাল সামাল বলি'

ও স্বরূপ তোমার গদাধরে—সামাল সামাল বলি

এ ত, —ঘরের কোণে ব'সে কাঁদা নয় হে

এ যে, মোদের হোরি খেলা—এ ত, —ঘরের কোণে ব'সে কাঁদা নয় হে

একে বলে হোরিরণ

এ ত নয়,—ঘরের কোণে ব'সে ক্রন্দন—একে বলে হোরিরণ

সামাল সামাল বলি

"গদাধরের অঙ্গে দেয় ফেলি।।
তখন,—স্বরূপ নিজগণ-সাথে, আবির লইয়া হাতে,"

সেইত ব্রজের ললিতা সখী

হোরিরঙ্গে,—কিশোরী -মণির সেনাপতি—সেইত ব্রজের ললিতা সখী
'হোরিরঙ্গে,—ভানু-নন্দিনীর সেনাপতি—সেইত ব্রজের ললিতা সখী

"স্বরূপ নিজগণ সাথে, আবির লইয়া হাতে,
এ হো,—সঘনে ফেলায় গোরাগায়।"

সামাল সামাল ব'লে

ও গৌরীদাস,—তোমার প্রাণ-গৌরাঙ্গে—সামাল সামাল ব'লে

এ ত',—সঙ্কীর্ত্তনে নাচা নয় হে
এ ত',—হরি ব'লে নাচা নয় হে

একে বলে হোরি খেলা—এ ত',—হরি ব'লে নাচা নয় হে

সামাল সামাল ব'লে

"এ হো,—সঘনে ফেলায় গোরাগায়!
গৌরীদাস খেলি খেলি, গৌরাঙ্গ জিতল বলি,
করতালি দিয়া আগে ধায়।।"

আজ গদাধর হারি গেল
গৌরাঙ্গের সঙ্গে হোরিখেলায়—আজ গদাধর হারি গেল
গৌরাঙ্গ জিতল
আজ মেনে হোরিখেলায়—গৌরাঙ্গ জিতল
গদাধর হেরে গেল—গৌরাঙ্গ জিতল

রুষিয়া স্বরূপ কয়, হারিলা গৌরাঙ্গ রায়,"

বল্‌তে কি লাজ বাস না হে
গৌর,—হোরিখেলায় জিতেছে,—বল্‌তে কি লাজ বাস না হে
বলে,—কোন কালে সে জিতেছিল
গদাধরের সনে কোন খেলায়—বলে—কোন কালে সে জিতেছিল
ছিঃ ছিঃ,—বল্‌তে লাজ কি বাস না হে
জিতেছি,—বল্‌তে কি লাজ বাস না হে
হারুয়ার সঙ্গে থাক হারাই দশা—জিতেছ,—বল্‌তে কি লাজ বাস না হে
হারাই ত' তোমাদের ব্যবসা—জিতেছি,—বলতে কি লাজ বাস না হে
হেরে গিয়ে বল্‌ছে জিতেছি
ছিঃ ছিঃ ,—শুনে আমরা লাজে মরি—হেরে গিয়ে বল্‌ছ জিতেছি

"রুষিয়া স্বরূপ কয়, হারিলা, গৌরাঙ্গ রায়,
জিতল আমার গদাধর।"

আজ মেনে হোরিখেলায়,—জিতল আমার গদাধর
হারিলা গৌরাঙ্গ-রায়
গদাধরের সনে হোরিখেলায়—হারিলা গৌরাঙ্গ-রায়
গদাধর জিত্‌ল
আজ মেনে হোরি খেলায়—গদাধর জিত্‌ল
গৌরাঙ্গ হেরে গেল—গদাধর জিত্‌ল

এহো,—"জিতল আমার গদাধর।

কক্ষতালি দিয়া কেহু, নাচে গায় উর্দ্ধবাহু,।।"

বলে,— হো হো হোরি

গদাধর গৌরাঙ্গ খেলে,—বলে,—হো হো হোরি

'গদাধর গৌরাঙ্গ খেলে'—

নদীয়ায় সুরধুনী-পুলিনে—গদাধর গৌরাঙ্গ খেলে

বলে,—হো হো হোরি

দাঁড়াইল সবে দুই দলে

সম্মুখা সম্মুখী হ'য়ে—দাঁড়াইল সবে দুই দলে

কেউ বলে,—গদাধর জিত্‌ল

গৌরাঙ্গ হারিল—কেউ বলে,গদাধর জিত্‌ল

কেউ বলে,—গৌরাঙ্গ জিত্‌ল

গদাধর হারিল—কেউ বলে,—গৌরাঙ্গ জিত্‌ল

গদাধর জিত্‌ল

গৌরাঙ্গ জিত্‌ল —গদাধর জিত্‌ল

গৌরাঙ্গ হার্‌ল

গদাধর হারল—গৌরাঙ্গ হার্‌ল

আনন্দের পাথার বয়ে যায়

হোরি -খেলায় মধুর-নদীয়ায়—আনন্দের পাথার বয়ে যায়

"এ দাস মোহন মনোহর।।"

দাস,—মনোহরের মন হ'রে নিল

গদাধর গৌরাঙ্গের হোরিলীলা—দাস,- —মনোহরের মন হে'রে নিল

"এ দাস মোহন মনোহর।।"

(২)

"আজ কোই কুলবতী নাহি বাহিরাব।

যমুনা সিনানে কোই নাহি যাব।।"

ঘরের বাহির হ'য়ো না গো

যমুনা সিনানে যেও না—ঘরের বাহির হ'য়ো না গো।

"বিপতি পড়ল আজু যুবতী সমাজ।।"

ঘরের বাহির হ'তে নারে

যমুনা সিনানে কেউ যায় নারে—ঘরের বাহির হ'তে নারে

"সখীগণ সঙ্গে খেলই ব্রজরাজ।।

পন্থহি পন্থ ঘেরল চতুর চৌওর।।"

আর যাবার পথ নাই

যমুনা সিনানে জল আনিবারে—আর যাবার পথ নাই

"সব ব্রজ-বালক তাহে আগোর।।

বটু সুবল দুহুঁ ভেল এক ঠাম।

যূথহি যুথ করল নিরমাণ।।

ভরি পিচকারী লেই সভে হাত।

ঘন বরিখন জনু পড়তহিঁ মাথ।।"

পিচকারী ধারা পড়ছে

বরিষার ধারার মত—পিচকারী ধারা পড়ছে

"আবিরে না হেরিয়ে দিগ্‌বিদিগ্।।"

লালহি লাল হো

ব্রজের পথ হ'ল সব—লালহি লাল হো

দিক্‌বিদিক্ চেনা যায় না—লালহি লাল হো

"রঙ্গে বসন বহি যাওত ভিগ।।

কহ গোবর্দ্ধন রহ গৃহ-মাহ।

কোই নাই মন্দির ছোড়ি বাহিরাহ।"

ঘরের মাঝে ব'সে থাক

ব্রজের পথে কেউ যেও না গো

বাহিরে গেলেই বড়ই বিপদ

হোরি খেলে ব্রজরাজ—বাহিরে গেলেই বড়ই বিপদ

(৩)

"আজুরে সখা সঙ্গে খেলত হোরি।"

ঝক্কা ঝোরি আবির উড়াওত,—"আজুরে সখা সঙ্গে খেলত হোরি।"

বর্ষাণকা মহল পর,—"ঠারি দেখত বৃষভানু-দুলারী।। (চুটকী)

ললিতা কর ধরি,—"হাসি বোলত বৃষভানু-দুলারী।

"হোরি খেলত হেরো প্যারো হামারী।।

যমুনা সিনান ছলে,—"ঝাঁপি বসনে সভে লেহ পিচকারী।

আজু সব সখী মেলি,—"হোরিরঙ্গে ভেটব গিরিবরধারী।

—০—

(৪)

"আজু কাহে মন্দির, বাহির না হোয়বি,

এদিন হোরি আনন্দে।"

আজ কাহে না হোয়বি

আজ কেন ঘরে ব'সে রইলি

আবেশে বলে ললিতা দেবী—আজ কেন ঘরে ব'সে রইলি

"কাহে ডরসি হোরি, খেলত সুনায়র,

জিতব আন পরবন্ধে।।"

তাতে আবার ভয় কি আছে

শ্যাম-নাগর হোরি খেল্‌বে—তাতে আবার ভয় কি আছে

"সুন্দরী সহচরী-কুল সঙ্গে।

যমুনা অবাগাহন, চলব আন ছলে,

সবহুঁ ভরি লেহ রঙ্গে।।"

রং ভরি কুম্ভ কক্ষে লও গো

যমুনার জল আনবার ছলে—রং ভরি কুম্ভ কক্ষে লও গো

"ললিতা-বচনে সাজি কুল কামিনী,
বসনে ঝাঁপি পিচকারী।
তঁহি চলতঁহি যঁহি, শ্যাম সোহাগিনী,
ধনী, বৃষভানু-কুমারী।।
কালিন্দী-তীর, সবহুঁ উজোরল,
নিভৃত-নিধুবন-পাশ।"

সারি সারি চলিল রে

ব্রজবালা চাঁদের মালা—সারি সারি চলিল রে

আলো ক'রে চলেছে পথে

সহচরী-সনে ভানুদুলারী—আলো ক'রে চলেছে পথে

অপরূপ রূপের ছটায়—আলো ক'রে চলেছে পথে

"কালিন্দী-তীর সবহুঁ উজোরল,
নিভৃত -নিধুবন-পাশ।"

কতক্ষণে মিল্‌ব ব'লে

পরাণ বঁধুর সনে —কতক্ষণে মিল্‌ব ব'লে

"অবাগাহন ছল, মরমহি চঞ্চল।
সবহুঁ অধিক উল্লাস ।।"

—০—

(৫)

"রসবতী রাই, খেলত ফাগু সখী সঙ্গে,

আজু—কি আনন্দ বৃন্দাবনে—"রসবতী রাই, খেলত ফাগু সখী সঙ্গে,
নিরুপম কানন মাঝ।"

রসবতী রাই ফাগু খেলে

সখী সঙ্গে কানন মাঝে—রসবতী রাই ফাগু খেলে

সখী সনে রাই খেলছে শুনে

এ কথা, —**শুনইতে সখা সঙ্গে, তুরিতঁহি সাজিয়া,**

আসি মিলল রসরাজ।।

দূর সঙ্গে হেরি, চকিত ভেল দুহুঁ জন,"

অনিমেষে চেয়ে রইল

আঁখির পলক পড়ে নারে—অনিমেষে চেয়ে রইল

কারো,—না চলে পা না সরে রা

কখনও,—দেখে নাই যেন নূতন দেখা—কারো,—না চলে পা না সরে রা

সবে, —এই যেন নূতন দেখা

কেউ,—যেন কখনও দেখে নাই—সবে,—এই যেন নূতন দেখা

রসরাজ্যের এই ত রীতি

"সখীগণে কহতই রাই।"

দেখ সখী চেয়ে দেখ

শ্যাম-নাগর সেজে এ'ল—দেখ সখী চেয়ে দেখ

রসিক -নাগর সেজে আস্ছে

সখা সঙ্গে হোরি খেল্‌বে ব'লে—রসিক -নাগর সেজে আসছে

ঐ যে,—**"সখা সঙ্গে আওল, রসিক-নাগর-বর"**

দেখ সখী দেখ দেখ

দেখ দেখ সখী দেখ

ঐ,—সখা সঙ্গে আওল নাগর-বর—দেখ দেখ সখী দেখ

আজ,—**" ঘের সবে করি চতুরাই।।"**

যেন,—পলাইতে পারে না গো

যেন কোথাও পলাতে নারে

সব সখী, মেলি,—ওরে এমনি ক'রে ঘের—যেন কোথাও পলাতে নারে

ঘের ঘের রে

কপট-নাগর-বরে—ঘের ঘের রে

(৬)

আজুরে,—**"সব সখী মেলি, ঘের রি,**

কুঞ্জ -বনসে না নিকসে কানাইয়া।"

"যুথ হি যুথ, প্রবন্ধ হইল তঁহি,
ললিতা বিশাখা আদি করি।
সুমুখা সুমুখী দুহুঁ, ছুটে পিচকারী মুহু,
রঙ্গ গোলাল বহু ভরি।"

আহারে,—"সব সখী মেলি, ঘের রি,
কুঞ্জ-বনসে না নিকসে কানাইয়া।।
বটু সুবল সহ, আগে মেল তঁহি,
"এহো,—শ্যামরু নটবর-রায়।
উড়ত গোলাল, লাল ভেল দশদিশ",

লালহিলাল হো

সখী সঙ্গে ফাগু খেলে—লালহি লাল হো
"কেহ কারে লখিতে না পায়।।
ঘের রি,—সব সখী মেলি, ঘের রি,
কুঞ্জ-বনসে না নিকসে কানাইয়া।।
লাখে লাখে পিচকারী মেলি সব সহচরী,
এহো,-ডারত শ্যামরু গায়।
মধুমঙ্গল সহ, সুবল পলাওল,"

পালারে পালারে সুবল

আজকের গতিক ভাল নয় —পালারে পালারে সুবল
খেলার গতি ভাল নয়—পালারে পালারে সুবল
আজ, —গোয়ালিনী খেপেছে—পালারে পালারে সুবল
মধুমঙ্গল সহ, সুবল পলাওল,
আনন্দে থেহ নাহি পায়।।
আজুরে,—সব সখী মেলি, ঘের রি,
কুঞ্জ-বনসে না নিকসে কানাইয়া।।"

আর, —কারে ল'য়ে খেল্‌বে বল

সুবল পলায়ে গেল—আর,—কারে ল'য়ে খেল্‌বে বল

বিশাখা তখন,—কোথা পালাবে ব'লে

আর পালাবার পথ নাই হে,—বিশাখা তখন,—কোথা পালাবে ব'লে

যেন,—চোর ধ'রে আন্‌ল রে

কত সাজা দিবে ব'লে—যেন্—চোর, ধ'রে আন্‌ল রে

ছিঃ ছিঃ নাগর হার্‌লে হে

পুরুষ হ'য়ে রমণী মাঝে—ছিঃ ছিঃ নাগর হার্‌লে হে

কেঁদে যে পড়্‌ল নাগর

কেউ নাই একা—কেঁদে যে পড়্‌ল নাগর

তখন প্রাণ কিশোরী বলে

শ্যাম নাগরে কাঁদায়েছি

বঁধু তোমার ভয় কি

এই যে তোমার আমি আছি—বঁধু তোমার ভয় কি

(৭)

মধুর স্বরে কিশোরী বলে

"আইস হে হারুয়া শ্যাম, খেলি হে ফাগুয়া।"

একবার হেরেছ তা কি হয়েছে

খেলতে গেলে এমন হয়ে থাকে—একবার হেরেছ তা কি হয়েছে

হার জিত্ খেলার রীতি—একবার হেরেছ তা কি হয়েছে

হেরেছ তায় ভয় কি আছে

"আইস হে হারুয়া শ্যাম, খেলি হে ফাগুয়া।

এবার হারিবা যদি, ফাগুহারা নিরবধি,"

হারুয়া প্রাণ আমার,—**এবার হারিবা যদি, ফাগুহারা নিরবধি,**

ব্রজভরি' গাওয়াইব ধূয়া।।"

এবার হারিলে,—ব্রজভরি' গাওয়াইব

রটে দিব ব্রজভ'রে

এবার যদি খেলায় হার—রটে দিব ব্রজভ'রে

ফাগুহারা শ্যাম ব'লে—রটেটে দিব ব্রজভ'রে

"যদি বল একা আমি, বহুসঙ্গের সঙ্গী তুমি,"

তাতে আর কি হয়েছে—

"যদি বল একা আমি, বহুসঙ্গের সঙ্গী তুমি,"

একথা—বল্‌লে তুমি বল্‌তে পার

তোমার,—সঙ্গীগণ সব পালায়েছে—একথা—বল্‌লে তুমি বল্‌তে পার

একা কেমন ক'রে খেল্‌বে—একথা, —বল্‌লে তুমি বল্‌তে পার

"যদি বল একা আমি, বহুসঙ্গের সঙ্গী তুমি,"

কোন চিন্তা ক'রো না হে

তোমার,—সকল অভাব পূরণ কর্‌ব—কোন চিন্তা ক'রো না হে

সঙ্গীগণ পলায়েছে,—ভয় কি আছে আমি দিব

"সযূথে বিশাখা হউক তূয়া।"

সযূথে বিশাখা তোমায় দিলাম

সঙ্গী হারা হয়েছ তাই—সযূথে বিশাখা তোমায় দিলাম

তোমার হ'য়ে খেল্‌বে তারা—সযূথে বিশাখা তোমায় দিলাম

ছাড়্‌ব না আজ খেল্‌তে হবে

তুমি,—কেমন খেলুয়া তাই দেখে নিব—ছাড়ব না আজ খেলতে হবে

শ্যাম হে,—**"সযূথে বিশাখা হউক তুয়া।**

ললিতা আমার সখী, আইস আবার খেল দেখি,

জানা যাবে কেমন খেলুয়া।।"

তোমায়, খেল্‌তে হবে ছাড়্‌ব না হে

তোমার,—যা চাই সব পূরণ কর্‌ব—তোমায়,—খেলতে হবে ছাড়্‌ব না হে

তোমার,—নাগরালী বুঝা যাবে

এ ত, —গোঠে মাঠে ঘুরা নয় হে

হৈ হৈ ক'রে ধেনু পাল ল'য়ে—এ ত, —গোঠে মাঠে ঘুরা নয় হে

এ ত, —অবলা মজান নয় হে

গহন বনে বাঁশী বাজায়ে—এ ত, —অবলা মজান নয় হে

একে বলে হোরি খেলা

"জানা যাবে কেমন খেলুয়া।।

যদি বল রং নাই, রং লেহ যত চাই,"

আমার ,—রাজ -ভাণ্ডারে অভাব কিসের

দেবী পৌর্ণমাসীর কৃপায়—আমার,—রাজ -ভাণ্ডারে অভাব কিসের
তোমার মত,—গোটা কতক ধেনু পুঁজি নয় হে—আমার, রাজ -ভাণ্ডারে অভাব কিসের

তোমায় আবার খেল্‌তে হবে

সকল অভাব পূরণ কর্‌ব—তোমায় আবার খেল্‌তে হবে

"নাহি বোলাও আপন খেলুয়া।
পিচকারী যদি নাই থাকে, দিব আমি লাখে লাখে,
যত চাবে পাবে হে বঁধুয়া।।"

খেল্‌তে হবে ছাড়্‌ব না হে

তোমার,—সকল অভাব পূরণ কর্‌ব—খেল্‌তে হবে ছাড়্‌ব না হে

"গিরিধারী নাম ধর, লোকে বলে বীর বড়,
হেন নাম হইল হারুয়া।"

ছিঃ ছিঃ —তোমার নামে যে কলঙ্ক হ'ল

আমরা দুঃখে মরে গেলাম—ছিঃ ছিঃ,—তোমার নামে যে কলঙ্ক হ'ল

তোমার ,—অত বড় নামে কলঙ্ক হ'ল

ছিঃ ছিঃ আমরা লাজে মইলাম—তোমার,—অত বড় নামে কলঙ্ক হ'ল
'ছিঃ ছিঃ আমরা লাজে মইলাম'—
শ্যাম, —হেন নাম হইল হারুয়া—ছিঃ ছিঃ,—আমরা লাজে মইলাম
তোমার,—অত বড় নাম ডুবে যায় হে—ছিঃ ছিঃ,—আমরা লাজে মইলাম
'তোমার,— অতবড় নাম ডুবে যায় হে'—
রমণী সনে হোরি খেলায় হেরে —তোমার,—অত বড় নাম ডুমে যায় হে

ছিঃ ছিঃ ,—আমরা লাজে মইলাম

বীরত্ব তোমার কোথায় গেল

যদি, —নারীর সঙ্গে হেরে গেলে—বীরত্ব তোমার কোথায় গেল

"শুনহে রসিক শ্যাম, জিনিয়া রাখহ নাম,"

এবার নামের কালিমা ঘুচাও

আজ হোরি খেলাতে—এবার নামের কালিমা ঘুচাও

"বটু যেন জোগায় ফাগুয়া।।"

ভয় কি আছে শ্যাম-নাগর

খেল আবার হোলি খেল—ভয় কি আছে শ্যাম-নাগর

আনন্দে, — খেল বটু ফাগু যোগাবে—ভয় কি আছে শ্যাম -নাগর

কেন, —শ্যাম তোমার ভয় কি আছে

বটু তোমায় ফাগু যোগাবে— কেন, —শ্যাম তোমার ভয় কি আছে

দুইজনে দাঁড়াইল রে

ললিতা বিশাখা —দুই জনে দাঁড়াইল রে

পরস্পর সম্মুখা -সম্মুখী—দুই জনে দাঁড়াইল রে

হোরিরন করবে বলে—দুইজনে দাঁড়াইল রে

কেউ কারে হারাতে নারে

হোরি খেলায় পালগ হ'ল

রাইসনে শ্যামনাগর—হোরি খেলায় পাগল হ'ল

(৮)

"আজুরে রঙ্গে, রঙ্গে হোরি, —খেলত শ্যাম গোরী।।

সখীগণ মেলি গাওত বাওত,"

আজ কি আনন্দ বৃন্দাবনে,—**"সখীগণ মেলি গাওত বাওত,"**

আনন্দের পাথার বয়ে যায় রে

হোরি রঙ্গে বৃন্দাবনে—আনন্দের পাথার বয়ে যায় রে

আনন্দের আর সীমা নাইরে

"সখীগণ মেলি গাওত বাওত, কিশোর কিশোরী নাচি নাচাওত রে,"

কিশোর কিশোরী নাচি নাচাওত

সখীগণ মেলিগাওত বাওত—কিশোর কিশোরী নাচি নাচাওত

"আনন্দে মন ভোরি। (চুটকী)

আনন্দে মন ভোরি। তল লল তোরি।।

আজুরে রঙ্গে, হোরি,—খেলত শ্যাম গোরী।।"

বাজে,—**"তথতথ তথতথৈয়া,"**

আজ,— হোরিরঙ্গে মৃদঙ্গ বাজে—বাজে,—**"তথতথ তথতথৈয়া,"**

হোরিরঙ্গে মৃদঙ্গ বাজে

কিশোর কিশোরী নাচে—হোরি রঙ্গে মৃদঙ্গ বাজে

"তথতথ তথতথৈয়া, দৃগতি দৃগতি দ্রিমি ধৈয়া,

চওল উল উলোরি।।"

হোরিরঙ্গে মৃদঙ্গ বাজে,—"চওল উল উলোরি।।"

"আজুরে রঙ্গে, হোরি,—খেলত শ্যাম গোরী।।"

বাজে,—"কুডু গুডু গুডু দাং, দ্রিমিং দাং কিটধাং তৃগধাং,"

হোরি রঙ্গে মৃদঙ্গ বাজে

কিশোর কিশোরী নাচে—হোরি রঙ্গে মৃদঙ্গ বাজে

"শিবরাম গাওয়ে হোরি।।

আজুরে রঙ্গে, হোরি,—খেলত শ্যাম গোরী।।"

(৯)

"মধুবনে মাধব খেলত রঙ্গে।

ব্রজবনিতা ফাগু দেই শ্যাম-অঙ্গে।।

কানু ফাগু দেয়ল সুন্দরী-অঙ্গে

মুখ মোড়ল ধনী করি কত ঢঙ্গে।।"

চেয়ে আড় নয়নে বঁধুর পানে

"ফাগুরঙ্গে গোপী সব চৌদিকে বেড়িয়া।"

কি আনন্দ বৃন্দাবনে

আজ,—আনন্দের পাথার বয়ে যায় রে—কি আনন্দ বৃন্দাবনে

"শ্যাম-অঙ্গে ফাগু দেই অঞ্জলি পূরিয়া।।

ফাগু খেলইতে ফাগু উঠিল গগনে।"

লালহি লাল হো

হোরিরঙ্গে ভেল সব—লালহি লাল হো

"বৃন্দাবনের তরুলতা রাতুল বরণে।।

রাঙ্গা ময়ূর নাচে গাছে রাঙ্গা কোকিল গায়।

রাঙ্গা ফুলে রাঙ্গা ভ্রমর রাঙ্গা মধু খায়।।

রাঙ্গা লতা রাঙ্গা পাতা রাঙ্গা বৃন্দাবন।
রাঙ্গা রাধা রাঙ্গা কৃষ্ণ রাঙ্গা গোপীগণ।।
রাঙ্গা বায়ে রাঙ্গা হ'ল কালিন্দীর পানী।
গগনে ভুবন দিক্ বিদিক্ নাহি জানি।।
রতি জয় রতি জয় দ্বিজ কুলে গায়।
এ রাধা মোহন হেরে নয়ন জুড়ায়।"

(১০)

"খেলাতে হারিয়া শ্যাম পলাইতে চায়।
চৌদিকে ব্রজবধু পথ নাহি পায়।।"

ফাঁপরে পড়িল শ্যাম-নাগর

সঙ্গীসব পলায়েছে—ফাঁপরে পড়িল শ্যাম-নাগর
পলাইবার পথ নাই—ফাঁপরে পড়িল শ্যাম-নাগর
'পলাইবার পথ নাই'—
ব্রজবধূ চৌদিকে ঘিরেছে—পলাইবার পথ নাই

ফাঁপরে পড়িল শ্যাম-নাগর

"আবিরে অরুণ আঁখি মেলিতে না পারে।
হারিনু হারিনু শ্যাম বলে বারে বারে।
করসঙ্গে মূরলী ভূমেতে পড়ে খসি।"

শ্যামের অবহ হইল অঙ্গ

"করতালি দেই সব গোপীগণ হাসি।।"

ছিঃ ছিঃ নাগর হার্‌লে

পুরুষ হয়ে নারীর সনে—ছিঃ ছিঃ নাগর হার্‌লে
আজ এই হোরিখেলায়—ছিঃ ছিঃ নাগর হার্‌লে

"শিখি পুচ্ছ এলাইয়া পড়ে মহীতলে।"

অবশ হয়েছে অঙ্গ

"অরুণিত বসন তিতিল শ্রমজলে।।
শ্যামেরে কাতর দেখি রসবতী রাই।"

আর কি ধনী রইতে পারে

বঁধুর চাঁদমুখ হ'য়েছে মলিন—আর কি ধনী রইতে পারে

"শ্যামেরে কাতর দেখি রসবতী রাই।

অরুণ বসন দিয়া ওমুখ মুছাই।।"

আইস আমার পরাণ বঁধূ

তোরা, —কেউ কিছু বলিস না গো—আইস আমার পরাণ বঁধূ

তোরা,—আর কিছু বলিস না গো

বঁধূর,—চাঁদমুখ হয়েছে মলিন—তোরা, —আর কিছু বলিস না গো

বঁধূ তোমার ভয় কি

এই যে তোমার আমি আছি—বঁধূ তোমার ভয় কি

আমার আবার কিসের খেলা

বঁধূ তোমায় দুঃখ দিয়ে—আমার আবার কিসের খেলা

দুঃখ দিয়ে কিসের খেলা

খেলা তোমার সুখের লাগি—দুঃখ দিয়ে কিসের খেলা

তোমার, —সুখের লাগি সব সয়েছি

ঘর পর, পর আপন ক'রেছি

রাতি দিবস, দিবস রাতি ক'রেছি—ঘর পর, পর আপন ক'রেছি

আমার, —সবখেলা তোমার সুখের লাগি

"অরুণ বসন দিয়া ওমুখ মুছাই।।"

বঁধূ তোমার ভয় কি

এই ত তোমার আমি আছি—বঁধূ তোমার ভয় কি

"সিংহাসনে বৈসে রাই কোলে করি শ্যাম।।"

আইস আমার পরাণ বঁধূ

তোমায়,—দুঃখ দিয়ে আমার কিসের খেলা—আইস আমর পরাণ বঁধূ

যত খেলা তোমার সুখের লাগি —আইস আমার পরাণ বঁধূ

"শ্রমভরে দু'হু অঙ্গে পরিপূর্ণ ঘাম।

শ্রীরতিমঞ্জরী দোঁহে চামর ঢুলায়।।"

দোঁহার, —চাঁদ বদন পানে চেয়ে

"শ্রীরতিমঞ্জরী দোঁহে চামর ঢুলায়।"

ভোগের আয়োজন করে

সখীগণ সবাই মিলে—ভোগের আয়োজন করে

মিষ্টান্ন পক্কান্নাদি—ভোগের আয়োজন করে

"শ্রীগুণমঞ্জরী দোঁহে তাম্বুল যোগায়।।

শ্রীরতিমঞ্জরী দেই সুবাসিত জল।

এ রাধামোহন হেরি নয়ন সফল।।"

সখীগণের নয়ন জুড়াইল

রাধামোহনের নয়ন সফল হ'ল

আজ হোরিরঙ্গ দেখে—রাধামোহনের নয়ন সফল হ'ল

বসন্তবিহার দেখে——রাধামোহনের নয়ন সফল হ'ল

নিতুই যেন এমনি দেখি

রাধাশ্যামের নবনব কেলি—নিতুই যেন এমনি দেখি

শ্যামাঙ্গ গৌরাঙ্গ হ'ল

হোরিরঙ্গে বিহরিতে—শ্যামাঙ্গ গৌরাঙ্গ হ'ল

অঙ্গে অঙ্গ মিলনে—শ্যামাঙ্গ গৌরাঙ্গ হ'ল

"এ রাধামোহন হেরি নয়ন সফল।।"

প্রাণভ'রে জয় দেগো

জয় রাধা রাধারমণ বোলে—প্রাণভ'রে জয় দেগো

"জয় রাধারাধারমণ, জয় রাধারাধারমণ।।"

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।

জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।"

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল।।"

শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর আরাধনা তিথি প্রসঙ্গ কীর্ত্তন

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল।"

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।"

—০—

ভজ,—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম

শ্রীঅদ্বৈত-প্রেমধাম—ভজ,—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম
গদাই-শ্রীবাস-প্রাণারাম—ভজ,—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম

**"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।"
"জয় জয় কৃপাসিন্ধু জয় গৌরচন্দ্র।"**

প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

কৃপাসিন্ধু-গৌরহরির—প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই
কৃপা-পারাবার-গোরার—প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

**"জয় জয় সকল-মঙ্গল-পদদ্বন্দ্ব।।
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-ন্যাসিরাজ
জয় জয় চৈতন্যের ভকত-সমাজ।।"**

প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

ভক্তসনে প্রাণগৌরহরির—প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

"হেনমতে প্রভু সর্ব্বজীব উদ্ধারিয়া।"

চলিয়াছেন গৌরহরি

মধুর-নীলাচল ছাড়ি—চলিয়াছেন গৌরহরি
বৃন্দাবন যাবার ছল করি—চলিয়াছেন গৌরহরি

**"হেনমতে প্রভু সর্ব্বজীব উদ্ধারিয়া।
মথুরায় চলিলেন ভক্তগোষ্ঠী লইয়া।।"**

চলিলেন নিজভক্ত-সঙ্গে

ব্রজে যাবার মনোরথে—চলিলেন নিজভক্ত-সঙ্গে

এ যে,-পদাঙ্কিত ভূমি রে

ভাগ্যবতী সুরধুনীতীর—এ যে,—পদাঙ্কিত ভূমি রে

আমার,—প্রাণের প্রাণ গৌরহরির—এ যে,—পদাঙ্কিত ভূমি রে

তীরে তীরে চলিলেন প্রভু

এই,—ভাগ্যবতী সুরধুনীর—তীরে তীরে চলিলেন প্রভু

"গঙ্গীতীরে তীরে প্রভু লইলেন পথ।
স্নান-পানে গঙ্গার পূরিল মনোরথ।।"

গঙ্গার ক্ষোভ ছিল মনে

যমুনার,—তীরে নীরে যুগলবিহার দেখে—গঙ্গার ক্ষোভ ছিল মনে

আজ,—সেই ক্ষোভ মিটাইছে

জড়াজড়ি তীরে বিহরিছে—আজ,—সেই ক্ষোভ মিটাইছে

"গৌড়ের নিকটে গঙ্গাতীরে এক গ্রাম।
ব্রাহ্মণ সমাজ তার 'রামকেলি' নাম।।
দিন চার পাঁচ প্রভু সেই পুণ্যস্থানে।
আসিয়া রহিলা যেন কেহো নাহি জানে।।
সূর্য্যের উদয় কি কখনো গোপ্য হয়।
সর্ব্বলোক শুনিলেন চৈতন্য বিজয়।।
সর্ব্বলোক দেখিতে আইসে হর্য-মনে।
স্ত্রী-বালক-বৃদ্ধ-আদি-সজ্জন-দুর্জ্জনে।।"

ডাক্‌তে হয় না ভ্রমরেরে

কমল বিকাশ হ'লে পরে—ডাক্‌তে হয় না ভ্রমরেরে

ভ্রমর ত আপনি আসে

মধুপানে মুগ্ধ হ'য়ে—ভ্রমর ত আপনি আসে

আইলেন রূপ-সনাতন

জানি গৌর-আগমন—আইলেন রূপ-সনাতন

তখন ত নাম ছিল তাদের

বাদশার দত্ত,—দবিরখাস শাকর মল্লিক—তখন ত নাম ছিল তাদের

মিলিলেন প্রভু নিজজনে

প্রাণপ্রিয় রূপ-সনাতনে—মিলিলেন প্রভু নিজজনে

এসেছেন তা'দেরই আকর্ষণে

গঙ্গাতীরে রামকেলি গ্রামে—এসেছেন তা'দেরই আকর্ষণে

রামকেলিতে অদ্ভুত বিহার

প্রেমাবতার গোরার—রামকেলিতে অদ্ভুত বিহার

"নিরবধি প্রভুর আবেশময় অঙ্গ।
প্রেমভক্তি বিনু আর নাহি কোন রঙ্গ।।
হুঙ্কার গর্জ্জন কম্প পুলক ক্রন্দন।
নিরন্তর আছাড় পড়য়ে ঘনেঘন।।',

ও ত আছাড় খাওয়া নয় রে

ভাবনিধি প্রাণ-গৌরাঙ্গের—ও ত আছাড় খাওয়া নয় রে

সৌভাগ্য বাড়ায় রে

ভাগ্যবতী রামকেলি ভূমির—সৌভাগ্য বাড়ায় রে

ভাগ্যবতী ধরণী বুকে ধরে

প্রাণনাথ বিশ্বম্ভরে—ভাগ্যবতী ধরণী বুকে ধরে

"নিরন্তর আছাড় পড়য়ে ঘনেঘন।।"
তিলার্দ্ধেক প্রভুর নাহি অন্য কর্ম্ম।
নিরন্তর লওয়ায়েন সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্ম।।"

নাহি থাকে নাম-কীর্ত্তন ছাড়ি

সঙ্কীর্ত্তন পিতা গৌরহরি—নাহি থাকে নাম-কীর্ত্তন ছাড়ি

বিহরে নিজ সঙ্কীর্ত্তন-লীলায়

রামকেলি গ্রামে গোরারায়—বিহরে নিজ সঙ্কীর্ত্তন-লীলায়

"চতুর্দ্দিক হৈতে লোক আইসে দেখিতে।
দেখিয়া কাহারো চিত্ত না লয় যাইতে।।

কে না ভালবাসে

আপনার প্রাণ জগতে—কে না ভালবাসে

কে না ভাল বাস্‌বে তবে

দেখি' মূর্ত্ত প্রাণ গৌরাঙ্গেরে—কে না ভাল বাস্‌বে তবে

কেউ ঘরে যেতে নারে

একবার যে হে'রে গোরারে—কেউ ঘরে যেতে নারে

"হেন সে আনন্দ প্রকাশয়ে গৌররায়।
যবনেও বলে হরি অন্যের কি দায়।।
যবনেও দূরে থাকি করে নমস্কার।
হেন গৌরচন্দ্রের কারুণ্য অবতার।।
যে হুসেন-সাহা সর্ব্ব উড়িষ্যার দেশে।
দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে।।
হেন যবনেও মানিলেক গৌরচন্দ্র।
তথাপিও এবে না মানয়ে যত অন্ধ।
বোল বোল হরিবোল হরিবোল বলি।
এই মাত্র বলে প্রভু দুই বাহু তুলি।।
চতুর্দ্দিকে মহানন্দ কোটি কোটি লোক।
তালি দিয়া হরি বলে পরম কৌতুক।।"

সবাই বলে হরি হরি

প্রাণের গৌরহরি হেরি—সবাই বলে হরি হরি

চলেছিলেন ব্রজের পথে

রামকেলি ভাসায়ে নাম-প্রেমে—চলেছিলেন ব্রজের পথে
রামকেলি হ'তে নিজগণ-সাথে—চলেছিলেন ব্রজের পথে

ফিরিলেন,—কানাই-নাটশালা হ'তে

মথুরা যাবার সঙ্কল্প ছেড়ে—ফিরিলেন,—কানাই-নাটশালা হ'তে
বহুলোক সংঘট্ট ভয়ে—ফিরিলেন,—কানাই-নাটশালা হ'তে

ব্রজে যাবার নয় ত রীতি

বহুলোক সংহতি—ব্রজে যাবার নয় ত রীতি

একা কিবা সঙ্গে একজন

ব্রজে যাবার এই ত বিধান—একা কিবা সঙ্গে একজন

নাটশালা হ'তে ফিরে

পুনঃ আইলেন রামকেলি গ্রামে

রামকেলিতে বসতিকালে

একদিন ডাকি গোপনে

রূপ সনাতন দুইজনে—একদিন ডাকি গোপনে

আদেশিলেন প্রেমস্বরে

যাও যাও ত্বরা করি

উদ্ধার কর লুপ্ত-ব্রজপুরী—যাও যাও ত্বরা করি

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদেন দু'জনে

পড়ি প্রাণ গৌর-চরণে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদেন দু'জনে

কতদিনে পাব দরশনে

ঐ,—হরিবোলা রসের বদনে—কতদিনে পাব দরশনে

বাহু পসারি ধর্‌লেন বুকে

গৌরহরি তা'দের প্রেমভ'রে—বাহু পসারি ধর্‌লেন বুকে

শকতি সঞ্চার কৈলেন

লুপ্ত-ব্রজ উদ্ধারে—শকতি সঞ্চার কৈলেন

ব্রজে যাবার আজ্ঞা দিয়ে

লুপ্ত-ব্রজ প্রকাশিতে—ব্রজে যাবার আজ্ঞা দিয়ে

একদিন আমার গৌরহরি

ডাকিলেন দুই-বাহু তুলি

সঙ্কীর্ত্তন-ভাবাবেশে—ডাকিলেন দুই বাহু তুলি

খেতুরী গ্রামের পানে চেয়ে—ডাকিলেন দুই বাহু তুলি

নরু নরু ব'লে সঘনে—ডাকিলেন দুই বাহু তুলি

ভাসি দু'টি নয়ন-জলে—ডাকিলেন দুই বাহু তুলি

গৌরগণ জান্‌লেন সকলে

প্রভু আকর্ষিছেন তারে

কোন প্রিয়জন আছে এদিকে—প্রভু আকর্ষিছেন তারে

নিজ,—গুপ্ত-কার্য্য সাধন তরে—প্রভু আকর্ষিছেন তারে

রামকেলি হ'তে আস্‌বার কালে

প্রভু নরোত্তমে আকর্ষিয়ে—রামকেলি হ'তে আস্‌বার কালে

গঙ্গাতীর পথ ধ'রে—রামকেলি হ'তে আস্‌বার কালে

আইলেন পদ্মাবতী-তীরে

রাখিলেন নিজ-প্রেমধন

ভাগ্যবতী পদ্মাবতীর কাছে—রাখিলেন নিজ-প্রেমধন

নিশ্চয় আস্‌বে নরোত্তম

প্রভু করেছে তারে আকর্ষণ

রামকেলি হ'তে পূর্ব্বে—প্রভু করেছে তারে আকর্ষণ

নিশ্চয় আস্‌বে নরোত্তম

অভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ—নিশ্চয় আস্‌বে নরোত্তম

তার নিজ-প্রেমের মূরতি—নিশ্চয় আস্‌বে নরোত্তম

তাই রাখিলেন নিজ-প্রেমধন

ভাগ্যবতী পদ্মাবতীর কাছে—তাই রাখিলেন নিজ-প্রেমধন

নরোত্তমে করিবারে সমর্পণ—তাই রাখিলেন নিজ-প্রেমধন

এই ধর লও পদ্মাবতী

রাখ অতি যতন ক'রে

নিজ-প্রেম দিলাম তোমারে—রাখ অতি যতন ক'রে

আমার,—নরু এলে দিও তারে

তোমা অবগাহনে—আমার,—নরু এলে দিও তারে

অদ্যাপিও খ্যাতি আছে

প্রেমতলীঘাট ব'লে—অদ্যাপিও খ্যাতি আছে

'প্রেমতলীঘাট ব'লে'—

পদ্মাবতী-তীরে—প্রেমতলীঘাট ব'লে

অদ্যাপিও খ্যাতি আছে

আজও,—সেই লীলার সাক্ষী দিছে

অতি প্রাচীন সেই তমাল তরু—আজও,—সেই লীলার সাক্ষী দিছে

প্রভু বসে ছিলেন যার তলে
অতি প্রাচীন সেই তমাল তরু
আজও সেই লীলার সাক্ষী দিছে
প্রেম রাখি পদ্মাবতী ঠাঁই
চলিলেন চৈতন্য গোসাঞি
চলিলেন কীর্ত্তন-নটন-রঙ্গে

প্রেমাবেশে গঙ্গাতীরে—চলিলেন কীর্ত্তন-নটন-রঙ্গে

"নিজানন্দে রহিয়া রহিয়া গঙ্গীতীরে।
কতদিনে আইলেন অদ্বৈত-মন্দিরে।।"

প্রাণগৌর আইলা শান্তিপুরে

শান্তিপুর-নাথের-ঘরে—প্রাণগৌর আইলা শান্তিপুরে

"পুত্রের মহিমা দেখি অদ্বৈত আচার্য্য।
আবিষ্ট হইয়া আছে ছাড়ি সর্ব্ব কার্য্য।।
হেনই সময়ে গৌরচন্দ্র ভগবান্।
অদ্বৈতের গৃহে আসি হৈল অধিষ্ঠান।।"

গৌর-মহিমা শুনে ছিল বিভোর

নিজ পুত্রের মুখে—গৌর-মহিমা শুনে ছিল বিভোর
হেন কালে আইলা গৌরকিশোর—গৌর-মহিমা শুনে ছিল বিভোর

"যে নিমিত্ত অদ্বৈত আবিষ্ট পুত্র-সঙ্গে।
সে বড় অদ্ভুত-কথা কহি শুন রঙ্গে।।
যোগ্য পুত্র অদ্বৈতের সেই সে উচিত।
শ্রীঅচ্যুতানন্দ নাম জগতে বিদিত।।
দৈবে একদিন এক উত্তম সন্ন্যাসী।
অদ্বৈত-আচার্য্য-স্থানে মিলিলেন আসি।।
অদ্বৈত দেখিয়া ন্যাসী সঙ্কোচে রহিলা।
অদ্বৈত ন্যাসীরে নমস্করি বসাইলা।।
অদ্বৈত বোলেন "ভিক্ষা করহ গোসাঞি।"
ন্যাসী বোলে "ভিক্ষা দেহ" আমি যাহা চাই।।

"কিছু মোর জিজ্ঞাসা আছয়ে তোমা-স্থানে
সেই ভিক্ষা মোর তাহা কহিবা আপনে।।
আচার্য্য বোলেন "আগে করহ ভোজন।
শেষে যে জিজ্ঞাসা তাহা কহিব কথন।।"
ন্যাসী বোলে 'আগে আছে জিজ্ঞাসা আমার।"
আচার্য্য বোলেন "বোল যে ইচ্ছা তোমার।।
সন্ন্যাসী বোলেন "এই কেশব ভারতী।
চৈতন্যের কে হয়েন? কহ মোর প্রতি।।"
মনে মনে চিন্তে অদ্বৈত মহাশয়।
"ব্যবহার পরমার্থ—দুই পক্ষ হয়।।
যদ্যপিহ ঈশ্বরের মাতা-পিতা নাই।
তথাপিহ 'দেবকীনন্দন' করি গাই।।
পরমার্থে গুরুও তাঁহার কেহো নাই।
তথাপি যে করে প্রভু তাই সভে গাই।।
প্রথমেই পরমার্থ কি কার্য্য কহিয়া।
ব্যবহার কহিয়াই যাই প্রবোধিয়া।।"
এত ভাবি বলিলেন অদ্বৈত মহাশয়।
"কেশব ভারতী চৈতন্যের গুরু হয়।।
দেখিতেছ গুরু তান কেশব ভারতী।
আর কেনে তবে জিজ্ঞাসহ আমা প্রতি।।"
এইমাত্র অদ্বৈত বলিতে সেই ক্ষণে।
ধাইয়া অচ্যুতানন্দ আইলা সেই স্থানে।।
পঞ্চ-বর্ষ বয়স—মধুর দিগম্বর।
খেলা-খেলি সর্ব্ব অঙ্গ ধূলায় ধূসর।।
অভিন্ন কার্ত্তিক যেন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর।
সর্ব্বজ্ঞ পরমভক্ত সর্ব্ব শক্তিধর।।
'চৈতন্যের গুরু আছে' বচন শুনিয়া।
ক্রোধাবেশে কহে কিছু হাসিয়া হাসিয়া।।
'কি বলিলা বাপ! বোল দেখি আর বার।
'চৈতন্যের গুরু আছে' বিচার তোমার।।

"কোন বা সাহসে তুমি এমত বচন।
জিহ্বায় আনিলা ইহা না বুঝি কারণ।।
তোমার জিহ্বায় যদি এমত আইল।
হেন বুঝি—এখনে সে কলিকাল হৈল।।
অথবা চৈতন্যমায়া পরম দুস্তর।
যাহাতে পায়েন মোহ ব্রহ্মাদিশঙ্কর।।
বুঝিলাঙ—বিষ্ণুমায়া হইল তোমারে।
কেবা চৈতন্যের মায়া তরিবারে পারে।।
'চৈতন্যের গুরু আছে' বলিলা যখনে।
মায়াবশ বিনে ইহা কহিলা কেমনে।।
যাহা হইতে হয় আসি জ্ঞানের প্রচার।
তান গুরু কেমতে বোলহ আছে আর।।"

আবেশে অচ্যুতানন্দ ঘোষয়

"চৌদ্দভুবনের গুরু চৈতন্য গোসাঞি।
তার গুরু ভারতী কোন শাস্ত্রে নাই।।
বাপ! তুমি তোমা হৈতে শিখিবাঙ কোথা।
শিক্ষা গুরু হই কেনে বোলহ অন্যথা।।
এত বলি শ্রীঅচ্যুতানন্দ মৌন হৈলা।
শুনিয়া অদ্বৈত পরমানন্দে প্রবেশিলা।।
বাপ! বাপ! বলি ধ'রি করিলেন কোলে।
সিঞ্চিলেন অচ্যুতের অঙ্গ প্রেমানন্দজলে।।"

সীতানাথ ভাসে প্রেমজলে

প্রাণপ্রিয়, —অচ্যুতেরে করি কোলে—সীতানাথ ভাসে প্রেমজলে
'প্রাণপ্রিয়,—অচ্যুতের করি' কোলে'—
আইস আমার বাপ ব'লে—প্রাণপ্রিয়,—অচ্যুতেরে করি' কোলে
তুমি আমার জনক ব'লে—প্রাণপ্রিয়,—অচ্যুতেরে করি' কোলে

সীতানাথ ভাসে প্রেমজলে

"তুমি সে জনক বাপ! মুঞি সে তনয়।
শিখাইতে পুত্ররূপে হইলে উদয়।।'

আইলা অচ্যুত-রূপ ধ'রে

চৈতন্য-তত্ত্ব জানাবার তরে—আইলা অচ্যুত-রূপ ধ'রে

"অপরাধ করিনু ক্ষমহ বাপ! মোরে।
আর না বলিমু এই কহিনু তোমারে।।"

আবেশে বলেন সীতানাথ

"অচ্যুতের যেই মত সেই মত সার।
আর যতমত সব যাক্ ছারখার।।"
"আত্মস্তুতি শুনি শ্রীঅচ্যুত মহাশয়।
লজ্জায় রহিলা প্রভু মাথা না তোলয়।।
শুনিয়া সন্ন্যাসী শ্রীঅচ্যুত -বচন।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা সেইক্ষণ।।
ন্যাসী বোলে যোগ্য যোগ্য অদ্বৈতনন্দন।
যেন পিতা তেন পুত্র অচিন্ত্য-কথন।।"
এ ত ঈশ্বরের শক্তি বিনে অন্য নহে।
বালকের মুখে কি এমত কথা হয়ে।।
শুভলগ্নে আইলাঙ অদ্বৈত দেখিতে।
অদ্ভুত মহিমা দেখিলাঙ নয়নেতে।"
পুত্রের সহিতে অদ্বৈতেরে নমস্করি।
পূর্ণ হই ন্যাসী চলিলেন বলি 'হরি'।।"

সন্ন্যাসী লয় হরিনাম

দেখি' অদ্বৈত পূর্ণকাম—সন্ন্যাসী লয় হরিনাম

"ইহানে সে বলি যোগ্য অদ্বৈত-নন্দন।
যে চৈতন্য-পাদপদ্মে একান্ত শরণ।।
অদ্বৈতেরে ভজে গৌরচন্দ্রে করে হেলা।
পুত্র হউ অদ্বৈতের তভু তিঁহ গেলা।।
পুত্রের মহিমা দেখি অদ্বৈত আচার্য।
পুত্র কোলে করি' কাঁদে ছাড়ি সর্ব্বকার্য্য।।"

আমি ধন্য হ'লাম ব'লে

চৈতন্য-পার্ষদ জন্মিল মোর ঘরে—আমি ধন্য হ'লাম ব'লে

"পুত্র কোলে করি' কাঁদে ছাড়ি সর্ব্বকার্য্য।।
পুত্রের অঙ্গের ধূলা আপনার অঙ্গে।
লেপেন অদ্বৈত অতি পরমানন্দ রঙ্গে।।
"চৈতন্যের পার্ষদ জন্মিল মোর ঘরে।"
এত বলি' নাচে প্রভু তালি দিয়া করে।।"

হেলে দুলে নাচে প্রেমভরে

অদ্বৈত পুত্রে করি' কোলে—হেলে দুলে নাচে প্রেমভরে
চৈতন্য-পার্ষদ জন্মিল ব'লে—হেলে দুলে নাচে প্রেমভরে

"পুত্র কোলে করি নাচে অদ্বৈত গোসাঞি।
ত্রিভুবনে যাহার ভক্তির সম নাঞি।।
পুত্রের মহিমা দেখি' অদ্বৈত বিহ্বল।
হেন কালে উপসন্ন সর্ব্ব-সুমঙ্গল।।
সপার্ষদে শ্রীগৌর সুন্দর সেইক্ষণে।
আসি আবির্ভাব হৈলা অদ্বৈত-ভবনে।।"

আইলা সেই শচীসুত

যাঁর মহিমা শুনি' ছিল মুগ্ধ—আইলা সেই শচীসুত

আইলা নিজগণ- -সনে,

গৌরহরি অদ্বৈত-ভবনে—আইলা নিজগণ-সনে

প্রাণনাথ ইষ্টদেব দেখিয়া অদ্বৈত।
দণ্ডবৎ হৈয়া পড়িলেন পৃথিবীত।।
'হরি' বলি' শ্রীঅদ্বৈত করেন হুঙ্কার।"

অদ্বৈত নাচে প্রেমভরে

পরাণনাথ পাইনু ব'লে—অদ্বৈত নাচে প্রেমভরে

"পরমানন্দে দেহ পাসরিল আপনার।।
জয়জয়কার ধ্বনি করে নারীগণে।"

সবে জয়জয়কার করে

গৌর আমার অদ্বৈত-ঘরে—সবে জয়জয়কার করে

নারীগণে উলুধ্বনি করে

গৌররসের বদন হেরে—নারীগণে উলুধ্বনি করে

নয়ন তাদের,—কুলুকুলু ধারে বেয়ে পড়ে—নারীগণে উলুধ্বনি করে

'উঠিল পরমানন্দ অদ্বৈত-ভবনে।।"

বয়ে যায় প্রেমের পাথার

অদ্বৈত-গৃহে প্রেম-পারাবার—বয়ে যায় প্রেমের পাথার

"প্রভুও করিয়া অদ্বৈতেরে নিজকোলে।"

আইস আমার নাড়া ব'লে

প্রেমহুঙ্কারে আমার আসন নাড়ালে—আইস আমার নাড়া ব'লে

"সিঞ্চিলেন অঙ্গ তাঁর প্রেমানন্দ—জলে।"

গৌর ভাসে নয়ন-জলে

সীতানাথে করি কোলে —গৌর ভাসে নয়ন-জলে

"পাদপদ্ম বক্ষে ধরি' আচার্য্য গোসাঞি।
রোদন করেন অতি বাহ্য কিছু নাঞি।।"

সীতানাথ ভাসে নয়ন -জলে

আরে আমার প্রভু ব'লে—সীতানাথ ভাসে নয়ন-জলে

"চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ করেন ক্রন্দন।
কি অদ্ভুত প্রেম হৈল না যায় বর্ণন।।
স্থির হই ক্ষণেকে অদ্বৈত মহাশয়।
বসিতে আসন দিলা করিয়া বিনয়।।
বসিলেন মহাপ্রভু উত্তম-আসনে।
চতুর্দ্দিকে শোভা করে পারিষদগণে।।
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে হইল কোলাকুলী।
দুঁহা দেখি অন্তরে দোঁহেই কুতুহলী।।"

আজ,—দুইবাহু জড়াজড়ি

শ্রীচৈতন্য-কল্পতরুর—আজ,—দুইবাহু জড়াজড়ি

শ্রীনিত্যানন্দ-শ্রীঅদ্বৈত—আজ, —দুইবাহু জড়াজড়ি

'আচার্য্যেরে নমস্করিলেন ভক্তগণ।
আচার্য্য সভারে কৈল প্রেম-আলিঙ্গন।।

যে আনন্দ উপজিল অদ্বৈতের ঘরে।
বেদব্যাস বিনে তাহা বর্ণিতে কে পারে।।"

আনন্দের পাথার বয়ে যায়

অদ্বৈত-গৃহে গোরারায়—আনন্দের পাথার হয়ে যায়

"ক্ষণেকে অচ্যুতানন্দ অদ্বৈত-কুমার।
প্রভুর চরণে আসি হৈলা নমস্কার।।
অচ্যুতেরে কোলে করি শ্রীগৌরসুন্দর।
প্রেমজলে ধুইলেন তাঁর কলেবর।।"

গৌর ভাসে নয়ন-জলে

অচ্যুতেরে করি কোলে—গৌর ভাসে নয়ন-জলে

"অচ্যুতেরে প্রভু না ছাড়েন বক্ষ হৈতে।
অচ্যুতো প্রবিষ্ট হৈলা চৈতন্য—দেহেতে।।"

দেখালেন গৌরাঙ্গরায়

অচ্যুত আমার দেহ হয়—দেখালেন গৌরাঙ্গরায়

"অচ্যুতেরে কৃপা দেখি সর্ব্বভক্তগণ।
প্রেমে সভে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন।।"

প্রেমস্বরে সবাই বলে

জয় জয় অচ্যুতানন্দ—প্রেমস্বরে সবাই বলে
গৌর- কৃপা-পাত্র একান্ত—প্রেমস্বরে সবাই বলে

"যত চৈতন্যের প্রিয় পারিষদগণ।
অচ্যুতের প্রিয় নহে হেন নাহি জন।।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রাণের সমান।"

সেই ত অচ্যুত বটে

ঠাকুর বৃন্দাবন বলিছেন—সেই ত অচ্যুত বটে
পরিচয় শুন ভাই সবে—সেই ত অচ্যুত বটে

"নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রাণের সমান।
গদাধর-পণ্ডিতের শিষ্যের প্রধান।।
ইহারে সে বলি যোগ্য অদ্বৈতনন্দন।
যেন পিতা তেন পুত্র উচিত মিলন।।

এই মত শ্রীঅদ্বৈত-গোষ্ঠীর সহিতে।
আনন্দে ডুবিলা প্রভু পাইয়া সাক্ষাতে।।
শ্রীচৈতন্য কথোদিন অদ্বৈত-ইচ্ছায়।
রহিলা অদ্বৈত-ঘরে কীর্ত্তন-লীলায়।।
প্রাণনাথ গৃহে পাই আচার্য্য গোসাঞি।
না জানে আনন্দে আছেন কোন্‌ঠাঞি।।
কিছু স্থির হইয়া অদ্বৈত-মহামতি।
আই-স্থানে লোক পাঠাইলা শীঘ্রগতি।।
দোলা লই নবদ্বীপে আইলা সত্বরে।
আইরে বৃত্তান্ত কহে চলিবার তরে।।
প্রেম-রস-সমুদ্রে ডুবিয়া আছে আই।
কি বোলেন কি শুনেন বাহ্য কিছু নাই।।
সম্মুখে যাহারে আই দেখেন তাহারে।
জিজ্ঞাসেন মথুরার কথা কহ মোরে।।
রামকৃষ্ণ কেমত আছেন মথুরায়।
পাপী কংস কেমন বা করে ব্যবহার।।
চোর অক্রুরের কথা কহ জান কে।
রাম-কৃষ্ণ মোর চুরি করিলেক যে।।
"হেনমতে পরামানন্দ-সমুদ্র-তরঙ্গে।
ভাসেন দিবস নিশি আই মহারঙ্গে।।
কদাচিত আইর যে কিছু বাহ্য হয়।
সেহো বিষ্ণুপূজা লাগি জানিহ নিশ্চয়।।
কৃষ্ণের প্রসঙ্গে আই আছেন বসিয়া।
হেনই সময়ে শুভবার্ত্তা হৈল গিয়া।।
শান্তিপুরে আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
চল আই! ঝাট আসি দেখহ সত্বর।।"

ত্বরা করি চল আই

শান্তিপুরে এল তোমার নিমাই—ত্বরা করি চল আই

"বার্ত্তা পাই যে সন্তোষ হইলেন আই।
তাহার অবধি আর কহিবারে নাই।।

বার্ত্তা শুনি প্রভুর যতেক ভক্তগণ।
সভেই হইলা অতি পরানন্দমন।।
গঙ্গাদাসপণ্ডিত প্রভুর প্রিয়-পাত্র
আই লই চলিলেন সেই ক্ষণমাত্র।।
শ্রীমুরারি-গুপ্ত-আদি যত ভক্তগণ।
সভেই আইর সঙ্গে করিলা গমন।।"

নদীয়াবাসী প্রেমে ধায়

দেখিতে গৌরাঙ্গরায়—নদীয়াবাসী প্রেমে ধায়

"ধাওল নদীয়ার লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে
আনন্দে আকুল চিত না পারে চলিতে।।
সত্বরে আইলা শচী-আই শান্তিপুরে।।
বার্ত্তা শুনিলেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরে।।
শ্রীগৌরসুন্দর প্রভু আইরে দেখিয়া।
সত্বরে পড়িলা দূরে দণ্ডবৎ হৈয়া।।
"পুনঃপুনঃ প্রদক্ষিণ হইয়া হইয়া।
দণ্ডবত হয় শ্লোক পড়িয়া পড়িয়া।।
"তুমি বিশ্বজননী কেবল ভক্তিময়ী।
তোমারে সে গুণাতীত -সত্ত্বরূপা কহি।।
তুমি যদি শুভ-দৃষ্টি কর জীব-প্রতি।
তবে সে জীবের হয় কৃষ্ণে রতি মতি।।
তুমি সে কেবল মূর্ত্তিমতী বিষ্ণুভক্তি।
যাহা হৈতে সব হয়—তুমি সেই শক্তি।।
তুমি গঙ্গা দেবকী যশোদা দেবহুতি
তুমি পৃশ্নি অনসূয়া কৌশল্যা অদিতি।।
যত দেখি সব তোমা হৈতে যে উদয়।
পালহ তুমি সে তোমাতে সে লীনো হয়।।"

যত সব মাতৃশক্তি

তুমি তার মূল-মূরতি—যত সব মাতৃশক্তি

তোমা হ'তে সবার উদয়

তুমি মাতৃ-শক্তির মূল-আশ্রয়—তোমা হ'তে সবার উদয়

"তোমার প্রভাব বলিবার শক্তি কার।
সভার হৃদয়ে পূর্ণ বসতি তোমার।।
শ্লোকবন্ধে এই মত করিয়া স্তবন।
দণ্ডবৎ হয় প্রভু ধর্ম্ম-সনাতন।।
কৃষ্ণ বই—ও কি পিতৃ-মাতৃ-গুরু-ভক্তি
করিবারে এমত ধরয়ে কেহো শক্তি।।"

আইলা এ -জগতে

পরতত্ত্ব-সীমা শচীসুতে—আইলা এ-জগতে
আচরি ধর্ম্ম শিখাইতে—আইলা এ-জগতে

"আনন্দাশ্রু-ধারা বহে সকল অঙ্গেতে।
শ্লোক পড়ি নমস্কার হয় বহুমতে।।
আই বোল—দেখি মাত্র শ্রীগৌর-বদন।
পরানন্দে জড় হইলেন সেইক্ষণ।।
রহিয়াছে আই যেন কৃত্রিম পুতলী।।
স্তুতি করে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর কুতুহলী।।
প্রভু বোলে "বিষ্ণুভক্তি যে কিছু আমার।
কেবল একান্ত সব প্রসাদ তোমার।।
কোটিদাস দাসেরো যে সম্বন্ধ তোমার।
সেহ জন প্রাণ হৈতে বল্লভ আমার।।
বারেকো যে জন তোমা' কবির স্মরণ।
তার কভু নহিবেক সংসার-বন্ধন।।
সকল পবিত্র করে যে গঙ্গা তুলসী।।
তানাও হয়েন ধন্য তোমারে পরশি।।
তুমি যত করিয়াছ আমার পালন।
আমার শক্তিয়ে তাহা না হয় শোধন।।
দণ্ডে দণ্ডে যত স্নেহ করিলা আমারে।
তোমার সাদ্‌গুণ্য সে তাহার প্রতিকারে।।
এইমত প্রভু স্তুতি করেন সন্তোষে।
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ মহানন্দে ভাসে।।

আইর ভক্তির সীমা কে বুঝিতে পারে।
গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ যাঁহার জঠরে।।
প্রাকৃত-শব্দেও যেবা বলিবেক আই'।
আই-শব্দ-প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই।।
প্রভু দেখি সন্তোষে পূর্ণিত হৈলা আই।
ভক্তগণ আনন্দে কাহারো বাহ্য নাই।।
হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর শান্তিপুরে।
আছেন পরমানন্দে অদ্বৈত-মন্দিরে।।
মাধবপুরীর আরাধনা পুণ্যতিথি।
দৈবযোগে উপসন্ন হৈল আসি তথি।।
মাধবেন্দ্র অদ্বৈতে যদ্যপি ভেদ নাঞি।
তথাপি তাহান শিষ্য—আচার্য্য গোসাঞি।।
মাধবপুরীর দেহে শ্রীগৌরসুন্দর।
সত্য সত্য সত্য বিহরয়ে নিরন্তর।।
মাধবেন্দ্রপুরীর অকথ্য বিষ্ণুভক্তি।
কৃষ্ণের প্রসাদে সর্ব্বকালে পূর্ণ শক্তি।।
যেমতে অদ্বৈত শিষ্য হইলেন তান।।
চিত্ত দিয়া শুন সেই মঙ্গল আখ্যান।।
যে সময়ে না ছিল চৈতন্য অবতার।
বিষ্ণুভক্তি শূন্য সব আছিল সংসার।।
তখনেও মাধবেন্দ্র চৈতন্য-কৃপায়।
প্রেম-সুখ-সিন্ধু মাঝে ভাসেন সদায়।।
নিরবধি দেহে রোমহর্ষ-অশ্রু -কম্প।
হুঙ্কার গর্জ্জন মহাহাস্য স্তম্ভ ঘর্ম্ম।।
নিরবধি গোবিন্দের ধ্যানে নাহি বাহ্য।
আপনেও না জানেন—কি করেন কার্য্য।।
পথে চলি যাইতেও আপনা আপনি।
নাচেন পরমানন্দে করি হরিধ্বনি।।
কখনো বা হেন সে আনন্দমূর্চ্ছা হয়।
দুই -তিন প্রহরেও দেহে বাহ্য নয়।।

মাধবপুরীর প্রেম অকথ্য কথন।
মেঘ দরশনে মূর্চ্ছা পায় সেইক্ষণ।।
কৃষ্ণনাম শুনিলেই করেন হুঙ্কার।
ক্ষণেকে সহস্র হয় কৃষ্ণের বিকার।।
এইমত কৃষ্ণসুখে মাধবেন্দ্র সুখী।
সবে ভক্তি শূন্য লোক দেখি বড় দুঃখী।।
এতেকে সে বন ভাল এ সব হইতে।
বনে কথা নহে অবৈষ্ণবের সহিতে।।
এইমত মনো দুঃখ ভাবিতে চিন্তিতে।
ঈশ্বর ইচ্ছায় দেখা অদ্বৈত সহিতে।।
বিষ্ণুভক্তি শূন্য দেখি সকল সংসার।
অদ্বৈত আচার্য্য দুঃখ ভাবেন অপার।।
হেনই সময়ে মাধবেন্দ্র মহাশয়।
অদ্বৈতের গৃহে আসি হইলা উদয়।।
দেখিয়া তাঁহার বিষ্ণুভক্তির উদয়।
বড় সুখী হইলা অদ্বৈত মহাশয়।।
তার ঠাঞি উপদেশ করিলা গ্রহণ।
হেন মতে মাধবেন্দ্র—অদ্বৈত মিলন।।
মাধবপুরীর আরাধনার দিবসে।
সর্ব্বস্ব নিঃক্ষেপ করে অদ্বৈত হরিষে।।
দৈবে সেই পূণ্য-তিথি আসিয়া মিলিলা।
সন্তোষে অদ্বৈত সজ্জ করিতে লাগিলা।।"

সীতানাথের আনন্দ ভারী

গৃহে পেয়েছে প্রাণ-গৌরহরি—সীতানাথের আনন্দ ভারি
তাতে তিথি মাধবেন্দ্রপুরীর—সীতানাথের আনন্দ ভারি

"শ্রীগৌরসুন্দরো সব পারিষদ-সনে।
বড় সুখী হইলেন সেই পুণ্য-দিনে।।
সেই তিথি পূজিবারে আচার্য্য গোসাঞি।
যত সজ্জ করিলেন তার অন্ত নাঞি।।

নানা দিগ্ হৈতে সজ্জ লাগিল আসিতে।
হেন নাহি জানি কে আনয়ে কোন্ ভিতে।।
মাধবেন্দ্রপুরী-প্রতি প্রীতি সভাকার।
সভেই লইলেন যথাযোগ্য অধিকার।।"

মানে সভে করি ভাগ্য

মহোৎসবের সেবা কার্য—মানে সভে করি ভাগ্য

"সভেই লইলেন যথাযোগ্য অধিকার।।
আই লইলেন যত রন্ধনের ভার।
আই বেঢ়ি সর্ব্ব-বৈষ্ণবের পরিবার।।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু সন্তোষ অপার।
বৈষ্ণব পূজিতে লইলেন অধিকার।।"

লইলেন বৈষ্ণব-সেবার ভার

জগদ্গুরু নিতাই আমার—লইলেন বৈষ্ণব সেবার ভার

নিতাই বলেন বারবার

বৈষ্ণব-সেবার ভার আমার—নিতাই বলেন বারবার

"কেহো বোলে "আমি সব ঘসিব চন্দন।"
কেহো বোলে "মালা আমি করিব গ্রন্থন।।"
কেহো বোলে "জল আনিবার মোর ভার।"
কেহো বোলে 'মোর দায় স্থান-উপস্কার।।"
কেহো বোলে "মুঞি যত বৈষ্ণব-চরণ।
মোর ভার সকল করিব প্রক্ষালন।।"
কেহো বান্ধে পতাকা, চান্দোয়া কেহো টানি।
কেহো বা ভাণ্ডারী কেহো দ্রব্য দেয় আনি।।
কথোজনে লাগিলা করিতে সঙ্কীর্ত্তন।
আনন্দে করেন নৃত্য আরো কথোজন।।
কথোজন আরো 'হরি' বোলয়ে কীর্ত্তনে।
শঙ্খ ঘণ্টা বাজায়েন আরো কথোজনে।।
কথোজনে করে তিথি পূজিবার কার্য্য।
কেহো বা হইলা তিথি-পূজার আচার্য্য।।

এইমত পরানন্দরসে ভক্তগণ।
সভেই করেন কার্য্য যার যেন মন।।
খাও পিও আনো নেহ দেহ 'হরিধ্বনি'।
ইহা বই চতুর্দ্দিকে আর নাহি শুনি।।
"শঙ্খ, ঘন্টা, মৃদঙ্গ, মন্দিরা, করতাল।
সঙ্কীর্ত্তন সঙ্গে ধ্বনি বাজয়ে বিশাল।।
পরানন্দে কাহারো নাহিক বাহ্যজ্ঞান।
অদ্বৈত- ভবন হইল শ্রীবৈকুণ্ঠধাম।।
আপনে শ্রীগৌরচন্দ্র পরম-সন্তোষে।
সম্ভারের সজ্জ দেখি বুলেন হরিষে।।
তণ্ডুল দেখেন প্রভু ঘর দুই-চারি।
পর্ব্বত প্রমাণ দেখে কাষ্ঠ সারি সারি।।
ঘর-পাঁচ দেখে ঘট রন্ধনের স্থালী।
ঘর দুই-চারি দেখে মুদেগ্র বিয়লি।।
নানাবিধ বস্ত্র দেখে ঘর পাঁচ-সাত
ঘর দশ-বার প্রভু দেখে খোলা-পাত।।
ঘর দুই-চারি প্রভু দেখে চিপিটক।
সহস্র সহস্র-কান্দী দেখে কদলক।।
না জানি কতক নারিকেল গুয়াপান।
কোথা হইতে আসিয়া হইল বিদ্যমান।।
পটোল বাস্তুক শাক থোড় আলু মান।
কত ঘর ভরিয়াছে নাহিক প্রমাণ।।
সহস্র সহস্র ঘড়া দেখে দধি দুগ্ধ।
ক্ষীর ইক্ষুদণ্ড অঙ্কুরের সনে মুদগ্র।।
তৈল বা লবণ গুড় দেখে প্রভু যত।।
সকলি অনন্ত লিখিবারে পারি কত।।
অতি-অমানুষি দেখে সকল সম্ভার।
চিত্তে যেন প্রভু হইলেন চমৎকার।।
প্রভু বোলে "এ সম্পত্তি মনুষ্যের নয়।
"আচার্য্য মহেশ" হেন মোর চিত্তে লয়।।

মনুষ্যেরো এমত কি সম্পত্তি সম্ভবে।
এ সম্পত্তি সকলে সম্ভবে মহাদেবে।।
বুঝিলাম "আচার্য্য মহেশ-অবতার।"
এইমত হাসি প্রভু বোলে বারবার।।

অদ্বৈত মহেশ-অবতার

গৌর হাসি বলে বারবার—অদ্বৈত মহেশ—অবতার
আসন টলাল আমার—অদ্বৈত মহেশ-অবতার

আচার্য্য শিব নিশ্চয়

এ সম্পত্তি কি মনুষ্যের হয়—আচার্য্য শিব নিশ্চয়

প্রভু অদ্বৈত-তত্ত্ব বলে

এই মত হাসি ছলে—প্রভু অদ্বৈত-তত্ত্ব বলে

নৈলে কে জান্‌তে পারে

তার পরিকর রহস্য—নৈলে কে জান্‌তে পারে

"সম্ভার দেখিয়া প্রভু মহাহর্ষ মন।
আচার্য্যের প্রশংসা করেন অনুক্ষণ।।
একে একে দেখি প্রভু সকল সম্ভার।
কীর্ত্তনস্থলীতে আইলেন পুনর্ব্বার।।
প্রভু মাত্র আইলেন সঙ্কীর্ত্তন-স্থানে।
পরানন্দ পাইলেন সর্ব্ব -ভক্তগণে।
না জানি কে কোন্ দিগে নাচে গায় বায়।
না জানি কে কোন্ দিগে মহানন্দে ধায়।
সভে করে জয় জয় মহা হরিধ্বনি।
"বোল বোল হরিবোল" আর নাহি শুনি"।।

আনন্দের পাথার বয়ে যায় রে

শান্তিপুরে অদ্বৈতের ঘরে—আনন্দের পাথার বয়ে যায় রে

উঠিল আনন্দ-রোল

সবাই বলে হরিবোল—উঠিল আনন্দ-রোল

"সর্ব্ব-বৈষ্ণবের অঙ্গ চন্দনে ভূষিত।
সভার সুন্দর বক্ষ মালায় পূর্ণিত।

'সভেই প্রভুর পরিষদের প্রধান।
সভে নৃত্য গীত করে প্রভু-বিদ্যমান।।
মহানন্দে উঠিল শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন।
যে ধ্বনি পবিত্র করে অনন্ত-ভুবন।।
নিত্যানন্দ মহামল্ল প্রেমসুখময়।
বাল্যভাবে নৃত্য করিলেন অতিশয়।।
বিহ্বল হইয়া অতি আচার্য্য গোসাঞি।
যত নৃত্য করিলেন তার অন্ত নাঞি।।"

আচার্য্যের সুখের নাই অবধি

ঘরে পেয়ে গৌরগুণনিধি—আচার্য্যের সুখের নাই অবধি

"নাচিলেন অনেক ঠাকুর হরিদাস।
সভেই নাচেন অতি পাইয়া উল্লাস।।
মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বশেষে।
নৃত্য করিলেন অতি অশেষ বিশেষে।।

নাচে প্রাণ শচীনন্দন

ভক্তগণের প্রাণধন—নাচে প্রাণ শচীনন্দন

"সর্ব্ব-পারিষদ প্রভু আগে নাচাইয়া।
শেষে নৃত্য করেন আপনে সভা লৈয়া।।
মণ্ডলী করিয়া নৃত্য করে ভক্তগণ
মধ্যে নাচে মহাপ্রভু শ্রীশচীনন্দন।।"

প্রাণগৌর সঙ্কীর্ত্তনে নাচে

ভকত-মণ্ডলী-মাঝে—প্রাণগৌর সঙ্কীর্ত্তন নাচে

মাঝে নাচে গৌরহরি

চারিদিকে পারিষদ ঘেরি—মাঝে নাচে গৌরহরি

গৌর নাচে হেলে দুলে

নিজ-পারিষদে করি কোলে—গৌর নাচে হেলে দুলে

"এইমত সর্বদিন নাচিয়া গাইয়া।
রইলেন মহাপ্রভু সভারে লইয়া।।

তবে শেষে আজ্ঞা মাগি অদ্বৈত আচার্য্য।
ভোজনের করিতে লাগিলা সর্ব্বকার্য্য।।
বসিলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন।
মধ্যে প্রভু চতুর্দ্দিগে সর্ব-ভক্তগণ।।
চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ যেন তারাময়।
মধ্যে কোটিচন্দ্র যেন প্রভুর উদয়।।"

গৌরচন্দ্র ভোজন করে

চতুর্দ্দিগে ভক্ত-তারা ঘিরে—গৌরচন্দ্র ভোজন করে

মাঝে গোরাচাঁদ করে আলো

ঘিরে পরিকর-তারার মালা—মাঝে গোরাচাঁদ করে আলো

"দিব্য অন্ন বহুবিধ পিষ্টক ব্যঞ্জন।
মাধবেন্দ্র আরাধনা আইর রন্ধন।।
মাধবপুরীর কথা কহিয়া কহিয়া।
ভোজন করেন প্রভু সর্বগণ লইয়া।।"

ভোজন করেন গৌরহরি

মাধবেন্দ্রগুণ বর্ণন করি—ভোজন করেন গৌরহরি

সভে কৃষ্ণ-অধরামৃত পায়

মাধবেন্দ্রপুরীর গুণ গায়—সভে কৃষ্ণ-অধরামৃত পায়

সবাই গায় উচ্চ ক'রে

প্রাণ গৌরগণ যত গৌরকে ঘিরে—সবাই গায় উচ্চ ক'রে

"জয়রে জয়রে জয়, মাধব পিরীতিময়
মাধবেন্দ্রপুরী রসপুর।
রাসবিলাস পরিণতি, রাই কানু একাকৃতি,
গৌরপ্রেম-তরুর অঙ্কুর।।"

জয় জয় মাধবেন্দ্রপুরী

ভক্তিপথের প্রথম অবতরী—জয় জয় মাধবেন্দ্রপুরী

"সদা কৃষ্ণ-নামাস্বাদ, কৃষ্ণপ্রেমে মহোন্মাদ,
নবাম্বুদ হেরিলে গগনে।

প্রেমে অঙ্গ পুলকিত, সেইক্ষণে মুরছিত,
শ্যামনবঘন-উদ্দীপনে।।”

মূরছিত হয় প্রেমে

কাল-মেঘ দেখে শ্যাম-উদ্দীপনে—মূরছিত হয় প্রেমে

“গ্রাম্যবার্ত্তা শঙ্কাতরে, নিঃসঙ্গে সতত ফিরে,
নির্জনে মধুর বৃন্দাবনে।
প্রেমরসে মগ্নমন, ভ্রময়ে দ্বাদশ বন,
রাধাকুণ্ড-গিরিগোবর্দ্ধনে।।
একদিন শুভক্ষণে, পরিক্রমি গোবর্দ্ধনে,
শ্রীগোবিন্দকুণ্ড-তীরে আসি।
স্নান করি সন্ধ্যাকালে, বসিলেন তরুতলে,
অযাচকবৃত্তি উপবাসী।।
আছেন,—মাধবেন্দ্র অনশনে অতি-উৎকণ্ঠিত-মনে,
দুগ্ধভাণ্ড নিজ-শিরে ধরি।
গোপ-বালকের বেশে, আসিলেন তার পাশে,
ভকত-বৎসল গিরিধারী।
দুগ্ধ ভাণ্ড আগে ধরি, বলে ও মাধবপুরী,
এই দুগ্ধ লইয়া কর পান।
মাগি কেনে নাহি খাও, ব্রজজনে দুঃখ দাও,
মনে মনে কিবা কর ধ্যান।।”

বালকের রূপ হেরি,”

অপরূপ বালক রে

“বালকের রূপ হেরি, মুগধ মাধবপুরী,
বাক্যামৃতে ক্ষুধা তৃষ্ণা গেল।”

এমন রূপ ত কভু দেখি নাই

এমন কথা ত কভু শুনি নাই—এমন রূপ ত কভু দেখি নাই

“কি জানি কি আকর্ষণে, মনপ্রাণ ধরি টানে,
মহানন্দে হৃদয় ভরিল।।
পুরী কহে কেবা তুমি, কোথায় বসতি ভূমি,
কেবা আমি কেমনে জানিলে।

উপবাসী আছি জে'নে, এই নিরজন বনে,
দুগ্ধ ভাণ্ড লইয়া আইলে।।
বালক কহে গোপ আমি, গোবর্দ্ধন বাসভূমি,
স্ত্রীগণে জল লইতে আইলা,
তারা তোমা দেখি গেলা, তুমি তাদের না দেখিলা,
তারাই দুগ্ধ দিয়া পাঠাইলা।।"

নৈলে বা আস্‌বে কেনে
গোপীগণের ইঙ্গিত বিনে—নৈলে বা আস্‌বে কেনে

"মোর গ্রামবাসী যত, তা সবার এই ব্রত,
গ্রামে উপবাসী না রহিবে।
যদি অযাচক হয়, খুঁজিয়া খুঁজিয়া তায়
সযতনে তারে ভুঞ্জাইবে।।
এই ব্রত নিষ্ঠাবলে, জানিলা গোপী সকলে,
তুমি অযাচক উপবাসী।
তাই মোরে দুগ্ধ দিয়া, তোমা ঠাঁই পাঠাইলা,
ধ্যান কর যথা তুমি বসি।।
"গোদোহন করিতে চাই, তাহে আমি শীঘ্র যাই,
বিলম্ব না করিতে পারিব।
দুগ্ধপান কর তুমি, আর বার আসি আমি,
দুগ্ধভাণ্ড লইয়া যাইব।।
এত বলি বালক গেলা, মাধব দুগ্ধপান কৈলা,
দুগ্ধভাণ্ড ধুইয়া রাখিল।
অতি উৎকণ্ঠিত প্রাণে, সদা চায় পথপানে,"

প্রাণ হারা হ'য়ে বসে আছে
সে বালক প্রাণ কেড়ে নিয়েছে—প্রাণ হারা হ'য়ে বসে আছে

"সে বালক পুনঃ না আইল।।
পুরী বসি নাম লয়, রাত্রে নিদ্রা নাহি হয়,
নিশি শেষে তন্দ্রা আকর্ষিল।

সেই বালকে স্বপ্নে দেখে, আসি দাঁড়াইল সম্মুখে,
হাতে ধরি কুঞ্জে লইয়া গেল।।
এক কুঞ্জ দেখাইয়া, কহে আমি রহি ইহা,
বহুদিন মৃত্তিকা ভিতরে।
শীত বৃষ্টি দাবাগ্নিতে, বড় দুঃখ পাই তাতে,
আছি তব আশাপথ হেরে।।”

আশা-পথ-পানে চেয়ে আছি

কবে মাধবেন্দ্র আস্‌বে—আশা-পথ-পানে চেয়ে আছি
আসি অমার সেবা কর্‌বে—আশা-পথ-পানে চেয়ে আছি

“কবে আসি মাধব মোরে, সেবিবে প্রেমের ভরে,
চিরদিন এই বাঞ্ছা মনে।
এতদিনে পাইনু তোরে, কুঞ্জ হৈতে কাড়ি মোরে,
গোবর্দ্ধনে করহ স্থাপনে।।
তাহা এক মঠ করি, ওহে মাধবেন্দ্রপুরী,
কর মোরে সতত সেবন।
শতশত কুম্ভ ভরি, গোবিন্দ-কুণ্ডের বারি,
দিয়া মোরে করাহ স্নান।।
ক্ষুধায় কাতর আমি, আমারে ভুঞ্জাহ তুমি,
তুয়া প্রেমে করিব ভোজন।
তব প্রেমে বাঁধা রব, দরশনে উদ্ধারিব,
অবিচারে সকল ভুবন।।
তোমায় দুগ্ধ দান কালে পরিচয় জিজ্ঞাসিলে,
গো-দোহনে ব্যস্ত ছিনু তায়।
মোর সব পরিচয়, না কহিনু সে সময়,
এবে শুন মোর পরিচয়।।
শ্রীগোপাল মোর নাম, এই মোর নিত্য-ধাম,
আমি সেই গোবর্দ্ধনধারী।
বজ্রের স্থাপিত আমি, গোবর্দ্ধন লীলা-ভূমি,
হেথা মুঞি হই অধিকারী।।

সেবক মোর ম্লেচ্ছ ভয়ে, গোবর্দ্ধন হইতে ল'য়ে,
লুকাইয়া কুঞ্জের ভিতরে।
গেলা সেই পলাইয়া, সেই হ'তে রহি ইহা,
তব অশাপথ আশা ক'রে।।
মাধবপুরী স্বপ্নভঙ্গে, ভূমে আছাড়িয়া অঙ্গে,
কাঁদে অতি-কাতর-অন্তরে।
কৃষ্ণ দেখা দিলা মোরে, না চিনিনু ভাগ্য ফেরে,
পালাইয়া ফাঁকি দিয়া মোরে।।"

ফাঁকি দিয়া পলাইলা

কৃষ্ণ মোরে দেখা দিয়া— ফাঁকি দিয়া পলাইলা
ঠাকুর মাধবপুরী কাঁদেন—ফাঁকি দিয়া পলাইলা

"ক্ষণেক রোদন করি, স্থির হইলা মাধবপুরী,
আজ্ঞা পালন করিবার তরে।
প্রাতঃস্নান সমাপিয়া, গ্রাম্য মধ্যে প্রবেশিয়া,
কহিলেন ডাকিয়া সবারে।।
তোমার গ্রামের ঠাকুর, গিরিধারী মহাশূর,
কুঞ্জমাঝে আছেন গোপনে।
চল সবে মিলি যাই, প্রকট করিব তায়,
গিরিধরে হেরিব নয়নে।।
অত্যন্ত নিবিড় কুঞ্জ, বহু বৃক্ষ লতা পুঞ্জ,
প্রবেশিতে দ্বার করিবারে।।
কুঠার কোদালি লহ, চল নিজজন সহ,
শুনি সবার আনন্দ না ধরে।।
যত ব্রজজন প্রতি, সহজে গোপালের প্রীতি,
শ্রী গোপাল ব্রজজন প্রাণ।
সেই গোপালে আজি পাবে, আনন্দে উন্মত্ত সবে,
ধাইলেন ব্রজবাসীগণ।।
কুঞ্জ কাটি করি দ্বার, প্রবেশি কুঞ্জ মাঝার,
অপরূপ হেরয়ে নয়নে।

শ্রীগোপাল গিরিধারী, অপরূপ ভঙ্গি করি,
আছে মাটি-তৃণ-আচ্ছাদনে।।
মাধবেন্দ্র নির্দ্দেশেতে, মৃত্তিকা ভিতর হইতে,
শ্রীগোপালে তুলি সযতনে।
পর্ব্বত উপরে লইয়া, আনন্দে উন্মত্ত হইয়া,
বসাইলেন শিলা সিংহাসনে।।
"তৃণ টাটি আচ্ছাদিয়া, শ্রীমন্দির নিরমিয়া
সর্ব্বজন আনন্দে গমন।
গোবিন্দ কুণ্ডের জলে, অভিসিঞ্চি শ্রীগোপালে,
মাধবেন্দ্র প্রেমে অচেতন।।
সুচন্দন সুলেপনে, বস্ত্র- পুষ্প-মাল্য-দানে,
শ্রীগোপাল অঙ্গ বিভূষণ।
দধি দুগ্ধ ক্ষীর ছানা, মিষ্টান্ন পক্কান্ন নানা,
পিঠাপানা নৈবেদ্য প্রদান।।
অন্ন দালি গোধুম-চূর্ণ, আনি পর্ব্বত কৈল পূর্ণ,
আনন্দেতে যত ব্রজজন।
অন্নকূট রুটি রাশি, গব্যঘৃতে রহে ভাসি,
অপরূপ বিবিধ ব্যঞ্জন।
দধি দুগ্ধ রসালাদি, মিষ্টান্ন আর লড্ডুকাদি,
মাধবেন্দ্র মহাপ্রেম ভরে।
অন্নকূট সাজাইয়ে, প্রেমামৃত মিশাইয়ে,
ভুঞ্জাইল শ্রীগিরিধরে।।
জয় মাধবেন্দ্র পুরী, জয় জয় গিরিধারী,
অপরূপ প্রেমের সেবন।
যার প্রেম প্রকাশিতে, অঙ্গ-জ্বালা জুড়াইতে,
গোপাল যারে মাগিলা চন্দন।।
সেই আজ্ঞা শিরে ধরি, চলিলা মাধবপুরী,
নীলাচলে চন্দন আনিতে।
সুদূর দুর্গম পথ, নিজ অযাচক ব্রত,
তিল আধ চিন্তা নাই তাতে।।

নীলাচলে যাত্রা পথে, রেমুণাতে গোপীনাথে
দরশনে মত্ত মাধবপুরী।
"গোপীনাথ যার তরে, প্রেমে ক্ষীর চুরি করে,
নাম হইল ক্ষীর-চোরা হরি।
নীলাচলপুরে গিয়া, জগন্নাথে নিরখিয়া,
প্রেমানন্দ-সমুদ্রে মজ্জন।
গোপালের আজ্ঞা বলে, চন্দন লইয়া চলে,
বৃন্দাবন গিরি-গোবর্দ্ধন।।
দর্শন লাগি গোপীনাথে, পুনঃ আইল রেমুণাতে,
সেথা স্বপ্নে বলেন গোপাল।
গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গেতে, চন্দন লেপহ তাতে,
মোর অঙ্গ হইবে শীতল।।
মাধবেন্দ্র আজ্ঞা পাইয়া, কর্পূর চন্দন লইয়া,
গোপীনাথ-অঙ্গে লেপাইলা।
যাবৎ না হৈল অন্ত, মাধবেন্দ্র সে পর্য্যন্ত,
রেমুণাতে অবস্থান কৈলা।।
মাধবেন্দ্র প্রেমসিন্ধু, শ্রীচৈতন্য পূর্ণ ইন্দু,
যাঁর অনু-শিষ্য সুপ্রচার।
জয় মাধবেন্দ্রপুরী, জয় জয় ঈশ্বরপুরী,
গৌরহরি গুণ গায় যার।।
কৃষ্ণ বাঁধা প্রেমে যাঁর, দেখাদেন তিনবার,
কেবা তাঁর কহিবে মহিমা।
লক্ষীপুরী সম্বন্ধেতে, নিত্যানন্দ-সহ প্রীতে,
ত্রিজগতে সেই সে উপমা।।
মহাবিষ্ণু অবতার, শ্রীঅদ্বৈত শিষ্য যাঁর
পুরীশ্বর ঈশ্বর-ঈশ্বর।
"প্রেমাঙ্কুর পুষ্ট হইল, নবদ্বীপে উপজিল,
প্রেমতরু গৌরাঙ্গ-সুন্দর।।
আপনে গৌরাঙ্গরায়, শ্রীমুখে যাঁর গুণ গায়,
প্রেমোন্মাদে মহামত্ত হইয়া।

নিত্যানন্দে ল'য়ে সাথে, গোপীনাথ মন্দিরেতে,
সিদ্ধি প্রাপ্তি লীলা স্মঙরিয়া।।
বিরহিণী রাধারাণী, কহিলেন সেই বাণী,
সেই শ্লোক সিদ্ধি প্রাপ্তিকালে।
করি কণ্ঠে উচ্চারণ, হইলেন অদর্শন,
গৌরহরি সেই শ্লোক বলে।।
অয়ি দীন অয়ি দীন বলি, গৌর কাঁদে ফুলি ফুলি,
ভাবোচ্ছাসে কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।
প্রেমভরে মূরছিত, হেরিয়া হাড়াই সুত,
ব্যাকুলিত গৌর কোলে কৈল।।
প্রভু নিতাই সযতনে, অচৈতন্য শ্রীচৈতন্যে,
প্রেম সেবায় চৈতন্য করায়।
জয় মাধবেন্দ্র বলি, গৌর নাচে বাহুতুলি,'
প্রেমের পাথার বয়ে যায়।।
জয় মাধবেন্দ্র পুরী, জয় গৌর গিরিধারী,
প্রেমসিন্ধু জগত ডুবায়
সেই সিন্ধু না ভজিয়া' দীন দ্বিজ অভাগিয়া,
ভবার্ণবে হাবু ডুবু খায়।।'

প্রেমানন্দে মাতল সবে

পুরীর আরাধনা উৎসবে—প্রেমানন্দে মাতল সবে
মাধবপুরী-গুণ গানে—প্রেমানন্দে মাতল সবে

"প্রভু বলে মাধবেন্দ্র আরাধনা তিথি।
ভক্তি হয় গোবিন্দে ভোজন কৈলে ইথি।।
এইমত রঙ্গে প্রভু করিয়া ভোজন।
বসিলেন গিয়া প্রভু করি আচমন।।
তবে দিব্য সুগন্ধি চন্দন দিব্য মালা।
প্রভুর সম্মুখে আনি অদ্বৈত থুইলা।।'

সীতানাথ আনন্দ-অন্তরে

আজ,—মাধবপুরীর উৎসব করে—সীতানাথ আনন্দ-অন্তরে

"তবে প্রভু নিত্যানন্দ স্বরূপের আগে।
দিলেন চন্দন মালা মহা অনুরাগে।।
তবে প্রভু সর্ব্ব বৈষ্ণবের জনে জনে।
শ্রীহস্তে চন্দনমালা দিলেন আপনে।।
শ্রীহস্তের প্রসাদ পাইয়া ভক্তগণ।
সবার হইল পরানন্দময় মন।।
উচ্চ করি সভেই করেন হরিধ্বনি।
কিবা সে আনন্দ হৈল কহিতে না জানি।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান।।"

আজ সেই পুণ্যতিথি

মাধবেন্দ্র-আরাধনা দিন—আজ সেই পুণ্যতিথি

এই সেই লীলাস্থলী

সীতানাথের বসতি-ভূমি—এই সেই লীলাস্থলী

এসেছিলেন প্রাণ গৌরহরি

কানাই নাটশালা হ'তে ফিরি—এসেছিলেন প্রাণ গৌরহরি

এসেছিলেন শান্তিপুরে

রামকেলি গ্রাম হ'য়ে—এসেছিলেন শান্তিপুরে
রূপ-সনাতনে ব্রজে পাঠায়ে—এসেছিলেন শান্তিপুরে
শ্রীনারোত্তমে আকর্ষিয়ে—এসেছিলেন শান্তিপুরে
ল'য়ে নিজ পরিকরে—এসেছিলেন শান্তিপুরে

গৌরগণ আইলা ধেয়ে

গৌর আগমন জে'নে—গৌরগণ আইলা ধেয়ে

চারদিক্ হ'তে আইলা ছুটে

ভক্ত-ভ্রমর মধুপান লোভে—চারদিক্ হ'তে আইলা ছুটে

এসেছিলেন শচীমাতা

নদীয়াবাসী সঙ্গে ল'য়ে—এসেছিলেন শচীমাতা

সবাই মিলিল আসি

দেখিতে প্রাণ গোরাশশী—সবাই মিলিল আসি

আসি হইল উপনীত

মাধবপুরীর আরাধনা-তিথি—আসি হইল উপনীত

কৈলেন মহা মহোৎসব

গৌর-পরিকর ল'য়ে—কৈলেন মহা মহোৎসব

কীর্ত্তন-ভোজন-রঙ্গে—কৈলেন মহা মহোৎসব

বয়েছিল আনন্দের পাথার

পুরীর আরাধনা-তিথিতে—বয়েছিল আনন্দের পাথার

সেই একদিন আর এই একদিন

প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্ছে

দেখিতে ত পাই নাই

সেই মহোৎসব-রঙ্গ—দেখিতে ত পাই নাই

তখন জনম হয় নাই—দেখিতে ত পাই নাই

নিশিদিশি জ্বলছে হিয়ায়

সেই লীলা-অদর্শন-শেল—নিশিদিশি জ্বল্ছে হিয়ায়

শুনেছি শ্রীগুরু-মুখে

ত্রিকাল-সত্য গৌরলীলা।—শুনেছি শ্রীগুরু-মুখে

সেই কথা বুকে ধরে

আজ,—এসেছি এই শান্তিপুরে

শ্রীসীতানাথের ঘরে—আজ,—এসেছি এই শান্তিপুরে

শ্রীগুরু-কৃপা প্রেরণা-বলে—আজ,—এসেছি এই শান্তিপুরে

বড় সাধ দেখ্ব ব'লে

মহামহোৎসব-রঙ্গ—বড় সাধ দেখ্ব ব'লে

সবাই ত এসেছে

ত্রিকাল-সত্য-লীলায়—সবাই ত এসেছে

মহানন্দে বিহরিছে

মহামহোৎসব হ'তেছে—মহানন্দে বিহরিছে

একবার দেখা দাও

হা গৌর প্রাণ গৌর—একবার দেখা দাও

দেখা দাও চিতচোরা

রসময় প্রাণগোরা—দেখা দাও চিতচোরা

কোথা শান্তিপুরনাথ

যদি এনেছ কৃপা ক'রে

এই মহামহোৎসব-দিনে—যদি এনেছ কৃপা ক'রে

একবার দেখাও হে

সাঙ্গোপাঙ্গে প্রাণ-গৌরাঙ্গ—একবার দেখাও হে
কীর্ত্তন-নটন-ভোজন-রঙ্গে—একবার দেখাও হে
মাধবপুরীর আরাধনা-তিথিতে—একবার দেখাও হে

কথা যে কইছ না

তবে কি দেখাবে না—কথা যে কইছ না

কেন বা দেখাবে না

তোমার একার অধিকার কি

বিশ্বম্ভর গৌরহরি—তোমার একার কি অধিকার

তোমার একার কি অধিকার

বিশ্বম্ভর নাম যার—তোমার একার কি অধিকার

তোমার বটে আছে দাবী

কেঁদে কেঁদে এনেছ তুমি—তোমার বটে আছে দাবী

কিন্তু,—তোমার লাগি ত আন নাই

এ কি বিপরীত রীতি

গৌর পেয়ে একা রইলে মাতি—এ কি বিপরীত রীতি

স্বার্থপর কবে হ'লে

আমাদের ভাগ্য দোষে—স্বার্থপর কবে হ'লে

তুমি ত,—ডেকেছিলে একপ্রাণে

এইখানে আর নদীয়ায় ব'সে—তুমি, ত—ডেকেছিলে একপ্রাণে
আমার,—প্রাণকৃষ্ণ এস ব'লে—তুমি ত, —ডেকেছিলে একপ্রাণে
জগতেরে দেখাবে ব'লে—তুমি ত,—ডেকেছিলে একপ্রাণে

এনেছিলে দেখায়ে ছিলে

কত না সাধন ক'রে—এনেছিলে দেখায়ে ছিলে

শান্তিপুর-নাথ হ'লে

গৌর এনেছিলে ব'লে—শান্তিপুর-নাথ হ'লে

এখন এ কি বিপরীত রঙ্গ

তোমার নামে যে হবে কলঙ্ক—এখন এ কি বিপরীত রঙ্গ

দেখাবার লাগি ত এনেছিলে

দেখ্‌তে ত আন নাই—দেখাবার লাগি ত এনেছিলে

তোমার সঙ্কল্প যে ভঙ্গ হ'বে

আমাদের যদি না দেখাবে—তোমার সঙ্কল্প যে ভঙ্গ হ'বে

ঘুচাও নামের কালিমা ঘুচাও

মহা মহোৎসব দেখাও—ঘুচাও নামের কালিমা ঘুচাও

একবার দেখাও হে

গৌর আনা-ঠাকুর সীতানাথ—একবার দেখাও হে
তোমার,—আনানিধি প্রাণগৌরাঙ্গে—একবার দেখাও হে

ভয় নাই আমরা ল'য়ে যাব না
গৌর নিয়ে কিবা ক'র্‌ব
ভালবাস্‌তে জানি না মোরা

সে,—প্রেমপিয়ারা রসের গোরা—ভালবাস্‌তে জানি না মোরা

গৌর নিয়ে কিবা ক'র্‌ব

তোমার গৌর তোমারি থাক্‌বে—গৌর নিয়ে কিবা কর্‌ব

গৌর ল'য়ে কোথা লুকায়ে আছ

বহুদিন পরে পেয়েছ—গৌর ল'য়ে কোথা লুকায়ে আছ

কৃপা ক'রে দেখাও হে

দেখ্‌বার ত শক্তি নাই—কৃপা ক'রে দেখাও হে
দেখ্‌বার নেত্র দিয়ে—কৃপা ক'রে দেখাও হে

শুধু একবার দেখ্‌ব

চিতচোরা মূরতি-খানি—শুধু একবার দেখ্‌ব

চিত চুরি করেছে আমার

শচীদুলাল গৌরহরি—চিত চুরি করেছে আমার

কিছুই ত জান্‌তাম না

খেলার রসে মেতেছিলাম—কিছুই ত জান্‌তাম না

ঘরের বাহির করেছ মোরে

খোল-করতালে নাম-গুণ শুনায়ে—ঘরের বাহির করেছ মোরে

সেই অবধি খুঁজে বেড়াইছি
চিতচোরা দেয় না ধরা

খুঁজে খুঁজে হ'লাম সারা—চিতচোরা দেয় না ধরা

আজ,—এসেছি বড় আশা ক'রে

তোমার ঘরে এসেছে জে'নে—আজ,—এসেছি বড় আশা ক'রে

একবার দেখাও হে
একবার দেখ্‌ব
পরীক্ষা ক'র্‌ব
তার,—মূরতি কত শকতি ধরে

যার,—নামে ঘরের বাহির করে,—তার,—মূরতি কত শকতি ধরে

একবার দেখাও হে
কোথা আছ শ্রীঅচ্যুতানন্দ

কোথা দাঁড়ায়ে গৌর দেখ্‌ছ—কোথা আছ শ্রীঅচ্যুতানন্দ

কথা যে কইছ না
একবার দেখাও হে

প্রভু নিতাই কোথা তুমি—একবার দেখাও হে

বড় আশা মনে মনে

গৌর,—দেখ্‌ব পুরীর আরাধনা-দিনে—বড় আশা মনে মনে

তোমরা সবাই ত এসেছ

পরাণ গৌরাঙ্গগণ—তোমরা সবাই ত এসেছ

এসেছ ঠাকুর হরিদাস

প্রাণগৌর দেখ্‌বার লাগি—এসেছ ঠাকুর হরিদাস

আনন্দে নাচিছ তুমি

হেরি, —গোরাচাঁদ-মুখখানি—আনন্দে নাচিছ তুমি

সবাই ত এসেছ

বাসু বসু রামানন্দ—সবাই ত এসেছ

এসেছ সব নদীয়াবাসী

মুরারী মুকুন্দ আদি—এসেছ সব নদীয়াবাসী
শ্রীবাস শ্রীধর পণ্ডিতাদি—এসেছ সব নদীয়াবাসী

মহা মহোৎসব ক'রছ

পরাণ গৌরাঙ্গ সনে—মহা মহোৎসব ক'র্‌ছ

একবার দেখাও হে

সেই,—চিতচোর চূড়ামণিরে—একবার দেখাও হে

তোমরা,—সদাই পরের দুঃখে দুঃখী

ভুবন-পাবন গৌরাঙ্গগণ—তোমরা,—সদাই পরের দুঃখে দুঃখী

একবার দেখাও হে

আমাদের মুখপানে চেয়ে—একবার দেখাও হে
'আমাদের মুখপানে চেয়ে'—
আমাদের দুর্দ্দশা ভেবে—আমদের মুখপানে চেয়ে

একবার দেখাও হে

কেউ কথা যে কইছ না—একবার দেখাও হে

ওহে শান্তিপুরবাসী

একবার দেখাও দয়া ক'রে

সীতানাথেরগণ তোমরা—একবার দেখাও দয়া ক'রে

কোথায়,—তোমাদের কুলের ঠাকুর

যারে শান্তিপুর-নাথ বল—কোথা, —তোমাদের কুলের ঠাকুর

কোথা লুকায়ে ব'সে আছে

প্রাণনাথে পেয়ে সে—কোথা লুকায়ে ব'সে আছে

কেউ যে কথা কইছ না

আর কার কাছে যাব

কে বাসনা পূরাইবে—আর কার কাছে যাব

তোমরা,—সবাই ত আছ গো

পরমকরুণ শ্রীগুরুগণ—তোমরা,—সবাই ত আছ গো

তোমরাই ত পাগল কৈলে

গৌরলীলার সন্ধান দিয়ে—তোমারই ত পাগল কৈলে

একবার দেখাও গো

ওগো তুমি কোথায় গো

পরমকরুণ শ্রীগুরুদেব—ওগো তুমি কোথায় গো

সঙ্গে ক'রে ল'য়ে এসে

গৌরলীলা জানাইলে—সঙ্গে ক'রে ল'য়ে এসে

ফাঁকি দিয়ে লুকাইলে

সন্ধান দিয়ে দেখাবে ব'লে—ফাঁকি নিয়ে লুকাইলে

লুকাইয়ে ক'রছ খেলা

প্রাণের প্রাণ গৌর ল'য়ে—লুকাইয়ে ক'র্‌ছে খেলা

তুমি ত আছ এইখানে

একবার দেখাও হে

অধিকার নাই কৃপা ক'রে—একবার দেখাও হে,

তুমি ত,—যেচে গিয়ে হাত ধরিলে

সংসার-কূপে ছিলাম ডুবে—তুমি ত,—যেচে গিয়ে হাত ধরিলে

এই সঙ্কল্প ল'য়ে বুকে—তুমি ত,—যেচে গিয়ে হাত ধরিলে

দুর্দ্দৈব ঘুচাইবে

পরাণ গৌর দেখাইবে—দুর্দ্দৈব ঘুচাইবে

তোমার ত নিস্তার নাই

হই না কেন স্বতন্তরী—তোমার ত নিস্তার নাই
যতদিন স্বভাব না পাই—তোমার ত নিস্তার নাই
'যতদিন স্বভাব না পাই,—
পরাণ গৌরাঙ্গ পাবার,—যতদিন স্বভাব না পাই

তোমার ত নিস্তার নাই
যদি এনেছ নিজগুণে টেনে

এই লীলাস্থলী স্থানে—যদি এনেছ নিজগুণে টেনে

প্রাণ গৌরাঙ্গ দেখাও হে

নিতাই-অদ্বৈত-সনে—প্রাণ গৌরাঙ্গ দেখাও হে
মাধবপুরীর মহা মহোৎসবে—প্রাণ গৌরাঙ্গ দেখাও হে

একবার ব'লে দাও

শান্তিপুরাধিপ—সীতানাথে—একবার ব'লে দাও
তার,—আনানিধি দেখাইতে—একবার ব'লে দাও

আমি একা দেখ্‌তে চাই না

গৌর দেখ্‌বার আমার অধিকার নাই—আমি একা দেখ্‌তে চাই না

দেখাবে প্রতি নরনারী-হৃ'দে

মহা মহোৎসবে-রঙ্গ—দেখাবে প্রতি নরনারী-হৃ'দে

নৈলে,—নামে যে কলঙ্ক হবে

তবে শান্তিপুরনাথ—নৈলে,—নামে যে কলঙ্ক হবে

একদিন কেঁদে ছিল

জগতের অশান্তি দে'খে—একদিন কেঁদে ছিল

আজ কি দেখ্‌তে পাচ্ছে না

জগত অশান্তিতে ভরে গেছে—আজ কি দেখ্‌তে পাচ্ছে না

বুঝি,—গৌর ল'য়ে মজে আছে
ঘুমের আবেশ ভাঙ্গায়ে দাও

নিজ-রস-ভোগের—ঘুমের আবেশ ভাঙ্গায়ে দাও

জগত পানে দেখতে বল্

জগত করুক শান্তিময়

প্রতি-হৃ'দে গৌর করাক্ উদয়—জগত করুক শান্তিময়

পূরাক মোদের এই বাসনা

গুণনিধি অদ্বৈত-সোণা—পূরাক মোদের এই বাসনা

ঘরে ঘরে,—দেখ্ব গৌর-প্রেমের কান্না—পূরাক মোদের এই বাসনা

সবাই কাঁদুক প্রেমস্বরে

জয় মাধবেন্দ্রপুরী—সবাই কাঁদুক প্রেমস্বরে

জয় প্রেমসিন্ধু গৌরহরি—সবাই কাঁদুক প্রেমস্বরে

জয় সীতানাথ বলিহারি—সবাই কাঁদুক প্রেমস্বরে

জয় নিতাই অদ্বৈত গৌরহরি—সবাই কাঁদুক প্রেমস্বরে

জয় সাঙ্গোপাঙ্গ গৌরহরি—সবাই কাঁদুক প্রেমস্বরে

জয় সীতানাথ মাধবেন্দ্রপুরী

জয় প্রেমাবতার গৌরহরি—জয় সীতানাথ মাধবেন্দ্রপুরী

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল।।"

সমাপ্ত

শ্রীশ্রীলভাগবতাচার্য্যের শ্রীপাঠবাড়ীতে

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভাগমন স্মরণ কীর্ত্তন

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল।"

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।

জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।"

"জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্ব গুরু।"

প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

ভাইরে আমার,—সর্ব্বগুরু গৌরহরির—প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

(মাতন)

ভাইরে আমার,—জগদ্‌গুরু গৌরহরি—প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

(মাতন)

জগদ্‌গুরু গৌরহরি'—

নিত্যানন্দ-হৃ'দ্‌বিহারী—জগদ্‌গুরু গৌরহরি

প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

জয় হে "জয় জয় ভক্তজন-বাঞ্ছা-কল্পতরু।।"

জয় জয়,—গৌরহরি জগদ্‌গুরু

ভক্তজন-বাঞ্ছা-কল্পতরু—জয় জয়,—গৌরহরি জগদ্‌গুরু

"জয় জয় ন্যাসী মণি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।

গৌর হে,—"জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত।।"

একবার,—চাও হে নয়ন-কোণে

আমার,—প্রেমাবতার গৌরহরি—একবার,—চাও হে নয়ন-কোণে

এই,—অশান্ত-জগৎ-পানে—একবার, —চাও হে নয়ন-কোণে

তোমার এই, —ত্রিতাপে দগ্ধ জগৎ-পানে—একবার, —চাও হে নয়ন-কোণে

ত্রিতাপানলে জগৎ জ্বলে

কাল-কলির পীড়ন-ফলে—ত্রিতাপানলে জগৎ জ্বলে

বিশ্বম্ভর রাখ জগতেরে

চাহি কৃপা নয়ন-কোণে—বিশ্বম্ভর রাখ জগতেরে

"ভক্তগোষ্ঠী সহিতে গৌরাঙ্গ জয় জয়।
জয় জয় শ্রীকরুণাসিন্ধু দয়াময়।।
শেষ খণ্ড কথা ভাই শুন একমনে।
শ্রীগৌরসুন্দর বিহরিলেন যেমনে।।"
"ঠাকুরো থাকিয়া কথোদিন নীলাচলে।
পুনঃ গৌড়দেশে আইলেন কুতূহলে।।
গঙ্গাতীরে-তীরে প্রভু লইলেন পথ।
স্নান-পানে গঙ্গার পূরিল মনোরথ।।
গৌড়ের নিকটে রামকেলি গ্রামে গেলা।
নাটশালা হৈতে প্রভু পুনঃ ফিরি আইলা।।"

প্রভু চলিলেন মথূরাতে

বাহির হ'য়ে নীলাচলে হ'তে— প্রভু চলিলেন মথূরাতে

পানিহাটি রামকেলি হ'য়ে—প্রভু চলিলেন মথুরাতে

ফির্‌লেন কানাই নাটশালা হ'তে

বহু লোক সঙ্ঘট্ট ভয়ে—ফিরলেন কানাই নাটশালা হ'তে

আইলেন পুনঃ রামকেলিতে

নীলাচলে যাবার লাগি—আইলেন পুনঃ রামকেলিতে

ব্রজে যাবার আজ্ঞা দিলেন

শ্রীরূপ সনাতন দুইজনে—ব্রজে যাবার আজ্ঞা দিলেন

প্রকাশিতে লুপ্ত লীলাস্থানে—ব্রজে যাবার আজ্ঞা দিলেন

লুপ্ত-ব্রজ প্রকাশ-তরে—ব্রজে যাবার আজ্ঞা দিলেন

"একদিন প্রভু নিজ প্রিয়গণ লৈয়া।
নাচে সঙ্কীর্ত্তনে মহাপ্রেমে মত্ত হৈয়া।।
নিরখিয়া শ্রীখেতরী গ্রাম দিশাপানে।
অদ্ভুত আনন্দধারা বহে দু'নয়নে।।
নরোত্তম বলিয়া ডাকয়ে বারে বারে।
ভক্তবাৎসল্যেতে স্থির হৈতে না পারে।।"

"পদ্মার তীরে আসি কহে ধর প্রেম লহ।
নরোত্তম নামে প্রেম তারে তুমি দিও।।"

একদিন প্রাণ গৌরহরি
নিজ নামানন্দে মেতে
সঙ্কীর্ত্তন-নৃত্যাবেশে—নিজ নামানন্দে মেতে
ডেকেছিলেন নরু নরু ব'লে
হেমদণ্ডবাহু তুলে—ডেকেছিলেন নরু নরু ব'লে
খেতরী গ্রামের পানে চেয়ে—ডেকেছিলেন নরু নরু ব'লে
রামকেলি হ'তে ফির্‌বার কালে
নরোত্তমে আকর্ষিয়ে—রামকেলি হ'তে ফিরবার কালে
ভাগীরথীর তীরে তীরে—রামকেলি হ'তে ফির্‌বার কালে
আসি প্রভু পদ্মাতীরে
রাখিলেন নিজ-প্রেম
ভাগ্যবতী পদ্মার কাছে—রাখিলেন নিজ-প্রেম
এই ধর লও পদ্মাবতী
তোমায়,—দিলাম আমার প্রেম-সম্পত্তি—এই ধর লও পদ্মাবতী
রেখো,—অতি গোপনে যতন ক'রে
আমার,—নরু জন্মিবে অবিলম্বে
তোমার তীরে খেতরী গ্রামে—আমার, —নরু জন্মিবে অবিলম্বে
আসিলে তোমা অবগাহনে
নরু তার মায়ের সনে—আসিলে তোমা অবগাহনে
তারে দিও এই প্রেমধনে—আসিলে তোমা অবগাহনে
প্রেম রাখি পদ্মাবতীর কাছে
পুনঃ আইলেন গঙ্গাতীরে

"হেনমতে রহিয়া রহিয়া গঙ্গাতীরে।
কথোদিনে আইলেন অদ্বৈত-মন্দিরে।।"

উপনীত শান্তিপুরে

গঙ্গাতীরে আস্‌তে আস্‌তে—উপনীত শান্তিপুরে
শ্রীসীতানাথের ঘরে—উপনীত শান্তিপুরে

শান্তিপুরে আইলা শচীনন্দন

সঙ্গে,—নিত্যানন্দ-আদি প্রিয়গণ—শান্তিপুরে আইলা শচীনন্দন

আনন্দে হইলেন মত্ত

নিজ,—ন্যথে পেয়ে শ্রীঅদ্বৈত —আনন্দে হইলেন মত্ত

হইল পরমানন্দ

আসি মিলিল যত ভকত

মধুলুব্ধ ভ্রমরের মত—আসি মিলিল যত ভকত
হেরিবারে প্রাণ শচীসুত—আসি মিলিল যত ভকত

সবাই মিলিলেন আসি

চারিদিক হতে ভক্তগণ—সবাই মিলিলেন আসি
দেখিবারে প্রাণ গোরাশশী—সবাই মিলিলেন আসি

আইলেন সব নদীয়াবাসী

শচীমাতা সঙ্গে ল'য়ে—আইলেন্ সব নদীয়াবাসী
তা'দের,—আঁখি চকোর আছে উপবাসী—আইলেন সব নদীয়াবাসী

হইল মহা সম্মিলন

প্রভু-সনে ভক্তগণের—হইল মহা সম্মিলন

সবাই হইলা উনমত

দেখি প্রাণশচীসুত—সবাই হইলা উনমত

দশদিন রহিলেন শান্তিপুরে

প্রভু শ্রীসীতানাথের প্রীতে—দশদিন রহিলেন শান্তিপুরে
কীর্ত্তন-নটন-রঙ্গে—দশদিন রহিলেন শান্তিপুরে
সবারে ভাসালেন প্রেম-পাথারে—দশদিন রহিলেন শান্তিপুরে

শান্তিপুরে স্থিতিকালে

করিলেন মহামহোৎসব

মাধবপুরীর আরাধনা দিনে—করিলেন মহামহোৎসব
সাঙ্গোপাঙ্গে গৌরহরি—করিলেন মহামহোৎসব
'সাঙ্গোপাঙ্গে গৌরহরি'—
নিত্যানন্দ সঙ্গে করি—সাঙ্গোপাঙ্গে গৌরহরি

করিলেন মহামহোৎসব
জানাইলেন অদ্বৈত-তত্ত্ব

মহা ঐশ্বর্য্যের বিকাশ দেখায়ে—জানাইলেন অদ্বৈত-তত্ত্ব

শান্তিপুর হ'তে বাহির হ'য়ে
চলে গোরা কুতুহলী

শ্রীঅদ্বৈত শিব বলি—চলে গোরা কুতূহলী

"কতদিন থাকি প্রভু অদ্বৈতের ঘরে।
আইলা কুমারহট্ট শ্রীবাস-মন্দিরে।।"

আইলেন প্রভু কুমারহট্টে

শান্তিপুর হ'তে বাহির হ'য়ে—আইলেন প্রভু কুমারহট্টে
শ্রীবাস-পণ্ডিতের ঘরে—আইলেন প্রভু কুমারহট্টে

পরীক্ষা ক'রলেন তারে

তার,—নিজ-নিষ্ঠা জানাবার তরে—পরীক্ষা ক'র্‌লেন তারে

শ্রীবাস পণ্ডিত জানাইলা

আপনার গৌরাঙ্গ-নিষ্ঠা—শ্রীবাস-পণ্ডিত জানাইলা
হাতে তিন তালি দিয়ে—শ্রীবাস পণ্ডিত জানাইলা

করিব তিন উপবাস

যাব না কাহার পাশ—করিব তিন উপবাস

যদি,—তিন উপবাসে অন্ন নাহি মিলে
ঝাঁপ দিব গঙ্গাজলে
তখন,—আবেশে বলেন গৌরহরি
কি কথা বল্‌লি শ্রীবাস

অন্নাভাবে হ'বে তোর উপবাস—কি কথা ব'ল্‌লি শ্রীবাস

অভাব ঘটিবে না তোরে

যদি, —লক্ষ্মী কখনও ভিক্ষা করে—অভাব ঘটিবে না তোরে (মাতন)

নিজ, —নিষ্ঠা জানালেন জগতেরে

শ্রীবাসে এই পরীক্ষা ছলে—নিজ,—নিষ্ঠা জানালেন জগতেরে

জানালেন জগতেরে

শ্রীবাসের তাঁর প্রতি নিষ্ঠা—জানালেন জগতেরে

কুমারহট্টে এই খেলা খেলি

রসময় গোরা বনমালী

নিত্যানন্দাদি সঙ্গে করি

"কতদিন থাকি প্রভু শ্রীবাসের ঘরে।
তবে গেলা পানিহাটি রাঘব-মন্দিরে।।"

আইলেন প্রভু পানিহাটিতে

রাঘব-পণ্ডিতের ঘরে—আইলেন প্রভু পানিহাটিতে (মাতন)

"রাঘব-পণ্ডিত প্রতি শ্রীগৌরসুন্দর
নিভৃতে কহিলা কিছু রহস্য উত্তর।।"

নিজ-গূঢ়-রহস্য প্রকাশিলেন

নিভৃতে রাঘব-পণ্ডিতের কাছে—নিজ-গূঢ়-রহস্য প্রকাশিলেন

রাঘবের,—নিতাইগত প্রাণ জে'নে—নিজ-গূঢ়-রহস্য প্রকাশিলেন

"রাঘব তোমারে আমি নিজ গোপ্য কই।"

গোপনে রেখেছিলাম আপন প্রাণে

'যা',—প্রকাশ করি নাই কারো স্থানে—গোপনে রেখেছিলাম আপন প্রাণে

সে মরম,—কথা কই তোমার স্থানে

তোমার,—প্রীতি দেখি নিতাই-ধনে—সে মরম, কথা কই তোমার স্থানে

'যা',—কভু বলি নাই জানে না আনে—সে মরম, —কথা কই তোমার স্থানে

"আমার দ্বিতীয় নাই নিত্যানন্দ বই।।"

আমার,—দ্বিতীয় নাই নিতাই বই

রাঘব তোমায় নিজ-গোপ্য কই—আমার, —দ্বিতীয় নাই নিতাই বই

"এই নিত্যানন্দ যেই করায়েন আমারে।
সেই করি আমি এই বলিল তোমারে।।"

আমি,—নিতাই-চাঁদের খেলার পুতুল
যেমন নাচায় তেমনি নাচি—আমি,—নিতাই-চাঁদের খেলার পুতুল

"আমার সকল কর্ম্ম নিত্যানন্দ-দ্বারে।
এই আমি অকপটে কহিল তোমারে।।"

আমার,—সকল কর্ম্ম নিতাই হ'তে
এই,—সত্য কহিলাম তোমায় নিভৃতে—আমার,—সকল কর্ম্ম নিতাই হ'তে
আর জগতে কেউ নাই
আমার,—কর্ম্ম ক'র্‌তে বিনে নিতাই—আর জগতে কেউ নাই
কেউ নাই আর ভুবনে
আমার,—কর্ম্ম ক'র্‌তে নিতাই বিনে—কেউ নাই আর ভুবনে
আমার কার্য্য যে কিছু করে
এই গূঢ় কথা জেনো অন্তরে—আমার কার্য্য যে কিছু করে
সে,—নিশ্চয় নিতাই বুকে ধরে
সে আমার,—কার্য্য করে অবহেলে
নিতাই যার বুকে খেলে—সে আমার, —কার্য্য করে অবহেলে
আমার,—কাজ ক'র্‌বার যার আছে সাধ
সে,—বুকে ধরুক নিতাইচাঁদ—আমার,—কাজ ক'র্‌বার যার আছে সাধ
সেই'—আমার কার্য্য ক'র্‌তে পারে
জগদ্‌গুরু নিতাই যে হৃদে ধরে—সেই, —আমার কার্য্য ক'র্‌তে পারে

"যেই আমি, সেই নিত্যানন্দ, ভেদ নাই।।"

এই গৌরবাক্য করি স্মরণ
আবেশে বল্‌লেন ঠাকুর লোচন
প্রাণগৌরাঙ্গের এই মরম—আবেশে বললেন ঠাকুর লোচন
অভিন্ন চৈতন্য-তনু
আমার ঠাকুর অবধূত—অভিন্ন চৈতন্য-তনু

অভিন্ন চৈতন্য-তনু-নিতাই

ঠাকুর লোচন বল্‌লেন তাই—অভিন্ন চৈতন্য-তনু নিতাই

"তোমার ঘরেই সব জানিবা এথাই।।"

"মহা যোগেন্দ্রেরও যাহা পাইতে দুর্ল্লভ।
নিত্যানন্দ হৈতে তাহা হইব সুলভ।।
এতেকে হইয়া তুমি মহা সাবধান।
নিত্যানন্দ সেবিহ যেহেন ভগবান্।।"

আমার পূজা করা হবে

আমার নিতাই ভজ তবে—আমার পূজা করা হবে (মাতন)

" হেনমতে পানিহাটি গ্রাম ধন্য করি।
আছিলেন কথোদিন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।।
তবে প্রভু আইলেন বরাহনগরে।
মহা ভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে।"

প্রাণগৌর আইলা বরাহনগরে

পানিহাটি গ্রাম ধন্য ক'রে—প্রাণগৌর আইলা বরাহনগরে

রঘুনাথ বিপ্রের ঘরে—প্রাণগৌর আইলা বরাহনগরে (মাতন)

"সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে।
প্রভু দেখি ভাগবত লাগিলা পড়িতে।।"

পড়িতে লাগিলা শ্রীভাগবত

দেখি ভাগবত মূরতি শচীসুত—পড়িতে লাগিলা শ্রীভাগবত

ভাগবত স্ফুর্ত্তি পেল রঘুনাথের

ভাগবতের মূর্তি দেখে—ভাগবত স্ফুর্তি পেল রঘুনাথের

"শুনিয়া তাহান ভক্তি যোগের পঠন।"

তার ভাগ্যের সীমা নাই

যার মুখে,—ভাগবত শুনেন চৈতন্য গোসাঞি—তার ভাগ্যের সীমা নাই

"আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ।।"

হৈলা ভাবে উনমত

ভাবনিধি শচীসুত—হৈলা ভাবে উনমত

আস্বাদিতে এসেছে এবার

গোবিন্দ গৌরাঙ্গ হ'য়ে—আস্বাদিতে এসেছে এবার

নিজ-নাম-রূপ-গুণ-লীলা—আস্বাদিতে এসেছে এবার

আজ তাই হ'লেন উনমত

ভক্তমুখে শুনি নিজ-কথামৃত—আজ তাই হলেন উনমত

"বোল বোল বোলে প্রভু বৈকুণ্ঠের রায়।"

গৌরমুখে ও নয় বোল বোল

যেন,—প্রেমসিন্ধু হ'ল উতরোল—গৌরমুখে ও নয় বোল বোল

ভাবে মত্ত হৈল গোরা

শুনি,—নিজকথা পীযূষ ধারা—ভাবে মত্ত হৈল গোরা

"হুঙ্কার গর্জ্জন করেন সদায়।।

সেহো বিপ্র পড়ে পরানন্দে মগ্ন হৈয়া।"

পরানন্দ-পাথারে দেয় সাঁতার

ভাগ্যবান্ বিপ্র আজ—পরানন্দ-পাথারে দেয় সাঁতার

যার কথা তারে শুনায়—পরানন্দ-পাথারে দেয় সাঁতার

তার সুখের ওর নাই আর—পরানন্দ-পাথারে দেয় সাঁতার

তাঁর,—ভাগবত পাঠ আজ হ'ল সার্থক

যা শুন্‌তে,—ভাগবত আসি হ'ল মূর্ত্ত—তার,—ভাগবত পাঠ আজ হ'ল সার্থক

"প্রভুও করেন নৃত্য বাহ্য পাস্‌রিয়া।।"

নাচে গোরা ন্যাসিমণি

রঘুনাথের মুখে ভাগবত শুনি—নাচে গোরা ন্যাসিমণি

নাচে আনন্দে মাতিয়া

প্রভু আপনায় ভুলিয়া—নাচে আনন্দে মাতিয়া

আপনার কথা শুনিয়া—নাচে আনন্দে মাতিয়া

ভাবভরে নাচে শচীসুত

শুনি,—রঘুনাথ-মুখে ভাগবত—ভাবভরে নাচে শচীসুত

"ভক্তির মহিমা শ্লোক শুনিতে শুনিতে।"

আস্বাদিছেন গৌরহরি

নিজ ভক্তি-মাধুরী—আস্বাদিছেন গৌরহরি

"পুনঃ পুনঃ আছাড় পড়েন পৃথিবীতে।।"

ও ত' আছাড় পড়া নয়

ধরণীর সৌভাগ্য বাড়ায়—ও ত' আছাড় পড়া নয়

ভাগ্যবতী বরাহনগর ভূমি

যার রজে,—গড়ি যায় গৌর গুণমণি—ভাগ্যবতী বরাহনগর ভূমি

ধন্য ধন্য বরাহনগর ভূমি

প্রাণগৌর বুকে ধরেছ তুমি—ধন্য ধন্য বরাহনগর ভূমি

আজ, —হৃ'দে ধরে বরাহনগর ভূমি

রাই সম্পুটে নীলমণি—আজ,—হৃ'দে ধরে বরাহনগর ভূমি

বুঝি হ'য়েছে সৌভাগ্যবতী

ব্রজ-রাসস্থলী হ'তে—বুজি হ'য়েছে সৌভাগ্যবতী

এ মূরতি ত পায় নাই বুকে

বৃন্দাবনের রাসস্থলী—এ মূরতি ত পায় নাই বুকে

সে ত ছাড়াছাড়ি ছাড়াছাড়ি

এ যে জড়াজড়ি জড়াজড়ি—সে ত ছাড়াছাড়ি ছাড়াছাড়ি

অনুভব কর ভাই রে

শ্রীগুরুচরণ হৃ'দে ধ'রে—অনুভব কর ভাই রে

নেচেছে কি রাসস্থলীতে

প্রেমবৈচিত্ত্য মূরতি ধ'রে—নেচেছে কি রাসস্থলীতে

আজ বুকেতে ধরিছে সুখে

বরাহনগর ভূমি—আজ বুকেতে ধরিছে সুখে

রাইকানু মিলিত মূরতি—আজ বুকেতে ধরিছে সুখে

মহা,—রাসবিলাসের পরিণতি—আজ বুকেতে ধরিছে সুখে

'মহা,—রাসবিলাসের পরিণতি'—

রাইকানু একাকৃতি—মহা,—রাসবিলাসের পরিণতি

আজ বুকেতে ধরিছে সুখে

সাক্ষাৎ বিলাস-বিবর্ত্ত—আজ বুকেতে ধরিছে সুখে

বিবর্ত্তে বিলাস-রঙ্গী—আজ বুকেতে ধরিছে সুখে

তাই বলি,—তুমি অতি ভাগ্যবতী

বরাহনগর পুন্যভূমি—তাই বলি,—তুমি অতি ভাগ্যবতী

বুকে,—ধরেছ গৌর নাটুয়া মূরতি—তাই বলি,—তুমি অতি ভাগ্যবতী

"হেন সে করেন প্রভু প্রেমার বিকাশ।
আছাড় দেখিতে সর্ব্বলোকে পায় ত্রাস।।
এইমত রাত্রি তিন-প্রহর-অবধি।
ভাগবত শুনিয়া নাচিলা গুণনিধি।।"

তিনপ্রহর-অবধি নাচিল গোরা

ভাগবত শুনে প্রেমে হ'য়ে ভোরা—তিনপ্রহর-অবধি নাচিল গোরা

আস্বাদিছে স্বমাধুরী

এ যে আশ মিটান লীলারে—আস্বাদিছে স্বমাধুরী

ভক্তভাব অঙ্গীকার করে—আস্বাদিছে—স্বমাধুরী

কেউ যেন মনে ক'রো না

একদিন নেচেছিলেন

আজ সেই দিন বটে

তার,—ত্রিকাল-সত্য-লীলায়—আজ সেই দিন বটে

নেচেছিলেন তিন প্রহর

ভাগবত পাঠ শুনে—নেচেছিলেন তিন প্রহর

সেই নটন বন্ধ হয় নাই

আজও প্রভু নাচিছে

তার,—ত্রিকাল-সত্য-লীলায়—আজও প্রভু নাচিছে

ভাগ্যবান্ জনে দেখ্ছে

যার,—প্রেম-নেত্রের বিকাশ হ'য়েছে—ভাগ্যবান্ জনে দেখ্ছে

এখনও নাচ্ছে

প্রত্যক্ষ ক'রে গেছে

নৃত্যের ইঙ্গিত—প্রত্যক্ষ ক'রে গেছে
এই আসনে নূপুরের কড়াই—প্রত্যক্ষ ক'রে গেছে
ভাগ্যবান্ ডবুবাবু—প্রত্যক্ষ ক'রে গেছে

প্রমাণ ত রেখে গেছে
শ্রীমন্দিরে রয়েছে
এখন নাচ্‌ছে

নটন নয় সীমাবদ্ধ—এখনও নাচ্‌ছে

'ভাগবত শুনিয়া নাচিলা গুণনিধি।।
বাহ্য পাই বসিলেন শ্রীশচীনন্দন।
সন্তোষে বিপ্রেরে করিলেন আলিঙ্গন।।"

রঘুনাথে কৈলেন কোলে

ভাগবত শুনি সন্তোষে—রঘুনাথে কৈলেন কোলে
আইস আইস আইস বোলে—রঘুনাথে কৈলেন কোলে
'আইস আইস আইস বোলে'—
আমায় এ কি সুখ দিলে—আইস আইস আইস বোলে

রঘুনাথে কৈলেন কোলে
আলিঙ্গিয়ে দিলেন সেই মহাধন

যা ব্রজে মঞ্জীরা পায় নাই—আলিঙ্গিয়ে দিলেন সেই মহাধন

চেয়ে কেবল দেখেছে

মঞ্জরীরা জড়াজড়ি—চেয়ে কেবল দেখেছে
পায় নাই বুকে ধর্‌তে—চেয়ে কেবল দেখেছে

আজ সেই জড়াজড়ি

ভাগবত-আচার্য্যের বক্ষোপরি—আজ সেই জড়াজড়ি

"প্রভু বোলে ভাগবত এমত পড়িতে।
কভু নাহি শুনি আর কাহারও মুখেতে।।
এতেকে তোমার নাম 'ভাগবতাচার্য্য'।
ইহা বৈ আর কোন না করিহ কার্য্য।।"

কোন কার্য্য ক'রো না

ভাগবত পাঠ বিনে—কোন কার্য্য ক'রো না

পড়ো তুমি ভাগবত

পূর্ণ হবে মনোরথ—পড়ো তুমি ভাগবত

"বিপ্র-প্রতি প্রভুর পদবী যোগ্য শুনি।
সভে করিলেন মহা জয় হরিধ্বনি।।"

সবে করে হরিধ্বনি

ভাগবতাচার্য্য পদবী শুনি—সবে করে হরিধ্বনি

বলে,—জয় জয় রঘুনাথ

তোমায়,—গৌর কৈলেন আত্মসাৎ—বলে,—জয় জয় রঘুনাথ (মাতন)

প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে

এই পূণ্য ভূমিতে এসে—প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে
শ্রীগুরুদেবের কৃপা—প্রেরণায়—প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে

এই সেই পুণ্য ভূমি

ভাগবতাচার্য্যের ভবন—এই সেই পুণ্য ভূমি
যেথা নাচিলেন গৌর-গুণমণি—এই সেই পুণ্য ভূমি

এ যে,—গৌর-নাচা ভূমি রে

ভাগ্যবান্ ভাগবতাচার্য্যের পাট— এ যে,—গৌর-নাচা ভূমি রে

আজ সেই দিন রে
প্রভু আইলা বরাহনগরে

আজ,—পানিহাটি গ্রাম হ'তে—প্রভু আইলা বরাহনগরে
রঘুনাথ-বিপ্রের ঘরে—প্রভু আইলা বরাহনগরে
তাঁর প্রকট-বিহার-লীলায়—প্রভু আইলা বরাহনগরে
নিতাই সনে যুগল হ'য়ে—প্রভু আইলা বরাহনগরে
ভক্তগণ সঙ্গে ল'য়ে—প্রভু আইলা বরাহনগরে

নেচেছিলেন তিন প্রহর অবধি

রঘুনাথ-মুখে ভাগবত শুনি—নেচেছিলেন তিন প্রহর অবধি

বয়েছিল প্রেমের পাথার

গৌর আগমনে বরাহনগরে—বয়েছিল প্রেমের পাথার

দেখিতে ত পেলাম নারে

তখন জনম হ'ল না—দেখিতে ত পেলাম নারে

নটন-পর শচীদুলালে—দেখিতে ত পেলাম নারে

এই বরাহনগর, ভাগবতাচার্য্যের ঘরে—দেখিতে ত পেলাম নারে

সেই একদিন আর এই একদিন

প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে

এই সেই নাচবার দিন

এই সেই পুণ্য ভূমি

শ্রীগুরু-মুখে শুনেছি মোরা

ত্রিকাল-সত্য গৌর-লীলা—শ্রীগুরু-মুখে শুনেছি মোরা

গৌরের,—সে লীলা প্রকট সেখানে

যে দিন যে লীলা করেছেন যেখানে—গৌরের,—সে লীলা প্রকট সেখানে

অনুভব করে ভাগ্যবান্ জনে

যে হৃ'দে ধরেছে শ্রীগুরু-চরণে—অনুভব করে ভাগ্যবান্ জনে

আজও হ'তেছে সেই লীলা

গৌর নাচিছে প্রেমভরে

এই,—ভাগবতাচার্য্যের ঘরে—গৌর নাচিছে প্রেমভরে

ত্রিকাল-সত্য-লীলায়—গৌর নাচিছে প্রেমভরে

"গৌর-প্রেম-বন্যায় ভাসে বরাহনগর।

আজ,—রঘুনাথ-বিপ্রের ঘরে গৌরাঙ্গ-সুন্দর।।"

আজ,—এসেছি বড় আশা ক'রে

শ্রীগুরু-বাক্য হৃ'দে ধ'রে—আজ,—এসেছি বড় আশা ক'রে

'শ্রীগুরু-বাক্য হৃ'দে ধ'রে'—

ত্রিকাল-সত্য গৌরলীলা—শ্রীগুরু-বাক্য হৃ'দে ধ'রে

আজ,—এসেছি বড় আশা ক'রে

আজ গৌরের,—আগমন দিন জে'নে—আজ,—এসেছি বড় আশা ক'রে

'আজ গৌরের,—আগমন দিন জে'নে—'

এই, —পুণ্যভূমি বরাহনগরে—আজ গৌরের, —আগমন দিন জে'নে

আজ,—এসেছি বড় আশা ক'রে

দেখিব মোরা নয়নভ'রে

নয়ন-রঞ্জন,—গোরা রঘুনাথের ঘরে—দেখিব মোরা নয়নভ'রে

আজ,—নিশ্চয় এসেছ তুমি

হা,—প্রাণ গৌরগুণমণি—আজ,—নিশ্চয় এসেছ তুমি

তোমার,—ত্রিকাল-সত্য-লীলায়—আজ,—নিশ্চয় এসেছ তুমি

এই বরাহনগরে,—ভাগবতাচার্য্যের ঘরে—আজ,—নিশ্চয় এসেছ তুমি

পেয়েছি তার নিদর্শন

তুমি,—করেছ হেথা আগমন—পেয়েছি তার নিদর্শন

এসেছেন শ্রীমহাপ্রসাদ

মধুর নীলাচল হ'তে—এসেছেন শ্রীমহাপ্রসাদ

লীলাশক্তির প্রেরণায়—এসেছেন শ্রীমহাপ্রসাদ

বুঝি,—পাঠায়েছেন প্রতাপরুদ্র

এই মনে হয়—বুঝি,—পাঠায়েছেন প্রতাপরুদ্র

তোমার,—আগমন দিন জে'নে—পাঠায়েছেন প্রতাপরুদ্র

নিশ্চয় এসেছ তুমি

নৈলে,—এসেছে কার আকর্ষণে

শত শত নরনারী—নৈলে,—এসেছে কার আকর্ষণে

যাদের,—আঙ্গিনা বিদেশ তারা—নৈলে,—এসেছে কার আকর্ষণে

দেহ ধর্ম্ম পাসরিয়ে—নৈলে,—এসেছে কার আকর্ষণে

কে তাদের এনেছে টেনে

দেহ গেহ ভুলাইয়ে—কে তাদের এনেছে টেনে

প্রাণগৌর তোমা বিনে—কে তাদের এনেছে টেনে

যদি, —টেনে এনেছ নিজগুণে

শত শত নরনারীগণে—যদি, —টেনে এনেছ নিজগুণে

একবার দেখা দাও

ভোগ লালসা তাদের ঘুচায়ে দাও

প্রাকৃত,—রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দের—ভোগ লালসা তাদের ঘুচায়ে দাও

সবাই এদের পিছে পিছে ছুটে

ছায়া দেখে মুগ্ধ হ'য়ে—সবাই এদের পিছে পিছে ছুটে

কোথা গেলে পাব ব'লে—সবাই এদের পিছে পিছে ছুটে

দিবা নিশি দুঃখ ভোগ করে—সবাই এদের পিছে পিছে ছুটে

তাদের এই দুঃখ ঘুচাও

একবার দেখা দাও—তাদের এই দুঃখ ঘুচাও

নিশিদিশি মরমে ঝুরি

জগবাসী নরনারী—নিশিদিশি মরমে ঝুরি

হেরি তোমার,—অখিল রসামৃত মূরতি—নিশিদিশি মরমে ঝুরি

প্রাকৃত,—ভোগবাসনা পাসরি—নিশিদিশি মরমে ঝুরি

একবার দেখা দাও

হা গৌর প্রাণ গৌর—একবার দেখা দাও

আর কতদিন থাক্‌ব মেতে

প্রাকৃত,—রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দে—আর কতদিন থাক্‌ব মেতে

আজ,—মনে বড় আশা হ'য়েছে

তোমায় দেখ্‌তে পাব ব'লে,—আজ মনে বড় আশা হ'য়েছে

এত লোকের আগমন দেখে—আজ,—মনে বড় আশা হ'য়েছে

একবার দেখা দাও

"একবার, —দাঁড়াও রসের বদন হেরি হে।।"

একবার দাঁড়াও

ওহে,—সীতানাথের আনানিধি—একবার দাঁড়াও

ওহে,—নদীয়া বিনোদিয়া—একবার দাঁড়াও

ওহে,—প্রাণ শচীদুলালিয়া—একবার দাঁড়াও

ওহে,—শ্রীবাস-অঙ্গনের নাটুয়া—একবার দাঁড়াও

ওহে,—রসরাজ গৌরাঙ্গ নট—একবার দাঁড়াও
কোথা হে,—সঙ্কীর্ত্তন সুলম্পট—একবার দাঁড়াও
কোথা হে,—গদাধরের প্রাণবঁধুয়া—একবার দাঁড়াও
কোথা হে,—কীর্ত্তন-কেলিরস-বিনোদিয়া—একবার দাঁড়াও
কোথা,—সঙ্কীর্ত্তন-রাসরস-উন্মাদিয়া—একবার দাঁড়াও
কোথা,—নরহরির চিতচোর—একবার দাঁড়াও
কোথা,—রসময়—গৌরকিশোর—একবার দাঁড়াও
কোথা আমার,—নিতাই-পাগল-করা গোরা—একবার দাঁড়াও
কোথা আমার,—পাগলের চিতচোর—একবার দাঁড়াও
'কোথা আমার,—পাগলের চিতচোর'—
যার মুখে,—শুনেছি তোমার গুণের কথা—কোথা আমার,—পাগলের চিতচোর
একবার দাঁড়াও

"একবার,—দাঁড়াও রসের বদন হেরি হে।।"

একবার দেখা দাও
চকোর আঁখি উপবাসী আছে
তোমার,—মুখ-সুধা পিবে ব'লে—চকোর আঁখি উপবাসী আছে
একবার দেখা দাও
দেখিতে ত' দাও নাই
যখন,—প্রকট-লীলায় বিহরিলে—দেখিতে ত' দাও নাই
'যখন,—প্রকট-লীলায় বিহরিলে'—
এই,—সুরধূনীর তীরে তীরে—যখন,—প্রকট-লীলায় বিহরিলে
দেখিতে ত' পাই নাই
তখন জনম দাও নাই—দেখিতে ত' পাই নাই
গমনে নটন বচনে গান—দেখিতে ত' পাই নাই
নিশিদিশি জ্বল্‌ছে হিয়ায়
সেই লীলা-অদর্শন-শেল—নিশাদিশি জ্বল্‌ছে হিয়ায়

দগ্ধ হৃদয় জুড়াব ব'লে
শ্রীগুরুবাক্য হৃ'দে ধ'রে
ত্রিকালসত্য তোমার লীলা—এই,—শ্রীগুরুবাক্য হৃ'দে ধ'রে
ছুটে যাই ভাই ভাই মিলে
যেখানে,—যখন তোমার লীলাকাল—ছুটে যাই ভাই ভাই মিলে
গৌর তোমায় দেখ্‌ব ব'লে—ছুটে যাই ভাই ভাই মিলে
কিন্তু,—দেখ্‌তে পাই না নিজ-দুর্দ্দৈব-দোষে
এই যে আমরা খুঁজে এলাম
গঙ্গাতীরে ঘুরে ঘুরে—এই যে আমরা খুঁজে এলাম
গিয়েছিলাম শান্তিপুরে
শ্রীসীতানাথের ঘরে—গিয়েছিলাম শান্তিপুরে
বড় সাধ ছিল মনে
প্রভু তোমায় দেখ্‌ব নয়নে—বড় সাধ ছিল মনে
পাগলা প্রভু নিতাই সনে—বড় সাধ ছিল মনে
মাধবপুরীর আরাধনা দিনে—বড় সাধ ছিল মনে
মহামহোৎসব-রঙ্গে—বড় সাধ ছিল মনে
দেখ্‌তে ত' পেলাম না
হতাশ প্রাণে ফিরে এলাম
বুকের ব্যথা বুকে ধ'রে—হতাশ প্রাণে ফিরে এলাম
আবার গেলাম আশা ক'রে
তোমার ভক্ত শ্রীবাসের ঘরে—আবার গেলাম আশা ক'রে
তোমার আগমন দিন জেনে—আবার গেলাম আশা ক'রে
ব্যাকুল হ'য়ে ডাক্‌লাম
কোথায় আছ শ্রীবাস পণ্ডিত
একবার দেখাও হে
তোমার অঙ্গনের নাটুয়া মূরতি—একবার দেখাও হে
দেখাও নাই দেখ্‌তে পাই নাই
কেঁদে কেঁদে ফিরে এলাম—দেখাও নাই দেখ্‌তে পাই নাই

কাল গেলাম পানিহাটিতে

তোমার আগমন দিন জেনে—কাল গেলাম পানিহাটিতে

ব্যাকুল হ'য়ে ডাক্‌লাম

কোথা আছ রাঘব পণ্ডিত

একবার দেখাও হে

তোমার,—গৃহবিহারী গৌরহরি—একবার দেখাও হে

বড়সাধে এলাম মোরা

শুন্‌ব নিতাই-রহস্য-কথা

গৌরহরি বল্‌বেন তোমায়—শুন্‌ব নিতাই-রহস্য-কথা

কোন সাড়া পেলাম না

দেখা পেলাম না তোমাধনে

ফিরে এলাম হতাশ-প্রাণে—দেখা পেলাম না তোমাধনে

আজ—এসেছি বড় আশা ক'রে

পুনঃ পুনঃ বাধা পেয়ে—আজ,—এসেছি বড় আশা ক'রে

প্রাণ-গৌর তোমায় দেখ্‌ব ব'লে—আজ,—এসেছি বড় আশা ক'রে

এখানে তোমার আগমন জেনে—আজ,—এসেছি বড় আশা ক'রে

একবার দেখা দাও

হা গৌর প্রাণ গৌর—একবার দেখা দাও

কোথা আছ ভাগবতাচার্য্য

একবার দেখাও হে

তোমার ঘরের নাটুয়া গৌর—একবার দেখাও হে

সেই,—চিতচোর চূড়ামণিরে—একবার দেখাও হে

কোথা নাচাইছ তারে

শ্রীভাগবত শুনাইয়ে—কোথা নাচাইছ তারে

তোমারই ত' অধিকার

তোমার ঘরে এসেছেন—তোমারই ত' অধিকার

তুমি দেখালে দেখাতে পার—তোমারই ত' অধিকার

দয়া ক'রে দেখালে দেখি

তোমার,—হাতে ধরা গৌর-গুণনিধি—দয়া ক'রে দেখালে দেখি

আমাদের,—গৌর দেখ্‌বার নাই শকতি—দয়া ক'রে দেখালে দেখি

গৌর দেখ্‌বার নাই কোন বল

একমাত্র কৃপা সম্বল—গৌর দেখ্‌বার নাই কোন বল

একবার দেখাও হে

আজ,—এসেছি বড় আশা ক'রে

তোমার,—ঘরে গৌর আগমন জেনে—আজ,—এসেছি বড় আশা ক'রে

ভাগবতাচার্য্য কোথা তুমি

এই ত তোমার বসতি ভূমি—ভাগবতাচার্য্য কোথা তুমি

কোথা পড়িতেছ ভাগবত

কোথা নাচিতেছেন শচীসুত

তোমার মুখে,—শুনি ভক্তির মহিমা শ্লোক—কোথা নাচিতেছেন শচীসুত

কোথা,—নাচিতেছেন গোরা গুণমণি

কোথা ভাগবত পড়িছ তুমি— কোথা, —নাচিতেছেন গোরা গুণমণি

একবার দেখাও হে

গৌরপ্রিয় ভাগবতাচার্য্য—একবার দেখাও হে

কনক-রুচির গৌর—একবার দেখাও হে

সর্ব্বচিত্তৈক চৌর—একবার দেখাও হে

প্রকৃতি মধুর-দেহ—একবার দেখাও হে

পূর্ণ লাবণ্য-গেহ—একবার দেখাও হে

সৌন্দর্য্যের সার মাধুর্য্যের পার—একবার দেখাও হে

মহাভাবের আধার—একবার দেখাও হে

ভয় নাই আমরা ল'য়ে যাব না

তোমার গৌর তোমারই থাক্‌বে—ভয় নাই আমরা ল'য়ে যাব না

কি দিয়ে তারে বেঁধে রাখ্‌ব

দুর্ব্বাসনার কিঙ্কর মোরা—কি দিয়ে তারে বেঁধে রাখ্‌ব

কপটতার মূরতি মোরা—কি দিয়ে তারে বেঁধে রাখ্‌ব

ভালবাস্‌তে জানি না—কি দিয়ে তারে বেঁধে রাখ্‌ব

ভয় নাই আমরা ল'য়ে যাব না
শুধু একবার দেখ্‌ব
প্রাণে প্রাণে ভোগ করিব

মূরতি দেখ্‌ব—প্রাণে প্রাণে ভোগ করিব

তার,—মূরতি কত শকতি ধরে

যার,—নামে ঘরের বাহির করে—তার,—মূরতি কত শকতি ধরে (মাতন)

একবার দেখাও হে
কথা যে কইছ না
তবে কি তারে দেখাবে না

তোমার,—ঘরে এসেছে গৌরসোণা—তবে কি তারে দেখাবে না

কত,—আশা ক'রে এলাম তোমার ঘরে

দেখ্‌ব ব'লে চিতচোরে—কত,—আশা ক'রে এলাম তোমার ঘরে
তুমিও যে কথা কইলে না হে—কত,—আশা ক'রো এলাম তোমার ঘরে

আর কার কাছে যাব

কে প্রাণগৌর দেখাইবে—আর কার কাছে যাব

বল বল ওগো সুরধুনী
ব'লে দে ব'লে দে

ওগো ধনী সুরধুনী—ব'লে দে ব'লে দে
প্রাণগৌর কোথা আছে—ব'লে দে ব'লে দে

তুমিও যে কথা কইছ না
আর কার কাছে যাব
কোথা আছ প্রভু নিতাই

পরাণ গৌরাঙ্গ ল'য়ে— কোথা আছ প্রভু নিতাই

একবার দেখা দাও
তুমিও ত কথা কইলে না

অগতির গতি দাতা—তুমিও ত কথা কইলে না

আর কার কাছে যাব
কে এমন বান্ধব আছে
ল'য়ে যাবে গৌররে কাছে—কে এমন বান্ধব আছে
সেই ত আছে জগমাঝে
আমাদের আপন ব'লতে—সেই ত আছে জগমাঝে
যে,—যেচে এসে হাত ধরেছে—সেই ত আছে জগমাঝে
অঙ্গীকার ক'রেছে
অশেষ—দোষের দোষী জে'নে—অঙ্গীকার ক'রেছে
নাম উপদেশ ক'রেছে
সাধ্য সাধন নির্ণয় করা—নাম উপদেশ ক'রেছে
আর ভয় নাই ব'লে—নাম উপদেশ ক'রেছে
সেই ত আমাদের আপন বটে
ওগো আমার দরদী
ওগো আমার ব্যথার ব্যথী
ওগো তুমি কোথায় গো
বেড়াইছ লুকাইয়ে
গৌর সন্ধান ব'লে দিয়ে—বেড়াইছ লুকাইয়ে
সন্ধান ত পাই নাই
খুঁজে খুঁজে হ'লাম সারা—সন্ধান ত পাই নাই
তুমি ত তার সঙ্গেই আছ
কত রঙ্গে বিহরিছ—তুমি ত তার সঙ্গেই আছ
সঙ্গেই ত এসেছ
ত্রিকালসত্য-লীলায় বরাহনগরে—সঙ্গেই ত এসেছ
একবার দেখাও হে
তুমি ত বাঁধা পড়েছ
যেদিনে হাত ধ'রেছ—তুমি ত বাঁধা পড়েছ
নিষ্কৃতি ত নাই তোমার
অভাব নিয়ে গৌর না দিলে—নিষ্কৃতি ত নাই তোমার

তাই বলি একবার দেখাও

তারে একবার দেখাও হে

যার,—নাম শুনায়ে ঘরের বাহির ক'রেছ—তারে একবার দেখাও হে

গৌর সনে দেখা দাও

হৃদিপটে এঁকে নেব

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিহার—হৃদিপটে এঁকে নেব

না না,—পরে হৃদিপটে আঁক্‌ব

তার আগে শুধাব

একটী কথা শুধাব

তারে দেখি কিবা ভোগ করি

ভোগের স্বভাব নাই আমাদের—তারে দেখি কিবা ভোগ করি

একটি কথা শুধাব

চোখের দেখা দেখ্‌ব একটী কথা শুধাব

হা গৌর প্রাণ গৌর

সকল সুখেই কর্‌ছ বঞ্চিত

প্রকট-লীলা ত দেখাও নাই—সকল সুখেই কর্‌ছ বঞ্চিত

আশাপথ চেয়ে আছি

শ্রীগুরু-মুখের কথা স্মঙরি—আশাপথ চেয়ে আছি

শ্রীমুখে ব'লেছেন শ্রীগুরুদেব

প্রতিজ্ঞা ক'রেছ তুমি

"এই,—পৃথিবীর মধ্যে আছে যত দেশ গ্রাম রে।

সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম রে।।"

সেদিনের আর ক'দিন্ বাকী

এই কথা শুধাব,—সে দিনের আর ক'দিন বাকী

বল বল প্রাণগৌর—সে দিনের আর ক'দিন বাকী

আমরা দেখ্‌তে পাব না কি—সে দিনের আর ক'দিন বাকী

দেখি না ত' অনুকূল রীতি

তোমার বাক্য পূর্ণ হ'বার—দেখি না ত' অনুকূল রীতি

এ, যা সব যে বিপরীত দেখি—দেখি না ত' অনুকূল রীতি

অশান্তি-অনলে জগৎ জ্বলে

কালকলির পীড়নে—অশান্তি-অনলে জগৎ জ্বলে

প্রতিকার কি হ'বে না

হা নাথ বিশ্বম্ভর—প্রতিকার কি হ'বে না

কবে আশা পূর্ণ হবে

নাম-প্রেমে বিশ্ব ভ'র্‌বে—কবে আশা পূর্ণ হবে

না না,—তোমায় ব'লে কিবা হবে

তারেই ত ব'লতে হবে

তোমার কার্য্য যার দ্বারে—তারেই ত ব'ল্‌তে হবে

সে ত তোমার সঙ্গে আছে

আর একবার ব'লে দাও

তোমার,—অভিন্ন-তনু নিতাই-চাঁদে—আর একবার ব'লে দাও

তেমনি ক'রে,—হাতে ধ'রে কেঁদে কেঁদে—আর একবার ব'লে দাও

তোমার,—বিশ্বম্ভর নাম পূর্ণ কর'তে—আর একবার ব'লে দাও

মেতে আছে তোমায় ল'য়ে

তোমার,—আজ্ঞা পালন করে নাই সে—মেতে আছে তোমায় ল'য়ে

জীবের দশা ভুলে গেছে—মেতে আছে তোমায় লয়ে

আর একবার পাঠায়ে দাও

কোথা আছ প্রভু নিতাই

বড় দুঃখ্‌ হ'তেছে মোদের—কোথা আছ প্রভু নিতাই

বিশ্বম্ভর নামে যে কলঙ্ক রট্‌ছে—কোথা আছ প্রভু নিতাই

ঘুচাও নামের কালিমা ঘুচাও

কোথা আছ আত্ম গোপন ক'রে

তোমার ধর্ম্ম পাসরিয়ে—কোথা আছ আত্ম গোপন ক'রে

তোমার,—হাতে ধ'রে ব'লে দিয়েছে

তোমার প্রভু বিশ্বম্ভর—তোমার,—হাতে ধ'রে ব'লে দিয়েছে

নাম–প্রেম দিতে আচণ্ডালে —তোমার,—হাতে ধ'রে ব'লে দিয়েছে

তারা কি গো তোমার নয়

আসুরিক বৃত্তি যাদের—তারা কি গো তোমার নয়

ঘুচাইতে কি পার না

তাদের আসুরিক স্বভাব—ঘুচাইতে কি পার না

তুমি সর্ব্ব-শক্তি ধর

তোমার,—হৃ'দে বিহরে বিশ্বম্ভর—তুমি সর্ব্ব-শক্তি ধর

তেমনি ক'রে আবার চল

প্রাণ-গৌর-আজ্ঞা শিরে ধ'রে—তেমনি ক'রে আবার চল

আজ্ঞা পালন হয় নাই তোমার—তেমনি ক'রে আবার চল

নাম-প্রেমে জগৎ মাতাও

তেমনি ক'রে সেধে যেচে—নাম-প্রেমে জগৎ মাতাও

কিন্তু তোমায় ব'ল্‌ব না

কলিজীবের পাপতাপ নিতে—কিন্তু তোমায় ব'ল্‌ব না

প্রাণ কেঁদে উঠে গো

সে দিনের কথা মনে হ'লে—প্রাণ কেঁদে উঠে গো

তোমার অঙ্গ কালি হ'ল

দুই ভায়ের পাপ নিয়ে—তোমার অঙ্গ কালি হ'ল

আর তোমায় ব'ল্‌ব না

জগজীবের পাপ নিতে—আর তোমায় ব'ল্‌ব না

তুমি কেন পাপতাপ নিবে

তুমি গৌর-সেবা বিগ্রহ—তুমি কেন পাপতাপ নিবে

আমরা,—তোমার চির কিঙ্কর থাক্‌তে—তুমি কেন পাপতাপ নিবে

'আমরা,—তোমার চির কিঙ্কর থাক্‌তে'—

তোমার দাস,—অঙ্গীকার করেছে মোদের—আমরা,—তোমার চির

কিঙ্কর থাক্‌তে

তোমায়, —পাপ নিতে দিব না

আমরা থাক্‌তে পাপের বোঝা—তোমায়,—পাপ নিতে দিব না

গরবেতে বলি গো

তোমার দাসের দাস এই—গরবেতে বলি গো

আমরা আছি পাপের খনি

আমরা তোমার সম্বন্ধ রাখি—আমরা আছি পাপের খনি

কুড়ায়ে ল'য়ে দাও আমাদের

জগজীবের পাপতাপ—কুড়ায়ে ল'য়ে দাও আমাদের

আমরা নরকে যাব

জগবাসীর দুর্দ্দৈব ল'য়ে—আমরা নরকে যাব

তুমি,—নাম-প্রেমে জগৎ মাতাও—আমরা নরকে যাব

যদি,—উদ্ধারিতে সাধ থাকে

আমা হেন পতিত-জনে—যদি,—উদ্ধারিতে সাধ থাকে

পতিত-পাবন নাম সার্থক ক'র্‌তে —যদি,—উদ্ধারিতে সাধ থাকে

তবে,—শুন শুন আমার কথা

যদি,—ক'র্‌তে চাও নামের সার্থকতা—তবে,—শুন শুন আমার কথা

নাম ধরেছ পতিত-পাবন

নাম,—সার্থক ক'র্‌বার উপায় শুন—নাম ধরেছ পতিত-পাবন

জগৎ উদ্ধার কর আগে

আমি যাব না তোমার কাছে

জগতের একজনও বাকী থা'ক্‌তে—আমি যাব না তোমার কাছে

যেদিন দেখ্‌ব কেউ বাকী নাই

গৌর-নাম-প্রেমে মত্ত সবাই—যেদিন দেখ্‌ব কেউ বাকী নাই

সেদিন তোমার হ'ব নিতাই

গরব ক'রে বল্‌ব

পতিত-পাবন-বাণা উড়াইব-গরব ক'রে বল্‌ব

আমার প্রভু নিত্যানন্দ

আমার আমার আমার আমার—আমার প্রভু নিত্যানন্দ

গৌর-নাম-প্রেমে জগৎ মাতাল—আমার প্রভু নিত্যানন্দ

কেউ নাই এ জগতে

অগতিরে গতি দিতে—কেউ নাই এ জগতে
আমার,—প্রভু নিত্যানন্দ বিনে—কেউ নাই এ জগতে

এই কর আমার নিতাই-সোনা

আর কোন নাই বাসনা—এই কর আমার নিতাই-সোনা

চাই না তোমার গৌর চাই না

গৌর পাবার অধিকার নাই—চাই না তোমার গৌর চাই না

কোন্ গুণে সেই গৌর পাব

সে যে,—রূপ-সনাতনের সাধনের ধন—কোন্ গুণে সেই গৌর পাব
সে যে,—দাস রঘুনাথের সাধ্য-নিধি—কোন্ গুণে সেই গৌর পাব

এই কর প্রভু নিতাই
যেখানে যাব দেখ্‌তে পাব
ঘরে ঘরে সবাই ঝুর্‌ছে

ম্লেচ্ছ-যবনাদি নরনারী—ঘরে ঘরে সবাই ঝুর্‌ছে
দ্বেষাদ্বেষ ভুলে গিয়ে—ঘরে ঘরে সবাই ঝুর্‌ছে
হা গৌর প্রাণ গৌর ব'লে —ঘরে ঘরে সবাই ঝুর্‌ছে

সব,—একপ্রাণ হ'য়ে গেছে

বিরোধ মিটে গেছে—সব,—একপ্রাণ হ'য়ে গেছে

স্বভাব জেগেছে

সবাই এক প্রভুর দাস—স্বভাব জেগেছে

অনুরাগে সবাই ব'ল্‌ছে

ভোগের স্বরূপ জেগে উঠেছে—অনুরাগে সবাই ব'ল্‌ছে

"দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে, গোরারূপ না হেরিলে,
মরমে মরিয়া যেন থাকি।
সাধ হয় নিরন্তর, হেমকান্তি কলেবর,
সতত হিয়ার মাঝে রাখি।।
তিলেক না দেখি তায়, পাঁজর ধসিয়া যায়,
ধৈরয় ধরিতে নাহি পারি।

অনুরাগের ডুরি দিয়া, অন্তরে কি করে সিয়া,
না জানি তার কতই ধার ধারি।।"

অনুরাগে সবাই ব'ল্‌ছে
স্বভাব জেগেছে বিরোধ গেছে—অনুরাগে সবাই ব'ল্‌ছে

"সুরধুনীর কূলে গিয়া, কূল দিব ভাসাইয়া,
অনল জ্বালিয়া দিব লাজে।
গৌরাঙ্গ সম্মুখে করি, হেরিব নয়নভরি,
দিন যায় মিছামিছি কাজে।।"

তবে ঘুচ্‌বে মনের ব্যথা
ওহে ও প্রেম-বিতরণ-ধাতা—তবে ঘুচ্‌বে মনের ব্যথা

বেদনা কি ঘুচ্‌বে না
আমরা কি দেখ্‌তে পাব না
সবাই ভ'জ্‌বে গৌরসোণা—আমরা কি দেখ্‌তে পাব না

জগভরি' উঠ্‌বে রোল
গৌরহরি-হরিবোল—জগভরি' উঠ্‌বে রোল

গৌরনামের ধ্বনি শুনে
পাগল হ'য়ে বেড়াব
ভাই ভাই একপ্রাণে—পাগল হ'য়ে বেড়াব

যারে দেখ্‌ব তারে ব'ল্‌ব

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।"

গৌর নাচে প্রেমভরে
ভাগবত-আচার্য্যের ঘরে—গৌর নাচে প্রেমভরে (মাতন)

"নিতাই-গৌরহরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।।"
"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল।।"

"গঙ্গাতীর হ'তে শ্রীপাঠবাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুর আনয়ন কালে কীৰ্ত্তন।"

গৌর আইলা বরাহনগরে

পানিহাটিগ্রাম ধন্য ক'রে—গৌর আইলা বরাহনগরে

(মঠের সম্মুখে কীৰ্ত্তন)

গৌর আইলা বরাহনগরে

শ্রীভাগবতাচার্য্যের ঘরে—গৌর আইলা বরাহনগরে

(মঠের মধ্যে কীৰ্ত্তন)

গৌর ভাসে নয়ন-জলে

রঘুনাথে করি কোলে—গৌর ভাসে নয়ন-জলে

রঘুনাথ ভাসে নয়ন-জলে

রসরাজ-গৌর হৃ'দে ধ'রে—রঘুনাথ ভাসে নয়ন-জলে

সবাই বলে জয় গৌরহরি

রঘুনাথের ঘরে গৌর হেরি'—সবাই বলে জয় গৌরহরি

আইলা প্রাণের গৌরহরি

প্রভু নিতাই সঙ্গে করি'—আইলা প্রাণের গৌরহরি

আইলা রঘুনাথের ঘরে

নিতাই-গৌর যুগল হ'য়ে—আইলা রঘুনাথের ঘরে

সবাই দাও গড়াগড়ি

নিতাই-গৌর-যুগল-বদন হেরি—সবাই দাও গড়াগড়ি

নিতাই-গৌর হৃ'দে ধরি—সবাই দাও গড়াগড়ি

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল।।"

শ্রীশ্রীচাঁচড় কীর্ত্তন।

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।"

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল।।"

"আজ হোরি খেলব শ্যাম তোমার সনে।
একলা পেয়েছি তোমায় নিধুবনে।।"

ওহে বাঁকা শ্যাম শ্যাম হে—

"শুন ওহে বনমালী, ভাঙ্গব তোমার নাগরালী,
কুঙ্কুম মারিব তোমার বাঁকা নয়নে।।"

ওহে বাঁকা শ্যাম শ্যাম হে—

"শুন ওহে মূরলীধারী, ভাঙ্গব তোমার ভারিভুরি,
পিচকারী মারিব তোমার পীতবসনে।"

ওহে, বাঁকা শ্যাম শ্যাম হে—

"শুন ওহে গিরিধারি, ভাঙ্গব তোমার চাতুরালী,
কুঙ্কুম মারিব তোমার রাঙ্গা (চরণে) বয়ানে।"

সামাল সামাল হে

একলা পেয়েছি তোমায়—সামাল সামাল হে

"হোরিরঙ্গে বিহরত আমার গৌর নিত্যানন্দ।
গৌর নিত্যানন্দ আমার শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র।।"

হোরিরঙ্গে বিহরই রে

এই নবদ্বীপ মাঝে বিহরই রে

"গৌর নিত্যানন্দ আমার শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র।।
গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ।
আবির উড়ায়ত যত ভক্তবৃন্দ।।"

হো হো হোরি

আজ মেনে নবদ্বীপে—হো হো হোরি

গৌর নিতাই নবদ্বীপে—হো হো হোরি

"হোরিরঙ্গে বিহরত আমার গৌর নিত্যানন্দ।"

"হোরিরঙ্গে বিহরত আমার শ্রীরাধা গোবিন্দ।
শ্রীরাধা গোবিন্দ আমার প্রাণ রাধা গোবিন্দ।।"

হোরিরঙ্গে বিহরই রে
মধুর শ্রীবৃন্দাবনে বিহরই রে

"ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ।
আবির উড়ায়ত যত সখীবৃন্দ।।"

হো হো হোরি

আজ মেনে বৃন্দাবনে—হো হো হোরি

"আবির উড়ায়ত যত সখীবৃন্দ।।
শ্রীরূপ মঞ্জরী রতি মঞ্জরী অনঙ্গ।
হোরিরঙ্গে বিহরই আমার শ্রীরাধা গোবিন্দ।"

"হোরিরঙ্গে বিহরই আমার শ্রীরাধারমণ।
শ্রীরাধারমণ আমার প্রাণ রাধারমণ।।"

হোরিরঙ্গে বিহরই রে

আজ মেনে নবদ্বীপে—হোরিরঙ্গে বিহরই রে

"শ্রীরাধারমণ আমার প্রাণ রাধারমণ।।
আবির উড়ায়ত যত ভক্তগণ।"

হো হো হোরি

আবির উড়ায়ত—হো হো হোরি
সামাল সামাল বলে—হো হো হোরি

"আবির উড়ায়ত যত ভক্তগণ।
হোরিরঙ্গে বিহরই আমার শ্রীরাধারমণ।।"

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।"

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল।।"

শ্রীশ্রীরামচন্দ্র বিজয়োৎসব কীর্ত্তন

(আশ্বিন শুক্লা দশমী)

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল।"

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।"

"জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ।।"

প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

প্রেমাবতার গৌরহরির—প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই
ব্রজবিহারী গৌরহরির—প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই
শচীদুলাল গৌরহরির—প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

"জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ।।
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে।
নীলাচলে রহি করে নৃত্য-গীত-রঙ্গে।।
বিজয়াদশমী লঙ্কা বিজয়ের দিনে।
বানরসৈন্য হৈল প্রভু লঞা ভক্তগণে।।
হনুমানাবেশে প্রভু বৃক্ষ শাখা লঞা।
লঙ্কার গড়ে চড়ি ফেলে গড় ভাঙ্গিয়া।।
কাঁহারে রাবণা! প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
জগন্মাতা হরে পাপী মারিমু সবংশে।।
গোঁসাঞির আবেশ দেখি লোকে চমৎকার।
সর্ব্বলোকে 'জয় জয়' বলে বাব বার।।"

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।"

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল।।"

শ্রীশ্রীগোরা অভিসার কীর্ত্তন

(কোজাগরী পূর্ণিমা)

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল।"

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।"

১

"নীলাচলে গোরারায় সঙ্গেতে নিতাই।
স্বরূপাদি রামরায় শ্রীবাস রামাই।।
মুরারি মুকুন্দ নরহরি গদাধর।
বাসুদেব বক্রেশ্বর আদি সহচর।।
সঙ্কীর্ত্তনাবেশে রাত্রি দিন নাহি জানে।
কি ভাব উঠয়ে কভু না যায় কথনে।।
যখন থাকয়ে প্রভু কাশীমিশ্রাবাসে।
নিরন্তর মগ্ন রহে রাধাভাবাবেশে।।
স্বরূপাদি রামরায়ে দেখি সখীবোধে।
ললিতা বিশাখা বলি সদাই সম্বোধে।।
কুটিলার ভয়ে যেন অন্তরে তরাস।
কদাপি নাহিক শুনি মুখে উচ্চভাষ।।
শ্যামের বিচ্ছেদ সদা হিয়া-মাঝে জাগে।
শ্যামগুণ আলাপন সদা ভাল লাগে।।
হেন ভাবে সদা প্রভুর বিবশ হৃদয়।
শারদীয় ঋতু আসি হইল উদয়।।
শারদীয় শুভ্র নিশায় চন্দ্রিকা উজ্জ্বল।
প্রবাহিত সুরভিত বায়ূ সুশীতল।।
নেহারি দ্বিগুণ উঠে ভাবের তরঙ্গ।
অবশ হইল মন প্রাণ সর্ব্ব অঙ্গ।।
দেখি সহচরগণ উৎকণ্ঠিত মন।
প্রভুর রক্ষণে সদা করে সুযতন।।"

২

একদিন,—"অপরাহ্নে গোরাশশী, কাশীমিশ্র-গৃহে বসি,
নখে ক্ষিতে করয়ে লিখন।
বামকরে গণ্ড রাখি, অধোমুখে মনোদুঃখী
অঝোরে ঝরয়ে দু'নয়ন।।
"মলিন দেখিয়া মুখ, বিদরিয়া যায় বুক,
কিসের লাগিয়া প্রভু কাঁদে।
দেখিয়া স্বরূপ আসি, আস্তে ব্যস্তে কাছে বসি,
হৃদয়ে ধৈরয নাহি বাঁধে।।
বস্ত্রাঞ্চলে নেত্রবারি, মুছাইয়া ধীরি ধীরি,
করে কর করিলা ধারণ।
মানি নর্ম্ম-সহচরী, দ্বিগুণ নয়নবারি,
উথলিল না যায় বারণ।।
স্বরূপের গলা ধরি, কাঁদে প্রভু গৌরহরি,
ফুকরি ফুকরি মনোদুঃখে।
বাষ্পে কণ্ঠ হয় রুদ্ধ, বাক্য না নিঃসরে শুদ্ধ,
নীবর থাকয়ে অধোমুখে।।"

৩

"মনের বেদনা, কারে আমি কব, শুনগো ললিতা সই।
শ্যামের বিরহে, মনপ্রাণ দহে, কিসে তার দেখা পাই।।
পূরব পিরীতি,তুমি জান সব,' মম প্রাণবঁধূ কালা।
কেমনে তাহারে, বারেক দেখিয়া, জুড়াই হিয়ার জ্বালা।।
নবজলধর, রসে ঢর ঢর, বরণ চিকন কালা।
অঙ্গের ভূষণ, অমূল্য রতন, মণি মাণিকের মালা।।
নয়ন সুচারু, সুভঙ্গিম ভুরু, তেরছ চাহনি তায়।
অপাঙ্গ নেহারি, কুলবতী নারী, তেজে কুললাজ ভয়।।
সুরঙ্গ অধরে, সুভঙ্গ মুরলী, বরষে ললিত রব।
কামিনী কুরঙ্গী, শুনি অবশাঙ্গী, ধায় সেইদিকে সব।।

কৃষ্ণ কেশদাম, অতি অনুপাম, তাহে বাঁধিয়াছে চূড়া।
মল্লিকা মালতী, ফুলে নানা-জাতি, চতুর্দ্দিকে আছে বেড়া।।
তথি পরে উচ্চ, চারু শিখি-পুচ্ছ, ইষৎ বামেতে হেলা।
নেহারি কামিনী, আকুল পরাণি, মাঝে গোরচনা বিন্দু।
সুনীল কপোল, গগন মাঝারে, বিরাজিত পূর্ণ ইন্দু।।
পরিসর উরে, কিবা শোভা করে,চারু কুসুমের দাম।
সেরূপ নেহারি, আপনা ধিক্কারি, মূরছিত হয় কাম।।
তারা উতপল, জিনি করতল, ভুজ করিকর জিনি।
চম্পকের কলি, জিনিয়া অঙ্গুলী, নখে কোটি শশী মানি।।
কতনা যতনে, রতন বলয়, পরিধান ভুজরাজে।
আঙ্গুলে অঙ্গুরী, শোভে সারিসারি, অতি সুললিত সাজে।।
পরিহিত নব, পীতবসন, পীত-উত্তরি গলে।
যেন— নীল জীমুতে,থির বিজুরী, শোভিছে গগনতলে।।
রক্ত কোকনদ, জিনি পদযুগ, রতন নুপুর সাজে।
চঞ্চল-চরণে, হেলিতে দুলিতে, মধুর মধুর বাজে।
জগমোহনিয়া, ত্রিভঙ্গিম ঠাম, কদম্বতলায় কানু।
রাধে রাধে রাধে, কিবা মনঃসাধে, ডাকিছে মোহন-বেণু।।
সেরূপ-মাধুরী, আহা মরি মরি, জাগিছে হিয়ার মাঝে।
ওই শোন শোন, মোহন-মুরলী, গহন-বিপিনে বাজে।।
আমি কুলবতী, নবীনা যুবতী, কানুর পিরীতি তায়।
হিয়ার মাঝারে, জাগে নিরন্তরে,কহ করি কি উপায়।।
হাস পরিহাস,ললিত বিলাস, তেরছ চাহনি সই।
সঙরি সঙরি, ধৈরয় পাসরি, সদাই অথিরা হই।।
শোন শোন ওই, ওগো প্রাণ সই, শ্যামের বাঁশরী রব!
বাজিছে আবার, গৃহেতে এবার, না থাকিব একলব।।
আমি— চলিনু এখনি, যথা নীলমণি, বিপিনে বাঁশরী বায়।
বিলম্ব না সয়, কি হ'তে কি হয়, যাবি তোরা যদি আয়।।
বলিতে বলিতে, প্রভু শচীসুতে, রাধাভাবে হই ভোর।
পাগলিনী প্রায়, দ্রুত বেগে ধায়, যথা শ্যাম নটবর।।

আথেব্যথে উঠি, তখনে স্বরূপ, আঙ্গিনা মাঝারে গিয়া।
দুবাহু পসারি, নেত্রে বহে বারি, রহে পথ আগুলিয়া।।
সন্মুখে তাহারে, দেখি গোরারায়, বলিছে বিনয় বাণী।
কেন গো ললিতে, মম প্রাণাধিকে, নিষধহ মোরে তুমি।।
আমার,— মনের বেদনা, তুমি সব জান, এখনি ভুলিলে সব।
আকুল পরাণি, শুনিনু যখনি, শ্যামের বাঁশরী রব।।
তোমারে সতত, মম মনোমত, জানিতাম নিরন্তর।
মম কম্মফেরে, নিষ্ঠুরা হইলে, নহে কেন ভাবান্তর।।
আমার পরাণ, করে আনচান, বিনে শ্যাম নীলমণি।
তারে না দেখিয়া পরাণ সংশয়, বাহিরায় হেন মানি।।
এই বাক্য ধর, মম হিত কর তোমাঠাঞি ভিক্ষা চাই।
পথ ছাড়ি দেহ, নাহি নিষেধহ, শ্যামের সমীপে যাই।।"
"যদি হিত চাহ, মোরে না বারিহ, আর না বিলম্ব সয়।
নতুবা অচিরে, পরাণ আমার,রহে কিবা নাহি রয়।।"

৪

"স্বরুপের হাতি ধরি প্রভু গোরারায়।
"কাকুতি মিনতি করি সকাতরে চায়।।
কভু বা বিনয় করি বলে মৃদু বাণী।
কভু বা সাদরে বলে প্রিয়সখী মানি।।
কভু ভয় কভু দুঃখ কভু করে ক্রোধ।
স্তব্ধ হইয়া থাকে স্বরূপ না আইসে প্রবোধ।।
ক্ষণেক চিন্তিয়া মনে স্বরূপ বলয়।
কেমনে যাইবা ধনী নিকুঞ্জ-নিলয়।।
রাজার নন্দিনী তুমি কুলের কামিনী।
দিবসে কেমনে বনে যাবে একাকিনী।।
তাহাতে ব্রজের লোক কি বলিবে শুনি।
পথি মাঝে আলুথালু যেন পাগলিনী।।
বাতুলীর প্রায় দেখি সবে উপহাসি।
কলঙ্ক রটাবে নামে ভাল নাহি বাসি।

নবনীত সম তব তনু সুকোমল।
প্রখর আতপ তাপে কি হইবে বল।।
পদ্মের কোরক সম কোমল চরণে।
কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হবে ব্রজের বিপিনে।।
শুনি স্বরূপের বাণী বলে গোরারায়।
কে না ব্রজে জানে শ্যাম-কলঙ্কিনী রাই।।
যেদিন শ্যামের রূপে মজিয়াছে চিত।
তিলাঞ্জলী কুলে শীলে দিনু সুনিশ্চিত।।
কি মোরে কুলের লাজে কিবা লোক ভয়।
এখনি যাইব চলি যথা শ্যামরায়।।
কি মোর শরীরে কাজ এ শূন্যজীবনে।
কেমনে দেখিব আমি মুরলীবদনে।।
বৃথা নিবারণ মোরে না কর ললিতে।
বুঝিতে নারহ কিবা দুঃখ মোর চিতে।।
পায় ধরি বলি সই ছাড় মোরে পথ।
বিলম্ব হইলে জান ঘটিবে বিপদ।।"

৫

মনেতে চিন্তিয়া, যুকতি করিয়া, স্বরূপ বলিছে বাণী।
আছে এত বেলা, না হও উতলা, বলি শুন কমলিনী।।
জটিলা মুখরা, কুটিলা প্রখরা, এখনি লাগাবে দ্বন্দ্ব।
কত না গঞ্জনা, সহিবে যাতনা, এখনি বলিবে মন্দ।।
শুনিতেই মাত্র, প্রভু গোরারায়, জটিলা কুটিলা বোল।
চুপে চুপে গিয়া, গৃহে প্রবেশিয়া, নেত্রে ঘন বহে লোর।।
বিধিরে ধিক্কারি, প্রভু গৌরহরি, বিলাপয় মনে মনে।
বিধি নিরবোধ, নাহি বোধাবোধ, ভাবাভাব নাহি জানে।।
শ্যাম-রূপরাশি, হেরি দিবানিশি,মনে ছিল বড় সাধ।
মোরে নারীকুলে, জনম করাইয়া, তাহে পাড়িয়াছে বাধ।।
তাহে কুলবতী, নবীনা যুবতী, শাশুড়ী ননদী জ্বালা।
কত ছলা করি, দিবস শর্ব্বরী, হেরিতে চিকন-কালা।

এবারে মরিয়া, জনম লইব, ধরিব পুরুষ তনু।
যখনে ইচ্ছিব, তখনি দেখিব, যাইয়া নন্দের কানু।।
কাল-ভুজঙ্গিনী, সম ননদিনী, শাশুড়ী ব্যাঘ্রীর পারা।
কতই ঝুরিব, অন্তরে অন্তরে, হেরিতে দুকুল- চোরা।।
গুমরিয়া কাঁদি, মুঞি নিরবধি, ফুকরি কাঁদিতে নারি।
তুষানল যেন, মরম বেদনা, আর না সহিতে পারি।।
বলিতে বলিতে, হয় উছলিত, গোরার নয়ন- লোর।
অঝোরে ঝরয়, নিবারণ নহে, রাধাভাবে হয় ভোর।।

৬

ভাবের আবেগ প্রভুর সহনে না যায়।
দণ্ডে দণ্ডে উঠিয়া আকাশ-পানে চায়।।
মূহূর্ত্তেক শতযুগ-সম করি মানি।
কতক্ষণে অস্তমিত হয় দিনমণি।
ভিতরে বাহিরে কোথা সোয়াথ না পায়।
কভু অধোমুখে বসি করে হায় হায়।।
কভু পূর্ব্বমত বেগে উঠি চলি যায়।
বহু প্রবোধিয়া স্বরূপ প্রভুরে রহায়।।
কভু উর্দ্ধ দৃষ্টে রহে দুই কর্ণ ডারি।
হৃদয় ভরিয়া শুনে শ্যামের বাঁশরী।।
তিলে তিলে শতগুণ বাঢ়ে ব্যাকুলতা।
দেখিয়া স্বরূপ মনে পায় বড় ব্যথা।
হেনকালে অস্তাচলে গত দিবাকর।
শারদ-প্রদোষ আবির্ভাব ধরাতল।।
সন্ধ্যা আগমনে সব পারিষদগণ
ক্রমে ক্রমে প্রভু পাশে কৈলা আগমন।।
শ্রীপাদ নিতাই আর রায় রামানন্দ।
শ্রীবাসাদি করি যত ছিলা ভক্তবৃন্দ।।
আর যত ভক্তগণ বাহিরে থাকিলা।
গম্ভীরাতে নিত্যানন্দ রামরায় গেলা।।

প্রভুর দেখিয়া ভাব নিতাই উল্লাস।
ধীরে ধীরে দুইজনে বসে প্রভুপাশ।।
দোঁহারে দেখিয়া প্রভুর উৎকণ্ঠা বাঢ়য়।
অনঙ্গ মঞ্জরী বিশাখিকা ভাব হয়।।
আগ্রহে পুছয়ে "তুমি সব ছিলা কতি।
পরাণ রাখহ মোর করিয়া যুকতি।।
শ্যামের বিচ্ছেদানলে দগ্ধ হয় তনু।
ত্বরায় মিলাহ মোরে নন্দসুত কানু।।
বলিতে বলিতে প্রভুর ভাব উথলিলা।
দোঁহার গলা ধরি উচ্চে কাঁদিতে লাগিলা।।
সখী-কণ্ঠ ধরি কাঁদে আকুল অন্তর।
কাঁহা মোর প্রাণসখা শ্যাম নটবর।।
কাঁহা মোর কানু বলি হয় কণ্ঠরোধ।
সখীগণে মিলি করে প্রভুরে প্রবোধ।।"

৭

"বহুদিন পরে, গোরার অন্তরে, পূরবের ভাবোদয়।
শ্যাম-অভিসারি, যাইতে বিচারি, আনন্দে মাতিয়া রয়।।
রজ-রমণী, রাই বিনোদিনী, সাজেতে সাজিতে আশ।
নিপুণা সখীরে, আদেশিছে ধীরে, মনে মনে মহোল্লাস।।
ক্রন্দন সম্বরি, বলে গৌরহরি, সখীগণে সম্বোধিয়া।
শ্যাম-অভিসারে, যাইব সত্বরে, দেহ মোরে সাজাইয়া।।
যতন করিয়ে, বেণী বিনাইয়ে, দুলাইহ পৃষ্ঠদেশে।
মালতীর হারে, তাহে থরে থরে, সাজাইহ চউপাশে।।
কুঙ্কুমের বিন্দু, কপোলে রচহ, সীন্দুরের বিন্দু পাশে।
চন্দনে চর্চ্চিত, কর সর্ব্ব অঙ্গ, পরাইহ শুভ্রবাসে।।
কুসুম রচন, করি আভরণ, সাজাইহ যথাস্থানে।
আমি—শ্যাম-নটবরে, নবীন-নাগরে, মিলিব গহন-বনে।।
সুবাসিত বারি, সুবর্ণের ঝারি, ভরি লহ মোর সাথে।
তাম্বূলাদি যত, উপহার সব, লই চল অলক্ষিতে।।

এতেক বলিয়া, চলিল উঠিয়া, অভিসারিকার ভাবে।
যেন,— নিকুঞ্জ-ভবনে, শ্যাম-দরশনে, চলে রাই অনুরাগে।।"

৮

"কমলিনী-ভাবে গোরা চলে অভিসারে।
অলক্ষিতে সশঙ্কিতে গমন স-ধীরে।।
কাশী-মিশ্র-বাটী ছাড়ি সমুদ্রের পথে।
অভিসারে যায় গোরা টোটা-গোপীনাথে।।
ভক্তগণ আপনারে সহচরী মানি।
যেন,—রাইয়ে ঘিরিয়া চলে বরজ-রমণী।।
নির্ম্মল শারদ নিশি ফুল্ল চন্দ্রোদয়।
সুশীতল মন্দ মন্দ বহিছে মলয়।।
পুষ্পোদ্যানে চতুর্দ্দিকে কুসুম বিকাশ।
জ্যোৎস্নাময়ী ধরা যেন পরা শুভ্রবাস।।
তপ্ত-স্বর্ণবর্ণ তনু লিপ্ত মলয়জে।
লাজে পূর্ণচন্দ্র বুঝি রাজে ধরামাঝে।।
অঙ্গের ছটায় দীপ্তি পায় নিশাপতি।
মন্থরে চলয়ে শ্যাম—অনুরাগে মাতি।।
দক্ষিণে নিতাই চলে বামেতে স্বরূপ।
গোরা অভিসার করে অতি অপরূপ।।
আগে আগে রামরায় বিশাখার ভাবে।
নিকুঞ্জের পথে পথে যায় অনুরাগে।।
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ মণ্ডলী করিয়া।
শ্যামগুণ গাই চলে ধনীরে ঘিরিয়া।।
সমুদ্রের পথে নাহি লোক গতাগতি।
চন্দ্রকরে বালুরাশি শোভা পায় অতি
সমুদ্র নিরখি প্রভুর যমুনার ভ্রম।
তীরে বালু দেখি হয় পুলিন স্মরণ
শ্যামগুণ-গানে প্রভু আনন্দেতে মাতি।
কভু ধীরে ধীরে যায় কভু দ্রুতগতি।।

নিতাই-স্বরূপ-গলে তুলি দুই কর।
বিবশ হইয়ে চলে গোরা নটবর।।"

৯

"বিমল হেন জিনি, তনু অনুপাম রে,
তাহে শোভে নানা ফুলদাম।
কদম্বকেশর জিনি, একটী পুলক রে,
তার মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘাম।।
জিনি মদমত্ত-হাতী, গমন মন্থর অতি,
ভাবাবেশে ঢুলি ঢুলি যায়।
অরুণ বসন ছবি, যেন প্রভাতের রবি,
গোরা-অঙ্গে লহরী খেলায়।।
চলিতে না পারে গোরা, চাঁদ গোসাঞি গো,
বলিতে না পারে আধ বোল।
ভাবেতে অবশ হইয়া, হরি হরি বলিয়া,
ধেয়ে করে নিত্যানন্দে কোল।।'

অনঙ্গ মঞ্জরী বোধে
মিলাইয়া দাও ব'লে

১০

"রামরায়ে পুছে প্রভু বিশাখিকা সই।
আর কত দূরে শ্যামের নিকুঞ্জ-নিলয়।।
চলিতে নারিব আমি অবশ সর্ব্বাঙ্গ।
হেন কালে পায় গোরা শ্যাম-অঙ্গ-গন্ধ।।
ফিরিয়া পরাণি যেন পাইলা শরীরে।
চলিতে লাগিলা গোরা অতি ধীরে ধীরে।।
চলিতে চলিতে গোপীনাথের সম্মুখে।
উপনীত গোরাচাঁদ হন মনঃসুখে।।"

১১

"ওই গোরারায়—
শ্রীরাধাভাবে, দাঁড়ায়ে গোপীনাথে চায় রে।।
গিয়ে গোপীনাথ-আগে, দেখে গোরা অনুরাগে রে।
ভাবাবেশে ওষ্ঠাধর ঈষৎ কাঁপয় রে।।
প্রণয়-মানেতে ভোলা, অপাঙ্গে নেহারে কালা রে।
নীরবে দাঁড়ায়ে থাকি, কিছু না বলয় রে।।
কভু দৈন্যে করে স্তুতি, বলে তুমি প্রাণপতি হে।
তোমা না দেখিলে মোর জীবন সংশয় হে।।
বিষাদেতে গোরারায়, কভু করে হায় হায় রে।
মুঞি অভাগিনী নারী, কিসে তোমা পাই হে।।
নয়নে বহিছে ধারা, বলে কানু চিতচোরা হে।
আমি,—তব-পদে ক্রীতদাসী, রাখ রাঙ্গা পায় হে।।
আমি নারী পরবশ, তুমি মোর সরবস হে।
হিয়া-মাঝে থুয়ে তোমা, জীবন জুড়াই হে।।
শ্যাম-কলঙ্কের ডালি, মাথে করি বনমালী হে।
মনে হয় সদা, শ্যামকলঙ্কিনী হই হে।।
শ্রেষ্ঠ মানি অনুরাগে, আলিঙ্গহ সভা আগে হে।
কিম্বা অদর্শনে কর ব্যথিত হৃদয় হে।।
কিবা যথা তথা কুরু, তুমি লম্পটের গুরু হে।
তভু প্রাণনাথ মম, অন্য কেহ নয় হে।।
আত্ম সমর্পণ করি, গোপীনাথে গৌরহরি রে।
রাধাভাবে অনিমিখে, দাঁড়াইয়া রয় রে।।"

১২

"শ্যাম-রূপ নিরখিতে গোরা নটরায়।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে আপনি দাঁড়ায়।।
চঞ্চল অপাঙ্গে বামে পুনঃ পুনঃ হেরে।
দেখিয়া নিতাই ভাব বুঝিল অন্তরে।।
সুবেশ করিয়া শীঘ্র গদাধরে আনি।
বাম পাশে মিলায় নিতাই গুণমণি।।

দেখি ভক্তগণ করে জয় জয় ধ্বনি।
মণ্ডলী করিয়া নৃত্য রচিলা তখনি।।"

১৩

"শোভার,—বলিহারি যাই রে।
গৌর গদাধরে, দাঁড়ায়ে একাধারে ওই রে।।
কণ্ঠে ভুজে মিশামিশি, মোরা তাই ভালবাসি রে।
তড়িতে তড়িতে যেন, জড়িত আছয় রে।।
অপাঙ্গে গৌরাঙ্গ রায়, গদাধরে নেহারয় রে।
দুহুঁ দোঁহা দেখি প্রেমে, আনন্দে মাতয় রে।।
দেখি অপরূপ রূপ, ভক্তগণ রসকূপ রে।
প্রেমের সাগরে ডুবে, সঙ্গেতে নিতাই রে।।
গদাধর-হৃদি-মাঝে, প্রেম-সরোবর সাজে রে।
তাহে রাজহংস গোরা, সুখে সন্তরয় রে।।
দেখ্‌রে আঁখি আঁখিভরি, গদাধর-গৌরহরি রে।
যুগল-মাধুরী হেরি, মোরা ধন্য হই রে।।
জন্মে জন্মে যেন মোরা, পাই গদাধর-গোরা রে।
ওই,—গদাই-গৌর-যুগল-পদে, পরাণ বিকাই রে।।"

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।"
"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল।।"

ইতি দ্বিতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ।